GOV

APRIL TO DEC

1884

Numb. 2332 [২৩৩২]. [REGISTERED No. 30.]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 8, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

NOTIFICATION.

Simla, the 26th March 1884.

No. 7.—His Excellency the Viceroy and Governor-General, under the authority vested in him by the Statute 24 and 25 Vic., capt 67, section 10, has been pleased to nominate Mr. D. G. Barkley, of the Bengal Civil Service, to be an Additional Member of the Council of the Governor-General or the purpose of making Laws and Regulations.

D. FITZPATRICK,
Secretary to the Government of India.

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—PUBLIC.

Calcutta, the 24th March 1884.

No. 527.—Under the provisions of section 9 of Statute 24 and 25 Vic., Cap. 67, the Governor-General in Council is pleased to direct that His Excellency's Council shall assemble at Simla in the jurisdiction of the Lieutenant-Governor of the Punjab.

No. 530.—During the absence of the Governor-General in Council from Calcutta, the Officiating Secretary to the Government of India in the Military Department at the Presidency will have charge of that portion of the Home Department which is left at Calcutta.

A. MACKENZIE,
Secy. to the Govt. of India.

FOREIGN DEPARTMENT.

NOTIFICATION.—GENERAL.

Fort William, the 22nd March 1884.

No. 604*G.*—During the absence of the Governor-General in Council from Calcutta, the Officiating Secretary to the Government of India in the Military Department at the Presidency will have charge of that portion of the Foreign Department which is left at Calcutta.

J. W. RIDGEWAY, *Lieut.-Col.,*
Offg. Under-Secy. to the Govt. of India.

লেজিসলেটিব ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ্চ।

৭ নম্বর।—মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেবের প্রতি মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ৬৭ অধ্যায়ের ১০ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে তিনি বঙ্গদেশের সিবিল সর্বিসের শ্রীযুত ডি, জি, বার্কলে সাহেবকে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার অতিরিক্ত সভাপদে মনোনীত করিলেন।

ডি, ফিট্‌জপাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের সেক্রেটরী।

হোম ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।—পবলিক।

কলিকাতা, ১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ্চ।

৫২৭ নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ৬৭ অধ্যায়ের ৯ ধারার বিধানমতে এই আদেশ করিলেন যে, পঞ্জাবের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন সিমলায় মহিমবর শ্রীযুতের মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইবে।

৫৩০ নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের কলিকাতায় অনুপস্থিতিকালে হোম ডিপার্টমেণ্টের যে অংশ কলিকাতায় থাকিল রাজধানীতে মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী সাহেব সেই অংশের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত থাকিবেন।

এ, মাকেঞ্জি,
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের সেক্রেটরী।

ফরিন্ ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।—সাধারণ।

ফোর্ট উলিয়ম, ১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ্চ।

৬০৪ নম্বর G।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের কলিকাতায় অনুপস্থিতিকালে ফরিন্ ডিপার্টমেণ্টের যে অংশ কলিকাতায় থাকিল রাজধানীতে মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী সাহেব সেই অংশের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হইবেন।

জে, ডবলিউ রিজওয়ে, লেপ্টেনেণ্ট কর্নেল,
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 8, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

NOTIFICATION

The 31*st March* 1884.—The following instructions are notified for the guidance of officers corresponding directly with the Government of Bengal during the time His Honour the Lieutenant-Governor is at Darjeeling:—

As a general rule, all communications should be sent, as usual, to the Secretariat at Calcutta, but communications which are urgent, and which can be made complete in themselves, so as not to require reference to papers at the Presidency, may be sent direct to the Secretary of the department concerned with the Lieutenant-Governor at Darjeeling.

F. B Peacock,
Secy to the Govt. of Bengal.

No. 1789A.

General.—*The* 21*st March* 1884.—Moulvie Syed Mahomed, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is transferred to the sudder station of the District of Hooghly

Baboo Khetter Mohun Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is transferred to Jessore, and is appointed to have charge of the Jhenidah sub-division of that district, during the absence on leave of Mr W. G. Deare, or until further orders.

The 26*th March* 1884.—Mr. W. H. Page, Joint-Magistrate and Deputy Collector, who reported his return from furlough on the 22nd instant, is appointed to officiate as District and Sessions Judge of Bhagulpore, during the absence, on leave, of Mr W H. Verner or until further orders.

The 27*th March* 1884.—Mr. H. Holmwood, Assistant Magistrate and Collector, Kooshtea, Nuddea, is allowed special leave for six months under section 61 of the Civil Leave Code, with effect from the 4th proximo.

Baboo Petumber Banerjee, Sub-Deputy Collector, Mymensingh, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 8th proximo

Mr H. Mosley, Magistrate and Collector, Moorshedabad, reported his departure from India, on furlough, on the 9th instant.

The 28*th March* 1884.—Mr. F W. J. Rees, Officiating District and Sessions Judge Tipperah, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District and Sessions Judges with effect from the 9th instant.

Mr. F. W. A. Peterson, District and Sessions Judge, Jessore, is appointed to act until further orders, in the first grade of District and Sessions Judges, with effect from the 11th instant.

Mr E. H. Ruddock, Magistrate and Collector, Rajshahye, is appointed to act, until further orders, in the second grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 2nd instant.

The 29*th March* 1884.—Mr. J G. Ritchie, c s, reported his departure from India, on furlough, on the 25th ultimo

Mr. G J. B T Dalton, Officiating Magistrate and Collector, Dinagepore, is appointed to officiate as Deputy Commissioner of Julpigoree, during the absence, on furlough, of Colonel B W. D. Morton, or until further orders.

The 31*st March* 1884.—Moulvie Shaikh Abdullah, Temporary Sub-Deputy Collector, Sewan, Sarun, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th April 1884.

[*Government Gazette, 8th April* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে কার্য্যকারকেরা লিখন পঠন করিয়া থাকেন মান্যবর শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের দার্জ্জিলিঙ্গে অবস্থিতি কালে তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ নিম্নলিখিত উপদেশ বাক্য প্রকাশ করা গেল।

সকল কাগজপত্র সচরাচর কলিকাতায় সেক্রেটরীর আফিসে যেমন পাঠান গিয়া থাকে তেমনি পাঠান যাইবে এইটি সাধারণ বিধি। কিন্তু যে সকল কাগজপত্র ত্বরায় দেখা আবশ্যক ও স্বতই পূর্ণ থাকে অর্থাৎ রাজধানীর কাগজপত্র দেখিবার আবশ্যক না হয়, সেই সকল কাগজপত্র যে কার্য্যবিভাগ সম্পর্কীয় হয় দার্জ্জিলিঙ্গে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের সঙ্গে সেই কার্য্যবিভাগের যে সেক্রেটরী আছেন তাঁহার নিকট একেবারে পাঠান যাইতে পারিবে।

এফ. বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

১৭৮৯ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ্চ।—২৪ পরগনার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ হুগলী জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ, জি, ডিয়র সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় যশোহরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত ঝিনিদহ মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৩ মার্চ্চ।—শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, বর্ণর সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, পেজ সাহেব নিয়মিত ছুটীহইতে এই মাসের ২২ তারিখে স্বীয় প্রত্যাগমনের রিপোর্ট করিয়া ভাগলপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ্চ।—নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ, লোমউড সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৬১ ধারামতে আগামি মাসের ৫ তারিখ অবধি ছয় মাসের বিশেষ ছুটী পাইলেন।

ময়মনসিংহের সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আগামি মাসের ৮ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ, বেম্‌লী সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া এই মাসের ৯ তারিখে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ্চ।—ত্রিপুরার একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত এফ, ডবলিউ জে, রীস সাহেব এই মাসের ৯ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজদের প্রথম শ্রেণী-মতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত এফ. ডবলিউ, বি. পিটরসন সাহেব এই মাসের ১১ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজশাহীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত ই. এচ, রডক সাহেব এই মাসের ২ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ মার্চ্চ।—শ্রীযুত জে, জি, রিচী সাহেব, সি, এস, নিয়মিত ছুটী লইয়া গত মাসের ২৫ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

কর্ণেল শ্রীযুত বি, ডবলিউ, ডি, মর্টন সাহেবের নিয়মিত ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিত কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দিনাজপুরের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত জি, জে, বি, টি. ডালটন সাহেব জলপাইগুড়ির ডেপুটী কমিশ্যনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—সারণের অন্তর্গত সেওয়ানের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী সেখ আবদুল্লা সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ২০ আপ্রিল অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

Mr. F. J. G. Campbell, District and Sessions Judge, Furreedpore, on leave, is appointed to act as District and Sessions Judge, Rajshahye, during the absence, on deputation, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders.

Mr. J. G. Charles, Officiating District and Sessions Judge, Rajshahye, is appointed to act as Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, during the absence, on deputation, of Mr. H. Beverley, or until further orders.

Mr. C. R. Marriott, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is allowed furlough for fifteen months, under section 50 of the Civil Leave Code, with effect from the 19th July next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 1st April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. A. A. Wace of his commission as a Captain in the A Company of the Northern Bengal Volunteer Rifle Corps.

Baboo Shama Churn Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Aurungabad, Gya, is allowed leave for one month, under section 130, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Baboo Uma Churn Gangooly, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Satkhira, Khoolna, on leave, is posted to Burdwan, and is appointed to have charge of the Culna sub-division of that district.

Baboo Mohanund Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on special duty, is allowed privilege leave for one month, with effect from the 5th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. W. G. Deare, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jhenida, Jessore, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Baboo Kedar Nath Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Baraset, 24-Pergunnahs, is transferred to the Serampore sub-division of the district of Hooghly.

Baboo Gopendra Krishna, Assistant Magistrate and Collector, Culna, Burdwan, is transferred to the 24-Pergunnahs, and is appointed to have charge of the Baraset sub-division of that district.

Moulvie Ramizuddin, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Contai, Midnapore, is transferred to the Brahmunberiah sub-division of the district of Tipperah.

Baboo Rajkissore Narain, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Gya, on special duty, is appointed to have charge of the Aurungabad sub-division of that district, during the absence, on leave, of Baboo Shama Churn Mitter, or until further orders.

Baboo Monmotho Coomar Bose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector on special duty, is posted to the sudder station of the district of Patna.

Mr. H. Farrer, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Serajgunge, Pubna, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 14th March last.

Mr. A. C. Tute, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dinagepore, is appointed to officiate as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on deputation, of Mr. T. E. Coxhead, or until further orders.

Mr. E. G. Glazier, Magistrate and Collector, Pubna, is appointed to act as Magistrate and Collector, Mymensingh, during the absence, on deputation, of Mr. N. S. Alexander, or until further orders.

Mr. R. Cornish, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, is appointed to act as Magistrate and Collector, Pubna, during the absence, on deputation, of Mr. E. G. Glazier, or until further orders.

[*Government Gazette, 8th April* 1884.]

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত জে. বি. ওয়ার্ডন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ছুটীপ্রাপ্ত ফরীদপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত এফ, জে. জি, ক্যাম্বেল সাহেব রাজশাহীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত এচ, বেবর্লী সাহেবের অনুপস্থিত কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় রাজশাহীর একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত ডব্লিউ, জি, চার্লস সাহেব ২৪ পরগনা ও হুগলীর অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ঢাকার একটিং জাইণ্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি, আর, মেরিয়ট সাহেব আগামি জুলাই মাসের ১৯ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫০ ধারামতে পনের মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—শ্রীযুত এ, এ. ওয়েস সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের বলন্টিয়র রাইফল দলের A কোম্পানিতে কাপ্তানস্বরূপ স্বীয় কমিশ্যন ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

গয়ার অন্তর্গত আরঙ্গাবাদের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ মিত্র যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩০ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরার ছুটীপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু উমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বর্দ্ধমানে অবস্থাপিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত কালনা মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু মহানন্দ গুপ্ত এই মাসের ৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি এক মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত ঝিনিদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ, জি, ডিয়র সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

২৪ পরগনার অন্তর্গত বারাসতের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ দত্ত, হুগলী জিলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মহকুমায় প্রেরিত হইলেন।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কালনার আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বাবু ২৪ পরগনা জিলায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত বারাসত মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী রমিজুদ্দীন ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমায় প্রেরিত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ মিত্রের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত গয়ার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রাজকিশোর নারায়ণ সিংহ জিলার অন্তর্গত আরঙ্গাবাদ মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু মন্মথ কুমার বসু পাটনা জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

পাবনার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জের একটিং জাইণ্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এচ, ফেরার সাহেব গত মার্চ্চ মাসের ১৪ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত টি, ই, কল্সহেড সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় দিনাজপুরের কিয়ৎকালীন জাইণ্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এ, সি, টুট সাহেব সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত এস, এস, আলেকজাণ্ডর সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত ই, জি, গ্লেজিয়র সাহেব ময়মনসিংহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত ই, জি, গ্লেজিয়র সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেদিনীপুরের জাইণ্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত আর, কর্ণিস সাহেব পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

EDUCATION.—*The 28th March* 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Noakholly :—

Mr. J. Posford, District Judge, *vice* Mr. Rees, transferred.

Baboo Chandra Bhusan Chakravarty, Deputy Magistrate and Deputy Collector, *vice* Baboo Bagola Prosonna Mozumdar, transferred.

„ Radha Kanta Aich, B.L., Pleader, Judge's Court, Noakholly.

OPIUM.—*The 27th March* 1884.—Mr. A. Elliot, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Burhi, is allowed furlough for six months, under section 132 of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

PORT TRUST.—*The 1st April* 1881.—Mr. R. Steel is confirmed in his appointment, under section 4, Act V (B.C.) of 1870, as a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta, *vice* Mr. W. P. Alexander.

Mr. G. Irving is re-appointed, under section 3, Act V (B.C.) of 1870, to be a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta.

MEDICAL.—*The 24th March* 1884.—Baboo Mohini Mohun Das is appointed to be a visitor of the Dacca Lunatic Asylum, *vice* Baboo Brojendra Kumar Rai, resigned.

The 27th March 1884.—Dr. Udoy Chand Dutt, Civil Medical Officer, Serampore, Hooghly, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

Assistant Surgeon Poorno Chunder Singh, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to act as Civil Medical Officer, Serampore, Hooghly, during the absence, on leave, of Dr. Udoy Chand Dutt, or until further orders.

Surgeon L. A. Waddell, Resident Physician, Medical College Hospital, on leave, is appointed to act as Professor of Chemistry and Chemical Examiner in that institution, during the absence, on leave, of Surgeon C. J. H. Warden, or until further orders.

The 31st March 1884.—Assistant Surgeon Chunder Bhoosun Bose, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to have medical charge of the outpost of Demagiri, in the district of the Chittagong Hill Tracts.

MUNICIPAL.—*The 24th March* 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Bali Municipality :—

Baboo Shib Chundra Chatterjee ... „ Prankissen Kuwar ...	Pleaders, Judge's Court, Hooghly.
„ Srikissen Gangooly ... „ Haran Chundra Mukerjee ...	Landholders.

Mr. J. C. Stack, Assistant Superintendent of Police, is appointed to be a Commissioner of the Serajgunge Municipality, in the district of Pubna, *vice* Baboo Nobin Chunder Roy, Sub-Deputy Collector.

The 25th March 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Baraset Municipality of Assistant Surgeon Kailas Chandra Chatterjee to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Serampore Municipality of Baboo Nundolal Gossain to be their Vice-Chairman.

The 28th March 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Dacca Municipality :—

Mr. C. S. Hill, Professor, Dacca College.	Syed Hossein Ali.
„ W. C. Edwards.	Mir Mohamed Ali.

Shaik Hyder Buksh.

[*Government Gazette, 8th April* 1884.]

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নওয়াখালী জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত রীস সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে ডিষ্ট্রিক্ট জজ শ্রীযুত জে, পোস্কর্ড সাহেব।

শ্রীযুত বাবু বগলা প্রসন্ন মজুমদার স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চন্দ্র ভূষণ চক্রবর্ত্তী।

নওয়াখালীর জজ আদালতের উকীল শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত আইচ, বি, এল।

আফীম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ্চ।—বর্হির আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত এ, এলিয়ট সাহেব আগামি মে মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৩২ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

পোর্ট ট্রষ্ট বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—শ্রীযুত ডবলিউ, পি, আলেকজাণ্ডর সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত আর, ষ্টীল সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৪ ধারামতে কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষ সাধনার্থ কমিস্তনর স্বরূপ স্বীয়পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত জি, অর্বিং সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩ ধারামতে কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষ সাধনার্থ কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ্চ।—শ্রীযুত বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুত বাবু মোহিনীমোহন দাস ঢাকার ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীর পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ্চ।—হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের সিবিল চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীযুত উদয়চাঁদ দত্ত, অন্যের প্রতি কর্ম্মে ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

ডাক্তর শ্রীযুত উদয়চাঁদ দত্তের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র সিংহ হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের সিবিল চিকিৎসকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

সর্জন শ্রীযুত সি, জে, এচ, ওয়াডেল সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ছুটীপ্রাপ্ত মেডিকাল কালেজ হাঁস্পাতালের রেসিডেণ্ট ফিজিসিয়ন সর্জন শ্রীযুত এল, এ, ওয়াডেল সাহেব উক্ত কালেজে কিমীয় বিদ্যার অধ্যাপকের ও কিমীয় পরীক্ষকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত চন্দ্রভূষণ বসু চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ জিলার অন্তর্গত দেমাগ্রি ফাঁড়ির চিকিৎসাকার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বালি মুনিসিপলিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

হুগলীর জজ আদালতের উকীল	শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। " " প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ডর।
ভূম্যধিকারী ...	" " শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়। " " হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র রায়ের পরিবর্ত্তে পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে, সি, ষ্টাক সাহেব পাবনা জিলার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জ মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ্চ।—বারাসত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত কৈলাস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

শ্রীরামপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু নন্দলাল গোস্বামিকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ঢাকা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ঢাকা কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুত সি, এস, হিল সাহেব।	শ্রীযুত সৈয়দ হুসেন আলি।
শ্রীযুত ডবলিউ, সি, এডওয়ার্ডস সাহেব।	" মির মহম্মদ আলি।
	শ্রীযুত সেখ হয়দর বক্স।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

ROAD CESS.—*The* 20*th March* 1884.—Mr. G. K. Lyon, Joint-Magistrate, is appointed to be Vice-Chairman of the Patna District Road Committee, *vice* Mr. Grindlay, transferred.

The 21*st March* 1884 —Baboo Bepin Behary Dutt is re-appointed to be Vice-Chairman of the Midnapore District Road Committee.

The 22*nd March* 1884.—Baboo Probhat Chunder Sen is appointed, and the gentlemen named below are re-appointed, to be members of the Julpigoree District Road Committee :—

Richard Haughton, Esq.	Baboo Kali Dass Goopta.
Munshi Rohim Bux.	,, Sreenath Chuckerbutty.
,, Khairat Ali.	,, Preo Nath Banerjee, B. L.

Baboo Preo Nath Banerjee is also appointed to be Vice-Chairman of the Committee.

The 25*th March* 1884.—Baboo Ratonessari Prosad Narain Singh and Mr. C. B. Boileau are appointed to be members of the Sarun District Road Committee, *vice* Shew Gobind Shaw and Mr. R. B. Reid, respectively.

Baboo Doorga Dass Roy and Baboo Kadar Nath Chatterjee are appointed to be members of the Beerbhoom District Road Committee, *vice* Baboo Gogessur Sen and Baboo Protap Chunder Singh, respectively.

Baboo Sree Nath Chatterjee and Baboo Hardhyan Singh are appointed to be members of the Branch Road Committee of Buxar, in the Shahabad district.

Moulvie Syed Zuheruddin and Baboo Sham Narayan are appointed to be members of the Branch Road Committee of Dinapore, in the Patna district, *vice* Lieutenant-Colonel Hedeyat Ali and Baboo Gourpershad Shah, respectively.

The 26*th March* 1884.—Moulvie Gowhur Ally, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is re-appointed to be Vice-Chairman of the Durbhunga District Road Committee.

The 27*th March* 1884.—Baboo Tarini Charan Roy and Baboo Kailas Chandra Ghosal are appointed to be members of the Munshigunge Branch Road Committee, in the Dacca district, *vice* Baboo Bhagwan Chandra Gupta and Baboo Jogesh Chandra Bose, respectively.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

No. 79.—*The* 19*th March* 1884.—Furlough for eighteen months, under section 49 of the Civil Leave Code, is granted to Mr. A. J. Primrose, Assistant Commissioner, Nowgong.

No. 85.—*The* 20*th March* 1884.—Furlough for eight months, under section 49, chapter V of the Civil Leave Code, is granted to Mr. W. W. Daly, Commandant of the Frontier Police, Surma Valley Division, with effect from the 2nd February 1884.

This cancels notification No. 37, dated the 7th February 1884, in the *Assam Gazette* dated the 9th idem.

No. 157.—*The* 20*th March* 1884.—Mr. H. Muspratt made over charge of the office of District and Sessions Judge of Sylhet and Sessions Judge of Cachar to Baboo Ram Kumar Pal Chaudhuri, and availed himself of subsidiary leave, preparatory to retirement from the service, in the forenoon of the 11th March 1884.

No. 158.—Mr. J. Kelleher, who has been appointed District and Sessions Judge of Sylhet and Sessions Judge of Cachar, received charge of office from Baboo Ram Kumar Pal Chaudhuri in the afternoon of the 11th March 1884.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 8*th April* 1884.]

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ্চ।—শ্রীযুত গ্রিণ্ডলে সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত জি, কে, লিয়ল সাহেব পাটনা জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলে।

১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ্চ।—শ্রীযুত বাবু বিপিনবিহারী দত্ত মেদিনীপুর জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ্চ।—শ্রীযুত বাবু প্রভাতচন্দ্র সেন জলপাইগুড়ি জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত এবং নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত রিচার্ড হটন সাহেব।	শ্রীযুত বাবু কালিদাস গুপ্ত।
,, মুনশী রহিম বক্স।	,, ,, শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী।
,, ,, খয়রাৎ আলি।	,, ,, প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল।

শ্রীযুত বাবু প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উক্ত কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদেও নিযুক্ত হইলেন

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ্চ।—শ্রীযুত শিবগোবিন্দ শা ও শ্রীযুত আর, বি, রীড সাহেবের পরিবর্ত্তে ক্রমান্বয়ে শ্রীযুত বাবু রত্নেশ্বরী প্রসাদ নারায়ণ সিংহ ও শ্রীযুত সি, বি, বয়লু সাহেব সারণ জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু গজেশ্বর সেন ও শ্রীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র সিংহের পরিবর্ত্তে ক্রমান্বয়ে শ্রীযুত বাবু দুর্গাদাস রায় ও শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বীরভূম জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু হরধ্যান সিংহ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত বক্সারের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত হেদায়েৎ আলি ও শ্রীযুত বাবু গৌর প্রসাদ শাহার পরিবর্ত্তে ক্রমান্বয়ে শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ জহুরুদ্দীন ও শ্রীযুত শ্যামনারায়ণ বাবু পাটনা জিলার অন্তর্গত দানাপুরের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ্চ—একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী গৌহর আলি দারভাঙ্গা জিলার পথকমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ্চ।—শ্রীযুত বাবু ভগবান চন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীযুত বাবু যোগেশচন্দ্র বসুর পরিবর্ত্তে ক্রমান্বয়ে শ্রীযুত বাবু তারিণী চরণ রায় ও শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষাল ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুনশী-গঞ্জের শাখা পথকমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্ন লিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

৭৯ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৯ মার্চ্চ।—নৌগাঁয়ের আসিস্টাণ্ট কমিশ্যনর শ্রীযুত এ, জে, ডিমরেস সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৪৯ ধারামতে আঠার মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

৮১ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ্চ।—সুর্মা উপত্যকা খণ্ডের সীমান্ত থানের পোলীসের কমাণ্ডাণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, ডবলিউ, ডালি সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৪৯ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি অবধি আট মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারির আসাম গেজেটে প্রকাশিত ঐ মাসের ৭ তারিখের ৩১ নং বিজ্ঞাপন এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

১৫৭ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ্চ।—শ্রীযুত এস, ময়প্রাট সাহেব শ্রীযুত বাবু রামকুমার পাল চৌধুরীর প্রতি শ্রীহট্টের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের এবং কাছাড়ের সেশন জজের কর্ম্মের ভারার্পণ করিয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণার্থ প্রস্তুত হইবার জন্যে ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চ্চের পূর্ব্বাহ্ন অবধি আনুষঙ্গিক ছুটী গ্রহণ করিলেন।

১৫৮ নম্বর।—শ্রীহট্টের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের এবং কাছাড়ের সেশন জজের পদে নিযুক্ত শ্রীযুত জে, কেলেহর সাহেব শ্রীযুত বাবু রামকুমার পাল চৌধুরীর স্থানে ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চ্চের অপরাহ্ণে কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

NOTIFICATION.

The 31*st March* 1884.—In continuation of the notification, dated the 4th June 1883, published at page 479, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 13th idem, the Lieutenant-Governor appoints, under the provisions of section 5 of Act XV of 1881 (the Indian Factories Act), Baboo Surja Kumar Bose, L.M.S., the certifying surgeon for the silk factories at Guruli, Moheshpore, and Nimtola, in the sub-division of Ghattal, to be also certifying surgeon for the Monohurpore Factory, in that sub-division, in place of Baboo Hrishikesh Mookerjee.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 22*nd March* 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Deoghur Lodging House Committee for 1884-85 :—

Baboo Jagat Durlabh Bysak, Deputy Magistrate and Deputy Collector ... ... } *Official Members.*
Baboo Bhowani Charan Mukerjea, Head Master, Deoghur School ... ... }

Baboo Sailajananda Jha, High Priest ... ... } *Non-official Members.*
" Russik Lal Tewari, Mukhtear ... ... }
" Jai Kumar Dutt Jha, Priest ... ... }

COLMAN MACAULAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 22*nd March* 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, under clause 2, section 34, Act V (B.C.) of 1876, to vest in the Commissioners of the Kishoregunge Municipality, in the district of Mymensingh, the charitable dispensary, known as the Hybutnugger Dispensary, situated within that municipality, the said dispensary not being private property or the property of any religious institution or society.

COLMAN MACAULAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24*th March* 1884.—Whereas a notification dated the 26th November 1883 was published at page 1122, part I of the *Calcutta Gazette* of the 28th November last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm certain bye-laws framed by the Sarun District Road Committee under section 180 of the Cess Act IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-laws, it is now notified for general information that they are confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24*th March* 1884.—Whereas a notification dated the 26th November 1883, was published at page 1122, part I of the *Calcutta Gazette* of the 28th November last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the bye-law framed by the Patna District Road Committee under section 180 of the Cess Act IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-law, it is now notified for general information that it is confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 8*th April* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৮৩ সালের ১৯ জুনের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৫১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ঐ সালের ৪ জুনের বিজ্ঞাপনাতিরিক্ত ভারতবর্ষীয় কারখানা বিষয়ক ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৪ ধারার বিধানমতে ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত গুরুলি, মহেষপুর ও নিমতলার রেশম কুঠীর সর্টিফিকেট দিবার সর্জন শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার বসু এল, এম, এসকে শ্রীযুত বাবু হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের স্থানে উক্ত মহকুমার অন্তর্গত মনোহরপুর কুঠীর সর্টিফিকেট দিবার সর্জনের পদেও নিযুক্ত করিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৮৪-৮৫ সালের নিমিত্ত দেওঘর বাসাবাড়ী কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগদ্দুর্লভ বসাক ... দেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায় ...	ইহারা রাজকীয় পদধারি মেম্বর।
প্রধান পুরোহিত শ্রীযুত বাবু শৈলজানন্দ ঝা ... মোক্তার শ্রীযুত বাবু রসিকলাল তেওয়ারী ... পুরোহিত শ্রীযুত বাবু জয়কুমার দত্ত ঝা ...	ইহারা রাজকীয় পদধারি নহেন এমত মেম্বর।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মুনিসিপালিটীর মধ্যে চৈতন্যনগর ঔষধালয় নামে যে দাতব্য ঔষধালয় আছে, তাহা ব্যক্তি বিশেষের বা ধর্ম্মালয়ের বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি না হওয়াতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৪ ধারার ২ প্রকরণমতে উক্ত মুনিসিপালিটীর কামশনরদের প্রতি অর্পণ করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে সারণ জিলার পথ কমিটীর প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৬ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এইক্ষণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইন ১৮০ ধারামতে পাটনা জিলার পথকমিটীর প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৬ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এইক্ষণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—Whereas a notification dated the 26th November 1883 was published at page 1122, part I of the *Calcutta Gazette* of the 28th November last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the bye-law framed by the Durbhunga District Road Committee under section 180 of the Cess Act IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-law, it is now notified for general information that it is confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 27th March 1884.—Whereas a notification, dated the 25th January 1884, was published at page 249, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 30th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the bye-laws framed by the Chittagong District Road Committee under section 180 of the Cess Act, IX (B C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-laws, it is hereby notified for general information that they are confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 1st April 1884.—Under section 6, Act IV (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor appoints the following gentlemen to be Commissioners of the town of Calcutta, *vice* Messrs. J. Westland and J. G. Womack, resigned :—

Mr. E. F. T. Atkinson | Dr. K. B. Stuart.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—The Lieutenant-Governor sanctions the transfer of the undermentioned villages from the jurisdiction of thana Kuarganj to that of thana Durwani, in the district of Rungpore, with effect from the 1st April 1884.

Number.	Name of village.	Thakbust number	Name of pergunnah.
1	Bungalipur	93	Rukunpur.
2	Syudpur	92	Suroopur.
3	Niamutpur	83	Ditto.
4	Lukhunpur	94	Ditto.

Note.—In this list the names given are those of the villages as demarcated and surveyed by the Revenue Survey Department, and as shown on their maps and records.

C. W. BOLTON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette,* 8*th April* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে দ্বারভাঙ্গা জিলার পথ কমিটীর প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৬ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এইক্ষণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে চট্টগ্রাম জিলার পথ কমিটীর প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৪ সালের ২৫ জানুয়ারির এক বিজ্ঞাপন গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এইক্ষণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—শ্রীযুত জে, ওয়েষ্টলাণ্ড সাহেব ও শ্রীযুত জে. জি, ওমাক সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত মহাশয়দিগকে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৬ ধারামতে কলিকাতা নগরের কমিশানরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

শ্রীযুত ই, এফ, টি, আটকিন্সন সাহেব। | ডাক্তার শ্রীযুত কে, বি, স্টুয়ার্ট সাহেব।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ্চ।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত সকল গ্রাম ১৮৮৪ সালের ১ আপ্রিল অবধি কুমারগঞ্জ থানার এলাকাহইতে দরওয়ানী থানাভুক্ত হইবার অনুমতি দিলেন।

নম্বর।	গ্রামের নাম।	থাকবস্ত নম্বর।	পরগনার নাম।
১	বঙ্গালিপুর	৯১	কঙ্কণপুর।
২	সৈয়দপুর	৯২	স্বরূপপুর।
৩	নিয়ামৎপুর	৮৩	ঐ
৪	লক্ষ্মণপুর	৯৪	ঐ

মন্তব্য।—রাজস্বের জরীপী কার্য্যবিভাগের কার্য্যকারকেরা চিহ্ন দিয়া জরীপ করিয়া আপনাদের মানচিত্রে ও রিকার্ডে যেং গ্রামের যেং নাম দিয়াছেন এই নির্ঘণ্টপত্রে সেইং গ্রামের সেইং নাম দেওয়া গেল।

সি, ডবলিউ, বোল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের এক্টিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

NOTIFICATION.

The 26th March 1884.—Mr. A. W. Rendel, Locomotive Superintendent, and Mr. W. H. Chase, Assistant Locomotive Superintendent, of the Northern Bengal State Railway, are appointed to be Surveyors of steam vessels under section 2 of Act V (B.C.) of 1882.

C. W. BOLTON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 1st April 1884.—Mr. F. E. Pargiter, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector of the 24-Pergunnahs and Commissioner of Sunderbuns, is vested with the powers of a Collector, under Act X of 1870, for the purpose of acquiring the land required for the construction of new docks at Kidderpore, in the district of the 24-Pergunnahs, regarding which a declaration, under section 6 of the Act, was published on the 11th March 1884.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 22nd March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Mokama Union for a public purpose, viz. for improvements in the drainage of the village of Mokama, in the union of Mokama, pergunnah Gyaspore, zillah Patna, it is hereby declared that for the above purpose two plots of land, described below, are required:—

Plot No. 1.—Measuring, more or less, 1 beegha 14¾ dhoors of local measurement, is bounded on the north by the dwelling-houses of Ghaghan Singh, Lal Singh and Janki Singh, situated in patti 6 annas; on the south by the dwelling-houses of Faquira Kahar, Doda Teli and Shewak Teli, situated in patti 6 annas; on the east by the dwelling-house of Meghu Singh in patti 8 annas; and on the west by the dwelling-houses of Ghaghan Singh and Bharasi Mahtan.

Plot No. 2.—Measuring, more or less, 15 cottahs 5¾ dhoors of local measurement, is bounded on the north by the public road leading to Mokama Bazar; on the south by the dwelling-houses of Sanichar Kahar and Ramdial Dhanuk (ryots of Tulshi Singh and Ghaghan Singh); on the east by the cutcherry house of the one-anna maliks and shop of Gopal Bania; and on the west by the dwelling-house of Umad Singh of patti 8 annas.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 24th March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Bhubuah Municipality for a public purpose, viz. for a municipal market, in the town of Bhubuah, pergunnah Champore, district Shahabad, it is hereby declared that for the above purpose a piece of waste land measuring, more or less, 3 beeghas 2 cottahs and 2 dhoors, is required. The land is bounded on the north by the cultivated land of Lekhraj Kurmi of Bhubuah; on the south by the public road; on the east by Khoki Boha's garden and the road cess bungalow; and on the west by the cultivated land of Chhakan Jhunjra. The plan can be had for inspection in the office of the Chairman of the Bhubuah Municipality.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 8th April* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ্চ।—বঙ্গদেশের উত্তরদিকের ষ্টেট রেলওয়ের লোকোমটিব সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এ, ডবলিউ, বেণ্ডেল সাহেব, ও আসিষ্টাণ্ট লোকোমটিব সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, চেস সাহেব ১৮৬২ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২ ধারামতে বাষ্পীয় জাহাজের অবস্থার অনুসন্ধান করণার্থ সরবেয়রের পদে নিযুক্ত হইলেন।

সি, ডবলিউ, বোল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত খিদিরপুরে নূতন ডক প্রস্তুত করণার্থে ভূমি গ্রহণ করিবার জন্যে ২৪ পরগনার একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এবং সুন্দর বনের কমিশ্যনর শ্রীযুত এফ, ই, পরগিটর সাহেব ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন। উক্ত আইনের ৬ ধারামতে তৎসম্পর্কীয় বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চ্চে প্রকাশ করা গিয়াছে।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ্চ।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত গয়াসপুর পরগনার মোকামা গ্রাম সমাহারেস্থিত মোকামা গ্রামে জলপ্রণালীর উৎকর্ষসাধনার্থে মোকামা গ্রামসমাহারের অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে নিম্নলিখিত দুইখণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

১ নং খণ্ড।—স্থানীয় মাপের ন্যূনাধিক ১৴ বিঘা ১৪৷ ধুর পরিমিত তাহার উত্তর সীমা।৶ আনা পটীতে স্থিত গগন সিংহের, লাল সিংহের ও জানকী সিংহের বসতী বাটী, দক্ষিণ সীমা।৶ আনা পটীতে স্থিত ফকীর কাহার, দোদা তেলি ও সেবক তেলির বসতী বাটী, পূর্ব্ব সীমা।।০ আনা পটিতে স্থিত মেঘু সিংহের বসতী বাটী, এবং পশ্চিম সীমা গগন সিংহ ও ভিরগি মহতনের বসতী বাটী।

২ নং খণ্ড।—স্থানীয় মাপের ন্যূনাধিক ৮০ কাঠা ৫৷ ধুর পরিমিত, তাহার উত্তর সীমা মোকামা বাজারে যাইবার রাজপথ, দক্ষিণ সীমা শনিচর কাহার, ও রামদিয়াল ধানুকের বসতীবাটী (ইহারা তুলসী সিংহের ও গগন সিংহের রায়ত) পূর্ব্ব সীমা এক আনা মালিকের কাছারী ঘর ও গোপাল বেণিয়ার দোকান, এবং পশ্চিম সীমা।।০ আনা পটীর উমায়েদ সিংহের বসতী বাটী।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ্চ।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত চাম্পুর পরগনার ভুয়া নগরে মুনিসিপাল বাজার করিবার জন্য ভুয়া মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ন্যূনাধিক ৶২ কাঠা ২ ধুর পরিমিত এক খণ্ড পতিত ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা বুভুয়ার সেখরাজ কুঞ্জির কর্ষিত জমি, দক্ষিণ সীমা রাজপথ, পূর্ব্ব সীমা খোকি বোগার বাগান ও পথকরের বাঙ্গলা ঘর এবং পশ্চিম সীমা ছকন ঝঞ্জুয়ার কর্ষিত জমি। ভুয়া মুনিসিপালিটীর সভাপতির আফিসে ইহার নকশা দেখা যাইতে পারিবে।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

DECLARATION.

The 24th March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Burdwan Municipality for a public purpose, viz. for widening a portion of the Lacoordy Road, in the village of Tikarhat, pergunnah Burdwan, zillah Burdwan, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 cottahs 15 chittacks of standard measurement, is required. The land is bounded on the west, north, and east by the Lacoordy Road, and on the south by lands belonging to Benode Behary Khan of Lacoordy, Mohummud Moochu Mea of Tikarhat, Ali Newaj of Brahmunpookur, and Peari Mohan Banerjee of Burdwan.

A plan of the land may be inspected by the parties interested in the office of the Collector of Burdwan.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1790 A.

The 14th March 1884.—Mr. C. R. Marriott, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is vested with powers under section 110 of the Code of Criminal Procedure.

The 27th March 1884.—Baboo Radha Krishna Sen, Additional Subordinate Judge, Burdwan, is appointed to be Small Cause Court Judge and Subordinate Judge, Cuttack, *vice* Mr. W. Wright, permitted to retire.

Mr. R. Bushby is appointed to be a member of the Boiler Commission for the purpose of carrying out the provisions of Act III (B.C.) of 1879 (entitled an Act to provide for the Periodical Inspection of Steam Boilers and Prime Movers attached thereto) in the town and suburbs of Calcutta and in Howrah.

The 31st March 1884.—Baboo Raj Krishna Banerjee, M.A. & B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Mymensingh, and to be ordinarily stationed at Hosseinpore, during the absence, on deputation, of Baboo Purna Chandra Dey at the sudder station, or until further orders.

Lieutenant-Colonel V. E. Law, Agent to the Governor-General with the King of Oudh and Superintendent of Political Pensions, is vested with the powers of a Magistrate of the first class, and with powers under sections 133 and 144 of the Criminal Procedure Code, within the premises of the King of Oudh.

The following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Kooshtea Bench, in the district of Nuddea, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class:—

Baboo Tryluckho Nath Mittra.	Baboo Nilratan Adhikary.
,, Ambika Churn Moitra.	,, Umesh Chunder Dutt.

Baboo Protab Chandra Mozumdar, Third Munsif of Muradnuggur, in the district of Tipperah, is vested, under section 29 of the Bengal Civil Courts Act, VI of 1871, with the jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the amount of Rs. 50 arising in the Daudkandy thana.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Lieutenant W. L. Boswell of his appointment as Assistant Cantonment Magistrate of Dorunda.

Baboo Sham Chand Roy, Munsif of Gurbetta, in Midnapore, is vested, under section 29 of the Bengal Civil Courts Act, VI of 1871, with the jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the amount of Rs. 50.

[*Government Gazette*, 8*th April* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ্চ।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত বর্দ্ধমান পর গণার টিকারহাট গ্রামে লাকুর্দ্দি পথের কতক অংশ পরিসর করিবার জন্য বর্দ্ধমান মুনিসিপালীটীর অর্থ-ব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কমিগতে ন্যূনাধিক ৴৩৸৶ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পশ্চিম ও উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা লাকুর্দ্দি পথ, এবং দক্ষিণ সীমা লাকুর্দ্দির বিনোদ বিহারী খাঁর, টিকারহাটের মহম্মদ মুচু মিঞার, ব্রাহ্মণপুকুরের আলি নেওয়াজের এবং বর্দ্ধমানের পেয়ারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমি।

স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিরা উক্ত জমির নকশা বর্দ্ধমানের কালেক্টর সাহেবের আফিসে দেখিতে পারিবেন।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮১০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

১৭৯০ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১৪ মার্চ্চ।—ঢাকার একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত সি, আর, মেরিয়ট সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ্চ।—শ্রীযুক্ত ডবলিউ, রাইট সাহেবের প্রতি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের অনুমতি হওয়াতে বর্দ্ধমানের আডিশানল সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ সেন, কটকের ছোট আদালতের জজের ও সবর্ডিনেট জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত আর বুশবি সাহেব কলিকাতা নগরে ও তাহার শাখা নগরে ও হাবড়ার বাষ্প বাইলর ও তৎসংযুক্ত প্রাইম মুবর সকলের নিয়মিত কালান্তর পরিদর্শন করণার্থ আইন নামে ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের বিধান কার্য্যে পরিণত করণার্থে বাইলর কমিশনের মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র দের সদর মোকামে গমনপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, ও বি, এল, ময়মনসিংহ জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওয়া সামান্যতঃ জগনপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

অযোধ্যার রাজার সঙ্গে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের এজেণ্ট এবং পোলিটিকাল পেনশনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত বি, ট, লা সাহেব অযোধ্যার রাজবাটীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১১১ ও ১৪৪ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্টিয়াতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র।	শ্রীযুক্ত বাবু নীলরত্ন অধিকারী।
,, ,, অম্বিকাচরণ মৈত্র।	,, ,, উমেশচন্দ্র দত্ত।

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত মুরাদনগরের তৃতীয় মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দাউদকান্দি থানায় উপস্থিত ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে বঙ্গদেশের দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭১ সালের ৬ আইনের ২৯ ধারামতে ছোট আদালতের জজের বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন।

লেপ্টেনেণ্ট শ্রীযুক্ত ডবলিউ, এস, কাওয়েল সাহেব কোরঙ্গা ও নাসীরাবাদের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত গড়বেতার মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামচাঁদ রায় ছোট আদালতের বিচার্য্য ২০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে বঙ্গদেশের দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭১ সালের ৬ আইনের ২৯ ধারামতে ছোট আদালতের জজের বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

The 1st April 1884.—Baboo Jibun Krishna Chatterji, Officiating Subordinate Judge and Small Cause Court Judge, Pubna, is appointed to be First Subordinate Judge of Chittagong

Baboo Umacharan Dutt, First Munsif of Baraset, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of Pubna.

Baboo Dwarkanath Bhattacharjya, Officiating Subordinate Judge, Chittagong, is appointed to act as Additional Subordinate Judge, Tipperah.

This cancels the order of the 12th ultimo, appointing Baboo Menu Lall Chatterjea to be temporarily Additional Subordinate Judge of Tipperah.

Baboo Moumotho Coomar Bose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 25th March* 1884.—Baboo Purna Chandra Banerjee, Second Sudder Munsif of Rungpore, is allowed leave for 2 months, under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 2nd April 1884, or from any subsequent date on which he avails himself of it.

The 26th March 1884.—Baboo Premchand Pal, First Munsif of Patuakhally, in the district of Backergunge, is allowed leave for 18 days, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

Baboo Benode Behary Mitter, First Munsif of Manickgunge, in the district of Dacca, is allowed leave for 2 months and 23 days, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

Baboo Saroda Prosad Chatterjee, First Munsif of Bangah, in the district of Furreedpore, is allowed leave for three months, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

The 28th March 1884.—Baboo Upendro Nath Ghose, Munsif of Kooshtea, in the district of Nuddea, is allowed leave for 1 month and 8 days, viz. 17 days under rule 3, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, and 21 days under rule 1, section 73 of the Code, with effect from the 3rd April 1884.

The 31st March 1884.—Baboo Ramjadab Tolapatra, Munsif of Azimgunge, in the district of Moorshedabad, is allowed leave for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st April 1884.

Baboo Syam Chand Dhur, Additional Munsif of Dacca, is allowed leave for one month, under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

ERRATUM.—*The 31st March* 1881.—With reference to the notification of Government, dated the 3rd instant, which was published in the *Calcutta Gazette* of the 12th idem, appointing Baboo Brojobulub Mittra to be an Honorary Magistrate for the Jehanabad Municipal Bench, in the district of Hooghly, *for* Municipal *read* General.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—The Lieutenant-Governor directs the removal of the head-quarters of the Banskhali Sub-Registry Office, in the district of Chittagong, from Kalipur, where it is at present located, to Chandpur.

This arrangement will take effect on and from the 1st May 1884.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 8th April* 1884.]

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—পাবনার একটিং সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ শ্রীযুত বাবু জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় চট্টগ্রামের প্রথম সবর্ডিনেট জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

২৪ পরগনার অন্তর্গত বারাসতের প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু উমাচরণ দত্ত, পাবনার সবর্ডিনেট জজের ও ছোট আদালতের জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের একটিং সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য ত্রিপুরার আডিশনল সবর্ডিনেট জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু মনুলাল চট্টোপাধ্যায়কে কিয়ৎকালের জন্যে ত্রিপুরার আডিশানল সবর্ডিনেট জজের পদে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মাসের ১২ তারিখের আজ্ঞা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

পাটনার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু মন্মথকুমার বসু তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ্চ।—রঙ্গপুরের দ্বিতীয় সদর মুনসেফ শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৮৪ সালের ২ আপ্রিল অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণমতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ্চ।—বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পটুয়াখালির প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু প্রেমচাঁদ পাল যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে আঠার দিনের ছুটী পাইলেন।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জের প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী মিত্র যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে দুই মাস তেইশ দিনের ছুটী পাইলেন।

ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত ভাঙ্গার প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৩ সাল ২৮ মার্চ্চ।—নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৮৮৪ সালের ১ আপ্রিল অবধি এক মাস আট দিনের ছুটী পাইলেন, অর্থাৎ সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ৩ প্রকরণমতে সতের দিনের এবং উক্ত বিধির ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে একুশ দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ —মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত জঙ্গিপুরের মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু রামযাদব তলাপাত্র সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ আপ্রিল অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

ঢাকার আডিশনল মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু শ্যামচাঁদ ধর অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

অশুদ্ধশোধন।—১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—হুগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মুনিসিপাল বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে শ্রীযুত বাবু ব্রজবল্লভ মিত্রকে নিযুক্তকরণ বিষয়ক এই মাসের ৩ তারিখের গবর্নমেন্টের যে বিজ্ঞাপন এই মাসের ১৮ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্টে গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহাতে "মুনিসিপাল" শব্দের পরিবর্ত্তে "[illegible]" শব্দ পাঠ করিতে হইবে।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত বাঁশখালী সব-রেজিষ্টরী আফিসের যে সদর স্থান এইক্ষণে কালীপুরে আছে তাহা তথাহইতে চাঁদপুরে উঠিয়া যাইবার আদেশ করিলেন।

১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি এই নিয়ম ফলবৎ হইবে।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটরী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

NOTIFICATION.

The 31*st March* 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor of Bengal has been pleased to extend the provisions of Act II (B.C.) of 1867 to the Municipalities of English Bazar and Maldah, in the district of Maldah, and the provisions of sections 11 to 15 of the said Act to the following places, in the district of Maldah, with effect from the 1st May 1884.

1. *Amanigunge Haut.*—Bounded on the north by Dayarampur, Bastigram, and the mulberry field of Patan Paramanik ; on the west by the Bhagirathi ; on the south by Mahabat and Godhan Sheikh's holding ; and on the east by Bhadinagar and Ghuran Mandal's holding.

2. *Babus Haut.*—Bounded on the north and east by Thutia Darah ; on the south and west by a low land ; on the north-west by the dwelling-houses of Hossein and Tulsi Shaha and shop of Samaru Shaha, and on the south east by the Kaliachak factory house.

3. *Bholahat Haut (soto).*—Bounded on the north by the dwelling-houses of Ram Pal and Paresh Bewa ; on the west by the shop and the dwelling-house of Gudar Shaha ; on the south by the dwelling-houses of Baboo Dalal and Ghisa Banik, and on the east by the dwelling-house of Ram Banik.

4. *Bulbulchande Haut.*—Bounded on the north by the dwelling-houses of Kali Charan Ray, Dulla, Kural, Braja Lal Gope, Titalu Mandal, Jhagree Davak and Sakhi Charan Das ; on the west by the waste land of Baboos Rajendra Narain Roy and Lokanath Roy ; on the south by the road from Kandua to Jho ; and on the east by the dwelling-houses of Kali Charan Dafadar, Aklu Mandal, Mahabal Roy and Sukat Kurmi and the place of the Goddess Kali.

5. *Sadullapur Haut.*—Bounded on the north by Raghu Mandal and Michu Dass Bairagi's holding ; on the west by the Bhagirathi ; on the south by mulberry field of Fouzdar Singh ; and on the east by the farms of Har Saakar Sonar, Khanjani Baistabi, Debnarayan Barik, and Raghu Mandal.

6. *Satpur Haut.*—Bounded on the north by the mulberry land of Hakim Singh and Nafar Singh ; on the west by the waste land of Gosain Hans Gir and the public road ; on the south by the low land or bhil of Gossain Hans Gir ; and on the east by the mulberry land of Lalchand Chanchi.

7. *Rajmehal Road side.*—From the civil station of Maldah to Bagbari bridge, third mile.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 31*st March* 1884.

No. 152.—*Leave.*—Mr. J. C. Wyatt, Assistant Engineer, first grade, Dacca and Mymensingh State Railway, is granted 53 days' privilege leave, with effect from the afternoon of the 18th instant.

No. 153.—*Transfer.*—Mr. E. C. Elliot, Assistant Engineer, second grade, is transferred from the Dacca and Mymensingh to the Tirhoot State Railway.

S. T TREVOR, *Col.*, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

The 1*st April* 1884.

No. 154.—*Leave.*—Mr. D. F. Hogarth, Executive Engineer, first grade, Hazaribagh Division, is granted privilege leave for two months, from the 7th instant, or such subsequent date as he may avail himself of the same.

Mr. W. B. Christie is appointed to be Executive Engineer of the Hazaribagh Division, during the absence, on privilege leave, of Mr. D. F. Hogarth, or until further orders.

G. F. E. S. NEILL, *Major*, R.E.,
for Joint-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[*Government Gazette*, 8*th April* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব ১৮৬৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের বিধান মালদহ জিলার অন্তর্গত ইংরেজ বাজারে ও মালদহ মুনিসিপালিটীতে এবং উক্ত আইনের ১১ অবধি ১৫ পর্য্যন্ত ধারার বিধান মালদহ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত সকল স্থানে ১৮৮৪ সালের ১মে অবধি প্রচলিত করিলেন।

১। আমানিগঞ্জ হাট।—ইহার উত্তর সীমা দয়ারামপুর, বসতিগ্রাম ও পাটাম পরামানিকের তুঁতক্ষেত, পশ্চিম সীমা ভাগিরথী, দক্ষিণ সীমা মহবত ও গোধন শেখের যোত, এবং পূর্ব্ব সীমা ভানি নগর ও যুরাণ মণ্ডলের যোত।

২। বাবুর হাট।—ইহার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা খুতিয়া দড়া, এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা নিম্ন ভূমি উত্তর-পশ্চিম সীমা হুসেনের ও তুলসী শাহার বসতি বাটী ও সনক শাহার দোকান, এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমা কালিয়াচক কুঠী বাড়ী।

৩। ভোলাহাট হাট (ছোট)।—ইহার উত্তর সীমা রাম পালের ও পরেশ বেওয়ার বসতী বাড়ী, পশ্চিম সীমা গুদার শোহার দোকান ও বসতী বাড়ী, দক্ষিণ সীমা দলাল বাবুর ও মিষা বণিকের বসতী বাড়ী, এবং পূর্ব্ব সীমা রাম বণিকের বসতী বাড়ী।

৪। বলবলচান্দে হাট।—ইহার উত্তর সীমা কালীচরণ রায়, দুল্লা করাল, ব্রজলাল গোপ, তিতলু মণ্ডল, মাগ্রো দাবক ও মধিচরণ দাসের বসতী বাড়ী, পশ্চিম সীমা বাবু রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ও বাবু লোকনাথ রায়ের পতিত জমি, দক্ষিণ সীমা কান্দুরা অবধি ঝো পর্য্যন্ত পথ, পূর্ব্ব সীমা কালীচরণ দফাদার, অকলু মণ্ডল, মহাবল রায় ও সুকাত কুর্ম্মির বসতী বাড়ি, এবং কালীদেবীর স্থান।

৫। সাদুল্লাপুর হাট।—ইহার উত্তর সীমা রঘু মণ্ডল ও মিচুদাস বৈরাগীর যোত, পশ্চিম সীমা ভাগীরথী, দক্ষিণ সীমা ফৌজদার সিংহের তুঁতক্ষেত, এবং পূর্ব্ব সীমা হরনাকর সোণার, খঞ্জনি বৈষ্ণবী, দেবনারায়ণ বণিক ও রঘু মণ্ডলের জমাই জমি।

৬। সাতপুর হাট।—ইহার উত্তর সীমা করিম সিংহ ও নফর সিংহের তুঁতের জমি, পশ্চিম সীমা গোঁসাই হংস গিরের পতিত জমি ও রাজপথ, দক্ষিণ সীমা গোঁসাই হংস গিরের নিম্ন ভূমি বা বিল এবং পূর্ব্ব সীমা লালচাঁদ চক্ষির তুঁতের জমি।

৭। রাজমহাল পথের ধার।—মালদহের সিবিল ষ্টেশন অবধি বাগবাড়ী সাঁকোর তৃতীয় মাইল পর্য্যন্ত।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।

১৫২ নম্বর।—ছুটী।—ঢাকা ও ময়মনসিংহ ষ্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে, সি, ওয়াইয়েট সাহেব এই মাসের ১৮ তারিখের অপরাহ্ণ অবধি আটত্রিশ দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৫৩ নম্বর।—স্থানান্তর প্রেরণ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ই, সি, এলিয়ট সাহেব ঢাকা ও ময়মনসিংহ ষ্টেট রেলওয়ে হইতে ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়েতে প্রেরিত হইলেন।

এস, টি, ট্রেবর, কর্ণেল, আর, ই,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।

১৫৪ নম্বর।—ছুটী।—হাজারীবাগ খণ্ডের প্রথম শ্রেণীর একজেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ডি, এফ হগ্রাথ সাহেব এই মাসের ৭ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি দুই মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত ডি, এফ, হগ্রাথ সাহেবের অনুগ্রহের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুত ডবলিউ, বি, ক্রিষ্টি সাহেব হাজারীবাগ খণ্ডের একজেকিটীব ইঞ্জিনিয়রের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের জাইণ্ট সেক্রেটরীর পরিবর্ত্তে
জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর, আর, ই।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল।

তৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব অনুমোদন করায়, তাহা সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮০ সালের ২১ আইন।

দেশান্তরগমনবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৩ সালের আইন।

সূচীপত্র।

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

২ অধ্যায়।

যেং বন্দর হইতে যেং দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ তদ্বিষয়ক বিধি।

Act No. XXI of 18-3.

ধারা।

৩ অধ্যায়।

দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের বিধি।

১৪। দেশান্তর গমন সম্পর্কীয় এজেন্ট নিযুক্ত করিবার কথা।

১৫। এজেন্টদিগের পারিশ্রমিকের কথা।

৪ অধ্যায়।

দেশান্তর গামিদের রক্ষক ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের বিধি।

১৬। দেশান্তরগামিদের রক্ষক নিয়োগের কথা।

১৭। দেশান্তরগামিদের রক্ষকের সাধারণ কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

১৮। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক নিযুক্ত করণের কথা।

১৯। রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের পরিদর্শনকার্য্যের সুবিধা করিয়া দিবার কথা।

৫ অধ্যায়।

মজুর সংগ্রাহক বিষয়ক বিধি।

২০। মজুরসংগ্রাহকদিগকে দেশান্তরগামিদের রক্ষকের অনুমতিপত্র দিবার কথা।

২১। অনুমতিপত্রের পাঠের কথা।

২২। অনুমতিপত্র যত কাল বলবৎ থাকিবে তাহার কথা।

২৩। অনুমতিপত্রের ক্রোড় স্বাক্ষর হইবার কথা।

২৪। কোন২ স্থলে মাজিষ্ট্রেটের ক্রোড় স্বাক্ষর বাতিল করিতে পারিবার কথা।

২৫। ক্রোড় স্বাক্ষর করিবার বা করিতে অস্বীকার করিবার বা তাহা বাতিল করিবার সংবাদ দেশান্তরগামিদের রক্ষককে দিবার কথা।

২৬। মজুরসংগ্রাহক যেং শর্ত্তে করারপত্র করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাঁহাকে তাহার বর্ণনাপত্র দিবার কথা।

২৭। মজুরসংগ্রাহকদের কর্ত্তৃক থাকিবার স্থান দিবার কথা।

৬ অধ্যায়।

দেশান্তরগামীদিগকে রেজিষ্টরী করিবার ও দেশান্তর গমনের করারপত্র সম্পাদন করিবার কথা।

২৮। স্থানীয় গবর্ণমেন্টের রেজিষ্টরী করণেরকর্ত্তৃপক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

২৯। করারপত্র করিবার কথা।

ধারা।

৩০। যে ব্যক্তিরা ভিন্নদেশগমনেচ্ছু, তাহাদের রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইবার কথা।

৩১। দেশান্তরগামীর পরীক্ষা করণ ও রেজিষ্টরী করণের কথা।

৩২। সধবা স্ত্রীলোকের বেলা রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিতে পারিবার কথা।

৩৩। পোষ্যের পরীক্ষার কথা।

৩৪। রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করণের কথা।

৩৫। করারপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও তাহার সাক্ষী হইবার কথা।

৩৬। করারপত্রে যাহা২ লেখা থাকিবে তাহার কথা।

৩৭। চুক্তিপত্রের ভিন্ন২ খণ্ড লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

৩৮। করারপত্রে প্রস্তুত করণের ফীর কথা।

৩৯। ষোল বৎসরাধিক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের করারপত্র করিতে পারিবার কথা।

৪০। শিশু সন্তান বা রক্ষিত ব্যক্তির সপক্ষে করারপত্র করিতে পারিবার কথা।

৭ অধ্যায়।

দেশান্তরগমনের আড্ডা বিষয়ক বিধি।

৪১। জাহাজে উঠিবার বন্দরে আড্ডা স্থাপন করিবার কথা।

৪২। আড্ডার অনুমতিপত্র দিবার কথা।

৪৩। রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের দ্বারা পরিদর্শনের কথা।

৪৪। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের যে রিপোর্ট করিতে হইবে তাহার কথা।

৪৫। দেশান্তরগামির রোগ হইলে তাহার চিকিৎসার কথা।

৮ অধ্যায়।

দেশান্তরগামিদিগকে আড্ডায় লইয়া যাইবার ও পঁহুছিলে কার্য্যপ্রণালীর বিধি।

৪৬। রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে স্থানান্তর না করিবার কথা।

৯ অধ্যায়।

দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজ বিষয়ক বিধি।

১০ অধ্যায়।

জাহাজে উঠিবার ও যাত্রা করিবার কথা।

কলিকাতা হইতে যে সকল জাহাজ যায় তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিধান।

১১ অধ্যায়।

বিধি।

১২ অধ্যায়।

অপরাধ বিষয়ক বিধি।

১৩ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি

তফসীল।

ভারতবর্ষীয় মজুরদের ভিন্নদেশগমন বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ আইন।

ভারতবর্ষীয় মজুরদের ভিন্নদেশগমন বিষয়ক আইন সংশোধন করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম ও ব্যাপ্তি।

১ ধারা। (১) এই আইন "দেশান্তরগমন বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৩ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

(২). এই আইন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তিবে।

গবর্ণমেন্টের জাহাজের প্রতি এই আইন না খাটিবার কথা।

২ ধারা। এই আইনের কোন কথা কিম্বা এই আইনমতে প্রণীত কোন বিধির কোন কথা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কিম্বা ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের বা তাঁহাদের কার্য্যে নিযুক্ত কোন জাহাজের প্রতি বর্ত্তিবে না।

আরম্ভ।

৩ ধারা। বিধিপ্রণয়ন করিবার ক্ষমতা ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবে।

যেং আইন রহিত হইল তাহার কথা।

৪ ধারা। যে তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হয়, সেই তারিখ অবধি ভিন্নদেশগমন বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭১ সালের আইন এবং (ভিন্নদেশগমনবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭১ সালের আইনের বিধান হইতে ষ্ট্রেট সেটলমেণ্ট মুক্ত করিবার) ১৮৭২ সালের ১৪ আইন রহিত হইবে।

রহিত করা আইনমত কার্য্যাদি সংরক্ষণের কথা।

৫ ধারা। এতদ্দ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে যে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা যায় ও যে চুক্তি ও বিধি ও নিয়োগ করা যায় ও যে অনুমতিপত্র দেওয়া যায় ও যাহা এই আইন প্রচলিত হইবার তারিখে বলবৎ থাকে, তাহা যত দূর এই আইনসঙ্গত হয় এই আইন অনুসারে প্রকাশ করা গিয়াছে ও করা গিয়াছে ও দেওয়া গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

অর্থকরণের কথা।

৬ ধারা। বিষয় বা পূর্ব্বাপর কথাদ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে, এই আইনে—

(১) ব্রিটিষ ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তি মজুরী লইয়া পরিশ্রম করিবার চুক্তিক্রমে ভারতবর্ষের সীমার বাহিরে সিংহল দ্বীপ বা ষ্টেট সেটলমেণ্ট ভিন্ন অন্য কোন দেশে সমুদ্র পথে গমন করিলে, "ভিন্নদেশে বা দেশান্তরে যাওয়া" ও "ভিন্নদেশ বা দেশান্তর গমন" শব্দে তাহার সেই গমন বুঝাইবে।

কিন্তু যখন ঘরের চাকর তাহার কর্ত্তার সঙ্গে যায়, সে উপরিলিখিত লক্ষণের মর্ম্মানুসারে দেশান্তর গমন করিতেছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(২) উপরিলিখিত লক্ষণের মর্ম্মানুসারে ভারতবর্ষীয় যে কোন ব্যক্তি দেশান্তর গমন করে বা দেশান্তর গমন করিয়াছে কিম্বা দেশান্তরগামী বলিয়া এই আইনমতে যাহার রেজিষ্টরী হইয়াছে, "দেশান্তর বা ভিন্ন দেশগামী" শব্দে তাহাকে বুঝা যে, এবং তন্মধ্যে কোন দেশান্তরগামির পোষ্যকেও ধরা যাইবে।

(৩) কোন দেশান্তরগামির সহিত নিম্নলিখিত যে কোন ব্যক্তি যায়, "পোষ্য" শব্দে তাহাকে বুঝাইবে যথা,—

(ক) যে কোন স্ত্রীলোক এই আইনমতে দেশান্তর গমনের করারপত্র করে নাই;

(খ) যে কোন শিশুর নামে ও পক্ষে ঐরূপ কোন করারপত্র করা হয় নাই; ও

(গ) যে কোন বৃদ্ধ বা অকর্ম্মণ্য আত্মীয় বা বন্ধু।

(৪) "মাজিষ্ট্রেট" শব্দে রাজধানী নগরে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ও অন্য কোন জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট বুঝাইবে, এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্ট নামোল্লেখে বা পদোপলক্ষে কোন স্থানে এই আইনমত মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

(৫) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নামোল্লেখে বা পদোপলক্ষে কোন স্থানে এই আইনমত রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের কর্ম্ম করিতে যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, "রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ" শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৬) যে সরদার মজুরসংগ্রাহক বা অন্য ব্যক্তি অন্যের আনীত দেশান্তরগামী মজুরদিগকে সংগ্রহ বা গ্রহণ করে, মজুরসংগ্রাহক শব্দে তাহাকেও বুঝাইবে।

(৭) মনুষ্য বা সম্পত্তি জলপথে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে নৌকাদি নির্ম্মিত হয়, "জাহাজ" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৮) যে জাহাজের কাপ্তান তাহাতে এই আইনমত দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া যাইবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত হন, "দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজ" বলিতে সেই জাহাজ বুঝাইবে।

(৯) আড়কাটী বা হারবর মাষ্টর ভিন্ন যে ব্যক্তির অধ্যক্ষতা বা কর্ত্তৃত্বাধীনে যৎকালে কোন জাহাজ থাকে, "কাপ্তান" বা "অধ্যক্ষ" বলিতে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

২ অধ্যায়।

যেং বন্দর হইতে যেং দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ তদ্বিষয়ক বিধি।

যেং বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ তাহার কথা।

৭ ধারা। (১) কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে, এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া অন্য যেং বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন সেইং বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে। এতদ্ভিন্ন কোন বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

(২) এই ধারামতে যে কোন জ্ঞাপনপত্র প্রচার করা যায়, তাহা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব যে কোন সময়ে এরূপ জ্ঞাপনপত্র দিয়া রহিত করিতে পারিবেন।

(৩) যে কোন বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ের রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র দিয়া এই আইনের কার্য্য পক্ষে সেই বন্দরের সীমা নিরূপণ করিতে পারিবেন।

যেই দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ তাহার কথা।

৮ ধারা। (১) এই আইনের প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট দেশে, ও এই আইনমত যে দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ হইবে বলিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করণপূর্ব্বক সময়ের নির্দ্দেশ করেন, সেই২ দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ হইবে, অন্যত্র নহে।

(২) এই ধারামত জ্ঞাপনপত্রে যে দেশের উল্লেখ হয়, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সেই দেশে গমনকারী ভারতবর্ষীয় লোকদের তথায় বাসকালে সুরক্ষার নিমিত্ত যেই আইন ও অন্য যেই বিধান যথাযোগ্য জ্ঞান করেন, উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্ট এমত আইন প্রভৃতি করিয়াছেন, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবকে ইহা নিয়মিতরূপে জ্ঞাত করা গিয়াছে এই কথাও সেই জ্ঞাপনপত্রে প্রকাশ থাকিবে।

যে কোন দেশে গমন নিষেধ করিতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ক্ষমতার কথা।

৯ ধারা। (১) যে স্থানে গমন করা আইনসিদ্ধ সেই স্থানে গমন নিষেধ করণের পশ্চাল্লিখিত কোন হেতু আছে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, তিনি ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া, ঐ জ্ঞাপনপত্রের নির্দ্দিষ্ট দিবসাবধি সেই স্থানে গমন করা নিষিদ্ধ হওনার আদেশ করিতে পারিবেন; এবং তদনুসারে ঐ দিবসাবধি উক্ত স্থানে যাওয়া আর আইনসিদ্ধ থাকিবে না।

(২) এই ধারার (১) প্রকরণের উল্লিখিত হেতু এই২,—

(ক) ঐ দেশে প্লেগ নামক রোগ কিম্বা মনুষ্যের মারাত্মক অন্য ব্যাপক রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে;

(খ) দেশান্তর হইতে ঐ দেশে যাহারা যায় তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত অধিক লোকের মৃত্যু হয়;

(গ) দেশান্তরগামীদের সেই দেশে পঁহুছিবামাত্র কি তথায় যতকাল থাকে ততকাল তাহাদের সংরক্ষণের উপযুক্ত বিধান করা হয় নাই;

(ঘ) দেশান্তরগামীরা ভারতবর্ষ হইতে যাইবার পূর্ব্বে তাহাদের সহিত যে চুক্তি করা হয়, উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্ট তাহা নিয়মিতরূপে প্রবল করেন না; এবং

(ঙ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সাক্ষাৎসম্বন্ধে অথবা ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের দ্বারা ঐ দেশগামী মজুরদের যেরূপ অবস্থা ও তাহাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার হয় তদ্বিবরণ পাইবার উদ্দেশে ঐ দেশের গবর্ণমেণ্টকে পত্র লিখিয়া যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে ঐ বিবরণ প্রাপ্ত হন নাই।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার অপেক্ষায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দেশান্তরগমন স্থগিত করিতে পারিবার কথা।

১০ ধারা। (১) যে দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ, সেই দেশে প্লেগ নামক রোগ কিম্বা মনুষ্যের মারাত্মক অন্য ব্যাপক রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এবং সেই দেশে দেশান্তরগামিদিগকে যাইতে দিলে তথায় উপস্থিত হইবামাত্র তাহাদের জীবন সম্বন্ধে গুরুতর আশঙ্কা আছে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার অপেক্ষায় ঐ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন দেশের কোন বন্দর হইতে ঐ দেশে যাওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই ধারামত জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করণের কথা তাহার যুক্তি সহিত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের নিকট অবিলম্বে রিপোর্ট করিবেন। তাহা হইলে তিনি ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত উক্ত জ্ঞাপনপত্র দৃঢ় বা রহিত করিবেন।

নিষেধ রহিত করিবার কথা।

১১ ধারা। যে হেতু ধরিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারামতে কোন দেশে গমন নিষেধসূচক জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করেন সেই হেতু আর নাই, তিনি ইহা হৃদ্বোধমতে অবগত হইলে, ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করণ দ্বারা সেই জ্ঞাপনপত্রের নির্দ্দিষ্ট দিবসাবধি পুনশ্চ সেই দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন দেশের সমুদয় বা কোন বিশেষ স্থান হইতে বিশেষ কোন দেশে যাইতে ঐ গবর্ণমেণ্টের নিষেধ করিতে পারিবার কথা।

১২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ঐ জ্ঞাপনপত্রের নির্দ্দিষ্ট তারিখ অবধি ভারতবর্ষীয় সকল ব্যক্তিকে কিম্বা কোন বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে আপনার শাসনাধীন দেশের সমুদয় বা বিশেষ কোন স্থান হইতে বিশেষ কোন দেশে যাইতে নিষেধ করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যায়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এরূপ অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এরূপে তাহা পরিবর্ত্তন বা রহিত করিতে পারিবেন।

১৩ ধারা। পূর্ব্ব চারি ধারাতে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা গেলেও, তৎপূর্ব্বে যে কোন ক্রিয়া করা গিয়াছে কি অপরাধ হইয়াছে কি মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে তাহার কোন বৈলক্ষণ্য হইবে না।

জ্ঞাপনপত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যে কার্য্য প্রভৃতি করা যায়, তাহার ব্যাঘাত না হইবার কথা।

৩ অধ্যায়।

দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় এজেণ্টের বিধি।

১৪ ধারা। (১) যে কোন দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ হয়। সেই দেশের গবর্ণমেণ্ট যে কোন বন্দর হইতে ভিন্নদেশে যাওয়া যায়, সেই বন্দরে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্টের কর্ম্ম করণার্থে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে এবং ঐরূপ যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে স্থগিত রাখিতে বা অপসৃত করিতে পারিবেন।

দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় এজেণ্ট নিযুক্ত করিবার কথা।

(২) রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র ক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নিয়োগের অনুমোদন প্রকাশ না করিলে এই ধারামত কোন নিয়োগ ফলবৎ হইবে না।

১৫ ধারা। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্টেরা ভিন্ন দেশে যত মজুর প্রেরণ করেন তাহাদের সংখ্যানুসারে পারিশ্রমিক পাইবেন না ও তদনুসারে তাঁহার পারিশ্রমিকের বিধান হইবে না কিন্তু অবধারিত বেতন ভাবে পারিশ্রমিক পাইবেন।

এজেণ্টদিগের পারিশ্রমিকের কথা।

কিন্তু মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে২ নৈমিত্তিক কর্ম্মের নিমিত্ত দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় বিশেষ এজেণ্টদিগকে বিশেষ ফী দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪ অধ্যায়।

দেশান্তরগামিদের রক্ষক ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের বিধি।

১৬ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আপনার শাসনাধীন দেশের যে কোন বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ, সেই বন্দরের নিমিত্ত সময়ে২ কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দেশান্তরগামিদের রক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

দেশান্তরগামিদের রক্ষক নিয়োগের কথা।

(২) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ঐরূপে নিযুক্ত দেশান্তরগামিদের রক্ষকের ক্ষমতা যে স্থানে বর্ত্তিবে, তাহা সময়ে২ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিবেন।

(৩) দেশান্তরগামিদের যে রক্ষককে যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করেন সেই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কিয়ৎকাল কি চিরকালের নিমিত্ত অবসর করিতে পারিবেন।

(৪) দেশান্তরগামিদের প্রত্যেক রক্ষক ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের মর্ম্মানুযায়ী রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৭ ধারা। দেশান্তরগামিদের প্রত্যেক রক্ষকের প্রতি এই আইনমতে বা এই আইন অনুসারে প্রণীত বিধিমতে বিশেষ যেং কর্ম্ম অর্পিত হয়, তদ্ব্যতীত তিনি,

দেশান্তরগামিদের রক্ষকের সাধারণ কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

(ক) দেশান্তরগামি সকল ব্যক্তিকে সুরক্ষণ করিবেন ও পরামর্শ দিয়া তাঁহাদের সাহায্য করিবেন।

(খ) এই আইনের ও এই আইনমতে প্রণীত বিধির সকল বিধানানুসারে যতদূর পারেন কর্ম্ম পালন করাইবেন।

(গ) তিনি যে বন্দরের রক্ষক হন, কোন জাহাজ মজুরদিগকে করিয়া আনিয়া সেই বন্দরে পঁহুছিলে তিনি সেই জাহাজের পরিদর্শন করিবেন।

(ঘ) মজুরেরা যে দেশে গিয়াছিল সেই দেশে তাহাদের কর্ম্ম করণকালে ও জাহাজে গমনাগমনকালে তাহাদের প্রতি যেরূপ আচরণ ব্যবহার হইয়াছিল এই বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তদ্বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।

(ঙ) দেশান্তর হইতে প্রত্যাগত সেই ব্যক্তিদিগকে তিনি যুক্তিমতে যত দূর পারেন, তত দূর সাহায্য করিবেন ও পরামর্শ দিবেন।

১৮ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে বন্দর হইতে ভিন্নদেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ হয় ঐরূপ প্রত্যেক বন্দরে সময়ে২ দেশান্তরগামিদের পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক নিযুক্ত করিতে এবং তাঁহাকে স্থগিত বা অপসৃত করিতে পারিবেন।

পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক নিযুক্ত করণের কথা।

(২) দেশান্তরগামিদের পরিদর্শনার্থ প্রত্যেক চিকিৎসক ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের মর্ম্মানুযায়ী রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৯ ধারা। এই আইনমতে কিম্বা এই আইন অনুসারে প্রণীত বিধিমতে দেশান্তরগামিদের রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের যে পরিদর্শন ও পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় বা তাঁহারা যাহা আবশ্যক বা উচিত বোধ করেন, এই আইনমতে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় প্রত্যেক এজেণ্ট এবং আড্ডার কর্ম্ম চালাইবার ভারপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি ও আড্ডার প্রত্যেক কর্ম্মচারী, এবং দেশান্তরগামি ব্যক্তিদিগকে লইয়া যাইবার জাহাজের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি ও সেই সকল জাহাজের কর্ম্মচারিগণ ঐ পরিদর্শনাদি করিবার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিবেন, ও তাঁহারা যুক্তিমতে যে সকল বিষয়ের সম্বাদ জানিতে চাহেন তাহা তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিবেন।

রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের পরিদর্শন কার্য্যের সুবিধা করিয়া দিবার কথা।

৫ অধ্যায় ।

মজুরসংগ্রাহক বিষয়ক বিধি ।

মজুরসংগ্রাহকদিগকে দেশান্তরগামিদের রক্ষকের অনুমতিপত্র দিবার কথা ।

২০ ধারা । (১) যেং বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ তদ্রূপ কোন বন্দরে যিনি দেশান্তরগামীদের রক্ষক নিযুক্ত হন, তিনি যে দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ সেই দেশের দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রার্থনা মতে যে স্থানে আপনার ক্ষমতা থাকে সেই স্থানের মধ্যে উপযুক্ত যত ব্যক্তিকে আবশ্যক জ্ঞান করেন তত ব্যক্তিকে মজুরসংগ্রাহক হইবার অনুমতিপত্র দিবেন ।

(২) কোন ব্যক্তির এই অধ্যায়মত অনুমতিপত্র না থাকিলে, সেই ব্যক্তি

(ক) কাহারও সহিত ভিন্নদেশগমনের প্রতিজ্ঞাসূচক কোন করারপত্র করিবে না বা করিবার উদ্যোগ করিবে না, কিম্বা

(খ) বেতন বা পুরস্কারের আশায় দেশান্তরগমনার্থ কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি দিবে না কিম্বা প্রবৃত্তি দিবার উদ্যোগ করিবে না কিম্বা

(গ) প্রকারান্তরে মজুরসংগ্রাহকস্বরূপ কার্য্য করিবে না বা নিযুক্ত থাকিবে না ।

অনুমতিপত্রের পাঠের কথা ।

২১ ধারা । মজুরসংগ্রাহককে এই অধ্যায়মতে যে অনুমতিপত্র দেওয়া যায় তাহা এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের পাঠে লেখা যাইতে পারিবে, এবং উহাতে যে দেশের নিমিত্ত যে স্থানের মধ্যে পত্রধারী মজুর সংগ্রহ করণের অনুমতি পাইবেন তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে ।

অনুমতিপত্র যত কাল বলবৎ থাকিবে তাহার কথা ।

২২ ধারা । (১) এই অধ্যায়মত অনুমতিপত্র যে তারিখ অবধি চলে সেই তারিখ অবধি তাহা এক বৎসরের অধিক প্রবল থাকিবে না ।

(১) দেশান্তরগামিদের রক্ষক এই অধ্যায়মতে যে কোন অনুমতিপত্র দেন, যে সময়ের নিমিত্ত সেই অনুমতিপত্র চলে সেই সময়ের অবসান হইবার পূর্ব্বেই অসদাচার হেতুক তাহা রহিত করিতে পারিবেন ।

অনুমতিপত্রের ক্রোড় স্বাক্ষর হইবার কথা ।

২৩ ধারা । (১) যে বন্দর হইতে ভিন্নদেশে গমন আইনসিদ্ধ সেই বন্দরের বহির্ভূত কোন স্থানে কোন মজুরসংগ্রাহক আপন অনুমতিপত্রে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্রোড় স্বাক্ষর না পাইলে, তথায় কোন ব্যক্তির সঙ্গে ভিন্নদেশগমনের প্রতিজ্ঞাসূচক কোন করারপত্র করিবে না বা করিবার উদ্যোগ করিবে না কিম্বা ভিন্নদেশগমনার্থ কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি দিবে না বা সাহায্য করিবে না, কিম্বা প্রবৃত্তি দিবার বা সাহায্য করিবার উদ্যোগ করিবে না, কিম্বা প্রকারান্তরে মজুরসংগ্রাহকস্বরূপ কার্য্য করিবে না বা নিযুক্ত থাকিবে না ।

(২) কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেরূপ অনুসন্ধান করা আবশ্যক বিবেচনা করেন সেইরূপ অনুসন্ধান লইয়া যদি বুঝেন যে, অনুমতিপত্র যে ব্যক্তিকে দেওয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তি চরিত্র বশতঃ বা অন্য কোন কারণে এই আইনমতে মজুর সংগ্রাহক হইবার অনুপযুক্ত, তবে তিনি মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ক্রোড়স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন ।

(৩) ঐ মজুর সংগ্রাহক দেশান্তর গমনেচ্ছুক কিম্বা দেশান্তরগামী যে মজুরদিগকে সংগ্রহ করে, রেজিষ্টরী করিবার বা জাহাজে চড়িবার বন্দরস্থ আড্ডায় লইয়া যাইবার পূর্ব্বে উপযুক্ত জায়গায় তাহাদের জন্য প্রচুর ও যথাযোগ্য থাকিবার স্থানের বিধান করা যায় নাই বা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে না, উক্ত মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বোক্তরূপ অনুসন্ধান লইয়া ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, যত কাল তিনি যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন তত কাল গত না হইলে মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর করিতে কিম্বা ঐ অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর করিবেন কি না ইহা স্থির করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন ।

(৪) কোন মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার বা বিলম্ব করিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট তাহা করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন ।

কোনং স্থলে মাজিষ্ট্রেটের ক্রোড় স্বাক্ষর বাতিল করিতে পারিবার কথা ।

২৪ ধারা । যে ব্যক্তিকে অনুমতিপত্র দেওয়া গেল তাহার চরিত্রহেতুক কি অন্য কারণে সে এই আইনমত মজুরসংগ্রাহক হইবার উপযুক্ত লোক নয়, কিম্বা তৎসংগৃহীত দেশান্তরগমনেচ্ছু বা দেশান্তরগামী মজুরদের নিমিত্ত যে থাকিবার স্থানের বিধান করা যায় তাহা অনুপযুক্ত হইয়াছে বা পাওয়া যাইতে পারে না, কোন মাজিষ্ট্রেট অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর করিলে পর ইহা জানিতে পাইলে, তিনি অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তিকে আপনার অনুমতিপত্র আনিয়া দেখাইতে আজ্ঞা দিয়া স্বীয় ক্রোড় স্বাক্ষর বাতিল করিতে পারিবেন, অথবা ঐ অনুমতিপত্র আটক করিয়া বাতিল করিবার জন্যে ঐ পত্রদাতা দেশান্তরগামীদের রক্ষকের নিকট পাঠাইতে পারিবেন ।

ক্রোড় স্বাক্ষর করিবার বা করিতে অস্বীকার করিবার বা তাহা বাতিল করিবার সংবাদ দেশান্তরগামিদের রক্ষককে দিবার কথা ।

২৫ ধারা । কোন মাজিষ্ট্রেট কোন মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর করিলে কিম্বা করিতে না চাহিলে কিম্বা আপনার ক্রোড় স্বাক্ষর বাতিল করিলে, দেশান্তরগামীদের যে রক্ষক ঐ অনুমতিপত্র দেন তাঁহার নিকট তিনি অগৌণে রিপোর্ট লিখিয়া ক্রোড় স্বাক্ষর করিলেন কি তাহা করিতে অস্বীকার করিলেন, কি তাহা বাতিল করিলেন এই কথা, ও অস্বীকার কি বাতিল করণের কারণ জানাইবেন ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৮ আপ্রিল ।]

মজুরসংগ্রাহক যেং শর্ত্তে করারপত্র করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাহাকে তাহার বর্ণনাপত্র দিবার কথা।

২৬ ধারা। (১) দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় যে এজেণ্টের প্রার্থনামতে যে মজুর সংগ্রাহককে অনুমতিপত্র দেওয়া যায়, সেই এজেণ্ট সেই মজুর সংগ্রাহককে আপনার স্বাক্ষরিত ও দেশান্তরগামীদের রক্ষকের ক্রোড়স্বাক্ষরযুক্ত লেখা বা ছাপা একখান বর্ণনাপত্র দিবেন। ভিন্নদেশগামী হইতে যাহাদের অভিপ্রায় থাকে, তাহাদের সহিত ঐ মজুরসংগ্রাহক উক্ত এজেণ্টের পক্ষে যেং শর্ত্তে করারপত্র করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, ঐ বর্ণনাপত্রে তাহা লেখা থাকিবে।

(২) ঐ বর্ণনাপত্র ইংরেজী ভাষায় ও মজুর সংগ্রাহকের অনুমতিপত্র যে স্থানে বর্ত্তে সেই স্থানের এক বা একাধিক দেশীয় ভাষায় লিখিত হইবে।

(৩) মজুরসংগ্রাহক যে কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগমনার্থ আহ্বান করেন তাহাকে ঐ বর্ণনাপত্রের যথার্থ প্রতিলিপি দিবেন ও কোন মাজিষ্ট্রেটের বা পোলীস থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারির আজ্ঞাক্রমে, তাঁহার অবগতি নিমিত্ত ঐ বর্ণনাপত্র উপস্থিত করিবেন।

মজুরসংগ্রাহকদের কর্ত্তৃক থাকিবার স্থান দিবার কথা।

২৭ ধারা। (১) প্রত্যেক মজুরসংগ্রাহক দেশান্তরগমনেচ্ছু কিম্বা দেশান্তরগামী যে মজুরদিগকে সংগ্রহ করেন, তাহাদিগকে রেজিস্টরী করিবার পূর্ব্বে, কিম্বা জাহাজে চড়িবার বন্দরে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে, উপযুক্ত জায়গায় প্রচুর ও যথাযোগ্য থাকিবার স্থান দিবেন।

(২) যে বাটী প্রভৃতিতে উক্ত থাকিবার স্থান দেওয়া যায়, তথায় কোন সুপ্রকাশ স্থানে একখান তক্তা লাগান থাকিবে, ঐ বাটী প্রভৃতি যে জন্য ব্যবহৃত হয়, উহাতে তাহা লেখা থাকিবে।

(৩) প্রত্যেক জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেট বা পোলীসের কর্ম্মচারী এই ধারামতে যেখানে থাকিবার স্থান দেওয়া যায়, সেই জায়গার তত্ত্বাবধান ও সুবিধান নিমিত্ত জাহাজে চড়িবার বন্দরের আজ্ঞা সম্বন্ধে এই আইনমতে দেশান্তরগামীদের রক্ষকের যে সকল ক্ষমতা থাকে, সেই সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

(৪) সমুদয় মজুরসংগ্রাহক বা উক্ত স্থানের ভারপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তিরা এতদর্থে উক্তরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেটকে ও পোলীসের কোন কর্ম্মচারীকে তথায় যাইয়া পরিদর্শন করিবার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ করিয়া দিবেন।

---

৬ অধ্যায়।

দেশান্তরগামীদিগকে রেজেষ্টরী করিবার ও দেশান্তরগমনের করারপত্র সম্পাদন করিবার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

২৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং নামোল্লেখে বা পদোপলক্ষে কোন ব্যক্তিকে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে এই আইনমত রেজিস্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহাকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নামোল্লেখে বা পদোপলক্ষে এতদর্থে অন্য যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই কার্য্যকারকের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়া দিবেন।

করারপত্র করিবার কথা।

২৯ ধারা। দেশান্তরগামি কোন ব্যক্তির সহিত যে কোন করারপত্র করা যায় তাহা

(ক) যে কোন বন্দর হইতে দেশান্তরগমন আইনসিদ্ধ হয় সেই বন্দরের সীমার মধ্যে করা গেলে, রক্ষকের সাক্ষাতে তাহাতে স্বাক্ষর করা যাইবে;

(খ) অন্যত্র করা গেলে, রেজিস্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের সাক্ষাতে তাহাতে স্বাক্ষর করা যাইবে।

যে ব্যক্তিরা ভিন্নদেশগমনেচ্ছু তাহাদের রেজেষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইবার কথা।

৩০ ধারা। কোন মজুরসংগ্রাহক ভিন্নদেশগমনার্থ কোন ব্যক্তির সহিত করারপত্র করিতে চাহিলে ঐ ব্যক্তিকে ও ঐ ব্যক্তির পোষ্য স্বরূপ যাহারা ভিন্নদেশগমনার্থে প্রস্তুত থাকে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রেজিস্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষের বা, স্থলবিশেষে, ভিন্নদেশগামিদের রক্ষকের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন।

দেশান্তরগামির পরীক্ষা করণ ও রেজিষ্টরী করণের কথা।

৩১ ধারা। (১) তাহা হইলে রেজিস্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ বা রক্ষক ঐ ব্যক্তিকে মজুরসংগ্রাহক হইতে পৃথক্ করিয়া তাহাকে অভিপ্রেত করারের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন; এবং ঐ ব্যক্তি উক্তরূপ করার করিতে সক্ষম ও সম্মত ও তাহার মর্ম্ম বুঝে, ও বলপূর্ব্বক, অন্যায় প্রভাব, প্রতারণা, অযথা বর্ণনা বা ভ্রান্তি বশতঃ তাহাকে করার করিতে প্রবৃত্তি জন্মে নাই; ও ঐ করারের শর্ত্তগুলি আইনসম্মত ও ২৬ ধারামতে মজুরসংগ্রাহককে যে বর্ণনাপত্র দেওয়া যায় তদনুসারে তিনি যেরূপ শর্ত্তে করিতে ক্ষমতাপন্ন ঐ শর্ত্তগুলি সেইরূপ; এরূপ দৃষ্ট হইলে, ৬১ ধারার বিধান মানিয়া ঐ কর্ত্তৃপক্ষ বা রক্ষক মহামান্যবর শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং এই আইনমত বিধিক্রমে যে পাটা নির্দেশ করেন সেই পাটে এতদর্থে যে বহী রাখিতে হয় সেই বহীতে দেশান্তরগামির নাম, সে পুরুষ কি স্ত্রী এই কথা, তাহার পিতার নাম, জাতি, বয়ঃক্রম, বসতি গ্রামের বা স্থানের নাম এবং শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে দেশান্তরগামির ও তদীয় পোষ্য থাকিলে সেই পোষ্যের সম্বন্ধীয় অন্যান্য আর যে বিশেষ বিবরণ নির্দেশ করেন তাহা রেজিস্টরী করিবেন।

সধবা স্ত্রীলোকের বেলা রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিতে পারিবার কথা।

৩২ ধারা। (১) পূর্ব্বধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও যদি রেজিস্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ কিম্বা রক্ষক সাহেব দেখিতে পান যে, কোন সধবা স্ত্রীর স্বামী ঐ স্ত্রীকে দেশান্তরে যাইতে অনুমতি দেন নাই, তবে তিনি ঐ স্ত্রীকে রেজিস্টরী করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(২) রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ কিম্বা রক্ষক সাহেব কোন স্ত্রীলোককে সধবা বলিয়া বিশ্বাস করিলে তিনি ১০ দিনের অনধিক যতকাল উচিত বোধ করেন, ততকাল গত না হইলে পর তাহাকে রেজিষ্টরী করিবেন কি না, ইহা স্থির করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

পোষ্যের পরীক্ষার কথা।

৩৩ ধারা। (১) কোন দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরের পোষ্য বলিয়া কোন ব্যক্তি রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষের কিম্বা রক্ষক সাহেবের সম্মুখে ৩০ ধারামতে উপস্থিত হইলে, সেই ব্যক্তি যদি প্রশ্নের সুবোধ্য উত্তর দিতে পারে, তবে রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ বা রক্ষক সাহেব তাহাকে মজুরসংগ্রাহক হইতে পৃথক করিয়া সে যে দেশান্তরগামীর সঙ্গে যাইতে উদ্যত, কি পরিমাণে সেই দেশান্তরগামীর পোষ্য ও সে উক্ত দেশান্তরগামীর সঙ্গে যাইতে ইচ্ছুক কি না এবিষয়ে তাহাকে পরীক্ষা করিবেন।

(২) রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ কিম্বা রক্ষক সাহেব উক্ত পোষ্যভার বা ইচ্ছার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ দেখিলে, তিনি যদি উচিত বোধ করেন, উক্ত পোষ্যের নাম রেজিষ্টর হইতে উঠাইয়া না দিলে, দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করণের কথা।

৩৪ ধারা। রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুরকে রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিলে, অস্বীকার করণের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

করার-পত্রে স্বাক্ষর করিবার ও তাহার সাক্ষী হইবার কথা।

৩৫ ধারা। (১) দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুর-সংক্রান্ত ও তাহার পোষ্য থাকিলে, পোষ্যসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ রেজিষ্টরী করা গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ বা রক্ষক সাহেব তেকর করিয়া করারপত্র প্রস্তুত করাইবেন, ও মজুরসংগ্রাহককে ও দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে আপনার সাক্ষাতে তেকর করারপত্রে স্বাক্ষর করিবার আজ্ঞা করিবেন, এবং তাহারা তাহাতে স্বাক্ষর করিলে, আপনি স্বাক্ষর করিয়া তাহাদের ঐ পত্রসম্পাদনের সাক্ষী হইবেন।

(২) দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুর সংক্রান্ত ও তাহার পোষ্য থাকিলে, ঐ পোষ্য সংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ যাবৎ রেজিষ্টরী করা না হয়, ও এই আইনমতে করারপত্র সম্পাদিত হইয়া সাক্ষ্যযুক্ত না হয়, তাবৎ দেশান্তরগমনের করারপত্র ফলবৎ হইবে না।

(৩) দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুর সংক্রান্ত ও তাহার কোন পোষ্য থাকিলে, ঐ পোষ্য সংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ রেজিষ্টরী করা গেলে, এবং এই আইনমতে করারপত্র সম্পাদিত হইয়া সাক্ষ্যযুক্ত হইলে, দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে দেশান্তরগামী মজুর বলিয়া এই আইনমতে রেজিষ্টরী করা হইয়াছে জ্ঞান করা যাইবে।

করারপত্রে যাহা২ লেখা থাকিবে তাহার কথা।

৩৬ ধারা। দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুরের সংক্রান্ত ও তাহার পোষ্য থাকিলে, ঐ পোষ্য সংক্রান্ত যে বিশেষ বিবরণ ৩১ ধারামতে রেজিষ্টরী করা যায়, দেশান্তরগমনের প্রত্যেক চুক্তিপত্রে তাহার প্রতিলিপি থাকিবে; এবং তাহার পৃষ্ঠে দেশান্তরগামীর কর্ম্মের ভাব, কাল ও শর্ত্ত সংক্রান্ত ও বেতন সংক্রান্ত যেরূপ বিশেষ বিবরণ ও অন্যান্য যে২ বিষয় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে২ এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে নির্দ্দেশ করেন, সেই২ বিবরণ ও বিষয় লেখা থাকিবে।

চুক্তিপত্রের ভিন্ন২ খণ্ড লইয়া যাহা করিতে হইবে, তাহার কথা।

৩৭ ধারা। করারপত্র সম্পাদিত ও সাক্ষ্যযুক্ত হইলে, দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্টের নিকট প্রেরণ নিমিত্ত তাহার এক খণ্ড মজুরসংগ্রাহককে দেওয়া যাইবে, আর এক খণ্ড দেশান্তরগামিকে দেওয়া যাইবে, এবং তৃতীয় খণ্ড রক্ষক সাহেব রাখিবেন, কিম্বা তাঁহার নিকট রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ পাঠাইয়া দিবেন।

করারপত্র প্রস্তুত করণের ফীর কথা।

৩৮ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে২ ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া যে ফী নির্দ্দেশ করেন, এই অধ্যায়মত প্রত্যেক করারপত্র প্রস্তুত করণের নিমিত্ত মজুরসংগ্রাহক কিম্বা দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্ট সেই ফী দিবেন।

কিন্তু মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব যে কোন সময়ে ঐরূপ জ্ঞাপনপত্রের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিবেন যে, এই ধারামতে যে ফী দিতে হয়, তাহা সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানে ৭৩ ধারামতে দেয় ফীর সহিত একত্র করিয়া লওয়া যাইবে।

ষোল বৎসরাধিক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের করারপত্র করিতে পারিবার কথা।

৩৯ ধারা। ভারতবর্ষীয় চুক্তিবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, যে কোন স্থানে যাওয়া আইনসিদ্ধ সেই স্থানে গমনার্থ ষোল বৎসর বা তদধিক বয়ঃপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের নির্দ্দিষ্ট মতে করারপত্র করিতে পারিবেন।

শিশুসন্তান বা রক্ষিত ব্যক্তির সপক্ষে করারপত্র করিতে পারিবার কথা।

৪০ ধারা। যে কোনব্যক্তি দেশান্তরগমনার্থ করার করেন, তিনি ষোল বৎসরের কম ও দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন শিশুর পিতা মাতা বা অভিভাবক হইলে, ঐ শিশুকে আপনার সহিত দেশান্তরগমনার্থ আবদ্ধ করিয়া উহার নামে ও সপক্ষে এই আইনের বিধানমতে করার পত্র করিতে পারিবেন।

---

৭ অধ্যায়।

দেশান্তরগমনের আড্ডাবিষয়ক বিধি।

জাহাজে উঠিবার বন্দরে আড্ডা স্থাপন করিবার কথা।

৪১ ধারা। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্ট যে বন্দরের নিমিত্ত নিযুক্ত হন সেই বন্দরে তিনি দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া রাখিবার উপযুক্ত এক আড্ডা স্থাপন করিবেন। তিনি যে দেশের এজেণ্ট সেইদেশে যাইবার উদ্দেশে জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বে তাহারা সেই আড্ডায় থাকিবে, এবং ঐ আড্ডায় থাকিবার সময়ে তাহাদের সকলের আবশ্যক অন্ন বস্ত্র তাঁহার যোগাইতে হইবে।

৪২ ধারা। (১) দেশান্তরগামিদের রক্ষক এবং দেশান্তরগামিদের পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক পূর্ব্ব ধারামতে স্থাপিত আড্ডা দেখিয়া তাহা ভাল না বলিলে, এবং উক্ত রক্ষক তাহা ব্যবহার করিবার অনুমতিপত্র না দিলে, দেশান্তরগামিদিগকে লইয়া রাখিবার নিমিত্ত ঐ আড্ডা ব্যবহার করা যাইবে না।

আড্ডার অনুমতিপত্র দিবার কথা।

(২) এই ধারামত অনুমতিপত্র যে তারিখ হইতে চলে, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত দেওয়া যাইবে না।

(৩) দেশান্তরগামীদের রক্ষক,

(ক) যে আড্ডার নিমিত্ত এই ধারামত অনুমতিপত্র দেওয়া যায় তাহা অস্বাস্থ্যজনক, কিম্বা যে অভিপ্রায়ে স্থাপিত হইয়াছে তজ্জন্য কোন প্রকারে অনুপযুক্ত হইয়াছে জ্ঞান করিলে, কিম্বা

(খ) দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট যুক্তিসিদ্ধ নোটিস পাইলে পর এই আইনের বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির আদেশ পালন না করিলে, উক্ত রক্ষক যে কোন সময়ে সেই অনুমতিপত্র রহিত করিতে পারিবেন।

৪৩ ধারা। দেশান্তরগামীদের প্রত্যেক রক্ষক এবং দেশান্তরগামীদের পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক যে বন্দরের রক্ষক ও চিকিৎসক হন, সেই বন্দরের উক্ত সকল আড্ডাতে দেশান্তরগামি ব্যক্তিদিগকে রাখা গেলে, তাঁহারা সময়ে২ ও সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ একবার তাহাদিগকে দৃষ্টি করিবেন, এবং আড্ডার রেজিষ্টর পরীক্ষা করিবেন, তথাতে দেশান্তরগামিরা যে প্রকারে আছে ও তাহাদের যেরূপ আহার ও বস্ত্র দেওয়া যায় ও প্রকারান্তরে তাহাদের যেরূপ প্রয়োজন সাধনও রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া থাকে এই বিষয়ের অনুসন্ধান লইবেন।

রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের দ্বারা আড্ডা দর্শনের কথা।

৪৪ ধারা। আড্ডা যে কার্য্যের নিমিত্ত করা গেল সেই কার্য্যের উপযুক্ত নহে কিম্বা তন্মধ্যে যে দেশান্তরগামিরা আছে তাহাদের প্রতি অমনোযোগ বা অত্যাচার হইয়া থাকে, পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক কোন বৃত্তান্ত দ্বারা ইহা জানিতে পাইলে দেশান্তরগামিদের রক্ষকের নিকটে তদ্বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।

পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের যে রিপোর্ট করিতে হইবে তাহার কথা।

৪৫ ধারা। (১) যে রোগ দ্বারা নিকটস্থ লোকদের রোগ জন্মাইবার আশঙ্কা থাকে কোন দেশান্তরগামি ব্যক্তির এমত কোন রোগ হইলে, পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক উচিত বোধ করিলে তাহাকে পৃথক রাখিবার কিম্বা আড্ডা হইতে বাহির করিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

দেশান্তরগামির রোগ হইলে তাহার চিকিৎসার কথা।

(২) পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক উচিত বোধ করিলে সেই পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসা হইবার জন্যে তাহাকে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের খরচে উপযুক্ত হাস্পাতালে পাঠাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; এবং উক্ত হাস্পাতালে তাহাকে লইয়া যাইবার ও চিকিৎসা করিবার খরচ বলিয়া দেশান্তরগামিদের রক্ষক কোন খরচ করিলে, খরচ করিবার তারিখ অবধি বৎসর শতকরা ছয় টাকা হিসাবে সুদ সমেত দেশান্তরগামিদের রক্ষক ঐ দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের স্থানে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

---

৮ অধ্যায়।

দেশান্তরগামিদিগকে আড্ডায় লইয়া যাইবার ও পঁহুছিলে কার্য্যপ্রণালীর বিধি।

৪৬ ধারা। দেশান্তরগমনেচ্ছু ব্যক্তিকে দেশান্তরগমন বলিয়া এই আইনমতে রেজিষ্টরী করা না গেলে, কোন মজুরসংগ্রাহক তাহাকে কোন আড্ডায় লইয়া যাইবে না বা লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিবে না, কিম্বা তাহাকে কোন আড্ডায় যাইতে প্রবৃত্তি দিবে না বা দিবার উদ্যোগ করিবে না, কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট ঐ মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ক্রোড় স্বাক্ষর করেন তাহাকে সেই মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থান ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি দিবে না বা দিবার উদ্যোগ করিবে না, অথবা তাহাকে কোন আড্ডায় যাইতে বা উক্ত রূপ স্থান ত্যাগ করিতে সাহায্য করিবে না।

রেজেষ্টরী হইবার পূর্ব্বে দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে স্থানান্তর না করিবার কথা।

৪৭ ধারা। (১) দেশান্তরগামি কোন ব্যক্তিকে এই আইনমতে রেজিষ্টরী করা গেলে, দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় যে এজেন্টের প্রার্থনাক্রমে মজুরসংগ্রাহককে অনুমতিপত্র দেওয়া যায় সেই এজেন্ট জাহাজে উঠিবার বন্দরে যে আড্ডা স্থাপন করিয়া থাকেন, সেই আড্ডায় তাহাকে সুবিধামতে ত্বরায় মজুরসংগ্রাহক বা দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট কিম্বা তাঁহাদের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি লইয়া যাইবেন।

দেশান্তরগামিকে আড্ডায় লইয়া যাইবার কথা।

(২) জাহাজে চড়িবার বন্দরের বহির্ভূত কোন স্থানে কোন দেশান্তরগামিকে রেজিষ্টরী করা গেলে, আড্ডায় যাইবার সময়ে মজুরসংগ্রাহক তাহার সঙ্গে২ আপনি সমস্ত পথ যাইবেন, কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের সম্মতিক্রমে ঐ মজুরসংগ্রাহকের নিযুক্ত কোন উপযুক্ত ব্যক্তি তাহার সঙ্গে যাইবে।

(৩) সেই ব্যক্তি আড্ডা পর্য্যন্ত যাইতে নিযুক্ত হইয়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই মর্ম্মের সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করিয়া ঐ নিযুক্ত ব্যক্তিকে দিবেন।

(৪) ঐ মজুরসংগ্রাহক বা উক্তরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি সমস্ত পথ উক্ত দেশান্তরগামীদিগকে উপযুক্ত ও প্রচুর আহার ও থাকিবার স্থান দিবেন।

৪৮ ধারা। কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি আড্ডায় পঁহুছিলেই ঐ আড্ডার অধ্যক্ষ দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের নিকট তাহার পঁহুছিবার সংবাদ দিবেন এবং সেই এজেন্ট দেশান্তরগামিদের রক্ষককে সংবাদ দিবেন।

আড্ডায় পঁহুছিলে সংবাদ দিতে হইবার কথা।

পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের পরীক্ষা করিবার কথা।

৪৯ ধারা। (১) মজুরসংগ্রাহক রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তাপক্ষের বা রক্ষকের স্থানে করারপত্রের যে খণ্ড পান, তাহা সেই দেশান্তরগামি ব্যক্তির আড্ডায় পঁহুছিবারপর দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় এজেন্ট দেশান্তরগামিদের পরিদর্শনার্থ চিকিৎসককে সুবিধামত ত্বরায় দেখাইবেন।

(২) করারপত্রে যাহার নাম থাকে তদ্রূপ প্রত্যেক দেশান্তরগামি ব্যক্তি যে দেশে যাইবার করার করিয়াছে তাহার বয়স ও স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনায় সে সেই দেশে যাত্রা করিবার উপযুক্ত কি না ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক তাহার পরীক্ষা করিবেন।

(৩) সেই ব্যক্তি যাইবার উপযুক্ত পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক ইহা হৃদ্বোধমতে জ্ঞাত হইলে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টকে সেই মর্ম্মের সর্টিফিকেট দিবেন। ঐ ব্যক্তি যাইবার উপযুক্ত তাঁহার এরূপ হৃদ্বোধ না জন্মিলে, তিনি দেশান্তরগামিদের রক্ষককে ঐ মর্ম্মের সর্টিফিকেট দিবেন।

রক্ষকের কোনং স্থলে দেশান্তরগামির ফিরিয়া যাইবার খরচ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৫০ ধারা। (১) নিম্নলিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

(ক) দেশান্তরগামি ব্যক্তিদের পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক যদি দেখিতে পান যে ঐ দেশান্তরগামী ব্যক্তি যে দেশে যাইবার করার করিয়াছে সেই দেশে যাইবার অনুপযুক্ত অথবা অনুপযুক্ত হইয়াছে এবং যদি দেশান্তর গামিদের রক্ষক বিবেচনা করেন যে ঐ মজুর অন্যায়রূপে আপনাকে উক্ত যাত্রার যোগ্য বলিয়া বর্ণনা করে নাই; কিম্বা

(খ) যদি রক্ষক দেখিতে পান যে মজুরসংগ্রাহক ঐ দেশান্তরগামী ব্যক্তির সংগ্রহে বা তাহার প্রতি ব্যবহারে এরূপ অনিয়ম করিয়াছে যাহাতে তাহার দেশান্তরগমনের করারপত্র রহিত করা উচিত; কিম্বা

(গ) যদি দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট ঐ দেশান্তরগামী ব্যক্তির সহিত যে করারপত্র করা হয় তদনুসারে কার্য্য করিতে অস্বীকার করেন;

তবে উক্ত রক্ষক যত টাকা যুক্তিমত ক্ষতিপূরণস্বরূপ জ্ঞান করেন তাহা ঐ মজুরকে দিবার নিমিত্ত ঐ দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন; এবং জাহাজে চড়িবার বন্দরের বহির্ভূত স্থানে ঐ মজুরকে রেজিষ্টরী করা গিয়া থাকিলে, সেই স্থানে ফিরিয়া যাইতে তাহার যুক্তিমত যত টাকা আবশ্যক হয় সেই টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে ও উক্ত স্থানে ঐ মজুরকে চালান করিবার নিমিত্ত আর যে কোন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন।

(২) জাহাজে চড়িবার বন্দরের সীমার বহির্ভূত স্থানে যে দেশান্তরগামির রেজিষ্টরী হইয়াছে, দেশান্তরগামিদের পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের মতে তাহার শরীরের অবস্থা বিবেচনায় সে যে স্থানে রেজিষ্টরী হইয়াছিল, অবিলম্বে সেই স্থানে ফিরিয়া যাইবার অনুপযুক্ত বোধ হইলে, যাবৎ ঐ পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক ঐরূপে ফিরিয়া যাইবার উপযুক্ত বলিয়া রিপোর্ট না করেন, তাবৎ দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের খরচে জাহাজে উঠিবার বন্দরের আড্ডায় ঐ মজুর খাইতে, থাকিতে ও পরিতে পাইবার এবং চিকিৎসিত হইবার স্বত্ববান হইবেন।

পোষ্যদের ও আত্মীয়দের খরচ দিবার কথা।

৫১ ধারা। কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে জাহাজে চড়িবার বন্দরের সীমার বহির্ভূত স্থানে রেজিষ্টরী করা গিয়া থাকিলে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে, তাহার পোষ্য বলিয়া যাহাকে রেজিষ্টরী করা গিয়াছে এরূপ কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি,

কিম্বা পোষ্য না হইলেও যে ঐ দেশান্তরগামী ব্যক্তির পিতা মাতা স্ত্রী স্বামী পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগ্নী অভিভাবক অথবা রক্ষিত হয় এরূপ কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি,

(ক) ঐ মজুরের যে স্থানে রেজিষ্টরী হয় উহার সহিত সেই স্থানে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের খরচে তাহাকে পাঠান হয় এরূপ দাওয়া করিতে পারিবে; এবং

(খ) ঐ দেশান্তরগামী ব্যক্তি গমন করিতে অসমর্থ হইলে, যাবৎ সে গমন করিতে সমর্থ না হয়, তাবৎ দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের খরচে ঐ আড্ডায় থাকিতে, খাইতে ও পরিতে পাইবার দাওয়া করিতে পারিবে।

(২) ঐ দেশান্তরগামী ব্যক্তিসম্বন্ধে রক্ষক পূর্ব্ব ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করেন তাহাতে এই ধারামত খরচ ধরিয়া দিতে পারিবেন।

পথিমধ্যে কোন মজুরের প্রতি কুব্যবহার হইলে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিবার কথা।

৫২ ধারা। যদি দৃষ্ট হয় যে আড্ডায় আনিবার সময়ে পথিমধ্যে দেশান্তরগামী কোন ব্যক্তির প্রতি কোনরূপ কুব্যবহার হইয়াছে কিম্বা জাহাজে চড়িবার বন্দরের সীমার বহির্ভূত স্থানে কোন দেশান্তরগামিকে রেজিষ্টরী করা গেলে, ৪৭ ধারার বিধানমতে কার্য্য হয় নাই, তবে দেশান্তরগামিদের রক্ষক দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতি

(ক) ঐ মজুরকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যুক্তিমত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং

(খ) ৪৭ ধারার বিধানমতে কার্য্য না হওয়াতে দেশান্তরগামী ব্যক্তির নিমিত্ত রক্ষক কর্ত্তৃক কিম্বা তাঁহার আজ্ঞামতে কোন খরচ করা গেলে, এরূপে যে খরচ করা যায়, তাহা রক্ষককে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

দেশান্তরগামী ব্যক্তির নিমিত্ত যে খরচ পড়ে, রক্ষকের তাহা দিয়া আদায় করিয়া লইতে পারিবার কথা।

৫৩ ধারা। (১) রক্ষক পূর্ব্ব তিন ধারার কোন ধারামতে কোন টাকা দিবার আজ্ঞা করিলে, যদি দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঐ আজ্ঞামতে টাকা না দেন, তবে রক্ষক দেশান্তরগামীকে সেই টাকা দিতে পারিবেন।

(২) রক্ষক কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে (১ প্রকরণমতে যে টাকা দেন, এবং পূর্ব্ব ধারামতে টাকা দিবার আজ্ঞা হইলে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট

চব্বিশঘণ্টা পর্য্যন্ত সেই আজ্ঞানুসারে টাকা না দেওয়াতে রক্ষক ঐ ধারামতে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতি আপনার নিকট যে টাকা দিবার আজ্ঞা করেন, সেই টাকা দিবার তারিখ অবধি তাহা বৎসর শতকরা ছয় টাকা হিসাবে সুদসমেত দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

(৩) রক্ষক দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতি ঐ টাকা দিবার আজ্ঞা দেন, এবং দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট চব্বিশ ঘণ্টাপর্য্যন্ত সেই আজ্ঞামতে কার্য্য করেন নাই, এইরূপ কোন মোকদ্দমায় কোন আদালতে ইহার অতিরিক্ত প্রমাণ দিবার প্রয়োজন হইবে না।

৯ অধ্যায়।

দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজ বিষয়ক বিধি।

দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজের কাপ্তানের অনুমতিপত্র লইতে হইবার কথা।

৫৪ ধারা। কোন জাহাজে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যাইবার অনুমতিপত্র না পাইলে, সেই জাহাজে দেশান্তরগামী কোন মজুরকে লওয়া যাইতে পারিবে না।

অনুমতিপত্র পাইবার প্রার্থনার কথা।

৫৫ ধারা। (১) কোন জাহাজের কাপ্তান বা স্বামী সেই জাহাজে দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যাইবার অনুমতিপত্র পাইতে চাহিলে, সেই অনুমতিপত্র পাইবার প্রার্থনা লিখিয়া দেশান্তরগামীদের রক্ষকের দ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে দিবেন।

(২) স্থানসম্বন্ধীয় এই অধ্যায়ের বিধিমতে প্রার্থক ঐ জাহাজে যত দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে বলিয়া জ্ঞান করেন তাহা এবং ঐ জাহাজে যত বোঝাই ধরে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং তাহার সম্বন্ধীয় অন্যান্য যে বৃত্তান্ত এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে নির্দ্দেশ করেন তাহা ঐ প্রার্থনাপত্রে লিখিতে হইবে।

জাহাজ পরীক্ষা করিয়া অনুমতিপত্র দিবার কথা।

৫৬ ধারা। (১) জাহাজ সমুদ্রে যাইবার উপযুক্ত কি না এবং তাহাতে দেশান্তরগামী মজুরদের থাকিবার কি প্রকারের কতস্থান আছে ও জাহাজে বায়ুসঞ্চালনের সদুপায় আছে কি না ও তাহাতে অভিপ্রেত জলযাত্রার উপযোগী রসারসী ও সজ্জা ও সরঞ্জাম আছে কি না ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত দেশান্তরগামীদের রক্ষক কাপ্তানের বা স্বামীর খরচে উপযুক্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা ঐ জাহাজের পরীক্ষা করাইবেন।

(২) যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন যে ঐ জাহাজ এই আইনমতে দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যাইবার সর্ব্বোতোভাবে উপযুক্ত ও তাহাতে উপযুক্তরূপ মল্লা ও কর্ম্মচারী আছে, তবে জাহাজে যত জন দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লওয়া যাইতে পারিবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে অর্থাৎ কাপ্তানকে দেশান্তরগামী ব্যক্তিদিগকে লইয়া যাইবার অনুমতিপত্র দিবেন।

দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজে থাকিবার যে স্থান দিতে হইবে তাহার কথা।

৫৭ ধারা। (১) (ক) জাহাজের দুই তুতকের মধ্যস্থানে কিম্বা দেশান্তরগামীদের রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের অনুমোদনমতে উপরের তুতকে কুঠরীতে কেবল দেশান্তরগামীদের ব্যবহারার্থ সর্ব্বাংশে ছয় ফুটের অন্যূন উচ্চতাবিশিষ্ট স্থান নিরূপণ করা না গেলে;

(খ) হাঁস্পাতালস্বরূপ একটি স্বতন্ত্র স্থান সজ্জিত করা না গেলে; এবং

(গ) এই আইনমতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব বিধিপ্রণয়ন করিয়া সময়েং যেরূপ বন্দোবস্তের আদেশ দেন, দেশান্তরগামী অন্য মজুরদের হইতে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগকে ও শিশুদিগকে স্বতন্ত্র রাখিবার সেইরূপ বন্দোবস্ত করা না গেলে;

পূর্ব্বধারামত কোন অনুমতিপত্র দেওয়া যাইবে না।

(২) এই ধারার (ক) প্রকরণে উপর তুতকে যে কুঠরীর বিধান আছে, তাহা দৃঢ়রূপে আঁটা ও সম্পূর্ণরূপে আবৃত থাকিবে।

ঐ জাহাজে স্থানসম্বন্ধীয় বিধির কথা।

৫৮ ধারা। পূর্ব্ব ধারার (ক) প্রকরণে যে স্থানের উল্লেখ আছে, প্রত্যেক জাহাজে সেই স্থানে প্রত্যেক জন দেশান্তরগামীর নিমিত্ত অন্যূন ১২ বর্গফুট ও ৭২ ঘনফুট স্থান থাকিবে।

কিন্তু দশবৎসরের কম বয়সের দেশান্তরগামী দুই ব্যক্তি এই ধারার কার্য্য পক্ষে কেবল এক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

আহারীয় দ্রব্য, কাপড়, জ্বালানীকাষ্ঠাদি ও জলের কথা।

৫৯ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরেরা যে বন্দরে জাহাজে উঠিবে সেই বন্দর হইতে দেশান্তরগামীদের জাহাজ ছাড়িবার সময় জাহাজের অধ্যক্ষের ও কর্ম্মচারিদের ও মল্লাদের এবং কুঠরীতে ও অন্য স্থানে আরোহী থাকিলে তাহাদের আহারাদির নিমিত্ত যেং দ্রব্য জাহাজে লওয়া যায় তদ্ভিন্ন ও তদতিরিক্ত উক্ত দেশান্তরগামী মজুরদের আহারীয় দ্রব্য, কাপড়, জ্বালানীকাষ্ঠ ও জল লইতে হইবে। এই আইনমতে সময়েং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত বিধিতে যে পরিমাণের ও যে প্রকারের ও যে গুণের দ্রব্যাদি নির্দ্দিষ্ট থাকে, ঐ দ্রব্যাদি সেই পরিমাণের, সেই প্রকারের ও সেই গুণের হইবে।

চিকিৎসক, চাকর, ঔষধ ও অন্যান্য সামগ্রীর কথা।

৬০ ধারা। যে বন্দরে দেশান্তরগামী মজুরেরা জাহাজে চড়ে সেই বন্দর হইতে দেশান্তরগামিদের জাহাজ ছাড়িবার সময়ে উক্তরূপ প্রত্যেক জাহাজে একজন উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক থাকিবেন ও গমন করিবেন; এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে সময়েং যেরূপ নির্দ্দেশ করেন, চিকিৎসকের অধীন তদ্রূপ কম্পাউণ্ডার, দোভাষী ও চাকর ও তদ্রূপ পরিমাণের ও গুণের তদ্রূপ ঔষধ ও অন্য সামগ্রী থাকিবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

পূর্ব্ব দুই ধারা প্রবল করণ সম্বন্ধে দেশান্তরগামীদের রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৬১ ধারা। পূর্ব্ব দুই ধারার সমুদয় বিধানমতে কার্য্য করা হয়, দেশান্তরগামীদের রক্ষকের ও দেশান্তরগামীদের পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের স্বয়ং ইহা দেখিতে হইবে।

দেশান্তরগামীদের জাহাজের কাপ্তানের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার কথা।

৬২ ধারা। (১) এই আইনমতে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত প্রত্যেক জন কাপ্তান দেশান্তরগামীদের রক্ষকের আদেশ হইলে ও জাহাজে দেশান্তরগামী কোন মজুরের উঠিবার পূর্ব্বে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন সেই পাঠে ঐ রক্ষকের নিকট দুই প্রস্থ নিবন্ধপত্রে স্বাক্ষর করিবেন; তাহাতে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে এই আইনের বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির আদেশমতে তিনি ও জাহাজের স্বামী কর্ম্ম না করিলে তাঁহারা দশ সহস্র টাকা দণ্ড দিবেন।

(২) দেশান্তরগামীদের রক্ষক দেশান্তরগামী মজুরদিগকে যে দেশে লইয়া যাইতে হইবে সেই দেশের গবর্ণমেণ্টের এতদর্থে নিযুক্ত কার্য্যকারকের নিকট ঐ নিবন্ধপত্রের এক প্রস্থ, (কিম্বা ভিন্নদেশের উপনিবেশ হইলে ঐ উপনিবেশস্থ ব্রিটিষ কন্সলার একেণ্টের নিকট এক প্রস্থ) ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এক প্রস্থ প্রেরণ করিবেন।

---

১০ অধ্যায়

জাহাজে উঠিবার ও যাত্রা করিবার কথা।

পঁহুছিলে জাহাজে উঠিবার সময়ের কথা।

৬৩ ধারা। দেশান্তরগামীদের রক্ষকের অনুমতি না পাইলে, কোন দেশান্তরগামী মজুর আড্ডায় পঁহুছিবার তারিখ অবধি যাবৎ সাতদিন গত না হয় তাবৎ জাহাজে উঠিবে না;

যে সময়ে মজুরেরা ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিতে পারে তাহার কথা।

৬৪ ধারা। (১) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন বন্দর হইতে দেশান্তরগামী মজুরদের কোন জাহাজ

(ক) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে যে কাল মধ্যে সাধারণতঃ দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজের কিম্বা উক্ত জাহাজ যে শ্রেণীর হয় সেই শ্রেণীর জাহাজের উত্তমাশা অন্তরীপের পশ্চিম দিকস্থ কোন দেশে যাওয়া অসিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই কাল ছাড়া ঐ দেশে যাইবে না।

(২) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যে কাল মধ্যে যে দেশে মজুরদের জাহাজের যাত্রা করা নিষেধ করেন, সেই কাল মধ্যে ঐ দেশে যাত্রা করিবে না।

দেশান্তরগামী মজুর জাহাজে উঠিতে অস্বীকার করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৬৫ ধারা। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় একেণ্ট দেশান্তরগামী কোন মজুরকে জাহাজে উঠিতে আদেশ করিলে যদি সেই ব্যক্তি উপযুক্ত হেতু না থাকিলেও জাহাজে উঠিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে বলপূর্ব্বক ঐ মজুরকে জাহাজে উঠান আইনসিদ্ধ নহে; কিন্তু উক্তরূপ অস্বীকার বা উপেক্ষা করণ বশতঃ বা তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী আইনমতে ঐ মজুরের যে দায় বর্ত্তে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার ব্যাঘাত হইবে না।

মজুরদের নির্ঘণ্টপত্র ও ছাড়পত্র দিবার কথা।

৬৬ ধারা। (১) দেশান্তরগামী মজুরেরা জাহাজে উঠিতে উদ্যত হইলে, দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় একেণ্ট ঐ জাহাজের অধ্যক্ষকে ঐ ব্যক্তিদের নির্ঘণ্টপত্রের চারিপ্রস্থ দিবেন; তন্মধ্যে তাহাদের নাম ও বয়স ও ব্যবসায় ও তাহাদের পিতার নাম সাধ্যমত যথার্থরূপে লেখা থাকিবে।

(২) দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় একেণ্টের স্বাক্ষরিত ও রক্ষকের ক্রোড়স্বাক্ষরযুক্ত ছাড়পত্র কোন মজুরের না থাকিলে এবং ঐ ছাড়পত্রে তাহার নাম ও বয়স ও পিতার নাম ও যে দেশে সে যাইতে করার করিয়াছে সেই দেশের উল্লেখ না থাকিলে এবং সে ঐ দেশে যাত্রা করিবার উপযুক্ত সুস্থ অবস্থায় আছে এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট না থাকিলে, জাহাজের অধ্যক্ষ ঐ মজুরকে জাহাজে লইবেন না।

(৩) দেশান্তরগামী প্রত্যেক মজুর জাহাজে উঠিলে ঐ ছাড়পত্র জাহাজের অধ্যক্ষকে দিবে।

(৪) দেশান্তরগামী যে মজুরেরা জাহাজে উঠে জাহাজের অধ্যক্ষ তাহাদিগকে ও তাহারা যে ছাড়পত্র দেয় তাহা দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় একেণ্টের নির্ঘণ্টপত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন। ঐ নির্ঘণ্টপত্র শুদ্ধ দৃষ্ট হইলে ও ছাড়পত্রের ও জাহাজারোহী মজুরদের সঙ্গে মিলিলে, জাহাজের অধ্যক্ষ ঐ নির্ঘণ্টের চারিপ্রস্থে স্বাক্ষর করিবেন।

(৫) দেশান্তরগামী যে কোন ব্যক্তি অধ্যক্ষের নিকট আপন ছাড়পত্র দেয় নাই, কিম্বা যাহার নাম নির্ঘণ্টপত্রে নাই, অধ্যক্ষ তাহাকে জাহাজে থাকিতে দিবেন না।

অধ্যক্ষের রক্ষককে নির্ঘণ্টের দুই প্রস্থ দিবার এবং তাহা লইয়া কার্য্য হইবার কথা।

৬৭ ধারা। (১) ঐ নির্ঘণ্টের সকল প্রস্থ স্বাক্ষরিত হইলে পর জাহাজের অধ্যক্ষ দেশান্তরগামীদের রক্ষককে দুই প্রস্থ দিবেন; তিনি তাহা পরিশুদ্ধ জ্ঞান করিলে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(২) মজুরেরা যে দেশে যাইবার চুক্তি করিয়াছে, সেই দেশের গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, মজুরদের জাহাজ দ্বারা সেই কার্য্যকারকের নিকট কিম্বা ভিন্নদেশের উপনিবেশ হইলে ব্রিটিষ কন্সলার একেণ্টের নিকট রক্ষক আপনার স্বাক্ষরিত এক প্রস্থ পাঠাইবেন, এবং অন্য প্রস্থ আপনার আফিসে গাঁথাইয়া রাখিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেণ্টকে অধ্যক্ষের দুই প্রস্থ দিবার ও তাহা লইয়া কার্য্য হইবার কথা।

৬৮ ধারা। (১) জাহাজের অধ্যক্ষ দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেণ্টকে নির্ঘণ্টের অবশিষ্ট দুই প্রস্থ দিবেন।

(২) তাহা হইলে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্ট ঐ দুই প্রস্থে স্বাক্ষর করিয়া এক প্রস্থ জাহাজের অধ্যক্ষকে ফেরত দিবেন।

(৩) মজুরেরা যে দেশে যাইবার করার করিয়াছে জাহাজ সেই দেশে পঁহুছিলে দেশান্তরগামী ব্যক্তিদের নামিয়া যাইবার পূর্ব্বে জাহাজের অধ্যক্ষ ঐ দেশের গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে কর্ম্মচারিকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন সেই কর্ম্মচারিকে কিম্বা ভিন্ন দেশের উপনিবেশ হইলে ব্রিটিষ কন্সলার এজেণ্টকে ঐ প্রস্থ দিবেন।

পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক দ্বারা দেশান্তরগামীদের পরীক্ষা হইবার কথা।

৬৯ ধারা। (১) মজুরেরা যে সময়ে জাহাজে উঠে পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক সেই সময়ে উপস্থিত হইয়া প্রত্যেক মজুর যে দেশে যাইবার করার করিয়াছে শারীরিক স্বাস্থ্য বিবেচনায় সে ঐ দেশে যাত্রা করিবার উপযুক্ত কি না তিনি ইহা নিশ্চয় জানিবার নিমিত্ত ঐ মজুরদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং ঐ মজুর উক্তরূপ যাত্রা করিবার উপযুক্ত নহে এরূপ দেখিলে তিনি রক্ষককে জানাইবেন।

(২) তাহা হইলে উক্ত রক্ষক ঐ মজুরকে জাহাজে উঠিবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন; এবং রক্ষক দেশান্তরগামী যে ব্যক্তিকে জাহাজে উঠিবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন তাহার পোষ্য বলিয়া রেজিষ্টরী করা কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি কিম্বা তাহার পোষ্য না হইলেও যে তাহার পিতা মাতা স্ত্রী স্বামী পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগিনী অভিভাবক বা রক্ষিত হয় এরূপ কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি, এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, জাহাজে উঠিতে অস্বীকার করিতে পারিবে।

(৩) যে সকল দেশান্তরগামী মজুরদিগকে এই ধারামতে জাহাজে উঠিবার অনুমতি দেওয়া না হয় এবং যাহারা এই ধারামতে জাহাজে উঠিতে অস্বীকার করে তাহাদের প্রতি এবং তাহাদের সম্বন্ধে এই আইনমতে যে খরচ করা যায় সেই খরচ আদায় করণের প্রতি ৫০, ৫১ ও ৫৩ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

অধ্যক্ষকে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্টের দেশান্তরগামীদের করারপত্র দিবার কথা।

৭০ ধারা। সমুদয় মজুর জাহাজে উঠিলে পর দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্ট দ্বারা বা তাঁহার অনুমতিক্রমে ঐ মজুরদের সহিত যে সকল করারপত্র করা হয় এবং এই আইনমতে তাঁহার হস্তে অর্পিত বা তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়, তিনি সেই করারপত্রগুলি জাহাজের অধ্যক্ষকে দিবেন; এবং উক্ত মজুরদিগকে যে দেশে লইয়া যাওয়া হয় তাহারা সেই দেশে পঁহুছিলে অধ্যক্ষ ঐ করারপত্রগুলি এতদর্থে ঐ স্থানের গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কর্ম্মচারিকে কিম্বা ভিন্ন দেশের উপনিবেশ হইলে ব্রিটিষ কন্সলার এজেণ্টকে দিবেন।

দেশান্তরগামীদের রক্ষকের ও দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্টের সর্টিফিকেটের কথা।

৭১ ধারা। কোন বন্দর হইতে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া যাইবার কোন জাহাজ খুলিয়া যাইবার পূর্ব্বে জাহাজের অধ্যক্ষ সেই বন্দরবাসী দেশান্তরগামীদের রক্ষকের স্থানে এবং তাহাদিগকে যে দেশে লইয়া যাইতে হইবে সেই দেশের দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্টের স্থানে ঐ রক্ষকের ও দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্টের স্বাক্ষরিত পশ্চাল্লিখিত মর্ম্মের সর্টিফিকেট লইবেন। এই আইনের কিম্বা আইনমতে প্রণীত বিধির পূর্ব্বোল্লিখিত বিধানমতে ঐ জাহাজের যাত্রী দেশান্তরগামী ব্যক্তিদের বিষয়ে ঐ রক্ষকের ও দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্টের যে সকল কর্ম্ম করিবার আদেশ আছে উক্ত রক্ষক ও দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় এজেণ্ট তাহা করিয়াছেন; এবং এই আইনে ও এই আইনমতে প্রণীত বিধিতে দেশান্তরগামী ব্যক্তিদের নির্ব্বিঘ্নতা, মঙ্গল ও রক্ষার নিমিত্ত যে সকল বিধান আছে তদনুসারে ঐ জাহাজ সম্বন্ধে কার্য্য করা হইয়াছে।

আইন এবং বিধি জাহাজে রাখিবার কথা।

৭২ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরেরা যে জাহাজে যায়, সেই জাহাজের অধ্যক্ষ এই আইনের দুই প্রস্থ এবং এই আইনমতে প্রণীত সমুদয় বিধির দুই প্রস্থ এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে বা যেই ভাষার আদেশ করেন সেই বা সেইং ভাষায় এই আইনের ও বিধির অনুবাদের দুই প্রস্থ যাত্রার সমুদয় পথ সেই জাহাজে রাখিবেন, এবং দেশান্তরগামী কোন ব্যক্তি যুক্তিমত কোন সময়ে প্রার্থনা করিলে তাহার পাঠার্থ ঐ আইনাদির বা তদনুবাদের এক প্রস্থ তাহাকে দেখিতে দিবেন।

যে প্রত্যেক মজুর জাহাজে উঠে তাহার ফীর কথা।

৭৩ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব যে ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যে ফী দিবার আজ্ঞা করেন, দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজে যত মজুর উঠে, তাহাদের প্রত্যেক জনের নিমিত্ত দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্ট দেশান্তরগামীদের রক্ষককে সেই ফী দিবেন।

কিন্তু (ক) দেশান্তর গমন কার্য্য নিয়মাধীনে রাখিবার নিমিত্ত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব যেরূপ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাহার খরচ কুলাইবার নিমিত্ত যত টাকার প্রয়োজন এই আইনমত ফী হইতে মোট যে আয় হয় তাহা যত টাকার অধিক হইয়া উঠে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব উক্ত এই ধারানুসারে দেয় ফী এরূপ করিতে হইবে না।

(খ) কোন দেশ সম্বন্ধে ঐ দেশস্থ ভারতবর্ষীয় মজুরদের রক্ষার্থ বিশেষ কোন সরঞ্জাম রাখা বা বিশেষ কোন খরচ করা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বাঞ্ছনীয় বোধ হইলে, উক্ত সাহেব ঐ মজুরদের সম্বন্ধে দেয় ফী এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারিবেন যাহাতে তাঁহার বিবেচনায় ঐ বিশেষ সরঞ্জামের বা বিশেষ খরচের টাকা সঙ্কুলান হয়।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ এপ্রিল।]

৭৪ ধারা। এই আইনমতে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত প্রত্যেক কাপ্তান দেখিবেন যে মজুরদিগকে যে দেশে লইয়া যাইতে হইবে, সেই দেশে ব্রিটিষ ভারতবর্ষ হইতে যাইবার সময় পথিমধ্যে এই আইনের ও এই আইনমতে প্রণীত বিধির সমুদয় বিধান তাঁহার জাহাজে পালিত হয়।

তাঁহার জাহাজে আইন ও বিধি পালিত হয়, কাপ্তানের ইহা দেখিতে হইবার কথা।

৭৫ ধারা। দেশান্তরগামী মজুর যে দেশে যাইবার করার করিয়াছে, সেই দেশে তাহার জাহাজ হইতে নামিবার পূর্ব্বে কাপ্তান তাহাকে তাহার ছাড়পত্র ফিরাইয়া দিবেন।

মজুরকে ছাড়পত্র ফিরাইয়া দিবার কথা।

কলিকাতা হইতে যে সকল জাহাজ যায়, তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিধান।

৭৬ ধারা। যে জাহাজ দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া কলিকাতা বন্দর হইতে যায়, জাহাজের অধ্যক্ষ সেই জাহাজে দেশান্তরগামীদের প্রথম উঠিবার পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গার্ডেনরিচ অর্থাৎ মুচীখোলা হইতে জাহাজ খুলিয়া যাইবেন।

কলিকাতা হইতে গেলে জাহাজে উঠিবার সময়াবধি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজ খুলিবার কথা।

৭৭ ধারা। কোন পাইলবিশিষ্ট জাহাজ দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া কলিকাতা বন্দর হইতে যাত্রা করিলে, সেই জাহাজ মুচীখোলা হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত এতদর্থে স্থানীয় গবর্নমেণ্টের নিযুক্ত কার্য্যকারক যে জাহাজ উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এরূপ বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

কলিকাতা হইতে গেলে সমুদ্র পর্য্যন্ত জাহাজ টানিয়া লইয়া যাইবার কথা।

৭৮ ধারা। (১) কোন জাহাজ কলিকাতা বন্দর হইতে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া যাত্রা করিলে নদীতে যাইবার সময়ে মুচীখোলা ও কলাগাছি এই উভয়ের মধ্যে যদি জাহাজে হাম, স্কার্লেট ফিবর বা বসন্ত দেখা দেয়, তবে জাহাজের অধ্যক্ষ মজুরদের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের আদেশ পাইলে যে সকল মজুর প্রকৃতপক্ষে ঐ পীড়ায় আক্রান্ত হয়, তাহাদিগকে ও তাহাদের পোষ্য বলিয়া রেজেষ্টরী করা মজুরদিগকে ও তাহাদের পোষ্য না হইলেও যে কেহ তাহাদের পিতা মাতা স্ত্রী স্বামী পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগিনী অভিভাবক বা রক্ষিত হয় ও তাহার সঙ্গে যাইতে চাহে, তাহাদিগকে কলাগাছির হাঁস্পাতালে পাঠাইবেন এবং ঐরূপে যতজন মজুরকে হাঁস্পাতালে পাঠান যায় তাহাদের সংখ্যা ও নাম অবিলম্বে কলিকাতায় দেশান্তরগামী মজুরদের রক্ষককে জানাইবেন।

কলিকাতা হইতে যে জাহাজ ছাড়িয়া যায় সেই জাহাজে রোগে আক্রান্ত দেশান্তরগামী ব্যক্তিদিগকে চিকিৎসকের হাঁস্পাতালে পাঠাইতে পারিবার কথা।

(২) এই ধারাতে দেশান্তরগামী যে মজুরদিগকে নামাইয়া দেওয়া যায় তাহাদের প্রতি এবং তাহাদের সম্বন্ধে যে খরচ করা যায় সেই খরচ আদায় করণের প্রতি ৫০, ৫১, ও ৫৩ ধারার বিধান যতদূর বর্ত্তিতে পারে বর্ত্তিবে।

৭৯ ধারা। (১) যে কোন জাহাজ কলিকাতা বন্দর হইতে দেশান্তরগামী মজুর দিগকে লইয়া যায়, যদি সেই জাহাজের মজুরদের মধ্যে ব্যাপক আকারে ওলাউঠা দেখা দেয়, তবে মজুরদের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক উক্তরূপ সমুদয় মজুরদিগকে কলাগাছীতে নামাইবার নিমিত্ত জাহাজের অধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

ওলাউঠা দেখা দিলে মজুরদের জাহাজের চিকিৎসকের সমুদয় মজুরদিগকে নামাইয়া দিতে পারিবার কথা।

(২) ঐ অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের সেই আদেশ পালন করিবেন এবং তিনি যে তাহা করিয়াছেন ইহার সংবাদ অবিলম্বে কলিকাতায় মজুরদের রক্ষকের নিকট পাঠাইবেন; তাহা হইলে উক্ত রক্ষক মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব এই আইনমতে সময়ে২ যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধির নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন।

---

১১ অধ্যায়।

বিধি।

৮০ ধারা। (১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়ে২ এই আইনের সমস্ত পশ্চাল্লিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।—

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) এই আইনমতে যে থাকিবার স্থানের বিধান করা যায়, তাহার তত্ত্বাবধান ও সুব্যবস্থা করিবার বিধি, এবং যে শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা ও পোলীসের কর্ম্মচারীরা ঐ সকল স্থানে যাইয়া পরিদর্শন করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন, তাহা নির্দ্দেশ করিবার বিধি;

(খ) এই আইনমতে যে রেজিষ্টর রাখিতে হইবে, ও তাহাতে যে২ কথা লিখিতে হইবে, তাহার পাঠ নির্দ্দেশ করিবার এবং জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা এতদর্থে এই আইনমতে অন্য কোন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলে, তিনি রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষের উপর যেরূপ কর্তৃত্ব করিবেন, তাহার বিধান করিবার বিধি;

(গ) এই আইনমতে যেরূপ করারপত্র করিতে হইবে ও তাহাতে যে২ কথা থাকিবে, ও যে বা যে২ ভাষায় করারপত্র লিখিতে হইবে, তাহার পাঠ নির্দ্দেশ করিবার বিধি;

(ঘ) যে২ নিয়মে এই আইনমতে আড্ডাস্থাপনের অনুমতিপত্র দেওয়া যাইতে পারিবে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার বিধি, এবং আড্ডার তত্ত্বাবধান ও সুব্যবস্থার বিধান করিবার ও দেশান্তরগামী মজুরেরা যখন তথায় থাকে, তাহাদের চিকিৎসার ও তথায় কোন ব্যাপক বা সংক্রামক রোগ হইলে, যে২ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধান করিবার বিধি;

(ঙ) এই আইনের কার্য্যপক্ষে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেণ্টেরা ও মজুরসংগ্রাহকেরা যে২ পাঠ যোগাইয়া দিবেন, তাহা নির্দ্দেশ করিবার বিধি;

(চ) কোন জাহাজের স্বামী বা কাপ্তান আপন জাহাজে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া যাইবার অনুমতিপত্র পাইবার প্রার্থনা করিলে, তাঁহার যে২ কথা লিখিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার বিধি;

(ছ) দেশান্তরগামী পুরুষদের সংখ্যানুসারে যত জন স্ত্রীলোক দেশান্তরগামী মজুরদের সঙ্গে সাধারণতঃ লইয়া যাইতে হইবে, এবং দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজে অন্য যে মজুরেরা থাকে, তাহাদের হইতে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগকে ও শিশুদিগকে পৃথক্ করিয়া রাখিবার যে বন্দোবস্ত করিতে হইবে, তাহার বিধি;

(জ) দেশান্তরগামীদিগকে যে জাহাজে লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতে যে প্রকারের ও যত ও যে গুণের আহারীয় দ্রব্য, জ্বালানী কাষ্ঠাদি ও জল লইতে হইবে, ও পথিমধ্যে প্রত্যেক জন দেশান্তরগামীকে প্রতিদিন যত আহারীয় দ্রব্য ও যত জল ও যে প্রকারের যত বস্ত্র দিতে হইবে, তাহার বিধি;

(ঝ) দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যাইবার জাহাজে যে পীড়িত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিরা থাকে, তাহাদের শুশ্রূষার নিমিত্ত চিকিৎসকের অধীনে যতজন কম্পৌণ্ডর, দোভাষী ও চাকর লইয়া যাইতে হইবে, ইহা নিরূপণ করিবার বিধি;

(ঞ) দেশান্তরগামী মজুরদিগকে যে জাহাজে লইয়া যাওয়া হয়, সেই জাহাজে যে প্রকারের যত ও যে গুণের ঔষধাদি দ্রব্য লইতে হইবে, তাহার বিধি;

(ট) জাহাজে মজুরদের গমনকালে সেই জাহাজে বায়ুসঞ্চালনের ও পরিচ্ছন্নতার বিধি ও জাহাজ ভগ্ন হইলে, বা তাহাতে অগ্নি লাগিলে, যত জীবন রক্ষার্থ বয়া, নৌকা, বাল্তী ও অন্যান্য যে সরঞ্জাম ব্যবহারার্থ রাখিতে হইবে, তাহার বিধি;

(ঠ) উত্তমাশা অন্তরীপের পশ্চিম দিকস্থ যে কোন দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ হয়, ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন বন্দর হইতে যে কালমধ্যে তথায় দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজ বা বিশেষ শ্রেণীর ঐরূপ জাহাজ যাইতে পারিবে, তাহা নিরূপণ করিবার বিধি;

(ড) ৭৯ ধারামতে যে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে নামাইয়া দেওয়া যায়, তাহাদিগকে লইয়া কি করিতে হইবে, ইহার বিধি;

(ঢ) জাহাজে যাইতে২ দেশান্তরগামী মজুরদের চিকিৎসার যেরূপ বিধান করিতে হইবে, ও পথিমধ্যে কোন ব্যাপক বা সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইলে, যে২ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধি;

(ণ) দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজে দেশান্তরগামীদের স্বাস্থ্যের বিবরণঘটিত ও চিকিৎসক পীড়িত ব্যক্তিদের যেরূপ চিকিৎসা করেন তাহার ও যাহারা মরে তাহাদের প্রত্যেকের মৃত্যুর কারণের সম্পূর্ণ বিবরণঘটিত যে রোজনামা চিকিৎসকের লিখিয়া রাখিতে হইবে, তাহার বিধি; এবং যে মজুরদিগকে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখা যায়, তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা নির্দ্ধারণ করিবার বিধি;

(ত) এই আইনমতে গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন২ যে কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করেন, তাহাদের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ও নিয়মন করিবার বিধি; এবং

(থ) সাধারণতঃ দেশান্তরগামীদের নির্ব্বিঘ্নতা, মঙ্গল ও রক্ষার জন্য যাহা কর্ত্তব্য, তাহার বিধান করিবার বিধি। *

কিন্তু এই ধারার (ছ) প্রকরণমতে প্রণীত বিধিতে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ স্থলে মজুরদিগকে লইয়া যাইবার জাহাজে সাধারণতঃ যে পরিমাণ স্ত্রীলোক লইয়া যাইতে হয়, তাহা লইয়া না গেলেও ঐ জাহাজ ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল, এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর যে কোন সময় সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করা যাইতে পারিবে; কিন্তু এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করা যায়, তাহা এই আইন প্রচলিত না হইলে, ফলবৎ হইবে না।

পাণ্ডুলেখ্য ও বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

৮১ ধারা। (১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব পূর্ব্ব ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার পূর্ব্বে প্রস্তাবিত বিধিদ্বারা যে ব্যক্তিদের স্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহাদের অবগতি নিমিত্ত তাঁহার বিবেচনায় যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, সেই প্রকারে উক্ত বিধির পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ করিবেন।

(২) ঐ পাণ্ডুলেখ্যের সহিত এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যাইবে। যে তারিখে বা যে তারিখের পর পাণ্ডুলেখ্য বিবেচনা করা যাইবে, ঐ বিজ্ঞাপনে তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে পাণ্ডুলেখ্যসম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৪) পূর্ব্ব ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করা যায়, তাহা ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে; এবং উক্ত ধারামতে প্রণীত বলিয়া কোন বিধি ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, তাহাই ঐ বিধি নিয়মিতরূপে প্রণীত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

---

১২ অধ্যায়।

অপরাধ বিষয়ক বিধি।

বে-আইনী মজুর সংগ্রহ করিবার কথা।

৮২ ধারা। (১) কেহ এই আইনের কিম্বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির বিধানসম্মত প্রণালী অবলম্বন না করিয়া

(ক) যদি ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগমনার্থ আবদ্ধ করিবার কোন করারপত্র করে বা করিবার উদ্যোগ করে; কিম্বা

(খ) বেতন বা পুরস্কারের আশায় দেশান্তরগমনার্থ উক্তরূপ কোন ব্যক্তিকে কোন স্থানত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি দেয় বা প্রবৃত্তি দিবার উদ্যোগ করে বা প্রকারান্তরে দেশান্তরগামী মজুরদের সংগ্রাহকস্বরূপ কার্য্য করে বা নিযুক্ত থাকে; কিম্বা

(গ) বেতন বা পুরস্কারের আশায় কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগামী মজুরস্বরূপ রেজিষ্টরী করাইবার নিমিত্ত কিম্বা মজুরস্বরূপ তাহাকে রেজিষ্টরী করা গেলে পর এবং জাহাজে উঠিবার বন্দরস্থ আড্ডায় তাহার যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তাহাকে কোন স্থানে কিম্বা, মজুরসংগ্রাহক হইয়া, এই আইন অনুসারে বা এই আইনমতে প্রণীত বিধি অনুসারে যে থাকিবার স্থানের বন্দোবস্ত করা গিয়াছে সেই স্থান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে যদি গ্রহণ করে বা আটক করিয়া রাখে,

তবে তাহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

(২) এই আইনমতে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত মজুরসংগ্রাহক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি এই ধারামত কোন অপরাধ করিলে, পোলীসের কোন কর্ম্মচারী ওয়ারেন্ট বিনা তাহাকে ধরিতে পারিবেন।

যে মজুরদিগকে রেজিষ্টরী করা হয় নাই মজুরসংগ্রাহক তাহাদিগকে আড্ডায় লইয়া গেলে তাহার কথা।

৮৩ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমতে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত মজুরসংগ্রাহক হইয়া,

(ক) দেশান্তর গমনেচ্ছু কোন মজুর দেশান্তরগামী বলিয়া রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বে যদি তাহাকে কোন আড্ডায় লইয়া যায় বা লইয়া যাইবার উদ্যোগ করে, কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট ঐ মজুর সংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ক্রোড়স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহার এলাকা ছাড়িয়া যাইতে তাহাকে প্রবৃত্তি দেয় বা দিবার উদ্যোগ করে বা ঐরূপ এলাকা ছাড়িয়া যাইতে বা কোন আড্ডায় যাইতে তাহাকে সাহায্য করে বা করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) যে কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরে যাইতে আহ্বান করে, তাহাকে যদি ২৬ ধারামতে যে বর্ণনাপত্র পাইয়াছে তাহার যথার্থ প্রতিলিপি না দেয়, কিম্বা

(গ) যে কোন মজুরকে সে করারবদ্ধ করিয়াছে এবং যাহাকে জাহাজে চাড়বার বন্দরের বাহিরে রেজিষ্টরী করা হইয়াছে যদি আড্ডায় লইয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে তাহাকে উপযুক্ত থাকিবার স্থান বা আহারীয় দ্রব্য না দেয় বা প্রকারান্তরে তাহার প্রতি কুব্যবহার করে, তবে তাহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

প্রতারণাপূর্ব্বক এদেশীয় কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগমনের প্রবৃত্তি দিলে তাহার কথা।

৮৪ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি মাদক দ্রব্য দ্বারা কিম্বা বলপ্রয়োগ বা প্রতারণা দ্বারা ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তিকে দেশান্তর গমন করিতে বা দেশান্তরগমনের চুক্তিপত্র করিতে বা দেশান্তর গমনার্থ কোন স্থান ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিলে বা প্রবৃত্তি দিলে বা বাধ্য করিবার বা প্রবৃত্তি দিবার উদ্যোগ করিলে, তাহার এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হইবে।

গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া মিথ্যা বর্ণনা করিলে তাহার কথা।

৮৫ ধারা। কোন ব্যক্তি আইনমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া মজুর জুটাইবার কার্য্যে আপনার বা অন্য কোন ব্যক্তির সাহায্য করিবার নিমিত্ত পোলীসকে কোন লিখিত আজ্ঞা দিলে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের জন্য সেই মজুরদের প্রয়োজন কিম্বা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সেই মজুরদের সহিত করারপত্র হইবে এরূপ মিথ্যা উক্তি করিলে, তাহার ছয়মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড বা পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হইবে।

এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া জাহাজে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইলে তাহার কথা।

৮৬ ধারা। (ক) দেশান্তরগামী কোন মজুর সম্বন্ধে এই আইনের কিম্বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির যে২ বিধান খাটে সে তাহা পালন না করিলে কোন জাহাজের অধ্যক্ষ জানিয়া শুনিয়া যদি তাহাকে আপন জাহাজে লয়,

(খ) এই আইনমতে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত না হইয়া জানিয়া শুনিয়া যদি আপন জাহাজে কোন দেশান্তরগামী মজুরকে লয়, কিম্বা

(গ) এই আইনমতে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়া আপনার অনুমতিপত্রে যতজন লেখা থাকে যদি তত জনের অতিরিক্ত কোন মজুরকে জানিয়া শুনিয়া আপনার জাহাজে লয়,

তবে তাহার এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা ঐরূপ প্রত্যেক মজুরের নিমিত্ত এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে; এবং ঐ জাহাজ, উহার রসারসী, সজ্জা ও সরঞ্জাম শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল, যে আদালতে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষের বিচার হয় সেই আদালত এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন।

অধ্যক্ষ প্রতারণাঘটিত কোন কার্য্য করিলে তাহার কথা।

৮৭ ধারা। এই আইনমতে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত কোন জাহাজের অধ্যক্ষ যদি প্রতারণাপূর্ব্বক এরূপ কোন কার্য্য বা বিষয় করেন বা করিতে দেন যাহাতে ঐ অনুমতিপত্র যে জাহাজাদি সংক্রান্ত হয় সেই জাহাজাদির পরিবর্ত্তিত অবস্থায় অনুপযোগী হইয়া পড়ে, তবে তাঁহার পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে;

এবং তিনি ৬৩ ধারামতে যে কোন নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া থাকেন, সেই পত্রের মূলে তাঁহার নামে মোকদ্দমাও উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

আইনের আদেশ পালন না করিয়া জাহাজ খুলিয়া যাইবার কথা।

৮৮ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরদিগকে যে জাহাজে লইয়া যাওয়া হয়, সেই জাহাজ সম্বন্ধে ৫৭, ৫৯, বা ৬০ ধারার কোন বিধান পালিত হইয়া না থাকিলে যদি ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ উক্ত জাহাজ বাহিরে খুলিয়া লইয়া যান বা যাইবার উদ্যোগ করেন, তবে তাঁহার চারি হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

জাহাজের অধ্যক্ষ নির্ঘণ্ট ও ছাড়পত্র সম্বন্ধীয় বিধানমতে কার্য্য না করিলে তাহার কথা।

৮৯ ধারা। কোন জাহাজের অধ্যক্ষ আপনার জাহাজে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া তাহাদের সম্বন্ধে ৬৬, ৬৭ ও ৬৮ ধারার আদেশমতে কার্য্য না করিলে, ঐরূপে যে প্রত্যেক দেশান্তরগামী মজুরকে জাহাজে লওয়া হয়, তাহাদের প্রত্যেকের নিমিত্ত ঐ অধ্যক্ষের দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

নির্ঘণ্টে দেশান্তরগামী যে ব্যক্তিদের নাম লেখা না থাকে জাহাজ খুলিয়া যাইবার পর অধ্যক্ষ তাহাদিগকে জাহাজে লইলে তাহার কথা।

৯০ ধারা। কোন জাহাজের অধ্যক্ষ আপনার জাহাজ খুলিয়া ৬৬ ধারার লিখিত নির্ঘণ্টে যাহার নাম লেখা নাই বা ঐ ধারার আদেশমত ছাড়পত্র যে পায় নাই এরূপ কোন দেশান্তরগামী মজুরকে জাহাজে লইলে, ঐরূপে গৃহীত প্রত্যেক জন মজুরের নিমিত্ত তাঁহার দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

৯১ ধারা। দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্ট যে দেশের নিমিত্ত কোন দেশান্তরগামী মজুরকে জাহাজে উঠাইয়া দিয়াছেন, জাহাজের অধ্যক্ষ সেই দেশ ভিন্ন অন্য দেশে ঐ মজুরকে নামাইয়া দিলে, যদি বায়ুর প্রবলতা বা অনিবার্য্য দুর্ঘটনা বশতঃ ঐরূপ নামান না হইয়া থাকে কিম্বা ৭৮ বা ৭৯ ধারার বিধানমতে ঐ নামান না ঘটিয়া থাকে, তবে তদ্রূপ প্রত্যেক মজুরের নিমিত্ত জাহাজের অধ্যক্ষের দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড বা এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

অধ্যক্ষ নির্দিষ্ট দেশ ছাড়া অন্যত্র মজুরকে নামাইয়া দিলে তাহার কথা।

৯২ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া পাইলবিশিষ্ট কোন জাহাজ কলিকাতা বন্দর হইতে যাত্রা করিলে, যদি ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ

কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার বিধান না মানিলে তাহার কথা।

(ক) ৭৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপন জাহাজ লইয়া মুচীখোলা হইতে চলিয়া না যান, কিম্বা

(খ) যুক্তিমত হেতু না থাকিলেও ৭৭ ধারার উল্লিখিত বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানাইয়া না লইয়া মুচীখোলা হইতে সমুদ্রের দিকে আপন জাহাজ চালান বা যাইতে দেন,

তবে তাঁহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

৯৩ ধারা। (১) কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি যদি আড্ডায় পঁহুছিবার পূর্ব্বে পলায়ন করে কিম্বা যুক্তিমত কারণ বিনা আড্ডায় যাইতে অস্বীকার করে, তবে তাহার বিশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা তাহার সহিত করারপত্র করিয়া তাহাকে রেজিস্টরী করিতে ও আড্ডায় লইয়া যাইতে যে খরচ পড়ে সেই পরিমাণ অর্থদণ্ড, এই দুই দণ্ডের যেটি গুরুতর হয় সেই দণ্ড হইবে এবং ঐ অর্থদণ্ডের টাকা দেওয়া না গেলে এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইবে।

দেশান্তরগামী মজুর পলাইলে বা আড্ডায় যাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা।

(২) যে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট বা মজুরসংগ্রাহক ঐ খরচ করেন, এই ধারার বিধানমতে যে অর্থদণ্ড আদায় হয় তাহা অপরাধ নির্ণয়কারী মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনামতে সেই দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টকে বা মজুরসংগ্রাহককে দেওয়া যাইতে পারিবে।

৯৪ ধারা। কোন দেশান্তরগামী মজুর যদি

দেশান্তরগামী মজুর আড্ডা হইতে পলাইলে বা জাহাজে না উঠিলে তাহার কথা।

(ক) আড্ডা হইতে পলায়, কিম্বা

(খ) দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের আদেশ পাইলে যুক্তিমত কারণ বিনা জাহাজে উঠিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে,

তবে তাহার এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা তাহার সহিত করারপত্র করিয়া তাহাকে রেজিস্টরী করিতে ও আড্ডায় লইয়া যাইতে ও সেখানে তাহার ভরণপোষণ করিতে যত টাকা খরচ হয় সেই টাকার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

(২) যে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট বা মজুরসংগ্রাহক ঐ খরচ করেন, এই ধারার বিধানমতে যে অর্থদণ্ড আদায় হয় তাহা অপরাধ নির্ণয়কারী মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনামতে সেই দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টকে বা মজুরসংগ্রাহককে দেওয়া যাইতে পারিবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

৯৫ ধারা। ৬৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন ব্যক্তি কোন দেশান্তরগামী মজুরকে জাহাজে উঠাইয়া দিলে কিম্বা কোন জাহাজের অধ্যক্ষ জানিয়া শুনিয়া উঠিতে দিলে, তদ্রূপ যতজন মজুর জাহাজে উঠে তাহাদের প্রত্যেক জনের নিমিত্ত ঐ ব্যক্তির বা অধ্যক্ষের দুইশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

৬৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া মজুরকে জাহাজে উঠাইলে বা উঠিতে দিলে তাহার কথা।

৯৬ ধারা। (১) ৮৬ অবধি ৯৫ ধারা পর্য্যন্ত ধারামত অভিযোগ নিম্নলিখিত প্রকারে উপস্থিত করা না গেলে করা যাইবে না, অর্থাৎ,

অভিযোগ উপস্থিত করিবার কথা।

(ক) ৮৬ অবধি ৯২ পর্য্যন্ত ধারামত অভিযোগ দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট বা দেশান্তরগামিদের রক্ষক বা তদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারীদ্বারা উপস্থিত করা যাইবে।

(খ) ৯৩ ধারামত অভিযোগ কোন মাজিষ্ট্রেট বা রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষদ্বারা কিম্বা জাহাজে চড়িবার বন্দরস্থ দেশান্তরগামিদের রক্ষকদ্বারা কিম্বা তাঁহাদের কাহার অনুমতিক্রমে উপস্থিত করা যাইবে।

(গ) ৯৪ ধারামত অভিযোগ রক্ষকের অনুমতিক্রমে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট দ্বারা উপস্থিত করা যাইবে।

(ঘ) ৯৫ ধারামত অভিযোগ দেশান্তরগামীদের রক্ষক দ্বারা কিম্বা তদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা উপস্থিত করা যাইবে।

৯৭ ধারা। ৯৩ ও ৯৪ ধারামতে অভিযোগ হইলে, নিম্নলিখিত কথা যথাক্রমে উৎকৃষ্ট উত্তর হইবে, যথা,

পলায়নের অভিযোগ হইলে, প্রতিবাদের কথা।

(ক) ৯৩ ধারামত অভিযোগ সম্বন্ধে এই কথা, অর্থাৎ, মজুর সংগ্রাহক বা তৎকর্ত্তৃত্বাধীন কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কিম্বা তৎসঙ্গী অন্য দেশান্তরগামীদের প্রতি কুব্যবহার, প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা করিয়াছে;

(খ) ৯৪ ধারামত অভিযোগ সম্বন্ধে এই কথা, অর্থাৎ, আড্ডায় থাকিবার বা তথায় যাইবার সময়ে পথিমধ্যে দেশান্তরগামী মজুরের প্রতি কুব্যবহার বা তাচ্ছিল্য করা হইয়াছে।

৯৮ ধারা। জাহাজে মাসুলচুরি নিবারণার্থ সামুদ্রিক কষ্টমের কার্য্যকারকদের প্রতি আইনক্রমে জাহাজাদি তলাশ করিবার বা আটক করিয়া রাখিবার কিম্বা অন্য প্রকারে কার্য্য করিবার যে সকল ক্ষমতা অর্পিত থাকে, এই আইনবিরুদ্ধ অপরাধ নিবারণার্থ ঐ কার্য্যকারকেরা সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

এই আইনের কার্য্যপক্ষে কষ্টমের কার্য্যকারকদের জাহাজাদি তলাশ করিতে ও আটক করিয়া রাখিতে পারিবার কথা।

---

১৩ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

৯৯ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ নামোল্লেখে বা পদোপলক্ষে যে কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট স্থানসীমার মধ্যে এই আইনমতে মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

এই আইনের কার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

১০০ ধারা। (১) কোন মজুরের সহিত যে করারপত্র করা যায় তদুৎপন্ন কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিম্বা এই আইনের বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির নির্দ্দিষ্ট কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন নাই বলিয়া দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় কোন এজেন্টের নামে অভিযোগ হইতে পারিলে, দেশান্তরগামীদের রক্ষক উচিত বোধ করিলে ঐ কর্ম্ম না করাতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার নিমিত্ত ঐ মজুরের পক্ষে উক্ত দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কর্ত্তব্য কর্ম না করায় দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের নামে মোকদ্দমা করিবার কথা।

(২) এইধারামত ক্ষতিপূরণ দিবার সময়, ৫০ ও ৫২ ধারামতে যে সকল টাকা দিবার আজ্ঞা হইয়া থাকে তৎসমুদয় বিবেচনাধীনে লইতে হইবে।

১০১ ধারা। (১) যে কোন বন্দর হইতে যে কোন দেশে গমন যৎকালে আইনসিদ্ধ হয় সেই বন্দর হইতে সেই দেশে যাইতে পাইলবিশিষ্ট জাহাজের ও বাষ্পীয় জাহাজের সম্ভাবিত যতকাল এই আইনের কার্য্যপক্ষে লাগিবে বলিয়া ধরা যাইবে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া তাহা নিরূপণ করিতে পারিবেন।

এই আইনের কার্য্যপক্ষে যে যাত্রায় সম্ভবতঃ যতকাল লাগিবে তাহা নিরূপণ করিতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের ক্ষমতার কথা।

(২) এই ধারামতে প্রকারান্তরে নিরূপিত না হইলে, এই আইনের তৃতীয় তফসীলের লিখিত বন্দর সকল হইতে ঐ তফসীলের লিখিত দেশে যাইতে পাইলবিশিষ্ট জাহাজের সম্ভাবিত যত কাল লাগিবে, ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট কালকেই সেই কাল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

১০২ ধারা। (১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া ষ্ট্রেট সেটলমেণ্টে গমন বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সমস্ত বা কোন স্থানে বর্ত্তাইতে পারিবেন।

ষ্ট্রেট সেটলমেণ্টে ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশীয় রাজ্যে মজুরদের যাইবার কথা।

(২) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েং ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া ইহাও প্রকাশ করিতে পারিবেন যে, ষ্ট্রেট সেটলমেণ্টের সন্নিহিত থাকিত দেশীয় সমস্ত বা কোন রাজ্য উক্ত সেটলমেণ্টে মজুরদের গমনসম্পর্কীয় কোন আইনের কার্য্য পক্ষে উক্ত সেটলমেণ্টের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপনের তারিখ অবধি উক্ত বিজ্ঞাপনে যে বা যে২ দেশীয় রাজ্যের উল্লেখ থাকে, তথায় মজুরী লইয়া কর্ম্ম করিবার করারপত্রক্রমে ব্রিটিষ ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষীয় যে কোন ব্যক্তি যায় সে এই আইনের মর্ম্মানুসারে দেশান্তর গমন করে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

১০৩ ধারা। (ক) গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ড সম্বলিত সংযুক্ত রাজ্যের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত ফরাশীদের সম্রাটের যে সন্ধিপত্র ১৮৬১ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখে পারিস নগরে স্বাক্ষরিত হইয়া ১৮৬১ সালের জুলাই মাসের ৩০ তারিখে সেই স্থানে দৃঢ় করা যায়, সেই সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে ফরাশী উপনিবেশে; এবং

ব্রিটিষ বন্দর হইতে ফরাশী ও ওলন্দাজ উপনিবেশে গমনের প্রতি এই আইন বর্ত্তিবার কথা।

(খ) গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ড সম্বলিত সংযুক্ত রাজ্যের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত নেদরলণ্ডের রাজার যে সন্ধিপত্র ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৮ তারিখে হেগ নগরে স্বাক্ষরিত হইয়া ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৭ তারিখে সেই স্থানে দৃঢ় করা যায়, সেই সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে ওলন্দাজ গায়েনা নামক নেদরলণ্ডের উপনিবেশে,

ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বন্দর হইতে মজুরদের গমনের প্রতি এই আইনের বিধান বর্ত্তিবে।

কিন্তু কোন স্থলে এই আইনের বিধানের সহিত উক্ত কোন সন্ধিপত্রের কোন বিধানের অনৈক্য হইলে, সন্ধিপত্রের বিধান প্রবল হইবে।

১০৪ ধারা। ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহার সহিত যতদূর সম্পর্ক থাকে, ততদূর ভারতবর্ষীয় যে ব্যক্তিরা পূর্ব্ব ধারায় উল্লিখিত যে সন্ধিপত্র গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ড সম্বলিত সংযুক্ত রাজ্যের শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ও ফরাশীদের সম্রাট এই উভয়ের মধ্যে হয়, সেই সন্ধিপত্রক্রমে মজুরী লইয়া কর্ম্ম করিবার করারপত্র অনুসারে ফরাশী বন্দর হইতে সমুদ্রপথে ফরাশী উপনিবেশে যায়, তাহারা এই আইনের মর্ম্মানুযায়ী দেশান্তরগামী হইলে, তাহাদের প্রতি এই আইনের বিধান যেরূপে বর্ত্তিত, তাহাদের সম্বন্ধে সেইরূপে বর্ত্তিবে।

ভারতবর্ষীয় ফরাশী বন্দর হইতে ফরাশী উপনিবেশে গমন সম্বন্ধে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয়, তৎপ্রতি এই আইন বর্ত্তিবার কথা।

কিন্তু কোন স্থলে এই আইনের বিধানের সহিত উক্ত সন্ধিপত্রের বিধানের অনৈক্য হইলে, সন্ধিপত্রের বিধান প্রবল হইবে।

১০৫ ধারা। (১) সিংহল দ্বীপ বা ষ্ট্রেট সেটলমেণ্ট ছাড়া সমুদ্রপারবর্ত্তী কোন দেশে মজুরী লইয়া কর্ম্ম করিবার চুক্তিক্রমে ব্রিটিষ ভারতবর্ষ হইতে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির স্থলপথে যাওয়া নিষেধ করা গেল।

সমুদ্রপারবর্ত্তী কোন দেশে মজুরী লইয়া কর্ম্ম করিবার করারপত্রক্রমে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির স্থলপথে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কথা।

কিন্তু (ক) কোন ঘরের চাকর আপন কর্ত্তার সঙ্গেং গেলে,

(খ) ১০২ ধারার উল্লিখিত সন্ধিপত্রানুসারে ফরাশী উপনিবেশে মজুরী লইয়া কর্ম্ম করিবার করারপত্রক্রমে ভারতবর্ষের কোন ফরাশীবন্দর হইতে সমুদ্র পথে যাত্রা করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তি গেলে,

স্থলপথে তাহার যাওয়ার প্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না।

(২) কোন ব্যক্তি এই ধারা লঙ্ঘন করিয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষ হইতে স্থলপথে যাইতে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তিকে প্রবৃত্তি দিলে বা দিবার উদ্যোগ করিলে, সেই ব্যক্তি ৮২ ধারামত অপরাধ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

১ তফসীল ।

(৮ ধারা দেখ ।)

যেং দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ তাহার নাম ।

১। মরীচদ্বীপ, জামেকা, ব্রিটিষ গায়েনা, ত্রিনিদাদ, সেণ্ট লুশিয়া, গ্রেনাডা, সেণ্ট বিনসেণ্ট, নেটাল, সেণ্ট কিটস্, নেবিস্, ও ফিজির ব্রিটিষ উপনিবেশ ।

২। মার্টিনিক্, গাডেলুপ ও তদধীন স্থানের এবং গায়েনার ফরাশী উপনিবেশ ।

৩। ওলান্দাজদের গায়েনার উপনিবেশ ।

৪। দিনেমারদের সেণ্টক্রোয়ার উপনিবেশ ।

---

২ তফসীল ।

(২১ ধারা দেখ ।)

মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রের পাঠ ।

অমুক বন্দরের দেশান্তরগামীদের রক্ষকের আফিস ।

এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রে বর্ণিত শ্রী কে অমুক স্থানের নিমিত্ত (যে দেশের নিমিত্ত মজুরসংগ্রাহক মজুর সংগ্রহ করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, এই স্থলে সেই দেশের উল্লেখ কর) অমুক এলাকারমধ্যে (যে স্থানের মধ্যে মজুরসংগ্রাহক মজুর সংগ্রহ করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, এই স্থলে সেই স্থানের উল্লেখ কর) মজুরসংগ্রাহক হইবার অনুমতিপত্র দেশান্তর গমনবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৩ সালের আইনমতে দেওয়া গেল।

পূর্ব্বে রহিত না হইলে এই অনুমতিপত্র অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্য্যন্ত প্রবল থাকিবে ।

সাং তাং

(স্বাক্ষর) শ্রী

দেশান্তরগামীদের রক্ষক ।

বর্ণনাপত্র ।

নাম	পিতার নাম	বয়স: বৎসর	[illegible]	[illegible]	[illegible]	উচ্চতা: [illegible]	[illegible]	[illegible]	সে যে জেলার যে স্থানীয় বিভাগের (অর্থাৎ যে তহসীল বা তালুক প্রভৃতির) যে গ্রামে থাকে তাহার নাম ।

---

৩ তফসীল ।

(১০১ ধারা দেখ) ।

এই আইনমত যাত্রায় সম্ভাবিত যত কাল লাগিবে ।

কলিকাতা হইতে—

মরীচে ... ... আপ্রিল মাসের আরম্ভাবধি অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত সময়ে দশ সপ্তাহ এবং নবেম্বর মাসের আরম্ভাবধি মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত সময়ে আট সপ্তাহ ।

জামেকা, ব্রিটিষ গায়েনা ও ত্রিনিদাদ ও সেণ্ট লুশিয়া ও গ্রেনাডা ও সেণ্টবিনসেণ্ট ও সেণ্টকিটস ও নেবিস ও সেণ্টক্রোয়া ও ফরাশী গায়েনা ও মার্টিনিক ও গাডেলুপ ও তদধীনস্থান ও ওলন্দাজ গায়েনায় ... ২০ সপ্তাহ

নেটালে ... ... ১২ সপ্তাহ

ফিজিদ্বীপে ... ১৮ সপ্তাহ

মান্দ্রাজ হইতে—

মরীচে ... ... আপ্রিল মাসের আরম্ভাবধি অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত সময়ে সাত সপ্তাহ এবং নবেম্বর মাসের আরম্ভাবধি মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত সময়ে ছয় সপ্তাহ ।

জামেকা, ব্রিটিষ গায়েনা ও ত্রিনিদাদ ও সেণ্টলুশিয়া ও গ্রেনাডা ও সেণ্টবিনসেণ্ট ও সেণ্টকিটস ও নেবিস ও সেণ্টক্রোয়া ও ফরাশী গায়েনা ও মার্টিনিক ও গাডেলুপ ও তদধীনস্থান ও ওলন্দাজ গায়েনায় ... ১৯ সপ্তাহ

নেটালে ... ... ১০ সপ্তাহ

ফিজিদ্বীপে ... ... ১৭ সপ্তাহ

বোম্বাই হইতে—

মরীচে ... ... আপ্রিল মাসের আরম্ভাবধি সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত সময়ে পাঁচ সপ্তাহ এবং অক্টোবর মাসের আরম্ভাবধি মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত সময়ে ছয় সপ্তাহ।

জামেকা, ব্রিটিষ গায়েনা ও ত্রিনিদাদ ও সেণ্টলুশিয়া ও গ্রেনাডা ও সেণ্টবিনসেণ্ট ও সেণ্ট কিটস ও নেবিস ও সেণ্টক্রোয়া ও ফরাশী গায়েনা ও মার্টিনিক ও গাডেলুপ ও তদধীনস্থান ও ওলন্দাজ গায়েনায় । ... ১৯ সপ্তাহ

নেটালে ... ... ১০ সপ্তাহ

ফিজিদ্বীপে ... ... ১৭ সপ্তাহ

ডি, ফিট্জপাট্রিক,

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী ।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,

Bengali Translator.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৮ আপ্রিল ।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ৮ আপ্রিল।

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ্চ তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভায় পঠিত হইয়া বিবেচনা ও রিপোর্ট নিমিত্ত সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়।—

কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটীর মধ্যে পরিষ্কৃত জল যোগাইবার বিধান করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটীর মধ্যে পরিষ্কৃত জল যোগাইবার বিধান করা বাঞ্ছনীয়। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

উপক্রমিকা।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন "১৮৮৪ সালের কলিকাতার শাখানগরের জল যোগাইবার আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

আইনের আরম্ভ।

আর এই আইন শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সহিত যে তারিখে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয় সেই তারিখের পর মাসের অনধিক কালের মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে তারিখ নির্দ্দেশ করেন, সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে।

যে আইন রহিত হইল তাহার কথা।

২ ধারা। এই আইনের তফসীলে যে আইনের উল্লেখ আছে, তাহা তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর নির্দ্দিষ্ট হইল, তত দূর এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

অর্থকরণের কথা।

৩ ধারা। বিষয় বিবেচনায় কিম্বা পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা বিপরীত অর্থবোধ না হইলে, এই আইনে,

"কমিশ্যনরগণ।"

(১) ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের কিম্বা বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটীর বিধান করণার্থ অন্য যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে সেই আইনের বিধানমতে যৎকালে যাঁহারা কলিকাতার শাখানগরের মুনিসিপল কমিশ্যনর নিযুক্ত বা মনোনীত হইয়া থাকেন, "কমিশ্যনরগণ" বলিতে তাঁহাদিগকে বুঝাইবে।

"মুনিসিপালিটী।"

(২) "মুনিসিপালিটী" শব্দে উক্ত কমিশ্যনরগণের বিচারাধিপত্যাধীন স্থান বুঝাইবে।

"ঘর।"

(৩) "ঘর" শব্দে কোন চালাঘর, দোকান, গুদাম কোটাঘর ও চালাও গণ্য।

"ভূমি।"

(৪) "ভূমি" শব্দে (ভূমি ছাড়া) ভূমি হইতে উৎপন্ন লাভ, মৃত্তিকাসংযুক্ত কোন দ্রব্য, কিম্বা মৃত্তিকাসংযুক্ত দ্রব্যের সহিত চিরসংলগ্ন দ্রব্যও বুঝিতে হইবে।

"স্বামী।"

(৫) "স্বামী" শব্দে এই২ ব্যক্তি গণ্য—

(ক) যে ভূমিসম্বন্ধে স্বামী শব্দের প্রয়োগ হয়, প্রজার স্থানে বা প্রকারান্তরে যৎকালে যে প্রত্যেক

A Bill to provide for the supply of filtered water within the Municipality of the Suburbs of Calcutta.

ব্যক্তির সেই ভূমির খাজানা পাইবার অধিকার থাকে তিনি, ও

(খ) ঐরূপ কোন ব্যক্তির পক্ষীয় কার্য্যাধ্যক্ষ, ও

(গ) ঐরূপ কোন ব্যক্তির এজেণ্ট, ও

(ঘ) ঐরূপ কোন ব্যক্তির ট্রষ্টী।

কিন্তু এই আইনে স্বামির প্রতি কোন কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা থাকিলে, কার্য্যাধ্যক্ষ, এজেণ্ট বা ট্রষ্টীস্বরূপ ঐ ব্যক্তির হাতে ঐ কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত খরচ না থাকিলে, তিনি ঐ কর্ম্ম করিতে দায়ী হইবেন না ও উক্ত কর্ম্ম না করা প্রযুক্ত তাঁহার কোন অর্থদণ্ড হইবে না।

"রাস্তা।"

(৬) দুইমুখ খোলা থাকুক বা না থাকুক, যে কোন রাস্তা, পথ, চত্বর, প্রাঙ্গণ, গলি বা বর্ত্ম দিয়া সাধারণের যাইবার স্বত্ব থাকে, "রাস্তা" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

জল যোগাইবার বিধি।

কলিকাতার সমবায়িত সমাজের পরিষ্কৃত জল যোগাইয়া দিবার কথা।

৪ ধারা। কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ ও কমিশ্যনরগণের মধ্যে যেরূপ স্থির হয়, তদ্রূপ পরিমাণে ও তদ্রূপ শর্ত্ত ও নিয়মানুসারে উক্ত সমবায়িত সমাজ মুনিসিপালিটীর জন্য পরিষ্কৃত জল যোগাইয়া দিবার বিধান করিবেন।

কমিশ্যনরগণের জলবিতরণের বিধান করিবার কথা।

৫ ধারা। কমিশ্যনরগণ মুনিসিপালিটীর মধ্যে ঐ জল বিতরণের বিধান করিবেন এবং তদর্থে মুনিসিপালিটীর প্রধান২ সকল রাস্তায় পরিষ্কৃত জল যোগাইবার নিমিত্ত বড় ও ছোট যত নল ও যত পুষ্করিণী ও জলাশয় কিম্বা অন্য যে কার্য্য করা আবশ্যক তাহা প্রস্তুত করাইয়া দিবেন ও যত কল থাকিলে মুনিসিপালিটীর অধিবাসীরা গৃহকার্য্যের নিমিত্তে বিনা মূল্যে সুবিধামতে জল পাইতে পারেন উক্ত রাস্তায়২ তত দাঁড়া কল স্থাপন করিয়া দিবেন।

উক্ত কল এমন স্থানে স্থাপন করা যাইবে যেন কোন বড় রাস্তার কোন স্থান হইতে উক্ত কোন না কোন কল দেড় শত গজের অধিক দূর না হয়।

যাহা গৃহকার্য্যনামে বলা না যায় তাহার কথা।

৬ ধারা। কোন ব্যক্তি ঘোড়া প্রভৃতি কোন জন্তু কি গাড়ী বিক্রয় করিবার কি ভাড়া দিবার জন্যে রাখিলে, সেই জন্তুর নিমিত্ত কি গাড়ী ধুইবার নিমিত্তে যে জলের প্রয়োজন কিম্বা কোন ব্যবসায়ের কি কারখানার কি কলের কিম্বা ঝরণার নিমিত্ত কি বাগানে কি পথে ছিটাইয়া দিবার নিমিত্ত কিম্বা অন্য প্রকারের শোভার কি কলের নিমিত্ত যে জলের প্রয়োজন, তাহা গৃহকার্য্যের জলসম্পোষ্যের মধ্যে ধরা যায় না।

ব্যবসায়ের নিমিত্ত জল যোগাইবার কথা।

৭ ধারা। ঘরের নানা কর্ম্মের নিমিত্ত যত জলের প্রয়োজন, কোন ব্যক্তি তাহা ছাড়া অন্য কার্য্যের নিমিত্ত জল চাহিলে, যে কার্য্যের নিমিত্তে যত জল খরচ হইবার সম্ভাবনা দরখাস্তে লিখিয়া এই কথা কমিশ্যনরগণকে জানাইলে, তাঁহারা জলপরিমাপক যন্ত্রদ্বারা ঐ জল যোগাইয়া দিতে পারিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৬৪। ৮ আপ্রিল।]

তাহা হইলে কমিশ্যনরগণ নিয়মিত সভা ছাড়া কোন সভায় অধিষ্ঠিত হইয়া খরচা ও রেট স্থির করিয়া, যতবড় ও যে প্রকারের নল প্রভৃতি করিতে স্থির করেন, সেই২ প্রকারের ও তত বড় নল বসাইবেন কি বসাইতে দিবেন, ও অন্য২ কার্য্য করিবেন।

গৃহকার্য্যের নিমিত্ত গৃহস্থের কিয়ৎপরিমাণ জল পাইবার অধিকারের কথা।

৮ ধারা। ঘরের প্রজা ঐ ঘরের জন্যে জলের রেট বলিয়া কমিশ্যনরগণকে যত টাকা দিয়া থাকেন, টাকা প্রতি তাঁহার আর খরচ বিনা পরিষ্কৃত জলের ——— গ্যালন পাইবার অধিকার থাকিবে।

কমিশ্যনরগণ যে পরিমাণের নল দ্বারা ঐ জল দিতে স্থির করেন সেই নলদ্বারা গৃহকার্য্যের নিমিত্ত ঐ জল যোগাইয়া দেওয়া যাইবে। পূর্ব্বোক্তমতে গৃহস্থের যত পরিষ্কৃত জল পাইবার অধিকার থাকে তিনি তাহার অধিক খরচ করিয়া থাকেন কমিশ্যনরগণের এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে, তাঁহারা আপনাদের খরচে জলপরিমাপক যন্ত্র যোগাইয়া ঐ ঘরসংযুক্ত জলের নলে তাহা যোজনা করিয়া রাখিতে পারিবেন। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তমতে প্রজার যত জল পাইবার অধিকার থাকে, তাহার অতিরিক্ত যত জল খরচ করেন তাহার ——— গ্যালন প্রতি তাঁহার এক২ টাকার হিসাবে দিতে হইবে।

পরন্তু ইহার পশ্চাৎ ধারামতে কমিশ্যনরগণ যে অপরিষ্কৃত জল যোগাইয়া দেন তাহার জন্যে তাঁহারা খরচ লইবেন না।

যেং ঘরের বৎসর ১২০০ টাকার কম ধরিয়া টাক্স ধার্য্য হয় তাহার প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

পাইখানার জন্যে কমিশ্যনরগণের পরিষ্কৃত কি অপরিষ্কৃত জল দিতে পারিবার কথা।

৯ ধারা। কমিশ্যনরগণ সকল পাইখানায় ও শৌচস্থানে স্বেচ্ছামতে পরিষ্কৃত কি অপরিষ্কৃত জল দিতে পারিবেন।

সকল পাইখানায় জলাধার দিবার কথা।

১০ ধারা। যেসকল পাইখানায় ও শৌচস্থানে এইক্ষণে পরিষ্কৃত কি অপরিষ্কৃত জল দেওয়া গিয়া থাকে কি পশ্চাৎ দেওয়া যাইবে, তথায় জলাধার দিতে হইবে। সেই আধার কত বড় ও কি প্রকারের হইবে, কমিশ্যনরগণ তাহা নির্ণয় করিবেন। যে ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইয়া দেওয়া যায় তাহার স্বামির খরচে ঐ সকল জলাধার দিতে হইবে।

জলের নলাদি যত বড় হইবে তাহার কথা ও গৃহস্থের খরচে তাহা করিতে হইবার কথা।

১১ ধারা। ইহার পূর্ব্বে জলের যে রেটের কথা লেখা গেল, কোন ব্যক্তি সেই রেট দিলে, তাঁহার গৃহকার্য্যের নিমিত্তে সঙ্গতমতে যত জলের প্রয়োজন, কমিশ্যনরগণের জলের নলের সঙ্গে নলযোজনা করাইয়া ঘরে কি জমীতে তাঁহার তত জল আনাইবার অধিকার থাকিবে, কিন্তু ঐ ঘর কি ভূমি যত দিন খালি থাকে, কমিশ্যনরগণ তত দিন তাহার জলসম্পোষ্য বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তি রেট দিয়া থাকেন, কমিশ্যনরগণের নলদ্বারা তাঁহার ঘরে জল আনাইবার জন্যে যে নল যোজনা করা গিয়া থাকে, ও তাহার সঙ্গে ঘরের মধ্যে নলপ্রভৃতি যেং বস্তু সংযুক্ত থাকে, তাহা যে প্রকারের ও যত বড় ও যে

ক্রমে নির্ম্মিত হইবে কমিশ্যনরগণ তাহা স্থির ও অনুমোদন করিবেন; ও যে ব্যক্তি সেই জল চাহেন তাঁহারই খরচে তাহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

১২ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল আনাইবার জন্যে কমিশ্যনরগণের বড় ও ছোট নলের সঙ্গে যে নল সংযোগ করিয়া দেওয়া যায় ও অন্য যে সাজসরঞ্জাম থাকে এবং ঘরের কি ভূমির মধ্যে যে নল ও কল ও সাজসরঞ্জাম থাকে, তাহা সর্ব্বদাই কমিশ্যনরগণের তত্ত্বাবধানে ও সন্তোষমতে করা যাইবে।

ঘরে জল আনাইবার নলাদি কমিশ্যনরগণের কার্য্যকারকের সন্তোষমতে করিতে হইবার কথা।

যিনি ঐ জল পাইতে চাহেন তিনি কমিশ্যনরগণের সঙ্গে নিয়ম করিলে, সেই নিয়মানুসারে, কিম্বা কমিশ্যনরগণ যত খরচ নির্দ্ধার্য্য করেন তদনুসারে, কমিশ্যনরগণের চাকরেরা ও কর্ম্মকারেরা ঐ নলসংযোগ করাইয়া ও তৎসংক্রান্ত অন্যং কার্য্য ও সাজসরঞ্জাম করাইয়া দিতে পারিবেন।

ও সেই কার্য্য করিবার জন্যে যত টাকা আবশ্যক হয় কমিশ্যনরগণ ঐ কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে তত টাকা দিবার কি গচ্ছিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ও জলের রেট যে প্রকারে আদায় হইতে পারে ঐ দাবীর ও খরচার টাকাও সেই প্রকারে আদায় হইতে পারিবে।

১৩ ধারা। পূর্ব্বোক্তমতে যে ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইয়া দেওয়া যায়, তাহার মধ্যে জল যোগাইবার সকল নল ও অন্যান্য কল ও সাজসরঞ্জাম দেখিবার নিমিত্ত, ও অকারণে জল নষ্ট না হয়, কিম্বা তাহার অযথা ব্যবহার না হয়, ইহা দেখিয়া লইবার জন্যে, কমিশ্যনরগণ যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, তিনি পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘণ্টার ও অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার মধ্যে কোন সময়ে ঐ ঘরে কি ভূমিতে যাইতে পারিবেন।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতার কথা।

আর উক্ত সময়ে উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ঐ কার্য্যকারককে সেই ঘরে কি ভূমিতে যাইবার অনুমতি না দেওয়া গেলে কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে তাঁহার সেই বিষয় দেখিয়া লইবার বাধা দেওয়া গেলে, কমিশ্যনরেরা তৎক্ষণাৎ সেই ঘরের কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কোন কথাদ্বারা কোন অন্তঃপুরে কি স্ত্রী লোকদের থাকিবার যে ঘর দেশাচারমতে গোপনীয় স্থান হইয়া থাকে চারি ঘণ্টা থাকিতে নোটিস না দিয়া তন্মধ্যে কাহারো প্রবেশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল না।

১৪ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইবার যে নল কি অন্য কল কি সাজসরঞ্জাম থাকে কমিশ্যনরদের কোন কার্য্যকারক এতৎপক্ষে ক্ষমতা পাইয়া কোন সময়ে সেই নল কি অন্য কল কি সাজসরঞ্জাম পরীক্ষা করিয়া তাহা এত দূর বেমেরামত হইয়াছে যে জল বৃথাই নষ্ট হয় ইহা জানিতে পাইলে, কমিশ্যনরগণ চব্বিশ ঘণ্টার অন্যূন সময় থাকিতে নোটিস লিখিয়া দিয়া ঐ ঘর কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। বন্ধ করিয়া দেওনের খরচ ঐ ঘরের কি ভূমির প্রজার স্থানে লইতে পারিবেন।

নল বেমেরামত হইলে কমিশ্যনরগণের জল বন্ধ করিতে পারিবার কথা।

১৫ ধারা। পূর্ব্বোক্ত জলের রেট যেং সময়ে দেওয় উচিত, কোন ব্যক্তি জল পাইলেও উক্ত কোন সময়ে ঐ রেট দিতে, কিম্বা ঘরের কার্য্যছাড়া অন্য কার্য্যের নিমিত্ত জল যোগাইয়া দেওয় গেলে তাহার জন্যে খরচার দাওয়া হইলে পর তাহা দিতে ত্রুটি করিলে যে ঘরের কি ভূমির নিমিত্ত ঐ রেট কি দাবির টাকা দেনা হয় সেই ঘরে কি ভূমিতে যে নল যায়, কমিশ্যনরগণ তাহা কাটিয়া কিম্বা অন্য যে প্রকারে উচিত বোধ করেন সেই প্রকারে ঐ ঘরের কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন, ও সেই ব্যক্তির স্থানে জল বন্ধ করিবার খরচ লইতে পারিবেন।

রেট দিবার ত্রুটি হইলে জল বন্ধ করিতে পারিবার কথা।

কিন্তু কোন ব্যক্তির প্রতি দণ্ড কি দায় বর্ত্তিলে, ঐ জলসম্পোষা বন্ধ হওয়াতেও তিনি সেই দণ্ড কি দায়হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না।

১৬ ধারা। এই আইনমতে কমিশ্যনরগণ কোন ঘরের কি ভূমির জল যোগাইয়া দিলে পর, প্রজার শৈথিল্য হেতুক কিম্বা অন্য যে ভাবগতিকের উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে এমত ভাবগতিকহেতুক জল নষ্ট হইলে, কিম্বা যে নল কি কল কি সাজসরঞ্জাম দ্বারা ঐ ঘরের কি ভূমির জলসম্পোষা হয় তাহা এত দূর বেমেরামত হইয়াছে যে জল নষ্ট হইয়া থাকে ইহা জানা গেলে সেই প্রজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

যাহার ঘরে জল নষ্ট হয় তাহার দণ্ড হইতে পারিবার কথা।

১৭ ধারা। কমিশ্যনরগণ যে জল যোগাইয়া দেন কোন ব্যক্তি সেই জল নষ্ট করাইলে তাহার টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তি জল নষ্ট করিলে তাহার দণ্ড হইতে পারিবার কথা।

১৮ ধারা। কোন ব্যক্তি মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে বাস না করিলেও, কমিশ্যনরগণ ইচ্ছা করিলে নিয়মিত সভাছাড়া কোন সভায় তাঁহার গৃহকার্য্যের নিমিত্ত সময়েং জল দিবার যেং নিয়ম নির্দ্দেশ করেন সেইং নিয়মানুসারে ঐ ব্যক্তির জল লইবার কিম্বা তাহার জল যোগাইয়া দেওয়ার অনুমতি দিতে পারিবেন।

মুনিসিপালিটীর বাহিরে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদিগকেও কমিশ্যনরগণের জল লইতে অনুমতি দিবার কথা।

কমিশ্যনরগণ যে জলসম্পোষ্যের বিধান করেন কোন ব্যক্তি তাঁহাদের অনুমতি না পাইয়া মুনিসিপালিটীর সীমার বাহিরে খরচ করিবার জন্যে সেই জল লইলে কি আনাইলে, তাঁহার টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

দণ্ডের কথা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪ ; ৮ আপ্রিল।]

যে ব্যক্তি জল যোগাইবার কোন কল বসান কমিশ্যনরগণের স্থানে তাঁহার লাইসেন্স পাইতে হইবার কথা।

১৯ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে কমিশ্যনরগণের কোন জলের নল হইতে জল যোগাইয়া দিবার নিমিত্তে যে কার্য্য করা আবশ্যক, কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরগণের স্থানে প্লমরস্বরূপ কর্ম্ম করিবার ক্ষমতার লাইসেন্স না পাইলে, সেই কার্য্য করিতে পারিবেন না। কমিশ্যনরগণ সময়ে২ যে নিয়ম ও বিধি নির্দ্দেশ করেন, তদনুসারে তাঁহাকে সেই ক্ষমতা দিবেন, ও লাইসেন্সের পৃষ্ঠে ঐ নিয়ম ও বিধি ছাপা হইবে।

দণ্ডের কথা।

কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরগণের স্থানে প্লমরের লাইসেন্স পাইলেও যে নিয়ম ও বিধিমতে লাইসেন্স পাইলেন তাহা লঙ্ঘন কি অমান্য করিলে, কমিশ্যনরগণের দ্বারা তাঁহার সেই লাইসেন্স তৎক্ষণাৎ রহিত করা যাইতে পারিবে; ও তাঁহার টাকার অনধিক অর্থদণ্ডও হইতে পারিবে।

কমিশ্যনরগণের নলের সঙ্গে স্বামির কি প্রজার নল সংযোগ করিবার দাওয়ার অধিকার যে স্থলে না থাকে তাহার কথা।

২০ ধারা। কোন ঘরের কি ভূমির স্বামী কি প্রজা কমিশ্যনরগণের লাইসেন্স প্রাপ্ত প্লমর ছাড়া কোন ব্যক্তির দ্বারা কমিশ্যনরগণের জলের নল হইতে জল আনাইবার কোন কার্য্য করাইলে কি নল কি সাজসরঞ্জাম বসাইলে কি বসাইতে দিলে, কমিশ্যনরগণের নলের সঙ্গে তাঁহার সেই নল সংযোগ করিতে দাওয়া করিবার অধিকার নাই।

সংযোগ করিবার পূর্ব্বে কমিশ্যনরগণের ইঞ্জিনিয়রের সকল কার্য্য ও নল দেখিয়া লইতে হইবার কথা।

২১ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইবার নিমিত্ত কমিশ্যনরগণের জলের নলের সঙ্গে নল সংযোগ করিবার অনুমতি দেওয়ার পূর্ব্বে, কমিশ্যনরগণের ইঞ্জিনিয়র উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারকের দ্বারা সেই ঘরের কি ভূমির অন্তর্গত সকল কার্য্য ও নল ও সাজ সরঞ্জাম দেখিয়া লইবেন। যে ব্যক্তি নল সংযোগ করিবার প্রার্থনা করেন ঐ দেখিয়া লওয়ার খরচ তাঁহার আগাম দিতে হইবে। কমিশ্যনরগণ নিয়মিত সভা ছাড়া অন্য সভায় সময়ে২ যে হার নির্দ্ধার্য্য করেন সেই হারানুসারে ঐ খরচ দিতে হইবে; ও সেই কার্য্য ও নল ও সাজসরঞ্জাম উপযুক্তমতে করা গিয়াছে ও সন্তোষমতে বসান গিয়াছে কমিশ্যনরগণের ইঞ্জিনিয়র যত কাল এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট না দেন, তত কাল কমিশ্যনরগণের নলের সঙ্গে সংযোগ করিবার অনুমতি হইবে না।

অন্যের নলের সঙ্গে সংযোগকরণ কেবল কমিশ্যনরগণের কার্য্যকারক দ্বারা হইবার কথা।

২২ ধারা। কমিশ্যনরগণের নলের সঙ্গে অন্য নলসংযোগ করণ ও কোন রাজপথের কি লোকদের গমনীয় পথের নীচে জল যোগাইবার নল বসাওনের কর্ম্ম কমিশ্যনরগণের তৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির দ্বারা করা যাইবে না; ও যে ব্যক্তি সংযোগ করিতে প্রার্থনা করেন, ঐ কার্য্যের খরচ তাঁহার আগাম দিতে হইবে। কমিশ্যনরগণ নিয়মিত সভা ছাড়া কোন সভায় সময়ে২ যে হার নিরূপণ করেন ঐ খরচ সেই হারানুসারে দেওয়া যাইবে।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন প্লমর নিকৃষ্টরূপে কর্ম্ম করিলে দণ্ডের কথা।

২৩ ধারা। লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন প্লমর কমিশ্যনরগণের নল হইতে কোন ঘরে কি ভূমিতে জল আনাইবার কোন কার্য্য কি সাজ সরঞ্জাম শৈথিল্যভাবে ও অমনোযোগে করিলে বা বসাইলে, কিম্বা নিকৃষ্ট সাজ সরঞ্জাম দিলে ঐ লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্লমরের——টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে। তৃতীয়বার তাহার সেই দোষ নির্ণয় হইলে কমিশ্যনরগণের বিবেচনামতে তাহার লাইসেন্স রহিত করা যাইতে পারিবে।

জল আটকাইবার কি অন্যমুখ করাইবার কথা।

২৪ ধারা। উক্ত কমিশ্যনরগণের জলের কল কিম্বা তাঁহাদের তত্ত্ব কি কর্ত্তৃত্বাধীন কোন জলের কল হইতে কোন ব্যক্তি অবৈধমতে জল নিঃসৃত করাইয়া দিলে কি জল বাহির করাইলে কি অন্যমুখ করিলে কি গ্রহণ করিলে তাহার———টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

জল যোগাইয়া দিবার নিমিত্ত যে২ কার্য্য করা প্রয়োজন স্বামি দ্বারা সেই২ কার্য্য করাইবার ক্ষমতার কথা।

২৫ ধারা। কোন প্রজা ঘরের নিজ স্বামির স্থানে পাট্টা পাইয়া ঐ ঘরে থাকিলে তিনি স্বামির নামে নোটিস লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া ঐ ঘরের স্বামিকে এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে গৃহকার্য্যের নিমিত্তে ঐ ঘরে জল আনাইবার আবশ্যক সকল কার্য্য করিয়া দেন।

সেই নোটিসে ঐ প্রজার এমত করার ও লিখিয়া দিতে হইবে যে, ঐ কার্য্য করিতে যত টাকা খরচ লাগে তাহা সমাপ্ত হইবার তারিখ অবধি তিনি যত দিন সেই ঘরে থাকিবেন তত দিন ঐ খরচের উপর মাসে শতকরা ৷৵ টাকার হিসাবে সুদ দিবেন।

কিন্তু যে রাস্তায় জলের বড় নল থাকে, ঐ ঘর ও বাড়ী এমত রাস্তার ধারে না থাকিলে, জলের যে বড় নল নিকট থাকে তাহার সঙ্গে ঘর সংযোগ করিবার নল করিয়া দিতে যত খরচ লাগে, ঐ প্রজা সেই করারনামায় ঐ খরচও দিবার করার করিবেন।

স্বামী না করিলে প্রজার করিবার ক্ষমতার কথা।

২৬ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারায় যে নোটিসের কথা লেখা আছে, সেই নোটিস দেওয়া গেলে পর, যদি স্বামী তিন মাসের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত আবশ্যক সকল কার্য্য সমাপ্ত করিয়া না দেন, তবে যে প্রজা ঐ নোটিস দিলেন তিনি তাহা সমাপ্ত করাইয়া লইতে পারিবেন, এবং যে রাস্তায় জলের বড় নল থাকে ঘর ও বাড়ী এমত রাস্তার ধারে না থাকাতে তাহার সঙ্গে ঐ ঘর ও বাড়ী সংযোগ করিবার নল বসাইয়া দিতে যত খরচ লাগে তাহা ছাড়া, তিনি ঐ কার্য্যে আর যত টাকা খরচ করিবেন তাহা ঐ ঘরের ভাড়া হইতে কাটিয়া লইতে পারিবেন। ঐ টাকা ছয় মাসের সমান২ কিস্তি করিয়া কাটিয়া লওয়া যাইবে।

যে তারিখ অবধি তাহা কাটিয়া লওয়া যায় সেই তারিখ অবধি প্রজা উক্ত প্রত্যেক কিস্তির উপর স্বামীকে মাসে শতকরা ৷৵ টাকার হিসাবে সুদ দিবেন।

কোন ঘরের নিমিত্ত যে কার্য্য করিতে হইবে তাহার কথা।

২৭ ধারা। ঘরের এবং তালায় দুইটি কক, ও সেই ঘরের রন্ধনাগারে একটী, ও বাড়ীর মধ্যে কিম্বা আস্তাবলে কি তাহার নিকটে আর একটী কাক না দেওয়া গেলে, ও তৎসংক্রান্ত আবশ্যক সকল কর্ম্ম করা না গেলে, ঘরের কার্য্যের নিমিত্তে প্রচুর জল যে দেওয়া গেল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

কিন্তু যদি ঘরের ও তৎসংযুক্ত ভূমির ভাড়া বৎসর তিন শত টাকার কম হয়, তবে উক্ত বাড়ীর মধ্যে একটী কাক ও তৎসংক্রান্ত অন্য আবশ্যক কর্ম্ম করিয়া দেওয়া গেলে তাহাই প্রচুর বলিয়া জ্ঞান হইবে।

যে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহার ইষ্টিমেট ও বর্ণনা পাঠাইবার কথা।

২৮ ধারা। স্বামী আপনার ঘরে জল আনাইবার উপক্রম করিলে, প্রজার নিকট ঐ কর্ম্মের খরচের বেওরা ও ইষ্টিমেট না পাঠাইলে; কিম্বা প্রজা ঐ কর্ম্ম করিবার উপক্রম করিলে স্বামির নিকট ঐ কর্ম্মের খরচের বেওরা ও ইষ্টিমেট না পাঠাইলে, সেই কর্ম্মের আরম্ভ করিবেন না।

সালিসীতে অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

২৯ ধারা। যে কার্য্য করিতে প্রস্তাব হয় তাহাই প্রচুর হইবে কি না এই বিষয়ে কিম্বা খরচের বিষয়ে স্বামির ও প্রজার মধ্যে অনৈক্য হইলে, স্বামী কিম্বা প্রজা কমিশ্যনরগণের প্রতি ঐ বিবাদ অর্পণ করিতে পারিবেন, এবং কমিশ্যনরগণের ইঞ্জিনিয়র সাহেব কিম্বা সেই কার্য্যের নিমিত্ত অন্য যে কার্য্যকারক ক্ষমতা প্রাপ্ত হন তিনি যে মীমাংসা লিখিয়া দেন স্বামী ও প্রজা তাহাতে বদ্ধ থাকিবেন।

বিবাদ অর্পণ হইলে যে ফী দিতে হইবে তাহার কথা।

৩০ ধারা। যে ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইয়া দিবার বিষয়ে ঐ বিবাদ হয়, সেই ঘরের কি ভূমির মাসিক খাজানা যত শত টাকা হয়, ঐ বিবাদ কমিশ্যনরদের প্রতি অর্পণ করা প্রযুক্ত তাঁহাদিগকে প্রতি শতের উপর দুই টাকার হারে ফী দিতে হইবে।

কিন্তু কখন দশ টাকার অধিক ফী লাগিবে না, ও যে ব্যক্তি বিবাদ অর্পণ করেন তিনিই ঐ ফী দিবেন।

স্বামির সেই কার্য্য সারাইয়া রাখিতে হইবার কথা।

৩১ ধারা। প্রকারান্তরের বিশেষ বন্দোবস্ত না থাকিলে, কোন ঘরের কি ভূমির স্বামী উক্ত ঘরে কি ভূমিতে জল আনাইবার কার্য্য সকল উপযুক্তমতে সারাইয়া রাখিবার খরচ দিবেন।

কিন্তু এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যে পাট্টা লিখিয়া কি করিয়া দেওয়া যায় তদনুসারে উভয় পক্ষের যেং দায় থাকে এই ধারার কোন কথাদ্বারা তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

টাকা দেনা থাকিলে স্বামির তাহা আদায় করিবার ক্ষমতার কথা।

৩২ ধারা। ২৫ ও ২৬ ধারামতে স্বামির টাকা পাওনা থাকিলে, যে ঘরের নিমিত্ত ঐ টাকা খরচ হইল, তিনি ঐ ঘরের ভাড়া যেপ্রকারে আদায় করিতে পারিতেন, সেই প্রকারে ঐ টাকার দায়ি ব্যক্তির স্থানে তাহা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

পুষ্করিণী প্রভৃতি কমিশ্যনরগণের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

৩৩ ধারা। সাধারণের ব্যবহার্য্য সকল পুষ্করিণী ও জলাশয় ও জলাধার ও কূপ ও মুহরি ও জলনালী ও সুড়ঙ্গ ও নল ও কল ও জলের অন্য সকল কার্য্য কমিশ্যনরগণের খরচে কিম্বা প্রস্তাবানুসারে করা কি বসান কি নির্ম্মাণ করা গেলে ঐ পুষ্করিণী প্রভৃতি ও তৎসম্পর্কীয় কি তৎসংযুক্ত সকল পুল ও কোটা ও কল ও বিষয় ও সরঞ্জাম ও দ্রব্য এবং সাধারণের ব্যবহার্য্য পুষ্করিণী সংক্রান্ত যে ভূমি কোন ব্যক্তির সম্পত্তির মধ্যে নয় সেই ভূমি কমিশ্যনরগণের প্রতি বর্ত্তিবে।

দুর্গন্ধজনক ব্যবসায়দ্বারা জল ময়লা করিবার কথা।

৩৪ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন গ্যাসের কারখানার অধিকারী হইয়া,

কিম্বা গ্যাস প্রস্তুত করিবার কি যোগাইয়া দিবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া,

কিম্বা যে স্থানে দুর্গন্ধজনক ব্যবসায় কি কারখানা চলে এমত স্থানের প্রজা কি স্বামী হইয়া,

কমিশ্যনরদের কোন স্রোতের কি পুষ্করিণীর কি জলাশয়ের কি কূপের কি জলাধারের কি মুহরির কি জলনালীর কি জলসংক্রান্ত অন্য কার্য্যের জল যাহাতে ময়লা কি নষ্ট হয়, ঐ ব্যবসার সম্পর্কে ইচ্ছা পূর্ব্বক এমত কোন কর্ম্ম করিলে, কমিশ্যনরগণ চব্বিশ ঘণ্টা থাকিতে নোটিস লিখিয়া দিয়া ঐ ব্যক্তির কোন নল কি মুহরি কি কল খুলিয়া দেখিতে পারিবেন;

ও তদ্রূপে দেখিলে পর, ঐ নল কি মুহরি কি কল হইতে যে দ্রব্য বাহির হয় কি তাহার মধ্যে যে দ্রব্য থাকে তদ্দ্বারা জল ময়লা কি নষ্ট হইয়াছে দেখিতে পাইলে, ঐ নল কি মুহরি কি কল যে ব্যক্তির হয় কি যাহার অধীনে কি তত্ত্বাবধারণে থাকে তাঁহারই সেই দেখিয়া লইবার খরচ দিতে হইবে।

কিন্তু তদ্দ্বারা জল ময়লা কি নষ্ট হয় নাই, ইহা দেখিতে পাইলে ঐ সকল খরচ এবং ঐ নল প্রভৃতি দেখিয়া লওয়াতে যে হানি হইল তাহা কমিশ্যনরগণের দিতে হইবে।

জলের রেটের কথা।

জলের রেট বসাইতে হইবার কথা।

৩৫ ধারা। কমিশ্যনরেরা সময়েং উপযুক্ত নোটিস দিয়া কেবল এই কার্য্যের নিমিত্ত সভা করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে ঐ মুনিসিপালিটীর সীমার অন্তর্গত সমুদয় ঘরের ও ভূমির উপর জলের রেট বসাইতে পারিবেন। ঐ রেট উক্ত ঘরের ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর ধরা যাইবে; এবং ৫ ধারার বিধানমতে পরিষ্কৃত জল যে রাস্তায় বা পথে যোগাইয়া দেওয়া যায় তথায় ঐ ঘর বা ভূমি থাকিলে শতকরা ৬ টাকার অধিক, কিম্বা যে সকল রাস্তায় বা পথে ঐরূপ জলের যোগান নাই তথায় ঐ ঘর ও ভূমি থাকিলে শতকরা ৫ টাকার অধিক হইবে না।

১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধানমতে বার্ষিক মূল্য ধার্য্য করিতে হইবার কথা।

৩৬ ধারা। ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইন কিম্বা বঙ্গদেশের মুনিসিপালটীর বিধান সংক্রান্ত অন্য যে আইন তৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইনে যে প্রণালী নির্দিষ্ট থাকে সেই প্রণালীমতে পূর্ব্বধারার কার্য্য পক্ষে ঘরের ও ভূমির বার্ষিক মূল্য ধার্য্য করা যাইবে।

জলের রেট প্রজাদের ত্রৈমাসিক অগ্রিম দিতে হইবার কথা।

৩৭ ধারা। ৪০ ও ৪১ ধারার বিধান সাপেক্ষ ঘরের ও ভূমির প্রজারা জলের রেট দিবেন, এবং প্রতি বৎসর জানুয়ারি ও আপ্রিল ও জুলাই ও অক্টোবর মাসের ১ তারিখে ঐ রেট ত্রৈমাসিক অগ্রিম দেয় হইবে।

ঘর খালি হইলে জলের রেট ফিরিয়া দিবার কথা।

৩৮ ধারা। কোন ঘরের কি ভূমির উপলক্ষে জলের রেটের কোন ত্রৈমাসিক কিস্ত দেওয়া গেলে পর, যে তিন মাসের কিস্ত দেওয়া গেল সেই তিন মাসের মধ্যে প্রজা উঠিয়া যাওয়াতে যদি ঘর কি ভূমি খালি থাকে, তবে কমিশনরদিগকে ঐ ঘর কি ভূমি খালি হইবার নোটিস লিখিয়া দেওয়া গেলে পুরা তিন মাসের যত দিন বাকী থাকে তত দিনের নিমিত্তে কমিশনরগণের স্থানে তাঁহার ঐ জলের রেটের চারি অংশের তিন অংশ ফিরিয়া পাইবার অধিকার থাকিবে। ঐ নোটিস যে তারিখে কমিশনরগণের আফিসে দেওয়া যায় সেই তারিখ অবধি খালি হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

প্রজা জলের রেট দিলে, স্বামির স্থানে তাহার চতুর্থাংশ ভাড়া হইতে কাটিয়া পাইবার কথা।

৩৯ ধারা। যে ঘরের কি ভূমির উপর জলের রেট ধার্য্য হইল, ঐ রেট যে ব্যক্তির স্থানে আদায় করা গেল কিম্বা যে ব্যক্তি ঐ রেট দিলেন তিনিই স্বামী না হইলে, ঐ ঘরের কি ভূমির স্বামির নিকট তাঁহার যে ভাড়া দেনা থাকে তাহা হইতে তিনি ঐ জলের রেটের চতুর্থাংশ কাটিয়া লইতে পারিবেন।

ঘর কি ভূমি খালি থাকিলে জলের রেটের চতুর্থাংশ স্বামির দিবার কথা।

৪০ ধারা। কোন ঘর কি ভূমি যদি পূর্ণ তিন মাস খালি থাকে, তবে সেই ঘরের কি ভূমির প্রজা থাকিলে জলের রেট বলিয়া তাঁহার যত টাকা দিতে হইত, কমিশনরদিগের ঐ ঘরের কি ভূমির স্বামির সেই রেটের চতুর্থাংশ দিতে হইবে।

এই ধারামতে স্বামির যে টাকা দেনা হয়, পূর্ব্ব তিন২ মাসের জন্যে ক্রমান্বয়ে আপ্রিল মাসের প্রথম ও জুলাই মাসের প্রথম ও অক্টোবর মাসের প্রথম ও জানুয়ারি মাসের প্রথম তারিখে তাঁহার সেই টাকা দিতে হইবে।

স্থলবিশেষে স্বামিদের উপর রেট ধার্য্য করিবার কথা।

৪১ ধারা। দুই কি তদধিক ব্যক্তি পৃথক২ রূপে একই ঘরের প্রজা হইলে, কিম্বা দুই শত টাকার কম বার্ষিক মূল্য ধরিয়া ঘরের রেট ধার্য্য হইলে, কমিশনরগণ ঐ ঘরের স্বামির উপর, কিম্বা ঘর যে জমীতে থাকে সেই জমীর স্বামির উপর জলের রেট ধার্য্য করিতে পারিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৯। ৮ আপ্রিল।]

স্বামী যে জলের রেট দেন প্রজার স্থানে তাহা ফিরিয়া পাইবার কথা।

৪২ ধারা। যদি ঘরের কি জমির স্বামী ইহার পূর্ব্ব ধারামতে জলের রেট দিয়া থাকেন, তবে ঘরের একজন প্রজা থাকিলে, ঐ স্বামী রেটের যত টাকা দিলেন প্রজার স্থানে তাহার চারি অংশের তিন অংশ ফিরিয়া পাইতে পারিবেন।

দুই কি তদধিক জন প্রজা থাকিলে, একং জনের দখলে ঘরের যে অংশ থাকে, সেইঅংশ সম্পূর্ণ ঘরের মূল্যের যে ভাগ হয় স্বামী তদনুসারে, ঐ রেট বিভাগ করিয়া একং জনের স্থানে ঐ ভাগের চারি অংশের তিন অংশ লইতে পারিবেন।

খাজনা আদায় করণার্থে স্বামির যে ক্ষমতা থাকে রেট আদায় করিতেও তাহার সেই ক্ষমতা থাকার কথা।

৪৩ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে কোন ঘরের কিম্বা তাহার কোন অংশের প্রজার স্থানে স্বামির কোন টাকা ফিরিয়া পাইবার অধিকার থাকিলে, ঘরের যে অংশ যাঁহার দখলে থাকে তাঁহার স্থানে সেই অংশের ভাড়া আদায় করিবার জন্যে তাঁহার যেং উপায় ও শক্তি ও স্বত্ব ও ক্ষমতা থাকে, ঐ রেটের টাকা আদায় করিবার জন্যে তাঁহার সেইং উপায় ও শক্তি ও স্বত্ব ও ক্ষমতা থাকিবে।

জলের রেট ও জল যোগান সম্বন্ধে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা প্রয়োগ করিবার কথা।

৪৪ ধারা। জলের রেট ও জলের যোগান কিম্বা তাহার কার্য্য সম্পাদন সম্বন্ধে যে সকল টাকা সংগৃহীত, প্রাপ্ত বা আদায় হয় তাহা এবং তৎসংক্রান্ত সমুদয় কিম্বা জল যোগান সম্পর্কীয় সমুদয় অর্থদণ্ড নিম্নলিখিত কার্য্যে নিম্নলিখিত ক্রমে প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে।

প্রথমতঃ।—জলের রেট আদায়ের খরচ দিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ।—কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ উক্ত মুনিসিপালিটীকে যে জল যোগাইয়া দেন তজ্জন্য যে হারের নিয়ম হয় অথবা পশ্চাল্লিখিত প্রকারে নিযুক্ত সালিসেরা যে হার স্থির করিয়া দেন সেই হারে উক্ত জলের খরচ উক্ত সমবায়িত সমাজকে দেওয়া যাইবে।

তৃতীয়তঃ।—জলের কল প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার, বাড়াইবার বা রক্ষা করিবার খরচ দিতে ও

জলের কল প্রভৃতির নিমিত্ত যে টাকা ঋণ করা হয় তাহার সুদ দিতে ও

ঐ সম্বন্ধে কিম্বা জলের যোগান সংক্রান্ত অন্য কোন কার্য্যের নিমিত্ত যে সকল ঋণ করা হয় তাহা শোধ করিতে হইবে।

সালিসীর কথা।

জলের মূল্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বিবাদ হইলে তাহা সালিসীতে অর্পণ করিবার কথা।

৪৫ ধারা।—কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ উক্ত কমিশনরদিগকে যে পরিষ্কৃত জল যোগাইয়া দেন তাহার মূল্য সম্বন্ধে অথবা জলের যোগান সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে উক্ত সমবায়িত সমাজের ও কমিশনরদের মধ্যে কোন বিবাদ

উত্থিত হইলে, ঐ বিবাদ তিনজন সালিসের নিকট অর্পণ করা যাইবে। ঐ সালিসেরা নিম্নলিখিত প্রকারে নিযুক্ত হইবেন, অর্থাৎ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের এক জন সেক্রেটরীর স্বাক্ষরিত লিখনক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক জনকে নিযুক্ত করিবেন।

কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজের সাধারণ মোহরাঙ্কিত লিখনক্রমে উক্ত সমাজ এক জনকে নিযুক্ত করিবেন।

আর উক্ত কমিশনরদের সাধারণ মোহরাঙ্কিত লিখনক্রমে তাঁহারা এক জনকে নিযুক্ত করিবেন।

সালিসদিগকে নিয়োগপত্র দিবার কথা।

৪৬ ধারা। ঐ সকল নিয়োগ পত্র সালিসদের হস্তে সমর্পণ করা যাইবে, এবং তাহাতে বিবাদীয় বিষয় বা বিষয়গুলি সালিসীতে অর্পণ করা গেল বলিয়া জ্ঞান হইবে; এবং কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ অথবা উক্ত কমিশনরেরা অপর পক্ষের ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি বিনা ঐ সালিসী রহিত করিতে পারিবেন না।

সালিসের পদ শূন্য হইলে তাহাতে লোক নিযুক্ত করিবার কথা।

৪৭ ধারা।—অর্পিত বিষয়ের মীমাংসা হইবার পূর্ব্বে কোন সালিস মরিলে বা অক্ষম হইলে, যে পক্ষ ঐ সালিসকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই পক্ষ তাঁহার পরিবর্ত্তে কার্য্য করিবার নিমিত্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে সাধারণ লিখিয়া লিখনক্রমে নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং অন্য দুই পক্ষের কোন পক্ষের স্থানে লিখিত নোটিস পাইবার পর যদি সাত দিন পর্য্যন্ত উক্ত পক্ষ কাহাকেও নিযুক্ত না করেন, তবে অবশিষ্ট সালিসেরা অর্পিত বিষয়ের কার্য্যানুষ্ঠান চালাইতে পারিবেন।

পূর্ব্বোক্তরূপে কোন সালিসের পরিবর্ত্তে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যায়, পূর্ব্ব সালিসের মৃত্যু বা অক্ষমতা ঘটিবার সময়ে তাঁহার যে সকল ক্ষমতা ও শক্তি ছিল সেই ব্যক্তির সেই সকল ক্ষমতা ও শক্তি থাকিবে।

সালিসদের বহী প্রভৃতি চাহিতে পারিবার কথা।

৪৮ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের মীমাংসা করিবার নিমিত্ত সালিসেরা কোন পক্ষের হস্তগত বা ক্ষমতাধীন যে কোন বহী বা দলীল আবশ্যক বিবেচনা করেন তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং শপথ বা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাক্রমে সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য লইতে পারিবেন ও তদর্থে যে শপথ বা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করা আবশ্যক হয় তাহা করাইতে পারিবেন।

একুশ দিনের মধ্যে সালিসদের মীমাংসাপত্র দিবার কথা।

৪৯ ধারা। শেষ যে সালিস নিযুক্ত হন তাঁহার নিয়োগের তারিখের পর একুশ দিনের মধ্যে অথবা আপনাদের স্বাক্ষরক্রমে সালিসেরা তদর্থে বর্দ্ধিত সময় স্থির করিয়া থাকিলে সেই সময়ের মধ্যে সালিসেরা কিম্বা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তি পক্ষদের নিকট আপনাদের মীমাংসাপত্র লিখিয়া দিবেন।

ঐ মীমাংসাপত্র চূড়ান্ত হইবে এবং অনিয়ম কিম্বা দাঁড়াগত কোন ভ্রমহেতুক উহা অসিদ্ধ হইবে না।

সালিসীর খরচার কথা।

৫০ ধারা। ঐ সালিসীতে ও তদানুষঙ্গিক যে সকল খরচ পড়ে, সালিসেরা তাহা স্থির করিয়া মীমাংসাপত্রে লিখিবেন; এবং সালিসেরা যে পক্ষকে আদেশ করেন সেই পক্ষ কিম্বা যে পরিমাণের আদেশ করেন সেই পরিমাণে উভয় পক্ষ উক্ত খরচ ও সালিসদের ফী দিবেন।

তফসীল।

(২ ধারা দেখ।)

সাল ও নম্বর	বিষয়।	যত দূর রহিত হইল।
১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৩ আইন।	১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপল আইনসংগ্রহ নামক আইন সংশোধনার্থ আইন।	১৫ ও ৩০ ধারা।

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

এক্ষণে মন্ত্রিসভার সম্মুখে মুনিসিপালিটী সংক্রান্ত আইনের যে পাণ্ডুলিপি উপস্থিত আছে তাহার ৭ম পরিচ্ছেদ পাণ্ডুলিপির নির্দ্দিষ্ট প্রকারে যে সকল মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করা যায়, তথাকার জলের যোগান ও জলের রেট সম্বন্ধীয় কথা ঐ পরিচ্ছেদে আছে। কিন্তু যে বিশেষ বন্দোবস্তক্রমে কলিকাতার শাখানগরে পরিষ্কৃত জল যোগাইয়া দিবার অভিপ্রায় আছে তাহার বিধান সাধারণ মুনিসিপল আইনে সুবিধামতে করা যাইতে পারে না। এই নিমিত্ত এই বিশেষ স্থলের প্রয়োজন সাধনার্থ বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা গিয়াছে। এই পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ ১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপল আইনের ৭ অধ্যায় অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে; এবং বিশেষ বিধানগুলি এই পাণ্ডুলিপির ৪ ধারায় ও ৪৪ অবধি ৫০ পর্য্যন্ত ধারায় আছে। ৪ ধারায় লিখিত আছে যে কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ জল যোগাইবার বিধান করিবেন; কিন্তু উক্ত মুনিসিপলিটীর মধ্যে জল বিতরণকার্য্য শাখানগরের কমিশনরেরা আপনাদের হস্তে লইবেন. এইরূপ অভিপ্রায় আছে। যেং কার্য্যে জলের রেট প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে ২৩ ধারায় ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং উহাতে ইহাও বলা হইয়াছে যে আদায়ের খরচ দিবার পর ৪ ধারামতে প্রদত্ত জলের মূল্য কলিকাতার সমবায়িত সমাজকে শোধ করিয়া দেওয়া ঐ রেটের উপর দ্বিতীয় দায় বলিয়া গণ্য হইবে। কোন বিবাদ উত্থিত হইলে সালিসদ্বারা তাহার মীমাংসা করিবার বিধান পরবর্ত্তী ধারাসমূহে আছে। পাণ্ডুলিপিতে ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ১৫ ও ৩০ ধারা রহিত করা গিয়াছে; কারণ এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে ঐ ধারাগুলি অনাবশ্যক হইবে।

১৮৮৪ সাল ২৭ ফেব্রুয়ারি।

এচ, জে, রেনল্ডস্।

সি, এচ, ওাইলী,

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., *Bengali Translator.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট; ১৮৮৪। ৮ আপ্রেল।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ৮ আপ্রিল।

সপ্তম খণ্ড।

রাজস্ববিষয়ক সরকুলর।

১৮৮৪ সাল ফেব্রুয়ারি মাস।

মাননীয় শ্রীযুত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব, সি, আই, ই।

৩ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বালমের ৩১০ পৃষ্ঠায় ১০ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ৮ক ধারাস্বরূপ নিম্নলিখিত বিধি বিন্যস্ত করিতে হইবে।—

"ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের আজ্ঞা এই যে উক্ত গবর্নমেণ্ট পাট্টার শর্ত্তগুলি মঞ্জুর না করিলে, গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তিকে বা কোম্পানিকে খনিবিষয়ক পাট্টা দিবেন না। কোন স্থানীয় গবর্নমেণ্ট আপন ক্ষমতাক্রমে অল্পকালের নিমিত্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পাট্টা যে দিতে পারিবেন না, এই আদেশের এরূপ অভিপ্রায় নহে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টকে না জানাইয়া ও উক্ত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া খনিজবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মূল্যবান স্বত্ব কাহাকেও দেওয়া হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত করাই এই আদেশের উদ্দেশ্য। যে সকল শর্ত্তে খনি খনন করিবার পাট্টা বা লাইসেন্স দিতে হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সাধারণ বিধি ভারতবর্ষে খনিসংক্রান্ত ব্যবসায়ের বর্ত্তমান অবস্থায় নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। যে কোন স্থল উপস্থিত হয়, তাহার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া তদ্বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে।"

শ্রীযুত এচ, এ, কক্রেল সাহেব সি, এস, আই।

৪ নম্বর।

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে এই বিধি প্রচার করা যাইতেছে, এবং ইহা বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালমের ৪ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ৫৪ক ধারাস্বরূপ বিন্যস্ত করিতে হইবে।

৫৪ক। "ভূমিগ্রহণসংক্রান্ত যে কার্য্যকারকেরা পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে বিশেষমতে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক স্থলে রেবিনিউ বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে মুনিসিপালিটীর বা অন্যান্য সাধারণ সমিতির নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে নিযুক্ত করা যাইবে না। বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ঐরূপ কার্য্যে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা গেলে সেরেস্তার খরচ দিবার জন্যে ভূমির মূল্যের শতকরা ১৫ টাকা খরচ ধরা যাইবে; এবং সেরেস্তার খরচ সহিত অনুমানপত্রমত টাকা খাজানাখানায় যত দিন দেওয়া না হয়, তত দিন আনুষ্ঠানিক কার্য্য আরম্ভ করা যাইবে না।"

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

৫ নম্বর।

বোর্ডের ১৮৮৩ সালের অক্টোবর মাসের ৫ নং সরকুলার অর্ডর রহিত করা গেল, এবং বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালমের ১১৩ পৃষ্ঠার ভূমিগ্রহণবিষয়ক ৪ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ৬১খ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারাটী দিতে হইবে।—

"৬১খ। মাসিক হিসাব অডিট করা যে কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য, তাঁহার নিকট উক্ত হিসাবের সহিত উহার খরচের প্রতিপোষণার্থ এই রসীদ পাঠাইতে হইবে, এবং ইহার সর্টিফিকেটযুক্ত নকল মোকদ্দমার নথীর সহিত রাখিতে হইবে। যাঁহারা টাকা লন তাঁহাদের স্থানে দোকর রসীদ চাহা যাইবে না।"

---

৬ নম্বর।

রেবিনিউ এজেন্টদের সর্টিফিকেট নূতন করিয়া লইবার দরখাস্ত সামান্য কাগজে গ্রহণ করিবার রীতি কোন কোন জিলায় আছে। এই নিমিত্ত বোর্ড বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালমের ১০ অধ্যায়ের ৪ পরিচ্ছেদের ১১ (ক) ধারাস্বরূপ নিম্নলিখিত কথাগুলি বিন্যস্ত করিবার আজ্ঞা করিলেন।—

"১১ (ক)। কোন রেবিনিউ এজেন্ট আপনার সর্টিফিকেট নূতন করিয়া লইবার দরখাস্ত করিলে, আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ২ তফসীলের ১ (খ) প্রকরণের দ্বিতীয় দফামতে ঐ দরখাস্তে আট আনা মূল্যের একখান ইষ্টাম্প লাগিবে।"

---

৭ নম্বর।

ইহা বোর্ডের গোচর হইয়াছে যে কখনং বার্ষিক গাঁজার মৌজুদ উপযুক্ত সাবধানতা ও শুদ্ধতা সহকারে বুঝিয়া লওয়া হয় না। এনিমিত্ত বোর্ডের ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২নং ও ১৮৮২ সালের মার্চ্চ মাসের ৪ নং সরকুলারের অনুক্রমে, বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালমের ১৫ অধ্যায়ের ও ১৮৮৪ সালের আবকারী বিধিপুস্তকের ১৭ পরিচ্ছেদের ৫০ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।—

৫০। "২৫ মার্চ্চ হইতে ৩১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রত্যেক গোলার মৌজুদ বুঝিয়া লইতে হইবে এবং (হিসাবের গোল নিবারণের জন্য) ওজনের দিবস হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কোন গোলা হইতে গাঁজা বাহির করিয়া দেওয়া হইবে না।

মৌজুদ বৎসরং বুঝিয়া লইবার কথা।

(যদি বৎসরের মধ্যভাগে কোন গোলার ব্যবহার্য্য গাঁজা সমস্ত ফুরাইয়া যায় এবং গোলাদার তাহার লাইসেন্স ছাড়িয়া দেয়, তবে এই ধারামতে বৎসরের মধ্যে তাহার গোলার হিসাব শেষ হইতে পারিবে।)

জিলার সদর মোকামে আবকারী ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী-কালেক্টর, মহকুমায় মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ এবং অন্য স্থানের গোলা হইলে গেজেটে যাঁহার নাম প্রকাশিত হয় কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক নিয়োজিত এরূপ কোন কর্ম্মচারী এই কার্য্য করিবেন এবং এই কার্য্যের ভার কোনমতে কোন অধঃস্থ কর্ম্মচারির প্রতি অর্পণ করা যাইবে না।

সকল গাঁইট ও থলিয়া খুলিয়া গাঁজা বাহির করিতে হইবে, এবং যদি কোন গাঁজা অব্যবহার্য্য শ্রেণীভুক্ত করা যায়, তবে তাহার তিন প্রকারের প্রত্যেক প্রকার যত থাকে, তাহা পৃথক করা যাইবে। কোন গাঁজা অব্যবহার্য্য শ্রেণীভুক্ত করা যায়, গোলাদারের এই প্রার্থনা সচরাচর গ্রাহ্য করিতে হইবে।

প্রথমতঃ প্রচলিত লৌহের তৌল দ্বারা ব্যবহার্য্য তিন প্রকারের গাঁজা পৃথকরূপে ওজন করিতে হইবে। ওজনের পর প্রত্যেক প্রকারের গাঁজা পৃথক করিয়া পুনরায় গাঁইট ও থলিয়ার ভিতর পুরিতে ও গাঁইটপ্রভৃতির উপর পুনরায় মোহর করিতে হইবে।

তৎপরে অব্যবহার্য্য গাঁজা কিছু থাকিলে তাহা ওজন করিতে হইবে এবং ওজনের পর তাহা মোহর করা থলিয়ায় পৃথকরূপে রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেক থলিয়ার উপর গাঁজার প্রকার, ওজন এবং মালিকের নাম লিখিত থাকিবে।

গোলাঘর সাবধানে ঝাঁট দিতে হইবে এবং কিছু ঝরতি পড়তি থাকিলে, তাহা ওজন করিতে হইবে। কোন আলগা বোঁটা বা ভাঙ্গা ফুল ঘরের ভিতরে দেখিলে তাহা ঝরতি পড়তি বলিয়া ওজন করিতে হইবে। খড় দড়ি ইত্যাদি ফেলিয়া দিতে হইবে এবং ওজনের হিসাবে ধৃত হইবে না। যাহা ঝরতি পড়তি হয়, তাহা মোহর করা বাক্সে বা থলিয়ায় ওজন ও মালিকের নাম লিখিয়া রাখিতে হইবে

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

অব্যবহার্য্য শ্রেণীভুক্ত গাঁজা ও ঝরতি পড়তি কিছু থাকিলে কালেক্টর সাহেবের অনুমতি লইয়া আবকারীর ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর বা মহকুমার কর্তৃপক্ষ বা গেজেটে যাঁহার নাম প্রকাশিত হয় নিয়োজিত এরূপ কোন কর্ম্মচারীর সাক্ষাতে ৩১ মার্চ তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে নষ্ট করিয়া হিসাবে বাদ দিতে হইবে।

অব্যবহার্য্য ও ঝরতি পড়তি গাঁজা নষ্ট করিতে হইবার কথা।

মোটে যত গাঁজা পাওয়া যায়, তাহা হইতে (১) যত বাহিরে গিয়াছে (২) যত অব্যবহার্য্য হইয়াছে (৩) যত ঝরতি পড়তি গিয়াছে এবং (৪) যত ব্যবহার্য্য গাঁজা গুদামে মৌজুদ থাকে, তাহার সমষ্টি বাদ দিলে, যে অন্তর হয়, তাহাই "কমতি." ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২ নং সরকুলারের লিখিত উদাহরণ দেখ।

গাঁজাব্যবসায়ী শতকরা ২½ অংশের অতিরিক্ত কমতির জন্য দায়ী এবং তদনুসারে মাসুল আদায় হইবে।

যে অতিরিক্ত কমতির উপর মাসুল আদায় হয়, তাহা হিসাবে পৃথকরূপে দর্শাইতে হইবে এবং কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদনাধীনে কালেক্টর সাহেব শতকরা ২½ অংশ পর্য্যন্ত কমতি হিসাব হইতে খারিজ করিয়া দিবেন। কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে A ক্রোড়পত্রের ৩৯ নং পাঠে কার্য্যাদির রিপোর্ট করিতে হইবে।

অতিরিক্ত কমতি কমিশ্যনর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবার কথা।

যে সকল কর্ম্মচারীর সাক্ষাতে গাঁজা নষ্ট করা হয় তাঁহারা ৩৯ নং পাঠে এই মর্ম্মে সর্ব্বদাই সার্টিফিকেট সংযোগ করিবেন, যে তাঁহারা স্বয়ং অব্যবহার্য্য শ্রেণীভুক্ত গাঁজার ওজন দেখিয়াছেন এবং ঝরতি পড়তি পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তৎসমুদয় রীতিমত নষ্ট করা হইয়াছে।

কালেক্টর সাহেব ৩৯ নং পাঠে জিলার সমস্ত রিপোর্ট কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া সার্টিফিকেট লিখিয়া দিবেন যে যেসকল ভিন্ন২ কর্ম্মচারী গাঁজার মৌজুদ বুঝিয়া লইয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতে আবশ্যক সার্টিফিকেট পাইয়াছেন।

৩৭, ৪০ ও ৪১ নং গাঁজার রেজিষ্টর মৌজুদ বুঝিবার সময় পরীক্ষা করিতে ও গোলাদারের বহীর সহিত মিলাইয়া দেখিতে ও প্রভেদ লিখিতে হইবে। যে কর্ম্মচারী মৌজুদের হিসাব লয়েন তিনি মৌজুদে কত ব্যবহার্য্য ও অব্যবহার্য্য তিন প্রকারের গাঁজা ও ঝরতি পড়তি দেখিয়াছেন তাহা স্পষ্ট করিয়া আপন রিপোর্টে কালেক্টর সাহেবকে জানাইবেন এবং হিসাবে বা মৌজুদে কোন অনৈক্য বা অনিয়ম দেখিলে তাহা লিখিবেন।"

---

৫৫ ধারার শেষবাক্যের পূর্ব্বে এই কথাগুলি দিতে হইবে।—

"আবকারী কর্ম্মচারী সাবধান হইবেন যেন ছাড়পত্রের লিখিত দ্রব্যের অতিরিক্ত গোলা হইতে স্থানান্তরিত না হয়।"

নির্দিষ্ট পাঠে ও রিটর্ণে নিম্নলিখিত সংশোধনগুলি করিতে হইবে।

A ক্রোড়পত্রের ৩৯ নং পাঠে,—

৮ ঘরের শীর্ষক হইতে "গোলার" এই কথা উঠাইয়া দিতে হইবে।

৯ ঘরের প্রথম উপশীর্ষকে "উচ্ছিষ্ট বলিয়া যত নষ্ট করিতে হইবে" এই কথাগুলির পরিবর্ত্তে "যত অব্যবহার্য্য গাঁজা ও ঝরতি পড়তি নষ্ট করা যায়" এই কথাগুলি দিতে হইবে।

৪০ নং রিটর্ণে,—

১ম টেবিলের ঘ শীর্ষকে "কমিশ্যনর সাহেবের অমুক তারিখের এত নং আজ্ঞামতে যে উচ্ছিষ্ট গাঁজা নষ্ট করা যায়" এই২ কথার পরিবর্ত্তে "যত অব্যবহার্য্য গাঁজা ও ঝরতি পড়তি নষ্ট করা যায়" এই কথাগুলি দিতে হইবে। উক্ত টেবিলের ঙ শীর্ষকে "কমিশ্যনর সাহেবের অমুক তারিখের এত নং আজ্ঞামতে যত ঝরতি পড়তি হিসাব হইতে খারিজ করা যায়" এই২ কথার পরিবর্ত্তে "যত কমতি কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদনক্রমে হিসাব হইতে খারিজ করা যায়" এই কথাগুলি দিতে হইবে।

A ক্রোড়পত্রের ৪১ নং পাঠে,—

(১) শীর্ষকে "গত" এই শব্দের পর "মাসের" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "পাক্ষিক রিটর্ণের" এই কথা দিতে হইবে।

(৮) শীর্ষকে "উচ্ছিষ্ট বলিয়া নষ্ট হইল" এই কথার পরিবর্ত্তে "অব্যবহার্য্য ও ঝরতি পড়তি বলিয়া নষ্ট হইল" এই কথাগুলি দিতে হইবে।

(৯) শীর্ষকে "কমিশ্যনর সাহেবের অমুক তারিখের অমুক নং অনুজ্ঞাপত্রক্রমে পড়তি বলিয়া হিসাব হইতে খারিজ করা যায়" এই২ কথার পরিবর্ত্তে "কমতি বলিয়া কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদনক্রমে হিসাব হইতে খারিজ করা যায়" এই কথাগুলি দিতে হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

৮ নম্বর।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পার্শ্বলিখিত যে সকল বিজ্ঞাপন ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৮ ধারামতে ও ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারামতে প্রচারিত হইয়াছে, তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত কথাগুলি বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বালমের ৭ অধ্যায়ে ও ইষ্টাম্প কার্য্য বিভাগের কার্য্যনির্ব্বাহে নিযুক্ত কার্য্যকারকদের উপদেশার্থ বিধিতে যোগ করিতে হইবে।

১৮৮৪ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারির বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ১ম খণ্ডের ২৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারির ৭৮৬ নং।

১৮৮৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ১ম খণ্ডের ১৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারির ৬৯০ নং।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বালমের ৭ অধ্যায়ের ও ইষ্টাম্প কার্য্যকারকদের উপদেশার্থ বিধির C পরিশিষ্টের ১ম টেবিলের শেষে যোগ করিতে হইবে।

যে প্রকারের নিদর্শনপত্র।	ইষ্টাম্প মাসুল ক্ষমা বা কম করা গেল।	যে আইনমতে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই আইন সহিত বিজ্ঞাপনের নম্বর ও তারিখ।
যে সকল স্থলে মুক্ত করণের এই আজ্ঞা না করা গেলে রসীদে ইষ্টাম্প মাসুল লাগিত, সেই সকল স্থলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সেবিংব্যাঙ্কে যাঁহারা টাকা জমা রাখেন ঐ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা বাহির করিয়া লইলে তাঁহাদের কর্ত্তৃক বা তাঁহাদের পক্ষে যে রসীদ দেওয়া হয়।	ক্ষমা করা গেল ...	১৮৮৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারির ৭৮৬ নং। ৮ ধারা।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বালমের ৭ অধ্যায়ের ও ইষ্টাম্প কার্য্যকারকদের উপদেশার্থ বিধির C পরিশিষ্টের ২য় টেবিলে শেষে যোগ করিতে হইবে।

যে প্রকারের নিদর্শনপত্র।	ইষ্টাম্প মাসুল ক্ষমা বা কম করা গেল।	যে আইনমতে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় সেই আইন সহিত বিজ্ঞাপনের নম্বর ও তারিখ।
যে বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী নহে এরূপ কোন বন্দোবস্ত ক্রমে কোন মহালের যে অংশের বার্ষিক রাজস্ব গবর্ণমেণ্টে দিতে হয়, তৎসম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের রেজিষ্টরে পৃথক করিয়া ঐ রাজস্ব ধার্য্য করা গিয়াছে বলিয়া লেখা থাকিলে, ঐ অংশের কোন ভগ্নাংশ দখল পাইবার নিমিত্ত যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার আবেদনপত্র।	এরূপে কমান গিয়াছে যে উক্ত অংশের উপর পৃথক করিয়া ধার্য্য করা রাজস্বের যে ভাগ উক্ত ভগ্নাংশ সম্বন্ধে হারাহারীমতে দেয় হয়, তাহার পাঁচগুণের অধিক হইবে না।	১৮৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারির ৬৯০ নং। ৩৫ ধারা।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., *Bengali Translator.*

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 8, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্তিহার প্রভৃতি।

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা বীরভূম।—জমিদারী বিক্রয় হব ইস্তাহার জেলা বীরভূম।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জিলা বীরভূমের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ১৩ এপ্রেল মোঃ ১২৯১। ৪ বৈশাখ মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিম্নের মতে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ ফেব্রুয়ারি।

তপসীল

শ্রেণী।	ষ্টেটের নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগনা ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	সদরজমা।		বাকী।	মন্তব্য।
প্রথম শ্রেণী	...		১৭ নং পরগণে সাবেক সেরোড়েশ্বর সামিল কগাম।	তিনকড়ি রায় ও গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভেকচন্দ্র চৌধুরী ও মহাতাপচন্দ্র চৌধুরী ও রামদয়াল রায় ও ঈশানচন্দ্র রায় ও নবীনচন্দ্র রায় ও বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় নাবালগ সর্বচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায় ও রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও রামরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় অলিমাতা রামেশ্বরী দেব্যা ও নাবালগ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় অলিমাতা মহামায়ী দেব্যা ও কল্যাণেশ্বরী দেব্যা ও স্বর্ণময়ী দেব্যা ও বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায় ও গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং জুইতা ও ইশাকপুর ও গৌরচন্দ্র চৌধুরী সাং সনপুর রামচরণ চৌধুরী সাং ঐ অখিলমণি দেব্যা অলিমানরে রাজেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাবালগ সাং পারুল্যা ও ব্রজবল্লভ মণ্ডল অলিমাতা মহামায়ী দাসী সাং তিনপাড়া ও গোপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও লক্ষেশ্বরী দেব্যা অলিমানরে কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় নাবালগ সাং কুণ্ডলা উদয়চন্দ্র চৌধুরী সাং সনপুর কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় সাং কুণ্ডলা ও রাধাবল্লভ মণ্ডল অলিমাতা মহামায়ী দাস্যা সাং তিনপাড়া ও মুন্সী জেনর রহমন সাং তালেবপুর ও আকফজুরত মতেলিস্নে মুকাতেলমেছা বিবি সাং ঐ বীরেশ্বর ওরফে নরেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সাং পারুল ও তারাসুন্দরী দেব্যা সাং পারুল ও গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং ঐ মোক্ষদা সুন্দরী দেব্যা সাং ঐ গোপেশচন্দ্র রায় নাবালগ গিরি-	১৭১৮২৸/০ ২ নং পৃথক হিসাব রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ কোঙর শরৎচন্দ্র সিংহ কোঙর ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ শ্রীশচন্দ্র সিংহ নাবালগ এক্জিকিউটর রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ কোঙর শরৎচন্দ্র সিংহ কোঙর ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ। ৩০নং গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় ও কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় লক্ষেশ্বরী দেব্যা অলি মানরে নাবালগ কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় ও গোপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় করুণাসিন্ধু মুখোপাধ্যায় নবদ্বীপেন্দু মুখোপাধ্যায় কৃপাসিন্ধু মুখোপাধ্যায়। ৪৬নং রাধাবল্লভ মণ্ডল ও ব্রজবল্লভ মণ্ডল নাবালগ অলিমাতা মহামায়ী দাসী। ৪৯নং হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... ৫২নং রামদয়াল চট্টোপাধ্যায় ও ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় কল্যাণেশ্বরী দেব্যা স্বর্ণময়ী দেব্যা বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায় গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	 ৯২০৭।০ ৪৬৪৫।০ ২৯১।০৬ ২০২৸৶ ৫৪০৲৩	৩৭।।৶০	একমালী সদর জমা ৩৩৩৲৬৸ টাকা নিলাম হইবেক।

প্রথম শ্রেণী।	(ষ্টেটের নম্বর।)	(তৌজির নম্বর।)	পরগণা ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	নম্বর জমা।	বাকী।	মন্তব্য।
				ও করালী দাস ঘোষাল নাঃ ইম্মাস শ্রীশ্রী৺ গোপালদেব জিউ ঠাকুরের সেবাইত রুক্মীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও ভোমনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় না বালকের অভিভাবিকা কুসুমারাণী দেব্যা নাঃ রামনগর সুভদ্রা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় গোপালচন্দ্র মণ্ডল অভিভাবক তরফে মধুসূদন মণ্ডল নাবালক নাঃ তিনটিকুড়ি।	২১৬ নং সুভদ্রাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ... ৩০৪৫।১০৸ ৩৬১ নং শ্রীশ্রী৺ গোপালজিউ ঠাকুরের সেবাইত ভোমনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাবালকের অভিভাবিকা কুসুমারাণী দেব্যা। ১৫২৶০ ৩৬২ নং শ্রীশ্রী৺ গোপাল জিউ ঠাকুরের সেবাইত রুক্মীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ১৫২৶০ ৩৩১৯॥৶৭॥ দেওয়ার ... ৪৭৪॥৶৪॥		
প্রথমশ্রেণী	...	১০৩নং	পঃ ঘটজা মাট-খন্যা।	রাজেন্দ্রনারায়ণ ধর ও বিনোদচন্দ্র ধর ও তেরাজ খাড়ওয়ারি গঙ্গানারায়ণ সেন ও গণেশচন্দ্র সেন ও গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় মাধবচন্দ্র মিস্ত্রী দীনবন্ধু সেন ও দোলগোবিন্দ ধর ও বর্দ্ধনী দাস্যা ও যশোদাসুন্দরী দাস্যা নাঃ কড়িয়া।	২৬৮০৶০	৩।৴৬	যোল আনাবকায় নিলাম হইবে।
ঐ	...	১০৭নং	পঃ আকবরশাহী মাটপুর।	মুক্তকেশী দেব্যা ও মুক্তকেশী দেব্যা অভি মাদরে-নাবালগ পুলিনবেহারী মুখোপাধ্যায় নাঃ কেমুলী দিনতারিনী দেব্যা অভি মাদরে নাবালগ ব্রজরাখালমুখোপাধ্যায় নাঃ ঐ সূর্য্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নাঃ ঐ ও বিন্দুবাসিনী দেব্যা বিরজুম মুখোপাধ্যায় নাঃ ঐ স্বর্ণনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও নরোত্তমনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মনোমোহিনী দেব্যা নাঃ কেমুলী যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় নাঃ বাজিতপুর ও মহেন্দ্রনারায়ণ রায় মুক্তকেশী দেব্যা নাঃ ঐ	১১৭৬৮৶০ বাদ পৃথক হিঃ ২৮৪নং স্বর্ণনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ২২০॥৶৫। ২৮৫ নং নরোত্তমনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ... ২২০॥৶৫। ৪৪১।১০॥ বাকী ... ৭৩৪॥১॥	১।৶৬	এজমালী নম্বর জমা ৭৩৪॥১॥ টাকা নিলাম হইবে।
ঐ	...	১৪২নং	পঃ ঘটজা মান-বেড়া।	সেখ বিবি ও মর্দ্দন খাঁ ও মমন খাঁ নাঃ ভবানিয়া মর্দ্দন বিবি নাঃ সেকেন্দরপুর নুরমেহা বিবি নাঃ জমা মিয়া জেলা গাজিপুর ৺খেলতচন্দ্র ঘোষের ষ্টেটের এডমিনিষ্ট্রেটর কৃষ্ণমোহিনী দাস্যা নাঃ কলিকাতা পাথুরেঘাটা, বক্কেরি বিবি।	৪৮০॥০৯ ২৯ নং গোলেম হৈয়ার খাঁ ওরফে মর্দ্দন খাঁ। মহম্মদইয়াকুব খাঁ ওরফে মমনখাঁ। ১৪৭৴৯ দেওয়ার ... ৩৩০॥৩	৪৯৸০	এজমালী অংশের নম্বর জমা ৩৩০॥৩ টাকা নিলাম হইবে।

[Government Gazette, 8th April 1884.]

ঐ	...	১১৭নং	পঃ খটঙ্গা সাউ সেমুলা।	বক্সাঁরি বিবি ও মেহ বিবি সাং জমনিয়া জেলা গাজিপুর ও বর্ম্মন খাঁ ও বর্ম্মন খাঁ সাং ঐ মাখন বিবি সাং সেরেকন্দরপুর ও মুরজেহা বিবি সাং জামদিয়া।	বাদ পৃথক হিঃ ২৮ নং যোগেন ইয়ার খাঁ ওরফে বর্ম্মন খাঁ মহাম্মদ ইয়াকুব খাঁ ওরফে বর্ম্মন খাঁ সেওয়ায় ... ৪৭৩।/০	২৬৩।৸০ ২০৯।৷৵	৪২৭	একজাই জমায় মহর জমা ২০৯।৷৶ টাকা নিলাম হইবেক।
ঐ	...	২১৩নং	পঃ কুতবপুর নারিজা মগঃ।	দীনবন্ধু রায় সাং ব্রাহ্মণপাড়া ও দীনবন্ধু পরামানীক সাং নাহাপুর ও যোগেন্দ্রলাল রায় সাং ঝিকিগাছা রাধাবল্লভ দাস সাং ঐ রাধারমণ দাস সাং ঐ গঙ্গানারাণ দাস সাং ঐ।	৫৬৪৷৶		।৵১০	যোল আনা নাহক নিলাম হইবেক।
ঐ	...	২৩৬নং	পঃ খটঙ্গা বিশাইপুর।	রাধামাধব চৌধুরী সাং বগরা রাধিকাসুন্দরী দেব্যা অলা আজ ওরফে নাবালক পুত্র রমেশচন্দ্র চৌধুরী সাং ঐ কুলদাসুন্দরী দেব্যা অলি মতা জানবে নাবালক হরিশ রায় সাং বগরা জয়কৃষ্ণ রায় সাং ঐ ঈশানচন্দ্র রায় সাং ঐ রামধন রায় সাং ঐ রাধবেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সাং দক্ষিণগ্রাম ও শ্রীমতী ভগবতী দাসী সাং রাজনগর মাতঙ্গিনী দেব্যা সাং বিষ্ণুপুর সর্ব্বময়ী দেব্যা সাং বগরা ডিঃ রামপুরহাট।	১১৪০৷৶		৵১০	ঐ
ঐ	...	৪৭১নং	পঃ আকবরশাহী ধরমবাড়ী।	মহেন্দ্রনারায়ণ রায় সাং বাসিদপুর ও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় নধমি বিবি সাং সেরেকন্দা আজমতমেহা ওরফে অন্নারাখা বিবি সাং ঐ নিলমাধব রায় সাং বাসিদপুর ও ভেঙ্কচন্দ্র চৌধুরী সাং গণপুর মহাতাপচন্দ্র চৌধুরী সাং ঐ মহমউদ্দিন মাহাম্মদ সাং সেরেকন্দা ও গৌরচন্দ্র চৌধুরী সাং গণপুর রাইচরণ চৌধুরী সাং ঐ উদয়চন্দ্র চৌধুরী সাং ঐ শিবসুন্দরী দেব্যা সাং বাসিদপুর ও বেণীমাধব রায় সাং ঐ মানিক সেক নখিচরণ গুপ্ত ও কালিদাস বৈরাগ্য ও অন্নজাজাম নকিবা বিবি।	৫১৮৭		৩।।০	ঐ
ঐ	...	৬৫২নং	পঃ মওরামগর ৬৫২ নং পকহর মংগ্রামপুর।	হবিবমেহা বিবি সাং মালার ডিঃ ভরথপুর ...	১১৫৬৷৶		৬৩৯।৩	ঐ

BEERBHOOM COLLECTORATE, The 4th March 1884.

W. FIDDIAN, Offg. Collector.

জেলা বগুড়া।

জেলা বগুড়ার কালেক্টরি।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা বগুড়ার মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারী এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৮ এপ্রেল তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে।

তৌজির নম্বর ও মহালের নাম	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
নং ১০। ১১ তঃ বেহার পঃ সেন বর্ষ।	তাহেরআলী, আবিরন্নেছা বিবি সৈয়দালী তরিফন্নেছা বিবি, রাধারমণ চন্দ্রকিশোর ও কালীকিশোর মুন্সী লাল সিংহ স্বয়ং অলী পক্ষে চুণিলাল পান্নালাল ও অক্ষয় সিংহ নাবালগ মতিলাল হিরালাল সিংহ প্যারীসুন্দরী দাস্যা মহিমচন্দ্র সাহা দিগম্বর সাহা রামসুন্দরী দাস্যা মাদরে অলীপক্ষে গৌরগোবিন্দ ও শ্রীগোবিন্দ সাহা নাবালক বনওয়ারিলাল ও মুকুন্দলাল সাহা রাধিকামোহন সাহা ও মফিজউদ্দিন খন্দকার ও শ্রীনাথ বৈষ্ণব ওছিপক্ষে সৈয়দমাজ্জম হোসেন চৌধুরী ও সৈয়দয়ালী তহুরন্নেছা বিবি স্বয়ং ও ওছীপক্ষে আলতাপন্নেছা বিবি নাবালগ মতউল্লা।	৬৭৩৭৷৵১১৷	৪৮৷৶৵	এই মহালে চিহ্নিত ॥০ আনা অংশের ৩২৬৮॥৴৯৸ পাই সদর জমার তাহেরআলী মিঞা, সৈয়দালী তহুরন্নেছা বিবি চৌধুরাণী ওছিপক্ষে আলতাফন্নেছা বিবি নাবালগ মতউল্লা ও মফিজউদ্দিন খন্দকার ও শ্রীনাথ বৈষ্ণব ওছিপক্ষে সৈয়দ মাজ্জম হোসেন চৌধুরী নামে যে হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে ৩২৬৮।।/১১।। পাই সদর জমার অংশ নিলাম হইবে।
নং ১১। ১৪ তঃ পাওগাছ পঃ সেনবর্ষ।	মহনজিমদ্দি আবুল হোসেন গয়রহ...	৪১৯৪৷৶৬৷	১৩৶১০	এই মহাল ছালেমা তৈয়্যেবুন্নেছা বিবি প্রভৃতি নামে ২১৩১৸৴৩।। পাই সদর জমার যে ১০ টি হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে নিম্নলিখিত অংশ নিলাম হইবে।
নং ১১। ১৪ তঃ পাওগাছ পঃ সেনবর্ষ।	সোনাউল্লা ও জহরুদ্দি মণ্ডল কলীমদ্দিন চৌধুরী তমিজন্নেছা বিবি সোনাউল্লা সাহা নুরন্নেছা বিবি আয়মাখাতুন করিমন্নেছা বিবি স্বয়ং অছিপক্ষে বছিরন্নেছা বিবি মহম্মদ আছাদ চৌধুরী মহম্মদ আব্দুলকরিম সাহ নজিম মদ্দিন আবুলহোসেন চৌধুরী।	২০৬১৷৷৶২৸	১৩৶১০	

MOHENDRA NATH BHATTACHARGEE,

Deputy Collector in charge, for Collector.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., L.L.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-ল ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট-কমিশানের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌন্টান্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৵০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

NOTICE.

The 21*st February* 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 8th April* 1884.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে:—

মফঃসলে।

				টাকা	
সম্পূর্ণ গেজেট	...	...	বৎসর	১৫৲	
ডাকমাশুল	...	...	„	২।০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	...		৪৲	
ডাকমাশুল	...	...	„	১৲	
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য ..		...		।০	
ডাকমাশুল	...	...		৵০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য) ...		...		৵০	৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠাপ্রতি আর এক২ আনা।
ডাকমাশুল	...	...		৵০	

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. Bolton,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

Note—*Rates for Advertisements in the* Calcutta Gazette.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half „	10

Casual advertisements.—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৴০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

বক্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই :—				টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	...	...	...	২০৲
আধ পৃষ্ঠা „ „	...	...	...	১০৲
কখনং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি		...	...	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড ওয়েষ্ট টৌনহালের ভাতারস্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[*Government Gazette, 8th April* 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুত এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 227—4-4-84—800

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY. APRIL 15, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1888A.

GENERAL.—*The 2nd April* 1884.—The services of Lieutenant W. C. W. Rawlinson, 2nd Battalion Lincolnshire Regiment, extra Aide-de-Camp on the Personal Staff of the Lieutenant-Governor of Bengal, are replaced at the disposal of the Government of India, in the Military Department.

The 4th April 1884.—In modification of the order of the 4th ultimo, Mr. J. G. Charles, Officiating Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, is appointed to act as District and Sessions Judge, Rajshahye, during the absence, on deputation, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders, with effect from the date on which he was relieved of the former appointment by Mr. W. Macpherson.

Baboo Umesh Chunder Batabyal, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Tumlook, Midnapore, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that sub-division.

Mr. E. E. Lowis, Commissioner of the Chittagong Division, is allowed leave for two months and twenty-one days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 8th May next, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. H. J. S. Cotton, Secretary to the Board of Revenue, is appointed to act as Commissioner of the Chittagong Division, during the absence, on leave, of Mr. E. E. Lowis, or until further orders.

Mr. W. H. Grimley, Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is appointed to act as Secretary to the Board of Revenue, during the absence, on deputation, of Mr. H. J. S. Cotton, or until further orders.

Mr. F. H. B. Skrine, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is appointed to act as Magistrate and Deputy Collector of Howrah, during the absence, on deputation, of Mr. W. H. Grimley, or until further orders.

The 7th April 1884.—Baboo Issur Chunder Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is transferred to the sudder station of the 24-Pergunnahs district.

Mr. J. B. Worgan, Officiating District and Sessions Judge, Cuttack, is allowed privilege leave for two months, under the note under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 15th instant.

Mr. H. Gillon, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is appointed to act as District and Sessions Judge, Cuttack, during the absence, on leave, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders.

Mr. J. Boxwell, Officiating Magistrate and Collector, Gya, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th instant.

Mr. H. J. H. Fasson, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Mozufferpore, is appointed to act as Magistrate and Collector of Gya, during the absence, on leave, of Mr. J. Boxwell, or until further orders.

Mr. T. D. Beighton, Officiating District and Sessions Judge, Burdwan, is appointed to act as District and Sessions Judge, Patna, during the absence, on leave, of Mr. H. Beveridge, or until further orders.

Mr. S. H. C. Tayler, District and Sessions Judge, Beerbhoom, is appointed to act as District and Sessions Judge, Burdwan, during the absence, on deputation, of Mr. T. Smith, or until further orders.

[*Government Gazette, 15th April* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

১৮৮৮ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—লিনকনশেয়ার রেজিমেণ্টের দ্বিতীয় বাটেলিয়নের লেপ্টেনেণ্ট ও বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের স্বকীয় দলের অতিরিক্ত মোসাহেব শ্রীযুক্ত ডবলিউ, সি, ডবলিউ রালিন্সন সাহেব মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে পুনঃ সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৪ আপ্রিল।—গত মাসের ৪ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত জে, বি, ওয়ার্গন্ সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগণার ও হুগলীর একটিং আডিশ্যনল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুক্ত জে, কি, চার্লস সাহেব স্বীয় কর্ম্মের ভার শ্রীযুক্ত ডবলিউ মাকফরসন সাহেবের প্রতি অর্পণ করিবার তারিখ অবধি রাজশাহীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মেদনীপুরের অন্তর্গত তমলুকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল উক্ত মহকুমায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশনর শ্রীযুক্ত ই, ই, লৌইস সাহেব আগামি মে মাসের ৮ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখ ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস একুশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত ই, ই, লৌইস সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত এচ, জে, এস, কটন সাহেব চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশ্যনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত এচ, জে, এস, কটন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ, এচ, গ্রিমলী সাহেব রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত ডবলিউ, এচ, গ্রিমলী সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাবড়ার কিয়ৎকালীন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ, এচ, বি, স্ক্রাইন্ সাহেব হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।—হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ২৪ পরগনা জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

কটকের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুক্ত জে, বি, ওয়ার্গন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারার ২ প্রকরণের মন্তব্যমতে এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি দুই মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, বি, ওয়ার্গন সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শাহাবাদের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ, গিলন সাহেব কটকের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

গয়ার একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে, বক্সওয়েল সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, বক্সওয়েল সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মজফরপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ, জে, এচ, কাসল সাহেব গয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এচ, বেবরিজ সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বর্দ্ধমানের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুক্ত টি, ডি, বেটন সাহেব পাবনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত টি, স্মিথ সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বীরভূমের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুক্ত এস, এচ, সি, টেলর সাহেব বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আপ্রিল।]

Mr. B. L. Gupta (Barrister-at-Law), Presidency Magistrate, Calcutta, is appointed to act as District and Sessions Judge, Beerbhoom, during the absence, on deputation, of Mr. S. H. C. Tayler, or until further orders.

Moulvie Syud Ameer Hossein, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Presidency Magistrate, Calcutta, during the absence, on deputation, of Mr. B. L. Gupta, or until further orders.

POLICE.—*The 3rd April* 1884.—Colonel C. T. Hitchins, late District Superintendent of Police, Cuttack, was on leave, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, from the 5th to the 26th ultimo, both days inclusive.

The 4th April 1884.—Mr. W. D. Pratt, District Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 13th proximo.

Mr. J. A. P. Sneyd, Assistant Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as District Superintendent of Police of that district, during the absence, on leave, of Mr. W. D. Pratt, or until further orders.

Colonel W. Gordon, District Superintendent of Police, Howrah, is allowed leave for six months, under Rule XXV, appendix C1 of the Military Furlough Rules of 1868, with effect from the 1st proximo.

Mr. P. A. Sandilands, Assistant Superintendent of Police, Howrah, is appointed to act as District Superintendent of Police, Howrah, during the absence, on leave, of Colonel W. Gordon, or until further orders.

REGISTRATION.—*The 3rd April* 1884.—Pundit Debi Prosad, Special Sub-Registrar of Chupra, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 20th instant.

OPIUM.—*The 3rd April* 1884.—The orders of the 9th February 1884, published in the *Calcutta Gazette* of the 27th idem, granting three months' privilege leave to Mr. J. D. Savi, Sub-Deputy Opium Agent, Tehta, Behar Agency, and appointing Mr. H. F. Drummond, to act for him, are cancelled.

MEDICAL.—*The 3rd April* 1884.—Baboo Otool Chunder Chuckerbutty is appointed to be a member of, and Assistant Secretary to, the committee for the management of the Bundipore Dispensary in the Serampore sub-division of the Hooghly district, *vice* Baboo Rammoy Roy, deceased.

The following gentlemen are appointed to be members of the committee for the management of the charitable dispensary at Bhola, in the district of Backergunge :—

Baboo Hemango Chandra Bose, First Munsif.
,, Radha Charan Roy, Second Munsif.
,, Raj Chandra Roy, Police Inspector.
Moulvi Abdus Salem, Rural Sub-Registrar.
Baboo Ananda Chandra Chatterjee, Sub-Divisional Head Clerk.
Munshi Alimuddeen, Mukhtear.
Baboo Ishan Chandra Banerjee, Pleader.
,, Mohini Mohan Bagchi, Overseer.

FORESTS.—*The 8th April* 1884.—Mr. W. M. Green, Officiating Deputy Conservator of Forests, Chittagong Division, is granted three days' privilege leave, in extension of the one month granted to him on the 15th January 1884.

MUNICIPAL.—*The 29th March* 1884.—Baboo Trigunanund Upadhya is appointed to be a Commissioner of the Chupra Municipality in the district of Sarun.

[*Government Gazette, 15th April* 1884.]

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত এস, এচ, সি, টেলর সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট, (বারিষ্টার-আট-ল,) শ্রীযুক্ত বি, এল, গুপ্ত, বীরভূমের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত বি, এল, গুপ্তের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ আমির হুসেন কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।—কটকের পোলীসের ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত সি, টি, হিগিন্স সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে গত মাসের ৫ তারিখ অবধি ২৬ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী লইয়াছিলেন।

১৮৮৪ সাল ৪ আপ্রিল।—২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, ডি, প্রাট সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আগামি মাসের ১৩ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ, ডি, প্রাট সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা হয়, ২৪ পরগনার পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে, এ, সি, হাইড সাহেব উক্ত জিলার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

হাবড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত ডবলিউ, গর্ডন সাহেব ১৮৬৮ সালের মিলিটারী নিয়মিত ছুটীর বিধির C১ পরিশিষ্ট পত্রের ২৫ ধারামতে আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি ছয় মাসের ছুটী পাইলেন।

কর্ণেল শ্রীযুত ডবলিউ, গর্ডন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাবড়ার পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত পি, এ, ম্যাগনাগন সাহেব হাবড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।—ছাপরার বিশেষ সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন।

আফীন বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।—বিহার এজেন্সীর অন্তর্গত তেজভার আফীনের সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত জে, ডি, সার্বি সাহেবকে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী দেওন এবং শ্রীযুত এচ, এম, ড্রামণ্ড সাহেবকে তাঁহার কর্ম্ম করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারির যে আজ্ঞা গত আপ্রিল মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা রহিত করা গেল।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—বাবু রামময় রায়ের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুত বাবু অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হুগলী জিলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মহকুমার শামিল বদ্দিপুর ঔষধালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক কামিটীর মেম্বর ও আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত ভোলার দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

প্রথম মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু হেমাঙ্গচন্দ্র বসু।

দ্বিতীয় মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু রাধাচরণ রায়।

পোলীসের ইনিস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র রায়।

গ্রাম্য সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত মৌলবী আবদুল সালেম।

মহকুমার হেড ক্লার্ক শ্রীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মোক্তার শ্রীযুত মুন্‌শী আলিমদ্দীন।

উকীল শ্রীযুত বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওবরসিয়র শ্রীযুত বাবু মোহিনীমোহন বাগ্‌চী।

বন বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল।—চট্টগ্রাম খণ্ডের একটিং ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত ডবলিউ এম, গ্রীন সাহেব ১৮৮৩ সালের ১৫ জানুয়ারিতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৯ মার্চ্চ।—শ্রীযুত বাবু ত্রিগুণানন্দ উপাধ্যায় সারণ জিলার অন্তর্গত ছাপরা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আপ্রিল।]

The 31*st March* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Soory Municipality of Baboo Modon Gopal Singha to be their Vice-Chairman.

Baboo Loke Nanth Chuckerbutty, Second Master, Rajshahye Collegiate School, is appointed to be a Commissioner of the Rampore Beauleah Municipality.

The 1*st April* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Nussirabad Municipality, in the district of Mymensingh, of Baboo Chandrakanta Ghosh to be their Vice-Chairman.

The 3*rd April* 1884.—The following gentlemen are re-appointed to be Commissioner of the Hooghly and Chinsurah Municipality :—

Baboo Akhoy Chandra Sircar.
,, Soobul Chandra Mullic.
,, Mohendra Chandra Mittra.
,, Jadu Nath Set.
Prince Mahomed Amiruddin.
Baboo Dwarka Nath Chuckerbutty.
,, Lal Behary Dutt.
,, Nemye Chand Sil.

ROAD CESS.—*The* 31*st March* 1884.—Mr. A. Boroonh, Joint-Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be Vice-Chairman of the Jessore District Road Committee, *vice* Baboo Saroda Prosad Sarkar, Deputy Magistrate.

Assistant Surgeon Abhoy Kumar Sen, in charge of the sub-divisional dispensary at Cox's Bazar, in the district of Chittagong, is appointed to be Vice-Chairman of the Branch Road Committee at that place.

Baboo Annada Prasad Sen is appointed to be a member of the Rungpore District Road Committee, *vice* Baboo Bhuban Mohun Roy Chowdhuri.

Mr. H. Lee is re-appointed to be Vice-Chairman of the Sarun District Road Committee.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 29*th March* 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Pooree Lodging-house Committee for the year 1884-85 :—

Mr. W. D. Abercrombie, Assistant Superintendent in charge of District Police.
Baboo Kedarnath Biswas, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector.
,, Soshodhar Roy, Head Master of the Zillah School.
,, Ramchand Addya.
,, Tarakant Bidyasagar.
,, Harish Chunder Ghose.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 26*th March* 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws which have been framed by the District Road Committee of Dacca, under section 180 of the Cess Act, 1880, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification in the *Calcutta Gazette*.

1. Whoever encroaches on or damages any part of a district road by cultivating crops or otherwise, and the owner of any cattle found grazing within the boundaries of any such road, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

2. Whoever, without the special permission of the Chairman or Vice-Chairman of the Road Committee, causes an obstruction to the traffic on any district road by cutting the same, wholly or partially, for purposes of the irrigation or drainage of adjacen lands, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

[*Government Gazette,* 15*th April* 1884.]

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—শিউড়ী মুনিসিপালিটীর কমিশানরেরা শ্রীযুত বাবু মদনগোপাল সিংহকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

রাজশাহী কলেজিয়ট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুত বাবু লোকনাথ চক্রবর্ত্তী রামপুর বোয়ালিয়া মুনিসিপালিটীর কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নসিরাবাদ মুনিসিপালিটীর কমিশানরেরা শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হুগলী ও চুঁচড়া মুনিসিপালিটীর কমিশানরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার।
,, ,, সুরেশচন্দ্র মল্লিক।
,, ,, মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।
,, ,, যদুনাথ শেট।

শ্রীযুত শাহজাদা মহম্মদ আমিরুদ্দীন।
,, বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী।
,, ,, লালবিহারী দত্ত।
,, ,, নিমাইচাঁদ শীল।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ সরকারের পরিবর্ত্তে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এ, বড়ুয়া যশোহর জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত কক্সবাজার মহকুমার ঔষধালয়ের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিস্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার সেন উক্ত স্থানের শাখা পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন রায় চৌধুরীর পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেন রঙ্গপুর জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এচ, লী সাহেব সারণ জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

এচ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৯ মার্চ্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৮৪-৮৫ সালের নিমিত্ত পুরীর বাসাবাড়ী কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডিষ্ট্রিক্ট পোলীসের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিস্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, ডি, আরবুথ্নট সাহেব।
কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ বিশ্বাস।
জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু শশধর রায়।
শ্রীযুত বাবু রামচাঁদ আঢ্য।
,, ,, তারাকান্ত বিদ্যাসাগর।
,, ,, হরিশ্চন্দ্র ঘোষ।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ্চ।—সাধারণের অবগত্যর্থে এদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ঢাকা জিলার পথকমিটী করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে নিম্নলিখিত যে উপবিধি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তি-যুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সেই উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিলেন।

১। কোন ব্যক্তি জিলার পথের কোন অংশে শস্য বুনিয়া বা প্রকারান্তরে তাহা চাপিয়া লইলে বা তাহার হানি করিলে তাহার ও উক্ত পথের সীমার মধ্যে গবাদি চরিতেছে দেখা গেলে তৎস্বামির ১০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২। কোন ব্যক্তি পথ কমিটীর সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতির বিশেষ অনুমতি বিনা নিকটস্থ জমিতে জল সেঁচিবার বা জলনালা করিবার জন্যে জিলার পথের সমুদয় বা কতক অংশ কাটিয়া বাণিজ্য কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইলে তাহার ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আপ্রিল।]

3. Whoever wilfully causes the destruction and removal of, or damage to, any tree planted on a district road, or to any gabion erected for the protection of the same, or whoever removes any post erected on a district road, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

4. Whoever encroaches on any village road which has been constructed or repaired by the District or the Branch Road Committee from the District Road Fund, by fencing upon or cutting the sides or otherwise, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

5. During the course of repairing any road it shall be lawful for the person in charge of such repairs to forbid traffic from passing over such portion of the roadway as is undergoing repair, provided he leaves some portion of the roadway over which traffic and carts can pass. Whoever wilfully disobeys any such order shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

6. Whoever obstructs or fills up any portion or the whole of any *khall*, channel, or watercourse of the District Committee, by raising any *bund* for the purpose of catching fish, or for any other object, or by throwing into it any cow-dung, mud, sweepings or any other substance, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th March 1884.—Whereas a notice was published at page 215, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 23rd January 1884, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the following bye-law framed by the District Road Committee of Shahabad under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objection has been raised to the said bye-law, it is now notified that the bye-law is confirmed.

Whoever being in possession of or having control over any plants, trees or hedges obstructing, overhanging, or overshadowing any road, and being required by a notice in writing signed by the Chairman or Vice-Chairman of the District Road Committee or any Branch Committee to cut down, prune or trim such plants, trees or hedges, shall neglect or omit to comply with such requisition within the period therein prescribed, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to further fine not exceeding Rs. 2 for each day after the imposition of a fine under this bye-law until the requisition is complied with.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th March 1884.—It is hereby notified for general information that in the exercise of the power conferred on him by section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor directs that the ferry over the river Katjooree, at Joypur, in the district of Cuttuck, be struck out of the list of public ferries.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th March 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Pooree Municipality, made at a meeting, and in the exercise of the powers conferred on him by section 13 of Act V (B.C.) of 1876, to include within the limits of the Pooree Municipality the places named Matiapara and Mahantsahi, unless good reasons be shown to

৩। কোন ব্যক্তি জিলার পথে রোপিত কোন গাছ, কিম্বা তাহা রক্ষার্থ কোন বের ইচ্ছাপূর্ব্বক নষ্ট বা স্থানান্তর করিলে বা তাহার ক্ষতি করিলে কিম্বা জিলার পথে প্রস্তুত কোন স্তম্ভ সরাইলে, তাহার ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। ডিষ্ট্রিক্ট রোড ফণ্ড হইতে জিলার বা শাখা পথ কমিটীর দ্বারা প্রস্তুত বা মেরামত করা কোন গ্রাম্য পথ কোন ব্যক্তি বেড়া দিয়া কিম্বা তাহার পার্শ্ব কাটিয়া বা প্রকারান্তরে চাপিয়া লইলে তাহার ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৫। কোন পথ মেরামৎ করিবার সময়ে যে ব্যক্তি মেরামৎ করিবার ভার পান তিনি যে অংশ মেরামৎ হইতেছে সেই অংশের উপর দিয়া বাণিজ্য কার্য্যচলন নিষেধ করিতে পারিবেন কিন্তু ঐ পথের কিয়দংশ দিয়া বাণিজ্য কর্য্য ও গরুর গাড়ী চলিবার স্থান রাখিবেন। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই রূপ কোন আজ্ঞা অমান্য করিলে তাহার ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৬। কোন ব্যক্তি মাছ ধরিবার কিম্বা অন্য কোন অভিপ্রায়ের নিমিত্ত বাঁধ দিয়া কিম্বা গোবর, কাদা, ঝাটনী কিম্বা অন্য কোন দ্রব্য ফেলাইয়া জিলার কমিটীর কোন খালের, খাড়ির, বা জলস্রোতের কোন অংশ বা সমুদয়ের বাধা জন্মাইলে কিম্বা তাহা পূর্ণ করিলে তাহার ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ্চ।—কর বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে শাহাবাদ জিলার পথকমিটীর প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ২৩ জানুয়ারির কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ২১৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে এইক্ষণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, উক্ত উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোন পথ অবরোধকারী বা তাহার উপর ঝুলিয়া পড়া বা তদাচ্ছাদনকারী কোন চারার, বৃক্ষের বা বেড়ার দখলীকারের কিম্বা তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব থাকা কোন ব্যক্তির প্রতি জিলার পথ কমিটীর বা কোন শাখা কমিটীর সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির স্বাক্ষরিত লিখিত নোটিস দিয়া সেই চারা বা বৃক্ষ বা বেড়া কাটিবার, ছাটিবার বা বা ঝুড়িবার আদেশ করা গেলে তিনি নোটিসের লিখিত নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ আদেশমত কার্য্য করিতে শৈথিল্য বা ত্রুটি করিলে তাহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে এবং এই উপবিধিমতে অর্থদণ্ড ধার্য্য হইলে পর ঐ আদেশমত কর্ম্ম না করণ পর্য্যন্ত দিন প্রতি আর ২৲ দুই টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ্চ।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ৩ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি কটক জিলার অন্তর্গত জয়পুরস্থ কাটজুরি নদীর খেয়াঘাট রাজকীয় খেয়াঘাটের নির্ঘণ্টপত্র হইতে উঠাইয়া দিবার আদেশ করিলেন।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ্চ।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, পুরী মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে উক্ত মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশানরদের অনুরোধক্রমে এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১৩ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১২ আপ্রিল।]

the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the Municipality. The places so to be united are bounded as follows:—

On the north by Ticarpara;
On the south by Goondichabari and Balukhund;
On the east by Hulhulia road and Luskurpatna; and
On the west by Koomharpara.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31*st March* 1884.—Whereas a notification dated the 18th December 1883, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Act V (B.C.) of 1880, to the thanas named in the margin, in the district of Tipperah, was published at page 1312, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 26th idem, and whereas no objection has been raised to the proposed extension of the Act to the thanas named, within six weeks from the date of the publication of the said notification, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of the said Act the Lieutenant-Governor extends the provisions of the Act to the thanas named.

Brahmanbaria.
Nobinagore.
Moradnagar.
Kotwali.
Chandoona.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31*st March* 1884.—Whereas a notification, dated the 15th January 1884, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of sections 235 to 277 of Act V (B.C.) of 1876 to the Bhuddessur Municipality, was published at page 194, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 16th idem, and whereas no objection has been raised to the proposal, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 234 of the Act, the Lieutenant-Governor, on the recommendation of the Commissioners of the Bhuddessur Municipality, sanctions the extension of the provisions of sections 235 to 277 of the Act to that municipality.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31*st March* 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a dry earth shed in mohullah Chowdhry Gully, pergunnah Azimabad, in the district of Patna, it is hereby declared that for the above purpose land measuring, more or less, 15 cottahs 2 dhoors and 15 dhoorkees of local measurement is required.

The land is bounded on the north by the land and house of Saligram and the house of Gopeenath; on the south by a lane; on the east by the house of Gunpot and the land of Saligram, and on the west by an old Baoli of Baboo Boijnath.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land is filed in the office of the Commissioners for public inspection.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31*st March* 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for widening the Hurnaliatolah Lane in the city of Patna,

কার্য্য করিয়া তিনি মাটিয়াপাড়া ও বহুতগাহী নামক স্থান পুরী মুনিসিপালিটীর মধ্যে ধরিবার কল্পনা করিয়াছেন। যেই স্থান উক্ত রূপে সংযোগ করা যাইবে তাহার সীমা এই;—

উত্তর সীমা।—টিকাপাড়া;
দক্ষিণ সীমা।—গুণ্ডিচাবাড়ী ও বালুখণ্ড;
পূর্ব্ব সীমা।—হলহলিয়া পথ ও লক্ষরপড়মা; এবং
পশ্চিম সীমা।—কুমারপাড়া।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত পার্শ্বলিখিত কএক থানায় ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বরের এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ২৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৩১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও, উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি উক্ত কএক থানায় উক্ত আইন প্রচলিত করণের প্রস্তাব সম্বন্ধে ছয় সপ্তাহের মধ্যে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকরিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত কএক থানায় প্রচলিত করিলেন।

ব্রাহ্মণবেড়িয়া।
নবিনগর।
মোরাদনগর।
কোতয়ালী।
চান্দিনা।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—ভদ্রেশ্বর মুনিসিপালিটীতে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৩৫ অবধি ২৭৭ পর্য্যন্ত ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারির এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৯৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ২৩৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকরিয়া তিনি ভদ্রেশ্বর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের অনুরোধক্রমে উক্ত মুনিসিপালিটীতে উক্ত আইনের ২৩৫ অবধি ২৭৭ পর্য্যন্ত ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অনুমতি দিলেন।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগণার চৌধুরি গলী মহল্লার শুষ্ক মাটির শেড প্রস্তুত করণার্থে পাটনা মুনসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত স্থানীয়মাপের ন্যূনাধিক ৮০ কাঠা ২ ধুর ও ১৫ ধুরকী পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমির উত্তর সীমা শালি গ্রামের জমি ও বাড়ী, এবং গোপীনাথের বাড়ী, দক্ষিণ সীমা গলী পথ, পূর্ব্ব সীমা গণপতের বাড়ী ও শালি গ্রামের জমি, এবং পশ্চিম সীমা বৈজনাথ বাবুর পুরাতন বাউলী;

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

উক্ত ভূমির নকশা সাধারণের দেখিবার জন্যে কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগনার পাটনা শহরে হরনালিয়াটোলা লেন পরিষ্কার করিবার জন্যে পাটনা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা

pergunnah Azimabad, zillah Patna, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 6 cottahs and 12 dhoors of local measurement is required. The land is bounded on the north by the Lodikutra lane, on the south by the East India Railway, on the east by the houses of Mussamat Baso, Woozir Malee, Kazee Reja Houssain, Cheragali, Woozirool Haq, Birj Mohunlal, Mungun Kahar, Parijan Jwahirlal and Juggoolal and a temple, and on the west by the existing Hurnaliatolah Lane.

A plan of the land required is filed in the office of the Municipal Commissioners of Patna for public inspection.

This declaration is made, under the provisions of section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Manickgunge Union for a public purpose, viz for the extension of the municipal tank in the village of Dassora, pergunnah Rajnugger, in the district of Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 5 beegahs 16 cottahs 13 dhoors of standard measurement, is required. The land is bounded on the north by the Government road and the municipal tank; on the east by the municipal tank and the lands of Tara Prasanna and Kali Prasanna Roy; and on the south and west by the lands of Tara Prasanna and Kali Prasanna Roy.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Rampore Beauleah Municipality for a public purpose, viz. for a road in the village of Boshpara, pergunnah Lushkurpore, zillah Rajshahye, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 cottahs 6½ chittacks of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the compound of Gouranga Sundar Mozumdar's house; on the south by the road from Rampore Beauleah to Nattore; on the east by (1) a piece of land occupied by Prasanna Bystami, (2) a piece of waste land belonging to zemindars Keshub Narayan Tagore and others of Sheroil, and (3) lands occupied by Shubid Shekh and Khoaz Shekh; and on the west by a tank belonging to Radha Nath Sarkar.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 1st April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Nattore Municipality for a public purpose, viz for a Mahomedan burial ground in the village of Patuaparah, Nattore, pergunnah Laskarpur, in the district of Rajshahye, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 beeghas 4 cottahs and 5 chittacks of standard measurement is required. The land is bounded as follows:—On the north by Baher Chouki or outer moat, on the south by the municipal road and drain, on the east by the road cess road, and on the west by Abdul Hakim's jote land.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 15*th April* 1884.]

প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে স্থানীয় মাপের ন্যূনাধিক ।১ কাঠা ১২ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা পোলিকিট্রলেন; দক্ষিণ সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে; পূর্ব্ব সীমা মহম্মদ বাসো, উজীর মাঝী, কাজি রেজা হুসেন, চেরাগালী, উজীকলহক, ব্রজ মোহন লাল, মঙ্গন কাহার, পরিজন ওয়াহির লাল এবং জগুলালের বাড়ী ও এক মন্দির এবং পশ্চিম সীমা বর্ত্তমান হরিনালীরাটোলা লেন।

প্রয়োজনীয় ভূমির নকশা সাধারণের দেখিবার জন্য পাটনার মুনিসিপল কমিশ্যনরদের আফীসে রাখা গিয়াছে।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত রাজনগর পরগনার দশোরা গ্রামে মুনিসিপল পুষ্করিণী বাড়াইবার জন্যে মানিকগঞ্জ গ্রাম সমাহারের অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ১৮১ কাঠা ১৩ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গবর্ণমেণ্টের পথ ও মুনিসিপল পুষ্করিণী, পূর্ব্ব সীমা মুনিসিপল পুষ্করিণী এবং তারাপ্রসন্ন ও কালীপ্রসন্ন রায়ের জমি, দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা তারাপ্রসন্ন ও কালী প্রসন্ন রায়ের জমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ রাজশাহী জিলার অন্তর্গত লস্করপুর পরগনার বোসপাড়া গ্রামে পথ করিবার জন্যে রামপুর বোয়ালীয়া মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক /৩।৵১০ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গৌরাঙ্গসুন্দর মজুমদারের বাড়ীর হাতা, দক্ষিণ সীমা রামপুর বোয়ালিয়া অবধি নাটোর পর্য্যন্ত পথ, পূর্ব্ব সীমা (১) প্রসন্ন বৈষ্ণবীর দখলী একখণ্ড জমি, (২) সেরেলের কেশবনারায়ণ ঠাকুর প্রভৃতি জমীদারদের পতিত একখণ্ড জমি ও (৩) গুবিদ সেখ ও খোয়াজ সেখের দখলী জমি, এবং পশ্চিম সীমা রাধানাথ সরকারের পুষ্করিণী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ রাজশাহী জিলার অন্তর্গত লস্করপুর পরগনার নাটোরের পটুয়াপাড়া গ্রামে মুসলমানদের কবরস্থানের জন্যে নাটোর মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ।/৪।/ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এই—উত্তর সীমা বাহির চৌকী, দক্ষিণ সীমা মুনিসিপল পথ ও নর্দ্দমা, পূর্ব্ব সীমা পথকরের পথ, এবং পশ্চিম সীমা আবদুলহাকের খোত জমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আপ্রিল।]

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1889 A.

The 7th April 1884.—Mr. E. F. Ainslie, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sungoo, Chittagong Hill Tracts, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 31st March* 1884.—Baboo Kalinath Dhur, Second Munsif of Narail, in the district of Jessore, is allowed leave for 3 months, under section 73, Civil Leave Code, viz. 15 days on full pay under rule 3, and 2 months and 15 days on half pay under rule 1, with effect from the 17th February 1884.

The 3rd April 1884.—Baboo Koylash Chundra Mozumdar, Second Munsif of Bagirhat and Khulna, in the district of Jessore, is allowed leave for one month, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th April 1884, or from such date as he may avail himself of it.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—The Lieutenant-Governor directs that the following rule be substituted for Rule 3 of the Supplementary Rules under the Indian Arms Act, XI of 1878, published in the *Calcutta Gazette* of the 26th March 1879:—

Monthly returns of the stock and sales of each license-holder shall be submitted by Sub-Divisional Magistrates to the District Magistrate in the form prescribed above. From these monthly returns half-yearly statements shall be submitted by District Magistrates to Commissioners of Divisions and the Inspector-General of Police. The Inspector-General of Police will submit to Government a complete half-yearly return for the entire province, excluding the town of Calcutta. A similar half-yearly return for Calcutta shall be submitted by the Commissioner of Police.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 1st April 1884.—In continuation of notification, dated 3rd December 1883, which appeared in the *Calcutta Gazette* of 12th December 1883, Part I, page 1256, transferring thanas Kaliangunj and Gokurn from the sudder sub-division of Moorshedabad to the sub-divisions of Lalbagh and Kandi respectively, in the district of Moorshedabad, the Lieutenant-Governor is pleased, in the exercise of the power vested in him by section 18, Act VI of 1871, to make similar alterations in the local jurisdictions of the sudder munsifi and of the munsifis of Lalbagh and Kandi in order to render the munsifis and sub-divisions conterminous. The munsifis in question will accordingly be constituted as follows:—

Munsifis.	*Thanas.*
Sudder munsifi of Moorshedabad (head-quarters at Berhampore)	Sujaganj. Gorabazar. Barwa. Goas. Nowada. Hariharpara. Daulatbazar. Jellinghi.
Lalbagh (head-quarters at Lalbagh) ...	Kalianganj. Shahanagur. Manullabazar. Assanpur. Bhagwangola. Sagardighi (independent outpost).
Kandi (head-quarters at Kandi) ...	Gokurn. Khargaon. Bharatpore. Kandi.

[*Government Gazette, 16th April* 1884.]

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮৯ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।—চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের অন্তর্গত সক্টুর কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ই, এফ, এক্সলী সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মুন্সেফদের ছুটী।—১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—যশোহর জিলার অন্তর্গত নড়াইলের দ্বিতীয় মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু কালীনাথ ধর সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭৩ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন, অর্থাৎ ৩ প্রকরণমতে পুরা বেতনে পনের দিনের ও ১ প্রকরণমতে অর্দ্ধেক বেতনে দুই মাস পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।—যশোহর জিলার অন্তর্গত বাগিরহাট ও খুলনার দ্বিতীয় মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে ১৮৮৪ সালের ১০ আপ্রিল অবধি কিম্বা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ্চ।—শ্রীযুত লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৯ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখের বাঙ্গালা গেজেটে প্রকাশিত ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনমতে প্রণীত অতিরিক্ত বিধির ৩ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারা দিবার আদেশ করিলেন।

মহকুমার মাজিষ্ট্রেটেরা উপরোক্ত পাঠে প্রত্যেক জন লাইসেন্স ধারির মৌজুদ দ্রব্যের ও বিক্রয়ের মাসিক রিটর্ণ জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা এই সকল মাসিক রিটর্ণ হইতে ষাণ্মাসিক বিবরণপত্র প্রস্তুত করিয়া খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের ও পোলীসের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। পোলীসের ইনিস্পেক্টর জেনেরল সাহেব কলিকাতা নগরভিন্ন সমস্ত প্রদেশের সম্পূর্ণ ষাণ্মাসিক রিটর্ণ গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবেন। পোলীসের কমিশ্যনর সাহেব কলিকাতার তদ্রূপ ষাণ্মাসিক রিটর্ণ পাঠাইবেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত মুরশিদাবাদের সদর মহকুমা হইতে কালিয়াগঞ্জ গোকর্ণ থানা ক্রমান্বয়ে লালবাগ ও কান্দি মহকুমা ভুক্ত করণ বিষয়ক ১৮৮৩ সালের ৩ ডিসেম্বরের যে বিজ্ঞাপন ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বরের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৬১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গিয়াছে তদতিরিক্ত শ্রীযুত লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭১ সালের ৬ আইনের ১৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি মুনসেফীর ও মহকুমার সীমা সমান করণার্থে সদর মুনসেফীর এবং লালবাগ ও কান্দি মুনসেফীর স্থানীয় বিচারাধিপত্যেরও তদ্রূপ পরিবর্ত্তন করিলেন। সুতরাং উক্ত মুনসেফী গুলি নিম্নলিখিত রূপ হইবে।—

মুনসেফী।	থানা।
মুরশিদাবাদের সদর মুনসেফী (সদর স্থান বহরমপুরে)	সুজাগঞ্জ। গোরা বাজার। বারওয়া। গোয়াস। নওয়াদা। হরিহরপাড়া। দৌলত বাজার। জলঙ্গী।
লালবাগ (সদর স্থান লালবাগে)	কল্যাণগঞ্জ। শাহনগর। মানুল্লা বাজার। আসানপুর। ভগবানগোলা। সাগরদিঘী (স্বাধীন ফাঁড়ী)।
কান্দি (সদরস্থান কান্দীতে) ...	গোকর্ণ। খারগাঁ। ভরতপুর। কান্দি।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আপ্রিল।]

The Lieutenant-Governor is further pleased to declare under the same law that the transfer caused by the said notification of certain villages (lists A and B) from thana Barwa to thana Bharatpore, and of certain other villages (list C) from thana Barwa to thana Gokurn, will have effect in respect also of civil jurisdiction; that is to say, the villages in question will belong to the jurisdiction of the Kandi Munsifi, within which the thanas of Gokurn and Bharatpore are situated.

F. B. PEACOCK,
Secy to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 3rd April 1884.

No. 155.—*Leave.*—Mr. A. R. Macdonald, Assistant Engineer, second grade, Northern Bengal State Railway, is granted six months' special leave on urgent private affairs, with effect from the 20th instant, or such subsequent date as he may be allowed to avail himself of the same.

No. 156.—*Transfer.*—Mr. C. Von Ahn, Executive Engineer, fourth grade, temporary rank, is transferred from the Benares-Cuttack Railway Surveys to the Northern Bengal State Railway.

The 7th April 1884.

No. 157.—*Leave.*—Mr. L. R. Fraser, Assistant Engineer, second grade, Hazaribagh Division, is granted three months' leave to study the native language, under Public Works Code, chapter II, paragraph 27, with effect from the afternoon of the 26th ultimo.

No. 158.—*Corrigendum.*—In notification No. 150 of the 25th ultimo, *for* "afternoon" *read* "forenoon."

IRRIGATION.

The 8th April 1884.

No. 160.—*Notification.*—In accordance with the last clause of section 43 of Act II (B.C.) of 1882, "The Bengal Embankment Act," the Lieutenant-Governor is pleased to direct that the embankment described below, which is not mentioned in schedule D to Bengal Act VI of 1873, shall be included therein, and shall remain so included as long as the Government is the proprietor of the Punchanogram estate.

Punchanogram Embankment.

This is a continuous embankment, 3 miles and 1,400 feet, more or less, in length, in the Government estate Punchanogram. It commences in village Kalikapore and terminates in villages Shaumbadut and Chowbhanga of pergunnah Calcutta Dehi-Punchanogram.

No. 161.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the Collector's office in the village of Anderkilla, thana town, zillah Chittagong, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 8 beeghas 3 cottahs 18 dhoors 6 chutacks of standard measurement, bounded on the north by the District Engineer's and Collector's office premises, on the west by the Government road leading from Anderkilla to Feringi Bazar, on the south by the Judge's Court premises, and on the east by the Khillah land and Shiblal Tewari's tank, is required within the aforesaid village of Anderkilla.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, *Major*, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[*Government Gazette*, 15*th April* 1884.]

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত আইনমতে আরো আদেশ করিলেন যে উক্ত বিজ্ঞাপনমতে (A ও B চিহ্নিত নির্ঘণ্টপত্রে লিখিত) কএক গ্রাম বরওয়া থানাহইতে ভরতপুর থানাভুক্ত এবং (C চিহ্নিত নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত) অন্য কএক গ্রাম বরওয়া থানা হইতে গোকর্ণ থানাভুক্ত করা দেওয়ানী বিচারাধিপত্য সম্পর্কেও ফলবৎ হইবে, অর্থাৎ, উক্ত কএক গ্রাম কান্দির মুন্সেফী বিচারাধিপত্যের মধ্যে হইবে, কেননা এই মুন্সেফীর মধ্যে গোকর্ণ ও ভরতপুর থানা আছে।

এস. বি. পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।

১৫৫ নম্বর।—ছুটী।—বঙ্গদেশের উত্তরদিগের ষ্টেট রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এ, আর, মাকডনাল্ড সাহেব নিজের বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের নিমিত্তে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণের অনুমতি পান তদবধি ছয় মাসের বিশেষ ছুটী পাইলেন।

১৫৬ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—চতুর্থ শ্রেণীর কিয়ৎকালীন একসেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত সি, ডব আহনু সাহেব বেণারস কটক রেলওয়ে সরবে হইতে বঙ্গদেশের উত্তরদিগের ষ্টেট রেলওয়েতে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।

১৫৭ নম্বর।—ছুটী।—হাজারীবাগ খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এল. আর, ফ্রেসর সাহেব এদেশীয় ভাষাভ্যাস করনার্থে পবলিক ওর্কস বিধি পুস্তকের ২ অধ্যায়ের ২৭ ধারামতে গত মাসের ২৬ তারিখের অপরাহ্ণ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৫৮ নম্বর।—অশুদ্ধশোধন।—গত মাসের ২৫ তারিখের ১৫০ নং বিজ্ঞাপনে "অপরাহ্ণ" শব্দের পরিবর্ত্তে "পূর্ব্বাহ্ণ" শব্দ পাঠ করিতে হইবে।

১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল।

জলসেচন বিষয়ক।

১৬০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বঙ্গদেশের বাঁধ বিষয়ক ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৪৩ ধারার শেষ প্রকরণমতে এই আদেশ করিলেন, যে, নিম্নলিখিত যে বাঁধ ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের D চিহ্নিত তফসীলে লেখা যায় নাই, তাহা তন্মধ্যে ধরা যাইবে এবং গবর্ণমেণ্ট যত দিন পঞ্চান্ন গ্রাম ইষ্টেটের মালিক থাকেন তত দিন তাহা তন্মধ্যে থাকিবে।

পঞ্চান্ন গ্রাম বাঁধ।

পঞ্চান্ন গ্রাম গবর্ণমেণ্ট ইষ্টেটে এই বাঁধ ন্যূনাধিক ৩ মাইল ১৪০০ ফুট দীর্ঘ এক টানা বাঁধ। ইহা কালিকাপুর গ্রামে আরম্ভ হইয়া কলিকাতা পরগনার ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের শৌখাদৎ ও চৌভাগা গ্রামে শেষ হয়।

১৬১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত সদর থানার আঁধারকিল্লাগ্রামে কালেক্টরের আফিস করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমিলওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত আঁধারকিল্লা গ্রামে কমীমতে ন্যূনাধিক ৮/১০ কাঠা ৯৮ ধুর।৫ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও কালেক্টর সাহেবের আফিস বাড়ী পশ্চিম সীমা আঁধারকিল্লা অবধি ফিরিঙ্গিবাজার পর্য্যন্ত যাইবার গবর্ণমেণ্টের পথ, দক্ষিণ সীমা জজ সাহেবের আদালত ঘর, এবং পূর্ব্ব সীমা খিল্লা জমি ও শিবলাল তেওয়ারির পুষ্করিণী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর, এম. এস, সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আপ্রিল।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 15, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

৮০ তোলার সেরের হিসাবে

নম্বর।	জিলা।	গম। এই সপ্তাহের রিপোর্ট	গম। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গম। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	যব। এই সপ্তাহের রিপোর্ট	যব। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	যব। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ভাল চাউল। এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ভাল চাউল। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	ভাল চাউল। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	সামান্য চাউল। এই সপ্তাহের রিপোর্ট	সামান্য চাউল। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	সামান্য চাউল। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	বজ্রা ও মাড়ুয়া। এই সপ্তাহের রিপোর্ট	বজ্রা ও মাড়ুয়া। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	বজ্রা ও মাড়ুয়া। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ছোলা ও জোয়ার। এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ছোলা ও জোয়ার। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	ছোলা ও জোয়ার। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট
	পূর্ব্বদিকস্থ জিলা।																		
		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮	ঢাকা ...	চ ।।	।৫	।৪।	।১	।।৬	।।৪	।৩।।	।৩	।৫৸	।৫	।৫	।৯।	...	...	...	.	...	..
১৯	ফরীদপুর ..	ণ ।৯	।২	।।১	৸৫	৸০	৸৫	।৪	।১	।।২	।৫	।৪	।।৪	...	...	...	...	...	...
২০	বাকরগঞ্জ ..	ত ...	...	...	...	...	..	।৫	।৫	।৯	।৮	।৮	।।৩	...	...	...	...	...	...
২১	ময়মনসিংহ	থ ।৩।	।৩।	।২।।	...	...	..	।২	।২	।।	।৪।।	।৪।।	।।৩	...	...	...	...		...
২২	চট্টগ্রাম	দ ।২	।৩	।২	.	..		।৩	।৪	।৩	।৭	।৯	।।২	.	...	...	...	...	.
২৩	নওয়াখালী	ধ ...	...	...	...	...	...	।৬	।৬	।।২	।৮	।৮	।।১	...	..	.	...	...	...
২৪	ত্রিপুরা	ন ।৩।/	।৩।/	।২।	...	...	...	।৪।।	।৮৶	।।০	।৭।	।৮।।	।৬	...	.	...	.	...	...
২৫	চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশ	...	...	...	...	...	.	।৩।/	।৩৶	।৬	।৬	।৪।।	।৭৸৶	...	.	...	...	...	...
	ত্রিপুরা পর্ব্বত	।২	২	।০	..	...	...	।৩	।৩	।।০	।৮	।৭	।।৭	...	.	.	...	...	...
	বেহার।																		
২৬	পাটনা ..	।২	।।০	।৭।	৸৫	।।১	৸২	।২	।৩।৶	।৪	।৫	।৩	।৯	.	...	..	...	...	...
২৭	গয়া ...	প ।৭	।৬।।	।১	।।২	।।১	।।৮	।০	।০	।২।।	।৪	।৪	।৮	...	...	.	...	...	...
২৮	সাহাবাদ ...	ফ ।৮-।৯	।৭৸-।৯	।।৮	।।৪	।।১	।।৬	৮-/৯	/৯	।১-।৩	৩-।৪	।৮-।	।৮-।৯	।।৪	।।৮	৸২	।।৩	...	৸০
২৯	দারভাঙ্গা	ব ।১।।	।৫৵৶	।৫	...	।।১	৸৫	।১	।০৸	।২	।৪।/	।৪।	।৯	...	...	...	...	...	...
৩০	মজঃফরপুর ...	ভ ।৭	।৭	।।১	।।১	।।২	৸৫	।১	।১	।২	।৩।।	।৪	।৯	...	...	...	...	...	...
৩১	সারণ	ম ।৭।।	।৭	।৬।।	।।৪	।।৩	৸২	/৮	/৮	।০	।২	।২	।৮।।	..	...	..	।।৬	।।৩	৸৪
৩২	চাম্পারণ ...	য ।৮	।৬	।১	...	...	১/	/৯	/৯	।৫	।৪	।৪।।	।৮	.	...	...	...	...	..
৩৩	মুঙ্গের ...	র১ ।।১	।৮৸৶	।৮৸৶	।।১	।।১	।।৭৸	।।১।।	।১।/	।৪।।৶	৩৸৶	।।/	।৬৸	...	...	...	...	...	...
৩৪	ভাগলপুর ...	র২ ।৬।৶	।৬।৶	।৬।৶	।।০৶	।।০৶	৸।।/	।০।৶ পুঃ ।২ মুঃ	০।৶ পুঃ ।২ মুঃ	।৬।০	।২। ৶০ পুঃ ।৩। মুঃ	।২ ।৶ পুঃ ।৩৸৶ মুঃ	।৭।।৶	..	...	.	..	. .	...

চ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইঃ।—মানিকগঞ্জে ।১ সের, মুন্সীগঞ্জে ।০।।৵ সের ও নারায়ণগঞ্জে ।৩ সের।

ণ। গোয়ালন্দ ও মাদারীপুর মহকুমায় লবণের খুচরা দর টাকায় ।২ সের।

ত। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইঃ।—পিরোজপুরে ।১ সের, পটুয়াখালিতে ।০।।৶ সের ও ভোলায় ।০ সের।

থ। ঐ ঐ ।—কিশোরীগঞ্জে ।০।।৶ সের, আটীয়ায় ।২ সের, জামালপুরে ।১। সের নেত্রকোণায় ।২।/ সের।

দ। কক্সবাজার মহকুমায় ভাল চাউল ।৭ সের, সামান্য চাউল ।।০ সের, জালানী কাষ্ঠ ৫।৪ সের এবং লবণ টাকায় ।০ সের বিক্রয় হইতেছে।

ধ। মফঃস্বলে লবণের খুচরা দর টাকায় /৯ সের অবধি ।২। সের পর্য্যন্ত।

ন। ব্রাহ্মণবেড়িয়া ও চাঁদপুর মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ।২।। সের।

৮০ তোলার সেরের হিসাবে

নম্বর	জিলা।	গম। এই সপ্তাহের রিটেল	গম। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটেল	গম। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটেল	যব। এই সপ্তাহের রিটেল	যব। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটেল	যব। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটেল	ভাল চাউল। এই সপ্তাহের রিটেল	ভাল চাউল। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটেল	ভাল চাউল। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটেল	সামান্য চাউল। এই সপ্তাহের রিটেল	সামান্য চাউল। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটেল	সামান্য চাউল। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটেল	কঙ্গু ও বাজরা। এই সপ্তাহের রিটেল	কঙ্গু ও বাজরা। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটেল	কঙ্গু ও বাজরা। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটেল	চোলম্‌ ও জোয়ার। এই সপ্তাহের রিটেল	চোলম্‌ ও জোয়ার। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটেল	চোলম্‌ ও জোয়ার। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটেল
	বেহার।																		
		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা
৩৫	পূরণিয়া ..	যব৩ ।৭	।৪	।৭	...	...	...	।৩	।৩	।৮	।৪	।৪১	।।১	...	...	...	...	...	...
৩৬	মালদহ .	।।১	।।১	।৮	।।৯	...	...	।২	।১	।৯	।৫	।৩	।।০	...	...	...	...	...	...
৩৭	সাঁওতাল পরগণা।	যব৪ ।১	।৭	।৫	..	...	...	।৪।	।১	।৬	।৭	।৭	।।২	...	...	...	...	...	...
	উড়িষ্যা।																		
৩৮	কটক	।১/৴	। ৬০	।১৶	..	..	...	।৩৶	।৩৵	।৭/০	।৮।৶	।৯।।৶	।।১।০	...	..	...	...	...	...
৩৯	পুরী ...	।৫৸০	।৫৸	।৩৶	..	..	...	।৫৸	।৫৸	।।১।।/	।।২।/	।।৩।।৵	৸২।	...	...	.	...	...	...
৪০	বালেশ্বর ...	যব৫ ।৪	।৪	।৪	।৩	...	...	।৬	।৬	।৬	।।১।।	।।০	৸২	...	...	...	...	...	...
	ছোট নাগপুর। **দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্টী।**																		
৪১	হাজারীবাগ...	যব৬ ।৫	।৫	।৮	..	...	।।৪	।০	৵৯	।২	।৫	।৫	।।৮	...	...	...	...	...	...
৪২	লোহারডগা ...	।৫	।৪	।,০	।।০	।।০	।।৪	।৪	।৪	।৮	।৮	।৮	।।২	...	...	...	...	...	...
৪৩	সিংহভূম ...	।৬	।৬	।৬	।।৪	।।৪	।,০	।।০	।।০	।।৮	।।৪	।।৪	৸২	...	..	...	...	...	..
৪৪	মানভূম ...	যব৭ ।৪	।৪	।৬	।।৫	...	...	।৬	।৫	।৮	।।২	।।২	।।৭	...	..	..	...	...	...

* মফঃসলে সামান্য চাউলের খুজরা দর টাকায় ।।৩।।৶ সের অবধি ।।৬।০ সের পর্য্যন্ত।

যব৩। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ।—কৃষ্ণগঞ্জে ।০ সের, অররিয়া ।১ সের।

যব৪। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ।—দেওঘরে ।২।। সের জুমকায় ।২ সের, এবং গদ্দায় ।১ সের।

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল, ৮ আপ্রিল।

টাকায় যত পাওয়া যায়।															৪০ সেরের মণের থোকে বিক্রয়ের দর।			
রাগী বা মাড়ওয়া ও চীনা।			জনেরা।			ছোলা।			জালানিকাষ্ঠ।			লবণ।			লবণ।			জিলা।
এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	
																		বেহার।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	...	...	...	...	...	৷৭	৷৭	৷৮	৪/	৪/	৪/	৷০৷৷	৷০৷৷	৷০৷৷	৩৷৷৶০	৩৷৶০	৩৸০	পূর্ণিয়া।
...	...	...	...	...	...	৷,২	৷৮	৷৷০	৩৷৷	৪/	৩৷৷	৷১	৷২	৷১	৩৷৵	৩৷৬	৩৷৷০	মালদহ।
...	...	...	৷৮	৷৮	৸৫	৷৬	৷১	৷৭	৩/	৭/	৩/	৷২	৷০	৷১	৩৷০	৩৷০	৩৷৶০	সাঁওতাল পরগণা।
																		উড়িষ্যা।
৷০৷৷	৷৪৷৵	৷৩৵	...	...	...	৷৷৩৷৷৵	৷৷৩৷৷৵	৷৷২৷/	২/	২/	২/	৷৪	৷৪	৷৪	২৸০	২৸০	২৸০	কটক।
...	...	...	...	...	...	৷৷১	৷৷৩,৷০	৷৷৷৵	২/	২/	২৷৮	৷৬	৷৬	৷১	...	২৷৹০	২৸০	পুরী।
...	...	...	...	...	...	৷৪	৷৩	৷৬	৩৲	২৸০	৩/	/৯৲	/৯	৷২,	৩৸০	৩৸৶০	৩৶০	বালেশ্বর।
																		ছোট নাগপুর। **দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্টী।**
৷৷৬	৷৷১	৷৷৭	৷৬	৷৮	৷৷৪	৷৭	৷৬	৷৮	৮/	৮/	৬/	৷০৷৷	৷১	৷১	৩/৩	৩৷৯	৩৷৷৹০	হাজারীবাগ।
৷৷৮	৷৷৮	১/	৷৮	৷৷০	৸২	৷৬	৷৪	৷৬	২৷৷০	২৷৷০	৩/	৷০	৷১	৷০	৩৷৷৶০	৩,৶০	৩৷৷৶০	লোহারডগা।
...	...	...	...	...	...	৷৬	৷৬	৷৷৪	৪/	৪/	৪/	/৮	/৮	/৯	৪৲	৪৲	৩৸০	সিংহভূম।
...	...	...	...	...	১/৮	৷৭৷৷	৷৭	৷৷২	৩/	৩/	৩/	৷০৷৷	৷০৷৷	৷০৷৷	৩৷৶০	৩৷৷০	৩৷৶০	মানভূম।

*৫। ভদ্রক মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় /৮ সের।
*৬। গিরিধি মহকুমার অন্তর্গত (খরকদিহায়) লবণের খুজরা দর টাকায় ৷১৷৷ সের।
*৭। গোবিন্দপুর মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ৷১ সের।

সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আপ্রিল।]

দুই সপ্তাহ অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও ঘাসাদি কাষ্ঠ ও লবণ খোলে বিক্রয়ের বাজার দর।

মণের দর।

জোনার ও জোয়ার।			বাগ্‌রা বা বাজ্‌রার ও চীন			জবেরা			ছোলা।			ঘাস ও কাঠ।			লবণ।			বন্দর।
এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
২৲	২৲	১৷৷৶	…	.	…	২৲	২৲	১৷৷০	২৶০	২৶০	২৷০	৷৶৩	৷৶৩	৷৶৩	২৸০	২৸০	১৷৶	কলিকাতা।
..	…	…	..	.	…	…	…	…	২৸০	২৷৷৴	২৷০	…	…	…	৩৴০	৩৲	৩৴৬	গোয়ালন্দ।
…	..	…	…	…	…	…	..	…	২৷০	২৶০	২৷৶০	৷৶০	৷৶০	৷৶০	৩৶০	৩৶০	৴০	ঢাকা।
…	.	…	..	…	…	.	.	…	২৷০	২৷৷০	২৲	৷৶০	৷৶০	৷৷০	৩৲	৩৲	২৸৶	নারায়ণগঞ্জ।
	…	…		..	…	…	…		৩৲	৩৶০	২৷০	৷৴৩	৷৴৩	…	৩৷০	৩৷০	৪৷০	চট্টগ্রাম।
…	…	…	…	…	…	১৷৶৯	১৷৷৬	১৶০	১৷৶৬	১৷৷৴	১৷৴০	৷৴০	৷৴০	৷৴০	২৸৶	৩৴০	৩৲	পাটনা।
…		.		…	…	…	.	…	২৸০	২৸০	২৷৷৶০	৷০	৷৴০	৷৪	৩৴০	৩৸৶০	৩৶০	বালেশ্বর।
..		…	…	..	…			…		.	..	…		..	২৷৶০	৷৶০	২৸০	পুরী।
..	.	.	৩৷৶	২৷৶০	৩৲	…		…	১৷৷৴	১৷৷৴	১৷৷৶	৷৷০	৷৷০	৷৷০	২৸০	২৸০	২৸০	কটক।

সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আপ্রিল।]

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা বীরভূম।—জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে, জিলা বীরভূমের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ১১ এপ্রেল মোঃ ১২৯১। ৪ বৈশাখ মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরদাশবে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ ফেব্রুয়ারি।

তফসীল

শ্রেণী।	তৌজির নম্বর।	[illegible] নম্বর।	পরগনা ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	সদরজমা।		বাকী।	মন্তব্য।
৫ম শ্রেণী	..	১৭নং	পরগনে সাবেক মৌড়েশ্বর গা-মিল কাসাম।	তিনকড়ি রায় ও গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তেজচন্দ্র চৌধুরী ও মহাতাপচন্দ্র চৌধুরী ও রামদয়াল রায় ও ঈশানচন্দ্র রায় ও নবীনচন্দ্র রায় ও বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় নাবালগ সর্বচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায় ও রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও রামরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় অলিমাতা রাধেশ্বরী দেব্যা ও নাবালগ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় অলিমাতা মহামায়ীদেবী ও কল্যাণেশ্বরী দেব্যা ও [illegible] দেব্যা ও বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায় ও গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং জুইতা ও ইশাকপুর ও গৌরচন্দ্র চৌধুরী সাং গণপুর রামচরণ চৌধুরী সাং ঐ অখিলমণি দেব্যা অলিমানরে রাজেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাবালগ সাং পারুল্যা ও ব্রজবল্লভ মণ্ডল অলিমাতা মহামায়ী দাস্যা সাং তিনপাড়া ও গোপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও লক্ষেশ্বরী দেব্যা অলিমানরে কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় নাবালগ সাং কুণ্ডমা উদয়চন্দ্র চৌধুরী সাং গণপুর কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় সাং কুণ্ডমা ও রাধাবল্লভ মণ্ডল অলিমাতা মহামায়ী দাস্যা সাং তিনপাড়া ও মুন্সী জেমর রহমন সাং তালেবপুর ও অকবচুরত মতৌলিশুরে মুফাতেকমেছা বিবি সাং ঐ বীরেশ্বর ওরফে নরেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সাং পারুল ও তারাসুন্দরী দেব্যা সাং পারুল ও গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং ঐ মোক্ষদা সুন্দরী দেব্যা সাং ঐ গোপেশচন্দ্র রায় নাবালগ গিরি-	১৭১৮২৸৶০ ২ নং পৃথক হিসাব রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ কোঙর শরৎচন্দ্র সিংহ কোঙর ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ শ্রীশচন্দ্র সিংহ নাবালগ এডমিনিষ্টেটর রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ কোঙর শরৎচন্দ্র সিংহ কোঙর ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ। ১০নং গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় ও কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় লক্ষেশ্বরী দেব্যা অলিমানরে নাবালগ কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় ও গোপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় করুণাসিন্ধু মুখোপাধ্যায় নবদ্বীপেন্দু মুখোপাধ্যায় কৃপাসিন্ধু মুখোপাধ্যায়। ৪৬নং রাধাবল্লভ মণ্ডল ও ব্রজবল্লভ মণ্ডল নাবালগ অলিমাতা মহামায়ী দাসী। ৪৯নং হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... ৫২নং রামদয়াল চট্টোপাধ্যায় ও ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় কল্যাণেশ্বরী দেব্যা স্বর্ণময়ী দেব্যা বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায় গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	 ৯২০৭।০ ৪১৮৫।০ ২৯১।৶৬ ২০২৸৶৮ ৫৪০৩	৩৭।৶৭	একমালী সদর জমা ৩৩৩৬৬৸ টাকা নিলাম হইবেক।

				শচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অলিম্ভা ভবতারিণী দেবী মধুকচন্দ্র রায় ও যোগেশচন্দ্র রায় ভবেশচন্দ্র রায় অলি ভুবনেশ্বরী দেব্যা রামগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় নবদ্বীপেন্দু মুখোপাধ্যায় দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় করুণাসিন্ধু মুখোপাধ্যায় কৃপাসিন্ধু মুখোপাধ্যায় রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ ও নাবালগ কুমার গিরীশচন্দ্র সিংহের এক্‌জিকিউটর রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ ও কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ	নবীনচন্দ্র রায় নাবালক সর্ব্বচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায় রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় রামরতন চট্টোপাধ্যায় অলিযাতা রামেশ্বরী দেব্যা নাবালক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় অলিযাতা মহামায়ী দেব্যা। ২৩৪ নং গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ৭৬৴১। ২৩৫ নং তারাসুন্দরী দেব্যা ... ২০২৸৵ ২৮৮ নং গৌরচাঁদ চৌধুরী ... ১১১৲ ২৮৯ নং উদয়চাঁদ চৌধুরী ... ১১১৲ ২৯০ নং রাইচরণ চৌধুরী ... ১১১৲ ২৯১ নং মহাপ্রতাপচন্দ্র চৌধুরী ... ১৬১।৩ ২৯২ নং তেজচন্দ্র চৌধুরী ... ১৬৬।৩ ৩১২ নং অখিলমণি দেব্যা অলিযাতা রাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১২০।৶১ ৩১৪ নং ভবতারিণী দেব্যা অলিযাতা নাবালগ গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১২০।৶১ ৩১৭ নং বীরেশ্বর ওরফে নরেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ২০৩৲০ ৩৩১ নং মোক্ষদা সুন্দরী দেব্যা . ২০০৲০ ৩৪৬ নং ত্রিনয়নী রায় ... ১৬৮৲৫ ১৬৮৪৯৸৫।		
৬	...	৮৯ নং	পরগণে কুতবপুর সামিল ঘাট-ইস্তাল।	৺অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর সেবাইত জগদ্ধাত্রী দেব্যা সাং ছিবদপুর ওরফে ও ভবসুন্দরী দাস্য, সাং পুতণ্ডী ও দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য সাং বিপ্র-টিকুরি মাতঙ্গীমণী দাস্যা সাং কমুরা বিশ্বেশ্বরপাড়া জেলা মুরশিদাবাদ গোপীনাথ দত্ত সাং পুতণ্ডি ও রামহরি দত্ত বরদাসুন্দরী দাস্যা সাং ঐ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং উন্দ, ণ ও [illegible] দাস্যা শ্রীহরি দত্ত সাং মাতপুর ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত সাং পুতণ্ডী বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য সাং গোয়ালপাড়া নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালিদাস ঘোষাল	বাকী— ... ৩৩৩৲৬৸ ৩৮৯৪।৴০ ৪৪ নং উজ্জ্বলমণি দাসী ১৪৬৭।৴১০ ৪৯ নং মাড়িমণি দাসী ... ৬০৮।৶৯ ৫৩ কৈলাসনাথ ঘোষ ... ৩০৪৶৯ ৫৫ নং ঐশ্রী৺অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর সেবাইত জগদ্ধাত্রী দেব্যা। ১২৮।৩ ২১৬নং দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য ... ৩০৯৸৴১৮	১২॥৴৬	এজমালী মধ্যে জমা ৪৭৪॥৶৪॥ টাকা বিলাপ হইবেক।

NOTICE.

It is hereby notified that at the next half-yearly examination of junior Civilians, Deputy Magistrates, &c., to commence on Monday, the 28th instant, four local examination Committees will be convened in this division, viz. (1) at No. 14, Hare Street, Calcutta, for officers stationed at the Presidency or employed in the 24-Pergunnahs, (1) at Krishnaghur for officers employed in the Nuddea district, (1) at Jessore Sudder Station for officers employed in that district, as well as in the district of Khulnah, and (1) at Berhampur for officers employed in the Moorshidabad district.

A. SMITH,
Officiating Commissioner.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs.* 4, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 8, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 16, *ans.* 8.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only* at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs.* 5, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 10, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 20.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪৷৷০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮৷৷০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬৷৷০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫৷৷০ টাকা; ৮ আউন্স টীন ১০৷৷০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়, উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ৷৷০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৷৵০ বার আনা, ডাকমাসুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবান্ধা সিন্‌কোনা।

লাল সিন্‌কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেণ্টের কারখানায় প্রস্তুত নূতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানা বান্ধে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৮৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৷৵০ বার আনা ডাক মাসুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. *Price Rs.* 24; *packing and postage Re.* 1-12.

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurramtolah Street, Calcutta.

[*Government Gazette*, 15*th April* 1884]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., L.L.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-ল ও ইনারটেম্পলের মহারাণীর সিবিল সার্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট-কমিশনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের ছোট লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংগ্রহ।

একখানি পুস্তকের মূল্য ৫ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একখানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.		Rs.	A.	P.	
Entire Gazette		10	0	0	per annum.
	Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal		4	0	0	„
	Postage	1	0	0	„
For a single copy—					
Entire Gazette		0	4	0	
	Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI		0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
	Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে।

				টাকা	
সম্পূর্ণ গেজেট	...	...	এক বৎসর	১৮	
ডাকমাশুল	...	...	ঐ	২॥০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	...		৪৲	
ডাকমাশুল	...	...	ঐ	১৲	
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	...	...		।০	
ডাকমাশুল	...	...		৴০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...	...		৴০	৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক২ আনা।
ডাকমাশুল	...	...		৴০	

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এম বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—*Rates for Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

							Rs.
Full page, per issue	...	...	...	...	...	...	20
Half "	...	...	...	...	...	...	10

Casual advertisements.—4 annas per line.

[*Government Gazette,* 15*th April* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের কর্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তেহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডব্লিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই ঃ—

				টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	..	...	...	২০৲
আধ পৃষ্ঠা ,, ,,	...	...	...	১০৲
কখনং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পাঁক্তি		...	...	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার প্ল্যাসেড ওয়েষ্ট চৌমহালের ছাতায়স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১২ আপ্রিল।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুত এডওয়ার্ড মরিস লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 243—12-4-84—800

Numb. 2334 [২৩৩৪]. [REGISTERED No. 30.]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 22, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1926 A.

GENERAL.—*The 9th April* 1884.—Mr. C. B. Garrett, Officiating District and Sessions Judge, Patna, is appointed to act as Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, during the absence, on leave, of Mr. T. T. Allen, or until further orders.

The 12th April 1884.—Mr. A. W. Paul, Joint-Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is transferred temporarily to the sudder station of the Nuddea district.

Mr. W. H. Page, Officiating District and Sessions Judge of Bhagulpore, returned to duty on the afternoon of the 21st March 1884, instead of the 22nd idem, as previously notified.

Baboo Girendra Nath Mittra, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hazaribagh, is allowed leave for one month, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 24th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 14th April 1884.—Dr. K. B. Stuart is appointed to be Coroner of Calcutta, *vice* Mr. B. L. Gupta, resigned.

Mr. J. A. Craven, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Godda sub-division of the Sonthal Pergunnahs district, is transferred to Jamtara in the same district.

Mr. F. Grant, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Doomka, Sonthal Pergunnahs is appointed to have charge of the Godda sub-division in that district.

Baboo Chunder Narayan Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jamtara, Sonthal Pergunnahs, is transferred to the sudder station of that district.

The 15th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. A. O. R. Edwards of his commission as a Lieutenant in the Behar Mounted Rifle Corps.

Troop Sergeant-Major F. A. Shaw is appointed to be a Lieutenant in the Behar Mounted Rifle Corps, *vice* Mr. A. O. R. Edwards.

LEGISLATIVE.—*The 12th April* 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by the Hon'ble H. Beverley of his seat in the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal for making Laws and Regulations.

MARINE.—*The 10th April* 1884.—The services of Captain J. Brebner, Officiating Port Officer, Calcutta, are replaced at the disposal of the Government of India in the Military Department.

OPIUM.—*The 12th April* 1884.—Mr. W. D. Ridsdale, Sub-Deputy Opium Agent, Fyzabad, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th instant.

MEDICAL.—*The 9th April* 1884.—Assistant Apothecary L. J. Reilly is confirmed in his appointment as Assistant Apothecary of the Presidency General Hospital, *vice* Mr. P. Heher, resigned.

The 12th April 1884.—Assistant Surgeon Bollye Chunder Sen, Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Scaldah, is allowed leave for one month and a half, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Devendra Nath Roy is appointed to act as Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Sealdah, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Bollye Chunder Sen, or until further orders.

Surgeon R. D. Murray, Officiating Civil Surgeon of Burdwan, is appointed to act as Civil Surgeon of Jessore, during the absence, on leave, of Dr. D. W. D. Comins, or until further orders.

[*Government Gazette, 22nd April* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

১৯২৬ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ৯ আপ্রিল।—শ্রীযুত টি, টি, আলেন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি-কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাটনার একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত সি, বি, গারেট সাহেব রাজকীয় মোকদ্দমার সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের ও প্রযোজকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ আপ্রিল।—২৪ পরগনার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এ, ডবলিউ, পাল সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে নদীয়া জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

ভাগলপুরের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, পেজ সাহেব পূর্ব্বে প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ২২ মার্চ্চে কর্ম্মে প্রত্যাগমন না করিয়া ঐ মাসের ২১ তারিখের অপরাহ্নে কর্ম্মে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

হাজারিবাগের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গিরীন্দ্রনাথ মিত্র, এই মাসের ২৪ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারক-দের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—শ্রীযুত বি, এল, গুপ্ত কর্ম্ম ত্যাগ করাতে ডাক্তর শ্রীযুত কে, বি, ষ্টুয়ার্ট সাহেব কলিকাতার করণারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত গদ্দা মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে, এ, ক্রাবেন সাহেব সেই জিলার অন্তর্গত জামতারায় প্রেরিত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত ডুমকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এফ, গ্রাণ্ট সাহেব উক্ত জিলার অন্তর্গত গদ্দা মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত জামতারার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চন্দ্র নারায়ণ গুপ্ত উক্ত জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।—শ্রীযুত এ, ও, আর, এডওয়ার্ডস সাহেব বিহারস্থ অশ্বারোহী রাইফল দলের লেপ্টেনেণ্টস্বরূপ স্বীয় কমিশান ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুত এ, ও, আর, এডওয়ার্ডস সাহেবের পরিবর্ত্তে ট্রুপ সর্জেণ্ট-মেজর শ্রীযুত এফ, এ, শা সাহেব বিহারস্থ অশ্বারোহী রাইফল দলের লেপ্টেনেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ব্যবস্থাপন বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১২ আপ্রিল।—মান্যবর শ্রীযুত এচ, বেবর্লী সাহেব আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভায় স্বীয় আসন ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

সমুদ্রসম্পর্কীয়।—১৮৮৪ সাল ১০ আপ্রিল।—কলিকাতা বন্দরের একটিং কর্ত্তৃপক্ষ কাপ্তান শ্রীযুত জে, ব্রবনর সাহেব মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীন পুনঃসংস্থাপিত হইলেন।

আফীন বিষয়ক।—১৮৮৩ সাল ১২ আপ্রিল।—ফয়জাবাদের আফীনের সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, ডি, রিডস্‌ডেল সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১০ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৯ আপ্রিল।—শ্রীযুত পি, কেহর সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে আসি-ষ্টাণ্ট আপথিকারি শ্রীযুত এল, জে, রাইলী সাহেব প্রেসিডেন্সী জেনরল হাঁস্পাতালের আসিষ্টাণ্ট আপথিকারিস্বরূপ স্বীয় পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ আপ্রিল।—শিয়ালদহের কাম্বেল মেডিকাল স্কুলের ঔষধ বিদ্যার শিক্ষক আসিষ্টাণ্ট-সর্জন শ্রীযুত বলাইচাঁদ সেন যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দেড় মাসের ছুটী পাইলেন।

আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত বলাইচাঁদ সেনের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ রায় শিয়ালদহের কাম্বেল মেডিকল স্কুলের ঔষধ বিদ্যার শিক্ষকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তর শ্রীযুত ডি, ডবলিউ, কমিন্স সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বর্দ্ধমানের একটিং সিবিল চিকিৎসক সর্জন শ্রীযুত আর, ডি, মরে সাহেব যশোহরের সিবিল চিকিৎসকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আপ্রিল।]

MUNICIPAL.—*The 3rd April* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Kishoregunge Municipality, in the district of Mymensingh, of Baboo Nobin Chandra Sen to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Bali Municipality of Baboo Abinas Chunder Banerjea to be their Vice-Chairman.

The 8th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Midnapore Municipality:—

Baboo Kedar Nath Banerjee. | Baboo Rajendro Lal Mookerjee.
„ Kali Kamal Sirkar. | Dr. J. L. Phillips.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Kartic Chunder Mittra. | Moonshi Mahomed Jan.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Tumlook Municipality, in the district of Midnapore:—

Baboo Rajendra Lal Gupta. | Baboo Indra Narayan Prodhan.
Moulvi Sujant Ali Ahmed, Sub-Deputy Collector.

Civil Hospital Assistant Syama Churn Mullick is appointed to be a Commissioner of the above municipality.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Utterparah Municipality, in the district of Hooghly, of Baboo Umbica Charan Banerjee to be their Vice-Chairman.

The 9th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Burdwan Municipality:—

Mr. J. Masters, District Superintendent of Police.
Baboo Tara Prosad Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector.

The following notification is re-published from the *Assam Gazette*:—

No. 20.—*The 2nd April* 1884.—In exercise of the power conferred upon him by section 29 of Act VI of 1871 (the Bengal Civil Courts Act), the Chief Commissioner is pleased to invest Baboo Hara Sundar Chakravarti, Munsif of Karimganj, in the Sylhet district, with the powers of a Judge of a Small Cause Court for the trial of suits cognizable by such Courts up to the amount of Rs. 50 within the local limits of his jurisdiction.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—Under section 4 of Act VII of 1871 (the Indian Emigration Act), the Lieutenant-Governor approves the appointment of Mr. R. W. S. Mitchell as Emigration Agent at Calcutta for British Guiana in place of Mr. H. A. Firth, deceased.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 3rd April 1884.—In the exercise of the powers conferred upon him by section 234, Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor is pleased, on the recommendation of the Commissioners of the municipality of Culna, in the district of Burdwan, made at a meeting, to order that the provisions of sections 233 to 277 and 285 to 291, Part VII, Chapter II of the said Act shall be in force in the said municipality.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 22*nd April* 1884.]

মুনিসিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র সেনকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

বালি মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।	শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।
,, ,, কালীকমল সরকার।	ডাক্তর শ্রীযুত জে, এল, ফিলিপ্স সাহেব।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র।	শ্রীযুত মুনশী মহম্মদ জান।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত তমলুক মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল গুপ্ত।	শ্রীযুত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ প্রধান।

সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী মুজফ্ফর আলি আহম্মদ।

সিবিল হাঁস্পাতাল আসিষ্টান্ট শ্রীযুত শ্যামাচরণ মল্লিক উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

হুগলি জিলার অন্তর্গত উত্তরপাড়া মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বর্দ্ধমান মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীযুত জে, মাটর্স সাহেব।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

২০ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২ আপ্রিল।—শ্রীযুত প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭১ সালের ৬ আইনের ২৯ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত করিমগঞ্জের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু হরসুন্দর চক্রবর্ত্তিকে তদীয় বিচারাধিপত্যের স্থান সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা দিলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—এচ, এ, কর্থ সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ভিন্নদেশ গমন বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭১ সালের ৭ আইনের ৪ ধারামতে ব্রিটিষ গায়নার পক্ষে কলিকাতায় বিদেশগামিদের এজেন্টের পদে শ্রীযুত আর, ডবলিউ, এস, মিচল সাহেবের নিয়োগ অনুমোদন করিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৩৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনা মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশ্যনরদের অনুরোধক্রমে এই আদেশ করিলেন যে, উক্ত আইনের ২ অধ্যায়ের ৭ পরিচ্ছেদের ২৩৩ অবধি ২৭৭ পর্য্যন্ত ধারার এবং ২৮৫ অবধি ২৯১ পর্য্যন্ত ধারার বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রবল হইবে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আপ্রিল।]

NOTIFICATION.

The 7th April 1884.—Whereas a notification, dated 18th January 1884, was published at page 215, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 23rd idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm certain bye-laws framed by the District Road Committee of Julpigoree under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to those bye-laws, it is hereby notified for general information that they are confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 7th April 1884.—So much of the declaration, dated the 17th May 1882, published at page 467 of the *Calcutta Gazette* of the 31st May 1882, as refers to the acquisition of the premises Nos. 15, 16, and 16-1, Jora Bagan Street; Nos. 22 and 23, Nimtollah Ghat Street; and Nos. 8, 9, and 10, Ockhoy Chunder Dutt's Lane is hereby cancelled.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 11th April 1884.—The following gentlemen are re-appointed, under section 28, Act V (B. C.) of 1876, to be Commissioners of the Howrah Municipality:—

Mr. W. Stalkartt.
Dr. R. N. Burgess.
Mr. P. N. Banerjea
Baboo Kedarnath Bhattacharjea.
" Jaggut Chunder Banerjea.
Baboo Huro Mohun Mukerjea.
" Chunder Coomar Banerjea.
" Kally Coomar Coondoo.
Pundit Harinath Sharmah.

E. N BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 15th April 1884.—By Financial Notification No. 3908, dated 19th June 1874, published at page 352, Part I of the *Gazette of India* of the 20th June 1874, the Government of India prescribed the use under the General Stamp Act of the locally made bi-colour (blue and black) non-judicial stamps, as well as of the impressed stamps of new designs manufactured in England.

2. As it is desirable that the new stamps should now be exclusively used, it is hereby notified for general information that impressed non-judicial stamps of the new design will be issued in exchange for unused bi-colour non-judicial stamps of equal value by Treasury Officers, on application being made to them within three months from the date of the publication of this notice.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 3rd April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for excavating a tank in Mohullah Mohorumpur, in the town of Patna, pergunnah Azimabad, in the district of Patna, it is hereby declared that

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ৮০ ধারামতে জলপাইগুড়ি জিলার পথকমিটীর প্রণীত এক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ১৮ জানুয়ারির এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ২৯ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এইক্ষণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।—১৮৮২ সালের জুন মাসের ৬ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ৫৮৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮২ সালের ১৭ মের বিজ্ঞাপনের যে পর্য্যন্ত যোড়াবাগান ষ্ট্রীটের ১৫, ১৬ ও ১৬—১ নং এবং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটের ২২ ও ২৩ নং এবং অক্ষয়চন্দ্র দত্তের লেনের ৮, ৯ ও ১০ নং বাটী গ্রহণ বিষয়ে সম্পর্ক রাখে সেই পর্য্যন্ত এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১১ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৮ ধারামতে হাবড়া মুনিসিপালিটীর কমিশানরের পদে ...নদার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ ষ্টলকাট সাহেব।
ডাক্তর শ্রীযুত আর, এল, বর্জেস সাহেব।
শ্রীযুত পি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ বাবু কেদার নাথ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুত বাবু জগতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ „ হরমোহন মুখোপাধ্যায়।
„ „ চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ „ কালীকুমার কুণ্ডু।

পণ্ডিত শ্রীযুত হরিনাথ শর্ম্মা।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।—১৮৭৪ সালের জুন মাসের ১০ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৫৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৭৪ সালের ১৯ জুনের ১৯০৮ নং রাজস্ব সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপনক্রমে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ ইষ্টাম্প আইনমতে এতদ্দেশে প্রস্তুত (নীল ও কাল) দ্বিরঙ্গের বিচার-কার্য্য সংক্রান্তভিন্ন ইষ্টাম্পের ও ইংলণ্ডে প্রস্তুত নবকল্পিত ছাপা করা ইষ্টাম্পের ব্যবহার নির্দ্দেশ করেন।

২। নূতন ইষ্টাম্প এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে ব্যবহার হয় ইহা বাঞ্ছনীয় হওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে খাজানাখানার কর্তৃপক্ষদের নিকট প্রার্থনা করা গেলে তাঁহারা বিচারকার্য্য সংক্রান্তভিন্ন অব্যবহৃত তুল্য মূল্যের দ্বিরঙ্গের ইষ্টাম্প লইয়া বিচারকার্য্য সংক্রান্তভিন্ন নবকল্পিত ছাপা করা ইষ্টাম্প দিবেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগণার পাটনা শহরের বহরমপুর মহল্লায় পুষ্করিণী খনন করণার্থে পাটনা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই

for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 acre and 33 perches is required.

The land is bounded on the north by the public road, on the south by land belonging to the East Indian Railway Company, on the east and west by the cultivated land of Mohorumpur.

This declaration is made, under the provisions of section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land required is filed in the office of the Commissioners for public inspection.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 5th April 1881.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the South Suburban Municipality for a public purpose, viz. for widening the Dum-Duma road, in the village of Dum-Duma, pergunnah Magoorah, zillah 24-Pergunnahs, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 cottahs and 6 chittacks of standard measurement is required. The land is bounded on the north by land belonging to the Clive Jute Mill Company and Mokaram Durjee's land; and on the south, east, and west by the Dum-Duma road.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 5th April 1881.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Nattore Municipality for a public purpose, viz. for the excavation of a municipal tank in the village of Bargacha, pergunnah Taherpore, in the district of Rajshahye, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 bighas 15 cottahs of standard measurement is required. The land is bounded as follows:—

On the North—By Mobarak Sarkar's jote land and Innu and Barkat Khalifas' land;
On the West—By Saroda Prosad Sukul's khamar land and Serbag Sarkar's jote land;
On the South—By Burgacha municipal road and drain; and
On the East—By Fuzlar Rahaman Khan's land and Imamuddeen Sarkar's dwelling.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th April 1881.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Serampore Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a drain in the village of Chatra, pergunnah Boro, in the district of Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 11 chittacks of standard measurement is required. The land is bounded on the north by municipal road, viz. Barnipara Lane; on the west by pucca wall of the East Indian Railway Company; on the south by Panch Kori Dass' garden; and on the east by Kailas Chandra, Sita Nath, and Mohes Chandra Pramanick's land.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 22nd *April* 1881.]

কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ন্যূনাধিক ১ একর ৩৩ পর্চ পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রাজপথ, দক্ষিণ সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ভূমি, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা মহরমপুরের কর্ষিত জমি।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

প্রয়োজনীয় ভূমির নক্শা সাধারণের দেখিবার জন্যে কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ২৪পরগণা জিলার অন্তর্গত মাগুরা পরগণার দমদমা গ্রামে দমদমা পথ পরিসর করণার্থে দক্ষিণ শাখানগর মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কমিমতে ন্যূনাধিক /৪।৴ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ক্লাইব জুট মিল কোম্পানীর ও মকরম দরজীর জমি, এবং দক্ষিণ, পূর্ব্ব, ও পশ্চিম সীমা দমদমা পথ।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ রাজশাহী জিলার অন্তর্গত তেহেরপুর পরগণার বড়গাছা গ্রামে মুনিসিপল পুষ্করিণী খনন করণার্থে নাটোর মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কমিমতে ন্যূনাধিক ৩৸০ কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এই,—

উত্তর সীমা।—মবারক সরকারের যোত জমি, এবং ইমু ও বরকৎ খলিফার জমি।
পশ্চিম সীমা।—শারদাপ্রসাদ শুকুলের খামার জমি, ও সেরবান সরকারের যোত জমি।
দক্ষিণ সীমা।—বড়গাছা মুনিসিপল পথ ও নর্দ্দমা, এবং
পূর্ব্ব সীমা।—কজলর রহমান খাঁর জমি, ও ইমানদ্দীন সরকারের বসতী বাটী।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোরো পরগণার চাতরা গ্রামে জলপ্রণালী করণার্থে শ্রীরামপুর মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কমিমতে ন্যূনাধিক ।।৴ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মুনিসিপল পথ অর্থাৎ বারুইপাড়া লেন, পশ্চিম সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির পাকা প্রাচীর, দক্ষিণ সীমা পাঁচকড়ি দাসের বাগান, ও পূর্ব্ব সীমা কৈলাসচন্দ্র, সীতানাথ ও মহেশচন্দ্র প্রামাণিকের জমি।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আপ্রিল।]

DECLARATION.

The 7th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz. for the construction of roads for the improvement of the Jora Bagan Bustee, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, No. 16-2, Jora Bagan Street, measuring, more or less, 2 cottahs 1 chittack and 20 square feet, is required. The land is bounded on the north and east by tenanted land No. 16, Jora Bagan Street; on the south partly by a passage leading to tenanted land No. 16, Jora Bagan Street, and partly by Jora Bagan Street; and on the west by a bustee passage between Nos. 16 and 16-2, Jora Bagan Street, and No. 16-1, Jora Bagan Street.

The plan and specification of the land are filed in the office of the Commissioners of the Town of Calcutta for public inspection.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a road connecting Mundul Street with Prosunno Coomar Tagore's Street, for the improvement of the Jora Bagan bustee, it is hereby declared that for the above purpose pieces of land No. 15, Jora Bagan Street, and No. 18-1, Mundul Street, measuring, more or less, 9 cottahs 2 chittacks and 33 square feet, are required. The lands are bounded on the north partly by No. 15, Jora Bagan Street, partly by a public drain, and partly by Mundul Street; on the east partly by Jora Bagan Street and partly by a public drain; on the south by a public drain; and on the west partly by a public drain and partly by Mundul Street.

The plan and specifications of the land are filed in the office of the Commissioners for the Town of Calcutta for public inspection.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1927 A.

The 9th April 1884.—The services of Mr. R. S. T. MacEwen, Third Judge of the Court of Small Causes, Calcutta, are placed temporarily at the disposal of the Government of India in the Home Department.

Baboo Uma Nath Ghosal, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Kooshtea, with effect from the date on which he joined his appointment, *vice* Baboo Upendra Nath Ghose, on leave.

Baboo Gosain Das Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Kissengunge sub-division of the Purneah district, is vested with the powers to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

The 12th April 1884.—Baboo Keylash Chandra Mozoomdar, Munsif of Jehanabad, in the district of Hooghly, is appointed to be a Munsif in the district of Pubna and Bogra, and to be ordinarily stationed at Serajgunge, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

[*Government Gazette*, 22*nd April* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঘোড়াবাগান বসতীর উৎকর্ষসাধনার্থ পথ প্রস্তুত করিবার জন্যে কলিকাতা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীটের ১৬—২ নং অর্থাৎ ন্যূনাধিক ২, ০ ছটাক ২০ বর্গফুট পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীটের ১৬ নং প্রজার জমী, দক্ষিণ সীমা অংশতঃ ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীট ১, নং প্রজার জমী ও বাহিরের পথ ও অংশতঃ ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীট এবং পশ্চিম সীমা ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীটের ১৬ ও ১৬—২ নম্বরের মধ্যস্থ বসতীর পথ ও ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীটের ১৬—১ নং।

উক্ত ভূমির নকশা ও বিশেষ বিবরণ সাধারণের দেখিবার জন্যে কলিকাতা নগরের কমিশনারদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ ঘোড়াবাগান বসতীর উৎকর্ষ সাধনার্থ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীটের সঙ্গে মণ্ডল ষ্ট্রীট সংযোজনার্থ পথ প্রস্তুত করিবার জন্যে কলিকাতা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীটের ১৫ নং ও মণ্ডল ষ্ট্রীটের ১৮—১ নং অর্থাৎ ন্যূনাধিক ।৫৵ ছটাক ২৩ বর্গফুট পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। এই ভূমির উত্তর সীমা অংশতঃ ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীটের, ১২ নং, অংশতঃ সরকারী নর্দ্দমা ও অংশতঃ মণ্ডল ষ্ট্রীট, পূর্ব্ব সীমা অংশতঃ ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীট, ও অংশতঃ সরকারী নর্দ্দমা, দক্ষিণ সীমা সরকারী নর্দ্দমা, এবং পশ্চিম সীমা অংশতঃ সরকারী নর্দ্দমা ও অংশতঃ মণ্ডল ষ্ট্রীট।

উক্ত ভূমির নকশা ও বিশেষ বিবরণ সাধারণের দেখিবার জন্যে কলিকাতা নগরের কমিশনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

১০২৭ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ৯ আপ্রিল।—কলিকাতার ছোট আদালতের তৃতীয় জজ শ্রীযুক্ত আর, এস, টি, মাকইউয়ন সাহেব বিদায়কালের নিমিত্তে হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ছুটী লওয়াতে শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ ঘোষাল, বি, এল, নদীয়া জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওয়া স্বীয় কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ কুষ্টিয়ায় অবস্থাপিত হইবেন।

পুরণিয়া জিলার অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জ মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দদাস দত্ত ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২১০ ধারার লিখিত অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ আপ্রিল।—হুগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার পাবনা ও বগুড়া জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হওয়া সেরাজগঞ্জে কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আপ্রিল।]

Baboo Bidhu Bhusan Chakravartti, Officiating Munsif of Sealdah, in the district of the 24-Pergunnahs, is appointed to act as a Munsif in the district of Backergunge, and to be ordinarily stationed at Perozepore.

Baboo Akhoy Kumar Chatterjee, Additional Munsif of Perozepore, in the district of Backergunge, is appointed to be a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Mudhubannee.

Baboo Nilmadhub Banerjee, Munsif of Mudhubannee, in the district of Tirhoot, is transferred to Durbhunga in that district.

Baboo Brajo Mohun Prasad, Munsif of Durbhunga, in the district of Tirhoot, is appointed to be a Munsif in the district of Gya, and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district.

Moulvie Abdul Bari, First Munsif of Gya, is appointed to be a Munsif in the district of Patna, and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district.

Baboo Kedarnath Roy, Munsif of Patna, is appointed to be a Munsif in the district of Hooghly, and to be ordinarily stationed at Howrah.

Baboo Pran Nath Banerji, Second Munsif of Serampore and Howrah, is appointed to be a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district.

Baboo Bhugwan Chandra Chatterji, Munsif of Krishnaghur, is appointed to be a Munsif in the district of Hooghly, and to be ordinarily stationed at Serampore.

Baboo Prasanna Kumar Sen, First Munsif of Serampore, in the district of Hooghly, is appointed to be a Munsif in the district of Beerbhoom, and to be ordinarily stationed at Rampore Hât.

Baboo Atul Behari Ghosh, Munsif of Rampore Hât, in the district of Beerbhoom, is appointed to be a Munsif in the district of the 24-Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Baraset.

Baboo Mohendra Nath Ghosh, Munsif of Jehanabad, in the district of Hooghly, is appointed to be Rent Suit Munsif of that chowkey, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50.

Baboo Khettra Nath Dutt, Officiating Munsif of Serajgunge, in the district of Pubna and Bogra, is appointed to act as a Munsif in the district of Hooghly, and to be ordinarily stationed at Jehanabad.

In supersession of the order of the 4th ultimo, Baboo Gopi Mohun Mookerji, Munsif of Culna, in the district of Burdwan, is appointed to be a Munsif in the district of Moorshedabad, and to be ordinarily stationed at Azimgunge, with effect from the date on which he joined the latter chowkey, *vice* Baboo Ram Jadub Talapatra, on leave.

Baboo Gopi Mohun Mookerji is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the limits of the Azimgunge Munsifi.

Baboo Kalidhan Chatterjee, Munsif of Moonsheegunge, in the district of Dacca, is appointed to be a Munsif in the district of Sylhet, and to be ordinarily stationed at Habigunge, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Umakant Chatterjee, Munsif of Chooadanga, in the district of Nuddea, is appointed to be a Munsif in the district of Sylhet, and to be ordinarily stationed at South Sylhet (Moulvie Bazar), with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Prosanna Kumar Bose, First Munsif of Kurigram, in the district of Rungpore, is appointed to be a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Chooadanga.

Baboo Saroda Prosad Chatterjee, Munsif of Kurigram, in the district of Rungpore, is appointed to be Rent Suit Munsif of that chowkey, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within his jurisdiction.

Baboo Saroda Prosad Chatterjee is, under clause 6, section 3 of the Land Acquisition Act, X of 1870, also vested with the powers of a "Court" under that Act, to be exercised within the local limits of the Kurigram Munsifi.

[*Government Gazette*, 22*nd April* 1884.]

২৪ পরগনার অন্তর্গত শিয়ালদহের একটিং মুনসেফ শ্রীযুত বাবু বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী বাখরগঞ্জ জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ পিরোজপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুরের আডিশ্যনল মুনসেফ শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ত্রিহুত জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মধুবনিতে অবস্থাপিত হইবেন।

ত্রিহুত জিলার অন্তর্গত মধুবনির মুনসেফ শ্রীযুত বাবু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ জিলার অন্তর্গত দ্বারভাঙ্গায় প্রেরিত হইলেন।

ত্রিহুত জিলার অন্তর্গত দ্বারভাঙ্গার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন প্রসাদ গয়া জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন।

গয়ার প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী আবদুল বারি, পাটনা জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন।

পাটনার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ রায় হুগলী জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ হাবড়ায় অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীরামপুর ও হাবড়ার দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়া জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন।

কৃষ্ণনগরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু ভগবানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ শ্রীরামপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

হুগলী জিলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরের প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার সেন, বীরভূম জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ রামপুরহাটে অবস্থাপিত হইবেন।

বীরভূম জিলার অন্তর্গত রামপুরহাটের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু অটলবিহারি ঘোষ, ২৪ পরগনা জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বারাসতে অবস্থাপিত হইবেন।

হুগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ. উক্ত চৌকীতে থাকানার মোকদ্দমার বিচারার্থে মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

পাবনা ও বগুড়া জিলার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জের একটিং মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু কেশবনাথ দত্ত, হুগলী জিলায় মুন্সেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ জাহানাবাদে অবস্থাপিত হইবেন।

গত মাসের ৭ তারিখের আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। শ্রীযুত বাবু রামযাদব তলাপাত্র ছুটী লওয়াতে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনার মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় মুরশিদাবাদ জিলায় মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়া আজিমগঞ্জে কর্ম্মগ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় আজিমগঞ্জ মুন্সেফীর সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুনশীগঞ্জের মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু কালীধন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহট্ট জিলায় মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়া হবিগঞ্জে কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

নদীয়া জিলার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহট্ট জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া দক্ষিণ শ্রীহট্টে (মৌলবী বাজারে) কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত কুড়িগ্রামের প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার বসু নদীয়া জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ চুয়াডাঙ্গায় অবস্থাপিত হইবেন।

রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত কুড়িগ্রামের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সেই চৌকীতে থাজানার মোকদ্দমা বিচারার্থে মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৩ ধারার ৬ প্রকরণমতে কুড়িগ্রাম মুনসেফীর স্থান সীমার মধ্যে উক্ত আইনমত আদালতের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতাও পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আপ্রিল।]

Baboo Gopal Krishna Ghosh, Officiating Munsif of Bolepore, in the district of Beerbhoom, is appointed to act as a Munsif in the district of Rungpore, and to be ordinarily stationed at Kurigram.

Baboo Janoki Nath Dutt, Munsif of Comillah, in the district of Tipperah, on leave, is appointed to be a Munsif in the district of Beerbhoom, and to be ordinarily stationed at Bolepore.

Baboo Hem Chandra Mitter, Munsif of Monghyr, is appointed to be a Munsif in the district of Sarun, and to be ordinarily stationed at Motihari, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Sham Lal Haldar, Officiating Munsif of Motihari, in the district of Sarun, is appointed to be a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Mozufferpore, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Jadu Nath Das, Munsif of Arrareah, in the district of Purneah, is appointed to be a Munsif in the district of Bhagulpore, and to be ordinarily stationed at Monghyr, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

In supersession of the order of the 25th ultimo, Baboo Gopal Chunder Bosu, M.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Dacca, and to be ordinarily stationed at Moonsheegunge, with effect from the date on which he joined that chowkey.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 14th April 1884.

No. 162.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of a railway from Sultanpore eastwards to Bogra, through the villages of Seetahar, Kalsha, Teorpara, Dhowakuri, Ootraly, Bamneegaon, Pyckpara, Soodeen, Shahar, Lockhipur, Durusulai, Konchkuri, Mathurapur, Khayal, Bontutoolee, Mowakuri, Koel, Bara-Chupra, Ganee-Belghorea, Maygha, Subla, Chandpore-Fakeerpara, Lokenathpur, Pratabpur, Kulna, Luckhipur, Kahaloo, Oolut, Sitlye, Dulgara, Belgharea, Koechone, Phampore, Shardighee, Puran-Bogra, Kamargaree, Sootrapur, and Bogra, pergunnahs Knatta and Selbarsa, zillah Bogra, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land about 24 miles in length and about 149 feet in average breadth, measuring, more or less, 1,307 beeghas 10 cottahs 10 chittacks of standard measurement, is required within the aforesaid villages of Seetahar, Kalsha, &c.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

S. T. TREVOR, *Col.*, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

IRRIGATION.

The 14th April 1884.

No. 163.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpos iz. for Julpoora drainage cut, it is hereby declared that for the above purpose a plot of land in mouzah Kaler, pergunnah Arwal, in the district of Gya, situate on the 28th mile of the Patna Canal, measuring about 213 feet in length and varying from 70 to 80 feet in width, and containing an area of 1 rood and 28 poles, more or less, is required in the aforesaid village.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[*Government Gazette,* 22*nd April* 1884.]

বীরভূম জিলার অন্তর্গত বোলপুরের একটিং মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ রঙ্গপুর জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ কুড়িগ্রামে অবস্থাপিত হইবেন।

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কমিল্লার ছুটীপ্রাপ্ত মুনসেফ শ্রীযুত বাবু জানকীনাথ দত্ত বীরভূম জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বোলপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

মুঙ্গেরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু হেমচন্দ্র মিত্র, সারণ জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া মতিহারীতে কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

সারণ জিলার অন্তর্গত মতিহারীর একটিং মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শ্যামলাল হালদার ত্রিহুত জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া মজফরপুরে কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

পুরণিয়া জিলার অন্তর্গত অররিয়ার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু যদুনাথ দাস ভাগলপুর জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া মুঙ্গেরে কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

গত মাসের ২৫ তারিখের আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র বসু, এম, এ, ও বি, এল, ঢাকা জিলায় মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া মুনশীগঞ্জে কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।

১৬২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বগুড়া জিলার অন্তর্গত খট্টা ও শেলবরস পরগনার সাঁতাহর, কালমা, তিওরপাড়া, ধোয়াকুরি, উত্রলী, বামনীগাঁ, পাইকপাড়া, সুদীন, শহর, লক্ষ্মীপুর, দরসলাই, কোঞ্চকুরি, মথুরাপুর, থায়ল, বনতুলী, মৌয়াকুরি, কোয়েল, বড় ছাপরা, গানি-বেলঘরিয়া, মেঘা, সুবলা, চাঁদপুর ফকীরপাড়া, লোকনাথপুর, প্রতাবপুর, কুলনা, লক্ষ্মীপুর, কহালু, উলৎ, সিন্দলাই, দলগাড়া, বেলঘরিয়া, কইচুনি ফামপুর, সারদীঘী, পুরাণ বগুড়া, কামারগাড়ী, সূত্রপুর, ও বগুড়া গ্রামের মধ্যে দিয়া সুলতানপুর হইতে পূর্ব্বমুখে বগুড়া পর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত সাঁতাহর, কালমা, প্রভৃতি গ্রামে ২৪ মাইল দীর্ঘ ও গড়ে প্রায় ১৪৯ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ কম্তিমতে ন্যূনাধিক ১,৩০৭।।০।৵ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এস, টি, ট্রেবর, কর্ণেল, আর, ই,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।

১৬৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ জলপুরা জলপ্রণালী কাটীবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে গয়া জিলার অন্তর্গত অরবল পরগনার কালের মৌজায় পাটনা খালের ২৮ মাইলে স্থিত প্রায় ২৪৩ ফুট দীর্ঘ ও ৭০ অবধি ৮০ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১কড ৮ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আপ্রিল।]

No. 164.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for Koni drainage cut, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 335 feet in length, and varying from 7 to 12 feet in width, and containing an area of 12½ poles, more or less, is required in the villages of Koni and Balsar, pergunnah Arwal, in the district of Gya.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

The 15th April 1884.

No. 165.—*Leave.*—Mr. T. E. Curry, Assistant Engineer, first grade, Cossye Division, is granted furlough, with the necessary subsidiary leave, for eighteen months, under section 49, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 25th instant, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

No. 167.—*Posting.*—With reference to Government of India, Public Works Department, notification No. 86 of the 10th instant, Mr. J. C. Mills, Assistant Engineer, second grade, is posted to the Benares-Cuttack Railway Surveys.

No. 168.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is likely to be required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of a branch line of railway from Bunwar Chak, about five miles to the west of Sonepur, to Paleza Ghat on the river Ganges, in the district of Sarun, it is hereby declared that a survey party is about to take the field for the purpose of surveying the above-mentioned branch line of railway.

This declaration is made, under the provisions of section 4 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. Neill, *Major*, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. D.

১৬৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ কোণি জলপ্রণালী কাটিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে গয়া জিলার অন্তর্গত অরবল পরগনার কোণি ও বলার গ্রামে প্রায় ১৭২ ফুট দীর্ঘ ও ৭ অবধি ১২ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১২।। পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৮৪ সাল ১৫ এপ্রিল।

১৬৫ নম্বর।—ছুটী।—কাঁসাই খালের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত টি. ই. করি সাহেব এই মাসের ২২ তারিখ অবধি অথবা তাহার পরে যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৫৯ ধারামতে প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক ছুটীসুদ্ধ আঠার মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

১৬৭ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই মাসের ১০ তারিখের ৮৬নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে, সি বিলস সাহেব বাণারসী-কটক সরকেলে অবস্থাপিত হইলেন।

১৬৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত সোণপুরের পশ্চিম প্রায় ৫ মাইল দূরস্থ বনওয়ার চক অবধি গণ্ডকনদীর ধারে পেলজা ঘাট পর্য্যন্ত শাখা রেল পথ করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি গ্রহণকরণের প্রয়োজন হওয়ার বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, উপরোক্ত শাখা রেল পথের জরীপ করণাভিপ্রায়ে জরীপ কার্য্যকারকেরা জরীপী কার্য্যারম্ভ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৪ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এল, ই. এস. নীল, মেজর, আর এন, সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের জোইণ্ট সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ২২ আপ্রিল।

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র।

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের আদেশমতে প্রচারিত সরকুলর।

দেওয়ানী বিধি।

২ নম্বর। ১৮৮৪ সাল ২৩ ফেব্রুয়ারি।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৩ অধ্যায়ের ১২৮ পৃষ্ঠায়,

"বিবাদ স্থল ছাড়া ১৮৬৫ সালের ১০ আইন ও ১৮৮১ সালের ৫ আইনমত প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র পাইবার প্রার্থনাপত্র (বিবাদ স্থল হইলে, তাহা মোকদ্দমা শীর্ষকে খারিজ করিয়া লইতে হইবে)"

এই কথার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ কর—

"এবং উক্ত প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র রহিত করিবার প্রার্থনাপত্র"।

ফৌজদারী সরকুলর অর্ডর।

৩ নম্বর। ১৮৮৪ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।

১৮৮৩ সালের ফৌজদারী বিধি ও অর্ডরের ২ অধ্যায়ের ৫৫ পৃষ্ঠায় ৬ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের তলদেশে যে "নোট" আছে, তাহার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত নোট দিতে হইবে।—

নোট।—২ ঘরের শীর্ষকে "সংশোধনের দরখাস্তকারী" এই যে কথা আছে, তন্মধ্যে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে সংশোধনের দরখাস্ত করা যায় কিম্বা যাহাদের স্বার্থে মাজিষ্ট্রেট বা জজ সাহেব আপন প্রবৃত্তিমতে সংশোধন হইবার উপায় অবলম্বন করেন, কেবল সেই ব্যক্তিদিগকে ধরা যাইবে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে। বাদির পক্ষে এইরূপ দরখাস্ত করা গেলে বা এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইলে, মন্তব্যের ঘরে বাদিদের সংখ্যা সহিত সেই কথা লিখিতে হইবে। শেষোক্ত স্থলে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা যায়, তাহাদের কথা ২ ঘরে লেখা না গেলেও উক্ত দরখাস্তের ফলানুসারে ৩ অবধি ১৩ পর্য্যন্ত ঘরে যথাযোগ্য স্থানে থাকিবে।

২। ৩০ পৃষ্ঠায় A ত্রৈমাসিক বর্ণনাপত্রের ৩য় খণ্ডের ২ ঘরে "সংশোধনের দরখাস্তকারী" এই কথায় নিম্নলিখিত ফুটনোট যোগ করিতে হইবে।

"৫৫ পৃষ্ঠায় ৬ নং বার্ষিক বর্ণন পত্রের তলদেশস্থ 'নোট' দেখ (১৮৮৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ৩ নং সরকুলর অর্ডর)।"

৩। ৩২ পৃষ্ঠায় B ত্রৈমাসিক বর্ণনাপত্রের ২য় খণ্ডের ২ ফুটনোটে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে।—

"৫৫ পৃষ্ঠায় ৬ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের তলদেশস্থ 'নোট' দেখ (১৮৮৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ৩ নং সরকুলর অর্ডর)।"

৪। কালানুক্রমিক সূচীপত্রের ১১ পৃষ্ঠায় ১৮৮০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারির ৩ নং সাধারণপত্রের পার্শ্বে ৫৫ পৃষ্ঠার উল্লেখ উঠাইয়া দিতে হইবে।

নোট।—২ ঘরের শীর্ষকে "সংশোধনের দরখাস্তকারী" এই যে কথা আছে, তন্মধ্যে যাহাদের পক্ষে সংশোধনের দরখাস্ত করা যায় কিম্বা যাহাদের স্বার্থে মাজিষ্ট্রেট বা জজ সাহেব আপন প্রবৃত্তিমতে সংশোধন হইবার উপায় অবলম্বন করেন, সেই সকল ব্যক্তিকে ধরা যাইবে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে, তাহারা বাদীই হউক আর অভিযুক্ত ব্যক্তিই হউক।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আপ্রিল।]

(ঙ) [অপরাধ স্বীকার অনুবাদ করিতে হইবার কথা—১৮৭২ সালের ১০ আগস্টের ৪নং সরকুলর অর্ডর] সেশন আদালতে বিচারার্থে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সমর্পণ করা যায়, মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহারা যে অপরাধ স্বীকার করিল, তাহা প্রমাণের মধ্যে থাকিলে, ইঙ্গরেজী ভাষায় তাহার অনুবাদ সঙ্গে থাকা উচিত। সেই অনুবাদ পরিষ্কাররূপে লিখিতে হইবে। একটি স্বীকার বা একটি পরীক্ষার অধিক একখান কাগজে লিখিতে হইবে না।

ফৌজদারী সরকুলর অর্ডর।

৪ নম্বর। ১৮৮৪ সাল ১৮ ফেব্রুয়ারি।

১৮৮৩ সালের ফৌজদারী বিধি ও অর্ডরের ১১৪ ও ১১৫ পৃষ্ঠায় ৬ অধ্যায়ের ১৪ ধারার (ঙ) প্রকরণের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত প্রকরণটি দিতে হইবে।—

(ঙ) [সাক্ষ্য প্রভৃতি অনুবাদ করিতে হইবার কথা।—১৮৮৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারির ৪নং সরকুলর অর্ডর।]—সেশনের মোকদ্দমায় বিচারে প্রমাণ বলিয়া দেশীয় ভাষায় যে (১) দলীল, (২) সাক্ষ্য বা (৩) অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা যায়, তাহা ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ করিতে হইবে এবং উক্ত অনুবাদের একপ্রস্ত পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া নথীর অন্তর্ভূত করিতে হইবে। একাধিক দলীলের, সাক্ষ্যের বা পরীক্ষার অনুবাদ একখান কাগজে লিখিতে হইবে না।

২। কালানুক্রমিক সূচীপত্রের ১০ পৃষ্ঠায়, ১৮৭২ সালের ১০ আগস্টের ৪নং সরকুলর অর্ডর ও উল্লেখাদি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., *Bengali Translator.*

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 22, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নের লিখিত তালুকাদি ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকিপড়া রাজস্ব ও রোডছেছ ও পবলিক ওয়ার্ক ছেছ আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ৯ জুন মোত বেক ১২৯১ বাঙ্গালা ২৮ জৈষ্ঠ রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাক্সবাজার সবডিবিসনের এলাকাধীন।

তৌজির নম্বর।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।		মোট।	মন্তব্য।
			রাজস্ব।	ছেছ।	রাজস্ব।	ছেছ।		
২২১/২৫১	মৌজে ইনলী থানে টেকনাক তালুক নছরত আলি চৌং	খোদ ...	৮৯৭৷৷০	২০৸৬	৬৩৮৷৬	০	৪৩৮৷৬	সম্পূর্ণ তালুক নিলাম হইবে।
৪৪/১৩৬১	মৌং টেকনাক থানে টেকনাক তাং শ্রীমতী থাত চৌং	খোদ ...	১২১৭৲	৭৯৴০	৬১৩৲	২৬৷৴৬	৬৩৯৷৴৬	ঐ
১৫৫/১৩৮	মৌং রাজারকুল থানে রামু তালুক সেরমস্ত খাঁ ...	দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গং	১১০১৷৷৬	১২৮৷৴	৩০৩৷৴৬	৪৪৴৬	৩৪৭৷৶	ঐ
২০৪/৪১৯	মৌং মিঠাছড়ি থানে রামু ইজারা শ্রীমতী লতিফা খাতুন নাবালগের পক্ষে আছাদ আলি খাঁ।	নিং আহাদ আলি খাঁ।	১১৮৩৷৶০	১১৭৴৬	৪২০৲	৩৭৷৷৵৬	৪৫৭৷৷৶৬	ঐ
২৯৯/২৮৩	মৌং বারপাকিয়া থানে চকরিয়া তাং বিবি ইসরাফ ...	নিং দেওয়ান আলি সদাগর।	১৮৭৷৷৴৩	২৯৪৸৴	৪৩০৲	১৯৬৷৷	৬২৬৷৷০	ঐ
৩৩৪/২৪১০	মৌং পেহুয়া থানে চকরিয়া তালুক ফজল আলি ...	খোদ ...	২৫১২৲	১০৯৷৶৬	২০৪২৲	৭২৸৶	২১১৭৸৶০	ঐ

C. A. SAMUELLS, *Offg. Collector, Chittagong.*

জিলা ময়মনসিং।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারির এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সাল ২১ মেই মোং ১২৯১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ বুধবার তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮৪। ৭ এপ্রেল।

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
২৬ নং	পং নশিরুজীয়াল জমিদারি হিস্যা ।১০ আনা ময় বেজাবেতা তালুক ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরিজামোহন চৌধুরী গয়রহ।	৭১২৫৭	৮২৯৮৩	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	ঐ ঐ ১৮৭৬। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনাকান্দা ৺৩৮।৶ ভাগ হিস্যা।	আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ।	১৸৶০	০	০
	ঐ ঐ ঐ কিং চান্দীনাকান্দা হিস্যা ৺১০৶৫॥ তিল। তপে রণভাওয়াল।	জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ …	৸০	০	০
১১৬ নং	তাং নেওয়াজআলা হিস্যা ॥০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি হিস্যা।	মদনাথ চক্রবর্ত্তী মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী গয়রহ।	১২৭১৶০	৪২৸৶	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে কন্যামণ্ডল গয়রহ ৩৩ মৌজার ।০ আনা হিস্যা।	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী …	৩৪১৸৶০	০	০
	ঐ ঐ ঐ …	প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী ..	৩৪১৸৶৩	০	০
	ঐ ঐ ঐ …	দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী …	৩৪১৸৶৩	০	০
	ঐ ঐ ঐ … তপে হাজরাদী।	কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী …	৩৪১৸৶৩	০	০
১২৪ নং	পাএন্দাবেগ হিস্যা ৸/৬।'' ক্রান্তী ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে এজমালি।	মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরী. দিননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	১০৩৩৸০	১২।/৮	এজমালি অংশ নিলাম হইবেক।
	ঐ ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ।৶০ আনা নগর হাজরাদীর ।৶১৬ গণ্ডা।	জগতকিশোর আচার্য্য চৌধুরী নাবালগ।	২৯৩॥৶০	০	০
	ঐ ঐ চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা /১৫ গণ্ডা ও নগর ০জবদীর /১৯ গণ্ডা ও বীর ·মুয়ার ৸৶০ আনা। তপে সীংধা দরজিখাজুর মোতালক ১৫১ নং জমিদারি। তপে হাজরাদী।	হরিকিশোর রায় চৌধুরী …	১৬৩৸০	০	০
		ছৈয়দ আবদুল্লা অধ্যাকপক্ষে জাহিনা আক্তর খাতুন।	২১৭৩৸৶০	১২।/০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
২১২৯ নং	তাং কৃষ্ণরাম দত্ত গয়রহ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	দিননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	৩৩৯৸/৫	০	০
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৶১০ আনা।	বিশ্বেশ্বরী দাস্যা .	২৫০৸/০	৪৩॥০	খারিজ হিস্যা নিলাম।
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	রামকিশোর গঙ্গোপাধ্যায় গয়রহ।	৯০১৪॥৶৭	০	০

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আপ্রেল।]

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
		দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।			
৫০৭১ নং	৮পে রণভাওয়াল। চর চারিপাড়া সুবর্ণপুর ওরফে কামারিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ।	৭৬৭৸১০ পাই	১১১॥৶০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
৫০৮৫ নং	পং মমনসীংহ বীল ছলজী।	রাজা হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী গয়রহ।	৫৮৩৲	২০॥৵০	ঐ
৫১৭৪ নং	পং হুসেনশাহী চর ভেলুয়ামারি।	দিননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭৪৲	২২৭৲	ঐ
৫২৪৯ নং	পরগণে পুখরিয়া চরগাবরা।	বামশর্ম্মী দেব্যা চৌধুরাণী পতির নাম দুর্গাপ্রসাদ খাঁ ও মহারাণী শরতসুন্দরী দেবি গয়রহ।	৫৯১৮৸০ মালিকানা ৬৫৮৲	১৪২৫।০ মালিকানা ১৬৭৲	ঐ

G. E. MANISTY,
Offg. Collector.

INSOLVENCY NOTICE.

মোকদ্দমার নং ৬ । ১৮৮৪ ইং

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ২০ অধ্যায়মতে দরখাস্ত।

জেলা দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট জজ আদালত।

ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ পিতা মৃত রামধন ঘোষ সাকিন বীরগঞ্জ পং সুরপুর ... দেনদার।

পক্ষ। সম্পর্কবিশিষ্ট ব্যক্তি সমূহকে এবং সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে সদর মুনসেফী আদালতের হরিচরণ সেন ইত্যাদি ডিক্রীদারের ১৮৮৪ সালের ২০ নং ডিক্রীজারী মোকদ্দমায় ঐ আদালতের ১৮৮৪ সালের ৭ মার্চ্চ তারিখের আদেশক্রমে ধৃত হইয়া দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ হওয়ার পর দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৩৩৪ ধারা অনুসারে ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া নির্ণীত হইবার প্রার্থনায় দরখাস্ত করিয়াছে অতএব দেনদারকে ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া কেন প্রকাশ করা যাইবে না তৎসম্বন্ধে কেহ প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা স্বয়ং অথবা উকীল দ্বারা সন ১৮৮৪ সালের ২৫ এপ্রেল তারিখে দিবা ১০ ঘটিকার সময় এই আদালতে উপস্থিত করে তাহাতে অন্যথা করিলে উপরোক্ত তারিখে রীতিমত দরখাস্ত উপস্থিত হইয়া বিহিত আদেশ প্রচার করা যাইবে ইতি. সন ১৮৮৪ ৭ এপ্রেল।

L. B. B. KING,
District Judge.

(9—L)

INSOLVENCY NOTICES.

Court for the Relief of Insolvent Debtors at Calcutta.

In the matter of HENRY AUGUSTUS DEEFHOLTS, an Insolvent.

Notice is hereby given that Wednesday, the 7th day of May next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee, from the 4th day of April 1883 until the 31st day of March 1884, has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk Any creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent, will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

The like Notice.—In the matter of GYULA VON BENKE, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st January 1883 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of JAMES REDEOUT BELLETTY, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st February 1882 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of HENRY SAMUEL BROOKS, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st January 1882 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of EDWIN WILLOUGHBY SYKES, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 2nd October 1877 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

Official Assignee's Office, *Calcutta, 16th April* 1884.

A. B. Miller,
Official Assignee.
(10—1)

NOTICE.

It is hereby notified that at the next half-yearly examination of junior Civilians, Deputy Magistrates, &c, to commence on Monday, the 28th instant, four local examination Committees will be convened in this division, viz. (1) at No. 14, Hare Street, Calcutta, for officers stationed at the Presidency or employed in the 24-Pergunnahs, (1) at Krishnaghur for officers employed in the Nuddea district, (1) at Jessore Sudder Station for officers employed in that district, as well as in the district of Khulnah, and (1) at Berhampur for officers employed in the Moorshidabad district.

A. Smith,
Officiating Commissioner.

[*Government Gazette, 22nd April* 1884.]

NOTICE.

The 21*st February* 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে।

		টাকা	
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲	
ডাকমাশুল	„	২।।০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	„	৪৲	
ডাকমাশুল	„	১৲	
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য		।০	
ডাকমাশুল		৵০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৵০	৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠাপ্রতি আর এক২ আনা।
ডাকমাশুল		৵০	

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আপ্রিল।]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—*Rates for Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half „	10

Casual advertisements.—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডব্লিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই।—

	টাকা।
পূর এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা „ „	১০৲
কখনং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পঁক্তি	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার ম্প্লানেড ওয়েষ্ট টৌনহালের তাতায়াস্থত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এডওইন মরিস লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 256—18-4-84—806

Numb. 2335 [২৩৩৫]. [REGISTERED No. 30.]

TUESDAY, APRIL 29, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।

CONTENTS

নির্ঘণ্ট।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—PUBLIC.

Simla, the 17th April 1884.

No. 620.—Under the provisions of Section 17 of the Indian Arms Act, 1878, the Governor-General in Council is pleased to make the following rule :—

13A. Licenses to possess and carry arms in places to which Section 15 of the Indian Arms Act, 1878, applies may be granted by the District Magistrate, on plain paper and without fee, to the heirs of persons to whom arms have been presented by or under the orders of Government, in respect of any such arms which they may inherit. Such licenses shall be granted in Form VIII prescribed by Rule 13.

MEDICAL.

The 18th April 1884.

No. 159.—The services of Surgeon T. R. Macdonald, M.B., are placed temporarily at the disposal of the Government of Bengal.

JUDICIAL.

The 17th April 1884.

No. 513.—The Hon'ble Romesh Chunder Mitter, B.L., a Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, has obtained privilege leave for three months, with effect from the 15th May next, or from any subsequent date on which he may avail himself of it.

A. MACKENZIE,
Secretary to the Govt. of India.

DEPARTMENT OF FINANCE AND COMMERCE.

NOTIFICATION.

Simla, the 18th April 1884.

No. 332.—Babu Ishan Chandra Basu having been appointed to officiate as Assistant Accountant-General, Bengal, assumed charge of his duties before noon on the 3rd April 1884.

No. 333.—Mr. T. H. Biggs having been appointed to officiate as Assistant Comptroller-General, made over charge of his duties as Officiating Assistant Accountant-General, Bengal, to Mr. O. T. Barrow, B.C.S., after noon on the 7th April 1884.

D. M. BARBOUR,
Secy. to the Govt. of India.

হোম ডিপার্টমেন্ট।

বিজ্ঞাপন।—পবলিক।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।

৬২০ নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৭ ধারার বিধানমতে নিম্নলিখিত বিধি প্রণয়ন করিলেন।

১৩ ক। গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক কিম্বা গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে যাঁহাদিগকে অস্ত্রাদি দান করা গিয়াছে তাঁহাদের যে উত্তরাধিকারিরা সেই অস্ত্রাদি উত্তরাধিকার করিতে পারেন তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৫ ধারা যেং স্থানে বর্ত্তে সেইং স্থানে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সাদা কাগজে ও ফী না লইয়া অস্ত্রাদি রাখিবার ও বহন করিবার লাইসেন্সপত্র দিতে পারিবেন। উক্ত লাইসেন্সপত্র বিধির ১৩ ধারার নির্দিষ্ট ৮ পাঠে দেওয়া যাইবে।

চিকিৎসা বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।

১৫৯ নম্বর।—সর্জন শ্রীযুত টি, আর, মাকডনালড সাহেব, এম, বি, কিয়ৎকালের নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

জুডিশ্যাল।

১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।

৫১১ নম্বর।—বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের জজ মান্যবর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র, বি, এল, আগামি মে মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

এ, মাকেঞ্জি,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।

৩৩১ নম্বর।—শ্রীযুত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু বঙ্গদেশের আসিস্টান্ট আকৌণ্টাণ্ট জেনরলের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে ১৮৮৪ সালের ৩ আপ্রিলের পূর্ব্বাহ্ণে আপন কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

৩৩৩ নম্বর।—শ্রীযুত টি, এচ, বিগস, সাহেব আসিস্টান্ট কন্ট্রোলর জেনরলের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে শ্রীযুত ও, টি, বারো, বি, সি, এস, সাহেবের প্রতি ১৮৮৪ সালের ৭ আপ্রিলের অপরাহ্ণে বঙ্গদেশের একটিং আসিস্টান্ট আকৌণ্টাণ্ট জেনরলস্বরূপ স্বীয় কর্ম্মের ভারার্পণ করিলেন।

ডি, এম, বারবর,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 29, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1965 A.

GENERAL.—*The 10th April* 1884.—Moulvie Syed Husmut Hossein, Temporary Sub-Deputy Collector, Sarun, is transferred to Sasseram, in Shahabad, with effect from the date on which he joined his appointment.

The 11th April 1884.—Baboo Soorjee Coomar Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Jehanabad sub-division of the Hooghly district, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Bemola Charn Bhattacharjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is appointed to have charge of the Jehanabad sub-division of that district, during the absence, on leave, of Baboo Soorjee Coomar Sen, or until further orders.

Baboo Gopal Chander Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

The 12th April 1884.—Mr. H. Holmwood, C.S., reported his departure from India, on special leave, on the 4th instant.

Baboo Khetter Gopal Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Furreedpore, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4, Act VII (B.C.) of 1880, in that district.

The 14th April 1884.—Baboo Nadia Chand Dutt acted as Sub-Deputy Collector for 15 days, from the 15th February 1884, for completing the land registration proceedings of the district of Pooree.

The 15th April 1884.—Baboo Annoda Prosad Pattuck, Sub-Deputy Collector, Bankoora, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 8th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Baboo Kali Pado Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is vested with the powers of a Collector under section 100 of Act IX (B.C.) of 1880.

Baboo Juggut Chunder Shome, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is posted temporarily to the Howrah district.

The 16th April 1884.—Baboo Nanda Krishna Bose, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Jamalpore, Mymensingh, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code.

Baboo Juggo Mohun Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, and Personal Assistant to the Commissioner of the Orissa Division, is posted to the sudder station of the Cuttack district.

Baboo Chunder Seekur Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, is appointed to act, until further orders, as Personal Assistant to the Commissioner of the Orissa Division.

Baboo Chunder Seekur Banerjee is also appointed to act as an assistant to the Superintendent of the Tributary Mehals, Cuttack, and is vested with the powers of a Deputy Collector in those mehals.

The 19th April 1884.—Moulvie Imdad Ali, Sub-Deputy Collector, Maldah, is allowed leave for five days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 9th January last.

Baboo Pran Kissen Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pooree, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

The 21st April 1884.—Mr. J. F. Browne, District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs, is allowed leave for six months, under section 61, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next.

[*Government Gazette, 29th April* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

১১৬১ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ১০ আপ্রিল।—সারণের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ হসমৎ হুসেন স্বীয় কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি শাহাবাদের অন্তর্গত সাসীরামে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১১ আপ্রিল।—হুগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতাভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার সেন যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার সেনের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য উক্ত জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ আপ্রিল।—শ্রীযুক্ত এচ, গোমউড সাহেব, সি, এস, বিশেষ ছুটী লইয়া এই মাসের ৪ তারিখে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

ফরীদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রগোপাল রায় উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—শ্রীযুক্ত বাবু নদের চাঁদ দত্ত পুরী জিলায় ভূমি রেজিষ্টরী করণের রুবকারী সমাপ্ত করণার্থে ১৮৮৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অবধি পনের দিন সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।—বাঁকুড়ার সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ পাঠক এই মাসের ৮ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ছয় মাসের ছুটী পাইলেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১০০ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র সোম কিয়ৎকালের নিমিত্তে হাবড়া জিলায় অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আপ্রিল।—ময়মনসিংহের অন্তর্গত জামালপুরের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এবং উড়িষ্যা খণ্ডের কমিশনর সাহেবের স্বকীয় আসিস্টাণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু জগন্মোহন রায় কটক জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় উড়িষ্যা খণ্ডের কমিশনর সাহেবের স্বকীয় আসিস্টাণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় কটকের মোগলবন্দী মহালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আসিস্টাণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওয়া উক্ত মহালে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ আপ্রিল।—মালদহের সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী উমদাদ আলি গত জানুয়ারি মাসের ৯ তারিখের আজ্ঞানুসারে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে পাঁচ দিনের ছুটী পাইলেন।

পুরীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।—২৪ পরগনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুক্ত জে, এফ, ব্রৌন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৬১ ধারামতে আগামি মে মাসের ১ তারিখ অবধি ছয় মাসের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

Mr. J. G. Charles, Officiating Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, is appointed to act temporarily as District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs, *vice* Mr. J. F. Browne, on leave.

Mr. J. Whitmore, Officiating District and Sessions Judge, Furreedpore, is appointed to act temporarily as Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, *vice* Mr. J. G. Charles.

Mr. H. F. Matthews, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Durbhunga, is appointed to act as District and Sessions Judge of Furreedpore, during the absence, on deputation, of Mr. F. J. G. Campbell, or until further orders.

Mr. H. H. Risley, Assistant Commissioner, Manbhoom, on special duty, is appointed to officiate as Under-Secretary to the Government of Bengal, during the absence, on deputation, of Mr. C. W. Bolton, or until further orders.

Baboo Rajani Coomar Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on leave, is appointed to have charge of the Jamalpore sub-division of the Mymensingh district, during the absence, on leave, of Baboo Nanda Krishna Bose, or until further orders.

The Hon'ble C. P. L. Macaulay, Secretary to the Government of Bengal, Financial Department, is allowed leave for two months and twenty-three days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Mr. E. N. Baker, Officiating Under-Secretary to the Government of Bengal, is appointed to act, in addition to his own duties, as Secretary to the Government of Bengal in the Financial Department, during the absence, on leave, of the Hon'ble C. P. L. Macaulay, or until further orders.

Mr. F. H. Harding, C.S., reported his departure from India, on furlough, on the 25th March 1884.

The 22*nd April* 1884.—In modification of the order of the 4th instant, Mr. E. E. Lowis, Commissioner, Chittagong Division, is allowed leave for two months and twenty days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st proximo, or such subsequent date as he may avail himself of it.

POLICE.—*The* 10*th April* 1884.—Mr. R. W. Keown, Temporary Assistant Superintendent of Police, Mozufferpore, was on leave, under rule 2, section 136, chapter X of the Civil Leave Code, from the 5th to the 11th December 1883, both days inclusive.

Mr. H. S. Schurr, Assistant Superintendent of Police, is posted temporarily to the sudder station of the 24-Pergunnahs district.

The 15*th April* 1884.—Mr. H. Munro, District Superintendent of Police, Mozufferpore, is appointed to act in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 1st April 1884, during the absence, on leave, of Mr. B. Rattray, or until further orders.

The 19*th April* 1884.—Mr. E. B. Baker, Deputy Inspector-General of Police, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 5th proximo, or such subsequent date as he may avail himself of it.

REGISTRATION.—*The* 14*th April* 1884.—Syed Habibul Hossain is appointed to be Joint Sub-Registrar of Motihari (Kessariya), in the district of Chumparun.

EDUCATION.—*The* 17*th April* 1884.—Mr. G. A. Stack, Professor, Patna College, on leave, is appointed temporarily to be a Professor in the Presidency College.

Moulvie Abdul Jubbar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be Secretary to the District School Committee of Patna, *vice* Mr. L. P. Shirres.

The 18*th April* 1884.—In modification of the order of the 19th January last, Baboo Sib Chandra Gui, M.A., Lecturer, Sanskrit College, is appointed to have charge of the current duties of the office of Principal of that institution, during the absence, on leave, of Pundit Mahesa Chandra Nyayaratna, C.I.E., or until further orders.

[*Government Gazette,* 29*th April* 1884.]

শ্রীযুত জে, এফ, ব্রৌন সাহেব ছুটী লওয়াতে ২৪ পরগনা ও হুগলীর একটিং আডিশ্যনল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত জে. জি, চার্লস সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে ২৪ পরগনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত জে, জি, চার্লস সাহেবের পরিবর্ত্তে ফরীদপুরের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত জে, হুইটমোর সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে ২৪ পরগনা ও হুগলীর আডিশ্যনল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত এফ, জে, জি, কাম্বেল সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দ্বারভঙ্গার একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এচ, এফ, মাথিউস সাহেব ফরীদপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত সি, ডবলিউ, বোল্টন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত মানভূমের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর শ্রীযুত এচ, এচ, রিসলী সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু নন্দকৃষ্ণ বসুর ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ছুটীপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রাজনীকুমার দত্ত ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত জামালপুর মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ফিনানশ্যল ডিপার্টমেণ্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী মান্যবর শ্রীযুত সি, পি, এল, মেকলে সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস তেইশ দিনের ছুটী পাইলেন।

মান্যবর শ্রীযুত সি, পি, এল, মেকলে সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী শ্রীযুত ই, এন, বেকার সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত ফিনানশ্যল ডিপার্টমেণ্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এফ, এচ, হার্ডিং সাহেব, সি, এস, নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮৪ সালের মার্চ্চ মাসের ২৫ তারিখে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।—এই মাসের ৪ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশ্যনর শ্রীযুত ই, ই, লোইস সাহেব আগামী মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস বিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১০ আপ্রিল।—মজফ্ফরপুরের পোলীসের কিয়ৎকালীন আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত আর, ডবলিউ, কেওন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৬ ধারার ২ প্রকরণমতে ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখ অবধি ১১ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী লইয়া ছিলেন।

পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, এস, শর সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।—শ্রীযুত বি, রাক্রে সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মজফ্ফরপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, মনরো সাহেব ১৮৮৪ সালের ১ আপ্রিল অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ আপ্রিল।—পোলীসের ডেপুটী ইনস্পেক্টর-জেনরল শ্রীযুত ই, বি, বেকার সাহেব আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটীগ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—শ্রীযুত সৈয়দ হবিবল হুসেন চাম্পারণ জিলার অন্তর্গত মতিহারির (কেসেরিয়ার) জাইণ্ট সব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।—ছুটী প্রাপ্ত পাটনা কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুত জি, এ, ষ্টাক সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে প্রেসিডেন্সী কালেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এল, পি, শিরেস সাহেবের পরিবর্ত্তে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী আবদুল জব্বার পাটনা জিলার স্কুল কমিটীর সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।—গত জানুয়ারি মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। শ্রীযুত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি, আই, ইর ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিত কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সংস্কৃত কালেজের উপদেশক শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র গুই, এম, এ, উক্ত কালেজের প্রিন্সিপলের আফিসের চলিত কর্ম্মের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

PORT TRUST.— *The 15th April* 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. F. Prestage of his appointment as a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta.

MEDICAL.—*The 14th April* 1884 —Assistant Surgeon Kally Dass Bose, a Supernumerary at the Presidency, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

MUNICIPAL.—*The 5th April* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the English Bazar Municipality, in the district of Maldah, of Baboo Bhoirubnath Palit, Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The 7th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Berhampore Municipality of Baboo Mohendra Nath Mukerjea to be their Vice-Chairman.

The 8th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Chattra Municipality, in the district of Hazaribagh, of Baboo Sharoda Persad Ghose to be their Vice-Chairman.

The 12th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Soory Municipality, in the district of Beerbhoom :—

Baboo Dhon Krishna Ghose, M.A., B.L. | Baboo Hem Nath Das, B.L.
Baboo Nemye Chunder Saha.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Shyama Das Mazoomdar. | Baboo Nabin Chunder Chatterjea.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Comillah Municipality :—

Baboo Mohini Mohun Burdhun, B.L. | Baboo Hari Mohun Guha.
„ Shib Chunder Aich. | „ Raj Mohun Mittra.
Baboo Kailash Chunder Dutta, M.A., B.L.

The 14th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Ranchee Municipality of Mr. A. W. Mackie, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

Baboo Gouri Sunkar Ghosal is re-appointed to be a Commissioner of the Baraset Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Rajkrishna Ghosal. | Munshi Raffiuddin.
„ Mohendranath Ghosal. | Baboo Chunder Nath Bannerjee.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Barripore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Prasunno Coomar Banerjea to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Kali Kumar Roy Chowdhry. | Baboo Nibaran Chandra Mittra.
„ Nim Narain Mittra. | „ Debnarain Dutta.
Baboo Eshan Chunder Dutta.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Hooghly and Chinsurah Municipality of Baboo Dwarkanath Chuckerbutty to be their Vice-Chairman.

[*Government Gazette, 29th April* 1884.]

পোর্ট ট্রষ্ট বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।—শ্রীযুত এফ, প্রেষ্টেজ সাহেব কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষ সাধনার্থ কমিশ্যনের মেম্বর স্বীয় পদ ত্যাগকরণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুত কালিদাস বসু যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ছুই মাসের ছুটী পাইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ আপ্রিল।—মালদহ জিলার অন্তর্গত ইংরেজবাজার মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ভৈরবনাথ পালিতকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।—বরহমপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল।—হাজারীবাগ জিলার অন্তর্গত চাত্রা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বীরভূম জিলার অন্তর্গত শিউড়ি মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু ধনকৃষ্ণ ঘোষ, এম, এ, ও বি, এল,। | শ্রীযুত বাবু হেমনাথ দাস, বি, এল।

শ্রীযুত বাবু নিমাইচন্দ্র শাহা।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু শ্যামাদাস মজুমদার। | শ্রীযুত বাবু নবীন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা কমিল্লা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু মোহিনীমোহন বর্দ্ধন, বি, এল। | শ্রীযুত বাবু হরিমোহন গুহ।
„ „ শিবচন্দ্র আইচ। | „ „ রাজমোহন মিত্র।

শ্রীযুত বাবু ত্রৈলোক্য চন্দ্র দত্ত, এম, এ, ও বি, এল,।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—রাঁচি মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এ, ডবলিউ, মেকাই সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুত বাবু গৌরীশঙ্কর ঘোষাল ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বারাসত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ ঘোষাল। | শ্রীযুত মুনশী রফীউদ্দীন।
„ „ মহেন্দ্রনাথ ঘোষাল। | „ বাবু চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বারুইপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু কালীকুমার রায় চৌধুরী। | শ্রীযুত বাবু নিবারণ চন্দ্র মিত্র।
„ „ নিমনারায়ণ মিত্র। | „ „ দেবনারায়ণ দত্ত।

শ্রীযুত বাবু ঈশান চন্দ্র দত্ত।

হুগলী ও চুঁচুড়া মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তিকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

ROAD CESS.—*The 7th April* 1884.—The gentlemen named below are appointed to be members of the Goalundo Branch Road Committee, in the district of Furreedpore :—

Baboo Mahendro Nath Mallik, Inspector of Police *(ex-officio)*, *vice* Baboo Sital Chandra Sanyal, transferred.

„ Kesaba Chandra Datta, *vice* Baboo Rasik Lal Das, deceased.

„ Giris Chandra Majumdar, *vice* Baboo Umes Chandra Majumdar, deceased.

The 9th April 1884.—Mr. K. H. Stephen, Assistant Engineer, Public Works Department, Irrigation Branch, is appointed to be an *ex-officio* member of the Sewan Branch Road Committee, in the district of Sarun.

The 11th April 1884.—Baboo Ram Chunder Mukerjee is appointed to be Vice-Chairman of the Nuddea District Road Committte.

The 14th April 1884.—Mr. E. Stonewig is appointed to be a member of the Hajeepore Branch Road Committee, *vice* Mr. R. Brown, resigned.

Mr. T. M. Cockburn is appointed to be a member of the Sasseram Branch Road Committee, *vice* Mr. Morton, resigned.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

No. 3.—*The 9th April* 1884.—Mr. W. E. Ward made over charge of the office of Judge and Commissioner of the Assam Valley Districts to Mr. C. J. Lyall in the forenoon of the 2nd April 1884.

No. 4.—Mr. L. E. Fabre-Tonnerre reported his departure from India, on furlough, on the 30th March 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st April 1884.—Mr. J. R. Douglas is appointed to be Port Officer of False Point and Pooree, and Superintendent of Customs, False Point, in place of Mr. T. Geary retired, with effect from the 1st instant

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 11th April 1884.—Whereas a notification, dated the 27th November 1883, was published at page 1254, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 12th December last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm certain bye-laws framed by the Rajshahye District Road Committee under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-laws, it is now notified for general information that they are confirmed.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers vested in him by section 180 of Act IX (B.C.) of 1880, to confirm the following bye-laws which have been framed by the District Road

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত গোয়ালন্দের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু শীতলচন্দ্র সান্ন্যাল স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে পোলীসের ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ মল্লিক (স্বীয় পদোপলক্ষে)।

বাবু রসিকলাল দাসের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুত বাবু কেশবচন্দ্র দত্ত।

বাবু উমেশচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুত বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার।

১৮৮৪ সাল ৯ আপ্রিল।—পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের জলসেচন শাখার আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত কে, এচ, ষ্টীফেন সাহেব স্বীয় পদোপলক্ষে সারণ জিলার অন্তর্গত সেওয়ানের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১১ আপ্রিল।—শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নদীয়া জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—শ্রীযুত আর, ব্রৌন সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুত ই, ষ্টোনউইন সাহেব হাজিপুরের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত জে, মর্টন সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুত টি, এম, কোবর্ণ সাহেব সাসীরামের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেটে হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

৩ নম্বর।—১৮৮৩ সাল ৯ আপ্রিল।—শ্রীযুত ডবলিউ, ই, ওয়ার্ড সাহেব শ্রীযুত সি, জে, লায়ল সাহেবের প্রতি ১৮৮৪ সালের ২ আপ্রিলের পূর্ব্বাহ্নে আসাম উপত্যকা জিলার জজের ও কমিশনরের কর্ম্মের ভারার্পণ করিলেন।

৪ নম্বর।—শ্রীযুত এল, ই, ফেবর-টনের সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮৩ সালের ৩০ মার্চ্চে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

এস, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।—শ্রীযুত টি, গিসার্ণী সাহেব কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে শ্রীযুত জে, আর, ডগলাস সাহেব এই মাসের ১ তারিখ অবধি ফলস-পাইণ্ট ও পুরী বন্দরের কর্ত্তৃত্বের এবং ফলস-পাইণ্টের কষ্টমের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১১ আপ্রিল।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে রাজশাহী জিলার পথ কমিটীর প্রণীত কয়েক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৭ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৫৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এইক্ষণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

ই, এল, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে

Committee of Bankoora at a meeting, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the publication of this notification :—

Bye-laws.

1. No person shall damage or encroach on any part of a district road or its side ditches by taking earth from, cultivating crops, or placing a fence on it or them.

2. No person shall tether any cattle on any district road, and the owner of any cattle found tethered shall be held to have allowed his cattle to be tethered there.

3. No person shall, without the special permission of the Chairman or Vice-Chairman, cut any part of a district road.

4. No person shall wilfully destroy or damage any tree on any district road, or any fence erected for the protection of such tree, and no person shall remove or damage any post or fence erected on any district road.

5. Drivers of elephants and camels shall move off the district roads to a reasonable distance whenever they see a horse approaching.

6. Any person committing a breach of the above bye-laws shall be liable to a fine under clause 2 of section 180 of Act IX (B.C.) of 1880.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal

NOTIFICATION.

The 9th April 1884.—Whereas a notification was published in the *Calcutta Gazette* of the 26th December 1883, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of the Bengal Vaccination Act V (B.C.) of 1880 to the Municipalities of Deoghur and Sahibgunge, and the towns of Doomka and Rajmehal, in the Sonthal Perguunahs district, and whereas no objection has been raised to the measure, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of the said Act, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the provisions of the Act to the above places with effect from the 1st May 1884.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 9th April 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 78, Act V (B.C.) of 1876, and in compliance with the recommendation of the Commissioners of the Nuddea Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends to sanction the levy by the Commissioners of the said municipality of a fee not exceeding that prescribed by section 124 of the Act on the registration of all carts kept or habitually used within the municipality, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 10th April 1884.—Whereas a notification was published at page 194, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 16th January 1884, declaring the Lieutenant-Governor's intention to sanction the imposition by the Commissioners of the Berhampore Municipality, in the district of Moorshedabad, of a tax under section 122 of Act V (B C.) of 1876 on carriages and horses and other animals mentioned in the third schedule of the Act, and whereas no

সঙ্গত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে বাঁকুড়া জিলার সভাগত পথ কমিটীর প্রণীত নিম্নলিখিত কএক যুক্তি উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

উপবিধি।

১। কোন ব্যক্তি জিলার কোন পথের কোন অংশ বা তৎপার্শ্বস্থ খানাহইতে মাটী লইয়া বা তাহাতে শস্য বুনিয়া কিম্বা তাহাতে বেড়া দিয়া তাহার ক্ষতি করিবে না বা তাহা চাপিয়া লইবে না।

২। কোন ব্যক্তি জিলার কোন পথে গবাদি বাঁধিয়া দিবে না ও জিলার কোন পথে গবাদি বাঁধা দেখা গেলে, গবাদির স্বামী আপন গবাদি তথায় বাঁধিয়া দিতে বলিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৩। কোন ব্যক্তি সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির বিশেষ অনুমতি বিনা জিলার কোন পথের কোন অংশ কাটিবে না।

৪। কোন ব্যক্তি জিলার পথের ধারের কোন গাছ কিম্বা তাহা রক্ষার্থে যে ঘের করিয়াদেওয়া গিয়াছে তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক নষ্ট বা তাহার ক্ষতি করিবে না. ও কোন ব্যক্তি জিলার পথের ধারে নির্ম্মিত কোন স্তম্ভ বা বেড়া সরাইয়া ফেলিবে না বা তাহার ক্ষতি করিবে না।

৫। হস্তী ও উষ্ট্র চালকেরা ঘোড়া আসিতেছে দেখিলে জিলার পথহইতে যুক্তিসঙ্গত দূরে যাইবে।

৬। কোন ব্যক্তি উক্ত সকল উপবিধি লঙ্ঘন করিলে ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারার ২ প্রকরণমতে তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ আপ্রিল।—সাঁওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত দেওগর ও সাহেবগঞ্জ মুনিসিপালিটীতে এবং ডুমকা ও রাজমহাল নগরে বঙ্গদেশ গোবীজে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলেও তৎপ্রচলন সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি ১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি তাহা প্রচলিত হইবার আজ্ঞা করিলেন, সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা ইহা প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ আপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নদীয়া মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শন না গেলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং নদীয়া মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশ্যনরদের অনুরোধক্রমে তিনি, উক্ত মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে সকল গরুরগাড়ী রাখা যায় ও নিয়ত ব্যবহার হয় তাহা রেজিষ্টরী করিয়া উক্ত আইনের ১৩৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট ফীর অনধিক উক্ত কমিশ্যনরদের দ্বারা আদায় হইবার অনুমতি দিতে কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১০ আপ্রিল।—মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত বরহমপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের দ্বারা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের তৃতীয় তফসীলের লিখিত গাড়ীর, ঘোড়ার ও অন্যান্য জন্তুর উপর উক্ত আইনের ১২২ ধারামতে টাক্স ধার্য্য হইবার অনুমতিসূচক শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের জানুয়ারি মাসের ১৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৯৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত মুনিসিপালিটীতে ঐ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার

objection has been raised to the proposal within one mouth from the publication of the above notification within the municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 78 of the Act, the Lieutenant-Governor sanctions the imposition by the said Commissioners of a tax on carriages, horses, and other animals at rates not exceeding those specified in the said schedule.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 12*th April* 1884.—It is hereby notified for general information that so much of the notification, dated the 23rd May 18 2, published in the *Calcutta Gazette* of the 7th June 1882, regarding the resumption of certain ferries in the Tipperah district as relates to the ferries over the Bijni, Shent and Rogni, is cancelled.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14*th April* 1884.—It is hereby notified for general information that, in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Culna Municipality made at a meeting, and in the exercise of the powers conferred upon him by section 10 of the Bengal Municipal Act, V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to revise the boundaries of the said municipality, so as to withdraw the villages named in the margin from the operation of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the aforesaid municipality.

Goora, Nilhoojee, Talbana and Pooronohat.

The revised boundaries of the municipality will be as follows :—

On the north the Labhanga Beel, the khal that passes eastwards from the beel by the north of the indigo factory, and the khal that passes from the Kadrar Beel to the Bhagirathy and the Bhagirathy ; on the east the Bhagirathy, the burial ground, the road that passes by the east of the Mission house, and by the west of Dood Bibi's tank and that portion of the road called the Mujlish Sahib's Dighi road, passing southward from its junction with the above mentioned road. On the south a line drawn between the southern boundaries of the Mujlish Sahib's Dighi, Mollapara, Ayma, Lukhonpara, Jewdhara, Barooipara, Modhubone, Amlapokar, Bora Mitropara, Chota Mitropara and Boresoona and the northern boundaries of Arrah Shapore, Jewdhara cornfields, Sarva Mangola, Ramessurpore, Koldanga, Dharmodanga, Meerpore, Rungpara and Patty Khojhat ; and on the west Pooranahat, the lane which passes southwards by the west of the residence of the Sub-Divisional Officer, and the villages of Talbona and Goora.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 16*th April* 1884.—Whereas a notification, declaring the Lieutenant-Governor's intention to direct that all deaths occurring within that part of the district of Darjeeling which lies to the west of the Teesta river shall be registered under Act IV (B.C.) of 1873, was published in the *Calcutta Gazette* of the 9th January last, and whereas no objections have been raised to the proposed measure, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the said Act, the Lieutenant-Governor is pleased to direct that all deaths occurring in the above mentioned area shall be registered under the said Act with effect from the 1st May 1884.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette,* 29*th April* 1884.]

তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত কমিশনরদের কর্ত্তৃক উক্ত আইনের তৃতীয় তফসীলের লিখিত হারের অনধিক হারে গাড়ী, ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তুর উপর টাক্স ধার্য্য হইবার অনুমতি দিলেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ আপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৮২ সালের জুন মাসের ১৩ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রকাশিত ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কএক খেয়াঘাট রাজকীয় খেয়াঘাট করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১৩ মের বিজ্ঞাপনের যে অংশ বিজনী, খেনী ও রাণী নদীর খেয়াঘাটের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে সেই অংশ রহিত করা গেল।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে কালনা মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে কালনা মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের মুনিসিপল বিষয়ক ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১০ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের কার্য্যপ্রচলন হইতে পার্শ্বলিখিত কএক গ্রাম ত্যাগ করিয়া উক্ত মুনিসিপালিটীর সীমা সংশোধন করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

গুরা, সিজুলি, ডালবনা ও পুরাণ-হাট।

উক্ত মুনিসিপালিটীর সংশোধিত সীমা এইরূপ হইবে,—

উত্তর সীমা লাভাঙ্গা বিল, উক্ত বিলহইতে নীলকুঠীর উত্তরদিয়া পূর্ব্বমুখে যে খাল যায় তাহা, এবং কদরার বিলহইতে ভাগিরথী পর্য্যন্ত যে খাল যায় তাহা ও ভাগিরথী, পূর্ব্ব সীমা ভাগিরথী, কবরস্থান ও মিশন হৌসের পূর্ব্বদিক দিয়া ও জুদ বিবির পুষ্করিণীর পশ্চিমদিক দিয়া যে পথ যায় তাহা এবং মজলিশ সাহেবের দীঘীর পথ নামক পথের যে অংশ উপরোক্ত পথের সহিত সংযোগ স্থান হইতে দক্ষিণমুখে যায় সেই অংশ। দক্ষিণ সীমা মজলিশ সাহেবের দীঘী, মোল্লাপাড়া, আয়মা, লক্ষ্মণপাড়া, জিউধারা, বারুইপাড়া মধুবন, আমলাপুকুর, বড় মিত্রপাড়া, ছোট মিত্রপাড়া ও ঘোসনার দক্ষিণ সীমার এবং আরাশাহপুর, জিউধারার শস্যক্ষেত্র, সর্ব্বমঙ্গলা, রামেশ্বরপুর, কোলডাঙ্গা, ধর্ম্মডাঙ্গা, মীরপুর, রঙ্গপাড়া ও পটী খোঝাটে উত্তর সীমার মধ্যে টাকা রেখা, এবং পশ্চিম সীমা পুরাণহাট ও মহকুমা কর্ত্তৃপক্ষের বাসস্থানের পশ্চিমদিয়া দক্ষিণমুখে যে গলি পথ যায় তাহা ও ডালবনা ও গুরাগ্রাম।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আপ্রিল।—দার্জিলিঙ্গ জিলার যে অংশ তিস্তা নদীর পশ্চিমদিকে আছে সেই অংশে ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনমতে মৃত্যু রেজিষ্টরী করিতে হইবে এই আদেশসূচক শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন গত জানুয়ারি মাসের ৯ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলেও উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্যকরিয়া তিনি ১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি উক্ত আইনমতে উপরোক্ত স্থানে মৃত্যু রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা করিলেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

NOTIFICATION.

The 16*th April* 1884.—Whereas a notification declaring the Lieutenant-Governor's intention to sanction the levy by the Commissioners of the Pubna Municipality of a tax under section 122 of Act V (B.C.) of 1876 on four-wheeled carriages which are kept or habitually used in the municipality was published in the *Calcutta Gazette* of the 13th February 1884, and whereas no objection has been raised to the measure, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 78 of the Act, the Lieutenant-Governor sanctions the imposition of a tax on four-wheeled carriages in the Pubna Municipality at rates not exceeding those specified in the third schedule of the Act.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 19*th April* 1884.—The Lieutenant-Governor is pleased, under section 35, Regulation VII of 1822, to vest canal officers of the Sone Circle of the rank of Executive Engineers and Assistant Engineers in charge of divisions with the powers of a Collector for the purposes specified in section 22, Regulation XII of 1817, *i.e.*, of enabling them to require the attendance, &c., of putwaries and production of village papers in connection with canal assessments or canal rate collections.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21*st April* 1884.—It is hereby notified for general information that the police station at Badalgachi, in the district of Bogra, has been removed to Nawabganj, and that the thana will be called by the name of the Nawabganj Thana in future.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 22*nd April* 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for excavating a tank within the limits of the villages Daulatgunge and Jevannagar, pergunnah Ukhra, chakla Muttuaree, zillah Nuddea, for the use of the inhabitants of those villages, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 bigahs and 5 cottahs of standard measurement is required within the aforesaid villages Daulautgunge and Jevannagar. The land is bounded on the east by the house of Sreekanta Doss and the land belonging to Behary Lall Datta ; on the north by the houses of Sreeputty Chukerbutty and Bykanta Law ; on the west by the lands belonging to Baboo Nafor Chandra Pal Chowdhury and Behary Lall Datta ; and on the south by the lands of Joykally Chowdhuranee, Baboo Shyam Chandra Law, and Baboo Nafor Chandra Pal Chowdhury.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

The 22*nd April* 1884.

To—Calcutta. | From—Bombay.
To—Bengal. | From—General Secretary.

GOVERNMENT of India have sanctioned enforcement of *b* quarantine rules at Aden against vessels from Calcutta and Bassein. Letter follows.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 29*th April* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আপ্রিল।—পাবনা মুনিসিপালিটীর মধ্যে চারিচাকার যে সকল গাড়ী রাখা যায় বা নিয়ত ব্যবহার হয় তাহার উপর উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরদের দ্বারা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১২২ ধারামতে টাক্স আদায় করিবার আদেশসূচক শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারির কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলেও উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি পাবনা মুনিসিপালিটীর মধ্যে চারিচাকার গাড়ার উপর উক্ত আইনের তৃতীয় তফসীলের নির্দ্দিষ্ট হারের অনধিক হারে টাক্স ধার্য্য করিবার অনুমতি দিলেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৯ আপ্রিল।—পথের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র ও আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রেণীর সোণচক্রের খালের কর্ত্তৃপক্ষেরা ১৮৭১ সালের ১২ আইনের ২২ ধারার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাপক্ষে অর্থাৎ পাটওয়ারীদের উপস্থিতপ্রভৃতি হইবার ও খালের রেট ধার্য্য বা খালের রেট আদায় করণ সংক্রান্ত গ্রামের কাগজপত্র দাখিল করিবার আদেশ করিতেপারেন এই নিমিত্তে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব ১৮৮২ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারামতে তাঁহাদিগকে কালেক্টরের ক্ষমতা দিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বগুড়া জিলার অন্তর্গত কমলগাছীস্থ পোলীস থানা নবাবগঞ্জে উঠিয়া গিয়াছে ও উক্ত থানা এই অবধি নবাবগঞ্জ থানা নামে খ্যাত হইবে।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ নদীয়া জিলার অন্তর্গত মাটিয়ারি চাকলার উখ্ড়া পরগনার দৌলৎগঞ্জ ও জীবননগর গ্রামের সীমার মধ্যে ঐ গ্রামের লোকদের ব্যবহারার্থে পুষ্করিণী খনন করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত দৌলৎগঞ্জ ও জীবননগর গ্রামে কমিমতে ন্যূনাধিক সাত কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পূর্ব্ব সীমা শ্রীকান্ত দাসের বাড়ী ও হীরালাল দত্তের জমী, উত্তর সীমা শ্রীপতি চক্রবর্ত্তীর ও বৈকুণ্ঠ লাহার বাড়ী, পশ্চিম সীমা বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরীর ও বিহারীলাল দত্তের জমী, দক্ষিণ সীমা জয়কালী চৌধুরাণী, বাবু শ্যামচন্দ্র দাঁ ও বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরীর জমী।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

বঙ্গদেশে,	বোম্বাইর
কলিকাতায়।	সাধারণ সেক্রেটরী সাহেবের টেলিগ্রাম।

কলিকাতা ও বাসিন হইতে যে সকল জাহাজ যায়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এদনে সেই সকল জাহাজের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত কারাণ্টাইন বিধি প্রবল করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1966 A.

The 11*th April* 1884.—Baboo Kedar Nath Mazoomdar, Second Subordinate Judge of Midnapore, is transferred temporarily to Furreedpore.

Baboo Nilmoni Nag, Second Munsif of Manickgunge, Dacca, is appointed to be Rent Suit Munsif of that chowkey, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the limits of that Munsifi, during the absence, on leave, of Baboo Binod Behari Mitter, or until further orders.

Baboo Jogul Kishori De, B.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Dacca, and to be ordinarily stationed at Manickgunge, during the absence, on leave, of Baboo Binod Behari Mitter, or until further orders.

Baboo Bhuban Mohun Gangooly, Second Munsif of Bhanga, in the district of Furreedpore, is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the limits of the Bhanga Munsifi, during the absence, on leave, of Baboo Saroda Prosad Chatterjee.

Baboo Umesh Chunder Sen is appointed to act as a Munsif in the district of Furreedpore, and to be ordinarily stationed at Bhanga, during the absence, on deputation, of Baboo Bhuban Mohun Gangooly, or until further orders.

The 16*th April* 1884.—Baboo Chunder Seekur Banerjee, Officiating Personal Assistant to the Commissioner of the Orissa Division, and an assistant to the Superintendent of the Tributary Mehals, Cuttack, will continue to exercise the powers of a Magistrate of the first class.

Baboo Juggo Mohun Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by the undermentioned gentlemen of their appointments of Honorary Magistrates of the Sudder Bench of the Jessore district:—

Baboo Umesh Chunder Ghose. | Baboo Mohesh Chunder Banerjee.
Baboo Raghuttam Ghose Chowdhari.

The following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Bench, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class:—

Baboo Mahima Chunder Banerjee. | Baboo Jagabandhu Bhadra.
„ Basanto Kumar Roy Chowdhari. | „ Brojo Prosaud Bose.

The 17*th April* 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Baikunto Nath Dey of his appointment of Honorary Magistrate of the Sudder Bench in the district of Howrah.

Erratum.—*The* 14*th April* 1884.—In the order of the 8th January last, published in the *Calcutta Gazette* of the 9th idem, appointing Baboo Bogola Prosunno Mozoomdar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Siligoree, Darjeeling, to be also a Munsif in the district of Julpigoree, *for* "Julpigoree" *read* "Dinagepore."

Grant of Leave to Munsifs.—*The* 16*th April* 1884.—Baboo Jadu Nath Ghose, Third Munsif of Jessore, is allowed leave for 13 days, under section 134, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

The 19*th April* 1884.—Baboo Moti Lall Haldar, Second Munsif of Baripore, in the district of the 24 Pergunnahs, is allowed leave for one month and twelve days, under section 73, rule 2, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 28th April 1884, or from any subsequent date on which he may avail himself of it.

F. B. Peacock,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette,* 29*th April* 1884.]

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেন্ট।

১১৬৬ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১১ আপ্রিল।—মেদিনীপুরের দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ মজুমদার কিয়ৎকালের নিমিত্তে ফরীদপুরে প্রেরিত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী মিত্রের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ঢাকার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জের দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু নীলমণি নাগ সেই চৌকীর খাজানার মোকদ্দমা বিচার করণার্থ মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং উক্ত মুনসেফীর সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচারকরণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী মিত্রের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু যুগল কিশোর দে, বি, এ, ও বি, এল, ঢাকা জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মাণিকগঞ্জে অবস্থাপিত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত ভাঙ্গার দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ভাঙ্গার মুনসেফীর সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র সেন ফরীদপুর জিলায় মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ ভাঙ্গার অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আপ্রিল।—উড়িষ্যা খণ্ডের কমিশানর সাহেবের স্বকীয় একটিং আসিস্টান্ট ও কটকের পেশকশী মহালের সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবের আসিস্টান্ট শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগন্মোহন রায় প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা যশোহর জিলার সদর বেঞ্চের স্বং অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।—

শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ। | শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুত বাবু রঘুত্তম ঘোষ চৌধুরী।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।—

শ্রীযুত বাবু মহিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।	শ্রীযুত বাবু জগবন্ধু ভদ্র।
,, ,, বসন্তকুমার রায় চৌধুরী।	,, ,, ব্রজপ্রসাদ বসু।

১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।—শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দে হাবড়া জিলার সদর বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

অশুদ্ধশোধন।—১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—দার্জিলিঙের অন্তর্গত শিলিগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বগলাপ্রসন্ন মজুমদারকে জলপাইগুড়ি জিলার মুন্সেফের পদেও নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত জানুয়ারি মাসের ৮ তারিখের যে আজ্ঞা ঐ মাসের ১৫ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহাতে "জলপাইগুড়ি" শব্দের পরিবর্ত্তে "দিনাজপুর" পাঠ করিতে হইবে।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮৪ সাল ১৬ আপ্রিল।—যশোহরের তৃতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু যদুনাথ ঘোষ, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৪ ধারামতে তের দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ আপ্রিল।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বারইপুরের দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু মতিলাল হালদার ১৮৮৪ সালের ২৮ আপ্রিল অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখ ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাস বার দিনের ছুটী পাইলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL,

The 21*st April* 1884.

No. 169.—*Leave*.—Mr. J. P. Coy, Assistant Engineer, second grade, Arrah Division, is granted three months' privilege leave, under section 73 of the Civil Leave Code (fifth edition), with effect from such date as he may avail himself of it.

No. 170.—In continuation of this office notification No. 463 of the 17th December 1883, Mr. H. Bell is appointed as Manager and Engineer-in-Chief of the Tirhoot State Railway, with effect from the afternoon of the 2nd instant.

IRRIGATION.

The 21*st April* 1884.

No. 171.—*Declaration*.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of the main outfall of the Howrah Drainage Works, in the village of Gobaria, in pergunnah Boroedhorsha, district Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 7·42 beegahs of standard measurement, in the aforesaid village of Gobaria, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 172.—*Declaration*.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken permanently by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of the main channel of the Howrah Drainage Works, in the villages of Makhoora, Bakshara, Sooltanpore, Oonshoonee, Bakra Budderpore, Tetoolkoolee, Pakooria, Khalia, Konah, Nalooah, Chamralee and Joypore, in pergunnah Boroedhorsha, district Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring, more or less, 9 miles 2,480 feet in length, with an average width of 57 feet or thereabout, is required within the aforesaid villages in Hooghly district.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, *Major*, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

No. 173.—*Declaration*.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government for a public purpose, namely for the construction, at the expense of the Alipore Coal Company, Limited, of a branch line from the East Indian Railway to their collieries at Kairbad, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land about 4½ miles in length, and with an average width of 80 feet, and measuring 76 beegahs 4 cottahs and 9 chittacks, more or less, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

S. T. TREVOR, *Col.*, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[*Government Gazette*, 29*th April* 1884.]

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।

১৬৯ নম্বর।—ছুটী।—আরা খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে. পি. কয় সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির (পঞ্চম সংস্করণের) ৭৩ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৭০ নম্বর।—এই কার্য্যালয়ের ১৮৮৩ সালের ১৭ ডিসেম্বরের ৪৬৩ নং বিজ্ঞাপনাতিরিক্ত শ্রীযুত এচ, বেল সাহেব এই মাসের ২ তারিখের অপরাহ্ণ অবধি ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের ম্যানেজারের ও প্রধান ইঞ্জিনিয়রের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।

১৭১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোরোইদর্সা পরগনার গোবরিয়া গ্রামে হাবড়ার জলপ্রণালী কার্য্যের জল নির্গত হইবার প্রধান নালা করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত গোবরিয়া গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ৭'৪২ বিঘা পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৭২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোরোইদর্সা পরগনার মাখুয়া, বাকসাড়া, সুলতানপুর, উনসুনী, বাক্সা বদরপুর, তেতুলকুলী, পাকুরিয়া, খালিয়া, কোণা, দাশুয়া। চত্রালী ও জয়পুর গ্রামে হাবড়ার জলপ্রণালী কার্য্যের প্রধান জলনালা করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে হুগলী জিলার অন্তর্গত উক্ত সকল গ্রামে ন্যূনাধিক ৯ মাইল ২,৪৮০ ফুট দীর্ঘ ও গড়ে প্রায় ৫৭ ফুট প্রস্থ পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই, এল, নীল, মেজর, এম, এস, সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

---

১৭৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েহইতে সীমাবদ্ধ আলিপুর কোল কোম্পানির করণদহ পাতুরিয়া কয়লার খনি পর্য্যন্ত শাখা রেলপথ করিবার জন্যে উক্ত কোম্পানির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে প্রায় ৪।০ মাইল দীর্ঘ ও গড়ে ৮০ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৭৬/৪।/ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এস, টি, ট্রেবর, কর্ণেল, আর, ই,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

The 2nd April 1884.

No. 174.—*Leave.*—Mr. W. H. Nightingale, Executive Engineer, second grade, has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India two months' furlough, in extension of that granted him in Bengal Government notification No. 178 of the 10th May 1883.

No. 175.—The following Assistant Engineers of the second grade passed the examination prescribed in the Public Works Code, chapter II, section I, paragraph 17, on the 7th April 1884:—

Mr. J. Manson.	Mr. C. A. White.
„ E. J. Alexander.	„ B. K. Finnimore.

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 22nd April 1884.

No. 177.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for a road cess inspection bungalow at Colgong, in the village of Kasba Colgong, pergunnah Colgong, zillah Bhagulpore, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 bigha 1 cottah and 12 dhoors of standard measurement, bounded on the north by Road Cess Committee's road No. 12 (Colgong to Barhat), east by the waste land of the late Baboo Radha Churn Gangoly and a drain, on the south by waste land of the late Baboo Radha Churn Gangoly and drain, and west by East Indian Railway compound wall and land belonging to Muddun Thacoor, is required within the foresaid village of Kasba Colgong.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, *Major,* M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[*Government Gazette 29th April* 1884.]

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

১৭৪ নম্বর।—ছুটী।—দ্বিতীয় শ্রেণীর একজেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, নাইটিঙ্গেল সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ১৮৮৩ সালের ১০ মের ১৭৮ নং বিজ্ঞাপনমতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতী ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব তাঁহাকে ছই মাসের ছুটী দিয়াছেন।

১৭৫ নম্বর।—নিম্নলিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়রেরা ১৮৮৪ সালের ৭ আপ্রেলের পবলিক ওর্কস বিধি পুস্তকের ২ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ১৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।—

শ্রীযুত জে, মাক্সন সাহেব।
,, ই, জে, আলেকজাণ্ডর সাহেব।

শ্রীযুক্ত সি, এ, ওয়াইট সাহেব।
,, বি, কে, ফিনিমোর সাহেব।

স্থানীয় বর্ত্মাদি বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

১৭৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত কাহালগাঁ পরগনার কশবা কাহালগাঁ গ্রামে পথকরের ইনেস্পেকশন বাঙ্গলা ঘর করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত কশবা কাহালগাঁ গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ১/১ কাঠা ১২ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা কাহালগাঁ অবধি বড়হাট পর্য্যন্ত পথকর কমিটীর ১২ নং পথ, পূর্ব্ব সীমা মৃত বাবু রাধাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পতিত জমি ও এক নর্দ্দমা, দক্ষিণ সীমা মৃত বাবু রাধাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পতিত জমি ও নর্দ্দমা, এবং পশ্চিম সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের হাতার প্রাচীর ও মদন ঠাকুরের জমি।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজের, এম, এস, সি।
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 29, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

নম্বর।	জিলা।	৮০ তোলায় সেরের হিসাবে গম। এই সপ্তাহের রিপোর্ট	গম। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গম। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	যব। এই সপ্তাহের রিপোর্ট	যব। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	যব। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ভাল চাউল। এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ভাল চাউল। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	ভাল চাউল। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	মাঝামাঝি চাউল। এই সপ্তাহের রিপোর্ট	মাঝামাঝি চাউল। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	মাঝামাঝি চাউল। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	কঙ্গু ও বাজরা। এই সপ্তাহের রিপোর্ট	কঙ্গু ও বাজরা। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	কঙ্গু ও বাজরা। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	চোলম ও জোয়ার। এই সপ্তাহের রিপোর্ট	চোলম ও জোয়ার। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	চোলম ও জোয়ার। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট
	পূর্ব্বদিকস্থ জিলা।																		
		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮	ঢাকা ...	চ ।১।	।২।	।৪॥	।৮	।৬	॥৪	।৩	।৩॥	।৬।	।৪	।২	।৯	...	...	...	..	...	..
১৯	ফরীদপুর ...	ণ ॥১	।৯	॥৪	৸০	৸৫	৸৭	।৪	।৪	॥২	।৫	।৫	॥৩	...	...	...	...	...	...
২০	বাকরগঞ্জ ...	ত ...	...	...	...	...	...	।৫	।৫	।৯	।৮	।৮	॥৩	...	...	...	...	...	...
২১	ময়মনসিংহ	থ ।৩	।৩।	।২	...	...	...	।২।/০	।২	।৬	।৫॥	।৪॥	॥০	...	...	...	...	..	...
২২	চট্টগ্রাম	দ ।২	।২	।২	..	...	...	।৩	।৩	।৪	।৭	।৭	॥১	.	...	...	...	...	...
২৩	নওয়াখালী	ধ ...	...	...	...	...	...	।৬	।৬	॥৩	।৮	।৮	॥০	...	..	.	...	...	...
২৪	ত্রিপুরা	ন ।৪॥	।৩।/	।২।	...	...	...	।৫	।৪॥	॥১	।৬	।৭॥	॥৬	...	.	...	...	...	...
২৫	চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশ	...	...	...	...	...	...	।৩।/	।৩।/	।৬	।৬	।৬	।৭৸৶	...	...	...	...	...	...
	ত্রিপুরা পর্ব্বত	।২	।২	।০	..	...	...	।৪	।৩	॥০	।৮	।৮	॥৮	...		..	...	...	...
	বেহার।																		
২৬	পাটনা	॥২॥	॥২	।৭॥	॥৪	॥৫	৸২	।১	।২	।৪	।৪	।৫	।৯	..	..	...	...	...	...
২৭	গয়া ...	।৮	।৭	।।০	॥৩	॥২	॥৪॥	।০	।০	।২॥	।৩॥	।৪	।৭	...	...	...	...	...	...
২৮	সাহাবাদ ...	প ।৯	।৮-।৯	।৬-।৮	॥২	॥৪	॥৬	/৯	/৮-/৯	।১-।১॥	।৪	।৩-।৪	।৮-।৮॥	॥৩	॥৯	৸০	॥৪	॥৩	•
২৯	দারভাঙ্গা	ফ ।৬	।৬॥	।৫	...	...	১/৪	।১॥	।১	।০	।৩৸	।৪।/	।৯	...	...	...	...	...	...
৩০	মজফরপুর ...	ব ।৮	।৭	॥১	॥০	॥১	৸৫	।০	।১	।২	।২	।৩॥	।৮	...	...	...	...	...	...
৩১	সারণ	ভ ।৭	।৭॥	।৬॥	॥৪	॥৪	৸০	/৮	/৮	।০	।২	।২	।৯	...	...	...	॥৬	॥৬	৸২
৩২	চাম্পারণ ...	ম ।৬	।৮	।৬	...	...	১/	/৯	/৯	।৪	।৩॥	।৪	।৮	..	...	...	...	...	..
৩৩	মুঙ্গের ...	য ॥১	॥১	।৯।৶	॥১	॥১	৸৩।/	।১॥/	।১।/	।৩।/	।৩॥৶	।৩৸৶	।৫৸	...	...	...	...	...	...
৩৪	ভাগলপুর ...	য১ ।৭॥৶	।৬।৶	।৬।৶	।১।৶	।০৶	॥৫।	।২	।২ মুঃ ।০।৶ পুঃ	।৫৸	।৩৸৶	।৩৸৶ মুঃ ।২।৷৶ পুঃ	।৮৸৶	...	...	...	...	...	...

চ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইং।—মাণিকগঞ্জে ।২ সের, মুনশীগঞ্জে ।১॥৵১ সের ও নারায়ণগঞ্জে ।৩ সের

ণ। গোয়ালন্দ ও মাদারীপুর মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ।২ সের।

ত। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইং।—পটুয়াখালিতে ।৩॥৶ সের, পিরোজপুরে ।১ সের, ও ভোলায় ।০ সের

থ। ঐ ঐ।—কিশোরীগঞ্জে ।১॥৶ সের, আটীয়ায় ।২ সের, জামালপুরে ।১। সের

দ। কক্সবাজারে লবণের খুজরা দর টাকায় ।০ সের।

ধ। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় /৯ সের অবধি ।২। সের পর্য্যন্ত।

ন। ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় লবণের খুজরা দর টাকায় ।২।০ সের ও চাঁদপুরে ।২॥ সের।

টাকায় যত পাওয়া যায়।															৪০ সেরের মণের থোকে বিক্রয়ের দর।			
রাগী বা ঝাড়ুয়া ও চীনা।			জনেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ।			লবণ।			জিলা।
এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	
																		পূর্ব্বদিকস্থ জিলা।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	মণ	মণ	মণ	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
…	…	…	…	…	..	।৭।	।৭।	।১৬৵	২।০	২।০	২৲	।২॥	।২॥	।২।	৩৵০	৩৵০	৩৵০	ঢাকা।
…	…	…	…	..	…	।৭	।৯	।৬	৩৲	৩৲	৩৲	।২	।২	।২	৩৵০	৩৵০	৩৵০	ফরিদপুর।
…	..		…	…	…	।৭	।৭	।৮	৩৲	৩৲	৩৲	।৩	।৩	।৩	২॥৵০	২॥৵০	২॥৵০	বাখরগঞ্জ।
…	.	…	…	..	…	।৩॥	।৩॥	।৬	…	…	…	।২৵	।১॥	।১৸	৩৵	৩৵০	৩।৵০	ময়মনসিংহ।
…	..	…	…	…	…	।১	।৩	।৬	১৲	১৲	২৲	।০	।১	৵৯	৪৲	৩।০	৪৲	চট্টগ্রাম।
…	..	..	…	.	..	।২	।২	।৩	…	..	…	।০	।০	।০	৩।৵০	৩।৵০	৩।৵০	নওয়াখালী।
…	…	…	…	…	…	।৫৵	।৫৵	।৫॥	…	…	…	।২।	।২।	।২।	৩৵০	৩৵০	৩।০	ত্রিপুরা।
…	…	…	…	.	…	…	…	…	৮৲	৮৲	৮৲	৵৮	৵৮	৵৮	৪॥০	৪॥০	৪॥০	চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ।
…	…	…	…	…	…	।৪	।৪	।৪	…	…	..	।১	।১	।১	৩।০	৩।০	৩।০	ত্রিপুরাপর্ব্বত।
																		বেহার।
…	…	…	॥৫	॥৫	৸২	॥২॥	॥৫	॥৯।	২।০	২।০	৩।০	।০	।০॥	।০॥	২৸৵	২৸৵০	৩৲	পাটনা।
…	…	…	.	…	..	॥১॥	॥২	॥২	৪॥০	৪॥০	৪॥০	।১	।১	।২	৩।০	৩।০	৩।০	গয়া।
…	…	…	॥৫	॥৫	..	॥৪	॥৪	॥৮-॥৯	৩৲	৩৲	৩॥০	।২	।২	।২॥	৩৴০	৩৴০	৩৴০	শাহাবাদ।
॥২॥	॥০৸৵	১৴০	॥০৸৵	॥০৸০	॥৫	॥০॥	॥০	॥০।	৪॥০	৪।৬	৪৲	।২।৵	।২	।১	৩৶৯	৩৵১১	৩॥৵	দারভঙ্গা।
…	..	…	॥০	॥০॥	১৲	॥০	।৯	॥২	৩॥০	৩॥০	৩॥০	।২	।২	।২	৩৶৬	৩।০	৩।০	মজফরপুর।
॥৫	॥৪	৸৩	॥৩।	॥৩।	৸১	॥০	॥০।	॥৮	৪৲	৪৲	৪৲	।১	।১॥	।১	৩৴০	৩।০	৩৴০	সারণ।
..	…	..	॥১	॥২	১১	॥০	॥৫	॥২	.	…	…	।১॥	।১।	।১	৩।৵-	৩।৵	৩৲	চাম্পারণ।
…	…	..	॥৩৲	॥৩৲	৸৪।৵	॥৭-॥৵	॥৪৵	॥৸৵	৩৲৬	৩৲৬	৩৲৬	।২।৴	।৩৵	।২৲	২৸৶১০	২৸৶০	৩৶৪	মুঙ্গের।
…	..	…	।০৶	॥০৶	৸১॥৴	॥০৶	॥০৶	॥২।	৩৸১॥	৩৸১॥	৩৸১-॥	।২॥৵	।২॥৵	।২॥৵	৩৲	৩৲	৩৲৬	ভাগলপুর।

প। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইং।—বক্সার ও সাশীরামে।১॥ সের এবং ভবুয়ায় ।২ সের।

ফ। ঐ ঐ ।—তাজপুরে।১॥ সের ও মধুবনীতে।১ সের।

ব। সীতামঢ়ীতে লবণের খুজরা দর টাকায় ।১ সের।

ভ। গোপালগঞ্জ মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ।২ সের।

ম। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ।০ সের অবধি।২॥ সের পর্য্যন্ত।

য। জমুই মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ।১ সের।

য১। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইং।—বাঁকায় ।২ সের, মদ্ধেপুরায় ।০ সের এবং সুপৌলে ।১ সের।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

দুই সপ্তাহ অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ থোকে বিক্রয়ের বাজার দর।

মণের দর।

চোলম ও জোয়ার।			রামী বা খাড়ওয়া ও চাষা।			জনেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ।			বন্দর।
এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
২৲	২৲	১।৵	...	...	...	২৲	২৲	১৸০	২৶০	২৶০	২৲	।৶৩	।৶৩	।৶৩	২৸০	২৸০	২৸০	কলিকাতা।
.	...	...	...	...	...	...	...	...	২।৶০	২৸০	২৸৶০	...	...	...	৩৲৬	৩৲০	৩৲	সেরাজগঞ্জ।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৶০	২।০	২।৶০	।৶০	।৶০	।৶৩	৩৶০	৩৶০	৩৶০	ঢাকা।
...	...	...	..	...	...	..	...	...	২।০	১।০	২৲	।৶০	।৶০	।৶০	৩৲	৩৲	২৸৶০	নারায়ণগঞ্জ।
.	...	...	.	...	...	...	...	...	৩৲	৩৲	২।'০	...	...	...	৪৲	৩।০	৪৲	চট্টগ্রাম।
...	...	...	...	...	...	১।৶৯	১।৶৯	১৶০	১।।	১।৶৩	১।/০	।/০	।/০	।/০	২৸৶	২৸৶০	৩৲	পাটনা।
...	.	.	.	..	...	...	...	...	২৸০	২৸০	৩।।০	।০	।০	।/৪	৩।০	৩৸০	৩.০	বালেশ্বর।
	.	...	...	.	...	.	..	...	..	..	..	...	..	..	২।৶০	২।৶০	২৸০	পুরী।
	.	.	৩।।৵	৩।৶০	২।/	...	...	..	১।/	১।/	১।৶	।।০	।।০	।।০	২৸০	২৸০		কটক।

সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এস. সি. কার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাছারির কালেক্টরি।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ১ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নের লিখিত তালুকাদি ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকীপড়া রাজস্ব ও রোডছেছ ও পবলিক ওয়ার্ক ছেছ আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ৯ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ২৮ জ্যৈষ্ঠ রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাক্সবাজার সব-ডিবিসনের এলাকাধীন।

তৌজির নম্বর।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।		মোট।	মন্তব্য
			রাজস্ব।	ছেছ।	রাজস্ব।	ছেছ।		
২৩। / ২৫।	মৌজে হ্নলী থানে টেকনাফ তালুক নছরত আলি চৌং	খোদ ...	৮৯৭৷৷৹	২০৸৬	৪৩৮৷৬	০	৪৫৮৷৷৬	সম্পূর্ণ তালুকা নিলাম হইবে।
৪৫ / ১৩৬১	মৌং টেকনাফ থানে টেকনাফ তাং শ্রীমতী থাউ চৌং	খোদ ...	১২১৭৲	৭৯৶০	৬১৩৲	২৬৴৬	৬৩৯৷৴৬	ঐ
১৭৭ / ১৩৮	মৌং রাজারকুল থানে রামু তালুক সেরমস্ত খাঁ ...	দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গং।	১১০১৷৷৬	১৫৮৷৴	৩০৩৷৴৬	৪৫৴৬	৩৪৭৷৶	ঐ
২০৪ / ৪৬৯	মৌং মিঠাছরি থানে রামু ইজারা শ্রীমতী লতিফা খাতুন নাবালগের পক্ষে আছাদ আলি খাঁ।	নিং আছান আলি খাঁ।	১১৮৩৷৶০	১১৩৴৬	৪২০৲	৩৭৷৷৶৬	৪৫৭৷৷৶৬	ঐ
২৯৯ / ২০৬	মৌং বারপাকিয়া থানে চকরিয়া তাং বিবি ইমগ্রাক ...	নিং দেওয়ান আলি সদাগর।	৬৮৭৷৷৴৩	২৯৪৸৴	৪৩০৲	১৯৬৷৷	৬২৬৷৷০	ঐ
৩৩৪ / ১৪৬০	মৌং পেঙ্গুয়া থানে চকরিয়া তালুক ফজল আলি ...	খোদ ...	২৫১২৲	১০৯৷৵৬	২০৪২৲	৭২৸৶	২১১৪৸৶০	ঐ

C. A. SAMUELLS, *Offg. Collector, Chittagong.*

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সাল ২১ মেই মোং ১২৯১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ বুধবার তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮৪। ৭ এপ্রেল।

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
৯৬ নং	পং নশিরুজীয়াল জমিদারি হিস্যা ।১০ আনা মধ বেজ্ঞাবেত্তা তালুক ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরিজামোহন চৌধুরী গয়রহ।	৭১১৯৫৲	৮২৯৸৶৯	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	ঐ ঐ ১৮৭৬। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনাকান্দা ৲১৮।৶ ভাগ হিস্যা।	আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ।	১৸৶০	০	০
	ঐ ঐ ঐ কি চান্দীনাকান্দা হিস্যা ৲১০৶৫॥ তিল।	জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ ...	৸০	০	০
	তপে বণভাওয়াল।				
১১৬ নং	তাং নেওয়াজআলী হিস্যা ॥০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি হিস্যা।	দীননাথ চক্রবর্ত্তী মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী গয়রহ।	১২৭১৶০	৪২৸৶	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে কন্যামণ্ডপ গয়রহ ৩৩ মৌজার ।০ আনা হিস্যা।	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৩৪১৸৶৩	০	০
	ঐ ঐ ঐ ...	প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী ...	৩৪১৸৶৩	০	০
	ঐ ঐ ঐ ...	দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ...	৩৪১৸৶৩	০	০
	ঐ ঐ ঐ ...	কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৩৪১৸৶৩	০	০
	তপে হাজরাদি।				
১২৪ নং	পাটুয়াভাঙ্গা হিস্যা ৸৶৬॥— ক্রান্তী ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে এজমালি।	মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরী দীননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	১৩৩৩৸০	১২।৶৮	এজমালি অংশ নিলাম হইবেক।
	ঐ ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ।৶০ আনা নগর হাজরাদির ।৶১৬ গণ্ডা।	জগতকিশোর আচার্য্য চৌধুরী নাবালগ।	২৯৫।৶০	০	
	ঐ ঐ চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ৴১৫ গণ্ডা ও নগর হাজরাদির ৴১৯ গণ্ডা ও বীর দস্যুয়ার ৸৶০ আনা।	হরিকিশোর রায় চৌধুরী ..	১১৬৸০	০	০
	তপে সাঁহদা দরজিবাজুর মোতালক ১৫১ নং জমিদারি।	ছৈয়দ আবদুল্লা অধ্যাপকে জামিনা আক্তর খাতুন।	৭৩৮৶০	১২।৴০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
	তপে হাজরাদী।				
২১২৯ নং	তাং কৃষ্ণরাম দত্ত গয়রহ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	দীননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	৩৩৯৮৴৫	০	০
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৶১০ আনা।	বিশ্বেশ্বরী দাস্যা ...	২৫০৸৴০	৪৩॥০	খারিজ হিস্যা নিলাম।
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	রামকিশোর গঙ্গোপাধ্যায় গয়রহ।	১০১৪॥৶৭	০	০

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
	দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।				
৫০৭১ নং	তপে রণভাওয়াল। চর চারিপাড়া সুবর্ণপুর ওরফে কামারিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ।	৭৪৭৸১০ পাই	১১৷৶০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
৫০৮৫ নং	পং ময়মনসিংহ বৌলছলঙ্গী …	রাজা হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী গয়রহ।	৫৮৩৲	২০৷৵০	ঐ
৫১৭৪ নং	পং হুসেনশাহী চর ভেলুয়ামারি …	দীননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭৪৲	২২৭৲	ঐ
৫২৪৯ নং	পরগনে পুথরিয়া চরগাবসরা।	রামশশী দেব্যা চৌধুরাণী পতির নাম দুর্গাপ্রসাদ খাঁ ও মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী গয়রহ।	৫৬১৮৸০ মালিকানা ১৫৮৲	১৪৯৫।০ মালিকানা ১৬৭৲	ঐ

G. E. MANISTY,
Offg. Collector.

NOTICE.

IT is hereby notified that at the next half-yearly examination of junior Civilians, Deputy Magistrates, &c., to commence on Monday, the 28th instant, four local examination Committees will be convened in this division, viz. (1) at No. 14, Hare Street, Calcutta, for officers stationed at the Presidency or employed in the 24-Pergunnahs, (1) at Krishnaghur for officers employed in the Nuddea district, (1) at Jessore Sudder Station for officers employed in that district, as well as in the district of Khulnah, and (1) at Berhampur for officers employed in the Moorshidabad district.

A. SMITH,
Officiating Commissioner.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs.* 4, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 8, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 16, *ans.* 8.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs.* 5, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 10, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 20.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 *oz.* tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

[*Government Gazette, 29th April* 1884.]

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট; গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।৷০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।৷০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।৷০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।৷০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০।৷০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ।৷০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা, ডাকমাসুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবান্ধা সিন্‌কোনা।

লাল সিন্‌কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেণ্টের কারখানায় প্রস্তুত নূতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানা বান্ধে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৸০ বার আনা ডাক মাসুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. ***Price Rs.* 24 ; *packing and postage Rs.* 1-12.**

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books for those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurumtolah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-ল ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট-কমিশনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ৫ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

বক্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

NOTICE.

The 21st February 1823.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	...	...	10	0	0	per annum.
Postage	...	...	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	...	...	4	0	0	„
Postage	...	...	1	0	0	„
For a single copy—						
Entire Gazette	...	...	0	4	0	
Postage	...	...	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	...	...	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	...	...	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে ঃ—

মফঃসলে ।

				টাকা	
সম্পূর্ণ গেজেট	...	...	বৎসর	১০৲	
ডাকমাশুল	...	...	„	২॥০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	...	„	৪৲	
ডাকমাশুল	...	...	„	১৲	
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য ...		...		।০	
ডাকমাশুল	...	...		/০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য) ...		...		/০	৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠাপ্রতি আর একং আনা ।
ডাকমাশুল	...	...		/০	

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না ।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

[*Government Gazette, 29th April* 1884.]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half „	10

Casual advertisements.—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই ঃ—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
আধ পৃষ্ঠা „ „	১০৲
কথনং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পঙ্‌ক্তি	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্ল্যানেড ওয়েষ্ট টৌনহালের তাতায়স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দেয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুত এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 270—25-4-84—800

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ২৯ আপ্রেল।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

সিলেক্ট কমিটী কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত পাণ্ডুলিপি সমেত উক্ত কমিটীর নিম্নলিখিত রিপোর্ট আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল সাহেবের মন্ত্রিসভায় ১৮৮৪ সালের ১৪ মার্চ্চ তারিখে উপস্থিত করা হয়।—

সিলেক্ট কমিটীর নিম্নলিখিত ব্যক্তি আমাদিগের নিকট বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনার্থ অর্পিত হইয়াছিল। আমরা ঐ পাণ্ডুলিপি ও এতৎসংযুক্ত তফসীলের উল্লিখিত কাগজপত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রথমস্থলীয় রিপোর্ট প্রেরণ করিতেছি।

২। আমরা পাণ্ডুলিপিখানি নূতন করিয়া গঠন করত এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে আমাদিগের অধিকাংশ ব্যক্তির মতে যে সকল পরিবর্ত্তন উপযুক্ত বোধ হইয়াছে তাহা সন্নিবেশ করিয়াছি। কিন্তু এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলিয়া আমাদের বোধ হয়। আগামি নবেম্বর মাসে আমরা এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কার্য্যে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইব। আমরা পাণ্ডুলিপি খানিকে যেরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছি তাহা এই সময়ের মধ্যে অধিকতর সমালোচনের নিমিত্তে পুনঃ প্রকাশিত হয়, ইহাই আমাদিগের পরামর্শ।

৩। এই রিপোর্টখানি প্রথমস্থলীয় বলিয়া কমিটীর কএকজন সভ্য যত দিন এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত শেষ রিপোর্ট মন্ত্রিসভায় অর্পিত না হয় ততদিন কোন২ বিষয় সম্বন্ধে আপনাদের মত প্রকাশ করিবেন না এই কথা লিপিবদ্ধ থাকে এইরূপ ইচ্ছা করেন। কমিটীর নিষ্পত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে সাধারণতঃ কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তির মত প্রকাশ করিতেছি এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

৪। এই পাণ্ডুলিপি খানিতে যে ভিন্ন২ শ্রেণীর প্রজার কথা আছে তাহাদিগের বর্ণনা করিবার নিমিত্তেই এই অধ্যায়টি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে পূর্ব্ব পাণ্ডুলিপিতে অবধারিত খাজানায় ভূমিভোগকারি রায়তদিগকে যেরূপ তালুকদার শ্রেণীর অন্তর্গত অথবা এক শ্রেণী বলিয়া গণ্য করা গিয়াছিল তদ্রূপ না করিয়া এক্ষণে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণী রূপে বিবেচনা করা গিয়াছে। ইহাও দেখা যাইবে যে "সাধারণ রায়ত" এই কথার পরিবর্ত্তে "দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত" এই কথা প্রয়োগ করা গিয়াছে। প্রথমোক্ত কথাটি ভ্রমাত্মক নাম বলিয়া ইহার প্রতি যাহা আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। পরিচ্ছেদের

ইহাও দ্রষ্টব্য যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে যে বাস্তুভূমি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অন্তর্গত নহে, তাহার রায়তদের উল্লেখমাত্র নাই। অধিকন্তর বিবেচনার পর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের সম্বন্ধে কোন বিধান সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয় বোধ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে যত দূর সন্ধান জানা আবশ্যক আপাততঃ আমাদিগের তত দূর জানা নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এতদ্দেশের ভিন্ন ২ অংশে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের যোত সম্বন্ধে নিয়মের এত দূর বিভিন্নতা আছে, যে মূল পাণ্ডুলিপির ৭ ম অধ্যায় রক্ষা করিতে হইলে তদন্তর্গত কএকটি বিষয়ের সংশোধন করা আবশ্যক হইত। কিন্তু অধিকতর সন্ধান না জানা পর্য্যন্ত আমরা কি আকারে ঐ সংশোধন করিতে হইবে ইহা বলিতে সমর্থ নহি। আমাদিগের ভরসা যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক সন্ধান জানাইবেন।

৫। তালুকদার ও রায়তদিগের মধ্যে প্রভেদ বিষয়ক ধারাটিতে আমরা ঐ প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষণ নির্দ্দেশ না করিয়া বরং তাহাদিগের বর্ণনা করিতে যত্ন পাইয়াছি। যে সকল স্থল উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদসূচক সীমা রেখার নিকটে অবস্থিত, সেই সকল স্থলে আদালতসমূহের পথ প্রদর্শনার্থে বিধি প্রণয়ন করা বিহিত ইহা স্বীকার করিলেও, আমাদিগের মত এই যে ইহার কোন শ্রেণীর দৃঢ় রূপে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা দূর না হইয়া বরং তাহার সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬। অবধারিত হারে জমী ভোগ করিবার স্বত্ব বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির (১৪—১৭) ধারাগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৮ম অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে; ঐ অধ্যায়ের কথা বলিবার সময়ে তাহাদিগের বিশেষ উল্লেখ করা যাইবে। যে সকল জিলায় চিরংকালীন বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে তদন্তর্গত স্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ২০ ধারাটিকে অতিরিক্ত বিধিবিষয়ক অধ্যায়ে স্থাপন করা গিয়াছে।

৭। চুক্তি কি দেশাচারক্রমে যে স্থলে তালুকের খাজানা বৃদ্ধির বিধান করা হয় নাই, আদালত সেই স্থলে যে বিধি অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন ৭ ধারার অন্তর্গত ৩ উপধারায় তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা এই উপধারার বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিয়াছি। এক্ষণে কেবল এই বিধান করা গেল আদালত তালুকদারকে শতের শতকরা দশভাগের কম দিবেন না এবং খাজানা নির্ণয় করিবার সময়ে যে অবস্থায় তালুকের সৃষ্টি হয়, তালুকের অধিকারী যে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন ও আদায় করিবার যে খরচ ও ঝুঁকি হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বদেয় খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না এবং দশবৎসর অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, এই বিধানটি আমরা স্পর্শ করি নাই।

৮। ৩৬ ধারায় পত্তনী তালুকের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে উপক্রমণিকা অধ্যায়ের মধ্যে এবং সরাসরী নীলাম সংক্রান্ত ৪২ ধারাটি যে অধ্যায়ে ঐ বিষয়ের কথা আছে তাহার মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে। এই দুইটি ধারাভিন্ন পত্তনী তালুক বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির সমস্ত বিশেষ বিধানই এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করা গেল।

৯। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার রেজিষ্টরীকরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমরা যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছি তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটী বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

(১) ১৫ ধারার (১) উপধারায় একটী বর্জ্জিত বিধি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিধিক্রমে ভূম্যধিকারী খাজানা বাকী থাকিলে তালুকের হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) মূল পাণ্ডুলিপির ২৭ (২) ধারার (খ) প্রকরণক্রমে রেজিষ্টরী করিবার প্রার্থনা করিতে বিলম্ব হইলে দণ্ডস্বরূপ যে অতিরিক্ত ফী দেয় হইত তাহা রহিত করা গিয়াছে এবং যে স্থলে তালুকদারকর্ত্তৃক কোন খাজানা দেয় না হয় [১৫ (২) ধারা], তথায় ২৭ টাকা ফী দিতে হইবে ইহা নির্দ্দেশ করিয়া একটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

(৩) ১৮ ধারায় একটি উপধারা যোগ করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে কোন ব্যক্তি হস্তান্তর কি উত্তরাধিকারক্রমে কোন তালুকের স্বত্ববান হইলে যাবৎ ঐ হস্তান্তর কি উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করা না হয় কিম্বা ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ প্রথমোক্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা খাজানা আদায় করিতে পারিবে না।

(৪) এবং রেজিষ্টরী বহীর লেখার নকল প্রদান বিষয়ক ধারাটী (এক্ষণ কার ২১ ধারা) সংশোধন করা গিয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক আনার অন্যূন বা এক টাকার অনধিক যে ফী ধার্য্য করেন প্রত্যেকখণ্ড নকল দিবার জন্য সেই ফী দিতে হইবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১০। হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা তালুকদারদের প্রতি যেং নিয়ম বর্ত্তে তাহা অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারী বাসেন্দা রায়তের প্রতিও বর্ত্তিবে ইহা বিধান করিয়া ঐ নিয়ম গুলির সমতা বিধান করিয়াছি। এই শ্রেণীর রায়তদিগকে (ক) রেজিষ্টরী করা পাট্টাক্রমে কি আদালত কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত অধিকার বলে ভূমি ভোগকারী রায়ত এবং (খ) আইনবিহিত অনুমানক্রমে ভূমি ভোগকারী রায়ত এই দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমোক্ত শ্রেণীর রায়তদিগকে তালুকদারদের সহিত ও শেষোক্ত শ্রেণীর রায়তদিগকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সহিত সমান করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১১। রায়তের স্বত্ব ও দখলীস্বত্ব লাভসম্বন্ধে এই অধ্যায়ের মূল নিয়ম গুলির কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। ক্ষুদ্রং বিষয়ের পরিবর্ত্তনের আমাদের কেবল যে গুলির কথা বলা আবশ্যক, তাহাই বলা যাইবে।

বর্দ্ধমানের মহারাজা প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের যেরূপ সুবৃহৎ মহাল আছে, সেইরূপ কএকটি মহালের সমুদায় অংশেই বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব প্রচলিত করিলে যে অসুবিধা ঘটিতে পারে, তৎপ্রতি আমাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সকল বিশেষ স্থলে মহালের আয়তনের পরিবর্ত্তে রাজস্ব-সংক্রান্ত কি শাসন কার্য্যসম্বন্ধীয় কোনরূপ জানা দেশখণ্ড ধরিলে সুবিধা হইতে পারে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এমত বিবেচনা করেন কি না জানিতে বাঞ্ছা করি।

১২। এই অধ্যায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য লাভ পক্ষে মহাল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে "১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবধি" কোন সময়ের মধ্যে বাটওয়ারা হইলে বাটওয়ারা সত্ত্বেও মূল মহাল একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে, ২৭ ধারার (খ) প্রকরণের এই বিধানের প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। উল্লিখিত তারিখ স্থির করিবার কারণ এই যে প্রায় ঐ সময় অবধি বাটওয়ারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কাগজপত্রাদি পাইবার যুক্তিসঙ্গতরূপ আশা আছে, এইরূপ বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু ঠিক পূর্ব্ব কোনসময়ে ঐ তারিখ স্থির করা যাইবে তদ্বিষয়ে অধিকতর বিবেচনা আবশ্যক, সুতরাং যে কএকটি কথাতে ঐ সময় সূচিত হয় তাহার নিম্নে একটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে আমরা এই আদেশ করিলাম।

১৩। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমে আমরা বাসেন্দা রায়তের লক্ষণ নির্দ্দেশক ২৬ ধারায় (২) সংখ্যক একটি উপধারা সংযোগ করিয়াছি। এই উপধারার বিধান এই যদি ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমিভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত দর্শান না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমিভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে। বঙ্গপ্রভৃতি দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় এইরূপ অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। ইহাতে মোকদ্দমার কার্য্যে সরলতা বিধান করিবে, অথচ কোন স্থলে ইহা ঠিক না খাটিলে ভূম্যধিকারী অনায়াসে ইহার খণ্ডন করিতে পারিবেন।

১৪। কোন ব্যক্তি একবৎসরের অনধিক কালের জন্য কোন গ্রাম কি মহালের অন্তর্গত কোন যোত হইতে বেদখল থাকিলেই যে বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব হারাইবে না আমরা মূল পাণ্ডুলিপির এই বিধানের [২৬ (৬) ধারা] মর্ম্ম অব্যাহত রাখিয়াছি এবং ইহাতে একটি [(৭) উপধারা] প্রকরণ যোগ করিয়াছি। উপধারাটির মর্ম্ম এই ৯৬ ধারাক্রমে [এই ধারার কথা পরে ৬৬ দফায় দেখ] যদি সেই ব্যক্তি কোন জমীতে পুনর্ব্বার দখল প্রাপ্ত হয়, তবে একবৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়তস্বরূপ গণ্য হইতে থাকিবে।

১৫। যে কারণে স্বত্বনিয়ন্ত্রণ বিষয়ক অধ্যায়টি পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা পরে বিবৃত হইবে। উক্ত অধ্যায়টি উঠাইয়া দেওয়াতে যাহাতে বুঝিবার ভুল না হয়, এই নিমিত্তে আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি ধারা (২৮ ধারা) সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয় বোধ করিলাম। এই ধারার বিধান এই যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের ভূম্যধিকারী ক্রয় করিয়া বা প্রকারান্তরে উক্ত রায়তের স্বার্থপ্রাপ্ত হইলে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু এই বিধানের কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৬। মূল পাণ্ডুলিপির ৪৮ ধারায় দানক্রমে দখলীস্বত্বলাভের বিধান ছিল, আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি, এবং ঐ পাণ্ডুলিপির ৪৯ ধারার ব্যাখ্যাত খামার শব্দের অর্থমধ্যে যেং শ্রেণীর জমী

গণ তাহাতে দখলী স্বত্ব লাভ বিষয়ক ঐ ধারাটির পরিবর্ত্তে আর একটি ধারা (৩০ ধারা) দিয়াছি। শেষোক্ত ধারায় সাধারণতঃ এই বিধান করা গিয়াছে যে উক্ত সকল শ্রেণীর জমী মিয়াদী পাট্টাক্রমে কিম্বা সকরপন পাট্টাক্রমে ভোগ করা গেলে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলীস্বত্ব জন্মিবে না।

১৭। যাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী না হয় রায়ত এরূপে ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন, আমরা ইহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছি [৩০ ধারা, (ক) প্রকরণ] যে তিনি দেশাচারের বিরুদ্ধে ঐ ভূমিস্থিত বৃক্ষ কাটিতে পারিবেন না।

১৮। ভূম্যধিকারীর অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটি এক্ষণে " হস্তান্তর বিষয়ক নিয়মের কথা " এই শীর্ষকের নিম্নে স্থাপিত হইল। আমরা এই পরিচ্ছেদে [৩২ (৪) ধারায়] বিধান করিয়াছি যে ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে মূল্যস্থির হইবার কি আদালত কর্ত্তৃক ধার্য্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে ঐ মূল্য দিবার প্রস্তাব করিবেন। আমরা আরো এই ধারায় কএকটি কথা যোগ করিয়াছি, তৎক্রমে ভূম্যধিকারী ক্রয় করিবার দাওয়া করিলে রায়ত ইচ্ছা করিলে ঐ ভূমি নিজে রাখিতে পারিবেন।

১৯। আরো আমরা ঐ ধারায় (৫) সংখ্যক একটি উপধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত ঐ ধারার বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা পাইলে ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ঐ বিক্রয় ব্যর্থ হইবে।

২০। দখলীস্বত্ব উইলক্রমে দান করা গেলে মূল পাণ্ডুলিপির ৫৫ ধারাক্রমে ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহা অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। আমরা ঐ ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২১। দখলীস্বত্ব দান সম্বন্ধে আমাদিগের বিশ্বাস এই যে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দান উইলক্রমে করা হইবে অথবা প্রকৃত বিক্রয় দান বলিয়া কল্পনা করা হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় কেবল শেষোক্ত শ্রেণীর দান সম্বন্ধেই ভূম্যধিকারিদিগের হিতার্থে কোন না কোন সংরক্ষণোপায়ের প্রয়োজন। রেজিষ্টরী করা দলীলক্রমে দান করিতে হইবে এবং ঐ দলীলের এক খণ্ড প্রতিলিপি অবিলম্বে ভূম্যধিকারীকে দিতে হইবে। তাহা হইলে দান প্রকৃত নহে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস করিবার কোন হেতু থাকিলে তিনি ঐ দানের প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইবেন। আমাদিগের বিবেচনায় পূর্ব্বোক্তরূপ বিধান করিলে ভূম্যধিকারীর যথেষ্ট সংরক্ষণোপায় হইবে। পরন্তু আমরা নিষিদ্ধ সম্পর্কের কোন ব্যক্তির প্রতি মুসলমান কর্ত্তৃক দান স্থলে ঐ দান পূর্ব্বোক্ত বিধান হইতে মুক্ত করিয়াছি, কারণ তদ্রূপ দান সচরাচর উইলক্রমে দানের পরিবর্ত্তে করা হইয়া থাকে (৩৫ ধারা)।

২২। পরিশেষে বক্তব্য এই যে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব আমরা কেবল ভূম্যধিকারী, চিরস্থায়ী তালুকদার ও তাঁহারা অন্য যে তালুকদারদিগকে ঐ স্বত্বানুযায়ি কার্য্য করিতে অনুমতি দেন তাঁহাদিগের প্রতিই প্রদান করিয়া একটি ধারা (৩৬) যোগ করিয়াছি। কারণ আমাদিগের বিবেচনায় ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বার্থবিশিষ্ট উপরিস্থ ভূম্যধিকারীর বিনা অনুমতিতে কিয়ৎকালীন কোন তালুকদার পূর্ব্বোক্ত স্বত্বানুযায়ি কোন কার্য্য করিলে অনেক অসুবিধা ও গোলযোগ ঘটিতে পারে। ঐ অসুবিধা ও গোলযোগ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

২৩। মূল পাণ্ডুলিপির ৫৬ ধারার প্রতি বিশেষ আপত্তি করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে ভূম্যধিকারী কোন ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিলে পরে যদি কোন রায়ত ঐ ভূমি লয় তবে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব জন্মিবে। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২৪। আমরা ৫৭ ধারাটিও উঠাইয়া দিয়াছি। ইহাতে এই বিধান ছিল যে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারক্রমে ভূমিতে দখলীস্বত্বলাভ করিলে সে পাহেকস্তা রায়তের স্বত্ব লাভ করিবে। আমাদিগের বিবেচনায় ২৬ (৪) ধারাক্রমে এই ধারার উদ্দেশ্য যথেষ্টরূপ সাধিত হইবে।

২৫। এই অধ্যায়ের পর পরিচ্ছেদের নাম " কোর্ফাবিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা "। এই পরিচ্ছেদটি নূতন। কৃষক নহে এরূপ ব্যক্তিরা যাহাতে লাভাশয়ে দখলীস্বত্ব ক্রয় না করে এই উদ্দেশে এবং বাস্তবিক কোর্ফা রায়তকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের কৃত কএকটি প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া ইহা প্রণীত হইয়াছে। আমাদিগের বক্তব্য এই যে এই স্থলে যে সকল বিধান সন্নিবেশিত হইল শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি তদ্দ্বারা কেবল অংশতঃ সাধিত হইতে পারে। কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় ৭ম অধ্যায়ে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্যান্য বিধান দৃষ্ট হইবে। এই বিষয়ের কথা শীঘ্রই বলা যাইবে।

২৬। ৫ম অধ্যায়ের এই পরিচ্ছেদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিধানগুলিই প্রধান।

১ম।—কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার যোতের যে অংশ কোর্ফা বিলি করে তাহা উক্ত যোতের অর্দ্ধেকের অধিক হইলে, তালুকদারদের রেজেষ্টরী করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় যে আইন উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করেন সেই আইনমতে ঐ রায়ত তালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টরে আপনাকে রেজিষ্টরী করাইলে তালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার ফল এই হইবে যে ঐ রায়তের কোর্ফা রায়তেরাও বর্ত্তমান কিম্বা ভাবী দখলীস্বত্বের অধিকারী রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৩৭ ধারা)

২য় ।—কোন রায়ত আপনার যোত কি যোতের কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিলে ঐরূপ বিলি করিবার দরপাট্টা সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না। (৩৮ ধারা)

এই বিধানগুলি উপর কএকটি বিধানের দ্বারা সংকোচিত হইয়াছে। শেষোক্ত বিধানের মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি প্রধান।

১ম।—কোন রায়ত বয়স হেতু বা স্ত্রীলোক বলিয়া বা পীড়াবশতঃ বা দুর্ঘটনাক্রমে কি নির্দ্দিষ্ট কএকটি কারণে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায় চাষ করিতে অক্ষম হইয়া আপন যোত কোর্ফা বিলি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার ঐ কার্য্যের প্রতি উক্ত সকল বিধান বর্ত্তিবে না, ও

২য়।—যদি কোন রায়ত পূর্ব্বোক্তমতে তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যেং শর্ত্তে ও যেং নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিত এক্ষণেও সেইং শর্ত্তে ও নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

২৭। এই বিধান গুলি লইয়া বিলক্ষণ মতভেদ হইয়াছিল। এক পক্ষে ভূম্যধিকারীর সহিত ও অপর পক্ষে তাহার নিজের কোর্ফা প্রজার সহিত রায়তের যে সকল আইনবিহিত সম্বন্ধ আছে তাহার নিজের কৃত কার্য্যক্রমে ঐ সম্বন্ধের কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে দিলে যে অসুবিধা হইবে আমরা তাহা অবগত আছি। এই পরিবর্ত্তন আবার যে নিয়ম অনুসরণ করিয়া সূচিত হওয়া আবশ্যক, তাহা সুনির্দ্দিষ্ট নহে এবং তাহা অবধারণ করা কঠিন। আবার কৃষকদিগের অবস্থা বিবেচনায় অনেক স্থলেই ঐ নিয়ম না খাটিবার বিধান করা গিয়াছে, সুতরাং বিষয়টি বিলক্ষণ জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল আপত্তি সত্ত্বেও আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই কোর্ফা বিলি বিষয়ক প্রথাটি সীমাবদ্ধ করণোপলক্ষে নিম্নলিখিত উপায়াপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সকলেই স্বীকার করেন যে এই প্রথাটি এক কালে নিষেধ করা অসম্ভব। কোন রায়ত আপন যোত কোর্ফা বিলি করিলে যদি তাহার খাজানা বাকী পড়ে, তবে ঐ যোত তালুকের ন্যায় সরাসরী নীলামক্রমে বিক্রয় হইতে পারিবে এবং কোর্ফা প্রজারা দখলীস্বত্ব লাভ করিতে পারিবে এই রূপ বিধান করা গেল। কোর্ফা বিলি প্রথা একবার প্রচলিত হইলে তাহা ফলোপধায়ীরূপে নিবারণ করা যে অতীব কঠিন, এই সকল বিধান হইতে তাহার স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। ইহা দৃষ্ট হইবে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্ত্তিত হইলেও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বলিয়া তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তালুকদার বলিয়া গণ্য হওয়াতে তালুকদারদের যোত যেরূপ সরাসরীমতে নীলাম হইতে পারে ও তাহাদের যেরূপ অন্য দায় ও স্বত্ব থাকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের ও তাহাই থাকিবে। ভূম্যধিকারী অগ্রে ক্রয় করিতে পারিবেন এই বিধান হইতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরাও তালুকদারদিগের ন্যায় মুক্ত থাকিবেন। কিন্তু যাবৎ ঐ রায়তের নাম রেজিষ্টরী করা না যায় এই সকল বিধানের মধ্যে কোনটিই বলবৎ হইবে না। আমাদিগের বিবেচনায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্ত্তিত হইলে যে সকল জটিল সম্পর্ক সৃষ্ট হয় সামান্য খাজানার মোকদ্দমায় আদালতের প্রতি সেই সকল অবধারণ করিবার ভার অর্পণ করিলে অতীব কষ্টকর হইবে। কেবল স্থানীয় গবর্ণমেণ্টই ঐ সকল সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া রেজিষ্টরী করিলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টও ইহা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

২৮। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধানগুলির আমরা আকারগত ও বস্তুগত বহুল পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

আমরা হারের তালিকা অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধানগুলি স্থানান্তরিত করিয়া স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত বিষয়ক অধ্যায়ের পরে ঐ অধ্যায় স্থাপন করা গেল। চুক্তিক্রমে বা আদালতে মোকদ্দমা করিয়া সাধারণতঃ যে রূপে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় এই স্থলে কেবল তাহারই কথা বলা যাইতেছে।

২৯। উপস্থিত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা চুক্তি সত্ত্বেও ঐ চুক্তি রেজিষ্টরী করা না হইলে বৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। ৪১ ধারাক্রমে নিম্নলিখিত বিধিগুলি ঐরূপ চুক্তির প্রতি বর্ত্তিবে।—

(১)—খাজানা এরূপে বৃদ্ধি করিতে হইবে না যে তাহা রায়তের পূর্ব্ব দেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হয়।

(২)—চুক্তিপত্রে অন্যূন সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(৩)—বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বের বা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অর্থাৎ শতকরা ১২৷৷০ টাকার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অন্যূন পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(ঘ)—রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ এই বাক্যমতে চুক্তিপত্র রেজিষ্টরী করিবার পূর্ব্বে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত স্বাধীনভাবে তাহা করিতেছে এইকথা জানিয়া লইবেন। ইহা দৃষ্ট হইবে যে ধারাটি সংশোধন করায় এক্ষণে এই দাঁড়াইয়াছে যে রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষকে চুক্তি অনুমোদন করিবার ও তাহা উচিত কি না তাহা বুঝিয়া লইবার অধিকার রহিল না, এক্ষণে কেবল ইহাই বুঝিয়া লইতে হইবে যে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত।

৩০। ৫২ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে জমী মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্ব্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত তথাকার কোন বাসেন্দা রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা বৃদ্ধি করিয়া দিবার রেজিষ্টরী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব্ব প্রজা যে খাজানা দিতেন উক্ত রায়ত ঐ জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না এবং তদ্রূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্ব্বোল্লিখিত বিধি বর্ত্তিবে।

৩১। মোকদ্দমাক্রমে খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে আমাদের উদ্দেশ্য এই ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়ের প্রতি বস্তুতঃই ন্যায্য হয় এইরূপ কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়া একটি কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিতে হইবে যাহাতে বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে বহুবিস্তৃত ও সুকঠিন সন্ধান জানিবার প্রয়োজন হইবে না। এই প্রয়োজন থাকাতেই খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত বর্ত্তমান আইনটি ভূম্যধিকারীদিগের হস্তে অকর্ম্মণ্য যন্ত্র স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

এই অভিপ্রায়ে যেসকল হেতুতে খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম (৪৩ ধারা)।—

(ক)—দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তে যে জমি ভোগ করে সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ)—সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ)—ভূমধিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ)—রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বন্যা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

৩২। অনুসন্ধানক্রমে অবগত হওয়া গিয়াছিল যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট কেবল বিশেষ বিশেষ স্থানের নিমিত্তই হারের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে যে সংবাদ অবগত হইতে পারিলে ঐ শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া আদালত খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত বিধি খাটাইতে পারেন, আদালতের নিকট সেই সংবাদ উপস্থিত করণার্থ আমারদিগের নিকট অন্য কোন সাধারণ উপায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। খাজানাবৃদ্ধির আইনসম্মত এই হেতুটি এককালে ত্যাগ করণ প্রতি জমীদারেরা আপত্তি করেন, এবং ইহা পূর্ব্বপ্রচলিত আইনের অন্যতম বিধান ছিল বলিয়া রক্ষিত হইল। এই হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে যে স্থলে ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন বশতঃ উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়, যে অনুসন্ধান ও রেজিষ্টরী করণকার্য্যের বিধান পরে করা গিয়াছে তদ্দ্বারা ঐ খাজানা বৃদ্ধি করণ পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। কিন্তু বন্যা দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে এই হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে, আমাদিগের আশঙ্কা এই এতাবৎকাল যে অসুবিধা বশতঃ অর্থাৎ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্ব্বে কিরূপ ছিল তাহার প্রমাণাভাবে খাজানাবৃদ্ধির এই হেতুটি কার্য্যকর হইত না, এইক্ষণেও সেই অসুবিধা বিদ্যমান থাকিবে।

৩৩। পক্ষান্তরে মূল্যবৃদ্ধির হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মূল্যের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিলে, ঐ কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। এস্থলে ইহা বলা উচিত প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্যের তালিকায় যে ভূমির খাজানা লইয়া বিবাদ তাহাতে যে বিশেষ কোন ফসল জন্মিয়াছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া মূল্যের সাধারণতঃ বৃদ্ধি কি হ্রাস সূচিত হইতেছে ইহাই দেখিতে হইবে। জষ্টিস শ্রীযুক্ত ফিল্ড সাহেব কৃত আইন সংগ্রহ পুস্তকের ২৫০ ও তৎপরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় যে রূপ বিবৃত হইয়াছে অর্থাৎ ইংলণ্ডে গড় মূল্যের যে নিয়ম ধরিয়া উৎপন্ন শস্যের দশমাংশের পরিবর্ত্তে মুদ্রাযোগে দেয় কর স্থির করা যায় এখানেও মূল্যের তালিকা লইয়া সেই নিয়মে কার্য্য করিতে হইবে ইহাই আমাদিগের অভিপ্রায়।

৩৪। কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন যে শস্যের মূল্য বৃদ্ধিস্থলে অনুপাতের বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে, মূল্যবৃদ্ধিজন্য আবাদ করিবার খরচ বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কতক টাকা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। আপাততঃ আমরা এই বিষয়ে রায়তকে রক্ষা করিবার ভার খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত অন্য যে [illegible] হইয়াছে তাহার প্রতি, বিশেষতঃ ৫৮ ধারার প্রতি, অর্পণ করিলাম। ঐ ধারার বিধান [illegible] মোকদ্দমা [illegible] অনুপযুক্ত বা অন্যায্য বোধ হয় আদালত কোন মোকদ্দমায় এরূপ খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না। কিন্তু এই অধ্যায়ে যে সকল পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে তাহা [illegible] হইলে এই নিয়মটি অধিকতর [illegible] দিবে চতুর্থত [illegible]।

৩৫। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইবার হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করণ পক্ষে যে অসুবিধা অনুভূত হয়, বাস্তবিক খাজানা গড় বাৎসরিক মোট উৎপন্নের এক পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না এই প্রস্তাবেতে সেই অসুবিধা সমভাবে অনুভূত হয়। দ্বিতীয় অধিকাংশ সাক্ষিরই মত এই যে প্রত্যেক স্থলেই গড় বাৎসরিক মোট উৎপন্ন অর্থাৎ প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের পরিমাণ অবধারণ করা একরূপ অসম্ভব, এই প্রস্তাবটির মূল নিয়মের প্রতি গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। অতএব এই কারণে মূল পাণ্ডুলিপির ৭১ (গ) ধারার পূর্ব্বোক্ত ভাবের বিধানটি উঠাইয়া দিয়াছি ও তৎপরিবর্ত্তে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত আর একটি নিয়মের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত প্রথম হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিলে টাকা প্রতি আট আনার অর্থাৎ শতকরা ৫০ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারা যাইবে না; ২য় কিম্বা ৪র্থ হেতুতে খাজানাবৃদ্ধি করিলে টাকা প্রতি চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না; এবং (৪৮ ধারা) আদালত কোন স্থলেই অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হইলে, খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না, আমরা এই সকল বিধান করিলাম।

৩৬। একই শ্রেণীর দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা প্রচলিত যে হারে খাজানা দেয় সেই হারের সীমা পর্য্যন্তই খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে, এই সম্বন্ধে আমরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ২০ ধারা অবলম্বন করিয়া ৪৪ ধারায় একটি প্রকরণ (গ) সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণে, যেং স্থলে দেশাচারমতে রায়তের জাতির বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক, সেইং স্থলের বিধান করা হইয়াছে।

৩৭। ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমরা দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য কোন বিধি প্রণয়ন না করিয়া কেবল এই মাত্র বিধান করিলাম যে [৪৬ (খ) ধারা] কতদূর পর্য্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি করিতে দেওয়া যাইবে ইহা নিরূপণ করণার্থে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধন দ্বারা ভূমির উৎপন্নের মূল্য যতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে,

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;

(৩) উৎকর্ষসাধন কার্য্যে লাগাইতে হইলে চাষ করিতে কত খরচ পড়ে

(৪) উক্ত ভূমির বর্ত্তমান খাজানা কত ও উচ্চতর খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

বহুকাল পূর্ব্বের কথা লইয়া কষ্টকর অনুসন্ধান পরিহারার্থে আমরা [৪৬ (ক) ধারায়] বিধান করিয়াছি যে উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করা না গেলে অর্থাৎ ৯ম অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে রেজিষ্টরী করা না গেলে, আদালত খাজানাবৃদ্ধি দিবেন না। উক্ত বিধি সকল এরূপ ভাবে প্রণীত হইয়াছে দৃষ্ট হইবে যে তৎক্রমে আবশ্যক সকল সংবাদই উপযুক্ত মতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৮। বন্যাদ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হেতুতে খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে খাজানা সংক্রান্ত কমিশ্যন যে মূলবিধির প্রস্তাব করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমাদিগের গৃহীত বিধিটি প্রণীত হইয়াছে। ঐ বিধির মর্ম্ম এই যে [৪৭ (গ) ধারা] ভূম্যধিকারী ভূমির উৎপন্নের নিট বৃদ্ধির মূল্যের অর্দ্ধেকের অধিক পাইবেন না।

৩৯। ক্রমাগত খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করণ বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭৮ ধারাটি (৫০ ধারা) এক্ষণে প্রচলিত হার অপেক্ষা কমহারে খাজানা দেওয়া হইতেছে কিম্বা মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এইহেতুতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার প্রতিই বর্ত্তিবে; পরন্তু ঐ নিয়মটি এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধির যে মোকদ্দমা দোষ গুণ বিচারের পর ডিস্মিস হইয়াছে ও যে মোকদ্দমায় খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে এই উভয়ের প্রতি বর্ত্তিবে, ও একবার খাজানাবৃদ্ধি করা গেলে পনের বৎসর গত না হইলে আবার খাজানাবৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না। পূর্ব্বে দশ বৎসর গত হইলেই খাজানাবৃদ্ধি করা যাইতে পারিত।

৪০। যে যে হেতুতে খাজানা কমাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে (৫১ ধারা) তাহা নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।—অর্থাৎ

(ক)—যোতের জমী রায়তের দোষ ব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা ঐ রূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া স্থায়িরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং

(খ)—ঐ স্থানে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

ইহার প্রত্যেক স্থলেই আদালত যত দূর উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪১। মূল্যের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করণ সম্বন্ধীয় সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫২ ধারাটী মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত উক্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারা হইতে কতক বিষয়ে বিভিন্ন। এস্থলে কেবল একটি পরিবর্ত্তনের কথা বলা আবশ্যক, অর্থাৎ এই নূতন ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান উভয় কালের নিমিত্তই মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট গত বার বৎসর নিয়মিতরূপে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া উক্ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই তালিকা গুলি সংশোধন করিয়া কোন স্থানের শস্যাদির মূল্য সম্বন্ধে তাহাদিগকে বিশ্বাসযোগ্য লিখিত প্রমাণস্বরূপ করিয়া তুলিতে পারিলে, মূল্য বৃদ্ধি হেতু খাজানা বৃদ্ধি করণ সময়ে তাহা দ্বারা বিশিষ্টরূপ সরলতা সাধিত হইবে।

৪২। পশুচারণ ভূমির খাজনা বৃদ্ধি বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৮০ ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া গেল, কারণ পশুচারণের নিমিত্তে প্রজাবিশেষকে ভূমি খাজানা করিয়া দেওয়া অতীব বিরল, সুতরাং এই বিষয়ে বিধির প্রয়োজন নাই।

৪৩। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা শস্যরূপে বা ফসল অনুসারে যে খাজানা দিবেন তাহার সীমা নির্দ্দেশকারী মূল পাণ্ডুলিপির ৮১ ধারাটিও উঠাইয়া দেওয়া গেল, কারণ, এবিষয় স্থানীয় রীতি অতিশয় জটিল দৃষ্ট হইল। ফসল বিভাগ করিবার পূর্ব্বে নানা উপলক্ষ করিয়া উহা হইতে সচরাচর অনেক অংশ বাদ দেওয়া হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে কোন দৃঢ় ও অনড় বিধি নির্দ্দেশ করিলে আদালতের ভ্রান্তি ঘটিয়া অনিষ্ট ঘটিবারই সম্ভাবনা।

৪৪। শস্যরূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করণ বিষয়ক (৫৩) ধারাটি মধ্য প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ১৮ ধারা অবলম্বনে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজার মধ্যে যে কেহ নির্দ্দিষ্ট কএক জন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট খাজানা রূপান্তরিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত যে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ঐ প্রার্থনা করা যায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আর মুদ্রাযোগে কত খাজানা দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করণার্থে পুরাতন ধারা অপেক্ষা নূতন ধারায় বিবেচনামত কার্য্য করিবার অধিকতর অবসর প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই বিধান করা গিয়াছে যে ঐ খাজানা নির্ণয় করণকালীন পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্ব্ব দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৫। মূল পাণ্ডুলিপির ৮৯ ধারায় এই বিধান ছিল ঐ পাণ্ডুলিপির অভিহিত "সামান্য রায়ত", অর্থাৎ দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত তদীয় ভূম্যধিকারীর সহিত কৃত নিয়মানুসারে সময়ে২ যে খাজানা ধার্য্য হয় ১১৯ ধারার বিধান অর্থাৎ তাহার শেষ অত্যুচ্চ খাজানা মোট উৎপন্নের গড় বার্ষিক মূল্যের পাঁচ আনার অধিক হইবে না এই বিধান প্রবল মানিয়া সেই খাজানা দিবে। আমরা যে কারণে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরদের খাজানা বৃদ্ধি স্থলে এইপ্রকার অত্যুচ্চ খাজানা ধার্য্য করিবার প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছি, এই স্থলেও সেই কারণে তদ্রূপ প্রস্তাব ত্যাগ করিবার মানস করি। দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা ধার্য্য করিবার চুক্তি সম্বন্ধে অন্য কোন নিয়ম করা কর্ত্তব্য কি না এক্ষণে ইহাই কথা হইতেছে। আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এরূপ কোন নিয়ম নির্দ্দেশ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব সংশোধিত পাণ্ডুলিপিক্রমে ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েই এই বিষয়ে স্বাধীন রহিলেন। কেবলমাত্র (৫৭ ধারায়) এই বিধান করা গেল কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে রেজিষ্টরী করা নিয়মপত্র ভিন্ন কিম্বা এই অধ্যায়ের যে কএকটি ধারার কথা শীঘ্রই বলা যাইবে তদুল্লিখিত প্রকারে না হইলে ঐ রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৪৬। যেহেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ক ৫৮ ধারায় আমরা একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি। ঐ প্রকরণানুসারে উক্ত রায়তকে প্রথমবার রেজিষ্টরী করা পাট্টাক্রমে ভূমির দখল দেওয়া গেলে পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু আমরা পরবর্ত্তী (৫৯) ধারায় বিধান করিয়াছি যে মিয়াদ অতীত হইবার অন্যূন ছয় মাস থাকিতে রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৪৭। আমরা দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দিবার বিধান সম্বন্ধীয় প্রকরণটি উঠাইয়া দিতে স্থির করিয়াছি এবং তৎপরিবর্ত্তে (৬০ ধারায়) এই বিধান করিয়াছি যে বর্দ্ধিত খাজানা দিতে অসম্মত এইহেতু ধরিয়া দখলীস্বত্বশূন্য কোন রায়তের নামে উচ্ছেদ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন। ঐ রায়তের পাঁচবৎসর কাল উক্ত খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার অধিকার থাকিবে এবং তাহার পর প্রথম পাট্টার মিয়াদ অতীত হইলে যেই নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত ইতিমধ্যে তাহার দখলীস্বত্ব না জন্মিলে সেইই নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

৭ম অধ্যায়।

কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৮। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপন যোতের অংশ কোর্ফা বিলি করাতে তালুকদাররূপে পরিণত হইলে, তাহার কোর্ফা প্রজারা রায়তদের স্বত্ব ও বিধা ভোগ করিবার অধিকারী হইবে আমরা পূর্ব্বোক্ত (২৬ ও ২৭ দফায়) পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত এই নূতন বিধানের উল্লেখ করিয়াছি যে কোর্ফা রায়তেরা এই বিধানের উপকারের অধিকারী নহে, উপস্থিত অধ্যায়ক্রমে তাহাদের কিয়ৎপরিমাণে রক্ষণোপায় সাধিত হইবে।

৬২ ধারার বিধান এই যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া যে কোন কোর্ফা রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূম্যধিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টরী করা পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্ফা রায়তদের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পচিশ টাকার।

আর ৬৩ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্যূন ছয় মাস থাকিতে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কোন কোর্ফা রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে পর তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

৪৯। এই অধ্যায়ের প্রথমেই তালুকদার ও রায়তদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করণবিষয়ক স্বত্ব সম্বন্ধে বিধান আছে। এই বিধানগুলি তালুকদার সম্বন্ধীয় মূল অধ্যায়ের প্রথম ভাগহইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে সকল পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে তাহার একটির কথা এস্থলে বলা আবশ্যক। ৬৪ ধারার অন্তর্গত (২) উপধারায় একটি প্রকরণ সংযোগ করা গিয়াছে। ইহার বিধান এই যদি চিরস্থায়ী তালুক কি অবধারিত হারে ভোগকৃত প্রজাস্বত্ব রেজিষ্টরী করিতে হইবে বলিয়া পরে কোন আইন প্রণীত হয়, তবে যে সকল প্রজা স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিষ্টরী করা না হয়, তাহার প্রতি বিশ বৎসর ভোগ ঘটিত সুবিদিত অনুমানটি বর্ত্তিবে না। আমরা অবগত হইয়াছি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকসভায় পূর্ব্বোক্ত ভাবের রেজিষ্টরী করণ প্রথা প্রচলিত করণার্থে শীঘ্রই আইনের এক খানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় আছে। যদি ঐ পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থা গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত অনুমানের কথাটি অপরিবর্ত্তিত থাকাতে ভূম্যধিকারীদের যে কষ্ট হয় বলিয়া তাঁহারা আক্ষেপ করিয়া থাকেন আইন ও পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ ক্রমে অন্ততঃ অবধারিত হারে ভোগকৃত প্রজাস্বত্বসম্বন্ধে সেই কষ্টের উত্তমরূপ প্রতিকার হইবে। স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইবার পরেও ঐ অনুমান আর খাটিবে না (পরবর্ত্তী ৭৭ দফা দেখ)।

৫০। কোন তালুকের অন্তর্গত ভূমির সহিত ভূমি যোজিত হওয়াতে ঐ তালুকের খাজানায় টাকা যোগ করিবার সময়ে লভ্য, ঝুঁকি ও আদায়ের খরচা বলিয়া শতকরা ত্রিশ টাকা ধরিয়া দিতে হইবে মূলপাণ্ডুলিপির ৯৩ ধারার উল্লিখিত দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য এই বিধিটি তুলাভাবের ৬৬ (২) ধারা হইতে উঠাইয়া দিয়া আমরা কেবল এই মাত্র বিধান করিলাম যে তালুকদার আপনার তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্ববান আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

৫১। আমরা খাজানার কিস্তি বিষয়ক (৬৭) ধারা হইতে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৮ ধারা সংযুক্ত কিয়ৎপরিমাণে জটিল উপবিধিটি অনাবশ্যক বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছি।

৫২। আমরা ৬৮ ধারার একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি যে তাঁহারা পরীক্ষার্থে প্রজাকে পোষ্টাল মণিঅর্ডর ক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। আমাদিগের বিবেচনায় টাকা দিবার এই প্রণালীটি কোন কোন স্থলে সুবিধা জনক বোধ হইতে পারে।

৫৩। আমরা ৭০ ও ৭১ ধারায় প্রজাকে দেয় খাজানার কবজে ও হিসাবে যে সকল বিষয় লিখিতে হইবে তাহা দৃঢ় রূপে নির্দ্দেশ না করিয়া তফসীলে ঐ দলীলের পাঠ দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি সুবিধা বোধ হইলে তাহা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৪। আমরা ৭০ (৪) ধারায় মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত তুল্য ভাবের [১০০ (৪) ধারার] বিধানের দৃঢ়তা শিথিল করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে এই বিধান করা গেল, যে প্রত্যেক কবজে সারতঃ আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে তাহা যে তারিখে দেওয়া যায় সেই তারিখ পর্য্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া গণ্য না হইয়া "বিপরীত দর্শান না গেলে" এইরূপ অনুমান হইবে।

৫৫। খাজানা আমানত করা গেলে তাহা ফিরাইয়া লইবার প্রার্থনাপত্রে যাহাতে কোর্ট ফী না লাগে তাহার বিধান করিবার নিমিত্তে কেহ২ আমাদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় বোধ করি; কিন্তু শাসনকার্য্যসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষদিগের এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহাদিগের হস্তেই ইহার ভার রাখা হইল।

৫৬। যে জোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে, বাকী খাজানার নিমিত্ত সেই জোত হইতে উচ্ছেদ করিবার বিধান বিষয়ক (৭৮) ধারার একটি উপধারা সংযোগ করিয়া আমরা, বিশেষ কারণ থাকিলে আদালত খাজানা দিবার নির্দ্দিষ্টকাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন, আদালতের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৭। ভাওলী জোতের উৎপন্ন ফসল বিভাগ বা যাচাই করণার্থে কালেক্টর সাহেব কোন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম। স্বার্থবিশিষ্ট অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে এবং অন্য যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মতে ঐরূপ কার্য্য করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব তাহা করিতে পারিবেন। [৮১ (২) ধারা]

৫৮। যে কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করা যায় তাঁহার প্রদত্ত রিপোর্টের উপর কালেক্টর সাহেব সকল স্থলেই যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, তাঁহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিয়া এই বিধান করিলাম যে পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিলে তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে। [৮২ (৪) ও (৫) ধারা] মূল পাণ্ডুলিপিক্রমে পক্ষদিগকে প্রথম স্থলেই উপকার লাভার্থে দেওয়ানী আদালতে যাইতে হইত, এক্ষণে যে কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা আমাদিগের বিবেচনায় অধিকতর সরল ও সুবিধাজনক।

৫৯। মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার পরিবর্ত্তে আমরা পার্শ্বলিখিত ধারাটি সন্নিবেশ করিয়াছি

যেস্থলে উৎপন্ন যাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়, সেস্থলে ফসলের দখল সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব ও দায়ের বিষয়ে এই ধারায় সংক্ষেপে প্রকৃষ্টরূপ বিধান করা গিয়াছে।

৮০ ধারা। (১) উৎপন্ন ফসল যাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

শস্যের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

(২) উৎপন্ন ফসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে যাবৎ উহা বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় স্থলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষি কার্য্যের নিয়মিতকালে ফসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে ফসলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি প্রজা ফসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শস্য সংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শস্য সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে যত যাচাই হয়, ফসল তত হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার দণ্ড বিষয়ক বিধানটি এই স্থলে গৃহীত হইল না, কারণ ১৯ শ অধ্যায়ের (২২০ ধারা) মধ্যে দণ্ড বিষয়ক সাধারণ যে প্রকরণ সন্নিবেশ করা গিয়াছে তাহাতেই উক্ত বিষয়ের যথেষ্ট বিধান দৃষ্ট হইবে।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

৬০। আমরা একটি নূতন ধারা (৮৮) সন্নিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে, রায়ত অবধারিত খাজানায় কিম্বা অবধারিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিলে, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে বাধা দিতে পারিবেন না।

৬১। আমরা ৮৯ (৩) ধারায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ও তদীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে

(ক) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে ও

(খ) কোন বিশেষ কার্য্য উৎকর্ষসাধন কি না এতৎ সম্বন্ধে,

কোন বিবাদ উত্থিত হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি তাহা চূড়ান্তরূপ নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৬২। উৎকর্ষসাধন ঘটিত বিবাদের সহজে নিষ্পত্তি হইতে পারিবার নিমিত্ত আমরা মধ্যপ্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৮০ ধারা অবলম্বন করিয়া একটি ধারা (৯২) প্রণয়ন করিয়াছি। এই ধারার বিধান এই যে কোন ভূম্যধিকারী কি প্রজা যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে কোন রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং কোন বিষয় এরূপ লিপিবদ্ধ করা গেলে পক্ষদের মধ্যে পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য হয় তাহাতে ঐ লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে গ্রাহ্য হইতে পারিবে। ৩৭ দফার লিখিত মত ভূম্যধিকারী কৃত উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করিবার বিধান করিয়া ও আমরা একটি ধারা (৯১) প্রণয়ন করিলাম।

৬৩। মূল পাণ্ডুলিপির ১২৯ (৪) ধারার বিধান এই ছিল যদি ইহা দেখান না যায়, যে ভূম্যধিকারী রায়তকে উৎকর্ষসাধন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং আপনি তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তবে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারার পরিবর্ত্তে আমরা একটি উপধারা [৯৩ (৪) ধারা] নিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখ অর্থাৎ উক্ত পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। ঐ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্ব্বে কোন উৎকর্ষসাধন করা গেলে এই ধারা তাহার প্রতি ভূতকাল সম্পর্কে বর্ত্তিবার পক্ষে ইহাতে বাধ্য হইবে।

৬৪। উৎকর্ষসাধনের নিমিত্তে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যে টাকা দেয় হয় তাহা নিরূপণকালে আদালতকর্ত্তৃক যে২ বিষয় বিবেচিত হইবে, আমরা ৯৪ ধারায় কিয়ৎপরিমাণে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি। নূতন যে কথাগুলি সংযোগ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি গুরুতর অর্থাৎ উৎকর্ষসাধনের ফল যত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তদ্বিবেচনায় ঐ উৎকর্ষসাধনের অবস্থার প্রতি এবং "ভূমি কৃষি কার্য্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যত কাল অবর্দ্ধিত খাজানায় উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন" সেই কালের প্রতি আদালতের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৬৫। মধ্য প্রদেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৩৩ ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা প্রজা কর্ত্তৃক ইস্তফা করণ বিষয়ক (৯৫) ধারাটি নূতন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছি এবং কোন২ লোকের এই বিষয়ে একটি ভ্রান্ত সংস্কার আছে বলিয়া তাহার দূরীকরণার্থে একটি উপধারা (৫) যোগ করিয়া স্পষ্টরূপে বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত আপন যোত ইস্তফা করিলে, ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া উহা কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

৬৬। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যে রায়ত আপন যোত পরিত্যাগ করিয়াছে কিন্তু ঐ যোত যে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে ইহা নির্ব্বিঘ্ন রূপে ধরিয়া লইতে পারা যায় কি না এবং উহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দেওয়া যায় কি না ভূম্যধিকারী ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারেন না, এতদ্রূপস্থলে যে অসুবিধা অনুভূত হয় আমরা পার্শ্বলিখিত ধারা প্রণয়ন করিয়া তাহা নিরাকৃত করিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

> ৯৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোটিস না দিয়া ও খাজানা যেমন দেনা হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ত্যাগ করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন যোত আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে কৃষি বৎসরে ঐরূপ ত্যাগ করিয়া যায়, ও চাস করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর অতীত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।
>
> পরিত্যাগের কথা।
>
> (২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিত্যক্ত জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।
>
> (৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত হইলে, ছয়মাস অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহাদের ক্ষতি পূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্ত্ত ন্যায্য বোধ করেন, সেই শর্ত্তে দখল ফিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৬৭। কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না এই নিয়মঘটিত ৯৭ ধারায় আমরা নিম্নলিখিত স্থল বর্জ্জিত স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, সিকস্তী কি পৈয়স্তীহেতুক বৎসর২ পরিবর্ত্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে চাষের ভূমির পরিমাণ বৎসর২ পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া অন্যপ্রকারে খরিদার হন এবং খরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।"

৬৮ মাপের কৃষ্টি বিষয়ক ১০১ ধারায় আমরা একটি উপধারা সন্নিবেশ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি স্থানীয় তদন্ত লইবার পর কোন স্থানে যে যে মানদণ্ড ব্যবহৃত হয় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি এবং ঐরূপে যে নির্দ্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান করিবে এই বিধান করিয়াছি। আমাদিগের বিবেচনায় ইহাতে মূল পাণ্ডুলিপির ১৩০ ধারার আর প্রয়োজন থাকিতেছে না, অতএব ঐ ধারাটি আমরা উঠাইয়া দিলাম। ভূমি মাপ করণ বিষয়ক অন্যান্য বিধান স্বত্বের লিপিসম্বন্ধীয় ১০ম অধ্যায়ের মধ্যে দৃষ্ট হইবে।

৬৯। কোন মহাল কিম্বা তালুকের সহাধিকারিগণের পক্ষে কার্য্য করণার্থে কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগ বিষয়ক এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পরিচ্ছেদে আমরা একটি ধারা (১০৯) সংযোগ করিয়া হাই কোর্টের প্রতি কার্য্যাধ্যক্ষদের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৭০। স্বত্বনিরঞ্জন বিষয়ক ধারাটি আমরা ত্যাগ করিয়াছি। ঐ ধারাটি থাকিলে দখলীস্বত্ব ভূম্যধিকারীর হস্তে রক্ষিত হওয়াতে জমীর প্রজাদিগকে কোর্ফা রায়তের অবস্থায় পতিত হইতে হয়, সুতরাং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি প্রণেতৃগণের সাধারণ লক্ষ্য স্থল ও বিবেচনায় ঐ ধারাটি আমাদিগের মতে বিশেষ অনুপযোগী। আবার ঐ ধারাটি রক্ষিত হইলে উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও যে কোন ব্যক্তির ঐ ক্রমে ধারা সম্পত্তিসংক্রান্ত আইনের জটিলতা ঘটাইবার প্রচুর ও যথেচ্ছ ক্ষমতা থাকে। ঐ জটিলতায় প্রতারণার সহায়তা হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সাধারণ উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলেও ঐ ধারাটির প্রতি গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।

আমাদিগের বিবেচনায় এই পাণ্ডুলিপির উপস্থিত প্রয়োজন দখলীস্বত্বসম্বন্ধীয় অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত (২৮) ধারার বিধানক্রমেই যথেষ্টরূপে সাধিত হইবে। এই ধারার কথা পূর্ব্বেই (১৫ দফায়) আমরা বলিয়াছি। মাননীয় জষ্টিস শ্রীযুক্ত ফিল্ড সাহেব এই বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদিগের এই সংস্কার হইয়াছে যে স্বত্বনিরঞ্জনঘটিত প্রস্তাবটি কিয়ৎপরিমাণে উপস্থিত আইনের ন্যায্য অধিকারের বহির্ভূত।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

৭১। উপরি উক্ত দুইটী বিষয় লইয়া মূল পাণ্ডুলিপিতে যে দুইটী অধ্যায় ছিল তাহা এক অধ্যায়ের মধ্যে সংগ্রহ করা এবং সহজতর বিষয়টীর অর্থাৎ স্বত্বের লিপি বিষয়ক কথা প্রথমে বলা আমরা সুবিধা বোধ করিলাম।

৭২। স্বত্বের লিপি না থাকায় জন সাধারণে কখন২, বিশেষতঃ কোন মহাল কি তালুক নীলামক্রমে বলপূর্ব্বক বিক্রয় করা গেলে যে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করেন তিনি যে অসুবিধা অনুভব করেন, আমাদিগের হয়তো ১১২ সংখ্যক নূতন ধারাক্রমে তাহা দূরীকৃত হইবে। এই ধারাক্রমে বিশেষ কএকটী নিয়মাধীনে ভূস্বামী কি তালুকদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

৭৩। ইহা দৃষ্ট হইবে যে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে গুরুতর একটী পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপির ১২শ অধ্যায়মত সকল স্থলেই, অর্থাৎ, লিপি মধ্যে যে কথা ধরিতে হইবে তাহা লইয়া বিবাদ থাকুক বা না থাকুক, সরাসরী কার্য্যবিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সকলস্থলেই একই ফল হইত অর্থাৎ লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গেলেই তাহা দৃষ্টিমাত্রই শুদ্ধ বলিয়া অনুমান করা যাইত, কিন্তু দেওয়ানী আদালতে তাহার গুরুতর প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। পক্ষান্তরে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে স্বত্বের লিপি প্রথমেই প্রকাশিত হইবার বিধান করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিবার অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গিয়া থাকিলে কি ধরিবার প্রস্তাব করা গেলে যদি তাহার প্রতিবাদ করা হয়, তবে রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারীকে দেওয়ানী আদালতের নিয়মিত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে ঐ বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত লইতে হইবে এবং তাঁহার কৃত নিষ্পত্তি ডিক্রীর ন্যায় প্রবল হইবে। বিশেষ যে জজ তদ্রূপ সকল আপীল শুনিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হন ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রথমতঃ তাঁহারই নিকট আপীল হইতে পারিবে ও পরে দ্বিতীয় আপীল সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাধীনে হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে। সুতরাং লিপির বর্ণিত কোন কথা লইয়া বিবাদ হইলে, সকল স্থলেই বিবাদের বিষয়টি যে সকল কথার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তাহার ন্যায় গণ্য হইবে। লিপি প্রথমে প্রকাশ করণের পর আপত্তি উত্থাপিত করণের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে স্থলে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যায়, লিপির বর্ণিত কথা সেই স্থলে অবিসংবাদিত বলিয়া চিহ্নিত করা যাইবে এবং মূল পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবিত মতে যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায় তাবৎ শুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে। উক্ত সকল কার্য্য বহু বিস্তারে সংঘটিত হইবে বিবেচনায় এবং স্বত্বের লিপি যেরূপেই প্রকাশিত হউক না কেন স্বার্থযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে তাঁহার সম্বন্ধে ঐ লিপির মধ্যে

যে কথা ধরা যায় তাহার যথার্থ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা লিপির অন্তর্গত অবিসংবাদিত কথাগুলি যত দূর প্রামাণিক হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তদপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হইলাম না।

৭৩। যে কার্য্যকে "খাজানার বন্দোবস্ত" বলা হইয়াছে তাহাতে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করণ এবং দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা ও তালুকদারেরা অবধারিত খাজানায় না হইয়া অন্যপ্রকারের ভূমি ভোগ করিলে ভূম্যধিকারীরা অথবা উক্তরূপ সকল খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার প্রার্থনা করেন সেই সকল খাজানার বন্দোবস্ত বুঝাইবে।

কোন যোতের খাজানার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে কি না এবং করা যাইতে পারিলে কত টাকায় তাহা নিরূপণ করিতে হইবে এগুলি বড় জটিল ভাবের প্রশ্ন এবং দুইটি বিভিন্ন পর্য্যায়ের যুক্তির উপর স্থাপিত। প্রথমতঃ প্রজা সম্বন্ধের অস্তিত্ব, ভূমির পরিমাণ প্রজার স্বত্ব ও যে নিয়মে তিনি ভূমি ভোগ করেন এইরূপ অনেক বিষয়ঘটিত প্রস্তাবের উপর পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন গুলির নিষ্পত্তি নির্ভর করে। ঐ প্রশ্নের মধ্যে আইনঘটিত এমন নানা কথা থাকিবার সম্ভাবনা যাহা সন্তোষজনক ভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইলে পরিশেষে উচ্চতম বিচারালয়ে আপীল হইবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ঐ প্রশ্নগুলির অর্থনীতি-ঘটিত অনেক বিষয়ের সহিত অর্থাৎ ভিন্ন সময়ে প্রচলিত দর, ও এবং উৎকর্ষসাধনের ফল প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে প্রথম স্থলেই হউক আর আপীল ক্রমেই হউক স্থানীয় তদন্ত না হইলে এবং বিচার্য্য বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন এই সকল বিষয় লইয়া যথাযথ কার্য্য করা যাইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত দুইটি বিষয় স্বতন্ত্র করিয়া যাহাতে প্রত্যেকটি বিশেষ ব্যক্তি কর্ত্তৃক চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইবার প্রশস্ত বিধান করা যাইতে পারে ইহাই আমাদিগের বিবেচনা স্থল হইয়াছিল। এই প্রশ্নের যে মীমাংসা মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহা ঐ পাণ্ডুলিপির ১৬০ ধারায় দৃষ্ট হইবে। স্বত্বের লিপি সংক্রান্ত কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে যে পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে এবং অনেক বিশেষতঃ বিচারপটু ও স্থানীয় কৃষিকার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ যত কর্ম্মচারী বিশেষ জজস্বরূপ নিযুক্ত হইবেন পাণ্ডুলিপির উল্লিখিত এই বিধানক্রমে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের অধিকতর সন্তোষজনক উত্তর পাইবার পক্ষে সাহায্যতা হইবে বোধ হয়। আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব করি যে, যে খাজানার বন্দোবস্ত করা যায় কি বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা যায় তৎসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী স্বত্বের লিপি অন্তর্গত কোন কথা-ঘটিত বিবাদের ন্যায় উক্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, ও পরে ঐ সমগ্র বিষয়ের আপীল বিশেষ জজের নিকট হইতে পারিবে এবং স্বত্বের লিপির অন্তর্গত যে কথা বিবেচনায় খাজানার বন্দোবস্ত করা গিয়াছে হাই কোর্ট দ্বিতীয় আপীলে সেই কথা উপলক্ষে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা না করিলে ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে। এই স্থলে হাই কোর্ট নূতন করিয়া খাজানা নিরূপণ করিয়া দিতে পারিবেন কিন্তু জমাবন্দীর লিখিত অনানা খাজানাদৃষ্টে তাহা করিতে হইবে। অর্থাৎ খাজানা অত্যধিক কি অত্যল্প করিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে কেবল এই হেতুতেই হাই কোর্টে দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিবে না কিন্তু আইনঘটিত বিষয়ে বুঝিবার ভুল হইয়াছে, বলিয়া যথা বিশেষ জজ কোন যোতের মধ্যে প্রকৃতই যত জমী আছে তদপেক্ষা অধিক কি অল্প জমী আছে ধরিয়াছেন এই প্রকার হেতুতে দ্বিতীয় আপীল করা যায় বলিয়া দ্বিতীয় আপীল করা গেলে ও আপীলকারী কৃতকার্য্য হইলে, হাই কোর্ট খাজানার হার পরিবর্ত্তন না করিয়া স্থলবিশেষে খাজানা কমাইয়া কি বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৫। আমরা ১২০ ধারার বিধান করিয়াছি যে পূর্ব্ব কএক ধারাক্রমে কোন যোতের খাজানার টাকা ধার্য্য করাইবার নিমিত্ত কোন ভূম্যধিকারীর প্রার্থনা করিবার স্বত্ব থাকিলে, যোতের যে খাজানা তাঁহার প্রার্থনামতে ধার্য্য হয় কিম্বা নির্ণীত হয়, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন কিম্বা যোতের পরিমাণ বৃদ্ধিহেতুক না হইলে, পনের বৎসর কালমধ্যে তাহা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৭৬। খরচ দিতে হইবার বিধান বিষয়ক ১২১ ধারাটি এক্ষণে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করণ ও খাজানার বন্দোবস্তকরণ এই উভয় বিষয়ের প্রতিই বর্ত্তান গেল।

৭৭। এই অধ্যায়ের আর একটি বিধানের অর্থাৎ ১২২ সংখ্যক নূতন ধারাটির বিধানের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। বিধানটি এই কোন প্রজার স্বত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে অবধারিত খাজানায় বিশ বৎসর ভূমি ভোগ করিলে যে অনুমান করা গিয়া থাকে বলিয়া সকলেই অবগত আছেন তাহা আর খাটিবে না।

১১শ অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

৭৮। এই অধ্যায়ের লিখিত বিষয় বিবেচনা করিবার সময়ে আমরা বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিয়াছি। যে সকল তদন্ত লওয়া হইয়াছে তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে খাজানার হারের মধ্যে বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে বলিয়া অনেক স্থলেই কোন বৃহৎ দেশখণ্ডে খাটিতে পারে হারের এমন সাধারণ তালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক খাজানার সাধারণ

বন্দোবস্ত করণের প্রস্তাব অপেক্ষা তৎকর্তৃক বিশেষ২ স্থানের নিমিত্ত হারের উক্তরূপ তালিকা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এইরূপ বিবেচনা করেন প্রথমোক্ত স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী স্বয়ং যে ভূমি লইয়া বিবাদ তথায় যাইয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে তিনি কেবল যে সকল সাধারণ বৃত্তান্ত অনুসরণ করিয়া আদালতের কার্য্য করিতে হইবে সেই গুলিই নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন আদালতের সম্মুখে যে বিবাদের স্থল উপস্থিত করা যায় আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারীদের নিরূপিত সাধারণ বৃত্তান্ত গুলি সেই স্থলে খাটাইবেন। অতএব দুই একটি সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা এই কার্য্যপদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছি কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে ইহার যেরূপ গুরুত্ব ছিল এক্ষণে তাহা আর থাকিবে না।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজজমীর কথা লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

৭৯। খামার বা জেরাতভূমি সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্নটির মীমাংসা করিতে গিয়া আমরা দুইটি বিভিন্ন কার্য্য পদ্ধতির বিধান করিয়াছি।—অর্থাৎ—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারি কর্তৃক তদ্রূপ ভূমির জরীপ ও রেজিষ্টরী করণ;

(খ) স্বার্থযুক্ত ভূম্যধিকারি অথবা প্রজার প্রার্থনামতে তদন্ত লওন।

বহুবিস্তৃত দেশ মধ্যে এই বিষয় টির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া তথায় প্রথমোক্ত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে। শেষোক্ত পদ্ধতি কেবল বিশেষ কোন ভূমি খণ্ড লইয়া বিবাদ থাকিলে এবিবাদস্থলে খাটিবে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুরোধক্রমে দুই কার্য্যপদ্ধতিই সমভাবে দেশের যে কোন অংশে খাটাইতে পারা যাইবে এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। এই শ্রেণীর ভূমির বর্ণনায় আমরা বঙ্গদেশ ও বেহারদেশের মধ্যে কোন প্রভেদ করি নাই। কিন্তু আমরা আদেশ করিয়াছি যে প্রত্যেক স্থলেই দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কোন২ শ্রেণী ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারি ভূম্যধিকারীর নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা বিধান করিলেও যে ২ স্থল স্পষ্টতঃই পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত নহে সেই২ স্থলে কার্য্য করণার্থে কএকটি বিধি প্রণয়ন করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যে ধারায় এই সকল বিধি আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি।

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জামদ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুরদ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী গ্রাম্যাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজজমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২৮ তারিখের পূর্ব্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

৮০। এই অধ্যায়গত যে ২ পরিবর্ত্তনের প্রতি আমাদিগের মতে মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক তাহা এই ২।—

(ক) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত মোকদ্দমা করিতে হইলে যে কোর্ট ফী দিতে হয় ক্রোকের দরখাস্তে ও তাহাই দিতে হইবে, মূল পাণ্ডুলিপির ১৬৭ (২) সংখ্যক এই ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) উৎপন্নশস্য গোলাজাত করা গেলে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

(গ) যাবৎ ক্রোক করণের আদেশ প্রচার কি জারী করা না যায় উৎপন্ন শস্য স্থানান্তর করা যাইবে না, কোন২ স্থলে আদালতের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। [১৪১ (৩) ও (৪) ধারা]

(ঘ) যে ফসল গোলাজাত করা যাইতে পারে, তাহা ক্ষেত্রে থাকিতে বিক্রয় করা যাইবে না, ১৪৭ ধারায় ইহার স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে।

(ঙ) কোন ব্যক্তির সপক্ষে মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৫ ধারামতে অপরাধ করা গেলে, বিশেষ ২ স্থলে ঐ ব্যক্তির অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে, এই বিষয়ের বিধান সংক্রান্ত ঐ পাণ্ডুলিপির ১৮৬ ধারাটি ত্যাগ করা গিয়াছে।

(চ) পক্ষান্তরে, উক্ত অপরাধের সহায়তাকারিদের দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ১৯ শ অধ্যায়ের প্রথম ধারায় স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে, এবং ১৫৮ ধারায় ইহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে এই অধ্যায়ের বলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে এবং ঐ স্থলে এই অধ্যায়ের বিধান ন্যায্যরূপে না বর্ত্তিলে তিনি যে ব্যক্তিরা তাঁহার বিরুদ্ধে আদালতকে চালিত করিয়াছিল তাহাদিগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়া উক্ত অনিষ্টের প্রতিকার করিতে পারিবেন।

(ছ) মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৭ ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই অধ্যায়ের কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিতেন, এই ধারাটি ত্যাগ করা গিয়াছে।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

৮১। মূল পাণ্ডুলিপির ১৯১ অবধি ১৯৭ পর্য্যন্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কার্য্যপদ্ধতির অধিকার হইতে আমরা দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ও ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা মুক্ত করিয়াছি।

৮২। রাজধানী নগরের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই ১৫৯ সংখ্যক একটি ধারা সন্নিবেশ করিয়াছি। এই ধারাক্রমে হাই কোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লইয়া ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে মোকদ্দমায় দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কোন অংশ বর্ত্তিবে নাকি বিশেষ কোন নিয়মাধীনে বর্ত্তিবে ইহা প্রকাশ করণার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, হাই কোর্টের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে। নূতন আইন অনুসারে আদালত সমূহে কিরূপ কার্য্য চলে এই বিষয়ে ভূয়ো দর্শন লাভ হইলে, হাই কোর্টের প্রতি প্রদত্ত উক্ত ক্ষমতানুসারে এরূপ ভাবে কার্য্য করা যাইতে পারিবে, যাহাতে কার্য্যপদ্ধতির অধিকতর সরলতা সাধিত হইবে, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস।

৮৩। আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্য্যপদ্ধতি স্বল্পতর ও সরলতর করিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তা, শীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া, আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমন জারীকরণকার্য্য ও ঐ কার্য্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদির বিরুদ্ধে আইনঘটিত কোন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

৮৪। পরন্তু খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার ভূম্যধিকারীর স্বত্বঘটিত কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে, তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারায় একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন করিয়াছি। ঐ ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে ঐ খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে ঐ খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বঘটিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানা মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক ভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এইবিধান করিয়াছি যে ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিস ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; ঐ তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আজ্ঞা না পাইলে বাদির প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

৮৫। আমরা আরও ১৬৫ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যদি কোন খাজানার মোকদ্দমায় প্রতিবাদী স্বীকার করে যে তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে কিন্তু যত টাকা পাওনা তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে, তবে আদালত সাধারণতঃ যত টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হয় তত টাকা আদালতে দিতে আদেশ করিবেন।

৮৬। আমরা ১৭৩ ধারায় বিধান করিয়াছি যে বাদী কোন অনধিকার প্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদির দখলে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণেয় উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়।

৮৭। মূল পাণ্ডুলিপির ২০৭ ধারার বিধানক্রমে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজা ইহাদের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তি প্রজাস্বত্বের ভাব ও অনুষঙ্গ নিরূপণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিতেন। ইহার পরিবর্ত্তে আমরা ১৭৪ ধারায়, পক্ষদিগের মধ্যে যে কেহ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন, এই

অধিকতর সরল ও সুসঙ্গত কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছি এবং যে আদালতের নিকট ঐ প্রার্থনা করা যায় সেই আদালতের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি যে উচিত বোধ করিলে ঐ আদালতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর প্রতি কোন বিষয়ের স্থানীয় তদন্ত লইবার নিমিত্তে আদেশ করিতে পারিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্তে সরসরী নীলামের বিধি।

৮৮। আমরা ভূম্যধিকারিদের যেরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়াছি তদনুসারে পত্তনী তালুকের নীলাম সংক্রান্ত আইনের বিধানগুলির কোন বস্তুগত পরিবর্ত্তন করি নাই, কেবল আকার লইয়া ও ক্ষুদ্র বিষয়ে কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছি। সংশোধিত বিধানগুলি এক্ষণে তফসীল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত করা গেল। ঐ বিধান গুলি লইয়াই এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ হইয়াছে।

৮৯। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি মাত্র ধারা আছে। ঐ ধারার বিধান এই যে, পত্তনী তালুক ভিন্ন কোন তালুক সরকারী রেজিষ্টরে রেজিষ্টরী করিবার বিধান আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনক্রমে যেরূপ পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করেন সেইরূপ পরিবর্ত্তন সহকারে এই অধ্যায়ের সকল বিধান উক্ত সকল তালুক সম্বন্ধে খাটিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

৯০। ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কতদূর পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ করা উচিত কএকটি বিষয় সম্পর্কে এই গুরুতর প্রশ্নটির মীমাংসা পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত ঐ২ বিষয় সম্বন্ধীয় ধারায় দৃষ্ট হইবে (খাজানা ধার্য্য করণার্থ চুক্তির বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী ২৯, ৩০, ও ৪৮ দফা দেখ)। কিন্তু চুক্তিক্রমে আইনের বিধান হইতে মুক্তিলাভ করিবার ক্ষমতা সংকোচ কারণার্থে যে২ নিয়ম করা আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির মতে আবশ্যক, আমরা তাহার অনেক গুলিই এই অধ্যায়ের প্রথমে একটি ধারায় সংগ্রহ করা সুবিধাজনক বোধ করিলাম।

যে২ বিষয় চুক্তির সীমার বহির্ভূত করা গেল তাহা নিম্নে দৃষ্ট হইবে।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্বলাভ (২৪, ২৫, ও ২৬ ধারা।

(খ) ৩১ ধারার নির্দ্দিষ্ট দখলীস্বত্বের অনুবন্ধ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে ফসলী খাজানা পরিবর্ত্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব,

(ঙ) নির্দ্দিষ্ট হেতু ব্যতিরেকে দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্ফা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে এই পাণ্ডুলিপিমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬১ ধারা)।

(চ) ক্ষেতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯ ৯০, ও ৯৩ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

৯১। স্থায়ী মোকররী পাট্টা দিবার প্রথা সম্বন্ধে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে আমরা এই অধ্যায়ে ২১১ সংখ্যক একটি নূতন ধারা সন্নিবেশ করিয়া এই বিধান করিয়াছি যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে সেই মহালে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মানুসারে কায়েমী মকররী পাট্টা দিতে ভূম্যধিকারীর বাধা হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৯২। আমাদিগের বাদানুবাদের মধ্যে সর্ব্বস্থলেই স্বীকার করা গিয়াছে যে ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত যে পাট্টা দেওয়া যায় সেই পাট্টাক্রমে ভোগকৃত ভূমি, চর ও দেয়াড়া ভূমি ও উঠবন্দী ও হাল হাসিলী প্রথা মতে গৃহীত জমি সম্বন্ধে বিশেষ বিধান আবশ্যক। উক্ত সকল প্রকারের ভূমি সম্বন্ধে যেরূপ বিশেষ বিধান করা আমাদিগের নিকট আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল তাহা এই অধ্যায়ের পশ্চাল্লিখিত তিনটী ধারায় দৃষ্ট হবে।

৯৩। ২১২ ধারার বিধান এই যে, এই আইনের কোন কথাক্রমে পতিত ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণার্থ কোন চুক্তির ব্যাঘাত হইবে না।

৯৪। ২১৩ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে, যে রায়ত চর বা দেয়াড়া ভূমি ভোগ করে সে তাহা ক্রমাগত বারবৎসর ভোগ না করিলে ঐ ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিবে না এবং যাবৎ ঐ দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহারও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয় সে সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে। কিন্তু আদালত অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গণ্য হইবে না। তাহা হইলে এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

৯৫। পরিশেষে ২১৪ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে "উঠবন্দী" প্রণালী ও "হাল হাসিলী" প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালীমতে কোন ভূমি ভোগ করা গেলে, দেশাচারানুগত বা প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে ঐ ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

৯৬। ঐ দফায় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে স্থলে কোন রায়ত প্রাবস্থাক্রমে আপন যোতের অংশ না হইয়া বাস্তুভূমি ভোগ করে সেই স্থলের বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায়টি আমরা ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডুলিপির মধ্যে তদ্রূপ প্রজাস্বত্বের উল্লেখ না থাকিলে লোকের বুঝিবার ভুল হইতে পারে বলিয়া আমরা ২১৬ সংখ্যক একটি ধারা সন্নিবেশ করিয়া এইরূপ স্পষ্ট বিধান করা ভাল বোধ করিলাম যে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রজাস্বত্বের অনুযায় দেশাচার দ্বারা নিয়মিত হইবে।

১৮শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা তামাদি বিষয়ক বিধি।

৯৭। দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত যে জমী তাহার আপন যোতের অন্তর্গত সেই জমীর পুনর্ব্বার দখল পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা করিলে ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে মিয়াদের কাল যুক্তিসঙ্গতমত অল্প করিয়া ধার্য্য করা উচিত, আমরা এইরূপ বিবেচনা করি। মধ্য প্রদেশের প্রজা স্বত্ববিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ৮১ ধারার প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা যে তারিখে তদ্রূপ প্রজাকে উচ্ছেদ করা যায় তদবধি দুই বৎসর কাল মিয়াদের কাল ধার্য্য করিয়াছি। যে মোকদ্দমা পূর্ব্বেই তামাদি হইয়া গিয়াছে, যাহাতে তাহার হেতু পুনরুত্থাপিত না হয় এই জন্য একটী উপবিধি সংযোগ করিয়াছি।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

৯৮। আমরা ভূম্যধিকারীর প্রতি আপন কর্ম্মকারক দ্বারা কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান বিষয়ক ২২১ ধারার বিধান কিয়ৎ পরিমাণে প্রসারিত করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপির নির্দ্দিষ্ট "ভূম্যধিকারী" শব্দের লক্ষণ সত্ত্বেও কোন ২ ব্যক্তির এই বিষয়ে ভ্রান্তি থাকাতে তাহা অপনোদন করণার্থে আমরা ২২২ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া স্পষ্ট বিধান করিয়াছি যে দুই বা তদধিক ব্যক্তি একযোগে ভূম্যধিকারী হইলে, তাঁহারা উভয়ে বা সকলে একত্র হইয়া কার্য্য করিবেন কিম্বা তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তাহার দ্বারা কার্য্য করাইবেন।

৯৯। আমাদিগের বাদানুবাদ কালে এমন অনেক কথা উঠিয়াছিল যাহার সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতীত হইল যে আমাদিগের নিকট অর্পিত কাগজপত্রাদিতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তদপেক্ষা অধিকতর সংবাদ না থাকিলে আমরা ঐ কথাগুলির যথোপযুক্ত মীমাংসা করিতে সমর্থ হইব না। ইহার মধ্যে কতক গুলি কথা সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও হাই কোর্টের পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিব।

প্রধান কথাগুলি এই২ ;—

(১) ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে জল সেচনের নিমিত্ত নালা কাটাইবার, জল বিতরণ করিবার ও ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করণার্থে রাজস্ব কর্ম্মচারীর প্রতি ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কি না, ও বাঞ্ছনীয় হইলে কিরূপ বিধান করিতে হইবে।

(২) খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার যাহাতে শীঘ্র হয় এই অভিপ্রায়ে বিধি প্রণয়ন করিয়া কি প্রকারান্তরে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কোন পরিবর্ত্তন করা বাঞ্ছনীয় কি না, বিশেষতঃ যে স্থলে অধিকসংখ্যক রায়ত কেহ কাহার অধীন না হইয়া ভূমিভোগ করে সেই স্থলে ভূম্যধিকারীর প্রতি একই আবেদনপত্রক্রমে তাহাদের বিরুদ্ধে বাকী খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কি না।

(৩) একতর্ফা ডিক্রী দেওয়া গেলে, পুনর্ব্বার বিচার হইবার দাওয়া করিবার যে স্বত্ব আছে, তাহার সংকোচ করণার্থে অনিষ্ট উৎপাদন না করিয়া কোন বিধান করা যাইতে পারে কি না। প্রতিবাদীর নিকট সমন পঁহুছে নাই কিম্বা কোন বিশিষ্ট হেতুবশতঃ প্রতিবাদী উপস্থিত হইতে পারে নাই কোন বিচারপতি স্ববোধমতে ইহা বুঝিতে না পারিলে তিনি পুনর্ব্বার বিচার হইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন আমরা ইহা অবগত আছি; কিন্তু আমাদিগের নিকট ইহা কথিত হইয়াছে যে উপযুক্তমতে সমনজারী অস্বীকার করাই এক্ষণে পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আদালতও প্রতিবাদীকৃত পূর্ব্বোক্ত আপত্তি সহজেই গ্রাহ্য করেন। বিলম্ব সংঘটন ও আপন প্রাপ্য আদায় করিতে গিয়া ভূম্যধিকারীকে অনর্থক ব্যয়গ্রস্ত করাই যে কাহারো উদ্দেশ্য, ইহাতে সেই কার্য্যেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

প্রতিবাদী ডিক্রীর টাকা আমানত না করিলে একতর্ফা মোকদ্দমার পুনর্ব্বার বিচার হইবে না আমাদিগের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু আমাদিগের যে সংবাদ জানা ছিল তদ্দৃষ্টে ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম যে হাই কোর্টের মাননীয় জজ সাহেবদের বিবেচনার্থ প্রস্তাবটি অর্পিত হউক।

(৪) আমাদিগের নিকট প্রায় ঐরূপ ভাবের আর একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে, প্রস্তাবটি এই— বাকীখাজানার মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে, তিনি ডিক্রীর টাকা আমানত না করিলে ঐ ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করিতে পাইবেন না। এই প্রস্তাব সম্বন্ধেও জজ সাহেবদের মত জানিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

(৫) যে সকল স্বাধীন তালুকের রাজস্ব গবর্ণমেন্টের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে বন্দোবস্ত হইলেও ঐ তালুকের অধিকারীগণ জমীদারের দ্বারা ঐ রাজস্ব দেন, সেই সকল তালুক সম্বন্ধে সরাসরী নীলাম সংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী খাটিতে পারে কি না এই বিষয়ে আমরা স্থানীয় গবর্ণমেন্টেরমত জানিতে বাঞ্ছা করি। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এ সকল তালুকের কথা সরকারী রেজিষ্টরে গবর্ণমেণ্টের নাই। পত্তনী সম্বন্ধীয় সংশোধিত কার্য্যপ্রণালী উক্ত সকল তালুকের প্রতি বর্ত্তান হউক এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল।

(৬) খাজানা মুক্ত তালুকের অধিকারীদের নিকট পথকর ও পবলিক ওর্কসকরের টাকা বাকী পড়িলে ঐ টাকা আদায় করণসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যপ্রণালী বর্ত্তাইবার নিমিত্ত ঐরূপ ভাবের একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বিষয়টিও আমরা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের পরামর্শের নিমিত্ত অর্পণ করিব স্থির করিয়াছি।

(৭) যেং নিয়মাধীনে বাস্তুভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধে অধিকতর সংবাদ লইবার আবশ্যকতার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (পূর্ব্ববর্ত্তী ৪ দফা দেখ)

(৮) আমরা উঠবন্দী ও হালহাসিলী জমা সম্বন্ধে দেশাচারানুগত নিয়মাদি রক্ষণ করিয়া তাহা বিশেষ মতে বর্ত্তাইয়াছি। অন্য নামে খ্যাত তদ্রূপ জমা সম্বন্ধেও উক্ত সকল নিয়মাদি রক্ষণ করা উচিত কি না এবং চট্টগ্রাম খণ্ডে যে বিশেষ নিয়মে ভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধেও বিশেষমতে কোন দেশাচারাদি রক্ষণ করা আবশ্যক কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।

(৯) আর ওজাস্তা ও গোরা যোতের হস্তান্তরযোগ্য দখলীস্বত্বের ন্যায় অন্য কোন স্বত্ব অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় ধারার বিধান হইতে মুক্ত করণার্থে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।

(১০) পরিশেষে গত বার বৎসর কালের মধ্যে যে সকল মূল্যের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সেই গুলির শুদ্ধতা সম্পর্কে উৎকর্ষসাধন করা যাইতে পারে কি না এবং প্র মত ঐ সকল মূল্যের উপর নির্ভর করিয়া খাজানা বৃদ্ধির নিয়ম করিলে কি ফল সম্ভাবনা এই বিষয়ে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের পরামর্শ জানিতে ইচ্ছা করি।

১০০। মূল পাণ্ডুলিপির প্রকাশ করণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার আজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপে পালিত হইয়াছে।—

ইংরেজী ভাষায়।

গেজেট।	তারিখ।
ইণ্ডিয়া গেজেট	১৮৮৩ সালের ৩, ১০, ও ১৭ মার্চ।
কলিকাতা গেজেট	১৮৮৩ সালের ৭, ১৪, ও ২১ মার্চ।

দেশীয় ভাষায়।

প্রদেশ।	ভাষা।	তারিখ।
বঙ্গদেশ	বাঙ্গালা	১৮৮৩ সাল ২৩ আপ্রিল।
	হিন্দী	১৮৮৩ সাল ৪ মে।
	উড়িয়া	১৮৮৩ সাল ১৭ মে।

১০১। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক্ষণকার সংশোধিত আকারে পাণ্ডুলিপির পুনর্ব্বার প্রকাশ করা উচিত ইহাই আমাদিগের মত।

এস, সি, বেলী।	টি, ডবলিউ, গিবস।*
রিবর্স টমসন।	আমীর আলী।
সি, পি, ইলবার্ট	ডবলিউ, ডবলিউ, হন্টর।
জি, এচ, পি, ইবান্স।	এচ, রেনলড্স। *
জে ডবলিউ, কুইন্টন।	

কমিটীর মন্ত্রণার ফল এই রিপোর্টে যথাযথরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি ইহাতে স্বাক্ষর করিলাম, কিন্তু পাণ্ডুলিপির মূল নিয়মের ও তদন্তর্গত অনেক কথার প্রতি আমার আপত্তি আছে, সুতরাং ভিন্নমতসূচক একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য লিখিলাম।

কৃষ্ণদাস পাল।

পাণ্ডুলিপির মূল নিয়ম সমূহের প্রতি আমার সম্পূর্ণ আপত্তি আছে। মান্যবর রায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন সেই নিয়মাধীনে ও f.f অনুসারে এই রিপোর্টে আমি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য ইহাই আমার বিশ্বাস বলিয়া এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিলাম।

দারভঙ্গা।

১৮৮৪ সাল ১৪ই মার্চ্চ।

* কোনং বিষয়ে আপত্তি থাকিল।

তফসীল।

রাজস্ব ও কৃষি সংক্রান্ত কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১ লা মে তারিখের ৪৮৪—১১৬ R. নং আফিসের স্মারকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই জুলাই তারিখের ১৮২৭—৬৮৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৮ই জুলাই তারিখের ১৮৭৬—৬৬৯ L. R. নং পত্র ও তৎসহিত-পত্র [৩ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে জুলাই তারিখের ১৯২৮—৬৯০ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই আগষ্ট তারিখের ২১৭৯—৭৮৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৫ নং কাগজ পত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখের ৫৮৬ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৬ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের ৬৮০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৭ নং কাগজপত্র]।

মান্যবর শ্রীযুক্ত টি, এম, গিবন সাহেবের মন্তব্যাবলি [৮ নং কাগজপত্র]।

পূর্ব্ব বাঙ্গালার ভূম্যধিকারীদের ১৮৮৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের আবেদন ও তৎসহিত মন্তব্যাবলি [৯ নং কাগজপত্র]।

দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ বাহাদুরের ১৮৮৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২১ নং পত্র [১০ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৮২২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১১ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের ৯১২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১২ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১লা অক্টোবর তারিখের ১০২১ T. R নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৩ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখের ১০৮০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৪ নংকাগজ পত্র]।

রাজস্ব ও কৃষি সংক্রান্ত কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ৯৩৪ R. নং আফিসের স্মারকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১৫ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১১৫৭ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৬ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখের ১১৯০ T R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৭ নং কাগজপত্র]।

কলিকাতার শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখের পত্র [১৮ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখের ১২৯৯ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৯ নং কাগজপত্র]।

কলিকাতার শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ৩ রা নবেম্বর তারিখেরপত্র [২০ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই নবেম্বর তারিখের ২৩২১—৮০৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২১ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের ২৩৮৬—৮৬১ পত্র ও তৎসহিতপত্র [২২ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের ২৩৯৫—৮৩৩ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৩ নং কাগজপত্র]।

উড়িষ্যার জনসাধারণ সভার কমিটীর ১৮৮৩ সালের ১লা নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [২৪ নং কাগজপত্র]।

উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত বাবু রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৫ নং কাগজপত্র]

ত্রিহুতের ভূম্যধিকারীদের সভার অবৈতনিক সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই নবেম্বর তারিখের ১১ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৬ নং কাগজপত্র]

শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরী লাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের পত্র [২৭ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গ ও বেহারদেশের ভূম্যধিকারীদের সদর কমিটির ১৮৮৩ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখের ১১৮ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৮ নং কাগজপত্র]।

রাজস্ব ও কৃষিসংক্রান্ত কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ১০৬৪ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [২৯ নং কাগজপত্র]।

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত সেরপুরের কএকজন জমিদার, তালুকদার, ও মধ্যবর্ত্তি ভূম্যধিকারিদের ১৮৮৩ সালের ১৮ই নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [৩০ নং কাগজপত্র]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ২৬৭০—৯৫৪ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩১ নং কাগজ পত্র]

ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান সভার সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের ১২৩ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩২ নং কাগজপত্র]।

রাজসাহীর ভূম্যধিকারীদের কমিটীর সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৩ নং কাগজপত্র]।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের ২ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [৩৪ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের ২৭৮৯—১০০১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৫ নং কাগজপত্র]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের ১৮২—৪৫ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৬ নং কাগজপত্র]

ভালাম্দা শাখা ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের সভার নির্দ্ধারণাবলি [৩৭ নং কাগজপত্র]।

ভাগলপুরের ভূম্যধিকারী সভার সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ৯ জানুয়ারি তারিখের ১০৬ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৮ নং কাগজ পত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখের ২২৭—১৮ L. R নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৯ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫৪০—২৩১ L. R নং পত্র ও তৎসহিত পত্র [৪০ নং কাগজপত্র]।

ত্রিহুতের ভূম্যধিকারীদের সভার অবৈতনিক সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫ নং পত্র ও তৎসহিত পত্র [৪১ নং কাগজপত্র]

৯ নম্বর।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইনের পাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্ব শূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৭ম অধ্যায়।

কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

১৩ শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৫শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্তে ডিক্রীমতে বিক্রয়ের বিধি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কএকটী আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কএকটী আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। (১) এই আইন "বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

আরম্ভ।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদর্থে যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে। অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে।

স্থানীয় ব্যাপ্তি।

(৩) কলিকাতা নগর ও উড়িষ্যা খণ্ড ছাড়া এবং তপসীল লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তফসীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দ্দিষ্ট তফসীলে লেখা প্রদেশ ছাড়া বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তিবে; এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তাইতে পারিবেন।

রহিত হইবার কথা।

২ ধারা। (১) যে যে দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তে, সেই সেই দেশে ইহার প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইনগুলি রহিত হইল।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তান যায়, তৎকালে ঐ সকল আইনের মধ্যে যে যে আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের কিয়দংশ মাত্র বর্ত্তান গেলে, তন্মধ্যে যে যে আইন ঐ অংশের সহিত অসঙ্গত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে রহিত হইবে।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত করা যায়, কোন আইনে বা দলীলে সেই আইনের উল্লেখ থাকিলে উহা এই আইনের বা তদ্বিষয়ক এই আইনের অংশবিশেষের উল্লেখ জ্ঞান করিয়া অর্থ করিতে হইবে।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া সেই স্বত্ব প্রভৃতি পুনর্জ্জীবিত হইবে না।

অর্থকরণের কথা।

৩ ধারা। বিষয় বিবেচনায় বা পূর্ব্বাপর কথায় ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর মালগুজারী ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যে যে সাধারণ রেজিষ্টর প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই২ রেজিষ্টরের কোন রেজিষ্টরে একই দফার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, "মহাল" শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে।

কিন্তু ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারার (২) প্রকরণের (গ) দফামতে কোন তালুক রেজিষ্টরী করা গেলে, তাহা এই লক্ষণের মর্ম্মানুযায়ী মহাল বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) "ভূস্বামী বা জমীদার" শব্দে কোন মহালের মালিকস্বরূপ এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাহার নিকট ঐ ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতে দায়ী কিম্বা বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দায় থাকিত, "প্রজা" শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৪) যে এক বা বহু ব্যক্তির অব্যবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, "ভূম্যধিকারী" শব্দে সেই এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যবহার বা দখল নিমিত্ত আপন ভূম্যধিকারীকে মুদ্রা বা শস্য যোগে প্রজার যাহা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, "খাজানা" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৬) খাজানা সম্বন্ধে "দেওয়া" "দিতে" ও "দেওন" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, "অর্পণ করা," "অর্পণ করিতে," ও "অর্পণ করণ" ইত্যাদি বুঝাইবে।

(৭) এক পাট্টাক্রমে বা এক প্রস্থ নিয়মের অধীনে কোন ভূম্যধিকারীর কোন প্রজা যে বা যে২ ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, "যোত" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৮) "কৃষি বৎসর" বলিতে যেখানে বাঙ্গালা সন চলিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফসলী বা আমলী সন চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং যেখানে কৃষিকার্য্যার্থ অন্য কোন সন চলিত থাকে, সেখানে সেই সন বুঝাইবে।

(৯) ১৭৯৩ সালে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" বলিতে তাহা বুঝাইবে।

(১০) "হস্তান্তর" শব্দে ইচ্ছাপূর্ব্বক কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় ও বন্ধক ও দানও বুঝাইবে।

(১১) "উত্তরাধিকার" শব্দে অকৃতচরমপত্র ও চরমপত্র দেওয়া অর্থাৎ উইল বিনা ও উইলমত উভয় প্রকার উত্তরাধিকারই বুঝাইবে।

(১২) কোন ব্যক্তি আপনার নাম লিখিতে না পারাতে চেরাসহী করিলে, "স্বাক্ষরিত" শব্দে "চেরা সহী করা" বুঝাইবে। এই শব্দে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নামের "মোহরাঙ্কিত"ও বুঝাইবে।

(১৩) "নির্দ্দিষ্ট" শব্দে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকর্তৃক নির্দ্দিষ্ট বুঝাইবে।

(১৪) "কালেক্টর" শব্দে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা এই আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত অন্য কোন কার্য্যকারক বুঝাইবে।

(১৮) এই আইনের কোন বিধানে "রাজস্ব কর্ম্মচারী" শব্দ থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিধানমত রাজস্ব কর্ম্মচারীর কর্ম্মানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত যে কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করেন উক্ত শব্দে সেই কর্ম্মচারী বুঝাইবে।

(১৯) "পত্তনী তালুক" শব্দে এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের বর্ণিত প্রকারের তালুক বুঝায়, এবং সেই তফসীলের উল্লিখিত দরপত্তনী ও অন্যান্য তদ্রূপ তালুকও তদন্তর্গত।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক কথা।

৪ ধারা। এই আইনের কার্য্যপক্ষে নিম্নলিখিত কএক শ্রেণীর প্রজা থাকিবে, যথা,—

(১) তালুকদার, পোটাও তালুকদারেরা ইহার অন্তর্গত;

(২) রায়ত; এবং

(৩) কোর্ফা রায়ত, অর্থাৎ, যে প্রজারা সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে রায়তের অধীনে ভূমি ভোগ করে;

আর নিম্নলিখিত কএক শ্রেণীর রায়ত, যথা,—

(ক) যে রায়তেরা অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করে,—যাহারা অবধারিত খাজানায় কিম্বা অবধারিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করে, এই কথায় তাহাদিগকে বুঝাইবে;

(খ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়তদের ভোগকৃত ভূমিতে দখলীস্বত্ব আছে; এবং

(গ) দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত, অর্থাৎ যে রায়তদের ঐরূপ দখলী স্বত্ব নাই।

তালুকদার ও রায়ত শব্দের অর্থ।

৫ ধারা। (১) যে ব্যক্তি খাজানা আদায় করিবার স্বত্ব ভূস্বামির স্থানে বা অন্য কোন তালুকদারের স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছেন, "তালুকদার" বলিতে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যাঁহারা ঐরূপ স্বত্ব পাইয়াছেন, তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীদিগকে ও যাঁহারা ৩৭ ধারামতে তালুকদার বলিয়া গণ্য হইবেন সেই ব্যক্তিদিগকেও বুঝাইবে।

(২) যে ব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তবর্গদ্বারা, বা বেতনভোগী চাকরদ্বারা কিম্বা অংশীদের সাহায্যে ভূমির চাষ করিবার নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিয়াছেন, "রায়ত" শব্দে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যে ব্যক্তিরা ঐরূপে ভূমি গ্রহণ করেন তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীরাও ৩৭ ধারার নিয়মাধীনে ঐ শব্দে বাচ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন ভূস্বামীর বা তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ না করিলে, তাহাকে রায়ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(৪) কোন প্রজা তালুকদার কি রায়ত, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দেশাচারের প্রতি;

(খ) যে রায়তেরা আপনাদের যোতের অর্দ্ধেকের অধিক কোর্ফা বিলি করে, তাহাদের সম্বন্ধীয় ৩৭ ধারার বিধানের প্রতি; এবং

(গ) প্রথম প্রাপ্তির সময়ে প্রজাস্বত্বের ভাবের প্রতি, অর্থাৎ ঐ স্বত্ব খাজানা আদায় করিবার বা ভূমি চাষ করিবার স্বত্ব ছিল, ইহার প্রতি।

(৫) কোন যোতের পরিমাণ কষ্টিমত ১০০ বিঘার অধিক হইলে, এবং উহার সমস্ত বা নিম্নলিখিত পোটাও বিলি করা গেলে, যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ প্রজা তালুকদার বলিয়া অনুমান হইবে।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজানা বৃদ্ধির কথা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে কোন২ স্থলেমাত্র তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবার কথা।

৬ ধারা। (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে, নিম্নলিখিতরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহার খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না, অর্থাৎ,

(ক) যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ঐ তালুক ভোগ করা যায়, তিনি দেশাচারক্রমে, কিম্বা যে যে নিয়মের অধীনে ঐ তালুক ভোগ হয় তদনুসারে, তাহার খাজানা বৃদ্ধি করিতে স্বত্ববান, অথবা

(খ) ঐ তালুকদার আপনার খাজানা কমাইয়া লইয়া দাবীকৃত বর্দ্ধিত খাজানা দিতে দায়ী হইয়াছেন, এবং ভূমি হইতে ঐ খাজানা তোলা যাইতে পারে।

(২) শিকস্তী হওয়াতে কিম্বা রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত বা কোম্পানিদের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইনের বিধানমতে ভূমি গৃহীত হওয়াতে কোন তালুকদারের খাজানা কমাইয়া দেওয়া গেলে, ঐ কমান এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী কমান বলিয়া গণ্য হইবে না।

তালুকের জমা বৃদ্ধির সীমার কথা।

৭ ধারা। (১) যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, সেই স্থলে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন চুক্তি থাকিলে তাহা মানিয়া ঐ খাজানা নিকটস্থ তদ্রূপ তালুক যাঁহারা ভোগ করেন, তাঁহারা দেশাচারানুগত যে হারে খাজানা দেন সেই হার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(২) যেস্থলে তদ্রূপ দেশাচারানুগত হার নাই, সেই স্থলে উক্তরূপ চুক্তি মানিয়া আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য জ্ঞান করেন, সেই সীমা পর্য্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(৩) যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, ইহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত তালুকদারের মোট যত খাজানা পাওনা হয়, তাহা হইতে খাজানা আদায় করিবার খরচ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাঁহাকে তাহার শতকরা দশ ভাগের কম লাভ দিবেন না, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(ক) যে অবস্থায় তালুকের সৃষ্টি হয়, যথা, তালুকের অন্তর্গত ভূমি কিম্বা তাহার অধিকাংশ তালুকদারের কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীদের দ্বারায় বা খরচে প্রথম চাষ করা হইয়াছিল কি না;

(খ) তালুকদার বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন কি না;

(গ) আদায় করিবার খরচ ও ঝুঁকি।

(৪) উক্ত তালুকদার আপন তালুকের অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ আপনি দখল করিলে, অথবা ঐ ভূমির কোন অংশ খাজানামুক্ত করিয়া বা উপকারার্থ সামান্য খাজানায় দিলে, ঐ অংশের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা হিসাব করিয়া পূর্ব্বোক্ত মোট খাজানার মধ্যে ধরিতে হইবে।

বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানার দ্বিগুণের অধিক না হইবার কথা।

৮ ধারা। যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, সেই স্থলে পূর্ব্ব ধারামতে যে বর্দ্ধিত খাজানা ধার্য্য করা যায়, তাহা পূর্ব্বদেয় খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না।

খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৯ ধারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে একবারে খাজানা বৃদ্ধি করিলে কষ্ট হইবে, তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে, খাজানা বৃদ্ধি ক্রমেং করা যাইবে, অর্থাৎ যাবৎ খাজানা বৃদ্ধির ঊর্দ্ধ সীমায় উপস্থিত হওয়া না যায়, পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমেং বৎসর বৎসর খাজানা বৃদ্ধি হইবে।

খাজানা একবার বর্দ্ধিত হইলে দশ বৎসর পরিবর্দ্ধিত হইতে না পারিবার কথা।

১০ ধারা। কোন তালুকদারের খাজানা আদালত দ্বারা কিম্বা চুক্তিক্রমে বৃদ্ধি করা গেলে, যে তারিখে বৃদ্ধি করা যায়, আদালত সেই তারিখের পর দশ বৎসর মধ্যে ঐ খাজানা আর বৃদ্ধি করিবেন না।

তালুকের অন্যান্য অনুষঙ্গের কথা।

চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারাদির কথা।

১১ ধারা। প্রত্যেক চিরস্থায়ী তালুক, রেজিষ্টরী করণ সম্বন্ধে এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারিবে।

চিরস্থায়ী তালুকদারকে উচ্ছেদ করিতে না পারিবার কথা।

১২ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারী এই উভয়ের মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত্তক্রমে এই আইনের বিধান সঙ্গত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে উক্ত তালুকদারকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, এইরূপ হেতু বিনা উক্ত তালুকদারকে তদীয় ভূম্যধিকারী উচ্ছেদ করিবেন না।

পত্তনী তালুকের কথা।

পত্তনীদারের পেটাও বিলি করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩ ধারা। পত্তনী তালুকদার এই আইনের বিধান মানিয়া আপনার তালুকের বা তাহার কোন অংশের অন্তর্গত ভূমির বিলি করিতে পারিবেন।

পত্তনী তালুকের ভূম্যধিকারির হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার স্থানে জামিন চাহিবার স্বত্বের কথা।

১৪ ধারা। (১) ইচ্ছাপূর্ব্বক কিম্বা ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা পত্তনী তালুক হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী খাজানা দিবার ও তালুকের অন্যান্য নিয়ম পালন করিবার সম্বন্ধে উক্ত তালুকের অর্দ্ধ বৎসরের খাজানা পরিমিত মাতব্বর জামিন হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার নিকট চাহিতে পারিবেন।

(২) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, যদি ভূম্যধিকারী এই ধারামতে ক্রেতার স্থানে জামিন চাহেন, এবং চাহিবার তারিখ অবধি এক মাস মধ্যে ঐ জামিন না দেওয়া হয়, তবে যত দিন জামিন দেওয়া না হয়, তত দিন ভূম্যধিকারী হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে বাদ রাখিয়া উক্ত তালুক ক্রোক করিয়া দখল করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামত ক্রোক থাকিবার কালে ভূম্যধিকারী পেটাও তালুকদার কিম্বা রায়তদের স্থানে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইতে ক্রোক করিবার খরচ, আদায়ের খরচ, ও আপনার পাওনা খাজানা কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট টাকা ক্রেতার পক্ষে ন্যাস স্বরূপ রাখিবেন।

(৪) ঐরূপে যে খাজানা আদায় হয়, তাহাতে ক্রোকের খরচ, আদায়ের খরচ এবং ভূম্যধিকারির প্রাপ্য খাজানা দিতে না কুলাইলে, যত টাকা ন্যূন হয় তজ্জন্য ক্রেতা দায়ী থাকিবেন, এবং ভূম্যধিকারী তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারামতে কোন হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা যে জামিন দিবার প্রস্তাব করেন ভূম্যধিকারী তাহা অগ্রাহ্য করিলে, হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা অগ্রাহ্য করিবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে উক্ত জামিন গ্রহণার্থ ভূম্যধিকারির প্রতি আদেশসূচক আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং আদালত প্রস্তাবিত জামিন উপযুক্ত বলিয়া বুঝিলে ঐরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহা না বুঝিলে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত কোন আজ্ঞার উপর আপীল চলিবে না।

রেজিষ্টরী করিবার কথা।

ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিতে হইবার কথা।

১৫ ধারা। (১) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর বা উক্ত তালুকের উত্তরাধিকার ঘটিলে, হস্তান্তরকর্ত্তা ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা কএক কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি ভূম্যধিকারীর নিকটে যদি প্রার্থনা করেন, এবং প্রার্থক পশ্চান্নির্দ্দিষ্ট ফী দেন, তবে ভূম্যধিকারী পত্তনী তালুক হইলে পূর্ব্ব ধারার বিধান মানিয়া উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবেন।

কিন্তু কোন তালুকের খাজানা বাকী থাকিলে, ভূম্যধিকারী যদি উচিত বোধ করেন, তবে তাহার হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত প্রার্থনাপত্রে যে ফী দিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিতরূপ হইবে, যথা,—

(ক) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে হইলে, উক্ত তালুকের বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা দুই টাকা ফী দিতে হইবে। কিন্তু ঐরূপ কোন ফী এক টাকার কম কিম্বা এক শত টাকার অধিক হইবে না।

(খ) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে না হইলে দুই টাকা ফী দিতে হইবে।

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতির কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবেন ; এবং তিনি তাহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক শত টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, তত টাকা তাঁহার স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী তালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রী ভিন্ন অন্য ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১২ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্ব্বে ক্রেতার প্রতি

খাজানার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট রেজিষ্টরী করণের ফী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ২২ ধারামত বিধিক্রমে আর যে ফী নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অবিলম্বে নীলামের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন। নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিষ্টরী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিষ্টরী করণের ফী পাওয়া গিয়াছে, এবং রেজিষ্টরী করা হইলে চাহিবামাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য্য করিবেন।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী একতরফে তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন

খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

আদেশ করা না গেলেও, ও কোন ফী দেওয়া না গেলেও উক্ত হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিবেন।

১৮ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চির-

রেজিষ্টরী না করিবার ফলের কথা।

স্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিষ্টরী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরকর্ত্তাকে ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে হস্তান্তর হওয়ার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিষ্টরী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামত বিধির আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে কোন চিরস্থায়ী তালুকের স্বত্ববান হন, তিনি তালুকদারস্বরূপ তাঁহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

১৯ ধারা। (১) পূর্ব্ব কএক ধারামতে ভূম্যধিকারী যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাহা রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরকর্ত্তা বা হস্তা-

ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা।

ন্তরক্রমে গ্রহীতা কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্ব্বক রেজিষ্টরী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যান্য পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবেন। ঐ নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কেন রেজিষ্টরী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ন্যায় ফল হইবে।

(৪) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া পূর্ব্ব কএক ধারামতে যাহা রেজিষ্টরী হইবার যোগ্য এরূপ

রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূম্যধিকারীর প্রার্থনার কথা।

হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটিবার পর ছয় মাসের মধ্যে যদি রেজিষ্টরী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত ফী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিষ্টরী করা হইবে না ও তাঁহারা বা তিনি ফী দিবেন না নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত ফী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ন্যায় ফল হইবে, এবং ঐরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ফী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৪) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিলে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২১ ধারা। পূর্ব্ব কএক ধারানুসারে কোন তালুকের হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্টরী করা গেলে, যে ব্যক্তির প্রতি বা যাহার দ্বারা উক্ত তালুক বা তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করা যায়, তিনি কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত তালুকের উত্তরাধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তি রেজিস্টরী বহীতে উক্ত তালুক সংক্রান্ত যে কথা লেখা থাকে, তাহার নকল পাইবার সকল সময়ে হকদার হইবেন, ভূম্যধিকারীর স্থানে যথার্থ নকল বলিয়া ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরযুক্ত তত্তখান নকল পাইতে পারিবেন; কিন্তু সময়েসময়ে তজ্জন্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক আনার অন্যূন বা এক টাকার অনধিক যে ফী ধার্য্য করেন, এরূপ প্রত্যেক খণ্ড নকলের জন্য তিনি ভূম্যধিকারীকে সেই ফী দিবেন।

ভূম্যধিকারীর রেজিষ্টরী বহীর লেখার নকল দিবার কথা।

২২ ধারা। (১) পূর্ব্ব কএক ধারামতে যে সকল রেজিস্টরী বহী রাখিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত ও এই আইনসঙ্গত বিধিক্রমে সময়েসময়ে সেই সকল রেজিস্টরী বহীর পাঠ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, এবং সাধারণতঃ রেজিস্টরী করিবার সম্বন্ধে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইবে তাহা নিরূপণ করিতে পারিবেন।

রেজিষ্টরী করণ সম্বন্ধে বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

(২) (১) প্রকরণমত কোন বিধি প্রণয়ন কালে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই বিধান করিতে পারিবেন, যে উক্ত বিধি লঙ্ঘন হইলে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

২৩ ধারা। অবধারিত খাজানায় বা অবধারিত খাজানার হারে যে রায়ত ভূমি ভোগ করে,

অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারিদের স্বত্বের কথা।

(ক) কোন তালুকদারের যেং নিয়মের নিয়মাধীন থাকিতে হয়, তাহার ও আপন জোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেইং নিয়মের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত্তক্রমে এই আইনসঙ্গত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, সে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, এইহেতু ভিন্ন অন্য কারণে তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবেন না।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

সাধারণ।

২৪ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে আইনের বলে কিম্বা দেশাচারক্রমে কিম্বা প্রকারান্তরে কোন ভূমিতে যে রায়তের দখলীস্বত্ব থাকে, এই আইন প্রচলিত হইলে সেই রায়তের উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব থাকিবে।

বর্ত্তমান দখলীস্বত্ব চলিত থাকিবার কথা।

২৫ ধারা। (১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

বাসেন্দা রায়তদের দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার কথা।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২৬ ধারা। (১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তস্বরূপ পাট্টাক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বাসেন্দা রায়ত শব্দের অর্থ।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে, কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে, তাহা ভিন্নং সময়ে ভিন্নং হইলেও, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামে বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্য্যপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন জমী দুই বা তদধিক অংশীদার রায়তী যোতস্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ জমী ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে যতকাল রায়তস্বরূপ জমী ভোগ করে, তত কাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

(৭) যদি কোন রায়ত ২৬ ধারামতে পুনরায় ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

গ্রাম ও মহাল শব্দের অর্থকরণের কথা।

২৭ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব কএক ধারার কার্য্যপক্ষে,

(ক) গ্রাম শব্দে রাজস্বসংক্রান্ত জরীপের গ্রামের মানচিত্রে একই বহিঃসীমার মধ্যে যে স্থান ধরা যায় সেই স্থান বুঝাইবে এবং যদি মানচিত্র হইতে দেখা যায় যে বাহিরের কোন স্থান ঐ গ্রামের অংশ, তাহা হইলে তাহাও বুঝাইবে; ও ঐরূপ মানচিত্র প্রস্তুত না হইয়া থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্বার্থবিশিষ্ট সকল ব্যক্তিকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত যাহা উপযুক্ত বিবেচনা করেন, ঐরূপ নোটিস দিয়া স্থানীয় তদন্ত করিবার পর এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন কার্য্যকারক যে স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থান বুঝাইবে।

(খ) যে স্থলে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে বা পরে ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবধি এক বা অধিক বাটওয়ারা হওয়াতে দুই বা তদধিক মহাল সৃষ্ট হয়, সেই স্থলে ঐরূপ বাটওয়ারা না হইলে ঐ সকল যে মহালের অংশস্বরূপ হইত, সেই মূল মহালের অন্তর্গত স্থান একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে।

ভূম্যধিকারী দখলী-স্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার ফলের কথা।

২৮ ধারা। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের ভূম্যধিকারী ক্রয় করিয়া বা প্রকারান্তরে ঐ রায়তের স্বার্থ প্রাপ্ত হইলে, দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে; কিন্তু এই ধারার কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির স্বত্ত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

একমালী মালিক ও ইজারদারদের সম্বন্ধে বিশেষ বিধানের কথা।

২৯ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করিলে, ঐ ভূমিতে ভূস্বামী বা তালুকদারস্বরূপ তাহার একমালী স্বার্থ আছে বলিয়া কেবল এই কারণে তাহার উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ হইবার বাধা হইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি খাজানার ইজারাদারস্বরূপ কোন ভূমি ভোগ করিলে ঐ ভোগহেতুক তৎসম্বন্ধে এই ধারামত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন না। কিন্তু কোন ব্যক্তি ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার পর সেই ভূমি ইজারা লইয়া ভোগ করিলে, ঐ দখলীস্বত্ব হারাইবেন না।

খামার জমী সংরক্ষণের কথা।

৩০ ধারা। ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বঙ্গদেশে খামার, নিজ বা নিজযোত নামে এবং বেহারে জিরাত, নিজ, সের বা কামাত নামে যে ভূমি খ্যাত, কএক সনের মিয়াদী পাট্টাক্রমে কিম্বা সন বসন পাট্টাক্রমে সেই ভূমি ভোগ করা গেলে, এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলীস্বত্ব জন্মিবে না।

দখলী স্বত্বের অনুষঙ্গের কথা।

৩১ ধারা। কোন ভূমি সম্বন্ধে কোন রায়তের দখলী স্বত্ব থাকিলে, নিম্নলিখিত বিধানগুলি বর্ত্তিবে, অর্থাৎ,

(ক) যাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্বসংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী না হয় এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন, কিন্তু দেশাচারের বিরুদ্ধে বৃক্ষ কাটিতে পারিবেন না।

(খ) তিনি এই আইনের বিধানমতে ভূমির উৎকর্ষ-সাধন করিতে পারিবেন।

(গ) তিনি উপযুক্ত ও ন্যায্যহারে খাজানা দিবেন।

(ঘ) (১) যাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্বসংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী হয় এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিয়াছেন, অথবা

(২) তিনি এই আইনের বিধানসঙ্গত এরূপ এক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন যাহা ভঙ্গ হইলে, তাঁহার ভূম্যধিকারির সহিত তাঁহার যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্ত্তানুসারে তাঁহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে;

এই হেতু ধরিয়া এই আইন অনুসারে উচ্ছেদ করিবার যে ডিক্রী হয়, সেই ডিক্রীজারী করা না হইলে উক্ত ভূমি হইতে তাঁহার ভূম্যধিকারী তাঁহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

(ঙ) তিনি এই আইন অনুসারে আপন যোত ইস্তফা করিতে পারিবেন।

(চ) এই আইনক্রমে ভূম্যধিকারির যে সকল স্বত্ব রক্ষিত হইল, তাহা মানিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের ভূমিগত স্বার্থ, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা বা উইলক্রমে দান করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইলক্রমে দান করা যাইতে পারিবে।

(ছ) তিনি এই আইনের বিধান মানিয়া উক্ত ভূমি বা তাহার কোন অংশ কোফা বিলি করিতে পারিবেন।

(জ) তাঁহার ভূমিগত স্বার্থসম্বন্ধে তিনি উইল না করিয়া মরিলে অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় তাহার উত্তরাধিকার ঘটিবে; কিন্তু তিনি যে দায়ভাগ ব্যবস্থার অধীন সেই ব্যবস্থামতে যে কোন স্থলে তাঁহার অন্য সম্পত্তি রাজার প্রতি বর্ত্তে, সেই স্থলে তাঁহার দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা।

দখলীস্বত্ব ইচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয় করিলে ভূম্যধিকারির অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

৩২ ধারা। (১) রায়তের দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিবার স্বত্ব তদীয় ভূম্যধিকারির অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের নিয়মাধীন থাকিবে।

(২) অগ্রে ক্রয় করিবার যে স্বত্ব ভূম্যধিকারীর আছে, তদনুসারে কার্য্য করিতে তাঁহাকে সমর্থ করিবার নিমিত্ত, রায়ত ভূম্যধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিবার কল্পনা করিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে আদালত বা কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করণার্থ আপন অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস দাখিল করিবেন। যে ব্যক্তির নিকট যে শর্ত্তে তিনি উক্ত স্বত্ব বিক্রয় করিতে চাহেন এবং উক্ত স্বত্ব কিছু (যদি কোন) দায়যুক্ত থাকে ঐ নোটিসে তাহা লিখিবেন, এবং যে তারিখে নোটিস দাখিল করেন সেই তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ গত না হওয়া পর্য্যন্ত বিক্রয় করা বন্ধ রাখিবেন।

(৩) যে আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্য্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে ঐ নোটিস অবিলম্বে ভূম্যধিকারির উপর জারী করাইবেন।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী রায়তের স্থানে দখলী স্বত্ব ক্রয় করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূম্যধিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে ঐ স্বত্ব ক্রয় করা যাইবে, অথবা তাঁহারা মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী এতদর্থে দেওয়ানী আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য ধার্য্য করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূম্যধিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্ত্তৃক ধার্য্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে ঐ মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত হয় ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্যে উক্ত ভূম্যধিকারির নিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূম্যধিকারী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ঐ বিক্রয় ব্যর্থ হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যতজন আসেসর উপযুক্ত বোধ করেন, এই ধারামত দখলী স্বত্বের মূল্য ধার্য্য করিবার নিমিত্ত তত জন আসেসর সঙ্গে লইতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি ঐ বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং ঐ আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্ব্বাচনপ্রণালী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূম্যধিকারীর অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীক্রমে দখলী স্বত্ব নীলাম হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন ও তন্মধ্যে এক জন ভূম্যধিকারী হন, তবে ঐ ডাক ভূম্যধিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করা গেলে ভূম্যধিকারীর বন্ধকগ্রহীতার স্থান লইবার স্বত্বের কথা।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎসম্বন্ধে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূম্যধিকারী উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা মোকদ্দমার বাদিকে দিবেন, ভূম্যধিকারিকে বাদির স্থানে দণ্ডায়মান হইবার অধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিবেন এবং ভূম্যধিকারির অনুকূলে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূম্যধিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও মোকদ্দমার বাদী থাকিলে, যেরূপ ফল হইত সেইরূপ ফল হইবে।

দখলী স্বত্বদানবিষয়ে নিয়মের কথা।

৩৫ ধারা। (১) রেজিষ্টরী করা নিদর্শনপত্র ক্রমে দান করা না গেলে, ভূমিগত দখলীস্বত্বদান ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিষ্টরী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ফী দেওয়া না গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ ঐরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিবেন না।

(৩) ঐরূপ কোন দান রেজিষ্টরী করা গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ রেজিষ্টরী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্ত্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটিবে না।

পূর্ব্ব কএক ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারী শব্দের অর্থের কথা।

৩৬ ধারা। পূর্ব্ব চারি ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারী শব্দে কেবল

(ক) যে ভূস্বামীর অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভূস্বামীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী তালুকদারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই তালুকদারকে বুঝাইবে; কিন্তু এরূপস্থলে আবশ্যক যে, উক্ত তালুকদার ভূস্বামীর বা কোন চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূস্বামীর কিম্বা স্থল বিশেষে চিরস্থায়ী তালুকদারের স্থানে এই ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারীর স্বত্বক্রমে কর্ম্ম করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হন।

কোর্ফা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে রায়তেরা কোর্ফা বিলি করে, তাহাদের তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হইবার কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার যোতের যে অংশ কোর্ফা বিলি করে, তাহা তদীয় যোতের অর্দ্ধেকের অধিক হইলে, তালুকদারদের রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত যে কোন আইন বিধিবদ্ধ হয়, সেই আইনমতে ঐ রায়ত তালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টরে আপনাকে রেজিষ্টরী করাইলে, এই আইনের মর্ম্মানুযায়ী তালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু (ক) বয়স হেতুক স্ত্রীলোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা সৈনিক বা গার্হস্থ্য চাকরীতে বা তীর্থযাত্রায় যাওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, যে কোন ব্যক্তি চাষ করিতে অক্ষম হইয়া আপনার অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপ-

নার যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করে তাহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার বলে তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যেং শর্ত্তে ও যেং নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিত। সেইং শর্ত্তে ও সেইং নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার বলে যে কোন ব্যক্তি তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার যোতের কোর্ফা বিলি করা অংশ ঐ যোতের অর্দ্ধেকের অধিক আর না থাকিলে, সেই ব্যক্তি আবার রায়তে পরিবর্ত্তিত হয় না।

দরপাট্টার কালের নিয়মের কথা।

৩৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিলে, ঐরূপ বিলি করিবার দরপাট্টা সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না।

কিন্তু (ক) কোন রায়ত বয়ঃহেতুক, স্ত্রীলোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা সৈনিক বা গার্হস্থ্য চাকরীতে কিম্বা তীর্থযাত্রায় যাওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, চাষ করিতে অক্ষম হইলে, আপনার অক্ষমতা কালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইবে না, কিম্বা বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে দরপাট্টা দেওয়া গেলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি সাত বৎসর কাল গণনা করা যাইবে।

খাজানা বৃদ্ধির কথা।

উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিষয়ক অনুমানের কথা।

৩৯ ধারা। যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয়, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের যৎকালে যে খাজানা দিতে হয়, তাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান হইবে।

মুদ্রারূপ খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে নিয়মের কথা।

৪০ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রারূপ নগদী খাজানা দিলে, তাহার খাজানা এই আইনের বিধানমতে না হইলে, প্রকারান্তরে বৃদ্ধি করা যাইবে না।

রেজিষ্টরী করা চুক্তিক্রমে খাজানা বৃদ্ধি করিবার কথা।

৪১ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হয়, তাহা রেজিস্টরী করা চুক্তিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।—

(ক) খাজানা এরূপে বৃদ্ধি করিতে হইবে না যে, তাহা রায়তের পূর্ব্বদেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হয়।

(খ) চুক্তিপত্রে অন্যূন সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দেওয়া হইবে।

(গ) বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্ব বা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অন্যূন পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত তাহা করিতে সক্ষম ও সম্মত ও তাহার মর্ম্ম বুঝে, রেজিস্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ এই ধারামত চুক্তিপত্র রেজিস্টরী করিবার পূর্ব্বে এইং কথা জানিয়া লইবেন।

পুনর্ব্বার বিলি করিবার বেলা খাজানা বৃদ্ধির কথা।

৪২ ধারা। (১) যে জমী মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্ব্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত তথাকার কোন বাসেন্দা রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা বৃদ্ধি করিয়া দিবার রেজিস্টরী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব্ব প্রজা যে খাজানা দিতেন, উক্ত রায়ত ঐ জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না।

(২) এইরূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্ব্বধারার বিধান বর্ত্তিবে।

মোকদ্দমা দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করিবার কথা।

৪৩ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রা যোগে খাজানা দিয়া যে যোত ভোগ করে, সেই যোতের ভূম্যধিকারী এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেইস্থানে বা চলিত বাজারে প্রধানং খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ) ভূম্যধিকারির দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বন্যাদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধিসম্বন্ধীয় বিধি।

৪৪ ধারা। প্রচলিত হারের কমহারে খাজানা দেওয়া হয়, এইহেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,

(ক) ঐ খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় আট আনার অধিক হইবে না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনায় স্থানীয় তদন্ত ব্যতিরেকে খাজানার প্রচলিত হার সন্তোষজনকরূপে জানা যাইতে না পারে, তবে তদর্থ বিধি করিবার স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে ক্ষমতা দেন, তদ্দ্বারা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত করা হয় আদালত এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(গ) কোন রায়তের যে হারে খাজানা দিতে হইবে, এই ধারামতে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, যদি ইহা প্রমাণ না হয় যে, হার নির্ণয় করিবার সময়ে দেশাচারক্রমে জাতি বিচার করা হয়, তবে তাহার জাতি বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে, দেশাচারক্রমে কোন প্রকারের রায়তেরা অনুকূল হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে, তবে দেশাচার অনুসারে খাজানার হার নির্ণয় করা যাইবে।

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হার নির্ণয় করিতে হইলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতুক যত টাকা খাজানা বৃদ্ধি করিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাহা বিবেচনাধীনে লইতে হইবে না।

মূল্য বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধিসম্বন্ধীয় বিধি।

৪৫ ধারা। মূল্য বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সময়ান্তরে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য, অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্য্যকর বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এরূপে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন না যে, বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্ব্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মাধীনে ও ৪৮ ধারার নিয়মাধীনে সাবেক খাজানার সহিত বর্দ্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধনহেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধি।

৪৬ ধারা। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,—

(ক) এই আইন অনুসারে উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করা না গেলে, আদালত খাজানা বৃদ্ধি দিবেন না।

(খ) যে পরিমাণে খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধনদ্বারা যতদূর ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;

(৩) ঐ উৎকর্ষসাধন কার্য্যে লাগাইতে হইলে, চাষ করিতে কত খরচ পড়ে, এবং

(৪) উক্ত ভূমির বর্ত্তমান খাজানা কত ও উচ্চতর খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

(গ) আদালত নিয়মাধীনে ডিক্রী করিতে পারিবেন, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক ফল না ফলিলে, ডিক্রী পুনরালোচনা ও পুনর্ব্বিবেচনা সাপেক্ষ রাখিতে পারিবেন।

বন্যাজনিত উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৭ ধারা। বন্যাজনিত উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,

(ক) যে বৃদ্ধি কিয়ৎকালীন বা নৈমিত্তিক মাত্র, আদালত তাহা বিবেচনা করিবেন না।

(খ) বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

(গ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণে খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা এরূপে বৃদ্ধি করিবেন না, যাহাতে ভূমির উৎপন্নের নিট বৃদ্ধির মূল্যের অর্দ্ধেকের অধিক ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হয়।

খাজানাবৃদ্ধি উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপ হইবার কথা।

৪৮ ধারা। যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হয়, আদালত কোন মোকদ্দমায় এরূপ খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না।

ক্রমেং খাজানা বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৪৯ ধারা। যে আদালত খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী করেন, সেই আদালত যদি বিবেচনা করেন যে পূর্ণ পরিমাণে অবিলম্বে ডিক্রী প্রবল করিলে রায়তের কষ্ট হইবে, তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে ঐ বৃদ্ধি ক্রমেং করা যাইবে, অর্থাৎ, যত দূর খাজানা বৃদ্ধি করিবার ডিক্রী হয়, বৎসরং ক্রমেং খাজানা বৃদ্ধি করিয়া পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসরে ততদূর বৃদ্ধি করা যাইবে।

ক্রমাগত খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথা।

৫০ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হইতেছে, এইহেতু ধরিয়া, কিম্বা মূল্য বৃদ্ধিহেতু ধরিয়া কোন জোতের খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী পনর বৎসরের মধ্যে ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পর চুক্তিক্রমে ঐ জোতের খাজানা বৃদ্ধি করা গিয়া থাকে, কিম্বা যদি উক্ত পনের বৎসরের মধ্যে ৫৩ ধারামতে খাজানার রূপপরিবর্ত্তন করা গিয়া থাকে, অথবা এই আইনমতে কিম্বা এই আইন দ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে পূর্ব্বোক্ত কোন হেতু বা তত্তুল্য কোন হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিবার কিম্বা দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

(২) এই ধারার কোন কথাক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭৩ ধারার বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে না।

খাজানা কমাইবার কথা।

খাজানা কমাইবার কথা।

৫১ ধারা। (১) মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত নিম্নলিখিত হেতু ধরিয়া আপনার খাজানা কমাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং জোতের জমী কম হইয়া গেলে, পরে যে বিধান করা গিয়াছে, সেই বিধানের স্থল ছাড়া প্রকারান্তরে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) যোতের জমী রায়তের দোষ ব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা ঐ রূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া স্থায়িরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিম্বা

(খ) ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

(২) এই ধারামতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, আদালত যত দূর উপযুক্ত বা ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মূল্যের তালিকার কথা।

৫২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ যে যে স্থান নির্দ্দেশ করেন, সেই২ স্থানে যে২ প্রধান খাদ্য শস্য জন্মে, প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্থে বৎসরের যে বা যে২ সময় ধার্য্য করেন, সেই বা সেই২ সময়ে সেই২ শস্যের ফসলের সময়ের বাজার দরের তালিকা প্রস্তুত করিবেন, এবং অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত তাহা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন

প্রধান২ শস্যের মূল্যের তালিকার কথা।

(২) কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ পাইলে, ঐ গবর্ণমেন্ট অতীত যে কাল উপযুক্ত বোধ করেন, সেই কাল সম্বন্ধে কোন স্থানের ঐরূপ মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) উক্ত মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদিত বা সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৪) ঐরূপ কোন মূল্যের তালিকা উক্তরূপে প্রকাশ করা গেলে, উহা যে সময় সম্বন্ধীয় হয়, সেই সময়ে উক্ত স্থানে প্রচলিত মূল্যের সম্বন্ধে এই অধ্যায়মত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

(৫) কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে কোন মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবার ১৫ দিন পূর্ব্বে উহা যে স্থান সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানের মধ্যে সচরাচর নোটিশ যেরূপে প্রকাশ করা যায়, সেইরূপে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং ঐ স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্ত ১৫ দিনের মধ্যে ঐ তালিকার বিরুদ্ধে কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া কোন আপত্তি দিলে, তিনি তাহা ঐ তালিকার সহিত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

৫৩ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোন যোতের নিমিত্ত শস্যরূপে কিম্বা শস্যের কিয়দংশের আনুমানিক মূল্য ধরিয়া কিম্বা শস্যভেদে ভিন্ন২ হারে অথবা কিয়ৎপরিমাণে এইরূপ এক প্রণালীতে ও কিয়ৎপরিমাণে অন্য প্রণালীতে খাজানা দিলে, রায়ত বা তদীয় ভূম্যধিকারী ঐ খাজানা মুদ্রারূপ খাজানায় পরিবর্ত্তিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

শস্যরূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

(২) এই প্রার্থনা কালেক্টর সাহেবের বা মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট, কিম্বা ১০ অধ্যায়মতে যে কোন কর্ম্মচারী খাজানার বন্দোবস্ত করেন, তাঁহার নিকট, কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্ম্মচারীর নিকট, করা যাইতে পারিবে।

(৩) ঐ প্রার্থনাপত্র পাইলে যত টাকা মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হইবে, উক্ত কর্ম্মচারী তাহা নির্ণয় করিবেন, এবং এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, রায়ত শস্যরূপে বা পূর্ব্বোক্তরূপ অন্য প্রকারে আপনার খাজানা না দিয়া ঐরূপ নির্ণীত টাকা দিবেন।

(৪) উহার নির্ণয় করিবার সময়ে উক্ত কর্ম্মচারী এই২ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্ব্ব দশ বৎসরের ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন, তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

(৫) ঐ আজ্ঞা লিখিয়া করিতে হইবে, এবং উহা যে২ হেতু ধরিয়া করা যায়, ও যে সময়াবধি উহা ফলবৎ হইবে, উহাতে তাহা লেখা থাকিবে; এবং রাজস্ব কর্ম্মচারীরা অন্য যে২ আজ্ঞা করেন, তাহার উপর যে প্রকারে আপীল হইতে পারে, ঐ আজ্ঞার উপরও সেইরূপে আপীল হইতে পারে।

(৬) কেহ প্রার্থনাপত্রের বিরোধী হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) যে কর্ম্মচারীরা ৫২ ধারামত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি;

(খ) কোন স্থানে এই অধ্যায়ের কার্য্যার্থে কোন্‌-কোন্‌ খাদ্য শস্য প্রধান শস্য বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা স্থির করিবার বিধি; এবং

(গ) ৪১ ও ৪২ ধারামতে যে কার্য্যকারকেরা চুক্তি রেজিষ্টরী করেন, তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫৫ ধারা। যে রায়তদের দখলীস্বত্ব না থাকে, ও দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত বলিয়া এই আইনে যাহাদের উল্লেখ আছে, এই অধ্যায় তাহাদের সম্বন্ধে খাটিবে।

এই অধ্যায় খাটিবার কথা।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের প্রথমস্থলীয় খাজানার কথা।

৫৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাহাকে দখল দিবার সময়ে তাহার সহিত ভূম্যধিকারীর যে খাজানার নিয়ম হয়, তাহার সেই খাজানা দিতে হইবে।

খাজানা বৃদ্ধির নিয়মের কথা।

৫৭ ধারা। রেজিষ্টরী করা নিয়মপত্র কিম্বা ৬০ ধারামত নিয়মপত্রক্রমে না হইলে, কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

যে যে হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তাহার কথা।

৫৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।—

(ক) সে বাকী খাজানা দেয় নাই, এই হেতু ধরিয়া।

(খ) উক্ত রায়ত ভূমি এইরূপে ব্যবহার করিয়াছে, যাহাতে উহা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় কার্য্যের অনুপযোগী হয়, অথবা সে এই আইনসঙ্গত এরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ করিলে তাহার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া।

(গ) রেজিষ্টরী করা পাট্টাক্রমে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

(ঘ) ৬০ ধারামতে ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজানা ধার্য্য হইয়াছে, উক্ত রায়ত সেই খাজানা দিবার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছে, কিম্বা ঐ খাজানা দিয়া যে মিয়াদ পর্য্যন্ত সে ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ববান, সেই মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

৫৯ ধারা। মিয়াদ অতীত হইবার অন্যূন ছয় মাস থাকিতে, রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে, পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

খাজানা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

৬০ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী বর্দ্ধিত খাজানা দিবার নিয়মপত্র রায়তের নিকট অর্পণ না করিলে, এবং রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ব তিন মাসের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিতে অস্বীকার না করিলে, খাজানা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রায়তের উপর জারী করিবার নিমিত্ত এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে আদালত বা কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কার্য্যকারক অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ রায়তের উপর তাহা জারী করাইবেন; এবং তাহা ঐ রূপে জারী করা গেলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রায়তের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র জারী করা যায়, সেই রায়ত যদি তাহা সম্পাদন করে, এবং যে আফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আফিসে দাখিল করে, তবে পরবর্ত্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র ফলবৎ হইবে।

(৪) কোন রায়ত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে উহা ঐ রূপে দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্য্যকারক উহা উক্ত রূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিস নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রায়ত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, সে এই ধারার কার্য্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট যে নিয়মপত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে, এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ যোতের যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, আদালত তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৭) ঐ রূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচ বৎসর কাল ঐ খাজানা দিয়া আপন যোত দখল করিয়া থাকিতে স্বত্ববান্ থাকিবে, কিন্তু উক্তকাল গত হইলে, যদি সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে পূর্ব্বধারার লিখিত নিয়মানুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) ঐরূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(৯) যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত রায়তেরা গড়ে যে খাজানা দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু সাবেক খাজানার উপর টাকায় আট আনার অধিক বৃদ্ধি দিবেন না।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে, যে কৃষি বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি উহা ফলবৎ হইবে।

"দখল দেওয়া" শব্দের অর্থ।

৬১ ধারা। কোন রায়তের দখলে ভূমি থাকিলে, ঐ দখল চলিবার নিমিত্ত পাট্টা লিখিয়া দেওয়া গেলে, যদিও তাহাকে দখল দেওয়া গেল, পাট্টায় এই মর্ম্মের কথা লেখা থাকে, তথাপি এই

অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে ঐ পাট্টাক্রমে তাহাকে দখল দেওয়া গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

৭ম অধ্যায়।

কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

কোর্ফা রায়তের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা।

৬২ ধারা। মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া যে কোন কোর্ফা রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূম্যধিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টরী করা পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্ফা রায়তের দেয় খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার।

কোর্ফা রায়তদিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

৬৩ ধারা। কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্যূন ছয়মাস থাকিতে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কোন কোর্ফা রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত নোটিস জারী করা না গেলে পর, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

খাজানা অবধারিত থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।

৬৪ ধারা। (১) কোন তালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, যোতের পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এই হেতু বিনা ঐ খাজানা বা খাজানার হার বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

(২) কোন তালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা যাহা বিশবৎসর পরিবর্ত্তিত হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এই আইনমত কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ইহার প্রমাণ হইলে, যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি ঐ খাজানায় বা খাজানার হারে তাঁহারা উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ থাকে যে, স্থানবিশেষে অবধারিত খাজানায় বা অবধারিত খাজানার হারে প্রজাস্বত্ব বা কোন শ্রেণীর প্রজাস্বত্ব থাকিলে, তাহা উক্ত আইনের দ্বারা বা তৎক্রমে নির্দ্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্ব্বে রেজিষ্টরী করিতে হইবে, তবে ঐ স্থানে যে কোন প্রজাস্বত্ব বা স্থলবিশেষে উক্ত শ্রেণীর যে কোন প্রজাস্বত্ব রেজিষ্টরী করা হয় নাই, তৎসম্বন্ধে ঐ তারিখের পর পূর্ব্বোক্ত অনুমান খাটিবে না।

(৩) কোন রায়ত ভূমির উৎপন্নের অবধারিত অংশ বা অবধারিত অংশের মূল্য খাজানাস্বরূপ দিয়া থাকিলে, যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বৎসর বৎসর বিভিন্ন হইয়াছে বলিয়া কিম্বা রায়ত ও ভূম্যধিকারী উভয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত খাজানার পরিবর্ত্তে অবধারিত টাকা খাজানাস্বরূপ ধার্য্য করা গিয়াছে বলিয়া কেবল এই কারণে ঐ খাজানা বা খাজানার হার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(৪) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে কোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক করা গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত মিশাইয়া এক যোত করা গেলে, রায়তের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার কার্য্য হইবার কোন বিঘ্ন হইবে না।

(৫) কএক বৎসর মিয়াদে ভূমি ভোগ হইলে কিম্বা ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামতে প্রজাস্বত্ব শেষ হইতে পারিলে, এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না।

খাজানার পরিমাণ ও ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে অনুমানের কথা।

৬৫ ধারা। কোনপ্রকার খাজানার পরিমাণসম্বন্ধে কিম্বা কোন কৃষি বৎসরে সে যেং নিয়মে ভূমিভোগ করে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষি বৎসরে যে খাজানা দিয়া যেং নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিয়াছে, বিপরীত দর্শান না গেলে, সেই খাজানা দিয়া সেইং নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিবে, এইরূপ অনুমান হইবে।

পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইলে খাজানার পরিবর্ত্তনের কথা।

পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইলে খাজানার পরিবর্ত্তনের কথা।

৬৬ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রজা

(ক) পূর্ব্বে যৎপরিমাণ ভূমির জন্য খাজানা দিয়াছেন, মাপ করিয়া তদধিক যত ভূমি থাকা প্রমাণ হয়, তত ভূমিরজন্য তাঁহার অতিরিক্ত খাজানা দিতে হইবে, এবং

(খ) শিকস্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে যোতের পরিমাণ কম হইলে, উক্ত প্রজা খাজানা কমাইতে স্বত্ববান হইবেন; কিন্তু যদি প্রমাণ হয়, যে নষ্ট ভূমি পৈবস্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে তাঁহার যোতে যোজিত হইয়াছিল, এবং ঐরূপ যোগ হওয়াতে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় নাই, তবে এই বিধি খাটিবে না।

(২) খাজানায় যে টাকা যোগ করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই শ্রেণীর প্রজাদের যে হারে খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি এবং তালুকদারের বেলা তিনি আপনার তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্ববান্ তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৩) যোতের মোট বার্ষিক মূল্যের যত হ্রাস ঘটে, তাহা পূর্ব্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়, খাজানার যত টাকা কমাইতে হইবে, তাহা পূর্ব্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে, কিম্বা নষ্ট ভূমির বার্ষিক মূল্যের সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরিমাণ হ্রাস হয়, তাহা যোতের পূর্ব্ব পরিমাণের যে অংশ খাজানার যত টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে।

খাজানা দিবার কথা।

খাজানার কিস্তির কথা।

৬৭ ধারা। (১) তালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে যেরূপ নিয়ম থাকে, তদ্রূপ কিস্তিক্রমে তদ্রূপ তারিখে তালুকদারের দেয় মুদ্রারূপ খাজানা দেওয়া যাইবে; নিয়ম না থাকিলে, দেশাচারমত কিস্তিক্রমে ও তারিখে দেওয়া যাইবে; এবং নিয়ম কিম্বা দেশাচার না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্থে কোন স্থানের নিমিত্ত যে২ কিস্তি ও তারিখ নির্দ্দিষ্ট করেন, সেই২ কিস্তিক্রমে সেই২ তারিখে দেওয়া যাইবে।

(২) কোন রায়তের বা কোর্ফা রায়তের যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে২ কিস্তি ও তারিখ নির্দ্দেশ করেন, বার্ষিক খাজানার তদ্রূপ অংশতুল্য কিস্তিক্রমে ও বৎসরে চারির অনধিক সেই২ তারিখে সেই খাজানা নিয়মক্রমে কিম্বা নিয়ম না থাকিলে দেশাচারক্রমে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই বিধির নিয়মাধীনে দেওয়া যাইবে।

(৩) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রচলিত দেশাচার, ফসলের সময় এবং ভূমির রাজস্ব দিতে হইবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৪) এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা যে কৃষি বৎসরে ফলবৎ হইবে সেই কৃষি বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অন্যূন তিন মাস থাকিতে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে।

খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা।

৬৮ ধারা। (১) প্রত্যেক কিস্তি যে তারিখে দেয় হয়, সেই তারিখের সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে প্রজা ঐ কিস্তির টাকা দিবেন।

(২) এই আইনমতে যে২ স্থলে প্রজা আপন খাজানা আমানত করিতে পারে, সেই২ স্থল ছাড়া ভূম্যধিকারীর গ্রাম্য কাছারীতে কিম্বা তদর্থে ভূম্যধিকারী অন্য যে সুবিধামত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রজাকে পোষ্টাল মণিঅর্ডর ক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৩) খাজানার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দেয় হয়, সেই সময়ে বা তৎপূর্ব্বে যথাবিধি দেওয়া না গেলে, তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে।

টাকা যেরূপে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা।

৬৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে কিম্বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে ঐ টাকা জমা দিতে হইবে।

(২) প্রজা ঐরূপ কোন নির্দ্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা জমা দিতে পারিবেন।

কবজ ও হিসাবের কথা।

ভূম্যধিকারীকে টাকা দিলে প্রজার কবজ পাইবার স্বত্বের কথা।

৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীকে খাজানার হিসাবে টাকা দিলে যত টাকা দেন, উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত তত টাকার লিখিতকবজ উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে তৎক্ষণাৎ পাইতে তাঁহার স্বত্ব আছে।

(২) ভূম্যধিকারী উক্ত কবজের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

(৩) এই আইনের ৩য় তফসীলে কবজের যে পাঠ দেওয়া গেল, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে যে২ বিশেষ কথা লিখিত থাকে, কবজে ও অনুলিপিতে সেই২ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

(৪) যে প্রত্যেক কবজে সারতঃ এই ধারার আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে, বিপরীত দর্শান না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পর্য্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া অনুমান হইবে।

বৎসরের শেষে প্রজার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি বা হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারের কথা।

৭১ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত প্রজার যত খাজানা দিতে হইবে, তৎসমস্ত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভূম্যধিকারী স্বীকার করিলে, ঐ বৎসর অবসান হইবার তিন মাসের মধ্যে প্রত্যেক প্রজা বিনা খরচে আপন ভূম্যধিকারীর স্থানে উক্ত ভূম্যধিকারির স্বাক্ষরিত পূর্ণনিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কবজ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) ভূম্যধিকারী ঐ কথা স্বীকার না করিলে, প্রজা চারিআনা ফী দিলে ঐ বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে এই আইনের তৃতীয় তফসীলের পাঠে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে যে২ বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎসম্বলিত হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাতেও ঐরূপ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অনুলিপি না রাখিলে দণ্ডের কথা।

৭২ ধারা। (১) প্রজা কোন খাজানা দিলে, যদি ভূম্যধিকারী তাঁহাকে ৭০ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা সম্বলিত কবজ দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা খাজানা দিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদালত যাহা উচিত বোধ করেন সেইরূপ দণ্ডের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) যদি ভূম্যধিকারী প্রজার দাওয়ামতে ৭১ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন বৎসরের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্ররূপ কবজ বা হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে বৎসরের কবজ বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বৎসর প্রজা ভূম্যধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদালত যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত দণ্ডের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রজা পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী উক্ত কোন ধারার আদেশমত কবজের বা বিবরণপত্রের অনুলিপি বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাঁহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খাজানা আমানত করিবার কথা।

৭৩ ধারা। (১) নিম্ন লিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

রাজকীয় কার্য্যালয়ে খাজানা আমানত করিবার দরখাস্তের কথা।

(ক) যে স্থলে প্রজা খাজানার নিমিত্ত টাকা দিবার প্রস্তাব করেন এবং ভূম্যধিকারী তাহা লইতে বা তজ্জন্য কবজ দিতে অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজা এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার খাজানা যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি বিবাদ বা বিদ্বেষ বশতঃ তাহা লইতে বা তন্নিমিত্ত কবজ দিতে ইচ্ছুক হইবেন না;

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সহাংশীদারদিগকে সংসৃষ্টভাবে দিতে হয়, এবং প্রজা তন্নিমিত্ত সহাংশীদারদের সংসৃষ্ট কবজ পাইতে না পারেন, এবং কোন ব্যক্তি তাঁহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া থাকেন; কিম্বা

(ঘ) যে স্থলে কোন্ ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার স্বত্বাধিকারী এবিষয়ে প্রজার প্রকৃত সন্দেহ থাকে; সেই স্থলে

যোত যে স্থানের মধ্যে থাকে, সেই স্থানের নিমিত্ত এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে কর্ম্মচারিকে নিযুক্ত করেন, প্রজা তৎকালীন পাওনা সমুদয় টাকা তাঁহার আফিসে আমানত করিবার অনুমতি পাইবার নিমিত্ত লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে হেতুতে দরখাস্ত করা যায়, ঐ দরখাস্তে তাহার বর্ণনা থাকিবে এবং (ঘ) স্থলে যে ব্যক্তিকে শেষবার খাজানা দেওয়া হয়, তাঁহার নাম, ও এক্ষণে যে বা যে২ ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন, তাঁহার বা তাঁহাদের নাম দিতে হইবে। তাহাতে প্রজা স্বাক্ষর করিবেন, অথবা মোকদ্দমার বৃত্তান্ত তিনি স্বয়ং না জানিলে, যিনি জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ বিধিক্রমে আট আনার অনধিক যে ফী দিবার আজ্ঞা করেন, সেই ফী তৎসঙ্গে পাঠাইতে হইবে।

৭৪ ধারা। (১) যে কর্ম্মচারির নিকট পূর্ব্ব ধারামত দরখাস্ত করা যায় যদি তাঁহার বোধ হয় যে দরখাস্তকারী উক্ত ধারামতে খাজানা আমানত করিবার অধিকারী, তবে খাজানা লইয়া তন্নিমিত্ত আপন সরকারী মোহরযুক্ত রসীদ দিবেন।

যে খাজানা আমানত করা যায় রাজকীয় কর্ম্মচারী তাহার রসীদ দিলে ঐ রসীদ নিজ নিষ্কৃতিপত্র হইবার কথা।

(২) উক্ত কর্ম্মচারী উচিত বোধ করিলে, খাজানা লইবার পূর্ব্বে, পূর্ব্বধারার আদেশমত দরখাস্তে যে ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা প্রজার দেয় যে খাজানা পূর্ব্বোক্তরূপে আমানত করা যায় তৎসম্বন্ধে নিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কার্য্যকর হইবে। উক্ত খাজানা

পূর্ব্ব ধারার (ক) প্রকরণের স্থল হইলে যে ব্যক্তির নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা যায় সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যাঁহাকে খাজানা দিতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে নাম লেখা থাকে সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে সংসৃষ্টভাবে সহাংশীদারেরা, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে তাহা পাইবার স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি,

গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হইত, সেই প্রকারে উক্ত রসীদ কার্য্যকর হইবে।

৭৫ ধারা। (১) যে কর্ম্মচারী আমানত লন তিনি তাহা প্রাপ্ত হইবার নোটিস আপন আফিসের কোন সুপ্রকাশ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া দিবেন। ঐ নোটিসে সমুদয় প্রয়োজনীয় বৃত্তান্তের বর্ণনা থাকিবে।

আমানত পাইবার নোটিসের কথা।

(২) পূর্ব্বোক্তমতে যে তারিখে নোটিস লাগাইয়া দেওয়া যায় সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে পরবর্ত্তী ধারামতে আমানতের টাকা কাহাকেও দেওয়া না গেলে, যে প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ টাকা পাইবার দাওয়া বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত কর্ম্মচারী বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিনা খরচায় আমানত পাইবার নোটিস জারী করাইবেন।

৭৬ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্ম্মচারির বিবেচনায় আমানতের টাকা পাইবার অধিকারী বলিয়া বোধ হয়, তিনি তাহাকে ঐ টাকা দিতে পারিবেন অথবা উচিত বোধ করিলে যে ব্যক্তির ঐরূপ অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ঐ টাকা রাখিতে পারিবেন।

আমানতী টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে, পোষ্টাল মনিঅর্ডর করিয়া ঐ টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে কোন আমানত করা যায় সেই তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বে এই ধারামতে কোন টাকা দেওয়া না গেলে, যদি আমানতকারী প্রার্থনা করেন ও যে কর্ম্মচারির নিকট খাজানা আমানত করা যায় তাঁহার দত্ত রসীদ ফিরাইয়া দেন, তবে দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবের আজ্ঞা না থাকিলে আমানতী টাকা আমানতকারীকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব্ব কএক ধারামতে আমানত গ্রহণকারী কোন কর্ম্মচারী যাহা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের

বিরুদ্ধে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করা যাইবে না ; কিন্তু এই ধারামতে ঐরূপ কোন আমানতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় ঐ টাকা পাইবার স্বত্বাধিকারী কোন ব্যক্তির তাঁহার স্থানে ঐ টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন কথাক্রমে হইবে না।

বাকী খাজানার কথা।

খাজানা হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রথম দায় হইবার কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের খাজানা উহার প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

(২) ভূম্যধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি টাকার ডিক্রী পাইয়া ঐ ডিক্রী জারিক্রমে প্রজার স্বত্ব, অধিকার ও স্বার্থ নীলাম করিলে, উক্ত প্রজার স্থানে ভূম্যধিকারির যে খাজানা পাওনা থাকে, উক্ত নীলামের উৎপন্ন টাকা হইতে ভূম্যধিকারী প্রথমে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু (১) প্রকরণমতে ভূম্যধিকারীর যে দাবী থাকে, এই স্বত্বক্রমে তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

যে যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করিবার কথা।

৭৮ ধারা। (১) যে কোন যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যেখানে বাঙ্গালা সন চলিত থাকে সেখানে ঐ সনের শেষে, কিম্বা যে খানে ফসলী বা আমলী সন চলিত থাকে সেখানে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ভূম্যধিকারী উক্ত বাকী খাজানা আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বা না থাকুন এবং কোন চুক্তির শর্ত্তক্রমে উক্ত প্রজাকে বাকী খাজানা নিমিত্ত উচ্ছেদ করিতে স্বত্ববান হউন বা না হউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় বাদির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে তাহাতে বাকী খাজানার টাকা ও তদুপরি সুদ পাওনা হইলে ঐ সুদ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিম্বা পঞ্চদশ দিনে আদালত বন্ধ থাকিলে আদালত যে দিনে পুনর্ব্বার খোলে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচা আদালতে দেওয়া গেলে, ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

বাকী খাজানার সুদের কথা।

৭৯ ধারা। বাকী খাজানার সুদের হার ধার্য্য করিবার সময়ে আদালত প্রচলিত প্রথার প্রতি ও পক্ষদের মধ্যে কোন নিয়ম হইয়া থাকিলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; কিন্তু যে কৃষি বৎসরে বাকী পড়ে, সেই বৎসরের অবসানাবধি মোকদ্দমা উপস্থিত করণ পর্য্যন্ত সামান্যতঃ বৎসর শতকরা বার টাকা হারে সুদের ডিক্রী দিবেন।

যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা খাজানা না দেওয়া গেলে কিম্বা অন্যায়রূপে প্রতিবাদির নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে, হানিপূরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৮০ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আনীত কোন মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে প্রতিবাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা তাহার দেয় খাজানা দিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিয়াছে, তবে খাজানা ও খরচা বলিয়া যত টাকা ডিক্রী হয় তদতিরিক্ত আদালত যত টাকা খাজানার ডিক্রী হয় তাহার শতকরা ২৫ টাকার অনধিক যত হানিপূরণ উপযুক্ত বোধ করেন বাদির তত হানিপূরণের টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে হানিপূরণের আজ্ঞা হইলে, সুদের ডিক্রী হইবে না।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আনীত কোন মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে বাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, তবে বাদী যে মোট টাকার দাওয়া করে তাহার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা হানিপূরণস্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ফসলী বা ভাওলীখাজানার কথা।

ফসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত আজ্ঞার কথা।

৮১ ধারা। যে স্থলে উৎপন্ন বিভাগ বা যাচাই করিয়া খাজানা লওয়া যায়,

(ক) সেই স্থলে যাচাই বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত সময়ে যদি ভূম্যধিকারী বা প্রজা স্বয়ং বা কর্ম্মকারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উপেক্ষা করেন,

(খ) কিম্বা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বা মূল্য বা বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,

তবে কালেক্টর কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং কালেক্টর খরচ বলিয়া যত টাকা দিবার আজ্ঞা করেন উক্ত পক্ষ সেই টাকা আমানত করিলে, ঐ ফসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত যে কর্ম্মচারিকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মতে ঐরূপ আজ্ঞা করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব ঐরূপ প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করিলে, যাবৎ যাচাই বা বিভাগ না হয়, তাবৎ আজ্ঞাদ্বারা ফসল স্থানান্তর করা নিষেধ করিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা গেলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮২ ধারা। (১) কালেক্টর পূর্ব্ব ধারামতে কোন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিলে, আপন বিবেচনামতে উক্ত কর্ম্মচারীর প্রতি এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে তিনি অন্য কোন ব্যক্তিদিগকে আসেসরস্বরূপ আপনার সহিত লন এবং আসেসর লওয়া গেলে উক্ত আসেসরদের সংখ্যা, যোগ্যতা ও নির্ব্বাচন প্রণালীসম্বন্ধে এবং যাচাই বা বিভাগ করণ কালে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন

করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে আদেশ দিতে পারিবেন; এবং উক্ত কর্ম্মচারী সেই আদেশ অনুসারে কার্য্য করিবেন।

(২) উক্ত কর্ম্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিবার পূর্ব্বে যে সময়ে ও স্থানে যাচাই বা বিভাগ করা যাইবে তাহার নোটিস ভূম্যধিকারীকে ও প্রজাকে দিবেন, কিন্তু ভূম্যধিকারী বা প্রজা নিজে বা কর্ম্মকারকদ্বারা উপস্থিত না হইলে, তিনি এক তরফা কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(৩) উক্ত কর্ম্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিলে, আপন কার্য্যানুষ্ঠানের রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট পাঠাইবেন।

(৪) কালেক্টর উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং উভয় পক্ষকে তাহাদের কথা শুনিবার সুযোগ দিয়া কোন তদন্ত আবশ্যক বোধ করিলে সেই তদন্তের পর উক্ত রিপোর্টের উপর যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিবেন।

(৫) কালেক্টর উচিত বোধ করিলে, পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্তরূপ নিয়ম সাপেক্ষ থাকিয়া, তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে।

(৬) উক্ত কর্ম্মচারী যাচাই অর্থাৎ দানাবন্দী করিলে, দানাবন্দী বা যাচাইর কাগজপত্র জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে রক্ষিত হইবে।

শস্যের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

৮৩ ধারা। (১) উৎপন্ন ফসল যাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, সমস্ত ফসল দখলেরাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(২) উৎপন্ন ফসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, যাবৎ উহা বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় স্থলেই ভূম্যধিকারির পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষিকার্য্যের নিয়মিত কালে ফসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে ফসলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি প্রজা ফসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শস্যসংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শস্য সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে যত যাচাই হয়, ফসল তত হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারির পরিবর্ত্তনহইলে খাজানার দায়ের কথা।

হস্তান্তরের নোটিস না পাইয়া পূর্ব্ব ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দেওয়া যায়, তজ্জন্য ভূম্যধিকারির স্বার্থগ্রহীতার নিকট প্রজার দায়ী না হইবার কথা।

৮৪ ধারা। (১) কোন প্রজার ভূম্যধিকারির স্বার্থ হস্তান্তর করা গেলে, হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা পাওনা হয়, তাহা যে ভূম্যধিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, সেই ভূম্যধিকারীকে দেওয়া গেলে, যদি হস্তান্তরক্রমেগ্রহীতা প্রজাকে হস্তান্তর হইবার নোটিস না দিয়া থাকেন, তবে ঐ প্রজা উক্ত খাজানার নিমিত্ত হস্তান্তরক্রমেগ্রহীতার নিকট দায়ী হইবে না।

(২) যে ভূম্যধিকারির স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, তাঁহাকে একাধিক প্রজা খাজানা দিলে, যদি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রজাদের নিকট এক সাধারণ নোটিস প্রচার করেন, তাহা এই ধারার কার্য্যপক্ষে উপযুক্ত নোটিস হইবে।

আইনবিরুদ্ধ কর প্রভৃতির কথা।

আবওয়াব প্রভৃতি আইন বিরুদ্ধ হইবার কথা।

৮৫ ধারা। প্রকৃত খাজানার অতিরিক্ত আবওয়াব, মাথট কিম্বা তদ্রূপ অন্য নাম দিয়া প্রজাদের উপর যে কোন কর ধার্য্য করা যায়, তাহা আইনবিরুদ্ধ হইবে, এবং ঐরূপ কর দিবার সমুদয় শর্ত্ত ও নিয়ম অসিদ্ধ হইবে।

দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রজার স্থানে ভূম্যধিকারী অন্যায় করিয়া লইলে দণ্ডের কথা।

৮৬ ধারা। প্রচলিত কোন বিশেষ আইনক্রমে না হইলে, আইনমতে যে খাজানা দেয়, তদতিরিক্ত প্রজার স্থানে কোন টাকা বা তাহার ভূমির উৎপন্নের কোন অংশ ভূম্যধিকারী অন্যায় করিয়া গ্রহণ করিলে, উক্ত প্রজা ঐ রূপ গ্রহণ করিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে ঐরূপে গৃহীত টাকার বা উৎপন্নের মূল্যের অতিরিক্ত পাঁচ শত টাকার অনধিক আদালত দণ্ডস্বরূপ যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত টাকা, কিম্বা যাহা ঐরূপে অন্যায় করিয়া লওয়া যায়, তাহার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণ পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে, সেই পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক টাকা ভূম্যধিকারির নিকট পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

"উৎকর্ষ সাধন" শব্দের অর্থ।

৮৭ ধারা। (১) এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন রায়তের যোতের সম্বন্ধে "উৎকর্ষসাধন" শব্দ ব্যবহৃত হইলে যে কোন কার্য্য দ্বারা যোতের জমাই মূল্য বৃদ্ধি হয়, যাহা উক্ত যোতের উপযোগী এবং উহা যে উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যসম্মত, এবং যাহা যোতের উপর করা না গেলেও সাক্ষাৎসম্বন্ধে উহার উপকারার্থ করা যায়, কিম্বা করিবার পর সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ যোতের উপকারজনক করা যায়, সেই কার্য্য বুঝাইবে।

(২) বিপরীত দর্শান না গেলে, নিম্নলিখিত কার্য্য গুলি এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী উৎকর্ষ সাধন বলিয়া অনুমান হইবে,—

(ক) কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত কিম্বা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত মনুষ্যের ও গবাদির ব্যবহার নিমিত্ত জলসঞ্চয়, যোগান বা বিতরণ করণার্থ কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন;

(খ) জলসেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্য্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কিম্বা যে পতিত ভূমি আবাদ করা যাইতে পারে, তাহার জলনিঃসরণ কিম্বা নদী বা অন্য জল হইতে উদ্ধার করণ, কিম্বা জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করণ, কিম্বা জলজনিত ক্ষয় বা অন্য হানি নিবারণ;

(ঘ) কৃষিকার্য্যার্থ ভূমির আবাদ বা পরিষ্কার করণ কিম্বা তাহা ঘেরা বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন;

(ঙ) পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্য নূতন করিয়া বা পুনঃসংস্কার করা, অথবা তাহার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করা;

(চ) আবশ্যক বাহিরের ঘর সমেত রায়ত ও তদীয় পরিবারের উপযোগী বাসগৃহ নির্ম্মাণ।

(৩) কিন্তু রায়ত কোন যোতে যে কার্য্য করেন, তদ্দ্বারা স্বীয় ভূম্যধিকারীর মহালের বা তালুকের মূল্য বিশেষরূপে কমাইয়া পড়িলে, ঐ কার্য্য এই আইনের অভিপ্রায়মত উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

অবধারিত হারে ভূমিভোগ করা গেলে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৮৮ ধারা। রায়ত অবধারিত খাজানায় কিম্বা অবধারিত খাজানার হারে ভূমিভোগ করিলে, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহার যোতের সম্বন্ধে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে তাহাকে ভূম্যধিকারীস্বরূপ বাধা দিতে পারিবেন না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৮৯ ধারা। (১) কোন রায়তের যোতে তাহার দখলীস্বত্ব থাকিলে, রায়ত বা ভূম্যধিকারী যদি উৎকর্ষসাধন করিতে সম্মত আছেন, এই হেতু বিনা রায়ত বা ভূম্যধিকারীস্বরূপ উক্ত যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে অপর পক্ষকে বাধা দিতে পারিবেন না।

(২) যদি রায়ত ও ভূম্যধিকারী উভয়েই একই উৎকর্ষসাধন করিতে চাহেন, তবে উক্ত ভূম্যধিকারীর অধীন অন্য এক বা অধিক যোত তদ্দ্বারা স্পষ্ট না হইলে, রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্র স্বত্ব থাকিবে।

(৩) রায়ত ও তাহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে

(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বসম্বন্ধে, কিম্বা

(খ) কোন বিশেষকার্য্য উৎকর্ষসাধন কিনা, এতৎসম্বন্ধে বিবাদ উত্থিত হইলে,

কালেক্টর সাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

দখলীস্বত্বশূন্য যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৯০ ধারা। (১) দখলীস্বত্বশূন্য কোন রায়ত আপনার ও স্বীয় পরিবারের নিমিত্ত আবশ্যক বাহিরের ঘর সমেত উপযুক্ত বাসগৃহ প্রস্তুত করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্তমতে কিম্বা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে না হইলে আপনার যোতসম্বন্ধে স্বীয় ভূম্যধিকারীর অনুমতি না লইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন না।

(২) স্বীয় ভূম্যধিকারীর অনুমতির প্রয়োজন না থাকিলে, যে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত আপন যোত সম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করিতে পারিতেন, তিনি উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশ করিয়া তাঁহাকে অনুরোধপত্র দিতে বা দেওয়াইতে পারিবেন, এবং ভূম্যধিকারী ঐ অনুরোধ পালন করিতে অক্ষম হইলে, বা উপেক্ষা করিলে, আপনি ঐ উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৯১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী আইনমতে যে উৎকর্ষসাধন করেন, কিম্বা যাহা আইনমতে তাঁহার খরচে করা যায়, কিম্বা যাহা করিতে তিনি প্রজাকে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া রেজিষ্টরী করাইতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যেরূপ আদেশ করেন, প্রার্থনাপত্র সেইরূপ পাঠে লিখিতে হইবে, ও তাহাতে সেইরূপ সন্ধান থাকিবে, ও সেই প্রকারে স্থানীয় তদন্তের দ্বারা বা অন্যোপায়ে তাহার সত্যতা নির্ণয় করা যাইবে।

(৩) যে কর্ম্মচারী প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হন, তিনি,

(ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে উৎকর্ষসাধন হইলে, এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি,

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকর্ষসাধন হইলে, উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবার তারিখ অবধি,

১২ বার মাসের মধ্যে প্রার্থনা করা না গেলে, তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রার্থনার কথা।

৯২ ধারা। (১) কোন যোতের ভূম্যধিকারী বা প্রজা তৎসম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যদি তিনি এরূপ বিবেচনা না করেন যে, ঐ প্রার্থনা করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা এরূপ দেখা না যায় যে, ঐ বিষয় কোন দেওয়ানী আদালতে তদন্তাধীনে রহিয়াছে, তবে উক্ত কর্ম্মচারী উভয় পক্ষের সমক্ষে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এই ধারামতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা গেলে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কিম্বা তাঁহাদের অধীন দাবীদার ব্যক্তিদের মধ্যে পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য হয়, তাহাতে ঐ লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

৯৩ ধারা। (১) যে কোন রায়তকে তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, সেই রায়ত বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারী এই আইন অনুসারে যে সকল উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য পূর্ব্বে ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হইয়া থাকিলে, উক্ত রায়ত ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন আদালত কোন রায়তকে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা করিলে, যদি এই ধারামতে উক্ত রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দেয় হয়, তবে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা নিরূপণ করিবেন, এবং রায়তের ঐ টাকা পাইবার নিয়মাধীনে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা করিবেন।

(৩) যেস্থলে কোন বিশেষ সুবিধা পাইবেন বলিয়া রায়ত ক্ষতিপূরণ বিনা উৎকর্ষসাধন করিতে চুক্তি করিয়া, বা পাট্টা লইয়া তদনুসারে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন এবং উক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই স্থলে এই ধারামতে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার দাওয়া করা যাইতে পারিবে না।

(৪) ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৫) কোন উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই ধারামতে যে হানিপূরণের আজ্ঞা করিতে হইবে, সেই হানিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়ার্থ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যত জন আসেসর উপযুক্ত বোধ করেন, তত জন আসেসর আপন সঙ্গে লইবার নিমিত্ত আদালতের প্রতি আজ্ঞা করিয়া এবং আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্ব্বাচনপ্রণালী স্থির করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

যে বিধিক্রমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার কথা।

৯৪ ধারা। (১) উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত পূর্ব্ব ধারামতে যে ক্ষতিপূরণ দিবার আজ্ঞা করিতে হইবে, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে, এই২ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে,—

(ক) যোতের জমাই মূল্য বা উৎপন্ন বা উৎপন্নের মূল্য উৎকর্ষসাধন দ্বারা যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই পরিমাণের প্রতি;

(খ) উৎকর্ষসাধনের অবস্থার প্রতি ও তাহার ফল যত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তাহার প্রতি;

(গ) উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে যে পরিশ্রম ও মূলধন লাগে তৎপ্রতি;

(ঘ) ঐ উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে ভূম্যধিকারী কোনরূপে খাজানা হ্রাস বা ক্ষমা করিলে বা রায়তকে অন্য কোন সুবিধা করিয়া দিলে, তৎপ্রতি; এবং

(ঙ) ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যতকাল অবর্দ্ধিত খাজানায় উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন, সেই কালের প্রতি।

(২) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইলে, ভূম্যধিকারী ও রায়ত উচিত বোধ করিলে, এইরূপ সম্মতি দিতে পারিবেন যে সম্পূর্ণরূপে মুদ্রাযোগে প্রদত্ত না হইয়া, উহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অন্য কোনরূপে প্রদত্ত হইবে।

ইস্তফা ও পরিত্যাগ করিবার কথা।

ইস্তফা করিবার কথা।

৯৫ ধারা। (১) কোন রায়ত পাট্টা বা অন্য নিয়মপত্রক্রমে অবধারিত কালের নিমিত্ত বাধ্য না থাকিলে, কোন কৃষি বৎসরের শেষে আপন যোতের স্বত্ব ও স্বার্থ ইস্তফা করিতে পারিবে।

(২) কিন্তু ইস্তফা করিলেও যদি সে ইস্তফা করিবার অন্যূন তিন মাস থাকিতে ইস্তফা করিবার আপন অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস আপন ভূম্যধিকারীকে না দিয়া থাকে, তবে ইস্তফা করিবার তারিখের পরবর্ত্তি কৃষিবৎসরের নিমিত্ত ঐ রায়ত উক্ত যোতের খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(৩) নিম্নলিখিত স্থলে যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, উক্ত নোটিস ঐরূপে দেওয়া হয় নাই, এই ধারার কার্য্যপক্ষে আদালত এই অনুমান করিবেন অর্থাৎ,

(ক) যদি রায়ত ইস্তফা করিবার পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরে সেই ভূম্যধিকারীর স্থানে সেই গ্রামে নূতন যোত লয়;

(খ) যে কৃষি বৎসরের শেষে ইস্তফা করা হয়, সেই বৎসর শেষ হইবার অন্যূন তিন মাস থাকিতে যদি রায়ত ইস্তফা করা যোত যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামে আর বাস না করে;

(গ) যদি ইস্তফা করিবার পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের কোন সময়ে ভূম্যধিকারী নিজে অন্য কোন প্রজাকে ঐ যোত বা উহার কোন অংশ জমা করিয়া দেন কিম্বা চাষ করেন।

(৪) রায়ত উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোত বা তাহার কোন অংশ যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে থাকে, সেই আদালতের দ্বারা নোটিস জারী করাইতে পারিবেন।

(৫) কোন রায়ত আপন যোত ইস্তফা করিলে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া উহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

পরিত্যাগের কথা।

৯৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোটিস না দিয়া, ও খাজানা যেমন দেনা হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ত্যাগ করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তিদ্বারা আপন যোত আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে কৃষিবৎসরে ঐরূপ ত্যাগ করিয়া যায় ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর অতীত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিত্যক্ত জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা, দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত হইলে, ছয় মাস অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্ত্ত ন্যায্য বোধ করেন, সেই শর্ত্তে দখল ফিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যোতের অংশ করিবার কথা।

যোতের অংশ হস্তান্তরযোগ্য না হইবার কথা।

৯৭ ধারা। যে প্রজার যোত হস্তান্তরযোগ্য, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা আপনার যোতের অন্তর্গত ভূমির কিয়দংশমাত্র এরূপে হস্তান্তর বা উইল করিতে পারিবেন না, যাহাতে হস্তান্তর বা উইলক্রমে গ্রহীতা ঐ অংশ পৃথক যোতস্বরূপ উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট ভোগ করিতে পারেন।

উচ্ছেদের কথা।

ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে উচ্ছেদ না হইবার কথা।

৯৮ ধারা। ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে কোন প্রজাকে তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

ভূম্যধিকারির ভূমি মাপিবার স্বত্বের কথা।

৯৯ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী এই ধারার ও, কোন চুক্তি থাকিলে, তাহার বিধান মানিয়া স্বয়ং কিম্বা এতদর্থে তাঁহার স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন মহালের বা তালুকের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা মাপ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না। কেবল নিম্নলিখিত স্থলে এই নিয়ম খাটিবে না, যথা—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিকস্তী পৈবস্তী হেতুক বৎসর২ পরিবর্ত্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে বৎসর২ চাষের ভূমির পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া অন্য প্রকারে খরিদার হন, এবং খরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) উক্ত দশ বৎসর শেষ মাপের তারিখ অবধি গণনা করা যাইবে, এ মাপ এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বেই হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক।

প্রজা উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিবে, আদালতের এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১০০ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী পূর্ব্বধারামতে যে ভূমি মাপ করিতে পারেন তাহা মাপ করিতে চাহিলে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে দেওয়ানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে প্রজা উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির সীমা দেখাইয়া দিবে।

(২) যদি প্রজা উক্ত আজ্ঞামতে কার্য্য করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে যে সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রজার প্রতি আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আদেশমতে ভূমির সীমার ও মাপের যে মানচিত্র বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে, পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

মাপের কাটির কথা।

১০১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব কর্ম্মকারীর আজ্ঞাক্রমে ভূমির যে মাপ হয়, তাহা যে মাপে কষ্টিমত এক বিঘাতে ১৪,৪০০ বর্গ ফুট হয়, সেই গবর্ণমেণ্টের মাপ অনুসারে হইবে।

(২) উভয় পক্ষের স্বত্ব ভিন্ন কোন স্থানীয় মাপ অনুসারে নিয়মিত হইলে, গবর্ণমেণ্টের মাপ উক্ত মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে স্থানীয় মাপে পরিণত করা যাইবে।

(৩) কোন স্থানে যে বা যে২ মানদণ্ড ব্যবহৃত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট স্থানীয় তদন্ত লইবার পর তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে নির্দ্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে, শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষের কথা।

কেন সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ করিতে পারিবার কথা।

১০২ ধারা। কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারিগণ যদি তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে একমত না হন, এবং সেই কারণে

(ক) সাধারণের অসুবিধা কিম্বা

(খ) ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়,

তবে জিলার জজ সাহেব (ক) চিহ্নিত স্থলে কালেক্টরের এবং (খ) চিহ্নিত স্থলে ঐ মহালে বা তালুকে যাহার কোন স্বার্থ থাকে, এরূপ কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে কেন উক্ত সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন না, ইহার কারণ দর্শাইবার আদেশসূচক নোটিস তাঁহাদের সকলের উপর জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারী যে স্বার্থের দাওয়া করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ তাঁহার দখলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালের সহাধিকারী হইলে তাঁহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিস্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজিস্টরী করা না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

১০৩ ধারা। যদি পূর্ব্ব ধারামত নোটিস জারী হইবার পর এক মাসের মধ্যে উক্ত সহাধিকারিগণ পূর্ব্বোক্তরূপ কারণ দেখাইতে না পারেন, তবে জিলার জজ সাহেব তাঁহাদিগকে একজন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার আদেশসূচক আজ্ঞা দিতে পারিবেন; এবং ঐ আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে যে কোন সহাধিকারী উপস্থিত হন নাই, ঐ আজ্ঞার নকল তাঁহার উপর জারী করা যাইবে।

কারণ দর্শান না গেলে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করণার্থ তাঁহাদিগকে আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১০৪ ধারা। পূর্ব্ব ধারামত আজ্ঞা হইবার পর এক মাসের অন্যূন যে সময় জিলার জজ সাহেব এতদর্থে ধার্য্য করিয়া দেন, সেই সময়ের মধ্যে অথবা উক্ত ধারার আদেশমতে উক্ত আজ্ঞা জারী করা হইয়া থাকিলে, ঐরূপ জারী করিবার পর ঐরূপ সময়ের মধ্যে যদি সহাধিকারীগণ একজন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত না করেন, এবং জিলার জজ সাহেবের অবগতি নিমিত্ত ঐ নিয়োগের সম্বাদ না দেন, তবে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক বন্দোবস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, জিলার জজ সাহেবকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া না গেলে, তিনি

আজ্ঞা পালিত না হইলে কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) যে স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস উক্ত মহালের বা তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার লইতে সম্মত হন সেই স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস দ্বারা ঐ মহালের বা তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা করিবার আদেশ দিতে পারিবেন; কিম্বা

(খ) যে কোন স্থলে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১০৫ ধারা। কোন স্থানের অন্তর্গত যে সকল মহালের ও তালুকের নিমিত্ত পূর্ব্ব ধারার (খ) প্রকরণমতে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়, সেই সকল মহালের ও তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা করণার্থ উক্ত স্থানের নিমিত্ত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং কোন ব্যক্তিকে ঐরূপে নিযুক্ত করা গেলে, জিলার জজ সাহেব উক্ত প্রকরণমতে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু কোন মহালসম্বন্ধে যদি জজ সাহেব সহাধিকারিগণের এক জনকে কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন, তবে এই বিধি খাটিবে না।

পূর্ব্ব ধারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থলে কার্য্য করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

১০৬ ধারা। যে কোন স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস ১০৪ ধারামতে কোন মহালের বা তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করেন, সেই স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের যে সমস্ত বিধান স্থাবর সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্পর্কীয় হয়, সেই সমস্ত বিধান উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে খাটিবে।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে খাটিবার কথা।

১০৭ ধারা। (১) জিলার জজ সাহেব সময়ে সময়ে যেরূপ আদেশ করেন, ১০৪ ধারার (খ) প্রকরণমতে নিযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ পারিশ্রমিকস্বরূপ সেইরূপ অবধারিত বেতন কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষরূপে তিনি যে টাকা আদায় করেন সেই টাকার সেইরূপ শতকরা প্রাপ্ত হইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষের প্রতি যে বিধান খাটিবে তাহার কথা।

(২) জিলার জজ সাহেব যেরূপ জামিন দিবার আদেশ করেন, উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ যথাবিধি আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার সেইরূপ জামিন দিবেন।

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে, সহাধিকারীরা সংসৃষ্টভাবে যে সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিতেন তিনি জিলার জজ সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে কার্য্যাধ্যক্ষতা নিমিত্ত সেই সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন, এবং সহাধিকারীরা ঐরূপ কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন না।

(৪) তিনি জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞানুসারে লভ্য লইয়া কার্য্য করিবেন ও তাহা বণ্টন করিয়া দিবেন।

(৫) তিনি রীতিমত হিসাব রাখিবেন, এবং সহাধিকারীদিগকে বা তাঁহাদের কোন জনকে উক্ত হিসাব দেখিতে ও উহার নকল লইতে দিবেন।

(৬) উক্ত জিলার জজ সাহেব যে সময়ের ও যে পাঠের আজ্ঞা করেন, তিনি সেই সময়ে ও সেই পাঠে আপনার হিসাব পাস করিবেন।

(৭) ভূস্বামীরা ১১২ ধারামতে যে কোন প্রার্থনা করিতে পারিতেন, তিনি সেই প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(৮) জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।

১০৮ ধারা। কোন মহাল বা তালুক কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যাধ্যক্ষতাধীনে স্থাপন করা গেলে, কিম্বা ১০৪ ধারামতে অবিশ্রিত একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা গেলে, যদি জিলার জজ সাহেবের এইরূপ হৃদ্বোধ জন্মে, যে সাধারণের অসুবিধা বা ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি বিনা সহাধিকারিদের দ্বারা কার্য্যাধ্যক্ষতা চলিবে, তবে তিনি যে কোন সময়ে সহাধিকারিদিগকে উক্ত মহালের বা তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

সহাধিকারিগণকে কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার প্রত্যর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

১০৯ ধারা। হাই কোর্ট সময়ে সময়ে পূর্ব্বকথিত ধারামত কার্য্যাধ্যক্ষদের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

স্বত্বের লিপির কথা।

স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১১০ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন স্থলে মান্যসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এবং পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে ঐরূপ অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে সমস্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারি কর্ত্তৃক কোন স্থানের সমুদয় প্রজাদের বা কোন শ্রেণীর প্রজাদের স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করা যাইবে।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি পূর্ব্বে গ্রহণ না করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে ভূম্যধিকারী কিম্বা ভূম্যধিকারীদের, বা প্রজাদের অনেকাংশ লোকে উক্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করেন, এবং খরচ দিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশমত টাকা আমানত করেন, সেই স্থলে;

(খ) যে স্থলে ঐরূপ লিপি প্রস্তুত করিলে, সাধারণতঃ প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যে গুরুতর বিবাদ আছে, বা হইবার সম্ভাবনা, তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ হইতে পারে, সেই স্থলে; এবং

(গ) যে স্থলে গবর্ণমেণ্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস যাহার মালিক বা কার্য্যাধ্যক্ষ, এরূপ কোন মহালের বা তালুকের মধ্যে উক্ত স্থান অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই স্থলে।

(৩) এই ধারামত কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন রাজকীয় গেজেটে দেওয়া গেলে, তাহাই উক্ত আজ্ঞা যথাবিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

যেং বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তাহার কথা।

১১১ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞায় তাহা নির্দ্দেশ করা যাইবে, ও নিম্নলিখিত সমুদয় বা কতকগুলি তন্মধ্যে থাকিতে পারিবে, অর্থাৎ,—

(ক) প্রত্যেক প্রজার নাম;

(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি তালুকদার কি অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারি রায়ত কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত কি কোর্ফা রায়ত;

(গ) তিনি যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা;

(ঘ) তদীয় ভূম্যধিকারির নাম;

(ঙ) দেয় খাজানা;

(চ) চুক্তিক্রমে কি আদালতের আজ্ঞাক্রমে কি প্রকারান্তরে উক যে প্রকারে উক্ত খাজানা ধার্য্য হইয়া থাকে তাহা।

(ছ) খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে, যে সময়ে ও যে ক্রমে বৃদ্ধি হয় তাহা।

(জ) কোন বিশেষ নিয়মে প্রজা ভূমি ভোগ করিলে তাহা।

ভূস্বামীর বা তালুকদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর বিশেষকথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

১১২ ধারা। ভূস্বামী বা তালুকদার প্রার্থনা করিলে ও যত টাকা খরচ দিবার আদেশ হয় তাহা আমানত করিলে, এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধি মানিয়া ও তদনুসারে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কোন মহাল বা তালুক বা তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

লিপি প্রকাশ করিবার কথা।

১১৩ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ লিপি সম্পূর্ণ করিলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে প্রকারে ও যত কাল প্রকাশ করিবার আদেশ দেন, সেই প্রকারে ও ততকাল ঐ লিপির পাণ্ডুলেখ্য ঐ স্থানে প্রকাশ করাইবেন, এবং উক্ত কালমধ্যে ঐ লিপির কোন লেখা সম্বন্ধে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন

(২) উক্ত কাল অতীত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারী উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে স্থির করিয়া ফেলিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে প্রকারে প্রকাশ করিবার আদেশ করেন, সেই প্রকারে উহা ঐ স্থানে প্রকাশ করাইবেন, এবং উক্ত লিপি এই অধ্যায়মতে যথাবিধি প্রস্তুত করা গিয়াছে ঐরূপ প্রকাশকরণই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

লিপির লেখা সম্বন্ধে বিবাদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৪ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে রাজস্ব কর্ম্মচারী তাহাতে কোন কথা লিখিবার প্রস্তাব করিলে বা লিখিলে যদি তাহার শুদ্ধতাসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ বিবাদ শ্রবণ করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে মোকদ্দমার বিচার করিবার যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া উক্ত কার্য্যপক্ষে সেই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন, এবং তাঁহার নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

রাজস্ব কর্ম্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীলের কথা।

১১৫ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামত রাজস্ব কর্ম্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীল শুনিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বিশেষ জজ বলিয়া নিযুক্ত করিবেন।

(২) পূর্ব্ব ধারামত রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিষ্পত্তির উপর বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে; এবং আপীলসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে, তাহা উক্ত আপীলসম্বন্ধে যতদূর খাটিতে পারে খাটিবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থমতে বিশেষ জজ হাইকোর্টের অধীন আদালত হইলে যেরূপ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাধীনে তাঁহার নিষ্পত্তির উপর হাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে

ঐ লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ না থাকে তাহা অনুমানমত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবার কথা।

১১৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে লিপি প্রস্তুত করা যায় তাহাতে যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ আছে ও যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই, তাহা পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

(২) উক্ত লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই, তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

থাজানা ধার্য্য হইবার বিধি।

খাজানা ধার্য্য করণার্থে রাজস্ব কর্ম্মচারীদের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১১৭ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উচিত বোধ করিলে, পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে এইরূপ আদেশ সূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত সমুদয় প্রজার বা কোন শ্রেণীর প্রজার খাজানা, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থ সম্বন্ধে যে রাজস্ব কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের দ্বারা ধার্য্য হইবে।

কিন্তু ঐরূপ আজ্ঞা করা বাঞ্ছনীয়, স্থানীয় তদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এরূপ জ্ঞানোদয় না জন্মিলে, উক্ত গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ আজ্ঞা করিবেন না।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ,

(ক) যে কোন স্থলে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিতে এই অধ্যায়মতে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর প্রতি আদেশ করা যায়, এবং

(খ) যে স্থলে কোন স্থান সম্বন্ধে রাজস্ব ধার্য্য হইতেছে।

(৩) এই ধারামতে রাজকীয় গেজেটে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, উক্ত বিজ্ঞাপনই উক্ত আজ্ঞা যথাবিধি হইবার নিষ্কাস্ত প্রমাণ হইবে, এবং কোন আজ্ঞা ঐরূপে বিজ্ঞাপিত হইলে, তাহা যতকাল ঐরূপে বিজ্ঞাপিত আজ্ঞাক্রমে রহিত না হয়, ততকাল প্রবল থাকিবে।

(৪) কোন প্রজাদের সম্বন্ধে এই ধারামত আজ্ঞা প্রবল থাকিতে, কোন দেওয়ানী আদালত এই আইনমতে উক্ত প্রজাদের খাজানা বৃদ্ধি বা কম করিবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

খাজানা ধার্য্য করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৮ ধারা। (১) কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী এই অধ্যায়মতে খাজানা ধার্য্য করিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, ১১১ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দিলে সেই অন্য কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) ১ প্রকরণমত লিপিতে উক্ত কর্ম্মচারী কোন কথা লিখিয়া থাকিলে বা লিখিবার প্রস্তাব করিলে, তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে, পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে বিবাদ উত্থিত হইলে, ১১৪ ও ১১৫ ধারার বিধান খাটিবে।

(৩) যে তালুকের খাজানা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে সেই তালুক হইলে, কিম্বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যোত হইলে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে উক্ত কর্ম্মচারী তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন।

(৪) যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায় এই কার্য্যের নিমিত্ত তিনি বর্ত্তমান খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন, এবং খাজানা ধার্য্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ এই আইনে যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৫) ৩ ও ৪ প্রকরণমত সমুদয় আজ্ঞা ও কার্য্যে উক্ত কর্ম্মচারী এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধিমালা মত, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিবেন এবং ঐরূপ প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাঁহার নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৬) ঐরূপ প্রত্যেক নিষ্পত্তির উপর ১১৫ ধারামতে নিযুক্ত বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে। তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু তাহা এই নিয়মের অধীন থাকিবে যে, এই ধারার (২) প্রকরণমত দ্বিতীয় আপীলে যদি হাই কোর্ট, যে সকল বিশেষ কথা ধরিয়া কোন যোতের খাজানা ধার্য্য হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন কথা সম্বন্ধে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট ঐ যোতের নিমিত্ত নূতন খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ধার্য্য করিবার সময়ে একই জমাবন্দীর মধ্যে সেই শ্রেণীর অন্যান্য যোতের যেরূপ খাজানা এই ধারামতে নির্ণীত বা ধার্য্য হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া চলিবেন।

(৭) রাজস্ব কর্ম্মচারী যে সকল বিশেষ কথা লিখিতে ও যে খাজানা ধার্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন, সেই সকল বিশেষ কথা ও খাজানা লিখিলে ও ধার্য্য করিলে তিনি এক বা একাধিক জমাবন্দীর পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিবেন। তিনি যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করেন ও খাজানা ধার্য্য করিলে যত টাকা খাজানা ধার্য্য করেন তাহা উক্ত জমাবন্দীতে দেখাইতে হইবে।

(৮) জমাবন্দী ১১৩ ধারার মর্ম্মমত স্বায়ী লিপি হইলে, ১১৩ ধারা তৎসম্বন্ধে যেরূপ খাটিত, এই ধারামত প্রত্যেক জমাবন্দী সম্বন্ধেও সেইরূপ খাটিবে এবং এই ধারার (১) প্রকরণমত কোন জমাবন্দীতে যে সকল কথা লেখা যায় তৎসম্বন্ধে ১১৬ ধারা খাটিবে।

যে সময়ে খাজানার পরিবর্ত্তন বলবৎ হইবে তাহার কথা।

১১৯ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে কোন খাজানা পরিবর্ত্তন করা গেলে, জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পরবর্ত্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভ অবধি ঐ পরিবর্ত্তন বলবৎ হইবে।

ধার্য্যকরা খাজানা যতকাল অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, তাহার কথা।

১২০ ধারা। ১১৮ ধারার (৩) প্রকরণমতে কোন যোতের খাজানার টাকা ধার্য্য করাইবার নিমিত্ত কোন ভূম্যধিকারীর প্রার্থনা করিবার স্বত্ব থাকিলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন কিম্বা যোতের পরিমাণ পরিবর্ত্তন হেতুক

না হইলে এই অধ্যায়মতে যোতের যে খাজানা নির্ণীত বা ধার্য্য হয়, তাহা জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার তারিখ অবধি পনের বৎসর কাল মধ্যে বৃদ্ধি করা যাইবে না।

অতিরিক্ত বিধানের কথা।

এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠানে যে খরচ পড়ে তাহার কথা।

১২১ ধারা। একজন ভূম্যধিকারীর, কিম্বা অনেক ভূম্যধিকারীর ও প্রজার প্রার্থনাতে, কিম্বা প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে গুরুতর বিবাদ নিষ্পত্তি বা নিবারণ করিবার উদ্দেশে, এই অধ্যায়মতে কোন আজ্ঞা করা গেলে, কেবল এই অধ্যায়ের বিধান সকল করিতে নিযুক্ত সমুদয় কর্ম্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্ম্মচারীরা আপন রাজকীয় কর্ম্মাতিরিক্ত উক্ত বিধান সকল করিতে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বেতনের যে অংশ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং ধার্য্য করেন, সেই অংশ সমেত উক্ত বিধান কোন স্থানে সফল করিতে গবর্ণমেণ্টের যে সমুদয় খরচ পড়ে, তাহা ঐ স্থানের যে ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের খাজানা এই অধ্যায়মতে ধার্য্য বা নির্ণীত হয়, তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক স্থলে সমুদয় ভাবগতিক বিবেচনায় যেরূপ হারাহারীমতে স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ হারাহারীমতে দিবেন; এবং কোন ব্যক্তির ঐরূপ খরচের যে হারাহারীমত অংশ দিতে হয়, তাহা তাঁহার দেনা বাকী রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে, অবধারিত খাজানা সম্বন্ধীয় অনুমান না খাটিবার কথা।

১২২ ধারা। কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে ১১১ ধারার (খ) প্রকরণের লিখিত বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে পর ৬৪ ধারামত অনুমান তৎসম্বন্ধে খাটিবে না।

১১শ অধ্যায়।

হারের তালিকাবিষয়ক বিধি।

তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারিবার কথা।

১২৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীকে এজেন্সে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত আসেসরদের সাহায্যে কোন স্থানের জন্য এইরূপ একটী তালিকা প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দিতে পারিবেন, যাহাতে উক্ত স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের দেয় খাজানার হার দেখান যাইবে।

তালিকায় যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

১২৪ ধারা উক্ত তালিকায় এই এই কথা লেখা থাকিবে, যথা,

(ক) ভূমির প্রকৃতি, অবস্থান, জলসেচনের উপায় ও তদ্রূপ অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় যে কএক শ্রেণীর ভূমির জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাজানার হার ধার্য্য করা আবশ্যক হয় তাহা; এবং

(খ) ঐরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমি যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা ভোগ করে, উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে তাহাদের দেয় খাজানার হার।

যে বিধি অনুসারে খাজানার হার ধার্য্য করিতে হইবে তাহার কথা।

১২৫ ধারা। ১২৪ ধারামতে কোন শ্রেণীর ভূমির খাজানার হার ধার্য্য করিবার সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(ক) তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে উক্ত শ্রেণীর ভূমির জন্য দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা সাধারণতঃ যে হারে খাজানা দিয়া থাকে, তৎপ্রতি;

(খ) যে সময়ে হার ধার্য্য হয় সেই সময়ে ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য ছিল, অথবা উক্ত সময় কিম্বা সেই সময়ের গড় মূল্য ঠিক জানা যাইতে না পারিলে, অন্য যে সময় তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্য্যকর বোধ হয়, সেই সময়ে যে গড় মূল্য ছিল। তাহার প্রতি;

(গ) যে সময়ে তালিকা প্রস্তুত করা যায় সেই সময়ে ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য ছিল, তাহার প্রতি; এবং

(ঘ) নিম্নলিখিত বিধির প্রতি, অর্থাৎ, যদি প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধিহেতুক কোন শ্রেণীর ভূমির খাজানার হার বৃদ্ধি করা যায়, তবে পূর্ব্ব গড় মূল্যের সহিত বর্দ্ধিত গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পুরাতন হারের সহিত নূতন হারের তদপেক্ষা উচ্চতর অনুপাত থাকিবে না, এই বিধির প্রতি।

কিন্তু কোন শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত ধার্য্য করা হার বর্ত্তমান হার অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

তালিকার স্থানীয় প্রকাশ করণের কথা।

১২৬ ধারা। উক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ তালিকা প্রস্তুত করিলে, উহা যে স্থান সম্পর্কীয় হয়, সেই স্থানের প্রচলিত দেশীয় ভাষায় তিনি, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়২ যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত স্থানে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন।

রাজস্ব কর্ম্মচারীর আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

১২৭ ধারা। তালিকার কোন লেখাসম্বন্ধে কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে তিনি ঐরূপ প্রকাশ করিবার পর এক মাস মধ্যে উক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন; এবং রাজস্ব কর্ম্মচারী আসেসরদের সাহায্যে ঐরূপ আপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং তালিকা পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিতে পারিবেন।

তালিকা উর্দ্ধতনরাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট পাঠাইবার কথা।

১২৮ ধারা। উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আপত্তি করা না গেলে অথবা আপত্তি করা গেলেও তাহার নিষ্পত্তি হইলে পর, রাজস্ব কর্ম্মচারী খণ্ডের কমিশনর সাহেবের দ্বারা রেবিনিউ বোর্ডে উক্ত তালিকা অনুমোদনের নিমিত্ত পাঠাইবেন, এবং তৎসঙ্গে আপনার কার্য্যবিবরণ, প্রত্যেক বিষয়ে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহার হেতু লিখিয়া রিপোর্ট ও যেং আপত্তির দরখাস্ত পাওয়া গিয়া থাকে তাহাও পাঠাইবেন।

তালিকা হইলে রেবিনিউ বোর্ডের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১২৯ ধারা। রেবিনিউ বোর্ড যে প্রকারে উচিত বোধ করেন, পূর্ব্ব ধারামতে প্রেরিত তালিকা সেই প্রকারে সংশোধন করিতে পারিবেন এবং তৎসম্বন্ধে যে কোন আপত্তি পাঠান যায় বা পরে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন, অথবা অতিরিক্ত অনুসন্ধানের নিমিত্ত মোকদ্দমা ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তালিকা প্রকাশ করিবার কথা।

১৩০ ধারা। বোর্ড দ্বারা তালিকা অনুমোদন করিলে, উহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইবে। উক্ত গবর্ণমেণ্ট যে কোন লিখিত আপত্তি প্রাপ্ত হন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে পর, যে কোন রূপে উচিত বোধ করেন, উহা সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং উচিত বোধ করিলে এইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন, যে উক্ত তালিকা যে সংশোধিত তালিকা যে স্থানে খাটিবে সেই স্থানের নির্দ্দেশ সহিত রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

তালিকা যত কাল প্রবল থাকিবে তাহার কথা।

১৩১ ধারা। কোন স্থান সংক্রান্ত তালিকা পূর্ব্ব ধারমতে যে তারিখে ঐরূপে প্রকাশ করা যায় সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে, এবং প্রকাশ করিবার সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পনের বৎসরের অন্যূন বা ত্রিশ বৎসরের অনধিক যত কাল প্রবল থাকিবার আদেশ করেন, তত কাল প্রবল থাকিবে।

তালিকা নিশ্চায়ক প্রমাণ হইবার কথা।

১৩২ ধারা। ১৩০ ধারামতে তালিকা প্রকাশ করা গেলে তাহা এই আইনমতে তাবৎ আদালতে নিম্নলিখিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রমাণস্বরূপ হইবে, অর্থাৎ,—

(১) তালিকা প্রস্তুত করিবার কার্য এই আইন অনুসারে যথানিয়মে করা হইয়াছে; এবং

(২) এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত তালিকায় যে হার দৃষ্ট হয় তাহা উক্ত তালিকা যে স্থানে খাটে, সেই স্থানের অন্তর্গত ঐ শ্রেণীর ভূমির জন্য দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের দেয় উপযুক্ত ও ন্যায্য হার।

তালিকা প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়ে তাহা যেরূপে দিতে হইবে তাহার কথা।

১৩৩ ধারা। কোন স্থানের নিমিত্ত হারের তালিকামাত্র প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত সমুদয় কর্ম্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্ম্মচারীরা আপনাদের সরকারী কর্ম্মাতিরিক্ত উহা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বেতনের যেরূপ অংশ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ নিরূপণ করেন, সেইরূপ অংশ সমেত ঐ তালিকা প্রস্তুত করিতে গবর্ণমেণ্টের যে খরচ পড়ে, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যেরূপ হারহারীমতে স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ হারহারীমতে উক্ত স্থানের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা ও ভূম্যধিকারীরা দিবেন; এবং কোন ব্যক্তির উক্ত খরচের হারহারীমত যে অংশ দিতে হইবে, তাহা তাঁহার দেনা বাকী ভূমির রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

যেখানে তালিকা প্রবল থাকে সেখানে খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমার কথা।

১৩৪ ধারা। পূর্ব্ব কএক ধারামতে কোন স্থানে কোন তালিকা প্রবল থাকিলে, উক্ত স্থানের অন্তর্গত যে যোত কোন দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যুক্তরূপ খাজানা দিয়া ভোগ করে, সেই যোতের ভূম্যধিকারী তৎকালে দেয় খাজানা এই বলিয়া বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যে তালিকার নির্দ্দিষ্ট হারে যে খাজানা দেয় হয় উহা তদপেক্ষা কম। তাহা হইলে আদালত তালিকার নির্দ্দিষ্ট হারানুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু

১ম।—রায়ত কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারী ভূমি ভোগ করিতে আরম্ভ করিবার পরে ভূমিতে বা ভূমিসম্বন্ধে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত যদি যোতের অন্তর্গত কোন ভূমির খাজানা এই ধারামতে উচ্চতর হারে ধার্য্য করিতে হয়, এবং উক্ত পরিবর্ত্তন না ঘটিলে যদি তাহা এই ধারামতে নিম্নতর হারে ধার্য্য করা যাইত, তবে নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে, যথা,—

(ক) যদি কেবল রায়তের বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে ঐ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তবে আদালত নিম্নতর হারে ঐ ভূমির খাজানা ধার্য্য করিবেন, ;

(খ) যদি অংশতঃ ভূম্যধিকারির কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে, এবং অংশতঃ রায়তের কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে ঐ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তবে আদালত মোকদ্দমার সমুদয় অবস্থাঘটিত বিবেচনায় যেরূপ উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, উচ্চতর হার ও নিম্নতর হারের মধ্যবর্ত্তী এরূপ হারে উক্ত ভূমির খাজানা ধার্য্য করিবেন; এবং

(গ) ভূম্যধিকারির বা রায়তের কিম্বা তাঁহাদের কাহারও স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে উক্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যদি ইহার প্রমাণ না হয়, তবে আদালত উচ্চতর ও নিম্নতর হারের অন্তরের অর্দ্ধেকের সহিত নিম্নতর হার যোগ করিয়া সেই হারে উক্ত ভূমির খাজানা ধার্য্য করিবেন।

২য়।—এই ধারামতে যে হার খাটে, চুক্তি বা দেশাচারক্রমে কিম্বা কোন ন্যায্য কারণে রায়ত তদপেক্ষা নিম্নতর হারে ভোগ করিবার অধিকারী ইহা প্রমাণ করিলে, আদালত নিম্নতর হারে খাজানা ধার্য্য করিবেন।

৩য়।—এই ধারামতে খাজানা বৃদ্ধির যে সকল ডিক্রী হয় তৎপ্রতি ৪৯ ধারা বর্ত্তিবে; এবং খাজানা প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই হেতু কিম্বা মূল্যবৃদ্ধি হেতু ধরিয়া ৫ অধ্যায়মতে খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমা হইলে যেরূপ হইত, সেইরূপ এই ধারামত সমুদয় খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমার প্রতি ৫০ ধারা বর্ত্তিবে।

উদাহরণ।

(ক) কোন২ প্রকারের ভূমির জন্য তালিকায় এইরূপ হার লিখিত আছে,—

কূপ হইতে ভূমিতে জলসেচন করা গেলে	...	একর প্রতি ৪ টাকা।
ঐরূপে জলসেচন করা না গেলে	...	একর প্রতি ২ টাকা।

ভূমি সম্বন্ধে বাকী খাজানা পাওনা হয় সেই ভূমিতে তাঁহার স্বার্থের পরিমাণ যদি উক্ত আইনের বিধানমতে রেজিস্টরী করা না হইয়া থাকে, তবে তৎকর্তৃক কিম্বা

(২) পূর্ব্ব কৃষি বৎসরে যোতের নিমিত্ত দেয় খাজানার অতিরিক্ত যে কোন টাকা লিখিত চুক্তিমতে কিম্বা এই আইনমত বা এতদ্দ্বারা রহিত করা কোন আইনমত কার্য্যানুষ্ঠানক্রমে দিতে না হয়, সেই টাকা আদায়ের নিমিত্ত; কিম্বা

(৩) যোতের যে কোন অংশ প্রজা ভূম্যধিকারীর লিখিত সম্মতি লইয়া পেটাও বিলি করিয়াছে, সেই অংশের উৎপন্ন সম্বন্ধে,

এই ধারামতে দরখাস্ত করা যাইবে না।

যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।

১৪০ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামত প্রত্যেক দরখাস্তে এই এই বিশেষ কথা লিখিত থাকিবে,—

(ক) যে যোত সম্বন্ধে বাকী খাজানার দাওয়া হয় তাহা এবং তাহার সীমা অথবা তাহা যাহাতে চেনা যায় এরূপ অন্যান্য বৃত্তান্ত;

(খ) প্রজার নাম;

(গ) যে কালের বাকী খাজানার দাওয়া হয়, তাহা;

(ঘ) যত টাকা বাকী খাজানা এবং তাহার উপর সুদের দাওয়া থাকিলে, সেই সুদ, এবং পূর্ব্ব কৃষি বৎসরে প্রজার দেয় খাজানা অপেক্ষা অধিক টাকার দাওয়া করা গেলে, যে চুক্তি বা স্থল বিশেষে, আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমে ঐ টাকা দেয় হয়, তাহা;

(ঙ) যে উৎপন্ন ক্রোক করিতে হইবে, তাহার ভাব ও আনুমানিক মূল্য;

(চ) যে স্থানে উহা পাওয়া যাইবে, তাহা কিম্বা উহা চিনিবার নিমিত্ত অন্য যেরূপ বৃত্তান্ত প্রচুর হয়, তাহা; এবং

(ছ) উহা জমীতে থাকিলে বা সংগ্রহ করা না গিয়া থাকিলে, যে সময়ে উহা কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, সেই সময়।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে আবেদনপত্রে যেরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হয়, পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যেক দরখাস্তে সেইরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হইবে; এবং ঐরূপ সত্যপাঠযুক্ত দরখাস্তে যদি এরূপ কোন কথা থাকে, যাহা সত্যপাঠকারী ব্যক্তি মিথ্যা বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন, কিম্বা যাহা সত্য বলিয়া জানেন না বা বিশ্বাস করেন না, তবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার বা প্রস্তুত করিবার দণ্ডবিষয়ক তৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে, সেই আইনের বিধানানুসারে ঐ ব্যক্তির দণ্ড হইতে পারিবে।

দরখাস্ত পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৪১ ধারা। (১) দরখাস্তকারী পূর্ব্ব কএক ধারামত দরখাস্ত দাখিল করিবার সময়ে দরখাস্তের কার্য্য পক্ষে সাক্ষ্যস্বরূপ কোন দলীল আবশ্যক বিবেচনা করিলে, তাহা উক্ত আদালতে দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) আদালত উচিত বোধ করিলে দরখাস্তকারিকে পরীক্ষা করিতে পারিবেন, ও যত দূর সাধ্য কম বিলম্ব করিয়া দরখাস্ত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবেন, কিম্বা তাহার প্রতিপোষণার্থ অধিকতর সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত দরখাস্তকারীর প্রতি অনুমতি দিতে পারিবেন।

(৩) আদালত (২) প্রকরণমতে দরখাস্ত অবিলম্বে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে না পারিলে, যদি উচিত বোধ করেন, দরখাস্তের লিখিত শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কিম্বা দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবার অপেক্ষায় তাহা স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৪) যে সময়ে উৎপন্ন শস্য কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, তাহার অনেক কাল পূর্ব্বে ঐ শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা করা গেলে, আদালত যত কাল উচিত বোধ করেন তত কাল ঐ আজ্ঞা জারী করণ স্থগিত রাখিতে পারিবেন, এবং উচিত বোধ করিলে ক্রোকের আজ্ঞা জারী হইবার অপেক্ষায় ঐ শস্য স্থানান্তর করা নিষেধ করিয়া আর এক আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কথা।

১৪২ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে দরখাস্ত গ্রাহ্য করা গেলে, আদালত উল্লিখিত উৎপন্ন শস্যাদি অথবা ঐ শস্যাদির যে অংশ উচিত বোধ করেন, সেই অংশ ক্রোক করিবার নিমিত্ত একজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিবেন, এবং ঐ উৎপন্ন শস্যাদি যেখানে থাকে, উক্ত কর্ম্মচারী সেইস্থানে গিয়া আপনি ঐ শস্যাদি লইয়া অথবা আপনার পক্ষে তাহা অন্য কোন ব্যক্তির জিম্মায় রাখিয়া এবং হাই কোর্ট সেই মর্ম্মের যে বিধি করেন, তদনুসারে ক্রোকের বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ঐ উৎপন্ন শস্যাদি ক্রোক করিবেন।

কিন্তু যে উৎপন্ন শস্যাদির ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যায় না, সেই শস্যাদি কাটিবার বা সংগ্রহ করিবার যোগ্য হইবার পূর্ব্বে বিশ দিনের ন্যূন কোন সময়ে এই ধারামতে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

দাবীপত্র ও হিসাব জারী করিবার কথা।

১৪৩ ধারা। (১) ক্রোককারী কর্ম্মচারী ক্রোক করিবার সময়ে পাওনা বাকী খাজানার ও ক্রোক করিবার খরচের দাবীপত্র লিখিয়া বাকীদারের উপর জারী করিবেন এবং যেই হেতুতে ক্রোক করা যায়, তাহা দর্শাইয়া ও সঙ্গে এক হিসাব দিবেন।

(২) যে স্থলে ক্রোককারী কর্ম্মচারী এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, যে বাকীদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ক্রোককৃত সম্পত্তির মালিক, সেই স্থলে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপরও দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল জারী করিবেন।

(৩) দাবীপত্র ও হিসাব যাহা হইলে যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে, নিজ তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে সেই ব্যক্তি পলাইলে বা গোপনে থাকিলে, কিম্বা অন্য কারণে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে না পারিলে, তিনি সচরাচর যে বাটীতে বাস করেন সেই বাটীর বাহিরদ্বারে উক্ত কর্ম্মচারী উক্ত দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল লাগাইয়া দিবেন।

শস্যাদি কর্ত্তন প্রভৃতি করিবার স্বত্বের কথা।

১৪৪ ধারা। (১) এই ধারামতে ক্রোক হইলে তাহাতে কোন শস্যাদি কাটিতে বা তুলিতে বা সঞ্চিত করিতে কিম্বা তাহা উপযুক্তরূপে রক্ষা করণার্থ অন্য যে কোন কার্য্য করা আবশ্যক হয়, তাহা করিতে কোন ব্যক্তির বাধা হইবে না।

(২) যে ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করিবার স্বত্ব থাকে, সেই ব্যক্তির ত্রুটি হইলে, ক্রোককারী কর্ম্মচারী ক্রোককৃত ক্ষেত্রস্থ ফসল বা অসংগৃহীত শস্যাদি থাকিলে কাটাইবেন বা সংগ্রহ করাইবেন, এবং গোলা প্রভৃতি যে স্থান তদর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তথায় কিম্বা নিকটস্থ অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে ঐ ফসল প্রভৃতি সঞ্চিত করিয়া রাখিবেন কিম্বা তাহা উপযুক্তমতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য যাহা কিছু আবশ্যক হয় তাহা করিবেন।

(৩) উভয় স্থলেই ক্রোককৃত সম্পত্তি ক্রোককারী কর্ম্মচারীর জিম্মায় কিম্বা তিনি তদর্থে অন্য যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, সেই ব্যক্তির জিম্মায় থাকিবে।

দাবী শোধ করা না গেলে নীলামের ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার কথা।

১৪৫ ধারা। (১) ক্রোক করিবার সমুদয় খরচা সমেত দাবীর টাকা অবিলম্বে শোধ করা না গেলে, সম্পত্তি ক্রোককারী কর্ম্মচারী ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন। তাহাতে ক্রোককৃত সম্পত্তির বিশেষ বৃত্তান্ত এবং যে দাবীর জন্য উহা ক্রোক করা যায়, তাহা লেখা যাইবে, এবং এই সম্বাদ দেওয়া যাইবে, যে তিনি ক্রোক করিবার পর তিন দিনের কম না হয় কিম্বা সাত দিনের অধিক না হয়, এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে কোন স্থানে ক্রোককৃত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিবেন।

কিন্তু ক্রোককৃত শস্যের বা দ্রব্যের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারিলে কিন্তু সঞ্চিত না হইয়া থাকিলে, নীলামের দিন এরূপ ধার্য্য করিতে হইবে যাহাতে ঐ দিনের পূর্ব্বে ঐ শস্যাদি সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়।

(২) যে ভূমির বাকী খাজানার দাওয়া হয়, সেই ভূমি যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামের কোন সুপ্রকাশ স্থানে ঐ ঘোষণাপত্র লাগাইয়া দেওয়া হইবে।

নীলাম হইবার স্থানের কথা।

১৪৬ ধারা। ক্রোক করা দ্রব্য যেখানে থাকে সেই স্থানে নীলাম করা যাইবে, কিম্বা যদি ক্রোককারী কর্ম্মচারীর এরূপ মত হয়, যে নিকটস্থ সাধারণের সমাগমের স্থানে নীলাম হইলে, অধিকতর মূল্য পাইবার সম্ভাবনা, তবে সেই স্থানে নীলাম হইবে।

ক্ষেত্রস্থ শস্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।

১৪৭ ধারা। (১) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন দ্রব্যের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারে, তাহা কাটিবার বা তুলিবার ও সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে বিক্রয় করা যাইবে না।

(২) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন দ্রব্যের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না, সেই সকল ফসল প্রভৃতি কাটিবার বা তুলিবার পূর্ব্বে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে; এবং ক্রেতা নিজে কিম্বা এতদর্থে তাঁহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উক্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া ঐ ফসল প্রভৃতির রক্ষা করিতে ও তাহা কাটিতে বা তুলিতে গেলে যাহা কিছু আবশ্যক হয়, তাহা করিতে স্বত্ববান হইবেন।

যে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহার কথা।

১৪৮ ধারা। নীলামকারক কর্ম্মচারী যাহা পরামর্শসিদ্ধ জ্ঞান করেন, তদ্রূপ এক বা অধিক লাটে উক্ত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে; এবং ক্রোক ও নীলাম করিবার খরচা সমেত দাবীর টাকা উক্ত সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় দ্বারা শোধ করা গেলে, তৎক্ষণাৎ অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে ক্রোক উঠাইয়া লওয়া যাইবে।

বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা।

১৪৯ ধারা। উক্ত সম্পত্তি নীলামে চড়ান গেলে যদি নীলামকারক কর্ম্মচারীর বিবেচনায় তাহার ন্যায্য মূল্য ডাক না হয়, এবং ঐ সম্পত্তির মালিক অথবা তাঁহার পক্ষে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি পরদিন পর্য্যন্ত কিম্বা নীলামের স্থানে হাট হইয়া থাকিলে, পরবর্ত্তী হাটের দিন পর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা করেন, তবে উক্ত দিন পর্য্যন্ত নীলাম বন্ধ থাকিবে, এবং সেই দিন উক্ত সম্পত্তির নিমিত্ত যে কোন মূল্য ডাক হউক না কেন বিক্রয় কার্য্য সম্পূর্ণ করা যাইবে।

ক্রয়ের টাকা দিবার কথা।

১৫০ ধারা। প্রত্যেক লাটের মূল্য নীলামের সময়ে, কিম্বা নীলামকারক কর্ম্মচারী তৎপরে যত শীঘ্র দিবার আদেশ করেন, দেওয়া যাইবে; এবং এরূপে টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত সম্পত্তি পুনর্ব্বার নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

ক্রেতাকে যে সর্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

১৫১ ধারা। সমস্ত ক্রয়ের টাকা দেওয়া গেলে, নীলামকারক কর্ম্মচারী ক্রেতাকে এক সর্টিফিকেট দিবেন। ক্রেতা যে সম্পত্তি ক্রয় করিলেন, এবং যে মূল্য দিলেন, ঐ সর্টিফিকেটে তাহা লেখা থাকিবে।

নীলামের উৎপন্ন টাকা যেরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।

১৫২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে টাকা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে নীলামকারক কর্ম্মচারী ক্রোকের ও নীলামের খরচ দিবেন। এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধির নির্দ্দিষ্ট খরচের হারানুসারে উক্ত খরচ ধরা যাইবে।

(২) যে বাকী খাজানার জন্যে ক্রোক হয়, নীলামের দিন পর্য্যন্ত তাহার সুদ সমেত সেই বাকী খাজানা শোধ করিতে অবশিষ্ট টাকা প্রয়োগ করা যাইবে; এবং কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে যে ব্যক্তির সম্পত্তি নীলাম হয়, সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

কোন২ কর্ম্মচারীদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।

১৫৩ ধারা। এই আইনমতে সম্পত্তি নীলামকারক কর্ম্মচারীদিগকে এবং তাঁহাদের নিযুক্ত বা অধীন সকল ব্যক্তিকে নিষেধ করা যাইতেছে, যে তাঁহারা উক্ত কর্ম্মচারীদের নীলাম করা কোন সম্পত্তি নিজে বা অন্যের দ্বারা ক্রয় করিবেন না।

নীলামের পূর্ব্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

১৫৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত ক্রোক করিবার পরে এবং ক্রোক করা সম্পত্তির নীলাম হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে যদি বাকীদার কিম্বা ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক বাকীদার না হইলে তিনি, যে আদালত ক্রোকের আজ্ঞা দেন, সেই আদালতে কিম্বা ক্রোককারী কর্ম্মচারীর হস্তে ১৪৩ ধারামতে জারী করা দাবীপত্রের নির্দ্দিষ্ট টাকা ও উক্ত দাবীপত্র জারী করা গেলে পর যে সকল খরচা পড়িয়া থাকে, তাহা আমানত করেন, তবে উক্ত আদালত কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত কর্ম্মচারী তাহার রসীদ দিবেন, এবং ঐ ক্রোক তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লওয়া যাইবে।

(২) ক্রোককারী কর্ম্মচারী ঐরূপ আমানত পাইলে, উহা তৎক্ষণাৎ উক্ত আদালতে দিবেন।

(৩) যিনি বাকীদার নহেন, ক্রোক করা সম্পত্তির এরূপ মালিককে এই ধারামতে রসীদ দেওয়া গেলে, যে বাকী খাজানার নিমিত্ত ক্রোক করা যায়, সেই বাকী খাজানার জন্য পরবর্ত্তী কোন দাওয়া হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন।

(৪) ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক ক্রোকের বৈধতার প্রতিবাদ করিয়া তজ্জন্য হানি পূরণ পাইবার দাওয়া করিয়া দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া না থাকিলে, এই ধারামতে আমানত করিবার তারিখ অবধি এক মাস গত হইলে পর আদালত ক্রোকের দরখাস্তকারীকে আমানতী টাকা হইতে তাঁহার পাওনা টাকা দিবেন।

(৫) কোন অধস্তন প্রজা এই ধারামতে টাকা আমানত করিলে, ভূম্যধিকারী তাহা লইয়াছেন বলিয়া কেবল এই কারণে তিনি তাঁহার প্রজার যোত বা তাহার কোন অংশ পেটাও বিলি করিতে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

পেটাও প্রজা আপন পাট্টাদাতার জন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

১৫৫ ধারা। (১) ঊর্দ্ধতন প্রজার ত্রুটি হেতুক যে কোন অধস্তন প্রজার সম্পত্তি এই অধ্যায়মতে বৈধভাবে ক্রোক করা যায়, তিনি পূর্ব্ব ধারামতে কোন টাকা দিলে, তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দিতে হয়, সেই খাজানা হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং সেই ভূম্যধিকারী বাকীদার না হইলে, তিনি তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে ঐরূপে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পর্য্যন্ত না পঁহুছে তাবৎ এইরূপ চলিবে।

(২) কোন অধস্তন প্রজা পূর্ব্ব ধারামতে কোন টাকা দিলে, এই ধারামতে উক্ত টাকার যে কোন অংশ কাটিয়া লন নাই, বাকীদারের স্থানে তাহা আদায় করণার্থ তাঁহার যে মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই স্বত্বের বিঘ্ন হইবে না।

ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিরোধের কথা।

১৫৬ ধারা। ভূমি পেটাও বিলি করা গেলে, যদি একই সম্পত্তিক্রোককারী ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে এই অধ্যায়মতে বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে ঊর্দ্ধতন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব প্রবল হইবে।

যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা।

১৫৭ ধারা। এই অধ্যায়মতে দত্ত ক্রোকের আজ্ঞা এবং ক্রোকের বিষয়ীভূত সম্পত্তি আটক বা বিক্রয় করণার্থ কোন দেওয়ানী আদালতের দত্ত আজ্ঞা, এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, ক্রোকের আজ্ঞা প্রবল হইবে; কিন্তু উক্ত আজ্ঞাক্রমে ঐ সম্পত্তি নীলাম করা গেলে, নীলামের উৎপন্ন উদ্বর্ত্ত টাকা যে আদালত আটক বা বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দেন, সেই আদালতের অনুমতি বিনা ১৫২ ধারামতে উক্ত সম্পত্তির মালিককে দেওয়া যাইবে না।

অন্যায় ক্রোকের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার কথা।

১৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন আদেশ করেন, তাহার উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু যেস্থলে ১৩৯ ধারামতে দরখাস্ত করিবার অনুমতি নাই সেই স্থলে ১৪০ ধারামতে দরখাস্ত হওয়াতে যাহার সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

ভূম্যধিকারী ও প্রজার মোকদ্দমার বরাবর হইতে হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্ত্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।

১৫৯। (১) হাইকোর্ট সময়ে২ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে এইরূপ আদেশসূচক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন যে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিশেষ কোন অংশ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা বলিয়া কোন মোকদ্দমার প্রতি কিম্বা ঐরূপ বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে না, কিম্বা বিধির নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন সহকারে বর্ত্তিবে।

(২) ঐরূপে প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাধীনে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন ঐরূপ সকল মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে।

আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বিচারাধিপত্যের কথা।

১৬০ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদিগের মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ থাকে, তাহার দখল পাইবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

উপস্থিত হয়, তাঁহার হেতু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের কার্য্যপক্ষে সেই দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

(২) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদালত ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে, ঐ যোতের দখল পাইবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবে ।

নায়েব বা গোমস্তাদের স্বীকৃত মোক্তার হইবার কথা ।

১৬১ ধারা । কোন ভূম্যধিকারীর যে কোন নায়েব বা গোমস্তা ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তিনি ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অর্থমতে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বীকৃত মোক্তার বলিয়া গণ্য হইবেন । যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, বা উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উক্ত ভূম্যধিকারী উপস্থিত থাকিলেও এইরূপ হইবে ।

মোকদ্দমার বিশেষ রেজিষ্টরের কথা ।

১৬২ ধারা । উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ৫৮ ধারার উল্লিখিত বিশেষ বৃত্তান্ত উক্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টরে না লিখিয়া বিশেষ এক রেজিষ্টরে লিখিতে হইবে । স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে সময়ে২ যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত ঐ বিশেষ রেজিষ্টর রাখিবেন

খাজানার মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা ।

১৬৩ ধারা ! খাজানা আদায় করিবার মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে ।—

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১২১ অবধি ১২৭ পর্য্যন্ত ধারা ও ১২৯ ধারা ও ৩০৫ ধারা ও ৩২০ অবধি ৩২৫ গ পর্য্যন্ত ধারা ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় খাটিবে না ।

(খ) আবেদনপত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার লিখিত বিশেষ কথার অতিরিক্ত প্রজার ভোগকৃত ভূমির অবস্থান ও মাপ ও পরিমাণ ও সীমা লিখিতে হইবে, অথবা বাদী পরিমাণ বা সীমা দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্ত্তে চিনিবার উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে ।

(গ) কেবল ইস্যু ধার্য্য করিবার নিমিত্ত সমন দেওয়া উচিত, আদালতের এরূপ মত না হইলে, ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমায় মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া যাইবে ।

(ঘ) প্রতিবাদীর উপর সমন জারী করিতে হইলে, যদি আদালত আদেশ করেন তবে অন্য কোন প্রকারে জারী করিবার অতিরিক্ত বা পরিবর্ত্তে প্রতিবাদির নামে শিরোনামা দিয়া ও ভারতবর্ষীয় ডাকঘর বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইনের ৩য় খণ্ডমতে রেজিষ্টরী করিয়া পত্রদ্বারা ডাকযোগে সমন পাঠাইয়া তাহা জারী করা যাইতে পারিবে ।

(ঙ) আদালতের অনুমতি বিনা বর্ণনাপত্র দাখিল করা যাইবে না ।

(চ) আপীলের অনুমতি থাকুক বা না থাকুক, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৮৯ ধারায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা খাটিবে ।

(ছ) বাকীখাজানার নিমিত্ত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে ঐ ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ।

(জ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩২ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন ভূম্যধিকারী বাকী খাজানার যে ডিক্রী পান, সেই ডিক্রী যাঁহাকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায়, তাঁহার প্রতি ভূম্যধিকারির ভূমিগত স্বার্থ বর্ত্তিয়া না থাকিলে তিনি ঐ ডিক্রীজারী করিবার দরখাস্ত করিবেন না ।

তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যে টাকা দেনা আছে স্বীকার করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।

১৬৪ ধারা । (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে বাদীর নিকট নহে, তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট ঐ খাজানা দিতে হইবে, তবে আদালত যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ ঐ উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন ।

(২) ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে, আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিস অবিলম্বে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন ।

(৩) ঐ তৃতীয় ব্যক্তি নোটিস প্রাপ্ত হইবার তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধকরণার্থ আজ্ঞা না পাইলে, বাদীর প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে ।

(৪) বাদীকে (৩) প্রকরণমতে যে টাকা দেওয়া যায় তাঁহার স্থানে তাহা পাইবার স্বত্ব কোন ব্যক্তির থাকিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে ঐ স্বত্বের বিঘ্ন হইবে না ।

ভূম্যধিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।

১৬৫ ধারা । যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, খাজানার বাবদ তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে পাওনা টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার দাওয়া হইয়াছে, তবে আদালত, যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ ঐ উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন ।

কিস্তিক্রমে টাকা দিবার বিধানের কথা ।

১৬৬ ধারা । পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিতে দায়ী হইলে, যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ঐ টাকা কিস্তিক্রমে দিবার আজ্ঞা করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে আদালত যে কিস্তির টাকা দিবার আদেশ করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার উত্তর গ্রাহ্য করিতে পারিবেন ।

১৬৭ ধারা। উক্ত দুই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিলে, আদালত প্রতিবাদীকে রসিদ দিবেন; এবং বাদী বা স্থলবিশেষে তৃতীয় ব্যক্তি রসীদ দিলে, তাহাতে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে উক্ত বাকী খাজানার নিমিত্ত নিষ্কৃতি হইত, ঐরূপে যে রসীদ দেওয়া যায়, তাহাতেও সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে নিষ্কৃতি হইবে।

আদালতের রসীদ দিবার কথা।

১৬৮ ধারা। কোন স্থলে ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় বিরুদ্ধ দাওয়াবিশিষ্ট পক্ষদের মধ্যে ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত কিম্বা ভূমিগত কোন স্বার্থ সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের কিম্বা কোন প্রজার খাজানা বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন করিবার স্বত্ব সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হইলে;

বাকী খাজানার মোকদ্দমায় আপীলের কথা।

(ক) যে স্থলে জিলার জজ সাহেব কিম্বা আডিশ্যনাল জজ কিম্বা সবর্ডিনেট জজ ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা একশত টাকার অধিক না হয়, কিম্বা

(খ) যে স্থলে এই ধারামতে চূড়ান্ত বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যকারক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়,

সেই স্থলে বাকী খাজানা পাইবার নিমিত্ত ভূম্যধিকারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, ঐ মোকদ্দমায় প্রথমতঃ বা আপীলে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা হয়, তাহার উপর আপীল চলিবে না।

কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে উক্ত বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারকের আইনমতে যে ক্ষমতা নাই, তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়াছেন, কিম্বা তাঁহার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়াছেন, কিম্বা আপন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে গিয়া বে-আইনীমতে বা গুরুতর অনিয়মসহকারে কার্য্য করিয়াছেন, তবে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা সম্বন্ধে এই ধারা খাটে, কোন মোকদ্দমায় পূর্ব্বোক্তরূপ কোন বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারক তদ্রূপ ডিক্রী বা আজ্ঞা দিলে, জিলার জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার নথী তলব করিতে পারিবেন; এবং যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

১৬৯ ধারা। কৃষি বৎসরের প্রথম আট মাস মধ্যে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সেই মোকদ্দমায় এই আইনমতে খাজানাবৃদ্ধি করিবার ডিক্রী হইলে, সামান্যতঃ পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি তাহা ফলবৎ হইবে এবং কৃষি বৎসরের শেষ চারি মাসে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে ঐরূপ ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী সামান্যতঃ আগামী কৃষি বৎসরের পরবর্ত্তী বৎসরের প্রারম্ভাবধি ফলবৎ হইবে। কিন্তু যে তারিখ অবধি ডিক্রী ফলবৎ হইবে, বিশেষ কারণে ইহার পরেও সেই তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের বাধা হইবে না।

খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী যে তারিখ অবধি ফলবৎ হইবে তাহার কথা।

১৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা এরূপে ভূমি ব্যবহার করিয়াছে, যাহাতে তাহা প্রজাস্বত্বসংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী হয়, কিম্বা এরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ হইলে, ভূম্যধিকারির সহিত তাহার যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে হানি বা নিয়ম ভঙ্গ ঘটে, তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারিলে যদি ভূম্যধিকারী ঐ প্রতিকার করিবার নিমিত্ত প্রজাকে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং কোন স্থলে উক্ত হানি বা নিয়ম ভঙ্গের যুক্তিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত প্রজা যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ আদেশ পালন না করিয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে, নতুবা নহে।

সম্পত্তি নষ্ট হইবার প্রতিকারের কথা।

(২) এইরূপ কোন মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর অনুকূলে যে ডিক্রী দেওয়া যায়, তাহাতে হানি বা নিয়মভঙ্গ জন্য যুক্তিসিদ্ধমতে বাদীকে যে হানিপূরণ দেয় হয়, তাহার টাকার পরিমাণ এবং আদালতের বিবেচনায় উক্ত হানি বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য কি না এই কথা প্রকাশ থাকিবে, এবং প্রতিবাদী যে সময়ের মধ্যে ঐ টাকা বাদীকে দিতে পারিবেন, ও উক্ত হানি বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করা গেলে, যে সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন, উক্ত ডিক্রীতে সেই সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে আদালত যে সময় নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়ের বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময়ের বা (স্থলবিশেষে) বর্দ্ধিত সময়ের মধ্যে যদি প্রতিবাদী ডিক্রীর লিখিত হানিপূরণের টাকা দেন, এবং হানি বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের সন্তোষমতে সেই হানি বা নিয়মভঙ্গের প্রতিকার করেন, তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

১৭১ ধারা। যে প্রত্যেক রায়তকে কোন যোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে।—

যে রায়তদিগকে উচ্ছেদ করা যায়, শস্য ও বপনার্থে প্রস্তুত ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্বের কথা।

(ক) উক্ত রায়ত ঐ যোতের অন্তর্গত কোন ভূমিতে আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্ব্বে শস্য বপন বা রোপণ করিয়া থাকিলে, তিনি ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামতে, হয় উক্ত শস্য রক্ষা ও সংগ্রহ করণার্থে ঐ ভূমি দখলে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন, নয় উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আন্দাজমত ঐ শস্যের মূল্য ভূম্যধিকারীর স্থানে পাইতে পারিবেন।

(খ) রায়ত আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্ব্বে আপন যোতের অন্তর্গত কোন ভূমি বপনার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে শস্য বপন বা রোপণ না করিয়া থাকিলে, উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আন্দাজমতে উক্ত ভূমি প্রস্তুত করিতে

তাঁহার যে পরিশ্রম ও মূলধন লাগিয়াছে, তাহার মূল্য ও ঐ মূল্যের যুক্তিসিদ্ধ সুদ তিনি উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে পাইতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূম্যধিকারী কোন রায়তের উচ্ছেদ নিমিত্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করিলে পর উক্ত রায়ত স্থানীয় রীতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই ধারামতে উক্ত ভূমি দখলে রাখিতে কিম্বা তজ্জন্য টাকা পাইতে স্বত্ববান হইবেন না।

(ঘ) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তকে কোন ভূমি দখলে রাখিতে দিলে, যত কাল তিনি দখলে রাখিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি ব্যবহার ও দখলকরণার্থ উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালত যেরূপ খাজানা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রায়ত ঐ ভূম্যধিকারীকে সেইরূপ খাজানা দিবেন।

উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্য্যে পরস্পরের দাওয়ার নিষ্পত্তি হইবার কথা।

১৭২ ধারা। (১) উচ্ছেদ করিবার সমুদয় মোকদ্দমার ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যে এই আইনমতে প্রজা ও ভূম্যধিকারী বলিয়া প্রজার বিরুদ্ধে ভূম্যধিকারীর কিম্বা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে প্রজার যে সকল দাওয়া থাকে, আদালত তাহার অনুসন্ধান লইয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) আদালত যদি দেখিতে পান, যে প্রজা বলিয়া প্রজাকে ভূম্যধিকারীর যে টাকা দিতে হয়, সেই টাকা ভূম্যধিকারী বলিয়া ভূম্যধিকারীকে প্রজার যে টাকা দিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক, তবে উচ্ছেদের ডিক্রী বা আজ্ঞা হইলে, ও ঐ অতিরিক্ত টাকা দিবার সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন বন্দোবস্ত না হইয়া থাকিলে, যে সময়ের মধ্যে উহা আদালতে দিতে হইবে, উক্ত ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় সেই সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিবেন; এবং

উক্ত টাকা ঐরূপে দেওয়া না গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে অস্বীকার করিবেন।

উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবার কথা।

১৭৩ ধারা। বাদী কোন অনধিকারপ্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, যদি উচিত বোধ করেন তবে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর দখলে যে ভূমি থাকে, সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণেয় উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়। তাহা হইলে আদালত ঐরূপ প্রতিকার দিতে পারিবেন।

প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গ নিরূপণ করিবার প্রার্থনার কথা।

১৭৪ ধারা। (১) প্রজার ভোগকৃত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে আদালতের থাকে, সেই আদালত ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিরূপণ করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা;

(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি তালুকদার কি অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারী রায়ত কি দখলীস্বত্ব বশিষ্ট রায়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত কি কোর্ফা রায়ত, এবং তালুকদার হইলে, তাঁহার খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে কি না; এবং

(গ) যে সময়ে প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে তাঁহার যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনায় উহার মধ্যে কোন বিষয় স্থানীয় তদন্ত বিনা সন্তোষজনকরূপে নিরূপণ করা যাইতে না পারে, তবে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে আদেশ করেন, তিনি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত লন।

(৩) এই ধারামত কোন প্রার্থনার উপর যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা ডিক্রীর তুল্য ফলবৎ হইবে ও তাহার উপর ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারিবে।

১৫শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রীমতে বিক্রয়ের বিধি।

দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতার কথা।

১৭৫ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোত তাহার বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় করা গেলে "সংরক্ষিত স্বার্থ" বলিয়া এই অধ্যায়ে যেং স্বার্থ নির্দ্দেশ করা গেল সেইং স্বার্থ মানিয়া এবং "দায়" বলিয়া এই অধ্যায়ে যে স্বার্থ নির্দ্দেশ করা গেল, তাহা অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, ক্রেতা ঐ যোত গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু (ক) তদর্থে পরে যে স্থলের উল্লেখ করা গেল সেই স্থল না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমত রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ঐরূপে অসিদ্ধ করা যাইবে না;

(খ) অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই অধ্যায়ের আদেশমতে কার্য্য করিতে হইবে।

সংরক্ষিত স্বার্থের কথা।

১৭৬ ধারা। নিম্নলিখিত স্বার্থগুলি এই অধ্যায়ের অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ বলিয়া গণ্য হইবে।—

(ক) যে কোন পেটাও তালুক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে আছে, তাহা;

(খ) যে কোন পেটাও তালুক কোন চলিত কিয়ৎকালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উক্ত বন্দোবস্তের মিয়াদ পর্য্যন্ত অবধারিত খাজানা দায়ী তালুক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা;

(গ) যে ভূমির উপর বাসগৃহ, কারখানা, কিম্বা অন্যরূপ স্থায়ী ইমারতাদি নির্ম্মিত হইয়াছে, কিম্বা স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুষ্করিণী, খাল, ভজনালয়, শ্মশান বা গোরস্থান করা গিয়াছে, সেই ভূমির পাট্টাই স্বত্ব;

(ঘ) দখলীস্বত্ব;

(ঙ) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে যাহা ন্যায্য ও যুক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; এবং

(চ) যে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে যোত বিক্রয় হয় সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারী যাহা সৃষ্টি করিতে প্রজাকে স্পষ্ট বাক্যে লিখিয়া অনুমতি দিয়াছেন, এরূপ কোন স্বত্ব বা স্বার্থ।

"দায়" ও "রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" শব্দের অর্থ।

১৭৭ ধারা। এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে,

(ক) কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে "দায়" শব্দ ব্যবহৃত হইলে, প্রজা আপন যোতের উপর কিম্বা আপন স্বার্থ সঙ্কোচ করিয়া যে কোন দাওয়া, পেটাও প্রজাস্বত্ব, স্বাচ্ছন্দ-ভোগস্বত্ব বা অন্য স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ও যাহা পূর্ব্ব ধারার অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ নহে, তাহা বুঝাইবে।

(খ) দেনাবাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে যে যোত বিক্রয় হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই যোত সম্বন্ধে "রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" এই শব্দ ব্যবহৃত হইলে, রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমতে যে কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করা গিয়াছে, এবং যাহার নকল বাকী খাজানা পাওনা হইবার পূর্ব্বে অন্যূন তিন মাস থাকিতে পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা গিয়াছে, সেই নিদর্শনপত্রক্রমে যে কোন দায় সৃষ্টি করা হইয়া থাকে, সেই দায় বুঝাইবে।

যোতের নীলাম হইবার প্রার্থনাপত্রের কথা।

১৭৮ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩৫ ধারামতে ডিক্রী জারীক্রমে উক্ত যোত ক্রোক ও নীলাম হইবার প্রার্থনা করিলে, উক্ত যোতের বার্ষিক খাজানার বর্ণনাপত্র ও উক্ত যোত চিরস্থায়ী তালুক হইলে, ৩য় অধ্যায়মতে রক্ষিত রেজিষ্টরের যে অংশ ঐ তালুক সম্বন্ধীয় হয়, সেই অংশের নকল দাখিল করিবেন।

নীলাম হইবার বিজ্ঞাপনসূচক ঘোষণাপত্রের কথা।

১৭৯ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামত কোন প্রার্থনাপত্রক্রমে কোন যোতের নীলাম হইবার আজ্ঞা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৭ ধারামতে যে ঘোষণাপত্র দেওয়া যায়, তাহাতে উক্ত ধারার উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দ্দেশ করিবার অতিরিক্ত এই২ কথা বিজ্ঞাপিত হইবে,—

(ক) তালুক হইলে, যে টাকা ডাক হয়, তাহাতে যদি ডিক্রীর টাকা ও খরচা দিতে কুলায়, তবে উক্ত তালুক প্রথমে রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং উক্ত দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে; নতুবা ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ তালুক নীলাম করা যাইবে, ঐ দিনের নোটিস যথাবিধি দিতে হইবে; এবং

(খ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হইলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত যোত বিক্রীত হইবে।

(২) উক্ত আইনের ২৮৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ ঘোষণা করা যাইবে। তদ্ভিন্ন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে সময়ে২ যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে।

রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত তালুক বিক্রয়ের ও তাহার ফলের কথা।

১৮০ ধারা। (১) কোন তালুক নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন পূর্ব্ব ধারামতে দেওয়া গেলে, উহা রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং নীলামের খরচা সমেত ডিক্রী ও খরচার টাকা দিতে যাহাতে কুলায়, তত টাকা ডাক হইলে, উক্ত তালুক ঐরূপ দায়সম্বলিত বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার উক্ত তালুকের উপর রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ভিন্ন যে কোন দায় থাকে, তাহা ১৮৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত তালুক বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

১৮১ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামতে যে কোন তালুক নীলামে চড়ান যায়, তন্নিমিত্ত যত টাকা পর্য্যন্ত ডাক হয়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ডিক্রীর ও খরচার টাকা দিতে যদি না কুলায় এবং তজ্জন্য যদি ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ তালুক বিক্রয় করিতে চাহেন, তবে নীলামকারী কর্ম্মচারী নীলাম স্থগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারামতে নূতন ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা জানান হইবে, যে নীলাম স্থগিত করিবার তারিখ অবধি পনের দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, ঐ ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উক্ত তালুকের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

অবধারিত হারের যোতের প্রতি পূর্ব্ব কএক ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা।

১৮২ ধারা। যে যোতের অবধারিত খাজানা বা খাজানার হার থাকে, তাহা তালুক হইলে, ৩৫ প্রভৃতি পূর্ব্ব কএক ধারা যেরূপ বর্ত্তিত সেইরূপ বর্ত্তিবে।

সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

১৮৩ ধারা। (১) ১৭৯ ধারামতে কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উহা নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোতের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

পূর্ব্ব কএক ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য্য প্রণালীর কথা।

১৮৪ ধারা। (১) কোন খরিদদার পূর্ব্ব কএক ধারামতে কোন দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ঐ দায় অসিদ্ধ করিতে চাহিলে তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টরের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত দিয়া এই প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন, যে উক্ত কালেক্টর ঐ দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মর্ম্মের নোটিস দায়-ধারীর উপর জারী করিবেন।

(২) এতদর্থে রেবিনিউ বোর্ড যে ফী ধার্য্য করেন, উক্ত নোটিস জারী করিবার নিমিত্ত সেই ফী ঐরূপ প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন নোটিস জারী করিবার দরখাস্ত এই ধারার নির্দ্দিষ্টমতে কোন কালেক্টরের নিকট করা গেলে তিনি তদনুসারে নোটিস জারী করাইবেন, এবং যে তারিখে ঐ নোটিস জারী হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত পূর্ব্ব কএক ধারামতে তালুক বলিয়া গণ্য হয় এরূপ আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

১৮৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েং রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোতের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোতের দেনা খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত নীলামে চড়াইবার পূর্ব্বে রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়-সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে এবং ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া উক্তরূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল থাকিলে, ঐ স্থানের অন্তর্গত সমুদয় দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোত কিম্বা, স্থলবিশেষে, উক্ত বিশেষ শ্রেণীর দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোত এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব কএক ধারামত নীলামের কার্য্যপক্ষে সর্ব্বতোভাবে তালুকের ন্যায় গণ্য হইবে।

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়াবাধা করিতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধির কথা।

১৮৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগ সময়ে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ২৯৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত বিধি পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ,

(ক) ঐ যোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীদারের যে খরচ হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খরচের টাকা দেওয়া যাইবে।

(খ) তাহার পর যে ডিক্রী জারী করাতে নীলাম হয়, সেই ডিক্রীক্রমে ডিক্রীদারের যত টাকা পাওনা হয়, তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও উদ্বর্ত্ত থাকিলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার তারিখ অবধি ছয় মাসের অনধিক কাল পর্য্যন্ত উক্ত যোত সম্বন্ধে যে কোন খাজানা ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া থাকে, ঐ উদ্বর্ত্ত টাকাহইতে তাঁহাকে সেই খাজানা দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা দিবার পরও উদ্বর্ত্ত থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় করণাবধি দুই মাস অতীত হইলে, ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীমত খাতক (গ) প্রকরণমত খাজানা বলিয়া ডিক্রীদারের কোন টাকা পাইবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ উত্থাপন করিলে, আদালত ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, এবং ঐ নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলেই কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই, যোত ক্রোক হইতেমুক্ত হইবারকথা।

১৮৭ ধারা। (১) কোন যোতের দেনা বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে ঐ যোত ক্রোক করা গেলে, তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্য্যন্ত ধারা খাটিবে না।

(২) ঐরূপ কোন ডিক্রীজারীক্রমে কোন যোত নীলাম হইবার আজ্ঞা করা গেলে, যদি নীলাম খরিদদারের ডাক গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে ডিক্রীমত খরচা ও নীলাম করিবার খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া না যায়, কিম্বা আদালতের বাহিরে ডিক্রীর টাকা শোধ করা হইয়াছে, এই হেতু দেখাইয়া যদি ডিক্রীদার উক্ত যোত মুক্ত করণার্থ দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম করা গেলে, ঐ নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে কোন ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথা-ক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, তাহা কোনং স্থলে উক্ত যোতের বন্ধকী ঋণ হইবার কথা।

১৮৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে কোন যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই যোতে যদি, কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা ঐরূপ নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থ আবশ্যক টাকা আদালতে দিলে,

(ক) ঐরূপে তিনি যে টাকা দেন, তাহা শতকরা ১২৲ টাকা সুদ সহিত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তজ্জন্য উক্ত যোত তাঁহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে;

(খ) তাঁহার বন্ধক বাকী খাজনার দায় ছাড়া উক্ত যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং

(গ) যাবৎ উক্ত ঋণ পাওনা সুদসমেত শোধ করা না হয়, তাবৎ তিনি বন্ধকগ্রহীতাস্বরূপ উক্ত যোতের দখল লইতে ও তাহা দখলে রাখিতে স্বত্ববান হইবেন।

(২) ঐরূপ কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন প্রতিকার পাইবার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

অধস্তন প্রজা আদালতে টাকা দিলে তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

১৮৯ ধারা। বাকীদার ঊর্দ্ধতন প্রজার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীক্রমে এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, এবং নীলাম হইলে যে অধস্তন প্রজার স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে পারে, সেই অধস্তন প্রজা নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দিলে, তাহার নিমিত্ত আইনে অন্য যে প্রতিকারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে তাঁহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি ঐরূপে প্রদত্ত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূম্যধিকারী বাকীদার না হইলে, তিনিও ঐরূপে তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে ঐরূপ কর্ত্তিত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পর্য্যন্ত না পঁহুছে তাবৎ এইরূপ চলিবে।

নীলামে ডিক্রীদারের খরিতে পারিবার ও ডিক্রীমত খাতকের না পারিবার কথা।

১৯০ ধারা। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৯৪ ধারায় প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও যে ডিক্রীজারীক্রমে এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম হয়, সেই ডিক্রীদার আদালতের অনুমতি বিনা ঐ যোত ডাকিতে বা ক্রয় করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপে যে যোত নীলাম হয়, ডিক্রীমত খাতক তাহা ডাকিবেন না বা ক্রয় করিবেন না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১১ ও ৩২৬ ধারার কার্য্য না হইবার কথা।

১৯১ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১১ ও ৩২৬ ধারা এই অধ্যায়মত কোন নীলাম সম্বন্ধে খাটিবে না।

দায়সৃষ্টিকারী কোনং নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১৯২ ধারা। ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ ভাগে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, হস্তান্তরযোগ্য কোন যোতের উপর যাহাতে দায় সৃষ্টি হয়, এরূপ কোন নিদর্শনপত্র এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং উক্ত রেজিষ্টরী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিষ্টরী করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কার্য্যকারকের নিকট রেজিষ্টরী করণার্থ উপস্থিত করা যায়, তবে তাহা উক্ত আইনমতে রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত গৃহীত হইবে।

ভূম্যধিকারীকে দায়ের নোটিস দিবার কথা।

১৯৩ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রজার সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রক্রমে উক্ত যোতের উপর কোন দায় সৃষ্টি হয়, কোন কার্য্যকারক এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিলে, উক্ত প্রজার প্রার্থনামতে কিম্বা যে ব্যক্তির অনুকূলে ঐ দায় সৃষ্টি হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনামতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে ফী ধার্য্য করেন, তাহা তাঁহার স্থানে পাইলে, ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের সপ্তম ভাগে সমন জারী করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই প্রণালীতে ভূম্যধিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের নকল জারী করাইয়া তাঁহাকে উক্ত দায়ের নোটিস দিবেন।

---

১৬ শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।

পত্তনী তালুক নীলামের কথা।

ভূস্বামীর সরাসরী নীলামদ্বারা পত্তনীদারের স্থানে বাকী খাজানা আদায়ের কথা।

১৯৪ ধারা। নিজ ভূস্বামীর স্থানে প্রাপ্ত পত্তনী তালুকের পাওনা খাজানা দিতে ত্রুটি হইলে, ভূস্বামী আইনমতে অন্য যে প্রতিকার পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত কএক ধারায় যে বিধি আছে, তদনুসারে উক্ত তালুকের সরাসরী নীলাম হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

বৎসরের প্রারম্ভে নীলামের দরখাস্ত করিবার কথা।

১৯৫ ধারা। (১) বৈশাখ মাসের ১ম দিনে, অর্থাৎ, যে বৎসরের খাজানা বাকী হয়, তাহার পরবৎসরের প্রারম্ভে, ভূস্বামী কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত দিতে পারিবেন। পূর্ব্ব ধারায় যেং তালুকের উল্লেখ হইল, তাহার সমুদয় বা কোন তালুক সম্বন্ধে অতীত বৎসরের হিসাবে ভূস্বামীর যত বাকী টাকা পাওনা থাকে, ঐ দরখাস্তে তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

(২) তাহা হইলে ঐ দরখাস্ত কালেক্টরী কাছারীর কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও তৎসঙ্গে এই নোটিস থাকিবে যে, যে টাকার দাওয়া হয়, তাহা জ্যৈষ্ঠ মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে দেওয়া না গেলে, বাকীদারদের তালুক ঐ টাকা শোধ করণার্থ উক্ত তারিখে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

(৩) ভূস্বামী ঐরূপ আর এক খান নোটিস আপন সদর কাছারীতে লাগাইয়া দিবেন, এবং স্থলবিশেষে নোটিসের যে অংশ খাটে, সেই অংশের নকল বা উক্ত লিপি পাঠাইয়া যে কাছারীতে ঐ তালুকের প্রধান কার্য্য চলে, সেই কাছারীতে কিম্বা বাকীদারের তালুকের জমীতে যে প্রধান নগর বা গ্রাম থাকে, তথায় উক্তরূপে প্রচার করাইবেন।

(৪) এই ধারামতে যেং নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার পালন নিমিত্ত কেবল ভূস্বামী দায়ী থাকিবেন।

নোটিস জারী করিবার কথা।

১৯৬ ধারা। (১) মফস্বলে যে নোটিস পাঠাইবার আজ্ঞা হইল, তাহা একজন পেয়াদা যাইয়া জারী করিবে। ঐ পেয়াদা তন্নিমিত্ত উক্ত বাকীদারের কিম্বা তাহার কার্য্যাধ্যক্ষের রসীদ লইয়া আসিবে; অথবা উহা পাইতে না পারিলে, ঐ নোটিস ঐ স্থানে আনিয়া প্রচার করা হইয়াছে, ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ তন্নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী তিনজন মান্তবর লোকের স্বাক্ষর লইয়া আসিবে।

(২) উক্ত গ্রামের লোকে সাক্ষ্যস্বরূপ আপনাদের নাম স্বাক্ষর করিতে আপত্তি বা অস্বীকার করিলে, উক্ত পেয়াদা নিকটস্থ মুনসেফের আফিসে কিম্বা মুনসেফ না থাকিলে, নিকটস্থ পোলীস থানায় যাইবে, এবং ঐ নোটিস যে যথাবিধি প্রচারিত হইয়াছে, এবিষয়ে তথায় ইচ্ছাপূর্ব্বক শপথ করিবে। এই মর্ম্মের এক সর্টিফিকেটে উক্ত কার্য্যকারকেরা স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া ঐ পেয়াদাকে দিবেন।

(৩) উক্ত রসীদের বা সাক্ষ্যের মর্ম্ম বুঝিয়া যদি দেখা যায় যে, বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্বে কোন সময়ে নোটিস প্রচার করা হইয়াছে, তবে নির্দ্দিষ্ট তারিখে নীলাম চালাইবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট হইবে।

বৎসরের মধ্যখানে নীলামের দরখাস্তের কথা।

১৯৭ ধারা। বৎসরের মাঝখানে কার্ত্তিক মাসের ১ তারিখে ভূস্বামী আশ্বিন মাসের শেষপর্য্যন্ত চলিত সনের খাজানার হিসাবে যে বাকী টাকা পাওনা থাকে, তাহার বর্ণনাপত্র সহিত ঐরূপ দরখাস্ত করিতে পারিবেন, এবং বাকীদারদের তালুক বিক্রয় হইবার কথা উক্তরূপে প্রচার করাইতে পারিবেন। যত টাকা বাকী থাকিবার ইস্তাহার দেওয়া যায়, যদি অগ্রহায়ণ মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে তৎসমস্ত দেওয়া না যায়, অথবা কার্ত্তিক মাসের তলবসমেত ঐ টাকার মধ্যে এত দেওয়া না হয়, যাহাতে উক্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি কার্ত্তিক মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত কিস্তিবন্দী অনুসারে ভূস্বামীর মোট তলবের চারি আনার কম বাকী থাকে, তবে উক্ত তারিখে নীলাম হইবে।

তালুকদার তলবসম্বন্ধে আপত্তি করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৯৮ ধারা। (১) কোন তালুকদারের নিকট বাকী খাজানা পাওনা আছে বলিয়া কথিত হইলে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব কএক ধারামতে নোটিস দেওয়া গেলে, উক্ত তালুক নীলামের নিমিত্ত ঐ নোটিসে যে তারিখ ধার্য্য থাকে, সেই তারিখের পূর্ব্বে কোন সময়ে তালুকদার তলবের সমস্ত বা কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত দিতে পারিবেন।

(২) কালেক্টর (১) প্রকরণমতে দরখাস্ত পাইলে, ভূস্বামীর নিকট সমন দিবেন, তাহাতে সমনের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও তারিখে উপস্থিত হইতে এবং নীলাম কেন স্থগিত রাখা যাইবে না, অথবা স্থল বিশেষে কেন তলবের টাকা কমান যাইবে না, ইহার কারণ দেখাইতে ভূস্বামীর প্রতি আদেশ থাকিবে, এবং কালেক্টর সাধ্য হইলে উভয় পক্ষের কথা কিম্বা তন্মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের কথা শুনিবেন, ও তাঁহাদের মধ্যে যেই বিষয়ের বিবাদ থাকে, নীলামের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে তাহার মীমাংসা করিবেন।

(৩) নীলামের নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে যদি কালেক্টর এরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, গত বাকীর দাওয়া হয় তাহার কোন অংশই পাওনা নাই, তবে তিনি ভূস্বামীর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন।

(৪) যদি উক্ত সময়ের পূর্ব্বে তিনি নিষ্পত্তি করেন যে, গত বাকীর দাওয়া কর্‌..[illegible] অংশ বিশেষ পাওনা নাই তবে তিনি তদনুসারে তলব কমাইয়া দিবেন; এবং তাঁহার নিষ্পত্তি এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠান পক্ষে চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে সকল স্থলের বিধান (৩) ও (৪) প্রকরণে নাই, সেই সকল স্থলে তালুকদারের দরখাস্ত নামঞ্জুর করা যাইবে; কিন্তু নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে তাঁহার যে স্বত্ব থাকে, ঐরূপ নামঞ্জুর করাতে সেই স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

বাকী টাকা আমানত করা না গেলে তালুক নীলাম হইবার কথা।

১৯৯ ধারা। পূর্ব্ব ধারার বিধানের স্থল না হইলে, যে তালুক সম্বন্ধে পূর্ব্ব কএক ধারামতে নোটিস দেওয়া গিয়াছে, সেই তালুক নোটিসের নির্দ্দিষ্ট তারিখে নীলাম করা যাইবে; কিন্তু পূর্ব্ব দিনের সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে তলবের টাকা অথবা পূর্ব্ব ধারামতে ঐ টাকা কমান গেলে, সেই কমান টাকা ভূম্যধিকারীকে দিবার নিমিত্ত বাকীদার বা অন্য কোন ব্যক্তি কালেক্টরী কাছারীতে আমানত করিলে, নীলাম হইবে না।

নীলাম হইলে, যেই নিয়ম মানিতে হইবে তাহার কথা।

২০০ ধারা। (১) পূর্ব্বে কাছারীতে যে নোটিস লাগাইয়া দেওয়া যায়, নীলামের সময়ে তাহা লাগাইয়া ফেলিতে হইবে, এবং লাটগুলি নোটিসে যে ক্রমে লেখা থাকে, সেই ক্রমানুসারে পরং ডাকা যাইবে।

(২) যে প্রত্যেক লাট সম্বন্ধে ইস্তাহার দেওয়া যায় তাহার বাকীর হিসাবে নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত যেং টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিশেষ বর্ণনাপত্রের সহিত ও মফঃসলে যে নোটিস প্রচার করিবার আদেশ দেওয়া যায়, তাহার রসীদ বা সর্টিফিকেট সহিত ভূস্বামীর পক্ষীয় এক ব্যক্তি নীলামে উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) যে বর্ণনাপত্র দাখিল করা যায়, যাবৎ তাহা দেখিয়া লওয়া না হয় ও তাহা হইতে উক্ত বৎসরের বাকী থাকা নির্ণয় করা না হয় এবং যাবৎ নোটিস দিবার রসীদ পাঠ করা না হয়, তাবৎ কোন লাট নীলামে চড়ান যাইবে না। যে প্রত্যেক লাটের নীলাম হয়, তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র রুবকারী করিয়া সেই রুবকারীতে এই সকল নিয়ম পালিত হইবার কথা লিখিত হইবে।

(৪) কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিনে যে দরখাস্ত দেওয়া যায়, সেই দরখাস্তমতে নীলাম হইলে, নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত তলবের চারি আনার অধিক বাকী আছে, ইহা দেখিতে পাইবার নিমিত্ত বাকীদারের কিস্তিবন্দীও দাখিল করিতে হইবে; এবং ইহা নির্ণয় করা না গেলে, নীলাম হইবে না।

(৫) এইরূপে যে সকল কাগপত্র দেখাইতে হইবে, তাহার শুদ্ধতা ও অনন্যতা সম্বন্ধে কেবল ভূস্বামী দায়ী থাকিবেন; এবং যে কার্য্যকারক নীলাম করেন, তিনি নীলাম ন্যায্য ও প্রকাশ্যরূপে হওয়া ছাড়া এবং তাঁহার উপদেশার্থে এই অধ্যায়ে যেং বিধি নির্দ্দেশ করা গেল তাহা পালিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে দায়ী থাকিবেন না।

নীলামের কার্য্য যেরূপে চালাইতে হইবে তাহার কথা।

২০১ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে তালুকের সমস্ত নীলাম সরকারী কাছারীতে হইবে।

(২) যে ব্যক্তির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ডাক হয়, ভূমি তাঁহার নিকট বিক্রয় করা যাইবে, এবং বাকীদার ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তি অবাধে ডাকিতে পারিবেন।

(৩) লাটের ডাক মঞ্জুর হইবামাত্র ক্রয়ের টাকার শতকরা ১৫ টাকা দিতে হইবে।

(৪) যে কার্য্যকারক নীলামের কার্য্য চালান, তাঁহার হৃদ্বোধমতে যাবৎ প্রত্যয় না জন্মে যে, যত টাকা আমানত করিতে হইবে তাহা তদর্থে হাতে আছে কিম্বা দুই ঘন্টার মধ্যে দাখিল করা যাইবে, তাবৎ তিনি কোন ডাক গ্রাহ্য করিতে কিম্বা যিনি ডাকেন এরূপ কোন ব্যক্তির নামে কোন লাট ফেলিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৫) নীলাম হইবার পর দুই ঘন্টার মধ্যে শতকরা পনের টাকা নগদ দেওয়া না গেলে কিম্বা তত্তুল্য মূল্যের গবর্ণমেন্ট সিকুরিটী দাখিল করা না গেলে, উক্ত লাট ঐ দিনেই পুনর্ব্বার নীলাম করা যাইবে।

(৬) ক্রয়ের টাকার অবশিষ্টাংশ অষ্টম দিবসের দুই প্রহরের মধ্যে দেওয়া না গেলে, জিলার সদর মোকামের বাজারে ঢেঁড়রা দিয়া নীলাম ঘোষণা করিয়া পর দিনে অর্থাৎ প্রথম নীলাম অবধি নবম দিবসে পুনর্ব্বার নীলাম হইবার নোটিস দেওয়া যাইবে।

(৭) তাহা হইলে উক্ত লাট প্রথম খরিদারের ঝুঁকিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনর্ব্বার নীলাম করা যাইবে। প্রথম খরিদার শতকরা পনের টাকা হিসাবে অগ্রিম যে টাকা দিয়াছিলেন তাহা দণ্ড হইবে এবং দ্বিতীয় বার নীলাম করিয়া যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা পূর্ব্ব নীলামের টাকা অপেক্ষা যত টাকা কম হয় তত টাকার জন্যও দায়ী থাকিবেন। দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারী করিবার যে প্রণালী আছে, সেই প্রণালীমতে ঐ কমতী টাকা আদায় করা যাইবে।

(৮) আমানত করা যে টাকা দণ্ড হয়, তাহা হইতে নীলামের খরচ দেওয়া যাইবে; এবং যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা গবর্ণমেণ্টে জমা দেওয়া যাইবে।

২০২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে কোন তালুকের খরিদার ক্রয়ের সমস্ত টাকা দিলে, কালেক্টর তাঁহাকে ঐ টাকা দিবার সার্টিফিকেট দিবেন।

খরিদারের স্বত্বের কথা।

(২) তাহা হইলে তালুকদার কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীদের মধ্যে কেহ কিম্বা তাঁহার বা তাঁহাদের অধীন কোন দাওয়াদার ঐ তালুকের উপর যে সকল দায়, দাবী, পেটাও প্রজাস্বত্ব স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব এবং অন্যান্য স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ করণার্থ ১৮৩ ধারায় যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রণালীমত অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত খরিদার উক্ত তালুক প্রাপ্ত হইবেন। নিম্নলিখিত কএকটা স্বত্বসম্বন্ধে এই বিধি খাটিবে না,—

(ক) দখলী স্বত্ব;

(খ) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে যাহা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; কিম্বা

(গ) যে লিখিত নিদর্শনপত্রক্রমে তালুকের সৃষ্টি হয়, তাহাতে স্পষ্ট বাক্যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, সেই ক্ষমতাক্রমে সৃষ্ট কোন স্বত্ব বা স্বার্থ।

২০৩ ধারা। এই অধ্যায়মত কোন তালুকের খরিদার তৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব ধারামত সার্টিফিকেট পাইলে, এবং ৩য় অধ্যায়মতে তাঁহার প্রতি তালুক হস্তান্তর হইবার কথা রেজিষ্টরী করা গেলে, তাঁহাকে তালুক দখল দিবার নিমিত্ত তিনি কালেক্টরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কালেক্টর তাঁহাকে তালুকের দখল দেওয়াইবেন; এবং ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে যে দেওয়ানী আদালত খরিদারকে দখল দেন, সেই আদালতের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যেং ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, কালেক্টর সেই সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

খরিদারকে দখল দিবার কথা।

২০৪ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন তালুক নীলাম হইবার ইস্তাহার দেওয়া গেলে যদি কোন ব্যক্তির ঐ তালুকে এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে এবং তিনি নীলাম নিবারণার্থ ১৯৭ ধারামতে আবশ্যক টাকা কালেক্টরী কাচারীতে আমানত করেন, তবে ১৮৮ ধারার বিধান খাটিবে; এবং যদি ঐ ব্যক্তি তালুকদারের অধস্তন প্রজা হন, তবে ১৫ অধ্যায়মতে যে যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, উক্ত তালুক সেই যোত হইলে এবং নীলাম নিবারণার্থে উক্ত টাকা আমানতে দেওয়া গেলে, ১৮৯ ধারার বিধান যেরূপে বর্ত্তিত, সেইরূপে বর্ত্তিবে।

নীলাম বন্ধ করিতে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে সেই ব্যক্তির আমানত করা টাকা আদায় করিবার কথা।

২০৫ ধারা। (১) এই অধ্যায়ের বিধানের আশ্রয়ে কোন তালুক নীলাম করা গেলে কিন্তু উক্ত নীলাম এই সকল বিধানক্রমে সিদ্ধ না হইলে, তাহাতে যে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তিনি নীলাম অসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ও তাহাতে তাঁহার যে হানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্ত, যে ভূস্বামীর প্রার্থনামতে নীলাম হয় তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

নীলাম অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার কথা।

(২) তালুকের খরিদারকে সে মোকদ্দমার এক পক্ষ করিতে হইবে; এবং নীলাম অসিদ্ধ হইলে তাঁহার যে কোন হানি হয়, তজ্জন্য তিনি উক্ত মোকদ্দমায় ভূস্বামীর স্থানে ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

২০৬ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন তালুক বিক্রয় করা গেলে, ঐ তালুকে যে কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা খরিদার ২০২ ধারামতে অসিদ্ধ করিতে পারেন, তিনি নীলাম দ্বারা তাঁহার যে হানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্ত নীলামের তারিখ অবধি দুই মাসের মধ্যে বাকীদারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

নীলাম হওয়াতে যে ব্যক্তির স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে পারে তাঁহার ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা।

কিন্তু বাকীদারের অধস্তন কোন প্রজার স্থানে নীলামের সময়ে কোন বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, তিনি এইরূপ কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন না।

নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া যাহা২ করিতে হইবে, তাহার কথা।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া নিম্নলিখিতমতে কার্য্য করিতে হইবে, যথা,—

(ক) এই অধ্যায়ের বিধান ফলবৎ করণার্থ যে কোন অতিরিক্ত সেরেস্তা রাখা আবশ্যক হয়, তাহার খরচ কুলাইবার নিমিত্ত শতকরা এক টাকা করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ কাটিয়া লইয়া গবর্ণমেণ্টের হিসাবে জমা দেওয়া যাইবে।

(খ) যে বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইয়াছে তাহা (সুদসমেত ও তালুক নীলাম করাইতে যে সকল খরচ পড়িয়াছে তাহা সমেত) ইহার পর ভূম্যধিকারীকে দেওয়া যাইবে।

(গ) (ক) ও (খ) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে পর উদ্বর্ত্ত থাকিলে, যে কার্য্যকারক নীলাম কার্য্য চালান, তিনি তাহা অবিলম্বে কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় পাঠাইবেন। ২০৬ ধারাতে যাঁহারা ক্ষতিপূরণের ডিক্রী পান, তাঁহাদের দাওয়া শোধ করিবার নিমিত্ত ঐ উদ্বর্ত্ত টাকা নীলামের তারিখ অবধি দুই মাস গত না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত খাজানাখানায় আমানত করিয়া রাখিতে হইবে, এবং উক্ত কালের মধ্যে ঐ ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যাবৎ ঐ সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ উক্ত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

(ঘ) যে উদ্বর্ত্ত টাকা (গ) প্রকরণমতে রাখা যায়, তাহা হইতে প্রথমতঃ ২০৬ ধারামতে বাকীদারের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়া থাকিলে, ঐ ডিক্রীর টাকা দিতে হইবে। উদ্বর্ত্ত টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে দিতে না কুলাইলে, যাহার যত টাকার ডিক্রী থাকে, তদনুসারে ডিক্রীদারদের মধ্যে ঐ টাকা হারাহারীমতে বণ্টন করিয়া দেওয়া যাইবে।

(ঙ) উক্ত উদ্বর্ত্ত টাকার কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা বাকীদারকে দেওয়া যাইবে।

(২) যে টাকা (গ) প্রকরণমতে আমানত রাখা যায়, যে কোন ব্যক্তির তাহাতে স্বার্থ থাকে, তিনি আমানতী টাকার পরিবর্ত্তে যাহার সুদ চলে, এরূপ গবর্ণমেণ্ট সিকুরিটী রাখিয়া উক্ত টাকা সমস্ত কিম্বা তাহার কোন অংশ ফিরাইয়া লইতে পারিবেন। শেষ যে গবর্ণমেণ্ট গেজেট পাওয়া যায়, তাহাতে যে ডিস্কোণ্টের বা প্রিমিয়মের হার দেখা যায়, সেই হারে উক্ত সিকুরিটী লওয়া যাইবে।

রবিবার ও বন্ধের দিন বিষয়ক বিধানের কথা।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট কোন দিন রবিবার বা বন্ধের দিন হইলে, ঐ দিনে এই অধ্যায়মতে যাহা কিছু করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকে, তাহা তাহার পরদিন রবিবার বা বন্ধের দিন না হইলে করা যাইতে পারিবে।

অন্যান্য তালুক নীলামের কথা।

অন্যান্য রেজিষ্টরী করা তালুক সম্বন্ধে এই অধ্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া খাটিবার কথা।

২০৯ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব কএক ধারামতে যে সকল তালুক নীলাম করা যাইতে পারে, তদ্ভিন্ন কোন তালুক সরকারী রেজিষ্টরে রেজিষ্টরী করিবার বিধান আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে সময়ে২ যেরূপ পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করেন, সেইরূপ পরিবর্ত্তন সহকারে ঐ সকল ধারা উক্তরূপে রেজিষ্টরী করা তালুক সম্বন্ধে খাটিবে।

---

১৭ শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

চুক্তির বিরুদ্ধে যেং বিধান ফলবৎ হইবে তাহার কথা।

২১০ ধারা। প্রকারান্তরের চুক্তি থাকিলেও নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে এই আইনের বিধান ফলবৎ হইবে, যথা,—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নির্দ্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুষঙ্গ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে ফসলী খাজানা পরিবর্ত্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দ্দিষ্ট হেতু বিনা দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোফা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬১ ধারা)।

(চ) যোতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

কায়েমী মকররী পাট্টার কথা।

২১১ ধারা। যে স্থানের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই স্থানে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মানুসারে কায়েমী মকররী পাট্টা দিতে ভূম্যধিকারীর বাধা হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

২১২ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে পতিত ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণার্থ কোন চুক্তির ব্যাঘাত হইবে না।

কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের চুক্তির কথা।

২১৩ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, যে প্রকারের জমী চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত, অর্থাৎ সামান্যতঃ বন্যা দ্বারা যে ভূমির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধন হইতে পারে, যে রায়ত সেই ভূমি ভোগ করে, সেই রায়ত তাহা ক্রমাগত বার বৎসর ভোগ না করিলে ঐ ভূমিতে দখলী স্বত্ব লাভ করিবে না, এবং যাবৎ ঐ দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহার ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয়, তাহার যোতের নিমিত্ত সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

চর ও দেয়াড়া জমীর কথা।

(২) কিন্তু ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আদালত নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গণ্য হইবে না। তাহা হইলে, এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

২১৪ ধারা। "উঠবন্দী" প্রণালী ও "হাল হাসিলী" প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালীমতে কোন ভূমি ভোগ করা গেলে, দেশাচারানুগত বা প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে ঐ ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

উঠবন্দী ও হালহাসিলী প্রণালীর কথা।

২১৫ ধারা। এই আইনের কোন কথায় কোন ঘাটওয়ালী বা অন্য চাকরাণ তালুকের কোন অনুষঙ্গের ব্যাঘাত হইবে না, বিশেষতঃ এই আইন নির্দ্ধিষ্ট হইবার পূর্ব্বে যে চাকরাণ তালুক হস্তান্তর করিতে বা উইলক্রমে দান করিতে পারা যাইত না, তাহা হস্তান্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইবে না।

চাকরাণ তালুক সম্বন্ধে না খাটিবার কথা।

২১৬ ধারা। কোন রায়ত রায়তস্বরূপ আপন যোতের অংশ না হইয়া বাস্তুভূমি ভোগ করিলে, ঐ বাস্তুভূমির প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গ দেশাচার দ্বারা নিয়মিত হইবে।

বাস্তু ভূমির কথা।

২১৭ ধারা। কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত স্বত্ব এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত না হইলে অথবা এই আইনের বিধানক্রমে স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরিবর্ত্তিত বা রহিত না হইলে, এই আইনের কোন কথায় তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

উদাহরণ।

কোর্ফা রায়ত কোনং অবস্থায় দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় এই দেশাচার এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত নহে, এবং এই আইনের বিধান দ্বারা স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরিবর্ত্তিত বা রহিত করা যায় নাই; সুতরাং উক্ত দেশাচার কোন স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

১৮ শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা তামাদি বিষয়ক বিধি।

২১৮ ধারা। (১) এই আইনের ৪র্থ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত উক্ত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত করিতেও করিতে হইবে; এবং ঐরূপ মিয়াদ কালের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত করা যায়, তাহা মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কথা না তোলা গেলেও অগ্রাহ্য হইবে।

৪ তফসীলমত মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্তের মিয়াদের কথা।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত উপস্থিত করিলে মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত বারিত হইত, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিবার স্বত্ব পুনর্জ্জীবিত হইবে না।

২১৯ ধারা। ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারা ২১৮ ধারার লিখিত মোকদ্দমার বা প্রার্থনা সম্বন্ধে খাটিবে না।

ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক আইনের কিয়দংশ ঐ মোকদ্দমা প্রভৃতিতে না খাটিবার কথা।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

২২০ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিম্বা অন্য যে কোন আইন তৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইন অনুসারে না হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি

ক্রমে বে-আইনীমতে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের কথা।

(ক) কোন প্রজার যোতের ফসল ক্রোক করে কিম্বা ক্রোক করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) এই আইনমতে নিয়মিতরূপে যে ক্রোক করা যায়, তাহার বাধা দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিয়মিতরূপে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বলপূর্ব্বক বা গোপনে স্থানান্তর করে, কিম্বা

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন যোতের ফসল কাটিতে, সংগ্রহ করিতে, সঞ্চিত করিতে, স্থানান্তর করিতে কিম্বা প্রকারান্তরে তাহা লইয়া কার্য্য করিতে বাধা দেয়, বা দিবার উদ্যোগ করে,

তবে তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(২) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে যে কোন ব্যক্তি (১) প্রকরণের লিখিত কোন কার্য্য করিতে সহায়তা করেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধ ভাবে অনধিকার প্রবেশ কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারীদের কর্ম্মকারক ও প্রতিনিধিদের কথা।

ভূম্যধিকারীর কর্ম্মকারক দ্বারা কার্য্য করিবার কথা।

২২১ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে এই আইনমতে কোন ভূম্যধিকারীর উপস্থিত হইবার, প্রার্থনা করিবার বা কোন কার্য্য করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকিলে, উক্ত আদালত বা কর্ত্তৃপক্ষ প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্ম্মকারকও ঐ সকল কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনে যে প্রত্যেক নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার বা তাঁহাকে দিবার আদেশ আছে, তাহার জারী স্বীকার করিতে বা তাহা লইতে পূর্ব্বোক্তমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্ম্মকারকের উপর তাহা জারী করা গেলে, কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া গেলে, যদি নিজ ভূম্যধিকারীর উপর তাহা জারী করা যাইত কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া যাইত, তাহা হইলে যেরূপ ফল হইত, এই আইনের কার্য্যপক্ষে সেইরূপ ফল হইবে।

(৩) কর্ম্মকারক নিয়োগ করিবার কিম্বা তাহাকে ক্ষমতা দিবার নিদর্শনপত্র ছাড়া যে প্রত্যেক দলীল এই আইনের আদেশমতে ভূম্যধিকারীকর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত বা সর্টিফিকেটযুক্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা এতদর্থে ক্ষমতাপত্রপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা স্বাক্ষরিত বা সর্টিফিকেটযুক্ত হইতে পারিবে।

এজমালী ভূম্যধিকারীদের একত্রে বা সাধারণ কর্ম্মকারকের দ্বারা কার্য্য করিবার কথা।

২২২ ধারা। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এজমালী ভূম্যধিকারী হইলে, যাহা কিছু করিতে এই আইনমতে ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশ বা অনুমতি আছে, তাহা তাঁহারা উভয়ে বা সকলে একত্র হইয়া করিবেন কিম্বা তাঁহাদের উভয়ের বা সকলের পক্ষে কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মকারক করিবেন।

রাজস্ব কর্ম্মচারীদের ক্ষমতার কথা।

কর্ম্মচারীদের কার্য্যপ্রণালী ও ক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

২২৩ ধারা। রাজস্ব কর্ম্মচারীদের উপর এই আইনের দ্বারা বা এই আইনমতে যে কোন কর্ম্মের ভার অর্পিত হয়, সেই কর্ম্ম সম্পাদনার্থ তাঁহাদের যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধান করণার্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনসঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং ঐ বিধি দ্বারা এরূপ কোন কর্ম্মচারীর প্রতি

(ক) মোকদ্দমার বিচারকালে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন এরূপ কোন ক্ষমতা, ও

(খ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহা জরীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার ক্ষমতা, ও

(গ) জমীর শক্তি বুঝিয়া দেখিবার নিমিত্ত কোন ভূমির ফসল কাটিবার ও ঝাড়িবার ও উৎপন্ন শস্যাদি ওজন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিধির কথা।

বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২৪ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত বিধি করিবার পূর্ব্বে প্রস্তাবিত বিধির পাণ্ডুলেখ্য, যে ব্যক্তিদের তদ্দ্বারা স্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বা হাই কোর্টের প্রণীত বিধি হইলে, উক্ত গবর্ণমেণ্টের বা কোর্টের বিবেচনায় সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সম্বাদ দিবার পক্ষে যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, সেই প্রকারে ঐ বিধি প্রকাশ করা যাইবে; অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইলে, তাহা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু ঐরূপ প্রত্যেক পাণ্ডুলেখ্য রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডুলেখ্যের সহিত একটী নোটিস প্রকাশ করা যাইবে। প্রকাশ করণের তারিখের পর এক মাস অতীত হইবার পূর্ব্বে না হয়, উক্ত পাণ্ডুলেখ্য এরূপ যে তারিখে বা যে তারিখের পর বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে, ঐ নোটিসে সেই তারিখ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৪) ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে উক্ত পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিবেন।

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন বিধি রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, ঐ প্রকাশ করণই উক্ত বিধি যথানিয়মে প্রণীত হইবার নিশ্চায়ক প্রমাণ হইবে।

যেং জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকে তৎসম্বন্ধীয় বিধানের কথা।

যে জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই, সেই জিলায় যে ভূমি ভোগ হয়, তৎসম্বন্ধে না খাটিবার কথা।

২২৫ ধারা। যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এখন হয় নাই, কোন তালুকের অন্তর্গত ভূমি সেই মহালের মধ্যে থাকিলে, এই আইনের কোন কথাক্রমে, ঐ মহালের নিয়ৎকালীন বন্দোবস্তের মিয়াদ ফুরাইলে, খাজনা বৃদ্ধির বাধা হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষ গবর্ণমেণ্টের

১ম তফসীল---(চলিতেছে।)

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮২০ সালের ১ আইন।	যদি জমীদারের বাকী তাহার তালুকদারের শিরে পড়ে ও সে নিমিত্তে জমীদার তালুক নীলাম করাইবার ক্ষমতা পায়, তবে সেই নীলাম ইত্যাদি ১৮১৯ সালের ৮ আইনের নীলামের মতে হইবার নিমিত্তে আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮২৫ সালের ১১ আইন।	চরের কি কোন নদী কি সমুদ্র স্থান ত্যাগ করণ প্রযুক্ত যে ভূমি পাওয়া যায় সেই ভূমির দাওয়ার নিষ্পত্তি বেং হক্কুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবেক সেইং হুকুম প্রকাশ করিবার নিমিত্তে আইন।	৪ ধারার ১ প্রকরণে "এবং ঐ বৃদ্ধি হওয়া জমি যদি কোন প্রধান দখীলকারের পেটার কোন দখীলকারের দখলের ভূমিতে সংলগ্ন হয়" এইং কথা ভুক্ত প্রকরণের শেষ পর্য্যন্ত।

বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮৬২ সালের ৬ আইন।	১৮৫৯ সালের ১০ আইন (অর্থাৎ কোর্টউইলিয়ম রাজধানীর অধীন বঙ্গদেশের মধ্যে খাজানা আদায় করণের আইন সংশোধন করিবার আইন) সংশোধন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৫ সালের ৮ আইন।	আগমপত্রের কিম্বা প্রচলিত দেশাচারের বলে যেং পেটাও তালুক বিক্রয়দ্বারা কি প্রকারান্তরে হস্তান্তরীকৃত হইতে পারে তৎসম্পর্কীয় বাকী খাজানা আদায় করণোপলক্ষে তাহা বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা সংশোধনার্থ আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৭ সালের ৪ আইন।	মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের প্রচলিত ১৮৬২ সালের ৬ আইনের ব্যাখ্যা ও সংশোধন করিবার এবং কোনং বিচার সিদ্ধ করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৯ সালের ৮ আইন।	ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে মোকদ্দমা হয় তাহার কার্য্যপ্রণালী সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭৯ সালের ৮ আইন	বন্দোবস্তী কারাকারকদের ক্ষমতা নির্দ্ধারিত ও সীমাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮৫০ সালের ২৫ আইন।	১৮১৯ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে ভূমির নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহাতে বায়নার টাকা সরকারে জব্দ করণের আইন।	যে পর্য্যন্ত রহিত হয়নাই সেই পর্য্যন্ত।
১৮৫০ সালের ৩৩ আইন।	বাঙ্গলাদেশে পত্তনী তালুকের নীলামের নিমিত্তে যে খাঁড়ার আবশ্যক আছে তাহা শুধরিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫৩ সালের ৬ আইন।	মালগুজারীর বাকীর বিষয়ের সরাসরী মোকদ্দমা এবং পত্তনী তালুক ও বিক্রয়যোগ্য অন্যান্য অধিকারের নীলাম এবং খাজানার বিষয়ের সরাসরী ডিক্রীজারী করণার্থে ভূমির নীলামের বিষয়ে আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫৯ সালের ১০ আইন।	কোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাদেশে খাজানা আদায় করিবার আইন সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

দ্বিতীয় তফসীল।

[৩ (১৬) ধারা দেখ।]

১৮১৯ সালের ৮ আইনের হেতুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

"দশসালা বন্দোবস্তের তালুকদারেরা আপনাদিগের ইজারা ইত্যাদি দিতে ইচ্ছানুরূপ ক্ষমতা আছে দেখিয়া নূতন করারদাদের সৃষ্টি করিয়াছে ও প্রথমতঃ তাহা বর্দ্ধমানের রাজার জমীদারীতে প্রকাশ হইয়াছে একনে অন্য স্থানেও হইতেছে ও এ অধিকারের প্রকাশ এই যে জমীদার কোন ব্যক্তিকে ইস্তমরারি অর্থাৎ তালুক দেয় ও তাহার মুনফা যে ব্যক্তি তাহা লয় তাহার ও তাহার উত্তরাধিকারিদিগের পাওনা সর্ব্বকালের নিমিত্তে করিয়া দেয় ও তালুকদারের স্থানে মাল জামিন ও কেবার জামিন লওয়া ও না লওয়ার ক্ষমতা আপনি রাখে কেন না যদি তালুকদারকে জামিন দেওন হইতে মাফ করে তবে তাহার পরে ঐ তালুক বিক্রয়াদির দ্বারা যে ব্যক্তির হাতে যায় সে এড়াইতে পারে না বরং তাহার স্থানে লইতে পারে ও ইহা এইক্ষণকার রেওয়াজ অর্থাৎ চলনমতে জানা গেল।

"তাহার দস্তাবেজেতে নিয়মের মধ্যে ইহা লেখা থাকে যে বাকী পড়িলে সে নিমিত্তে জমীদার তাহা বিক্রয় করাইতে পারিবেক ও যদি বিক্রয়ের পণ বাকীর সংখ্যা যত তত না হয় তবে যাহা বাকী থাকে তাহা তালুকদারের শিরে থাকিবেক যে সে নিমিত্তে তাহার মাল আসবাব বিক্রয় হইতে পারে।

"ঐ সকল এলাকা অর্থাৎ অধিকারকে পত্তনি তালুক বলে ও তাহা লওনিয়া অনেকং লোক ঐ সকল নিয়ম ও নির্ব্বন্ধে তাহা অন্যং লোককে দেয় ও তাহারা দর পত্তনীদার কহলায় ও দরপত্তনীদার অন্যেরে দেয় ও ক্রমে এইমত। ও ইহারদিগের প্রত্যেকের দস্তাবেজ এক নমুনে হয়।"

তৃতীয় তফসীল।—কবজ ও হিসাবের পাঠ।

(৭০ ও ৭১ ধারা দেখ।)

কবজের পাঠ।

১। নম্বর

২। সাল

৩। গ্রামের নাম ——————— থানা ———————

৪। প্রজার নাম

৫। তাহার যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি) ———————

নগদী বিঘা ——————— টাকা ———————

ভাওলী বিঘা ——————— মণ ——————— বা টাকা ———————

সায়ের { বনকর ——————— টাকা।
জলকর ——————— টাকা।
ফলকর ——————— টাকা।

গবর্ণমেণ্টের কর ... { পথকর
পূর্ত্তকার্য্যের কর

৬। যাহার মারফতে দেওয়া গেল ———————

৭। দিবার তারিখ ———————

৮। যত টাকা দেওয়া গেল (পৃষ্ঠে বিবরণ) ——————— টাকা।

৯। ভূস্বামীর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষর

কবজের পাঠ।

১। নম্বর

২। সাল

৩। গ্রামের নাম ——————— থানা ———————

৪। প্রজার নাম

৫। তাহার যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি) ———————

নগদী বিঘা ——————— টাকা ———————

ভাওলী বিঘা ——————— মণ ——————— বা টাকা ———————

সায়ের { বনকর ——————— টাকা।
জলকর ——————— টাকা।
ফলকর ——————— টাকা।

গবর্ণমেণ্টের কর ... { পথকর
পূর্ত্তকার্য্যের কর

৬। যাহার মারফতে দেওয়া গেল ———————

৭। দিবার তারিখ ———————

৮। যত টাকা দেওয়া গেল (পৃষ্ঠে বিবরণ) ——————— টাকা।

৯। ভূস্বামীর বা ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষর

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইনের ৬৯ ধারায় নিম্নলিখিত বিধান আছে।—

টাকা যেরূপে জমা দিতে হইবে তাহার কথা।

"৬৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে কিম্বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে ঐ টাকা জমা দিতে হইবে।"

"(২) প্রজা ঐরূপ কোন নির্দ্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরে সেই কিস্তির হিসাবে ঐ টাকা জমা দিতে পারিবেন।"

(তৃতীয় তফসীল।—কবজ ও হিসাবের পাঠ।)

হিসাবের পাঠ।

১। সাল

২। প্রজার নাম

৩। যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)

	বিঘা	হার	টাকা।
নগদী			
গবর্ণমেণ্টের কর			
	বিঘা	মণ	টাকা।
ভাওলী			
জলকর	...		
বনকর	...		
ফলকর	...		
		মণ	টাকা।
৪। বৎসরের তলব	...		
৫। পূর্ব্বং বৎসরের বাকী (বকেয়া)	...		
			টাকা।
৬। মোট তলব (হাল ও বকেয়া)	...		
৭। প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল { হাল তলব		...	
বকেয়া তলব		...	
		মণ	
৮। শস্যে দেওয়া গেল	...		
			টাকা।

৯। বৎসরের শেষে বাকী

১০। ভূস্বামীর স্বাক্ষর

হিসাবের পাঠ।

১। সাল

২। প্রজার নাম

৩। যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)

	বিঘা	হার	টাকা।
নগদী			
গবর্ণমেণ্টের কর			
	বিঘা	মণ	টাকা
ভাওলী			
জলকর	...		
বনকর	...		
ফলকর	...		
		মণ	টাকা।
৪। বৎসরের তলব	...		
৫। পূর্ব্বং বৎসরের বাকী (বকেয়া)	...		
			টাকা।
৬। মোট তলব (হাল ও বকেয়া)	...		
৭। প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল { হাল তলব		...	
বকেয়া তলব		...	
		মণ	
৮। শস্যে দেওয়া গেল	...		
			টাকা

৯। বৎসরের শেষে বাকী

১০। ভূস্বামীর স্বাক্ষর

চতুর্থ তফসীল।

(২৩৮ ধারা দেখ।)

১ খণ্ড।—মোকদ্দমার মিয়াদ।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
১। যে নিয়ম সংক্রে এরূপ স্পষ্ট বিধানাত্মক চুক্তি আছে যে ঐ নিয়মভঙ্গের দণ্ডস্বরূপ উচ্ছেদ করা যাইবে, সেই নিয়মভঙ্গ-হেতু তালুকদার বা রায়তকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা।	এক বৎসর	নিয়ম ভঙ্গের তারিখ অবধি।
২। বাকী খাজানা আদায়ের মোকদ্দমা।	ছয় মাস	আমানতের তারিখ অবধি।
ক) ৩৩ ধারামতে ঐ যোতের খাজানার নিমিত্ত আমানৎ করিবার পূর্ব্বে বাকী পড়িয়া থাকিলে।		
(খ) অন্যান্তরে ...	তিন বৎসর	বাঙ্গালা সন যেং স্থানে চলিত আছে সেইং স্থানে বাঙ্গালা সনের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি এবং আমলী ও ফসলী সন যেং স্থানে চলিত আছে সেইং স্থানে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি।
৩। বাদী দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তস্বরূপ ভূমির দখল না পাওয়া করিলে, উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা।	দুই বৎসর	বে দখল হইবার তারিখ অবধি।

২ খণ্ড।—আপীলের মিয়াদ।

আপীলের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৪। এই আইনমত কোন ডিক্রী বা আজ্ঞার উপর জিলার জজ বা বিশেষ জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রী কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।
৫। এই আইনমত কালেক্টরের কোন আজ্ঞার উপর কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি

৩ খণ্ড।—প্রার্থনাপত্রের মিয়াদ।

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৬। যে স্থলে ডিক্রীমত খাতক ছলে বা বলে ডিক্রী জারী হইতে দেন নাই সেই স্থল ভিন্ন এই আইনমত কিম্বা এই আইন-দ্বারা রহিত করা কোন আইনমত ডিক্রী বা আজ্ঞা জারী করিবার প্রার্থনাপত্র; যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে সুদ জমে তাহা বাদে কিন্তু ঐ ডিক্রী জারী করিবার খরচা সমেত ৫০০৲ শতের অধিক টাকার নিমিত্ত ডিক্রী না হয়।	তিন বৎসর	(১) ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি; কিম্বা (২) আপীল করা গেলে আপীল আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি কিম্বা (৩) বিচার সমালোচনা করা গেলে সমালোচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি।

ভিন্ন ভিন্ন মত।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের রিপোর্ট হইতে আমার মত ভিন্ন।

১৮৮৩ সালের ২১ নবেম্বর অবধি কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৪ সালের ১৫ মার্চে উহার কার্য্য শেষ হয়। প্রথমতঃ সপ্তাহে দুইবার মাত্র কমিটীর অধিবেশন হইত। কোন বিষয়ে সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইলে সভ্যদিগকে ৪৮ ঘণ্টার পূর্ব্বে সংবাদ দিতে হইত। ২৬ জানুয়ারি তারিখে স্থির হয় যে সপ্তাহে তিন দিন ২ টা অবধি ৫ ½ পর্য্যন্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে, সংশোধন প্রস্তাবের সংবাদ অধিবেশনের পূর্ব্ব দিন সেক্রেটরীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। অধিবেশনের দিন প্রাতে সংশোধনের প্রস্তাব মেম্বরগণের নিকট প্রেরিত হইত। এইরূপ নূতন বন্দোবস্ত প্রস্তাব করার কারণ এই যে, তখনও কমিটীর হাতে অনেক কার্য্য বাকী ছিল ও বিশেষ সিমলা গমনের সময় উপস্থিত প্রায় হইয়াছিল। এই বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের নিজেরং যে অসুবিধা হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করিলেও এবং তাঁহারা এই কার্য্যে সমস্ত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন স্বীকার করিলেও সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হইতে তাঁহাদের ১০ ঘণ্টা এবং উহার বিশেষ আলোচনার্থ ৬ ঘণ্টা সময়ও প্রায় থাকিত না, আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এরূপ বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের প্রত্যেকের প্রতিই অন্যায় করা হইয়াছিল। আমার মত অবস্থার লোকের প্রতি আরও অবিচার হইয়াছিল, কারণ আমি যাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সময় পাইতাম না। ইহাতে যে কেবল মেম্বরদিগের প্রতিই অবিচার হইয়াছিল এমন নহে, যে সকল গুরুতর বিষয় লইয়া বাদানুবাদ তাহার প্রতিও বিশেষ অবিচার হইয়াছিল। আমি কর্ত্তব্য বিবেচনায় এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতিবাদ ফলোপধায়ক হয় নাই। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কমিটীর নিকট যে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছিল এরূপ অবস্থায় যত দূর সম্ভব তাঁহারা সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দিয়া কার্য্য করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি যত দূর সম্ভব শিষ্টতা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষাশেষি গুরুতর প্রশ্ন সমূহের মীমাংসায় অত্যন্ত ত্বরা করা হইয়াছিল। এরূপ ত্বরা অপরিহার্য্য হইলেও ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

মন্ত্রিসভার বিধি অনুসারে কমিটীর এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় বিষয়ে সাক্ষীর এজাহার গ্রহণের ক্ষমতা থাকিলে ভাল হইত। কমিটী যে এই ক্ষমতার আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্ধতিসিদ্ধ না হইলেও মাননীয় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের পরামর্শমতে পেটাও বিলি সম্বন্ধে কমিটীতে কয়েকজন বহুদর্শী জমীদারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কমিটীর হস্তে পড়িয়া বিলের অনেক গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু উহার মূল সূত্র অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। কোনং বিষয়ে মূল পাণ্ডুলিপি অপেক্ষা জমীদারদিগের অবস্থা অধিকতর মন্দ করা হইয়াছে। কয়েকটী ক্ষুদ্রং বিষয়ে জমীদার ও রায়ত উভয়ের প্রতিই অপক্ষপাতে সুবিচার করা হইয়াছে। বর্ত্তমান আইনে যেরূপ আছে তাহা অপেক্ষা মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারীগণের বিলক্ষণই লাভ হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে ভূমকর্ষক, যাহার জন্য কমিটী এত চিন্তিত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, আমার ভয় হয় যে ফলে তাহার অবস্থা বর্ত্তমান অপেক্ষা মন্দ দাঁড়াইবে। আমি এখন সমস্ত পাণ্ডুলিপির বিচার করিতে ইচ্ছা করি না এবং তজ্জন্য এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত কথায় প্রবেশ করিব না।

এই পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে আমার আপত্তির প্রধান কারণ এই :—

১ম।—ইহা বর্ত্তমান ও প্রাচীন ভূমিসংক্রান্ত আইনের বিরোধী। ইহা একদিকে কতকগুলি স্বত্ব অপহরণ করিতেছে ও অপরদিকে উক্ত আইনের ব্যভিচারী কতকগুলি স্বত্ব প্রদান করিতেছে। ২য়।—ইহাতে রেগুলেশন আইন সমূহের যেরূপ ব্যাখ্যা কল্পনা করা হইয়াছে তাহা আদালতের মীমাংসার বিরোধী, এবং প্রমাণরহিত ঘটনা ও বিবরণ সমূহকে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করা হইয়াছে। ৩য়।—খাজানা আদায় ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্য্য প্রণালীর সরলতাপাদনরূপ যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এতদ্দ্বারা সুসিদ্ধ হইবে না। ৪র্থ।—ইহাতে ভূম্যধিকারী ও প্রজাপুঞ্জের মধ্যে বিবাদ ও বিসম্বাদ উৎপাদিত হইবার ও মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় দেশ প্লাবিত করিবার সম্ভাবনা। তাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি ও মঙ্গলের হানি হইবে। ৫ম।—ইহাতে বহুসংখ্যক কৃষক প্রজাকে কৃষাণ (কৃষিশ্রমজীবী) করিয়া তুলিবে। ৬ষ্ঠ।—জমীদার ও প্রজার চুক্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা উঠাইয়া দেওয়ায় ও জমীদারী কার্য্যনির্ব্বাহ ও রায়তদের কার্য্য সম্বন্ধে আদালত ও রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যকারককে মধ্যস্থ ও জিম্মাদার স্থল করায় ইহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নতির নিদানভূত আত্মনির্ভর শক্তিকে অকর্ম্মণ্য করা হইবে, ও উহার মেরুদণ্ড বিচ্ছিন্ন করা হইবে, অর্থনীতি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর অবাধ কার্য্যের ব্যাঘাত করা হইবে। গবর্ণমেন্টের পিতৃস্থানীয় ভাব বদ্ধমূল করা হইবে ও প্রায় প্রতিপদে মোকদ্দমারূপ গুরুতর অনিষ্টের উৎপাদন করা হইবে। গত বৎসর যখন এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয় তখন আমি এই সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে সিলেক্ট কমিটী যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে ইহার একটীরও খণ্ডন হয় নাই।

এই পাণ্ডুলিপিতে আমার যে সকল আপত্তি আছে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া আমি ইহার অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিচার করিব অথবা ইহার সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিব এরূপ প্রস্তাব করিতেছি না। আমি কেবল পাণ্ডুলিপির মূল সূত্র ও কএকটী প্রধান বিশেষ স্থলের আলোচনা করিতে চাহি।

তালুকদার।

যাঁহারা এক্ষণে তালুকদার বলিয়া গণ্য তদতিরিক্ত দুই নূতন শ্রেণীর তালুকদার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যথা, (১ম) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে সকল রায়ত তাহাদের যোতের অর্দ্ধেকের অধিক অংশ কোর্ফা বিলি করে (৩৭ ধারা) এবং (২য়) যে সকল রায়তের যোতের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক এবং যাহাদের যোতের সমস্ত বা অধিকাংশ কোর্ফা বিলি করা আছে। এরূপ স্থলে বিপরীত প্রমাণ না পাইলে প্রজাকে তালুকদার বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে। (৫ ধারা ৫ প্রকরণ)। প্রথমোক্ত ব্যক্তির নাম রূপান্তরিত তালুকদার হইবে। খাজানাবৃদ্ধির দায়িত্ব ভিন্ন তালুকদার পদের সমস্ত আনুষঙ্গিক স্বত্ব তাহাতে বর্ত্তিবে। শেষোক্ত শ্রেণীর প্রজা তালুকদারদিগের সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্ত হইবে। প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধে কোন্ বিচারে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব ও ক্রোকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ইচ্ছা করিয়া অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্ফা বিলি করিয়াছেন বলিয়া প্রজা সম্বন্ধে জমীদারের ক্ষমতা হ্রাস করা হইল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ১০০ বিঘার অতিরিক্ত পরিমাণ যোতের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে তালুকদার রূপে পরিণত করা আমার মতে আরো অন্যায় হইয়াছে। তালুকদারের পদবীর কতকগুলি বিশেষ অধিকার আছে, উহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার নাই। ঐ সকল অধিকারের জন্য সাধারণতঃ জমীদারকে বিলক্ষণ টাকা দেওয়া হয়। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তালুক চুক্তির শর্ত্ত অনুসারে উত্তরাধিকারযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য চিরস্থায়ী যোত, এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহার খাজানার হার সুলভ হইবে, ও উহা অগ্রক্রয় স্বত্ব ও ক্রোকের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। ব্যবস্থাপক সভার হুকুম অনুসারে ১০০ বিঘার যোতদারকে তালুকদাররূপে গণ্য করা কখনই এদেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভূমিসংক্রান্ত আইনের অনুযায়ী বলিয়া কেহ তর্ক করিতে পারেন না। এই বিষয়ে ভূস্বামী শ্রেণীর স্বত্বের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।

তালুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারায় যে হারে নীলাম খরিদার আদায় করিবে তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম আছে। "মফঃসলী কোন তালুকদারের ভূমির খাজানার হার তাহারই মত অন্য ভূমির খাজানার হারেতে ধরা গেলে সে তালুকের জমার বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক এতাবতা ভূমির উৎপন্নের মুখে শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া তালুকদারের নানকর ও তালুক বুঝিয়া তহসীলের খরচা যত উচিত হয় তাহা মিনাহা করিয়া যাহা বাকী থাকে তাহা ঐ মফঃসলী তালুকের জমা ঠাহরিবেক"। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই ধারা রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু উহাতে তালুকদার ও পেটাও তালুকদারদিগের খাজানাবৃদ্ধির সীমা ও কারণ সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ নাই। কিন্তু আদালতের মীমাংসা অনুসারে নিকটবর্ত্তি তৎসদৃশ তালুকের অধিকারী কর্ত্তৃক প্রদেয় চলিত হারের সীমা পর্য্যন্ত অথবা যে স্থলে চলিত হার সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায় না সেস্থলে আদায়ের খরচা বাদ দিয়া মোট আদায়ের শতকরা দশ টাকা অতিক্রম করিয়া না যায় এরূপ সীমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে (ফীল্ড সাহেবের ডাইজেষ্ট দেখ)। আদালতের এই মীমাংসা এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্ত্তনও অনেক করা হইয়াছে, যথা, "চলিত হারের" পরিবর্ত্তে "দেশাচারানুগত হার" লেখা হইয়াছে কিন্তু শেষোক্ত হার নির্ণয় করা প্রথমোক্তটী নির্ণয় করা অপেক্ষা অধিক কঠিন। আদালতের মীমাংসায় তালুকদারের লাভ আদায়ের শতকরা দশ টাকার অতিরিক্ত না হয়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাঁহার লভ্য শতকরা ১৭ টাকার ন্যূন হইবে না। ঐ শতকরা দশটাকা আবার আদায়ের নহে। আদায় বলিতে গেলে আমার মতে প্রকৃত প্রস্তাবে আদায়ের টাকা বুঝায়। সে আদায়ের শতকরা দশ টাকা তালুকদারের লভ্য নহে, মোট জমা হইতে কোন খরচা নহে আবার তাহার উপর আদায়ের ঝুঁকিও বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার শতকরা দশটাকা অপেক্ষা তালুকদারের লাভ ন্যূন হইবে না। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, কোন দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে আদায়ের ঝুঁকির জন্য বাদ পড়ে একথা আজিও আমার কর্ণগোচর হয় নাই। পবলিক ওয়ার্ক সেস ও রোড সেসের হিসাবে প্রজাদের নিকট হইতে অনাদায়ী টাকার জন্য জমীদার শতকরা কিছুমাত্র বাদ পান না। অথচ সে টাকা দেওয়ার দায়ী তাঁহারা নহেন। তাঁহারা বিনা বেতনে গবর্ণমেণ্টের জন্য টাকা আদায় করেন মাত্র। এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে বর্ত্তমান আইনমতে তালুকদারের যে অবস্থা আছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে উহাদের অবস্থা এই পাণ্ডুলিপিতে কত ভাল করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এখনও সব হয় নাই। বর্ত্তমান আইন অনুসারে তালুকদারের খাজানা যুক্তিসঙ্গতরূপে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহাদের খাজানা পূর্ব্ববর্ত্তী খাজানা অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বর্দ্ধিত করা যাইতে পারিবে না। বর্ত্তমান আইন অনুসারে যাহা বৃদ্ধি হইবে তাহা একেবারেই দিতে হইবে। কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হইবে এবং সমস্ত বৃদ্ধি পাঁচ বৎসরে দিতে হইবে। বর্ত্তমান আইন অনুসারে খাজানা বৃদ্ধির কালের সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে দশ বৎসর সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শেষোক্ত তিনটী বিধান উল্লেখের কারণ এই যে, উহাদ্বারা দৃষ্ট হইবে যে যে জমীদার ভূমির স্বামী এবং যে দারুণ সূর্য্যাস্ত আইনমতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের জন্য দায়ী তাহার বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই; কিন্তু যে তালুকদারকে লোকে কোন কাজের নয় বলিয়া জানে তাহার প্রতি কত মমতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। পেটাও বিল হাওলার করার এ উপায় কখনই প্রশস্ত নহে।

অবধারিত হারের রায়ত।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনে সর্ব্ব প্রথমে এই মর্ম্মের একটী আইনসম্মত অনুমান সন্নিবিষ্ট হয় যে কোন মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার বিংশতি বৎসর পূর্ব্ব অবধি যদি কোন প্রজার খাজানা অপরিবর্ত্তিত থাকে, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি সেই হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করিতে

হইবে। ১৮১৯ সালের ১০ আইন পাস করার সময় এরূপ অনুমানের যতই প্রয়োজন হইয়া থাকুক না কেন, এখন যে সে প্রয়োজন নাই একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রায়তদিগের বুদ্ধি ও স্বাধীন কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং দেশের অনেক অংশে ছাপান দাখিলা দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য ১৮১৯ সালে তাহাদিগকে খাজানা বৃদ্ধির দায় হইতে রক্ষা করা যে পরিমাণে আবশ্যক বিবেচনা করা হইয়াছিল একণে সে পরিমাণে আবশ্যক নাই। আর একদিকে দেখিতে গেলে এই বিধান দ্বারা জমীদারের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মান্যবর শ্রীযুত রেনল্‌ড্‌স সাহেব খাজানা কমিশ্যনের পাণ্ডুলিপিসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে এবিষয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি অনেক লোকের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে "ইহাদ্বারা জমীদারের উপর অসঙ্গত প্রমাণের ভার অর্পিত হইয়াছে" এবং "নীলাম খরিদারের পক্ষে ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, কারণ অনেক স্থলে সে পূর্ব্ববর্ত্তী জমীদারের জমীদারি কাগজপত্রের দখল পায় না।" শ্রীযুত রেনল্‌ড্‌স সাহেব বলিয়াছেন যে পূর্ণিয়ার কালেক্টর বিশেষ দক্ষতা সহকারে এইমত সমর্থন করিয়াছেন কারণ উক্ত কালেক্টরের বিশ্বাস এই যে "সমস্ত বঙ্গদেশে এমন মহাল অতি অল্পই আছে এই অনুমান দ্বারা যাহার ভূস্বামীর স্বত্বের ক্ষতি করা হয় নাই" এই অনুমান প্রথা একবারে রহিত না করিয়া শ্রীযুত রেনল্‌ড্‌স সাহেব অনুরোধ করিয়াছিলেন যে আইনে এই অনুমান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী বিংশতি বৎসর সমান হারে খাজানা প্রদানের প্রমাণে দেওয়া স্থলেই এই অনুমানের কার্য্য সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি নীলাম খরিদারদের সপক্ষে আরও এই সুবিধা করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন যে এই অনুমান তাহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এইরূপ অনুরোধ করার সময় শ্রীযুত রেনল্‌ড্‌স্ সাহেব বলিয়াছিলেন যে "ব্যবস্থাপক সভা কি নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিবেন তাহা নির্ণয় করিবার সময় ১৮১৯ সালে যে অনুমান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কার্য্যতঃ তাহার কি ফল দাঁড়াইয়াছে প্রধানতঃ তদ্বিষয়েরই বিবেচনা করা উচিত"। এঅনুমান দ্বারা কি জমীদারের পক্ষ হইতে কোন অসঙ্গত দাবী সাধারণতঃ নিরস্ত করা হইয়াছে; না ন্যায়ানুসারে প্রজার যেরূপ অবস্থায় থাকিবার স্বত্ব ছিল না তাহাকে সেই স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে? অনেকেরই বিশ্বাস যে এই প্রশ্নের কেবল একমাত্র উত্তর হইতে পারে। যে সকল স্থলে আদালতে এই অনুমানের কথা উত্থাপিত হইয়া সফল হইয়াছে, তাহার অধিকাংশস্থলেই যে প্রজার যোত প্রকৃত প্রস্তাবে ১৭৯৩ সালের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে, যাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখ হইতে ভূমিভোগ করিয়া আসিতেছে, কেবল মাত্র তাহাদেরই জন্য অভিপ্রেত অধিকার সকল প্রদান করা হইয়াছে। যদি যথার্থই এইরূপ দাড়াইয়া থাকে, যেরূপে ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব একণে হইল, তাহা করা অবিচার বোধ হয় না।

শ্রীযুত রেনল্‌ড্‌স্ সাহেব তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি কিন্তু তথাপি তাঁহার মত পূর্ব্বেও যেমত ন্যায় ও বিচার সঙ্গত ছিল এখনও তেমনিই আছে। ঐ মতের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুত রেনল্‌ড্‌স্ সাহেব পূর্ব্বে যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন আমি তদনুযায়ী আইন সংশোধনের কথা উত্থাপন করি। কিন্তু কমিটীর অধিকাংশসভ্য আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই, ইহা অপেক্ষা আরও পরিবর্ত্তিত করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়, উহাতে উপস্থিত পাণ্ডুলিপি পাস হওয়ার তারিখের পূর্ব্ব হইতে ঐ বিংশতি বৎসর গণনা করিবার কথা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সভ্য তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপিতে নির্দ্দিষ্ট হারে ভূমি ভোগের আনুষঙ্গিক নিম্নলিখিত স্বত্ব সমূহের উল্লেখ আছে।

২৩ ধারা।—অবধারিত খাজানায় বা অবধারিত খাজানার হারে যে রায়ত ভূমি ভোগ করে,

(ক) কোন তালুকদার যে যে বিধানের নিয়মাধীন থাকেন যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে তাহারও সেই সেই বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্ত্তমতে এই আইন সঙ্গত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে, তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, সে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে এই হেতু ভিন্ন অন্য কারণে তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

এই বিধানের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত বিংশতি বৎসর সম্বন্ধীয় অনুমান একত্র করিলে, আমার মনে সত্যই এই ধারণা হয় যে, ইহাদ্বারা অনুমানের ফল পাইতে অধিকারী হউক আর নাই হউক প্রজারা আপনাদিগকে অবধারিত হারধারী রায়ত বলিয়া প্রকাশ করিতে প্রলোভিত হইবে, এবং এইরূপে জমীদারকে তাহার যথার্থ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিবে। জমীদার সক্ষম হইলেও মোকদ্দমায় খরচান্ত ও জ্বালাতন না হইয়া আপন স্বত্বরক্ষা করিতে পারিবেন না।

অনুমানের এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করায় ব্যবস্থাপক সভার অভিপ্রায় এই ছিল যে, উহাদ্বারা যে সকল জমীদারের কিছু তাই সঙ্কোচ নাই তাহারা যেন আপন ইচ্ছামতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমি ভোগকারী রায়তদিগের খাজানা না বাড়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু আজিও যদি এই বিধান বলবৎ রাখা যায়, তাহা হইলে এক ঝাপটে সমস্ত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে মোকররীদার বা চিরস্থায়ী তালুকদাররূপে পরিণত করিবে। ভাল ও মন্দ জমীদারের প্রতি এই বিধানের ফল আশ্চর্য্যরূপে পৃথক হইবে। যে স্থলে জমীদার মোকদ্দমা করিতে অনিচ্ছা, সহিষ্ণুতা অথবা দয়াপ্রযুক্ত বিশবৎসর ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করেন নাই, তাঁহার যে রায়তেরা যত্নপূর্ব্বক দাখিলা গুলি রক্ষা করিয়াছে তাহারা অনায়াসেই আপনাদের দাবী প্রমাণ করিয়া দিবে। অপরন্তু যে জমীদার কখনও এরূপ আস্থা ও সদয়ভাব প্রদর্শন করেন নাই এবং সময়ে২ খাজানা বৃদ্ধি করিয়া প্রজাকে জ্বালাতন করিতে ও উত্যক্ত করিতে সঙ্কুচিত হন নাই তাহার নিশ্চয়ই বিলক্ষণ সুবিধা হইবে! ফল এই হইবে যে ভাল জমিদারের ক্ষতি হইবে ও মন্দ জমীদারের লাভ হইবে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত।

সকলেই জানে যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন হইতেই বর্ত্তমান কালের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের উৎপত্তি। কিন্তু আমি এবিষয়ের বাদানুবাদ পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি না। দ্বাদশ বৎসরের নিয়ম ২৫ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে তাহা লইয়া নাড়া চাড়া করা ভাল দেখায় না। এবিষয়ে এক্ষণে যে আইন আছে তাহার এক মাত্র দোষ এই যে জমীদার ইচ্ছা করিলে রায়তকে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে উঠাইয়া দিয়া তাহার দখলীস্বত্ব উৎপাদনের ব্যাঘাত করিতে পারেন। সকলেই স্বীকার করেন যে এরূপ প্রথা বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই। কিন্তু শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব, ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অধিকারের সপক্ষে আপন মত দৃঢ়তা সহকারে ব্যক্ত করিয়া নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে এইরূপ বিধান হয় "কোন বাসেন্দা রায়ত যে ভূমি অধিকার করে অথবা যাহার জন্য খাজানা দেয় তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব জন্মিবে, যে নিজে অথবা যাহার পূর্ব্ব পুরুষ কোন গ্রাম বা মহালে ১২ বৎসর কোন ভূমি অধিকার করিয়াছে সেই বাসেন্দা রায়ত হইবে"। আমি এই বিধান যে সুবিচারসম্মত তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। একজন লোক যে বিনা স্বত্বে ভূমি অধিকার করে, সে কোন মহালের কোন অংশে বার বৎসর ধরিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে সেই কারণ বশতঃই সমস্ত মহাল মধ্যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত রায়ত হইয়া ভূমি ভোগে স্বত্ববান হইবে, এনিয়ম যে নির্দ্দোষ এবং বিচারসঙ্গত এরূপ আমি কখনই বিবেচনা করিতে পারি না। যদি দেশের কোন অংশে জমিদার রায়তকে এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে সরাইয়া দিয়া দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হওয়া রহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইন সঙ্গতরূপেই কার্য্য করিয়াছেন একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কোন ব্যবসাদার যদি তামাদি আইনমতে যে সময় অতীত হইয়া গেলে তাহার দাবীতে তামাদি ঘটনা হইবে তাহার পূর্ব্বেই দেনাদারের নামে নালিশ করে, সে অন্যায় করিয়াছে মনে করাও যেরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ এরূপ জমিদার অন্যায় করিয়াছেন বলাও ঠিক সেইরূপ। যদি এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে প্রেরণ নিবারণ করা খুবই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে গুরুতর দণ্ড বিধান দ্বারা এরূপ কার্য্যের শাস্তি বিধান করিলে আমার মতে ভাল হইত। কিন্তু কমিটী স্থির করিলেন যে যখন মহামহিমবর শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব এবিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, তখন একথা পুনরুত্থাপন করিতে তাঁহারা সমর্থ নহেন। কিন্তু এস্থলে আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে কমিটী শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরীর মীমাংসার বাহ্য বশে তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। প্রথম পাণ্ডুলিপিতে বাসেন্দা রায়তের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধান ছিল।—

৪৫ ধারা।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়া থাকে তবে বিপরীত ভাবের চুক্তি থাকিলেও এবং ঐকাল মধ্যে ভিন্ন২ সময়ে সেই ব্যক্তি যে ভূমি ঐরূপে ভোগ করে তাহা ভিন্ন২ হইলেও ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের ও মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আবার

৪৭ ধারা।—কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮০ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পর উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে বিপরীত ভাবের চুক্তি সত্ত্বেও তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় বা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনুসারে কমিটী বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধীয় মত বিলক্ষণরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং উহার সপক্ষে এক নূতন আইনসম্মত অনুমানের সৃষ্টি করিয়াছেন যথাঃ—

২৫ ধারা—(১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২৬ ধারা—(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তরূপে পাট্টাক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্য্যাপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা তাহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা ভিন্ন২ সময়ে ভিন্ন২ হইলেও, এই ধারার কার্য্যাপক্ষে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামে বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী, সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্য্যাপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন জমী দুই বা তদধিক অংশীদার রায়তী যোতস্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ জমী ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে যতকাল রায়তস্বরূপ জমী ভোগ করে ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

(৭) যদি কোন রায়ত ২৬ ধারামতে পুনরায় ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আমার নিবেদন এই যে এই সমস্ত বিধান শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত। ২৫ ধারার (২) প্রকরণে যেরূপ বিহিত হইয়াছে কোন স্থলেই সেরূপ দখলের সময় বার বৎসর হইতে কমান শ্রীযুক্ত ষ্টেট-সেক্রেটরী সাহেবের অভিপ্রায় নহে; এবং কোন স্থলেই বিরুদ্ধ প্রমাণ না দিতে পারিলে প্রত্যেক রায়তকেই দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তিনি এরূপ আইনসম্মত অনুমানের সপক্ষে মত প্রদান করেন নাই। দৃষ্ট হইবে যে শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের অভিপ্রায় এই যে "বাসেন্দা রায়ত" দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পূর্ব্ব উদ্ধৃত বিধান সকলে "বাস" কে দখলীস্বত্ব উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব, দুই বা তদধিক অংশীদারের দখলকে তাহাদের প্রত্যেকের দখলীস্বত্ব উৎপত্তির প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তৃতীয়তঃ তিনি কোন স্থলেই বলেন নাই যে যদি বাসেন্দা রায়ত তাহার যোত ছাড়িয়া দেয় ও খাজানা না দেয় তথাপি তাহাকে তৎপরবর্ত্তী এক বৎসরের জন্য বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, বরঞ্চ তিনি খাজানা দেওয়াকেই উক্ত স্বত্বের অপরিহার্য্য কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। চতুর্থতঃ শ্রীযুক্ত ষ্টেটসেক্রেটরী সাহেব কোন স্থলেই এরূপ কথা বলেন নাই যে যদি কোন রায়ত একবার ভূমি পরিত্যাগ করে এবং পরে ক্ষতিপূরণ দিয়া আবার সেই ভূমির অধিকার পুনঃ গ্রহণ করে তাহা হইলে যদিও সে এক বৎসরের অধিক কাল অধিকারচ্যুত ছিল তথাপি সে বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এই সমস্ত প্রস্তাব শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত এবং বাস্তবিক জমীদারের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ।

দৃষ্ট হইবে যে রায়তরূপে ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তির সেই ভূমিতে যদি ভূস্বামী বা তালুকদাররূপে একযোগে কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার দখলীস্বত্বের উৎপত্তির কোন বাধা হইবে না এবং ইজারদার হইলেও পরে সে যে জমীর ইজারা লইয়াছে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব লোপ পাইবে না। কিন্তু জমীদার যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহাতে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে (২৮ ধারা)। তালুকদারকে ও ইজারদারকে যে স্বত্ব প্রদান করা হইল, কোন্ নিয়মে তাহা জমীদারকে দেওয়া হইল না, তাহা আমি পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তালুকদার ও চিরস্থায়ী স্বত্ববান হইতে পারেন। কেবল মাত্র জমীদার জমীদার হইয়াছেন এই অপরাধে সাধারণ খরিদারের যে স্বত্ব থাকে তাহা পাইবেন না, ইহা আশ্চর্য্য ও বুদ্ধির অগম্য বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে আমি সাহসপূর্ব্বক রেবেনিউ বোর্ডের প্রধান মেম্বর শ্রীযুক্ত এচ, এল, ডাম্পিয়ার সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। বাঙ্গালায় ডাম্পিয়ার সাহেবকে সকলেই রাজস্ববিষয়ে উচ্চদরের প্রামাণিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং উক্ত সাহেব এরূপ সম্মানের সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। তিনি বলেন "কোন নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে দখলীস্বত্বনামে খ্যাত কতকগুলি স্বত্ব পৃথিবীর যে কেহ ক্রয় বা অন্যোপায়ে অর্জ্জন করিতে ও ভোগ করিয়া আসিতে পারে, কেবল এক ব্যক্তি পারে না। দূরবর্ত্তী কৃষি-কর্ম্ম বর্জ্জিত যে কোন মহাজন, যে মহালের ভূমি তাহার পার্শ্ববর্ত্তী মহালের জমীদার, যদি জমী তালুকভুক্ত হয় তাহা হইলে মহালের জমীদার বাসেন্দাই হউক বা অনুপস্থিতই হউক, সেই মহালেরই হউক অথবা অন্য যে কোন মহালেরই হউক অবাসেন্দা তালুকদার, এ জমী সর্ব্বনিম্নবর্ত্তী যে পেটাও তালুকের অন্তর্ভূত তদুপরিস্থিত যে কোন তালুকের অধিকারী এরূপস্বত্ব অর্জ্জন করিতে ও ভোগ করিতে পারিবেন। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি সর্ব্বশেষে যাহার উপর উক্ত স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে তাহার নিকট ক্রয় করিলেও উহা ভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি ভূম্যধিকারী অর্থাৎ লক্ষণ অনুসারে "যে এক বা বহু ব্যক্তির অব্যবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমিভোগ করে," অথবা ১৪ দফার শেষের দিকে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে ভূস্বামীর "যে চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে"। এই মন্তব্যের যথার্থতা এত বিশদ যে আমার আর ইহার টীকা টিপ্পনী করা আবশ্যক বোধ হয় না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় স্বত্ব।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা হইয়াছে। অতএব আমি ইহার বিরুদ্ধে তর্কাবলীর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না, কারণ সকলেই তাহা জানে। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহাতে জমীদার ও রায়ত উভয়েরই অনিষ্ট হইবে। জমীদারের একটী মূল্যবান স্বত্ব অন্যায়রূপে কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং তাহাদের মহালে শত্রুপক্ষীয় লোকের প্রবেশ দ্বার মুক্ত হইবে। রায়তের যেরূপ অবস্থা তাহাতে যে যোতের উপর তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করে তাহা অল্প দিবসের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া তাহারা মজুরের অবস্থায় উপনীত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই বল আর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই বল দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোত কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট যখন প্রথমে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব করেন, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা অনুমোদন করেন নাই। এই বিষয়ে মত-

প্রদানার্থ ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনকে আহ্বান করা হয় এবং উক্ত আসোসিয়েশন খাজানার ডিক্রীর টাকা শোধ করণার্থ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় আইনসঙ্গত করার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উপদেশ দেন জমীদার এই উপায় অবলম্বন করিলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত একবার বিক্রয় হইলে তাহা হস্তান্তরযোগ্য তালুক হইল বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। তৎকালীন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কার্য্যতঃ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ সেক্রেটরী রেনল্‌ড্‌স সাহেব ১৮৭০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন।

"শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কিঞ্চিৎপরিমাণে অনিচ্ছাপূর্ব্বকই আপোষ বিক্রয় বা অন্য একরারে দখলীস্বত্ব সাধারণতঃ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব উঠাইয়া লইতেছেন। রেবিনিউ বোর্ডের পত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই দৃষ্ট হইবে যে বহুসংখ্যক লোকের মতই এই প্রস্তাবের অনুকূল এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সন্তোষজনক প্রমাণ পাইয়াছেন যে সময়ে সময়ে যেরূপ আশঙ্কা হয় হস্তান্তর দ্বারা সেরূপ মন্দ ফল উৎপন্ন হইত না, এবং যাহাদের ভূমিতে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হওয়া অভিপ্রেত নয় এরূপ লোকের হস্তেও ভূমি হস্তান্তরিত হইয়া আসিত না। তাঁহার বিশ্বাস এই যে এরূপ হস্তান্তরস্বত্ব দ্বারা জমীদার ও রায়ত উভয়েরই বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জমীদার শ্রেণী সাধারণতঃ হস্তান্তর ক্ষমতা প্রদানের অত্যন্ত বিরোধী, এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বিধানের ব্যবস্থা করার ঔচিত্য বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য পাণ্ডুলিপিতে জমীদারের অনুরোধক্রমে আদালতের ডিক্রীজারী মতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় সিদ্ধ করিবার প্রস্তাব আছে। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বিশ্বাস এই যে এবিষয়ে কোন আপত্তি হইবে না।"

তাহার পর বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং জমীদারেরা ১৮৭৮ সালে যে স্বত্ব ছাড়িয়া দিতেছিলেন তাহা বৃথা হইল। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা অগ্রক্রয়স্বত্ব বিষয়ক একটী নিয়মের অধীনে ব্যাপক ও একান্তসিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছুই নাই যাহাতে সর্ব্বগ্রাসী ভূমিব্যবসায়ী বা দাঁওঅন্বেষী লোকের জমীদারের ক্ষতি করিয়া ভূমি ক্রয় করা বন্ধ করিতে পারে। জমীদারকে যে পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে আমার ভয় হয় যে কার্য্যকালে তাহা সারবস্তু না হইয়া ছায়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ জমীদার যে জমীর চুম্বাদী ও যাহা আইন অনুসারে কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না তাহার জন্য তাঁহার মূল্য দিতে হইবে। তাহার পর অন্যান্য খরিদারের সঙ্গে ডাকাডাকি করিতে হইবে এবং যদি মূল্য সম্বন্ধে রায়তের সঙ্গে তাঁহার না বনিয়া উঠে তাহা হইলে তাঁহাকে খরচান্ত করিয়া সালিসীর জন্য আদালতকে জানাইতে হইবে এবং আদালত বিচারে যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দেন তাঁহাকে সেই মূল্য দিতে হইবে। যদি কোন জমীদারের অনেক সংখ্যক রায়ত বিদ্রোহী হয় ও তাহাদের যোত বিক্রয় করিবে বলিয়া ভয় দেখায়, তাহাহইলে জমীদারের যদি সমস্ত যোত কিনিবার মত ভাণ্ডারভরা টাকা না থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত যোত দুষমন লোকের হস্তগত হওয়া কোন ক্রমেই রহিত হইতে পারে না; অতএব রায়তদের অভিপ্রায় মন্দ হইলে দখলীস্বত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা স্বীকার হওয়াতে তাহারা কার্য্যতঃ জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন করিয়া দিতে পারে। এস্থলে আর একটী বিষয় বিশেষরূপে দেখিতে হইবে। জমীদারকে খরচপত্র করিয়া আদালতের সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া মূল্য সম্বন্ধে আদালতের নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু রায়ত সে মীমাংসায় বাধ্য নহে, কারণ ৩২ ধারার ৪ প্রকরণে বলে যে যখন জমীদার রায়তকে মূল্য গ্রহণ করিতে বলেন ' রায়ত হয় ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্যে উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।" অতএব জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে রায়তের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব যদিও কার্য্যতঃ সম্পূর্ণরূপে অসার, সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে আবার কৌশল করিয়া সমস্ত সম্পন্ন রায়তকে এই বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কারণ পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্ব্ব ক্রয়স্বত্বের নিয়ম তালুকদারের প্রতি ও যে সকল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যোতের অর্দ্ধেকের অধিক কোর্ফাবিলি করিয়া অথবা ১০০ বিঘার অধিক পরিমাণ জমী যোত রাখিয়া তাহার কিয়দংশ কোর্ফা বিলি করিয়া তজ্জন্য তালুকদাররূপে পরিণত হইয়াছে তাহাদের প্রতি বর্ত্তিবে না।

খাজানা বৃদ্ধি।

তালুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধির কথা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জমীদারের ক্ষতি করিয়া তাহাদিগের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের যে সুখের অবস্থা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন অথবা ১৮১৯ সালের ১০ আইনমতে কখনই হয় নাই। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমি দেখিতেছি যে এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধি করা একপ্রকার স্থগিত হইয়া রহিয়াছে, এবং এই সম্বন্ধে জমীদারদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়াই নূতন ব্যবস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাও সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে কমিটী যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে জমীদারদিগের প্রতি সুবিচার না হইয়া এখন যে অবস্থা আছে সেই অবস্থা বদ্ধমূল হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্ত্তমান আইন অনুসারে জমীদার ও রায়তের, আদালতের বাহিরে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে চুক্তি করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে সে স্বাধীনতা একেবারে লোপ করা হইয়াছে। ইহাতে বিধান আছে যে, যেখানে ইচ্ছামত বন্দোবস্ত হইবে সে স্থলে চারি আনার অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে না অর্থাৎ টাকায় দুই আনার অধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ সাত বৎসর সময়ের জন্য এবং টাকায় দুই আনার অধিক ও চারি আনার অনধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ পনর বৎসর সময়ের জন্য বৃদ্ধি হইবে। আদালতের বাহিরে

খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এইরূপে জমীদারের উপর বিষম অক্ষমতা আরোপ করা হইল। যে স্থলে মোকদ্দমা দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হয়, সে স্থলে যে সকল কারণে খাজানা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত হইতে পারে তাহা এইরূপে প্রদর্শিত হওয়াছে।

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের গড়মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ) ভূম্যধিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বন্যা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আমি বেশ বলিতে পারি যে, সংশোধিত কারণাবলীতে খাজানা বৃদ্ধি সমস্যাপূরণের বিশেষ সাহায্য হইবে না। প্রথম কারণ "প্রচলিতহার" পরিষ্কার বুঝা যায় না এবং এখন এবিষয়ে যে সকল সন্দেহ ও গোলযোগ আছে তাহার কিছুই দূর হয় নাই। এই বিষয় বিশদ করার জন্যে চেষ্টা করা হয় কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট তাহার বিরোধী হন। আমার ভয় এই যে দ্বিতীয় কারণ অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ গবর্ণমেন্ট কর্ম্মকারকেরা যে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার উপর কিছু মাত্র বিশ্বাস করা যায় না। আনিয়াশুনিয়াও গড় মূল্য নিরূপণার্থে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যে নিতান্ত সুকঠিন, বিশেষ "সেই স্থানে বা চলিত বাজারে", কমিটী তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। চলিত বাজারকে নির্ণয় করিয়া দিবে? পরে যে সকল শর্ত্ত উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তৃতীয় কারণ কার্য্যতঃ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। চতুর্থ কারণ অনুসারে যদি সুন্দররূপেও কার্য্য হয় তথাপি উহা কদাচ কখন প্রয়োগে আসিবে।

যে সকল নিয়মে রাজস্ব কার্য্যকারক কর্ত্তৃক খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে তদারক হইবার বিধান আছে তাহাতে কার্য্যতঃ সমস্ত ব্যাপারই রাজস্ব কার্য্যকারকের বিবেচনামত সম্পন্ন হইবে। উদাহরণ, প্রচলিত হার নির্ণয়জন্য রাজস্বকার্য্যকারকের উপর তত্তৎস্থানে তদারকের উপদেশ আছে কিন্তু কি সূত্র ধরিয়া প্রচলিত হার নির্ণয় করিবেন তাহার কিছুই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। ফল এই হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকারক ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে কার্য্য করিবেন। মূল্য বৃদ্ধিহেতুক খাজানা বৃদ্ধি করিবার এই বিধান আছে।—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সময়ান্তরে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায় আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্য্যকর বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এরূপে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন না যে বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্ব্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মাধীনে ও ১৮ ধারার নিয়মাধীনে সাবেক খাজানার সহিত বর্দ্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

এই সকল বিধান অনুসারে কার্য্যকরণ বিষয়ে মূল্যের তালিকা উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইবে, কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। পোলীসে উক্ত বিবরণ সংগ্রহ করে এবং পোলীস যে এবিষয়ে বড় সতর্ক হইবে তাহার আশা করা যায় না। প্রায় সর্ব্বদাই সে থোকে ও খুচরা বিক্রয়ের দর মিশ্রিত করা হইয়া থাকে সে কথা না ধরিলেও কোন দায়িত্ববিশিষ্ট সেরেস্তায় তাহার পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয় না এবং উহা হইতে ন্যায্যরূপ গড় হিসাব করা যায় না। যদি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তালিকা প্রস্তুত করা না হয়, (একথা শুদ্ধ ভবিষ্যৎ তালিকা প্রতি বর্ত্তিবে) এই সকল তালিকা বিচারালয়ে প্রকৃষ্ট ও সিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে। আবার ঐ প্রশ্ন আসিতেছে—পুরাণ মূল্যের তালিকা কিরূপে প্রস্তুত হইবে?

আরো দেখিতে হইবে যে সমস্ত শস্যের মূল্য বাঙ্গালায় চাউলের এবং বেহারে ভুট্টা, যব ও গমের মূল্যে পরিণত করিতে হইবে। প্রধান খাদ্য শস্যের নামোল্লেখ করার ভার স্থানীয় গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পিত হইল। উক্ত গবর্ণমেন্ট বিবেচনামত সময়ে ভিন্ন২ শস্যের নাম উল্লেখ করিতে পারেন। তামাক, ইক্ষু, তুঁত, আলু, পাট প্রভৃতি মূল্যবান উৎপন্ন দ্রব্যের বিষয় কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ডের টাইদস কমুটেশন আক্ট যে মূল সূত্রে গ্রথিত এ নিয়মও সেই সূত্রানুযায়ী। কিন্তু আমি সাহস করিয়া নিবেদন করিতে পারি যে বিলাতের টাইদের সহিত বাঙ্গালার খাজানার কোন সৌসাদৃশ্য নাই; কারণ প্রথমোক্তটী ফসলের নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ দশম অংশ, আর শেষোক্তটী উৎপন্নের অংশ মূলক হইলেও এক্ষণে পুরাতন স্থিরিখ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী টাইদের কখন বৃদ্ধি হয় না কিন্তু আইনেই বাঙ্গালার টাকায় দেয়

খাজানা বৃদ্ধিযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে যে মূল সূত্র টাওদকে টাকায় পরিণত করারসময় সুবিচার সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হয়, টাকায় দেয় খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে সেই মূল সূত্র কি প্রকৃষ্ট ও সুবিচার সঙ্গত হইবে? আমি যতদূর বুঝিতে পারি, বর্ত্তমান আইনমতে এই সূত্র ধরিয়া কার্য্য করা যেরূপ কঠিন পরেও তাহা অপেক্ষা কোনমতেই সহজ হইবে না। ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক উৎকর্ষসাধনহেতুক খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে ও বিশেষ বিধি দ্বারা কার্য্যক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে যে আমার ভয় হয় উহার সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে না। এই কারণবশতঃ বৃদ্ধির আজ্ঞা দিবার সময় যে সকল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবার পর ৪১ ধারার বলে যে আদালত দেখিবেন ঐ ভূমি উচ্চতর হারে খাজানা দিতে সক্ষম হইবে কি না? যখন সকল বিষয়ই অনিশ্চিত, তখন কোন বুদ্ধিমান্ জমীদার উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্রসর হইবে? টাকা দিয়া তাহাতে লাভ হইবে কি না ঠিক বুঝিতে না পারিলে কেহই টাকা বাহির করিবে না। এই সম্বন্ধে আরও দুইটী কথা আছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সহিত ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পত্র লেখালেখিদ্বারা পূর্ব্বে এই স্থির হইয়াছিল যে কোন স্থানেই বর্ত্তমান খাজানা দ্বিগুণের অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে না এবং একবার বৃদ্ধি হইলে তাহা দশ বৎসর বলবৎ থাকিবে। প্রথমকার পাণ্ডুলিপিতে এই সকল নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্ত্তমান গবর্ণমেন্টের পরামর্শমতে উভয় নিয়মই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যেস্থলে প্রচলিত হার অপেক্ষা ন্যূনতা বশতঃ বৃদ্ধির চেষ্টা হয় সেস্থলে খাজানা টাকায় আটআনার অথবা শতকরা পঞ্চাশ টাকার অধিক বৃদ্ধি হইবে না, এবং যে স্থলে মূল্য বৃদ্ধি বশতঃ খাজানা বৃদ্ধির চেষ্টা হয় সে স্থলে বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বতন খাজানা হইতে টাকায় চারিআনা অথবা শতকরা পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না, আর খাজানা বৃদ্ধি হইলে তাহা পনের বৎসর চলিবে। এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে গবর্ণমেন্টের মীমাংসা কখনই চূড়ান্ত হয় না। জমীদারেরা যতই অধিক ছাড়িয়া দিতেছেন ততই তাঁহাদের নিকট অধিক দাবী করা হইতেছে।

সহজেই বুঝা যায় যে যেস্থলে প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্ত্তমান খাজানার ন্যূনতা বশতঃ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হয় সে স্থলে উক্ত খাজানা প্রচলিত হারের সীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়াই উচিত। কেন যে এরূপ স্থলেও শতকরা পঞ্চাশ টাকা ঊর্দ্ধতন সীমা নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে না। আবার যে স্থলে মূল্য বৃদ্ধি বশতঃ খাজানা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হয় এবং অনুপাত ধরিয়া বৃদ্ধি দিতে হইবে, সেস্থলে শতকরা পঁচিশ টাকা ঊর্দ্ধতন সীমা নির্দ্দেশ করা সুবিচার সঙ্গত নহে।

শস্যে দেয় খাজানা টাকায় পরিবর্ত্তন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ বাঙ্গালা অপেক্ষা বেহারেই অধিক খাটে; এবং আমার মান্যবর সহযোগী মহিমান্বিত দ্বারভাঙ্গার মহারাজা নিশ্চয়ই এই বিষয়ের সমালোচনা করিবেন, অতএব আমার এবিষয়ে অধিক না বলিলেও চলে। যাহাই হউক আমার কথা এই যে মূল সূত্র ধরিয়া পরিবর্ত্তনকার্য্য সম্পাদনের উপদেশ হইয়াছে তদ্দ্বারা বর্ত্তমান খাজানা কম হইবারই সম্ভাবনা। ঐ দুইটী সূত্র এই—

(ক) দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে,

(খ) পূর্ব্ব দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন তাহার গড় মূল্য।

এস্থলে আমার বলা উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইয়াছিল, তখন বর্ত্তমান খাজানা কমান হইবে না এইরূপ স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন এবং ১৮১৯ সালের ১০ আইন এ উভয় মতেই দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের সহিত কারবারে জমিদারের স স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল। দখলীস্বত্বহীন প্রজা ইচ্ছাধীন প্রজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ভূম্যধিকারী ও দখলীস্বত্বহীন প্রজার সম্বন্ধ বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যদি দখলীস্বত্বহীন প্রজা কোনমতে একখণ্ড ভূমির উপর এক মুঠা বীজ ছড়াইবার যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার দখলীস্বত্বলাভ বন্ধ করিতে পারিবে না এবং পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধে যে আইনসম্মত অনুমান আছে সে তাহার সম্পূর্ণ ফল লাভ করিবে। সে যখন প্রথম আসিবে তখন জমিদারের সহিত তাহার যেরূপ খাজানা দিবার কথা থাকিবে সে তাহাই দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু রেজিষ্টরী করা নিয়মপত্র ব্যতীত খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। বরং যখন জমিদার রায়তকে এরূপ নিয়মপত্র দিতে যাইবেন সে উহা অস্বীকার করিতে পারে। তাহা হইলে জমিদারকে প্রজা দূর করিবার জন্য মোকদ্দমা রুজু করিতে বাধ্য হইতে হইবে। আদালত তখন ঐ যোতের কি খাজানা প্রকৃষ্ট ও সুবিচারসঙ্গত তাহা স্থির করিয়া দিবেন. এবং আদালতের হুকুমমত জমিদার প্রজাকে পাঁচবৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য হইবেন; এবং যদি এই পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার পূর্ব্বেই রায়তের দখলীস্বত্ব জন্মে তাহা হইলে সে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার সমস্ত স্বত্ব অধিকার পাইতে স্বত্ববান হইবে। এইরূপে দখলীস্বত্বহীন প্রজা নাম মাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে। এই শ্রেণীর রায়তের সহিত আপনার ইচ্ছামত কারবার করিবার জমিদারের এক্ষণে যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লওয়া হইল। চুক্তিসম্বন্ধে স্বাধীনতা অবৈধ করা হইল। জমিদারকে আদালতের আজ্ঞাক্রমে পাঁচ বৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য করা হইল। এস্থলে আমার বলা উচিত যে বিচারাধীন পাট্টা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করণহেতুকই প্রজার উচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধীয়

প্রথমকার বিধান সকল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিধানে এদেশে অজ্ঞাত কতকগুলি নূতন তাঁতের সূত্রে অন্তর্নিহিত ছিল। পাণ্ডুলিপিতে সেগুলি থাকিলে নূতন বিবাদের মূল হইত। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে বিচারাধীন পাঁচ বৎসরের পাট্টা প্রবর্ত্তিত করায় জমিদারের প্রতি বিশেষ অবিচার করা হইয়াছে। যে বিষয়ে জমিদারেরা চিরকাল সম্পূর্ণরূপ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই বিষয়েই আদালত তাঁহাদের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া দিলেন। আর যে রায়তের সুবিধার জন্য বিচারাধীন পাট্টার হুকুম দেওয়া হইল সে অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ও গোলযোগকারী হইতে পারে। সে মন্দ পরামর্শ দিয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রজার পালকে ক্ষেপাইয়া দিতে পারে এবং অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। হয়ত জমিদার অন্য প্রজার সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিলে ইহা অপেক্ষা বেশী খাজানা পাইতে পারিতেন এবং হয়ত খাজানা আদায়ের ভাল প্রতিভাব্য পাইতে পারিতেন। কিন্তু বিচারাধীন পাট্টায় তাঁহার সুবিধা বা স্বাধীনতা রহিল না। দখলীস্বত্বহীন রায়ত সম্বন্ধীয় বিধান সকলে জমিদারের ভূস্বামী স্বত্বের প্রতি আরো এক বিষয়ে আক্রমণ করা হইয়াছে একথা আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যে শ্রেণীর রায়তের সুবিধার জন্য এরূপ আক্রমণ হইতেছে জমির উপর তাহার কিছু মাত্র মায়া নাই সুতরাং জমিদারের অনুগ্রহ পাইতে তাহাদের কিছু মাত্র ধর্ম্মতঃ দাবী নাই।

কোর্ফা বিলি ও কোর্ফা রায়ত।

যে পাণ্ডুলিপি প্রথম উপস্থিত করা হয় তাহার এক প্রধান দোষ এই যে, যদিও উহাতে জমিদারের স্বত্ব ও অধিকার বিশেষ রূপে খর্ব্ব করা হইল, তথাপি যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকর্ষক, যাহার পরিশ্রমেই দেশে ধনাগম হয় ও সাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট ও ভূস্বামী ও পেটাও ভূস্বামীর দল আহার প্রাপ্ত হন, তাহার কার্য্যতঃ অল্পই উপকার হয়। মধ্যবর্ত্তী লোকের অবস্থা বিশেষরূপে উন্নত করা হইল। কিন্তু কোর্ফা রায়ত যে প্রায়ই প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমি কর্ষণ করে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে মধ্যবর্ত্তি লোকের দয়ার উপর ফেলিয়া দেওয়া হইল।

এই বিধানে যেরূপ ইতর বিশেষ করা হয় কমিটী তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছিলেন. এবং তাঁহারা কোর্ফা রায়তের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য নানাবিধ উপায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। তদনুসারে এই পাণ্ডুলিপিতে কোর্ফা বিলি নিয়মিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু আমার সন্দেহ এই যে এসকল বিধান কার্য্যে পরিণত হইবে না। প্রথমতঃ যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহার যোতের অর্দ্ধেকের অধিক কোর্ফা বিলি করে সে, উহা রেজিষ্টরী হইবামাত্র, তালুকদাররূপে পরিণত হইবে। তালুকদারের অবস্থা বিশেষরূপ সুবিধাজনক। অতএব ইহাতে কোর্ফা বিলি বন্ধ হওয়া দূরে থাকুক বরং উহার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোর্ফা বিলি করে, তাহা হইলে কোর্ফা পাট্টা সাত বৎসরের অধিক কালের জন্য সিদ্ধ হইবে না, এবং উহা ভূতকালেও বলবৎ হইবে। যে কোর্ফা পাট্টা দিয়াছে তাহার অবশ্য ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ পাট্টার মিয়াদ যত অল্প হইবে তাহার লাভ তত অধিক হইবে। তৃতীয়তঃ কোর্ফা রায়তের ভূম্যধিকারী রেজিষ্টরী করা পাট্টাস্থলে নিজে বাধা দিয়া থাকেন. তাহার উপর শতকরা ৫০ টাকার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না এবং অনেক স্থলে শতকরা ২৫ টাকার অধিক পাইবেন না। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে স্থলে পরং বহুসংখ্যক মধ্যবর্ত্তী লোক আছেন, (বাকরগঞ্জে পরং ১১ শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী লোক আছে,) সেই স্থলে কিরূপে এই বিধিমতে কার্য্য চলিবে। প্রত্যেক মধ্যবর্ত্তীই কি কোর্ফা রায়তের নিকট হইতে তিনি আপন ভূম্যধিকারীকে যাহা দিয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা শতকরা ৫০ টাকার অধিক দাবী করিতে স্বত্ববান হইবেন? তাহা হইলে এই দলের সর্ব্বশেষ ব্যক্তির, যে ব্যক্তি স্বহস্তে চাস করে তাহার, দশা কি হইবে? চতুর্থতঃ ভূম্যধিকারী কোর্ফা রায়তকে কৃষি সম্বৎসরের শেষে ভিন্ন ও ঐ বৎসর শেষ হইবার ছয়মাস পূর্ব্বে উঠিয়া যাইবার লিখিত নোটিস দান ভিন্ন রায়তকে উঠাইয়া দিতে পারিবেন না। আমার ধারণা এই যে উর্দ্ধতন রায়ত অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্ফা বিলি করিয়াছে কিনা তাহাই লইয়া উর্দ্ধতন রায়তের সহিত কোর্ফা রায়তের সর্ব্বদা বিবাদ হইবে, ফল এই হইবে যে হয় কোর্ফা রায়ত নিঃশব্দে অত্যাচার সহ্য করিয়া যাইবে, না হয় সর্ব্বদা মোকদ্দমা মামলা হইবে। আর আমি যত দূর বিচার করিতে পারি তাহাতে যে সকল স্থলে উর্দ্ধতন রায়ত তাহার যোতের অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্ফা বিলি করিবে কেবল সেই সকল স্থলেই ৬২ ধারামতে খাজানার সীমা নির্দ্ধারণ কার্য্যকর হইবে। এই জন্য সে রায়ত আইনের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে আপনাকে সাবধানে এই সীমার মধ্যে রাখিবে। আরও উর্দ্ধতন রায়ত যদি আইন লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তাহাকে আদালতে আনায় কাহারও স্বার্থ নাই, কারণ আইন লঙ্ঘন করিলে কোনরূপ শাস্তিরই বিধান নাই। উর্দ্ধতন রায়ত যে রায়ত তাঁহার নিজের শর্ত্তমত জমী লইতে স্বীকার না করিবে, সেইরূপ রায়তকে ভূমি না দেওয়াই স্থির করিয়া রাখিবে, এবং যখন কোন কোর্ফা রায়ত ঐ শর্ত্ত স্বীকার করে সে আর আইনপ্রদত্ত উপকারের প্রত্যাশী হইবে না। তৃতীয় ব্যক্তি আর একজন রায়ত আইনের নির্দিষ্ট শর্ত্তে জমী লইতে ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু যদি উর্দ্ধতন রায়ত তাহাকে গ্রহণই না করেন তবে সে দাঁড়ায় কিসের জোরে। অতএব কোর্ফা বিলি নিয়মনার্থ বিধান সমূহ হয় অকার্য্যকর হইবে, না হয় অশেষ-প্রকার মোকদ্দমা মামলা উৎপাদন করিবে।

উৎকর্ষসাধন।

উৎকর্ষসাধন অধ্যায়ে ভূম্যধিকারী ও প্রজা এ উভয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে যে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে তাহা না বর্ত্তমান আইনের অনুযায়ী না দেশাচারের অনুযায়ী। বর্ত্তমান সময়ে ভূম্যধিকারীরাই প্রায় ভূমির উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে তাহাদিগকে ভূম্যধিকারীর সম্মতি ও অনুমোদন গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এই অধ্যায়ে বলিতেছে যে (১) যে রায়ত অবধারিত খাজানায় ভূমিভোগ

করে সে আপন যোত সম্বন্ধে কোন রূপ উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে ভূম্যধিকারী তাহাকে বাধা দিতে পারিবেন না। (২) যে স্থলে রায়তের দখলীস্বত্ব আছে সে স্থলে সেই ভূম্যধিকারীর অধীনে অন্য এক বা তদধিক যোত সম্বন্ধে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উক্ত রায়তের উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্র স্বত্ব থাকিবে। (৩) যে স্থলে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত আপন যোতে কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা করে সে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা করিয়া দিবার জন্য ভূম্যধিকারীর উপর এক নোটিস দিবে। যদি ভূম্যধিকারী তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারেন অথবা অমনোযোগ করেন তাহা হইলে রায়ত নিজেই উৎকর্ষসাধন করিয়া লইবে। এই বিধান সমূহের মর্ম্ম এই যে উহাতে ভূম্যধিকারীর ভূস্বামী স্বত্ব অস্বীকার করিয়া ভূমিতে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব কাহার এবিষয়ের মীমাংসাবিচার কালেক্টরের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি রায়তকে ভূমির উৎকর্ষসাধন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া রাজনীতিসিদ্ধ হয়, তা হইলে প্রথম কল্পে ভূম্যধিকারীকেই উক্ত উৎকর্ষসাধনের ভার দেওয়া উচিত। অর্থনীতি-মতে দেখিতে গেলে ভূম্যধিকারীর অনেক মূলধন থাকায় তিনিই উৎকর্ষসাধনে অধিকতর সমর্থ। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল না। তিনি উৎকর্ষসাধনের জন্য যে টাকা খরচ করিবেন, খাজানা বৃদ্ধি করিয়া তাহার মুনাফা তুলিয়া লইবেন এ আশ্বাসও তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই, কারণ খাজানাবৃদ্ধি দেওয়া না দেওয়া আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, এবং আদালত যদি দেখেন যে এ ভূমি খাজানা বৃদ্ধি দিতে সমর্থ তবেই বৃদ্ধির আদেশ করিবেন। আমার আশঙ্কা হয় এই সকল নিয়মের অপরিহার্য্য ফল এই হইবে যে উৎকর্ষসাধন করা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। যাহাদের উৎকর্ষসাধন করিবার সামর্থ্য নাই তাহাদের নিকট উৎকর্ষসাধনের আশা করা, ও যাহাদের সামর্থ্য আছে তাহাদের প্রতিবন্ধক দেওয়া যে কিরূপ পাকা রাজনীতি তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কৃষি বিষয়ে পরীক্ষা, আদর্শক্ষেত্র প্রভৃতির জন্য ভূমি গ্রহণ বিষয়ে ভূম্যধিকারীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই। আমাকে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনের সংশোধন চেষ্টা দেখিতে বলা হয়।

অবিভক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ।

পাণ্ডুলিপিতে জিলার জজকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে কালেক্টর অথবা স্বার্থবান যে কোন ব্যক্তি, ভূমিতে তাহার স্বত্ব না থাকিলেও, আবেদন করিলে যদি তাঁহার বোধ হয় যে সাধারণের অসুবিধা বা ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বের হানি হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা, কোন মহাল বা তালুকের সহাধিকারীদিগকে উহার তত্ত্বাবধারণের অনুষ্ঠানে বঞ্চিত করিতে পারিবেন। আমি শেষ বিষয়ের কথাই প্রথমে বলিব। সহাধিকারীগণের মধ্যে বিবাদ থাকিলে অথবা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ না থাকিলে রায়তদিগের কষ্ট ও বিরক্তি হইতে পারে এ কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু কমিটী খাজানা আমানতের বিধান করিয়া এ অসুবিধার প্রতিবিধান করিয়াছেন। ৭৩ ধারার (গ) প্রকরণে বলে যে যে স্থলে অনেক গুলি অংশীদারকে একযোগে খাজানা দিতে হয় এবং তাহাদিগের পক্ষ হইতে খাজানা গ্রহণের ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি নিযুক্ত না থাকায় প্রজা টাকার জন্য উক্ত সহাধিকারীদিগের একযোগে রসীদ পাইতে না পারে সে স্থলে উক্ত প্রজা খাজানা আমানত করিয়া দিতে পারিবে। আরও যদি সহাধিকারীরা একযোগে অথবা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষের দ্বারা দরখাস্ত বা মোকদ্দমা রুজু না করে তাহা হইলে সহাধিকারীরা ক্রোকের দরখাস্ত অথবা বর্দ্ধিত খাজানার জন্য মোকদ্দমা করিতে পারিবে না। এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইবে যে এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা অবিভক্ত মহালের রায়তদিগের সমস্ত যুক্তিযুক্ত কষ্টের কারণ সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে। অবিভক্ত ভাবে কোন মহালের তত্ত্বাবধারণ হইলে সাধারণের যে কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি, যদি সহাধিকারীরা রাজস্ব দিতে ত্রুটি করে, তাহাদের মহাল নীলাম হইতে পারিবে। যদি তাহারা আইন অতিক্রম করে অথবা সরকারী আদেশমত কার্য্য করিতে অপারগ হয়, তাহা হইলে তাহাদের দায়িত্বের কথা বঙ্গদেশের রেজিষ্টরী বিষয়ক আইনের কার্য্য দৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে এবং তাহাদের শাস্তিও হইতে পারে। এজন্য কালেক্টর অথবা জনসাধারণের অসুবিধা হইতেছে মনে করিলেই সহাধিকারীরা আপন সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ হইতে কেনই বঞ্চিত হইবেন। পরিষ্কার বুঝা যায় না। আমার নিবেদন এই যে যে সকল কারণের কখনই অস্তিত্ব নাই, তাহারই ভাণ করিয়া ভূস্বামী ও ধনীদিগের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিয়া, উহাদিগের পরিশ্রম ও উৎকর্ষসাধনের উত্তেজক কারণ অপনোদন করা প্রকৃত রাজনীতির একান্ত বিরোধী।

স্বত্বের লিপি, খাজানার বন্দোবস্ত, ও হারের তালিকা।

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করণ।

ভারতবর্ষের যে সকল ভাগে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বৎসরান্তে ভূমির বন্দোবস্ত হয় তথায় অধুনা যে ভাবে ভূমির ব্যবস্থা হইয়া থাকে, উপরি উক্ত বিষয় সম্পর্কীয় অধ্যায়গুলিও সেই ভাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ব ও স্বার্থ প্রায়ই উত্তমরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং এই অধ্যায় সকলের বিষয় সম্বন্ধে যে যে স্থলে প্রজা ও ভূম্যধিকারীতে বিবাদ হইবার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থলে সম্পর্কবিশিষ্ট সম্প্রদায়ের নিজ নিজ চুক্তির উপর আইনের কার্য্য নির্ভর করিতে দেওয়াই সহজজ্ঞানসম্মত। কিন্তু এই সকল অধ্যায়ের মর্ম্ম এই যে, একদিকে ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়কেই, তাহাদের জন্য বিহিত উপায় অবলম্বন করিতে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, অপরদিকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে নিজের ইচ্ছামত সেই উপায় অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল অধ্যায়ে যে সকল বিধান আছে তাহাদের কার্য্য চলিতে আরম্ভ হইলে, আমার ভয় হয় যে দেশ মোকদ্দমা সাগরে ডুবিয়া যাইবে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার কুপ্রবৃত্তি সমূহ উত্তেজিত হইবে, মিথ্যা সাক্ষ্য ও জাল করণের দ্বার প্রকাশ্যরূপে উদ্ঘাটিত হইবে, অধীনস্থ আমলারা অশেষরূপে অত্যন্ত জঘন্য হইয়া যাইবে,

এবং কৃষিজীবিগণ ক্ষতি, ব্যয় ও বিপদের সাগরে পতিত হইবে। রাজস্ববিষয়ক জরীপে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিল। যখন লোকে নিজেই এ সকল বিধান বলবৎ করার জন্য আবেদন করিবে, তখন তাহা দেখিয়া লওয়া তাহাদেরই কাজ, কিন্তু লোকের কোনরূপ আবেদন ব্যতিরেকে কেন যে গবর্নমেন্ট দেশের লোকের উপরি-উক্ত অনিষ্ট সাধন করিবেন আমি তাহার যুক্তিযুক্ত ও সিদ্ধ প্রমাণ দেখিতে পাইতেছি না। আগামী দুই তিন পুরুষ মধ্যে উদ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা হইবে না এবং এই সমস্ত সময় ধরিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষত বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। যে স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত বা সরাসরি বিক্রয়ে নীলাম খরিদার নিজের অবগতির জন্য জমাবন্দীর কাগজ পায় না; স্বত্বের লিপি শুদ্ধ যদি সেই স্থলের জন্য প্রস্তুত হয়, যেস্থলে রায়তেরা খর্ম্ম ঘট করিয়া খাজানা দিতে অস্বীকার করে এবং যে স্থলে রায়তদের কর্তৃক অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা, যদি কেবল সেই সকল স্থলের জন্য খাজানার বন্দোবস্ত হয়; যেস্থলে জমীদারেরা নিজে আবেদন করে যদি কেবল সেই স্থলের জন্যই জমীদারের নিজ জমীর রোজ নামচা করা হয়; সেই সকল স্থলে পক্ষগণের মনোবাঞ্ছামত উহা ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু গবর্নমেণ্টের হস্তে জমীর বিবেচনার ভার দিয়া এই সকল অধ্যায়ের লক্ষ্য বিষয় যে রূপ বিস্তৃত করা হইয়াছে, তাহার সেরূপ কোন আবশ্যকতাই নাই এবং ইহাদ্বারা এত অনিষ্ট সংঘটিত হইবে যে উহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি, সুখ, ও প্রকৃত স্বার্থের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। হারের তালিকা সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, এবিষয়ে যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে দেশের অধিকাংশ স্থলেই উহা নির্ণয় করা অসাধ্য। ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, অর্থশাস্ত্রসম্মত ও সামাজিক কারণ বশতঃ একই গ্রামের মধ্যে এত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হার প্রচলিত আছে, কোন কোন গ্রামে শত শত প্রকার হার আছে, যে সমুদায় হার বা এক সমান হার বা পূর্ব্বে যাহাকে পরগনা হার বলিত কোন নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্যে তাহা নির্ণয় করা আশাতীত। প্রজা ও ভূম্যধিকারী কাহারই একার্য্য দ্বারা কিছুমাত্র উপকার প্রাপ্ত হওবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য হারের তালিকা প্রস্তুত করার ও ভূম্যধিকারী এবং প্রজার উপর দিয়া তাহার খরচ উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে ভূম্যধিকারী ও প্রজা কোন রূপ আবেদন না করিলেও স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় বিধান সকল বলবৎ করিবার খরচ ভূম্যধিকারী ও প্রজার ঘাড়ে চাপান হইবে। যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে ভূমি বিশিষ্ট শ্রেণীর উপকার অপেক্ষা অপকার হইবার অধিক সম্ভাবনা, এইরূপে ত হার জন্য ভূমির উপর নূতন কর বসান হইবে।

খামার নামে অভিহিত ভূম্যধিকারীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে উহার যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে নির্দ্দিষ্ট লক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং উহাদ্বারা সমস্ত পতিত ভূমি লক্ষণবহির্ভূত করা হইয়াছে। ১৩৮ ধারায় বলে,

১০৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী; এবং

(খ) যে আবাদী জমী গ্রাম্যাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত জমা বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপি বদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পূর্ব্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না, এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজজমী নহে, এই রূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারীদের কার্য্য পদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারায় খামার ভূমির নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।—

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। আনিবেক যে সুবে বেহারের মধ্যের মালিকানা জমীন এবং সুবে বাঙ্গালা ও মেদিনীপুরের জমিদার ও তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারীদিগের নিজের নানকার ও খামার ও নিজ যোত ওগয়রহ ভূমিউপরের লিখিত [সাধারণ রাজস্ব হইতে নাখেরাজ ভূমির বহিষ্করণ] দফা সকলের বাহির আছে ইত্যাদি।

আইনের ভাষার সহিত পাণ্ডুলিপির ভাষা তুলনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে পুরাতন আইনানুসারে জমীদারের খামার জমীতে ক্রমাগত বার বৎসর ধরিয়া চাষ করার শর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট ছিলনা। পতিত ভূমিসম্বন্ধে একথা সকলেই জানে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একতরফা খাজনা ধার্য্য করায় জমীদারের যে অপরিহার্য্য ক্ষতি হইয়াছিল তাহারই পূরণার্থ উহা জমীদারকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ক্রোক।

খাজানা আদায়ের সম্বন্ধে ক্রোকের আইনের সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও কার্য্যকর বলিয়া সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস। আমি জানি বেহারে ইহার সমধিক অধিক পরিমাণে গৃহীত হয়। বর্ত্তমান ক্রোক আইনের সার এই যে ইহাদ্বারা শীঘ্র ও অব্যর্থ প্রতীকার হয় কিন্তু ভূম্যধিকারীর শিরে সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত থাকে ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে তাঁহাকে বিলক্ষণ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডুলিপি অনুসারে ক্রোক আদালতে।

দ্বারা করিতে হইবে, উহার প্রতিপদে নানাপ্রকার নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, আদালতের হুকুম জারী হইবার সময় হয়ত মাঠ হইতে শস্য অন্যত্রনীত হইয়া গিয়াছে। ইহার কার্য্য প্রণালী এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে উহা দ্বারা আর শীঘ্র প্রতীকার পাওয়া অসম্ভব। সত্বর প্রতীকারই ক্রোক আইনের মর্ম্ম হওয়া উচিত। আবার ক্রোক করিতে গেলে ভূম্যধিকারীর এত ব্যয় করিতে ও এত বিরক্ত হইতে হইবে যে তিনি অগত্যা এই উপায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আমার এইরূপ বোধ হইতেছে যে এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ ক্রোকী আইনের বিধান হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অকার্য্যকর হইয়া থাকিবে। এবং তাহাতে একণে শীঘ্র খাজানা আদায় করিবার বিষয়ে জমীদারের যে একমাত্র সুবিধা আছে, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

আদালতের কার্য্য প্রণালী।

গবর্ণমেন্ট যে খাজানা আদায়ের প্রণালীর সরলতা সাধন করিবেন বলিয়া পুনঃ২ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমার বারং২ বলিবার প্রয়োজন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অবধি আজি পর্য্যন্ত এবিষয়ে আপনাদের কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আর উপস্থিত পাণ্ডুলিপির প্রথম সূচনা হইতে খাজানা আদায় প্রণালীর সরলতাসাধন ইহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে বাদানুবাদের সময় কমিটীও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই সকল বাদানুবাদের ফল কার্য্যতঃ আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছে। আমি এবিষয়ে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম।

(১) পত্তনী কার্য্যপ্রণালী (২) গবর্ণমেণ্ট ও রাজাধুপাসিত মহালে একণে যে কার্য্য প্রণালী চলে তাহা ও

(৩) বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন। আমি নিম্নে তৃতীয় উপায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।—

বাকী খাজানার জন্য মোকদ্দমা রুজু করিতে হইলে জমীদার বা খাজানাগ্রহীতা জমা ওয়াশীল বাকীর কাগজ, দাখিলার মুড়ি প্রভৃতি আবশ্যক কাগজ দাখিল করিয়া এবং আবশ্যকমত প্রমাণ দিয়া আপাততঃ মোকদ্দমা খাড়া করিবেন।

তাহার পর আদালত সমন বাহির করিবেন। সমন জারী হইলে জারী হয় নাই বলিয়া সচরাচর যে আপত্তি হইয়া থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত মর্ম্মের একটী বিধান করিতে পরামর্শ দিই—।

"সাধারণতঃ সমন যে ব্যক্তির নামে হয় নিজ তাঁহাকে দিয়া অথবা রেজিষ্টরী চিঠি দ্বারা পাঠাইয়া জারী করা হইবে। যদি কোনকারণ বশতঃ নিজ প্রতিবাদীর উপর সমন জারী হইতে না পারে, তাহা হইলে যে গ্রামে ঐ ভূমি অবস্থিত সেই গ্রামে উক্ত ব্যক্তির নিজবাসস্থানে অথবা তাহার পাঁচ মাইলের মধ্যে উহা লটকাইয়া দিতে হইবে। ঐ ভূমির মালকাছারীতে, অথবা যে ভূমির জন্য বাকী খাজানা পাওনা, অথবা তদুপরিস্থিত অন্য কোন সদরজায়গায় অথবা গ্রামের চৌকে বা চৌপালে, অথবা যে গ্রামে ঐ জমী অবস্থিত তাহার অন্য কোন সুপ্রকাশ্যস্থানে লটকাইয়া দিয়া নোটিস জারী করা যাইতে পারে। যেখানে যেমন হয় গ্রামের চৌকিদার গ্রামের মণ্ডল, অথবা গ্রামের দুইজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী, অথবা গ্রাম্য সব-রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে জারী হইবার সাক্ষ্য লইতে হইবে।"

অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক স্থলেই উপরি উক্ত কার্য্য প্রণালীর অন্ততঃ দুইটি অবলম্বন করিতে হইবে। এরূপ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিলে সমন জারী হয় নাই, এ আপত্তি যে মোকদ্দমার একতরফা বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্ব্বিচার বা পুনরান্দোলনের যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

সমনে এরূপ এক নোটিস থাকিবে যে যদি জারীর তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতিবাদী হাজির না হয়, তাহা হইলে দাবীর টাকার জন্য আদালত ডিক্রী দিবেন এবং তৎক্ষণাৎ জারীর হুকুম দিবেন। আদালত প্রতিবাদী যে তারিখে হাজির হয়, তাহার আট দিনের মধ্যে উহার এজাহার লইবেন এবং বাদীকে নির্দ্দিষ্ট দিনের নোটিস দিবেন। প্রতিবাদীকে তাহার উত্তর সমর্থনের জন্য যে দিবসে তাহার এজাহার হইবে সেই দিবসে তাহার সমস্ত দলীলপত্রাদি দাখিল করিতে এবং সাক্ষী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইবে। যদি মোকদ্দমার অবস্থা এমন হয় যে উহা তৎক্ষণাৎ নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, আদালত তাহাই করিবেন; অথবা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষের সমক্ষে সেই দিনই ইস্যু ধার্য্য করিবেন; এবং মোকদ্দমার শুনানি ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আর এক দিন ধার্য্য করিয়া দিবেন। ঐ দিন প্রতিবাদির এজাহারের দিন হইতে এক পক্ষের অতিরিক্ত না হয়।

জারীর সম্বন্ধে কথা এই যে যদি বাকীদার, তালুকদার বা দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়ত হয়, তাঁহা হইলে ডিক্রী জারীক্রমে তাহার তালুক বা যোত বিক্রয় হইবে। যদি সে দখলীস্বত্ত্বশূন্য রায়ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে।

ডিক্রীর টাকা আমানত করিয়া না দিলে আপীল গ্রাহ্য হইবে না।

খাজানাগ্রহীতা রীতিমত প্রতিভাব্যদিলে আমানতের টাকা বাহির করিয়া লইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইবে।

কমিটীতে আমার অনেক মহামান্য সহযোগীর আমার পরামর্শমত উপায়ে সহানুভূতি আছে বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে অধিকাংশ সভ্য আমার মত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলেন—

আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্য্যপদ্ধতির অল্পব্যয় ও সরলতর করিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমন জারীকরণকার্য্যে ও ঐ কার্য্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইনঘটিত কোন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

যাহাই হউক, কমিটী নিম্নলিখিত নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।—

পরন্তু খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর স্বত্বঘটিত কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারায় একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন করিয়াছি। ঐ ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে ঐ খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে ঐ খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বঘটিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিস ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; ঐ তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আজ্ঞা না পাইলে বাদীর প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ ক্ষুদ্র জনের মতে যে রায়ত আপন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করে আদালতে তাহার কথা অপ্রমাণ হইলে সে রায়তের স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, এইটি প্রকাশ করিলে প্রতিকারের পথ আরও অধিক পরিমাণে পরিষ্কার হইত, আমি ইহা কমিটীকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। কমিটী যে পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে চক্রের মধ্যে চক্র, বাকী খাজানার মোকদ্দমার মধ্যে স্বত্বের মোকদ্দমা, বর্দ্ধিত হইবে মাত্র খাজানা আদায় সহজ হওয়া দূরে থাকুক উহার বিলক্ষণ বিলম্ব পড়িয়া যাইবে।

বিচারের সাধারণতঃ যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, খাজানার মোকদ্দমায় ব্যবহার করিবার সময়, আবশ্যক হইলে সে প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা কমিটী হাই কোর্টকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমার বোধ হয় এরূপ করাও যাহা, এবিষয়ের মীমাংসার ভার পরিহার করাও তাহাই। যে ব্যবস্থাপক সভা কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাপক সভা খাজানার মোকদ্দমার বিচারের শীঘ্রত্ব সম্পাদনের জন্য উহার পরিবর্ত্তন করিতেও সমর্থ।

আমার ভরসা আছে যখন আগামি বৎসরে কমিটীর অধিবেশন হইবে, তখন তাঁহারা খাজানা আদায়ের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালীকে সরল ও অধিক পরিমাণে কার্য্যকর করিবার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা না থাকাই ভূম্যধিকারীদিগের বিশেষ কষ্টের কারণ এবং ইহা না থাকাতেই রাজস্ব ও সেস সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের দাবির টাকা দিতে অনেক সময়ে তাঁহারা বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। যদি খাজানার আইন সম্বন্ধে কোনবিষয়ে সকলের মত একহয়, তবে সে এই বিষয়, এবং যখন সমস্ত আইন উলট পালট হইয়া যাইতেছে তখনও যদি, ভূম্যধিকারীদিগকে তাঁহাদের যথার্থ পাওনা আদায়ের বিশেষ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে বলক্ষণ নিন্দা হইবে।

চুক্তির স্বাধীনতা।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কার্য্যতঃ রহিত করা হইয়াছে। যে সকল বিষয় চুক্তির বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটী তাহা এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ ২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা।

(খ) ৩১ ধারার নির্দ্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুষঙ্গ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারা মতে ফসলী খাজানা পরিবর্ত্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দ্দিষ্ট হেতু ভিন্ন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্ফা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ ৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬৩ ধারা।

(চ) গোচের ভূমি ডুবিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবারস্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতি পূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০ ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারী ক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

পাণ্ডুলিপি উত্থাপনের সময় আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই অবৈধিকর প্রস্তাবের বিলক্ষণ প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের আইন সমূহে যে কেবল চুক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে এরূপ নহে, প্রকাশ্য ভাবে উহার উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেও ঠিক তাহাই করা হইয়াছে। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে রায়ত আপনার বাড়ী ঘর ক্ষেত

খোদা বিক্রয় বা বন্ধক দিবার সময়, তাহার কোন অংশ বিক্রয় করিবার সময়, মজুর নিয়োগ করিবার সময় এবং জীবনের প্রতিদিন প্রয়োজনীয় সহস্র অন্য কার্য্য করিবার সময় স্বাধীন বলিয়া গণ্য হয়, কেবল আপন ভূম্যধিকারীর সহিত চুক্তি করিবার সময় তাহাকে কেন অসমর্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমি বিশেষ করিয়া এই বিষয় পুনর্ব্বার বিবেচনা করিতে বলি।

দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্ম্মচারী।

এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্ম্মচারী এই উভয়ের মধ্যে বিচারাধিপত্য বিভাগ হইয়াছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে, রাজস্ব কর্ম্মচারীর উপর যে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় স্পষ্ট এই যে ভারতবর্ষের উত্তরাংশে যেরূপ সব একসমান করিবার প্রণালী চলিতেছে, এবং যাহাদ্বারা ঐ অঞ্চলে মুদ্দমানের কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়াছে এবং পরিশ্রমের প্রস্রবণ শুকাইয়া আসিয়াছে, বাঙ্গালায়ও ভূমিবন্দোবস্তের সেই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হয়, আমারও এই বোধ। কিন্তু আমি স্মরণ করি যে আমার বোধ ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণ হইবে। শস্যের খাজানা মুদ্রারূপে পরিবর্ত্তনেই হউক, স্বত্বের লিপি অথবা খাজানার বন্দোবস্তেই হউক, হারের বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বিষয়েই হউক, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির তত্ত্বাবধারণেই হউক, প্রতিমত মাপের কাটি নির্দ্দেশ করণেই হউক, মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করণেই হউক, অথবা অন্য কোন বিষয়েই হউক, আমি যে বিষয়ই দেখিতে যাই দেখি যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকেই স্থিরবিন্দু করা হইয়াছে, পাণ্ডুলিপিরূপ অট্টালিকার অধিকাংশ সেই স্থিরবিন্দুর উপর নির্ভর করিতেছে। যদি রাজস্ব কর্ম্মচারীকে কার্য্য নির্ব্বাহক অথবা শাসন কার্য্য সম্বন্ধীয় কার্য্যকারক করা হইত, তাহা হইলে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাঁহাকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এ বিষয়ে বিলক্ষণ আপত্তি আছে। যে প্রণালীতে বিচারসম্বন্ধীয় কার্য্যকারককে শাসন কার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছামতে চলিতে হয়, সে প্রণালীতে সুবিচারের যত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত আর কিছুতেই নয়। এই বিষয়ে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় আইনের হেতুবাদে লর্ড কর্ণওয়ালিস যে উদার ও সমীচীনমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"যে ভূমির রাজস্বের ও তাহা উসুলের বিষয় সরকারের সহিত ভূম্যধিকারিদিগের যে বন্দোবস্ত এবং যাবতীয় ভূম্যধিকারী ও তাহাদিগের প্রজাবর্গের মধ্যে যে সকল দাওয়া ও বিরোধের মোকদ্দমা অদ্যাবধি মাল আদালতে উপস্থিত হইতেছে ও তাহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে তদনুসারে তাঁহারা জজের মতে মাল আদালতে বসিয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার করেন ও তাঁহাদিগের কৃত নিষ্পত্তি সমস্ত মোকদ্দমার আপীল বোর্ড রেবিনিউতে ও তথা হইতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুরে বাসের কৌন্সেলে হয় এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত ও তহসীল কালেক্টর সাহেবদিগের জিম্মা থাকিলে মাল আদালতের সেরেস্তার দীপ্তিমান এই সকল কারণ দৃষ্টে এইক্ষণে ভূম্যধিকারিদিগের সম্পর্কে সরকারের দত্ত যে সকল হক অর্থাৎ যে সকল বস্তুতে স্বত্ব আছে তাহা স্থিরতার বিষয়ে নিতান্তই মনস্থির রাখিবেক না কারণ এই যে মাল আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা কখন বিরুদ্ধমতে ও কখন যথার্থ ক্রমে ও কখন উভয়ের অপ্রত্যক্ষে এতাবতা বিনা হাজিরীতে নিষ্পত্তি হইত এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তহসীলের কার্য্যের নিরবকাশেও মাল আদালতের উপস্থিত অনেক মোকদ্দমাই মবস্থুব থাকিত। আর ইহাও সুস্পষ্ট জানা আছে যে কখন কালেক্টর সাহেবের দিগ হইতে ভূমির রাজস্ব দাবী ও তহসীলের মোকদ্দমায় আইনের অন্যথার হুকুম হইলে অন্যায়গ্রস্তের আশা ভরসার স্থান ছিল না যে বিপক্ষ হইতে যে পীড়া পাইয়া থাকে ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বসিয়া যে হুকুম দেন তাহাতে যে অন্যায়গ্রস্ত হইয়া থাকে তাহার সংশোধন সেই কালেক্টর সাহেবের কৃত বিচারে দেওয়ানী আদালত হইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টর সাহেবের দিগ হইতে তহসীলের কার্য্যের বাহুল্য জন্য ভূম্যধিকারীদিগের সহিত তাহাদিগের তাবের প্রজা বর্গের বিবাদেও যথার্থ বিচার হইতে পারিত না অতএব চাসের আধিক্য জন্য উচিত যে উপরের লিখিত সমস্ত উদ্যোগ ছাড়া ভূমির অধিকারিত্ব ও তৎসম্পর্কীত সকল স্বত্বের স্থৈর্য্য কারণ উদ্যোগান্তর করা যায়। দেশাধিপতির কর্ত্তব্য এই যে ভূম্যধিকারীদিগের সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা অন্যথা করণের শক্তি ত্যাগ করেন এবং আদালতের সমস্ত কার্য্যের কর্তৃত্বভার কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি না থাকে এবং যে কালে সরকারের পাওনা মালগুজারীর আপত্তি উপস্থিত হয় তাহা যে সকল আদালতের জজ সাহেবদিগের যে প্রকারে আদালতের শক্তি সমর্পণ হয় সে সকল আদালতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনের মতে উপস্থিত করিবার যোগ্য হইলে করা যায় যে তাহাতে কোনক্রমে জজ সাহেবদিগের স্বেচ্ছাচারের প্রসর না থাকে বরং সরকারের সহিত ভূম্যধিকারীদিগের ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতির মধ্যে তাহাদিগের তাবের প্রজাবর্গাদির বিরোধের বিচার ও নিষ্পত্তি যথার্থক্রমে ও বিনা পক্ষপাতে করিতে মনোনিবেশ রাখেন এবং ইহাও কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবেরা আপনাদিগের অর্পিত যাবৎ কর্ম্মের বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যে শক্তি রাখেন তাহা না করিতে পারেন ও করিলে তাহার তদারক আদালতে দেন এবং সরকারের প্রকৃত প্রাপ্য ছাড়া কাহার স্থানে কিছু অতিরিক্ত চাহিলে কিম্বা ঐ হজুরের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালত দ্বারে উপস্থিত হইবার যোগ্য হন। এমত হইলে যে শক্তিক্রমে ভূম্যধিকারিদিগের স্বত্বের অন্যথা কিম্বা ভূমির মর্য্যাদার হানি হইতে পারে তাহা না হইতে পারিয়া অন্য সমস্ত বস্তু হইতে ভূমির অধিকারিত্ব গুরুতর হইবেক এবং যে চাসের আধিক্যে সকলের কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য্য অতিশয় হয় তন্নিমিত্ত সকল লোকেই শ্রম ও চেষ্টা যথোচিত করিবেক।"

১৭৯৩ সালে গবর্ণমেণ্ট যে সকল উদার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮৪ সালে দশগুণ অধিক বাড়িয়া
পত্তনী তালুক।

জমীদারেরা এই পাণ্ডুলিপিতে পত্তনী আইনের সন্নিবেশ সম্বন্ধে আপত্তি করেন একরূপ করিবার যে কারণ নাই তাহা নহে। তাঁহাদের মত এই যে গত পঁয়ষট্টি বৎসর ধরিয়া ঐ আইনের প্রত্যেক কথা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এক প্রকার অর্থ লাভ করিয়াছে ও সেই অর্থেই চলিয়া আসিতেছে; জমীদার, পত্তনীদার, আদালত ও আমলা সকলেই উহা বেশ বুঝে; উহার ভাষার আধুনিকত্ব সম্পাদন করিতে গেলে বাষট্টি বৎসরের অতিরিক্ত কালের স্মৃতি ও পরম্পরাগত কথা লোপ হইবে, অতএব হাত না দিলে ভাল, এই বচনানুসারে পত্তনী আইনের বাক্য ও বাঁধনি যেভাবে আছে সেইভাবে থাকিতে দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত। আমিও এই মতের অনুমোদন করি এবং আমার ইচ্ছা যে পত্তনী অধ্যায় এই পাণ্ডুলিপির বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

যে সকল সূত্র ধরিয়া এই পাণ্ডুলিপি প্রধানতঃ চলিয়াছে তাহার পর আমার প্রধান প্রধান আপত্তিগুলি আমি তাড়াতাড়ি লিখিয়া ফেলিলাম। বিশেষবিষয় সম্বন্ধে আপত্তি করিবার সময় আমার নাই। আগামী নবেম্বরে যখন কমিটির অধিবেশন হইবে, তখন আমি সেই সকল আপত্তি উত্থাপিত করিব বাসনা রহিল।

১৮৮৩ সাল ১৪ মার্চ।

কৃষ্ণদাস পাল।

প্রস্তাবিত প্রজাস্বত্ববিষয়ক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন মতের মন্তব্য লিপি।

১। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়ে বিধান আছে, যে রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে সে,

(ক) কোন তালুকদার যে যে বিধানের নিয়মাধীন থাকেন, যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাধীন থাকিবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর লিখিত যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্ত্তক্রমে এই আইনমতে যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিলেই উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া দাবী করে তাহাকে তাহার যোত সম্বন্ধে সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় স্থাপিত করা হইয়াছে, যেহেতু

(ক) উক্ত রায়ত যদি তৃতীয় ব্যক্তিকে নিজ যোত হস্তান্তর করে, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী পূর্ব্বে ক্রয় করিতে অসমর্থ হইবেন;

(খ) যদি সে নিজ জমী এরূপে ব্যবহার করে যে উহা প্রজাস্বত্বের কার্য্যের সম্পূর্ণরূপ অনুপযোগী হয় তাহা হইলেও দখল হইতে উচ্ছেদের দায়ী হইবে না।

কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের মত এই যে, যে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতের খাজানা অবধারিত, তাহার অনুষঙ্গ সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অনুষঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র হইবে। এবিষয়ে আমার মত অন্যরূপ।

যদি একস্থলে জমীদারকে অগ্রক্রয় স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপর স্থলেও তাহাকে ঐ স্বত্ব দেওয়া উচিত। যদি একস্থলে ভূমিকে প্রজার কার্য্যের অনুপযুক্ত করায় রায়তের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় অপর স্থলেও সে উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

একস্থলে এরূপ হইবার অনুকূলে যত তর্ক উত্থাপিত করা যায় অন্য স্থলেও তাহা সমানরূপে খাটে।

আমার বোধ হইতেছে অগ্রক্রয় স্বত্ব মহম্মদীয় আইনের শাখা। বেহারের হিন্দুরা পূর্ব্ব ক্রয়ের স্বত্বের দাবি করিলে, উহার ব্যবস্থা দেশাচারমত হইয়া থাকে।

আমার বোধ হয় যে কোন ব্যক্তি ভূম্যধিকারীর অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দখলীস্বত্ব খরিদ করিতে পারে, তাহার হস্ত হইতে ভূম্যধিকারীকে আত্মরক্ষার উপায় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী আইন অনুসারে পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব এই পাণ্ডুলিপির বিধানে সন্নিবিষ্ট হইল।

একস্থলে শত্রুপক্ষীয় ক্রেতা ভূম্যধিকারীকে যেরূপ ভয়ানক অসুবিধায় ফেলিতে পারে, অপর স্থলেও সেইরূপ ক্ষেত্র নষ্ট করা সম্বন্ধেও সেইরূপ। একস্থলে তাহার পক্ষে এইস্বত্ব যেরূপ অনর্থক হইবে অপর স্থলে ও সেই রূপ অনর্থক হইবে।

এই সকল বিধান ৮ অধ্যায়ের সহিত যোগ হইলে ফল এই হইবে, ভূম্যধিকারী উৎসন্ন যাইবে।

যখনই ভূম্যধিকারী পূর্ব্ব ক্রয়ের স্বত্ব অনুসারে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব খাড়া করা হইবে।

যখনই কোন রায়ত অবধারিত হারের যোত বলিয়া আপন যোত হস্তান্তর করিতে যাইবে অথবা যদি ভূম্যধিকারী পূর্ব্বে ক্রয় করিতে ইচ্ছা না করেন, হস্তান্তরগ্রহীতা পূর্ব্বেই পূর্ব্বক্রয় স্বত্বের ভয় করিয়া যখনই আইনের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করে তখনই ভূম্যধিকারীকে বাধ্য হইয়া হস্তান্তরে আপত্তি করিতে হইবে। কারণ ভয় আছে যে যদি তিনি তৎক্ষণাৎ আপত্তি না করেন, তাহা হইলে সেই না করায় হস্তান্তরগ্রহীতার অবধারিত হারে চিরদিনের জন্য ভূমি ভোগের স্বত্ব স্বীকার বলিয়া গৃহীত হইবে।

যদি কমিটী আমার সংশোধন গ্রহণ করিবার উপায় দেখিতে পাইতেন এবং এই অধ্যায়ের কার্য্য মোকররী পাট্টাধীন যোতে অথবা যে সকল রায়তের স্বত্ব আদালতের ডিক্রীদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে যদিও ভূম্যধিকারিদিগের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইত না, তথাপি অনুমান খাড়া করিয়া আইনের চক্ষে ধূলি প্রদান করিবার চেষ্টায় লোককে উৎসাহ দেওয়ায় যে হানির ফল উৎপন্ন হইতেছে তাহার পরিহার করা যাইতে পারিত।

২। ৭ম অধ্যায়—কোর্ফা বিলির নিয়ম।

কোর্ফাবিলি সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়, সে বিষয়ে কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের মত হইতে সকল বিষয়েই আমার মত বিভিন্ন।

কোর্ফাবিলি বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইবে না কেবল এই উদ্দেশে কোর্ফাবিলি সম্বন্ধে বাধাজনক নিয়ম বিধানের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার বিশ্বাস এই যে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোর্ফাবিলি করে তাহাকে তালুকদাররূপে পরিণত করিলে ভূম্যধিকারীদিগের বিশিষ্ট স্বার্থের হানি হইবে।

আমার বিশ্বাস এই যে, কতকটা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে রক্ষা করিবার জন্য, বিশেষতঃ রায়তদিগের মধ্যে অতি দরিদ্র শ্রেণী অর্থাৎ রায়তের রায়তদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, এই প্রণালীকে তত্ত্বাবধারণাধীনে আনিবার আবশ্যকতা আছে।

কোর্ফা বিলির ক্ষমতা রায়তের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বোধ হয় হস্তান্তরের ক্ষমতা অপেক্ষা ইহা তাহাদের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত হঠাৎ দেনায় জড়াইয়া পড়িলে ইহাদ্বারা সে সেই দায় হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

যে সকল মজুর পরিবারের প্রতিপালনের সাহায্যার্থ অন্য কোন উপায়ে ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না, এই নিয়ম দ্বারা তাহারা ভূমি অর্জ্জন করিতে পারে।

ইহা আইনসঙ্গত। এতদিন কোর্ফা বিলি সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধাজনক নিয়ম ছিলনা। আর যতই কেন বাধাজনক নিয়ম হউক না, কেহই কোর্ফা বিলি পরিত্যাগ করিবে না।

যতদিন পর্য্যন্ত, যে সকল লোকের ভূমি আছে তাহাদের অপেক্ষা দরিদ্র আর এক শ্রেণীর লোক ভূমি পাইবার জন্য হাঁ করিয়া থাকিবে, যতদিন যাহারা এক্ষণে ভূমি ভোগ করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা ভালরূপ ব্যবহার করিতে পারে এরূপ এক শ্রেণীর লোক থাকিবে, যতদিন ফলভোগবন্ধক হইতে কোর্ফা পাট্টার বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া না দেওয়া হইবে, ততদিন কোর্ফা বিলি চলিতে থাকিবে।

কোর্ফাপাট্টাধারীদিগকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং এখনও যখন সময় আছে এ প্রণালীকে কোন না কোন রূপ তত্ত্বাবধানে আনিতে হইবে।

এ বিষয় শীঘ্রই এমত ভাবে গবর্ণমেণ্টের গোচরে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে ইহার মীমাংসা পরিহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

৩। ৫ম অধ্যায়—খাজানা বৃদ্ধি।

সিলেক্ট কমিটীর নিকট রিপোর্টের জন্য যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার বিধান অনুসারে বর্দ্ধিত খাজানা ভূমি হইতে মোট উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অধিক না হইলে পূর্ব্বহারের উপর টাকায় ছয়আনা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত খাজানা গ্রহণের জন্য ভূম্যধিকারী প্রজার সহিত ঘরাও বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতেন।

জমির জন্য যে হার প্রদত্ত হয় তাহা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণে, প্রজার দ্বারা না হইয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে এই কারণে, চিরস্থায়ীরূপে মূল্যের বৃদ্ধি হইয়াছে এই কারণে মোকদ্দমা করিয়া জমীদার খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার এই নিয়ম মানিতে হইত যে বর্দ্ধিত খাজানা উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত না হয় এবং কোন স্থলেই পূর্ব্বতন খাজানার দ্বিগুণের অধিক না হয়।

ইচ্ছাপূর্ব্বক খাজানা বৃদ্ধি ও মোকদ্দমা করিয়া খাজানা বৃদ্ধি উভয় স্থলেই বর্দ্ধিত খাজানা দশ বৎসরের মত ঠিক থাকিবার কথা ছিল। সিলেক্ট কমিটীর সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে চুক্তিমত খাজানা বৃদ্ধি কোন স্থলেই টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

দুই আনার কম বা দুই আনা পর্য্যন্ত হইলে উহা সাত বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক থাকিবে, দুই আনার অধিক হইলে পনের বৎসর পর্য্যন্ত।

কোন যোতের খাজানা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা অল্প এই কারণবশতঃ আদালতের সাহায্যে খাজানা বৃদ্ধি হইলে উহা পূর্ব্বতন হারের উপর শত করা পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে, এবং মূল্যের চিরস্থায়ী বৃদ্ধিবশতঃ হইলে শত করা পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

যে স্থলে কোন মোকদ্দমার দোষগুণ দেখিয়া বিচার হয় তাহাতে বৃদ্ধি হউক আর নাই হউক হার পনের বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক থাকিবে।

উভয় স্থলেই পঞ্চমাংশরূপ সীমা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আমি স্বীকার করি আইনমত খাজানা বৃদ্ধি করা বর্ত্তমান আইনের অপেক্ষা অনেক সহজ ব্যাপার হইয়াছে কিন্তু আমার বিনীতভাবে নিবেদন এই যে, সীমা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব সকলেই এই কথা স্বীকার করায় খাজানা বৃদ্ধির সীমা পরিত্যাগ করা হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সীমা সঙ্কোচ ও সময় বৃদ্ধি করিয়া কমিটীর অধিকাংশ সভ্য খাজানাবৃদ্ধির উপর যে বাধাজনক নিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কারণ নাই।

ইহা অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে যে, যে প্রজাদিগকে যোত ভোগ করিবার স্বত্ব স্থায়ীরূপে দেওয়া হইয়াছে তাহারা যখন জানে যে, ভূম্যধিকারী আদালতে গেলেই অনেক উচ্চহারে ডিক্রী পাইতে পারেন তখন তাহারা আদালতের বাহিরে অনায়াসেই খাজানা বৃদ্ধি দিতে স্বীকৃত হইবে।

প্রজা ও জমীদার নিজে নিজে যে সকল বিষয়ে অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে, যে রাজনীতিতে সেই সকল বিষয়ের জন্য তাহাদিগকে আদালতে পাঠাইয়া দেয় আমি সে রাজনীতি অনুমোদন করি না।

ইচ্ছাপূর্ব্বক খাজানা বৃদ্ধিস্থলে কেবল এই কথা বলার আবশ্যক ছিল যে চুক্তিমত খাজানা বৃদ্ধি রেজিষ্টরী করা করারপত্র দ্বারা করিতে হইবে এবং ইহা দেখিতে হইবে যে প্রজা তাহাতে স্বীকৃত হইতে গিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়াছে।"

মোট টাকার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা ছিল। সময়ের বিষয় চুক্তির উপর নির্ভর করিলেই হইত।

উভয় স্থলেই পঞ্চদশ বৎসর সীমা নির্দ্দেশ করায় ভূম্যধিকারী তাঁহার যত পাওনা তাহার এক কড়া ও আদায় করিয়া লইতে ছাড়িবেন না। আমরা রক্ষা করিবার কোন পথ রাখি নাই।

এস্থলে কমিটীর প্রতি সুবিচারের জন্য একথা বলা আবশ্যক যে নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত খাজানা অপেক্ষা অল্প হারে যোত ভোগ করণ হেতুক খাজানা বৃদ্ধির যে ইচ্ছামত সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উঠাইয়া লওয়া কেবল মাত্র আমারই অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু আমি এখনও বিবেচনা করি যে এবিষয় আদালতের বিবেচনার উপর ফেলিয়া রাখিলেই ভাল হইত।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ বৎসর ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিয়া দিবার ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হইয়াছে। এ উভয় বিষয়েই আদালতের হস্ত পদ বন্ধন না করাই উচিত ছিল।

৪। ৮ম অধ্যায়।—দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের কথা।

৫০ ধারা	(১)	চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে রায়তের খাজানা পরিবর্ত্তিত হয় নাই, চিরকালের জন্য সেই খাজানায় সেই রায়ত ভূমি ভোগ করিতে পারিবে প্রথমটীর এই মর্ম্ম।
ঐ ,,	(২)	
ঐ ,,	(৩)	

দ্বিতীয়টীর মর্ম্ম এই যে, বিপক্ষ প্রমাণ না পাওয়া গেলে যে রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ বৎসর ধরিয়া এক খাজানায় ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ঐ খাজানায় ভোগ করিয়া আসিতেছে এই অনুমান হইবে।

তৃতীয়টী দ্বারা ঐ নিয়ম মুদ্রারূপে পরিণত খাজানাতেও খাটিবে।

এই পাণ্ডুলিপির উপর অন্যান্য কাগজের সহিত আমি যে মন্তব্য দাখিল করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই সকল ধারার বিধান পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ ছিল তাহা হইতে আমার ভিন্নমত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম একণে যেসকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা পাঠের পরিবর্ত্তনমাত্র, সারতঃ কিছুই নহে।

কমিটীতে এই বিষয় বাদানুবাদের সময় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই সকল কথা কেন গৃহীত হইয়াছিল তৎসমর্থনার্থ একটুও যুক্তি বা চেষ্টা করা হয় নাই। উহ দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত্তের অতিক্রম করা হইয়াছে; এ উক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় নাই। এবং এমন কোন কথাই বলা হয় নাই যাহাতে আমি আমার মন্তব্যে যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহা পরিবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হই।

উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে উহা রাখিবার ওজর এই যে উহা বর্ত্তমান আইন, বর্ত্তমান আইন পরিবর্ত্তনার্থ কমিটীকে প্ররক্ত করিতে পারে এমন কোন যুক্তিপরম্পরা প্রদর্শিত হয় নাই এবং কখন কেমন করিয়া ও কি কি শর্ত্তে রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া হইয়াছিল একথা প্রমাণ করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে যত কঠিন রায়তের পক্ষে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণ করা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন।

আমরা দেখাইয়াছিলাম যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আনুষঙ্গিক আইনাবলীর কখনই এমন অভিপ্রায় ছিলনা যে মোকররিদার ও ইস্তমরারদার ভিন্ন অন্য কোন রায়ত অবধারিত ও অপরিবর্ত্তনীয় হারে চির দিনের জন্য ভূমি ভোগ করে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে কোন শ্রেণী যে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, ঐ সকল আইনের কখনই এরূপ অভিপ্রায় ছিল না।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে বিশেষ অধিকার বিশিষ্ট একটী শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়া জমীদারদিগের ভূম্যধিকারিস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে এবং রায়তগণকে চিরদিনের জন্য অবধারিত খাজানায় ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদান করিয়া ভূস্বামীদিগকে আপন আপন মহালে বাৎসরিক বৃদ্ধিভোগী করিয়া দিয়াছে।

কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখের পরিবর্ত্তে যে মকদ্দমা রুজু করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী ২০ বৎসর হইতে অনুমান চলিবে এইরূপ প্রকাশ করায় ইহাদ্বারা ক্রমাগতই নূতন স্বত্ব জন্মাইয়া দিতেছে।

ঐ অধিকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ভবিষ্যতে এ অধিকার অর্জ্জন করা রায়তের স্বার্থ, এবং উহার অর্জ্জনে বাধা দেওয়া জমীদারের স্বার্থ, অতএব উহাকে বর্ত্তমান আকারে পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করায়, উভয়েরই বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। ইহাতে ক্রমাগতই বিবাদ বাধিতেছে।

যদি ১৮৫৯ সালের ১০ আইন বিধিবদ্ধ করা সুবিচার সঙ্গত হয় নাই স্বীকার করেন বর্ত্তমান আইনের কার্য্য দ্বারা যে সকল স্বত্ব জন্মিয়াছে তাহা উচ্ছেদ করাও অন্যায় ও কষ্টজনক হইবে স্বীকার করি।

যে সকল রায়ত এইরূপ স্বত্ব অর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের উপর কোনরূপ অবিচার না হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে উক্ত আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী ২০ বৎসর হইতে এই অনুমানের কার্য্য চলিবে, এক্ষণকার ন্যায় মোকদ্দমা রুজু করিবার ২০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে নহে। আমার বিনীত ভাবে নিবেদন এই যে যদি কমিটী আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, যে সকল রায়ত অবধারিত হারে ভূমি

ভোগের স্বত্ব অর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদেরও স্বত্ব স্থির থাকিত এবং জমীদারদিগের প্রতিও প্রথম কিস্তি সুবিচার প্রদত্ত হইত। ভবিষ্যতে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইতেছে স্বীকার করা যায়; অতীত কালের আইন দ্বারা রায়তের যে সকল স্বত্ব লোপ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে অথবা নিজের অসাবধানতা ও নিজের কার্য্য দ্বারা যে সকল স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়াছে সেই সকল স্বত্ব পুনঃ প্রদানের জন্য যে পাণ্ডুলিপি পাস করা হইতেছে, সেই পাণ্ডুলিপিতে অতীতকালে শিথিল ভাবে আইন করার দোষে ভূম্যধিকারী যে সকল স্বত্বে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাও তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা সুবিচার সঙ্গত।

অতীতকাল তিনি যাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করা যদি একান্ত অসম্ভব হয় ভবিষ্যতে যাহাতে তাহার রক্ষা হয় তাহাও অন্ততঃ করা উচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত্তমতে কেবল মাত্র মোকররিদার ও ইস্তমরারিদার অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমতি পায়, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহা পায় নাই।

১৮১৯ সালের ১০ আইনের পূর্ব্বে অবধারিত হারে বা খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের দাবী করিলে দশ সালা বন্দোবস্তের বার বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে বাধ্য হইতে হইত। অন্যথা তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণ হইত না। অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যাহা কিছু আছে তাহার উপর উহার স্বত্ব নির্ভর করিত না কিন্তু উক্ত বন্দোবস্তের পূর্ব্বে জমীদারের কার্য্যের উপর নির্ভর করিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিকর্ষকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মোকররীদার বা তালুকদার বা খোদকাস্ত রায়ত, ইহাদের দখলজনা স্বত্ব জন্মিয়াছিল, আর পাইকস্ত রায়ত বা ইচ্ছাধীন প্রজা। ৬৬ বৎসরের মধ্যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই সর্ব্ব প্রথম পাইকস্ত রায়তকে দখলীস্বত্ব দিবার চেষ্টা করা হয় অন্ততঃ তাহাদের বেলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত্তে এমন কোন কথা পাওয়া যায় না যাহার উপর তাহাদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে। ভূম্যধিকারীকে অনুমান খণ্ডনের আজ্ঞা করা উচিত নহে। স্বত্ব প্রমাণের ভার রায়তের উপর নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্ব্বে খাজানা দেওয়া সম্বন্ধে সকল রায়তের দখলীস্বত্ব ছিল সকলের উপরেই এক প্রকার ব্যবহার করা হইত অর্থাৎ সকলেই প্রচলিত হার দিতে বাধ্য করা হইত।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাসের সম্বন্ধে যত কাগজপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া কিসের জন্য ঐ আইনে এই সকল বিধান নিবদ্ধ হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

১৮৫৭ সালে যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় তাহাতে "যে সকল বংশানুক্রমিক রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে তাহারা ঐ হারে পাট্টা পাইতে স্বত্ববান হইবে" লেখা আছে। কিন্তু পরে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে যে ২০ বৎসরের অনুমানের কথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখই নাই।

যদি ১৮৫৭ সালের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত না হইত, তাহা হইলে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণের ভার আজিও দাবিকারি রায়তের উপরেই অর্পিত থাকিত।

উক্ত খসড়া আইনের যত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রীযুত স্কোন্স সাহেবই রায়তের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় বাদানুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে উক্ত স্বত্ব এই উচ্চতর ও সুগমতর যুক্তির উপর স্থাপিত যে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারের পক্ষেই চিরস্থায়ী প্রজার পক্ষে অস্থায়ী" এরূপ একতরফা বন্দোবস্ত নহে কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ও ৬০ ধারার বিধান হইতেই এইরূপ অনুমান করায় তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। এই সকল ধারা খুলিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে প্রথমটী তালুক সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয়টীর কার্য্য চলন হইতে বেহার মুক্ত হইয়াছিল।

আমার নিবেদন এই যে, যদি কেবল মাত্র বর্ত্তমান আইন বলিয়াই আমরা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে বর্ত্তমান আইন রক্ষা করি তাহা হইলে রায়তের উপকারার্থ আমরা অনেক স্থলে যেরূপ গিয়াছি সেরূপ বর্ত্তমান আইন ছাড়াইয়া যাওয়া কোনমতেই উচিত হয় নাই।

অনেক সময়ে যে বলা হয় যে অনুমান খণ্ডন করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে সহজ কিন্তু রায়তের পক্ষে স্বত্বসাব্যস্ত করা সহজ নহে তাহার সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে যে সকল লোক এই কথা বলে ভূম্যধিকারীর পক্ষে এরূপ করা যে কত শক্ত তাহার কোন হৃদ্বোধই নাই। কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক রায়তের পক্ষে ভূম্যধিকারীর হস্তাক্ষর প্রমাণ করা অতি সহজ কিন্তু ভূম্যধিকারীর পক্ষে যে সকল লোক লিখিতে জানে না তাহাদের দেওয়া দলীল প্রমাণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যত পুরাণ আইন আছে সকলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে রায়তের অনুকূলে দলীল লিখিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোন আইনেই ভূম্যধিকারীর অনুকূলে দলীল লিখিয়া দেওয়া রায়তের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য করিয়া দেয় নাই।

বর্ত্তমান আইনে যেস্থলে বরাবর টাকায় খাজানা দেওয়া হইতেছে সেই সকল স্থলের জন্যই বিধান আছে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে আর এক পদ অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, ঐ নিয়ম মুদ্রারূপে পরিণত খাজানায়ও খাটাইবার অভিপ্রায় হইয়াছে।

যদিও কমিটীতে আমিই একাকী এই বিষয়ে ভিন্নমত হইয়াছিলাম এবং আমার এই অবস্থা তত বাঞ্ছনীয় হয় নাই, তথাপিও এই প্রকরণ বিধিবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমাদের যত দূর নিষিদ্ধ করা উচিত আমরা এবিষয়ে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূর গিয়া পড়িয়াছি। এপ্রকরণ নিষিদ্ধ করা ও যাহা আর যেসকল রায়ত শস্যে খাজানা দিত ও এক্ষণে টাকায় খাজানা দেয়, তাহাদিগকে ভবিষ্যতে অবধারিত ও অপরিবর্ত্তনীয় হারে খাজানা দিয়া ভূমিভোগের স্বত্ব দেওয়া ও ঠিক তাহাই।

বর্ত্তমান আইনেই ত এই সকল বিধান ভূম্যধিকারীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যতে উহা আর দশগুণ অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিবে।

যখন পাট্টা কবুলিয়ত পরস্পর দেওয়া আর আবশ্যক রহিল না তখন রায়ত যা করে ভবিষ্যতে তাহাই হইবে।

স্বত্বের লিপি প্রস্তুতকরণ ও করের বন্দোবস্ত করণের অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের উপর যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কার্য্যকর হইবে সত্য, কিন্তু এই সকল বিধান অপরিবর্ত্তিত থাকিলে আদালত সকল মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় প্লাবিত হইয়া যাইবে ও জমীদারেরা উচ্ছন্ন যাইবে।

ভবিষ্যতে যে সকল খাজানা মুদ্রারূপে পরিণত হইবে তাহাতেই এই সকল বিধান সীমাবদ্ধ করিয়া এবং যে তারিখ হইতে অনুমানের কাল গণনা করিতে হইবে সেই তারিখ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই ইহাদের কুফলের অল্পতা সাধন করা যাইতে পারে।

হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় সংক্রান্ত প্রকরণের উপর এই সকল বিধানের কার্য্যের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

৫। ৯ম অধ্যায়। যোতের অবান্তর বিভাগ।

পাণ্ডুলিপিতে বলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত ভবিষ্যতে হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং পূর্ণ যোতই হস্তান্তরযোগ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া ন্যায্য কার্য্যই করা হইয়াছে।

কোন যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

এত দিন পর্য্যন্ত হস্তান্তরকরণের স্বত্ব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অনুষঙ্গের মধ্যে ছিল না, অসংখ্য স্থলে আদালত ভূমিভোগের স্বত্ব নীত হইলেও ভূম্যধিকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হস্তান্তরগ্রহীতাকে তাহা প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। হস্তান্তরগ্রহীতার স্বত্বের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, যে এপ্রদেশের প্রতি জিলায়ই দখলীস্বত্ব ইচ্ছামত বিক্রয় হইতেছে ও আদালতের ডিক্রীমত বিক্রয় হইতেছে।

কোন২ জেলায় ইহা এরূপ অবধারিত হইয়াছে, আইনবিরুদ্ধ হইলেও ইহা এত বহুল পরিমাণে চলিতেছে যে দেশাচার এক্ষণে আইনকে অতিক্রম করিয়াছে।

আইনবিরুদ্ধ হইলেও দেশাচাররূপে প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহাকে সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছেন।

এক্ষণে পূর্ণ যোতের হস্তান্তর আইনসম্মত করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধ হইলে আইনবিরুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

যোতের কিয়দংশ হস্তান্তর আইনসঙ্গত করার ফল মন্দ হইবে। ভূম্যধিকারীর পক্ষেও মন্দ হইবেই, রায়তের পক্ষে আরও মন্দ হইবে। কিন্তু রায়তের কার্য্য ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ এবং তাহার নিজের বিরুদ্ধে সিদ্ধ প্রকাশ করিলে ক্রমে এমন একটী অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে যে এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যপ্রণালীর নিন্দা করিতেছেন পরিণামে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ও তাহা আইনসঙ্গত বলিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন।

ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ ও রায়তের বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইতে দেওয়ায় রায়তের হস্তান্তর করিতে কোন বাধ্য হইবে না, কেবলমাত্র যোতের বাজার দর অত্যন্ত কমিয়া যাইবে।

রায়তের যেমন টানাটানি হইলে ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ইহা অসিদ্ধ এই কারণ বশতঃ হয়ত সে অর্দ্ধেক মূল্যে তাহার যোতের এক২ খণ্ড বিক্রয় করিতে থাকিবে।

রায়তের খণ্ডশঃ যোত বিক্রয় বন্ধ করার তিন উপায় আছে, যথা,—

যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েরই বিরুদ্ধে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা।

ভূম্যধিকারীকে এরূপ হস্তান্তর উক্ত অংশের ইস্তফা বলিয়া গণ্য করিতে অনুমতি দেওয়া।

ভূম্যধিকারী ও রায়তের মধ্যে যে করার আছে তাহার শর্ত অনুসারে যেরূপ শর্ত্ত ভঙ্গ করিলে তাহাকে সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে এরূপ শর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা।

শেষোক্তটী অত্যন্ত কার্য্যকর বলিয়া আমি উহারই অনুকূলে যুক্তি বিন্যাস করিয়াছিলাম।

৬। ১০ম অধ্যায়।

এই অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ভূম্যধিকারীর অনুরোধে, বহুসংখ্যক রায়তের অনুরোধে, অথবা বিবাদ নিবারণের জন্য সমস্ত মহালের খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারেন।

এই অধ্যায় যেরূপ আছে তদনুসারে মহালের জমাবন্দী স্থির বা নিশ্চয় করার পর তাহা পনের বৎসর সময়ের জন্য ঠিক থাকিবে। কিন্তু কিছুতেই ভূম্যধিকারীর খাজানা বৃদ্ধি করিবার দরখাস্ত বন্ধ করিবে না।

১। যেস্থলে ভূম্যধিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করেন ও বৃদ্ধির অনুমতি হয়, তথায় ইহা খাটিবে।

২। যেস্থলে আবেদন অগ্রাহ্য হয়, তথায় ইহা খাটিবে।

৩। যেস্থলে ভূম্যধিকারীর আবেদনের স্বত্ব আছে অথচ আবেদন করেন নাই তথায় ইহা খাটিবে।

৪। যেস্থলে কিয়ৎসংখ্যক রায়তের অনুরোধে বন্দোবস্ত হইল তথায় ইহা খাটিবে।

৫। ইহাতে যেসকল রায়ত দরখাস্তের পক্ষ নহে এরূপ সকল রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিতে নয় জমীদার বাধ্য হইবেন, না হয়, পনের বৎসর বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিবেন।

৬। ইহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ও দখলীস্বত্বশূন্য উভয়প্রকার রায়তের পক্ষেই খাটিবে। অতএব ইহার এই ফল হইবে যে সমস্ত দখলীস্বত্বহীন রায়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

৭। ইহাতে রায়তদের যেসকল স্বত্ব নাই তাহা অর্জ্জন করিতে পারিবে বলিয়া বন্দোবস্তের দাবী করিতে তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিবে। ইহার এদিক ওদিক হইতে দিবে না।

পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ সময় ছিল তাহাই থাকা উচিত অর্থাৎ দশ বৎসর হওয়া উচিত।

যে সকল স্থলে ভূম্যধিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানা সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে এই অধ্যায় সেই স্থলেই খাটা উচিত।

ইহার দ্বারায় দখলীস্বত্বহীন রায়তের দখলীস্বত্ব অর্জ্জনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়। নচেৎ একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অধ্যায় নানাবিধ অত্যাচারের যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে।

৭। ১২শ অধ্যায়—দায়।

অবশেষে যে বিষয়ে আমি কমিটীর সিদ্ধান্ত হইতে আমার মত ভিন্ন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি, তাহা ব্যবসাদারের পক্ষে এবং রায়তের পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশ যে যখন বাকী খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রী অনুসারে কোন তালুক বিক্রয় হয়, তখন প্রথমতঃ উহা রেজিষ্টরী করা দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে। কিন্তু ইহাতে দখলী যোত দায়মুক্ত করিয়া, বিক্রীত হইতে দিতেছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যে ব্যক্তি দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতে কোন রূপ দাবী থাকিবার দাওয়া করে, পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে পাওনা বাকী খাজানা প্রদান করিয়া এবং তদ্দ্বারা প্রথম বন্ধক স্বত্ব লাভ করিয়া আপন স্বার্থ রক্ষা করিবার অনুমতি আছে। কিন্তু ইহাতে সেই স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হইবে না।

তালুকদার ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতদারের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা উচিত কমিটীর এইরূপ বিবেচনা। আমি এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত নহি।

অবধারিত হারে ভূমিভোগী রায়তেরা তালুকদারদিগের সহিত একপ্রকার বিধানের অধীন হওয়ায়, যোকদ্দমার উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ের পর অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমান খাড়া করিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় নামঞ্জুর করিবার চেষ্টা হইবে।

যে যোত বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে তাহা সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বা অবধারিত হারের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত এবিষয়ে তদারক করা আদালতের, ডিক্রীদারের, দেনাদারের, বা ক্রেতার কাহার কর্ত্তব্য হইবে, অথবা যদি কোন ক্ষতি হয়, কে ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে, পরিষ্কার বুঝা যায় না।

যে দায় রক্ষা করিতে হইবে তাহা সমস্ত যোতে বর্ত্তিবে, কেবল মাত্র এক অংশে বর্ত্তিবে না, ইহাই প্রকাশ করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু ইহার অধিক কিছুই আবশ্যক ছিল না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে এবিষয়ে রক্ষা না করায়, তাহার বাজার সম্ভ্রমের ক্ষতি করা হইয়াছে। যে স্থলে সে অল্প সুদে টাকা ধার করিতে পারিত, সে স্থলে তাহাকে অধিক সুদ দিতে হইবে।

টি, এম, গিবন।

প্রস্তাবিত প্রজাস্বত্ববিষয়ক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্নমতের মন্তব্যলিপি।

পাণ্ডুলিপির বিধানসকল একণে যেরূপ সংশোধিত হইয়াছে, সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের ন্যায় আমিও সাধারণতঃ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত; কিন্তু আমার এ কথা বলা আবশ্যক যে আমার বিবেচনায় কয়েকটী বিষয় প্রজার স্বার্থ উপযুক্তরূপে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পাণ্ডুলিপিতে খাজানাবৃদ্ধির পথটি সুবিধা করিয়া দিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্ব্বে যে নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রমাণের আবশ্যকতা ছিল তাহার পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র দরবৃদ্ধি প্রযুক্ত বৃদ্ধি প্রস্তাব করায় আরও সুবিধা হইয়াছে। ভূম্যধিকারীর অনেক বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিলেও আদিম বিলের ৭৫ (ঘ) * ধারার শাসনটী তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। রায়তের দেয় খাজানার হার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কথা খাজানাবৃদ্ধির একটি হেতু বলিয়া রাখা হইয়াছে; এবং বাসেন্দা রায়ত ভিন্ন অন্য রায়তকে যখন প্রথম ভূমির দখল দেওয়া হয়, তখন ভূম্যধিকারী কত খাজানার দাবী করিবেন তাহার কোন সীমা নির্দ্দেশ করা হয় নাই, বাসেন্দা রায়তের সম্বন্ধেও ভূম্যধিকারী পূর্ব্বতন খাজানার শতকরা পঁচিশ টাকা বৃদ্ধি দাবী করিতে পারেন। প্রজা জমী না ছাড়িয়া যতদূর পর্য্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি দিতে পারে তাহার চরম সীমা পর্য্যন্ত খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারেন এমন বিষম শক্তি এই সকল ধারায় ভূম্যধিকারীর হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। কারণ, কৃষিক্ষেত্র নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে ভূম্যধিকারীর হাতে পড়িবে এবং যখন তিনি এই সকল ক্ষেত্র বিলি করিবার সময় অবাধে যত ইচ্ছা খাজানা লইতে পারেন, স্পষ্টই বোধ হইতেছে তখন প্রচলিত হার ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে, এবং এই হার দ্বারা যে কেবল নূতন বসান রায়তদিগেরই খাজানা নির্দ্ধারিত হইবে এমন নহে, সাধারণ প্রজা সম্প্রদায় মাত্রেরই খাজানা নিয়মিত হইবে। এই কারণ বশতঃ প্রচলিত হার খাজানা বৃদ্ধির কারণ বলিয়া রাখায় ভবিষ্যতে বিলক্ষণ বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় এবং উহা পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া লওয়া হয় দেখিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

এইরূপ আমার বিবেচনায় যেস্থলে ভূম্যধিকারী শস্যরূপে দেয় খাজানা মুদ্রারূপ খাজানায় পরিণত করিবার আবেদন করেন সেস্থলে প্রজার স্বার্থ ২৩ ধারায় উপযুক্তরূপে রক্ষিত হয় নাই। এই ধারায় এইরূপ বিধান থাকা উচিত যে, প্রথমতঃ কোন স্থলেই মুদ্রারূপ খাজানা ভূম্যধিকারীর পথকর বিভাগে ঐ যোতের যে খাজানার উল্লেখ আছে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ভূম্যধিকারী দশ বৎসর ধরিয়া যে খাজানা লইয়া আসিতেছেন তাহার গড়মূল্য ধরিয়া যদি মুদ্রারূপ খাজানা স্থির হয়, তাহা হইলে চাষকার্য্যের সমস্ত ঝুঁকি প্রজা গ্রহণ করে এবিবেচনায় তাহা হইতে বিলক্ষণ বাদ দেওয়া উচিত। খাজানার কমিশন যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট যে পাণ্ডুলিপি অর্পণ করেন, তাহাতে এরূপ বাদ দিবার বিধান করা হইয়াছিল।

আমার বোধ হয় পরিত্যাগ করণ বিষয়ক পাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারায় যেরূপে কথা যোজনা করা হইয়াছে, তাহাতে অপব্যবহারের দ্বার বিলক্ষণরূপে উদ্ঘাটিত হইবে। যখন রায়ত পরিত্যাগ করিয়াছে এই ওজরে তাহাকে তাহার যোত হইতে বঞ্চিত করা হয়, তখন তাহাকে দখল পুনঃ প্রাপ্তির জন্য মোকদ্দমা রুজু করিবার ক্ষমতা দেওয়ার ফল অতি অল্পই হইবে। যদি এই ধারার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে উহার কার্য্যক্ষেত্র পতিত জমির, রায়তের দখলস্থ যোতে সীমাবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতে উহা বিস্তার করার অতি অল্পমাত্রও কারণ নাই, কারণ এই সকল স্থলে বাকী খাজানার নিমিত্ত যোত বিক্রয়ের ক্ষমতা দ্বারা ভূম্যধিকারীর খাজানা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৮৩ সাল ২১ মার্চ।

এচ, জে, রেনল্ডস।

* ইহা একারণে প্রকাশ করা গেল যে, "রায়তেরা ফসলের সময় যে মূল্যে বিক্রয় করে সেই মূল্য ধরিয়া প্রধান শস্যযোগে ঐর মোট উৎপন্নের আনুমানিক গড় বার্ষিক মূল্য যত হয়, বর্দ্ধিত খাজানা কোন স্থলে তাহার পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না"

প্রস্তাবিত বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তি যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে ভিন্নমতাত্মকলিপি।

পাণ্ডুলিপির মূলসূত্র।

এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমার ভিন্নমত এই প্রণালী হেতুমূলে স্থাপন করিতে চাই যে, বঙ্গদেশীয় ভূমি সংক্রান্ত আইন একণে যেরূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত আছে, এই পাণ্ডুলিপির দ্বারা তদপেক্ষা দৃঢ়তর, ন্যায্যতর, কিম্বা অধিকতর সন্তোষজনক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতেছে না এবং ইহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সক্ষম এরূপ সন্তুষ্টিপর কৃষকদের হস্তে ভূমির চাষকার্য্য রক্ষিত হইবে না, অথবা ধনসঞ্চয়, বিশুদ্ধতার স্বরূপ বৃদ্ধি ও কোন কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত উৎকর্ষসাধনের উন্নতি বিষয়ে সহায়তা হইবে না। আর যে অভিপ্রায়েই লর্ড হার্টিংটন সাহেবেরমতে এইরূপ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করণের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করা যায়, এই পাণ্ডুলিপিতে কেবল যে সেইং অভিপ্রায় সাধন হইতেছে না এরূপ নহে, ইহাতে বঙ্গদেশের প্রাচীন দেশাচার ও বর্ত্তমান আইন হইতেও অধিক দূরে ও সম্পূর্ণরূপ নূতন পথে যাইতে হইতেছে। উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতার সংস্কার সম্মত এরূপ প্রণালী অবলম্বন করা পরামর্শসিদ্ধ নহে বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

১৮৮২ সালের ১৭ আগষ্টের বিজ্ঞাপনীর ২১ প্রকরণ।

১৮৮২ সালের ১৭ আগষ্টের বিজ্ঞাপনীর ৯ প্রকরণ।

ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত বর্ত্তমান আইন কিং মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করেন ইহা বুঝা আমি কঠিন দেখিতেছি, অভিপ্রায় ও হেতুবাদে বর্ণনাপত্র প্রত্যেক পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মন্ত্রিসভার সভ্যদের নিকট পাঠাইবার রীতি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইন যদিও উপকার করিয়াছে স্বীকার করা যায়, তথাপি কোনং গুরুতর বিষয়ে উহা এতদূর নিষ্ফল হইয়াছে যে বেহারে প্রতিযোগিতাব অত্যাচারে রায়তদের স্থানে খাজানা লওয়া হইয়াছে ও জমীদারের কর্ত্তৃক অত্যাচার ঘটিয়াছে, এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালার জমীদারেরা আইনমতে যে খাজানা বৃদ্ধি করিবার অধিকারী, সেই খাজানা বৃদ্ধি পাইতে পারেন নাই, এবং আপনং বৈধখাজানা আদায় করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে আমরা এই কথা সংগ্রহ করিতে পারি, একপক্ষে রায়তদের রক্ষা করা ও অপর পক্ষে জমীদারদের বৈধ খাজানা আদায় করিবার ও তাহা আইনমতে বৃদ্ধি করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া পাণ্ডুলিপির প্রধান উদ্দেশ্য।

শ্রীযুক্ত ইলবার্ট সাহেব যেরূপ বলেন, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ফল প্রকৃত প্রস্তাবে সেইরূপ হইয়াছে ইহা যদি দেখান যাইতে পারে। কিন্তু আমি বেহার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহরূপে একথা অস্বীকার করি, এবং আমি এস্থলে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি যে, ইহা কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই। তাহা হইলে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপির নামে যেং উদ্দেশ্য আছে বলিয়া, দেখা যায়, আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেইং উদ্দেশ্য সাধনার্থ যেং ন্যায্য উপায় অবলম্বিত হইত, কোন ভূম্যধিকারী বা রায়ত তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতে পারিতেন না এবং জমীদারদের নানা আবেদনপত্রের কোনখানীতেই এই সকল বিষয়ে যে কিছুমাত্র আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে ইহা আমি দেখিতেছি না। পাণ্ডুলিপিতে যদি এই সকল উদ্দেশ্যেরপ্রতি দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকারে ভাল হইত, কিন্তু এই সকল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া উক্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অত্যন্ত বিপ্লবজনকভাবের প্রকরণ পরম্পরা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দৃঢ়রূপে সংরক্ষিত স্বত্বের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে, ও ভূম্যধিকারীদের মনে বহু পরিমাণে অশান্তি ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। সত্যবটে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এমন কথা কখন বলেন নাই যে, তাঁহারা ভূম্যধিকারীদিগকে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত স্বত্বে বঞ্চিত করিতে চাহেন। প্রত্যুত তাঁহারা নিশ্চয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূম্যধিকারীদিগকে যেং নির্দ্ধারিত স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক দেওয়া যায়, তাঁহারা কোনরূপে সেইং স্বত্বের প্রতি আক্রমণ করিতে চাহেন না। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে, কার্য্যতঃ ঐ নির্দ্দেশ বাক্য ব্যর্থ করা হইবে।

ক্ষতিপূরণ না দিয়া এক শ্রেণীকে তাহার নির্দ্ধারিত স্বত্বে বঞ্চিত করিয়া অন্য শ্রেণীকে সেই স্বত্ব দেওয়া যাহার উদ্দেশ্য এরূপ ব্যবস্থা আমার বিবেচনায় অদ্যাপি ভারতবর্ষে বিধিবদ্ধ হয় নাই, এবং আমি বিবেচনা করি যে এরূপ ব্যবস্থা কখনও বিধিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ মত ইংলণ্ডে কোনং উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তি সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে এরূপ কোন মতের কথা শুনা যায় নাই এবং ইংলণ্ডেও অগ্রগামী চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এবিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ আছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদিও একথা কখনও সরকারী কাগজপত্রে বলেন নাই যে, তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত করিতে চাহেন; এবং যদিও ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব তাঁহার পত্রে বিশেষরূপে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহাতে সমাজের কোন শ্রেণীর নির্দ্ধারিত স্বত্বের উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা তিনি তদ্রূপ ব্যবস্থাপনের বিরোধী, তথাপি খাজানা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপিহইতে যত অসন্তোষ ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, লোকের স্বত্বসম্পর্কীয় কোন পাণ্ডুলিপিহইতে ভারতবর্ষে পূর্ব্বে কখনও তত জন্মে নাই। মনে এইরূপ ভাব জন্মিবার কারণ এই যে যদিও গবর্ণমেণ্ট মুখে এইরূপ কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ প্রকরণই বিপ্লবজনক এবং আমরা যেং সূত্রানুসারে ব্যবস্থাপনকার্য্য করি বলিয়া অনুমান হয়, সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেইং সূত্রের বিরুদ্ধ। আমি যে ভাবের উল্লেখ করিতেছি, ১৮৮৩ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট এক স্মারকলিপি প্রকাশ করায়, সেই ভাব সম্প্রতি অত্যন্ত বর্দ্ধিত ও বলবৎ হইয়াছে।

আমি এই স্মারকলিপি হইতে একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে যে মূলসূত্র গ্রথিত আছে, তাহাতে আমার বোধ হয় পাণ্ডুলিপিতে যে কোন ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তাহার মনেই সহজে অবিশ্বাস ও অসন্তোষ জন্মিতে পারে। উক্ত অংশটি এইরূপ।—

"এই নিমিত্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বিবেচনা করেন যে, যদিও * * * আপনার পক্ষে ইতিহাস থাকা ভাল, তথাপি এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি ঐতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা * * * বর্ত্তমানের প্রয়োজনের কথার উপর অধিক নির্ভর করে। এজন্য তিনি এই পাণ্ডুলিপিতে যে সকল প্রস্তাব আছে তাহার ঐতিহাসিক সমর্থন অপেক্ষা কার্য্যকর ভাবের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিয়াছেন।"

জমিদারস্বরূপ আমাদের স্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দিষ্ট ও ব্যবস্থাপনক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহার প্রতি বোধহয় যেন দৃষ্টি না করিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এস্থলে ভাবতঃ ধরিয়া লইয়াছেন যে আমাদের স্বত্ব, ও আমি অনুমান করি রায়তদের স্বত্বও, ঐতিহাসিক গবেষণার কুজ্ঝটিকায় অস্পষ্ট দৃষ্ট হয়, সুতরাং ঐ সকল স্বত্ব সম্পর্কে যে সকল বর্ত্তমান অভাব কথিত হয়, তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অতীত প্রতিজ্ঞানুসারে প্রণীত নহে কোন বর্ত্তমান স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মতানুসারে প্রণীত। এই হেতুতে বোধ হয় তিনি কেহ২ যাহা বর্ত্তমান প্রয়োজন জ্ঞান করেন তদনুসারে গঠিত মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং জমীদারদের নির্দ্ধারিত স্বত্বে অবহেলা করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে, আমরা জমিদারেরা বলি যে এই পাণ্ডুলিপিতে যাহাদের অত্যন্ত অধিক স্বার্থ আছে, আমরা তদ্রূপ এক শ্রেণী; এবং স্বভাবতঃ আমাদের স্বত্ববিষয়ে কেবল যে সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান লওয়া উচিত এরূপ নহে এই স্বত্বরক্ষা করাও উচিত

কেহ২ বিবেচনা করিতে পারেন, যদিও আমি ইহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীকার করি না, যে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধ। যদি তাহাই হয়, সাহসপূর্ব্বক এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত, এবং ভূম্যধিকারীদিগকে "উপদ্রব জন্য ক্ষতি পূরণ" দিয়া তাহাদিগকে স্বত্ব ত্যাগ করিবার আজ্ঞা করা উচিত। কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের গত সেপ্টেম্বর মাসের যে পত্রে ভূম্যধিকারীদের স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নের ভাল করিয়া বিচার করা হয় নাই এখন বোধ হইতেছে, এবং যাহাতে সিলেক্ট কমিটির বিবেচনা কালে বিশেষ গুরুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, সেই পত্র যে অপক্ষপাত অনুসন্ধানের ফল বলিয়া উক্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং চীফ জষ্টিস সাহেব যে সুন্দর মন্তব্য লিপিতে এবিষয়ের সমুদয় আইন সম্পর্কীয় ভাবের সম্পূর্ণরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহা যে অন্যান্য সরকারী কাগজপত্রের সহিত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা জমিদারদের সম্বন্ধে কোন ক্রমে ন্যায্য বলা যায় না।

এই পাণ্ডুলিপি খাজানার কমিশনের হস্ত হইতে যখন বহির্গত হইয়াছে তদবধি বরাবর জমিদারেরা দলবদ্ধ ভাবে ইহার সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছেন। বেহার ও বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জিলায় সভা হইয়াছিল। এই সকল সভায় পাণ্ডুলিপির বিপদ্‌জনক প্রকরণ গুলির উপর দোষা রোপ করা হইয়াছিল, এবং সাধারণমত এইরূপ হইয়াছিল, যে পাণ্ডুলিপিতে বর্ত্তমান দেশাচার ও দেশের ভূমি সংক্রান্ত পুরাতন আইনের উপর অনর্থক হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। গত মার্চ্চ মাসে যখন রাজা শিবপ্রসাদ মন্ত্রিসভায় বলেন যে "এইরূপ পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে লোকের বিশ্বাস ও প্রত্যয় বিচলিত হইবে" তখন তিনি ভূম্যধিকারীদের মনের ভাব পরিশুদ্ধরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

এই দফার মধ্যে আমি কেবল আর এই কয়েকটি কথা বলিতে চাই যে, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সহিত যেদিন কোন নূতন জমীর বন্দোবস্ত হয় সেই দিনেই তাহাদিগকে দখলীস্বত্ব দিবার প্রস্তাব, জমিদারদিগকে তুল্য সুবিধা না করিয়া না দিয়া স্বাধীন চুক্তির স্বত্ব সম্বন্ধে রায়তদের অনুকূলে প্রথম এইবার নিষেধাত্মক নিয়ম স্থাপনের প্রস্তাব, এবং ভূম্যধিকারীকে খাজানা বৃদ্ধির আরো সুবিধা করিয়া দেওয়া যে পাণ্ডুলিপির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সেই পাণ্ডুলিপিতে প্রথম এইবার শতকরা পঁচিশ টাকা খাজানা বৃদ্ধির ঊর্দ্ধসীমা করিবার প্রস্তাব, এই পাণ্ডুলিপির এই সকল সাধারণ সূত্র কেবল যে দেশের স্বীকৃত আইন ও দেশাচার হইতে অনর্থক ভিন্ন পথে যাওয়া হইতেছে এরূপ নহে, জমীদারদের নির্দ্ধারিত স্বত্বও অন্ধ করা হইতেছে, জমীদারদের নিশ্চয়ই এইরূপ জ্ঞান হইবে। একটি শ্রেণী বলিয়া দেখিতে গেলে বঙ্গদেশের ও বেহারের জমীদারেরা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ভারতবর্ষীয় প্রজাদের মধ্যে অত্যন্ত রাজভক্ত এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কথা ঠিক এই প্রসিদ্ধির উপর প্রত্যয় স্থাপন করিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা বিশ্বাস করিয়াছেন যে, কোন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত স্বত্বে বঞ্চিত করিতে কিম্বা তাঁহাদের স্থায়িত্ব হইতে চালিত করিবেন না অথবা ইহা মনেও করিবেন না।

এরূপ অবস্থায় যাহা হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট এরূপ এক সরকারি স্মারকলিপি প্রকাশ করায় জমীদারদের স্বভাবতঃ আশঙ্কা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট গত সেপ্টেম্বর মাসের পত্রে যে২ মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই২ মত অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে জমীদারদের স্বত্বসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, জমীদারেরা এমন কি কাজ করিয়াছেন যাহাতে তাঁহারা এইরূপ ব্যবহারের যোগ্য হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে যেরূপ অর্থগৃধ্নু ও বিবেক শূন্য জ্ঞান করেন তাঁহারা কি বাস্তবিক সেইরূপ অর্থগৃধ্নু ও বিবেক শূন্য? যদি তাহাই হয়, তবে ইহার প্রমাণ দেখাইবার বৃত্তান্ত কোথায়? আমাদের নিকট কি এমন কোন স্থিতিরীতি বিষয়ক বিবরণ আছে যাহাতে দেখান যায় যে প্রতি দ্বাদশ বৎসরে

প্রজাদের ভূমি পরিবর্ত্তন করা বঙ্গদেশের জমীদারদের সাধারণ রীতি ও এরূপ কোন স্থিতিরীতি ঘটিত বিবরণ আছে কি যাহাতে দেখান যায় যে দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের প্রতি এতই অত্যাচার হইয়া থাকে, যে তজ্জন্য আমাদের ব্যবস্থাপক সভায় উপদ্রব জন্য ক্ষতিপূরণ দিবার মত গ্রহণ করা ন্যায়ানুগত হয়, যদিও এইমত এদেশের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নূতন ও প্রাচীন আইন প্রণেতারা ইহার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই? বস্তুগত্যা ইহার কি কোন প্রমাণ আছে যে, বেহারে প্রতিযোগিতার অত্যুচ্চহারে খাজানা গ্রহণ ও অত্যাচার এত সাধারণ, যে তজ্জন্য ভূস্বামীদের স্বত্ব নষ্ট করা আবশ্যক?

অনেক রাজকর্ম্মচারীর মত প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের উল্লিখিতপত্রে যেরূপ বর্ণনা আছে, জমিদারেরা বাস্তবিক সেইরূপ অত্যাচারী ইহা দেখাইবার স্থিতিরীতি ঘটিত বিবরণ প্রায় বা একেবারে প্রকাশিত হয় নাই। আর আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এমন কোন পুরাতন আইন কি আছে যাহাতে দেখা যায় যে, প্রাচীন দেশাচারমতে গ্রামের সমুদয় জমীতে রায়তদের দখলীস্বত্ব থাকিত এবং জমীদারেরা নিজে যে ভূমি চাষ করিতেন তদ্ভিন্ন কোন ভূমিতে তাঁহাদের ভূস্বামীর স্বত্ব ছিল না।

সিলেক্ট কমিটীর হস্ত হইতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি যে আকারে বাহির হইয়াছে তৎসম্বন্ধীয় যেহ বিষয়ে আমার মতভেদ ঘটিয়াছে, এক্ষণে ভিন্ন২ দফামতে অধিকতর বিস্তারিত করিয়া সেই২ বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেচাহি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

খাজানা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপির বাদানুবাদে আর অন্য সরকারী কাগজপত্রে একথা নিয়ত প্রকাশ আছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমিদারদিগকে বা রায়তদিগকে যে স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয় তাহার কোন স্বত্ব ভঙ্গ করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এবিষয়ে জমীদার ও রায়ত ও গবর্ণমেণ্ট সকলেই একমত। এক্ষণে এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি করিতে হইবে এই সকল স্বত্ব কি? কিন্তু এবিষয়ে অনেক মতভেদ আছে, যদিও আমি বুঝিতে পারি না যে, এইরূপ সুনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে কেমন করিয়া কোন মতভেদ ঘটিতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইনের ভাষা অতি পরিষ্কার, এবং তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে জমীদারেরা প্রকৃতপক্ষে "ভূমির মালিক" এবং কেহ কেহ যেরূপ কল্পনা করেন বোধ হয় সেরূপ খাজানা সংগ্রাহক মাত্র নহেন

আরো কেহ কেহ আছেন যাঁহারা ইহাও ছাড়াইয়া যান ও বলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের পূর্ব্বে জমীদার শ্রেণী ছিল না, এই সময়ের পূর্ব্বে তাঁহারা কেবল গবর্ণমেণ্টের খাজানা আদায় করিতেন। এই সকল কথার উত্তরস্বরূপ আমি ইহার সঙ্গে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত দুই খানি* সনন্দের অনুবাদ দিলাম মুসলমান সম্রাটেরা বেহারের দুইটি অতি প্রাচীন রাজবংশকে ঐ সনন্দ দিয়াছিলেন। ঐ দুইখানির মধ্যে এক খান ভোজপুরের বা ডোমরাঁওর রাজবংশকে ও অন্যখান দ্বারভঙ্গার রাজবংশকে দেন; ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, অন্ততঃ বেহারের কোন২ জমীদার বংশ কেবল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ছিল এরূপ নাহে, ভারতবর্ষের কোন স্থানে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের পূর্ব্বেও ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তক্রমে জমীদারদের প্রতি যেং স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ঐ বিষয়ের আইন হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় দেখিতে পাইতেছি না। ঐ অংশটি এই রূপ। —

'মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব জমীদারদিগকে হজুরী তালুকদারদিগকে ও ভূমির অন্যান্য প্রকৃত মালিকদিগকে এই সংবাদ দিতেছেন যে তাঁহারা যে জমা দিতে করার করিয়াছেন, তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন করা যাইবে না, কিন্তু তাঁহারা ও তাঁহাদের ওয়ারিশানও আইনমত উত্তরাধিকারিরা আপনং মহাল ঐ জমা দিয়া চিরকাল ভোগদখল করিতে পারিবেন। শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব আশা করেন যে ভূমির মালিকেরা সরকারী জমা চিরকালের নিমিত্ত অবধারিত হওয়ায় তাঁহাদের যে উপকার হইল তাহা বুঝিয়া এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানে আপনাদের ভূমি চাষ করিতে যত্ন করিবেন যে নিজের উৎকৃষ্ট কার্য্যাধ্যক্ষতার ও পরিশ্রমের ফল কেবল নিজেই ভোগ করিবেন। বিলম্ব বা ওজর না করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব দেওয়া ও আপনাদের সামিলী তালুকদার ও রায়তদের প্রতি সততা ও মমতা সহকারে ব্যবহার করা ভূস্বামীদের সকল সময়ে নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং এক্ষণে যে সকল আজ্ঞা করা গেল, তাহা হইতে তাঁহারা যে উপকার প্রাপ্ত হইবেন তজ্জন্য এই সকল কর্ত্তব্য ঠিক পালন করা তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

স্যর জন শোর সাহেব আপনার মন্তব্যলিপিতে এইরূপ লিখিয়াছেন।—

"আমি জমীদারদিগকে ভূমির মালিক বা স্বামী জ্ঞান করি। তাঁহারা আপনং ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ ভূমির মালিকত্ব প্রাপ্ত হন, এবং আইনমত উত্তরাধিকারী থাকিলে, রাজা ন্যায্যরূপে তাঁহাদিগকে উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিতে পারেন না কিম্বা উত্তরাধিকার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। বিক্রয় বা বন্ধকক্রমে ভূমি লইয়া কার্য্য করিবার অধিকার এই মূল স্বত্ব হইতে উদ্ভূত, এবং আমরা দেওয়ানী প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ঐ অধিকারমতে জমীদারেরা কার্য্য করিতেন।"

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত প্রণেতা লর্ড কর্ণওয়ালিস ও স্যর জন শোরের এইরূপ মত, এবং তাঁহারা উভয়েই দৃঢ়তা সহকারে জমীদারদিগকে "ভূমির মালিক" বলেন। আবার যে সে লোক নয়, পিট সাহেবও এই সকলমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি শ্রীযুত ডণ্ডাস সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পত্র লিখিয়া বলেন।

" আমি ইহা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলাম যে, বোর্ড অব কণ্ট্রোল হইতে এই ব্যবস্থা উদ্ভূত হওয়া উচিত, আর এরূপ গুরুতর ও বিবাদীয় ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিবেচনা কালে পিট সাহেবকে আমার অংশী করিতে যত্ন করা উচিত। এই নিমিত্ত তিনি স্বয়ং আমার সহিত উম্‌বলডনে দশ দিন বদ্ধ থাকিয়া কেবল ঐ কার্য্যের প্রতি মনোযোগ দিতে সম্মত হইলেন। ঐ সময়ে আমে-

* মাননীয় মহারাজার স্থানে একখান সনন্দ পাওয়া যায় নাই।

কাংশকাল চার্লস গ্রাণ্ট সাহেব আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সমুদয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনোযোগপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া পিট সাহেব সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের সহিত একমত হইলেন, দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। এই নিমিত্ত আমাদের যেরূপ ধারণা হইয়াছিল, তদনুসারে বিজ্ঞাপনী স্থির করিয়া কোর্ট অব ডিরেক্টরদের নিকট পাঠাইলাম।

রায়তদের স্বত্বসম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এক্ষণে তাহাদিগকে যেং স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তাহারা যেং স্বত্বভোগ করিত, সেইং স্বত্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন, বস্তুতঃ যথার্থ কথা বলিতে গেলে, ভূমিতে তাহাদের কোন মালিকীস্বত্ব ছিল না। তাহারা আপনং যোত হস্তান্তর করিতে পারিত না, এবং আইনে এমন কিছু নাই, যাহাতে দেখায় যে, জমীদারের সম্মতি বিনা অবধারিত হারে রায়তের ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল। এতদ্ব্যতীত এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহাতে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী যে চাউল, গম বা অন্য সস্তা শস্য যাহাকে কেবল মাত্র "প্রধান শস্য" বলিয়া সংপ্রতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মূল্য দ্বারা খাজানার হার নিয়মিত হইত।

আমি এস্থলে এই বিষয়ে স্যর জন শোরের লেখা হইতে একটী অংশ উদ্ধৃত করিব।—

"কিন্তু ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বহুকাল দখল করিলে ভূমিতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাহারা ভূমি বিক্রয় করিবার, কিম্বা বন্ধক দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং এই পরিমাণে উক্ত স্বত্ব মালিকীস্বত্ব হইতে স্বতন্ত্র। যথেচ্ছাচারী রাজার অধীন অন্যান্য স্বত্বের ন্যায় এই স্বত্বও অনিশ্চিত। জমীদারদের স্থানে জোর করিয়া বৃদ্ধি লওয়া গেলে রায়তদের স্থানে ঐ বৃদ্ধি চাহিবার স্বত্বক্রমে তাঁহারা কার্য্য করিয়াছেন। ভূমির মালিকত্ব কেবল জমীদারদের প্রতি ন্যস্ত আছে, ইহা যদি আমরা স্বীকার করি, তাহা হইলে রায়তেরা ঐ স্বত্ব ভূস্বামীর স্থানে প্রাপ্ত না হইলে, রায়তদের অনুকূলে আমরা এইরূপ কোন স্বত্ব স্বীকার করিতে পারি না।

"বঙ্গদেশের যে কোন জিলায় বিধি লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় খাজানা গ্রহণ করা না হয়, তথায় ভূমির খাজানা জানা হারানুসারে নিয়মিত হইয়াছে, এবং কোনং জিলায় প্রত্যেক গ্রামের স্বতন্ত্র হার আছে। বিঘা প্রতি ভূমির উৎপন্ন ধরিয়া এই সকল হার স্থির হয়। কোনং ভূমিতে বৎসরে দুই ফসল, কোনং ভূমিতে তিন ফসল জন্মে। তুতগাছ, পান, তামাক ও আখ প্রভৃতি অধিকতরলাভ জনক দ্রব্য হইলে, সেই পরিমাণে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয়। এই সকল হার ভূমি মাপ করিয়া অবশ্য স্থির করা হইয়া থাকিবে। এবং তোড়ল মলের বন্দোবস্ত এই সকল হারের মূল হইতে পারে। কালক্রমে ঐ আসলের উপর আব ওয়াব যোগ করা হয়, পরে মূল্য নির্দ্ধারণের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয়। পরং যেরূপ মাপ হইয়াছে, তদনুসারে হার ভেদ হইয়াছে। জমী মাপ করা গেলে সাধারণতঃ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধির সহিত চলিত হার দৃঢ় করা হয়।"

এই স্থলে প্রধান শস্য বলিতে কেবল চাউল, গম ও অন্য সস্তা খাদ্য শস্য বুঝিতে হইবে, প্রধান শস্য শব্দের এইরূপ অর্থ করা হয় না। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যাইতেছে যে তৎকালে তামাক, তুত প্রভৃতি অধিকতর মূল্যবান্ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বিবেচনাধীনে লওয়া হইত।

এই বিষয় সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে আমি আর একজন উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষের লেখা হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিলাম। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই জীবিত ছিলেন। আমি লর্ড মেটকাফের উল্লেখ করিতেছি; ইহা সুবিদিত যে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসাকারী ছিলেন না। আমি নিম্নে যে স্থল উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কিন্তু তাঁহার মত এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্বারা জমীদারদিগকে ভূমিতে মালিকীস্বত্ব দেওয়া হয়।—

"আমরা আইনের দ্বারা যে সকল ভূস্বামীর সৃষ্টি করিয়াছি, আমি তাঁহাদের সপক্ষ নহি, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি বিবেচনা করি, তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করা একটী বিষম ভ্রান্তি হইয়াছে ও তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া ও তাঁহাদিগকে ভূস্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আমি বিবেচনা করি আমরা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব রক্ষাকরণানন্তর যে সকল মালিকী স্বত্ব দিবার ক্ষমতা আমাদের ছিল, অর্থাৎ, যে সকল স্বত্ব পূর্ব্বে কাহারও ছিল না, সেই সকল আমরা তাঁহাদিগকে দিয়াছি। পূর্ব্ব হইতে অন্যের যে স্বামিত্ব ছিল, আমাদের নূতন সৃষ্ট ভূস্বামীদিগকে দিবার নিমিত্ত সেই স্বামিত্ব নষ্ট করিবার স্বত্ব আমাদের ছিল না। যাহা পূর্ব্বে অন্যের ছিল এরূপ একটী ক্ষেত্রও তাঁহাদিগকে আইনমতে বা ন্যায্যরূপে দিতে আমাদের ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের জমীদারীর অন্তর্গত প্রত্যেক ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের যে স্বত্ব ছিল, তাঁহাদিগকে সেই স্বত্ব দিতে পারিতাম ও দিয়াছিলাম। এবং স্থায়ী বন্দোবস্তক্রমে যাহাতে অন্যের স্বামিত্ব বা দখল ছিল না, সেই সকল ভূমিতে ও আমরা সম্পূর্ণ স্বামিত্ব প্রদান করিয়াছিলাম এইরূপ করাতে পুরাতন চাষীমালীক ও দখলীকারদের যে সকল স্বত্ব ছিল, যদিও আমরা সেই সকল স্বত্ব রক্ষা করিতে স্বত্ববান ও বাধ্য ও যদিও উহা রক্ষা না করাতে আমাদের আপনা আপনি লজ্জিত হওয়া উচিত। তথাপি আমাদের ঐ ভূস্বামীর নিজ সম্পত্তি বলিয়া যে ভূমি নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, সেই ভূমিতে তিনি যে চাষী বসাইয়াছেন, সেই চাষী ও ভূস্বামী পরস্পর যে নিয়ম করিয়াছেন, সেই নিয়মভঙ্গ করিয়া আমাদের মনোমত অন্য নিয়ম নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী হইতে আমাদের কোন স্বত্ব নাই। * * * * * আমি আইনমত ভূস্বামীকে তাঁহার সমুদয় ন্যায্য স্বত্ব দিতে চাই। আমরা যখন ভূস্বামী দিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তখন তাঁহারা যে কেবল রাজস্বের শতকরা কিয়দংশ পাইবার অধিকারী থাকিবেন, কখন এরূপ অভিপ্রায় থাকা সম্ভবে না। এরূপ অভিপ্রায় ছিল যে, তাঁহারা প্রকৃত ভূস্বামী হইবেন এবং যে স্থলে অন্যের পূর্ব্বস্বত্বের বিঘ্ন না হয়, সেই স্থলে তাঁহারা ভূস্বামী আছেন ও তাঁহাদের ভূস্বামী থাকাই উচিত। কিন্তু যখন অন্যের স্বত্বহরণ করিবার ক্ষমতা, অর্থাৎ আইনমত ক্ষমতা আমাদের ছিল না, তখন ঐ সকল স্বত্বের কিছুই আমরা ভূস্বামী দিগকে দিই নাই; এবং আমাদের সৃষ্ট ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে পুরাতন ভূস্বামী দিগকে ও স্থায়ীস্বত্বভোগাধিকারীদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য।"

আইন ঘটিত এইরূপ বিবাদীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে হাই কোর্টের জজদের, আডবোকেট জেনরল সাহেবের ও গবর্ণমেণ্টের অন্য আইন সংক্রান্ত কর্ম্মচারীদের এবং দেশের প্রধান আইন ব্যবসায়ীদের মত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। কিন্তু যে সকল সরকারী কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যেরূপ স্থিতিরীতি বিষয়ে, তদ্রূপ এই বিষয়েও বিশেষরূপ সম্মানাভাব দেখিতে পাই। চিরস্থায়ীবন্দোবস্ত জমীদারদের একটী প্রধান দাঁড়াইবার স্থল, এবং এই বিষয়েও আইন সংক্রান্ত যে সর্ব্বোৎকৃষ্টমত পাওয়া যাইতে পারে, সিলেক্ট কমিটীর তাহা পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু এরূপ কোনমত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

পাণ্ডুলিপির ৩য় অধ্যায়।—তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

তালুকদারেরা রায়তি স্বার্থ হইতে স্বতন্ত্র ভূমিগত মালিকী স্বার্থের একাংশমাত্রে নিবদ্ধ। প্রকৃত তালুকদারদের জন্য এক্ষণে ব্যবস্থা করিবার আমি কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। তাঁহাদের স্বত্ব যথোচিত পরিমাণে নিশ্চিত; এবং একটি শ্রেণীস্বরূপ তাঁহারা অন্ততঃ আপনাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। তালুক ও পেটাও তালুক সম্বন্ধে ১৮৫৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের বিধান রীতিমত পুনর্গ্রহণ করণ আমি বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু এই বিষয়ে মূল ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের উপযুক্ত কারণ বা ন্যায্যতা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার মতে সমস্ত তৃতীয় অধ্যায়টি নূতন করিয়া লেখা উচিত, ১৮১১ সালের ৮ আইনের বিধান অখণ্ডাকারে রাখা উচিত, এবং বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের প্রাসঙ্গিক বিধান গুলি শুধু তুলিয়া লওয়া উচিত।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন কোন রায়তকে (অর্থাৎ যাহারা কোর্ফা বিলি করে ও যাহাদের দখলে একশত বিঘার অধিক জমা থাকে তাহাদিগকে) তালুকদারের পদে, সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে উন্নীত করায়, আমার মাননীয় সহযোগীর বিস্তারিত ব্যাখ্যামতে মূল ব্যবস্থা ঘটিত পরিবর্ত্তনের অন্যায্যতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়।—যে রায়তেরা অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

ভূমির উপর গবর্ণমেণ্টের নূতন কর নির্দ্ধারণ অবধি বাকী খাজানা আদায়ের সুবিধা করা ভূম্যধিকারীরা যত কেন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া থাকুন না, এবং নিয়ত বঙ্গদেশে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া শ্রেণীবিশেষের ভূম্যধিকারিরা যত কেন অত্যাবশ্যক জ্ঞান করুন না, আমি বলিতে পারি বঙ্গদেশের ও বেহারের জমীদারেরা এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপেক্ষা তাঁহারা বরং বর্ত্তমান অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতেও সম্মত। কিন্তু যদি আইন পরিবর্ত্তন করিতে হয় তবে ইহা ন্যায্য ও বিচার সিদ্ধ যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের নূতন যে যে বিধানে উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষেরা স্বীকার করিয়াছেন জমীদারদের অন্যায় ক্ষতি হইয়াছে, সেই সেই বিধান পরিবর্ত্তিত বা রহিত করা উচিত। খাজানার একরূপ হারে বিশ বৎসর ভোগ করিলে প্রজার অনুকূলে যে অনুমান হয় তাহার উদ্দেশ্য এক্ষণে সিদ্ধ হইয়াছে বলা যাইতে পারে; কারণ যে কোন প্রজার ইহার প্রতি দৃষ্টি থাকে, সে গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া কবজ চাহিয়া লইতে ও তাহার রক্ষাকরণার্থ যত্ন করিতে সুযোগ পাইয়াছে। অন্য কোন কথা না থাকিলেও একরূপ হারেতে যত কাল একরূপ খাজানা দিলে একরূপ অনুমান হইবে সেই কাল বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত হইত। কিন্তু একরূপ পরিবর্ত্তন এই কারণে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে যে বর্ত্তমান আকারে এই অনুমান বস্তুতঃ জমীদারদের নিশ্চিত ও অনুচিত ক্ষতি হইতেছে।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৩ ও ৪ ধারা দেখ।

মাননীয় শ্রীযুত রেনল্ডস সাহেব ১৮৮১ সালের ১৮ মে তারিখের আপন মন্তব্যলিপিতে যে মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, মাননীয় রায় বাহাদুর তাঁহার লিখিত ভিন্নমতে পূর্ব্বেই তৎপ্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। রেবিনিউ বোর্ডের পদজ্যেষ্ঠ মেম্বর ও খাজানা সংক্রান্ত কমিশনের সভাপতি শ্রীযুত ডাম্পিয়র সাহেবও তাঁহার ১৮৮১ সালের ১৯ মে তারিখের মন্তব্যে তদ্রূপ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; এবং যদিও মাননীয় শ্রীযুত রেনল্ডস সাহেব আপন মত পরিবর্ত্তন করা উচিত বোধ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ও ডাম্পিয়র সাহেব যে সকল যুক্তি উত্থাপন করেন, তাহার খণ্ডন হয় নাই। এই রূপ আইনমত অনুমানের প্রকৃত ফল রক্ষণাত্মক হয় নাই, সৃজনাত্মক হইয়াছে, অর্থাৎ যে "সকল স্বত্ব আছে কিন্তু যাহার প্রতিপোষণার্থ সম্পূর্ণরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে না, কেবল তাহাই সাব্যস্ত না করিয়া অধিকাংশ স্থলে নূতন স্বত্ব সৃষ্টি হইয়াছে," মাননীয় শ্রীযুত রেনল্ডস সাহেব এই যে হেতু উত্থাপন করেন কেবল যে তাহা ধরিয়াই শ্রীযুত ডাম্পিয়র সাহেব অনুমান ঘটিত ধারাটি রক্ষণের দোষ দিয়াছেন এমন নহে, তিনি সাধারণ রাজনীতি ঘটিত এই হেতু ধরিয়াছেন যে, "বলপূর্ব্বক নীলাম দ্বারা বিরোধী বিক্রেতার নিকট হইতে কোন খরিদদার কোন মহাল পাইলে অধিকাংশ স্থলেই খরিদদার জমীদারী কাগজপত্র পাইতে পারে না বলিয়া উক্ত অনুমান দ্বারা কার্য্যতঃ ইহাই নির্দ্দেশ করা হয় যে, কোন প্রজা খাজানা পরিবর্ত্তন বিনা বিশ বৎসর ভূমি ভোগ করিলে অবধারিত হারে চিরস্থায়ী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।" শ্রীযুত ডাম্পিয়র সাহেব সাধারণ রাজনীতি ঘটিত হেতু ধরিয়া একরূপ আর একটী যুক্তি দিয়াছেন যে, "চুপ করিয়া থাকিলে আপনাদের স্বত্ব পাছে চলিয়া যায়" এই ভয়ে উক্ত বিধানহেতুক ভূম্যধিকারীদের বিশ বৎসর অন্তর খাজানা বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হয়।

বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবিত সংশোধন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টের ১ বালামের ১৮১ ও ১৮২ পৃষ্ঠ।

বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবিত সংশোধন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টের ২ বালামের ৪৬০ পৃষ্ঠা।

পাণ্ডুলিপির ৫ম অধ্যায়।—দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

এইবিষয়ের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃত চাষী ও মধ্যবর্ত্তী প্রজা এই উভয়ের মধ্যে যে অত্যন্ত প্রভেদ আছে, ইহা আমাদের মনে রাখা আবশ্যক। যাহাতে কৃষকের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তাহাতে জাতীয় ও সমৃদ্ধির সহায়তা হয়। কিন্তু চাষীকে নিষ্পীড়ন করিয়া মধ্যবর্ত্তী প্রজা যাহা আদায় করিতে পারেন, তাহারই উপর তাঁহার সমৃদ্ধি নির্ভর করে। সুতরাং মধ্যবর্ত্তী প্রজা সমাজের অনাবশ্যক অংশস্বরূপ এবং তিনি থাকাতে কেবল অবস্থাগত অসুবিধা বৃদ্ধি হয়। প্রাচীন দেশাচারে কিম্বা পূর্ব্ব কালের সরকারী কাগজপত্রে যে কিছু দয়া দেখান হয়, তাহা কেবল ভূমির চাষীদের প্রতি দেখান হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত ভূমি দখল করিয়া ক্ষুদ্র ভূস্বামী হইয়া বসেন, ও আপনাদের সীমাবদ্ধ কার্য্যক্ষেত্রে জমীদারী প্রণালীর যত কিছু দোষ ও

অপব্যবহার সম্ভব, তৎসমুদয়ের সারসংগ্রহ দেখাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি ঐরূপ দয়া দেখান হয় না। যদি আইনের মৌলিক পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তবে আমাদের কৃষিপ্রণালী হইতে এই শ্রেণীর লোকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত; কারণ "দুর্ব্বৎসর সহ্য করিতে সক্ষম, এরূপ যে সম্ভ্রতিপন্ন কৃষকদল" সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা আছে, তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই শ্রেণীর লোকেরাই বৃহত্তম প্রতিবন্ধক। কোনং বিশেষ স্থলে কোর্ফা বিলি নিজহইতে দিবার আবশ্যকতা স্বীকার করিতে আমি বিলক্ষণ সম্মত আছি, কিন্তু সেই সীমার বাহিরে আমি যাইতে চাহি না। যে সকল স্থলে কৃষিকার্য্যার্থ ভূমির দখল দেওয়া যায়, সেই সকল স্থলে প্রজা নিজে বা বেতনভোগী মজুরের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমির চাষ করিবেন, দখলীস্বত্ব এইরূপ নিয়মাধীন থাকে, আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাই এবং বাসেন্দা রায়ত ছাড়া অন্য কাহাকেও এইরূপে হস্তান্তর করিয়া দিবার অনুমতি দিতে চাহি না। আমি কমিটীতে যেং সংশোধনের প্রস্তাব করি, তন্মধ্যে দুইটী এই বিষয় সম্বন্ধীয় ছিল। স্ত্রীলোক ও নাবালগ প্রভৃতির বেলা সমুদয় যোত কোর্ফা বিলি করিবার অনুমতি দান সূচক সংশোধনটী বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকৃত বাসেন্দা কৃষককে এইরূপ হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে, এই মর্ম্মের অন্য সংশোধনটী গ্রাহ্য হয় নাই।

এই কথার উত্তম প্রমাণ আছে যে কোর্ফা বিলি করায় কৃষকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এবং কৃষিসংক্রান্ত অবস্থা ঘটিত গোলযোগ সম্বন্ধে মধ্যশ্রেণীর প্রজারা সর্ব্বাপেক্ষা দায়ী এবং যে রায়ত জমীদারের অব্যবহিত অধীনে আছে, তাহার অবস্থা কোর্ফা বা কলায়ত রায়তের অপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ অবস্থায় দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়তের দলকেই তালুকদার ও খাজানাগ্রহীতার পদে উন্নীত করিলে, এবং কৃষক ছাড়া অন্য লোকদিগকে দখলক্রমে বা প্রকারান্তরে দখলীস্বত্ব লাভ করিবার সুবিধা করিয়া দিলে, বর্ত্তমান অসুবিধা অনর্থক বৃদ্ধি করা হইবে মাত্র। রায়ত কোন একখণ্ড ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিতে না পারে, এই নিমিত্ত যে জমীদার তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক এক জমী হইতে অন্য জমীতে চালান করে (আমি বলি এরূপ রীতি থাকার প্রমাণ নাই), সেইরূপ জমীদারের স্বেচ্ছাচার হইতে রায়তকে রক্ষা করা আবশ্যক, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া সিলেক্ট কমিটী রায়তের অনুকূলে এই অনুমান সৃষ্টি করিতে চাহেন যে যেহেতু এক্ষণে তাহারা ভূমি ভোগ করিতেছে, তাহারা অবশ্যই ১২ বৎসর ঐভূমি ভোগ করিয়া থাকিবে। এইরূপ অনুমান কৃষিসংক্রান্ত লোকদের প্রকৃত অবস্থার বিরুদ্ধ; কারণ যাহার উপর জমীদারদের কোন ক্ষমতা নাই, এরূপ নানা হেতুবশতঃ ভূমির দখল দিনং পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই প্রদেশে বৃহৎং নদীতীরস্থিত ভূমিখণ্ড আছে, যেখানে নিয়ত শিকস্তী ও পয়স্তী ঘটিতেছে; এই প্রদেশের সীমাঞ্চল স্থানে সর্ব্বত্র অদ্যাপি জঙ্গল কাটিয়া ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের প্রক্রিয়া চলিতেছে; মধ্যস্থিত জিলা সমূহে ভূমির উপর লোক সংখ্যার চাপবশতঃ পতিত ও ঘাসকর জমীর উপর চাষের আক্রমণ হইয়াছে ও প্রত্যহ হইতেছে; এরূপ বহুসংখ্যক পাইকস্ত কৃষক আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ যাহারা কোন বিশেষ স্থানে বাঁধাবাঁধী না থাকিয়া সকল দিকে আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে। অনেকস্থলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কম হওয়াতে ও অন্য উপযুক্ত হেতুতে পুরাতন রায়তেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদের যোত ইস্তফা করে; এই সকল কথার প্রতি উক্ত অনুমানে উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ইহা কি বলা যাইতে পারে যে, একজন অপক্ষপাতী ও যুক্তিযুক্ত বিচারক, মোকদ্দমার সম্ভাবিত অবস্থা সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ না পাইয়া, প্রজা অদ্য কোন ভূমি ভোগ করিতেছে, কেবল ইহা হইতে (এইরূপ অনুমান করিতে আপনাকে বাধ্য বিবেচনা করা দূরে থাকুক,) এইরূপ অনুমান করিতে পারিতেন যে উক্ত প্রজা উক্ত সমস্ত ভূমিখণ্ড কিম্বা অন্ততঃ তাহার কিয়দংশ গত বার বৎসর দখল করিয়াছে?

The Zemindari Settlement of Bengal নামক স্পষ্টরূপে জমীদারদের বিরুদ্ধে সংকলিত পুস্তকের ১ বালামের ৩৫৫-৬০, ও ৮ ও ৯ পৃষ্ঠায় ইহার একটী সুন্দর উদাহরণ দৃষ্ট হইবে. তাহাতে অনেক সরকারী ও বে-সরকারী লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে।

সকল রায়তের দখলীস্বত্ব আছে এই প্রস্তাবিত অনুমান সম্বন্ধে, আমি এখানে কএকটি স্থলের উল্লেখ করিব, যেং স্থলে রায়তের দখলীস্বত্ব না থাকিলেও জমীদারের বা ঠিকাদারের পক্ষে ঐরূপ অনুমান খণ্ডন করা আমি প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি —

১ম।—গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক নীলাম করা গেলে, সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যেং স্থলে ভূম্যধিকারী দখল পান, সেই সেই স্থলে যে বাকীদার জমীদারের সম্পত্তি এইরূপে ক্রয় করা যায় সেই জমীদার প্রায়ই স্বভাবতঃ ক্রেতার শত্রু হইয়া দাঁড়ায় ও পূর্ব্বের সনেদ কাগজপত্র দিতে অস্বীকার করে। এরূপ স্থলে জমীদার কিরূপে উক্ত অনুমান খণ্ডন করিবেন?

২য়।—যে স্থলে এক মহাল দুই কিম্বা ততোধিক পত্তনীদার বা ঠিকাদারকে বিলি করিয়া দেওয়া যায় সেই স্থলে ঐ মহালের অন্য পত্তনী বা ঠিকা আমলে রায়ত যে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে না, এই অনুমান একজন পত্তনীদার কিরূপে খণ্ডন করিবে?

কোন দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়তের যোতের পরিমাণ এক গজ মাত্র হইলেও, সে নূতন জমি লইলে, যে দিন তাহার সহিত ঐ জমির বন্দোবস্ত হয়, সেই দিনই তাহাতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হইবে, এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে এক্ষণে আমার প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। একজন রায়ত ক্ষুদ্র এক খণ্ড ভূমি চাষ করিতে পারে বলিয়াই সে বৃহৎং ভূমিখণ্ড চাষ করিতে পারিবে, ইহা যুক্তিই নহে। সে কেবল কোর্ফা বিলি বা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ভূমি লইতে পারে।

আবার "মহাল" শব্দ অত্যন্ত অনির্দ্দিষ্ট। মহাল শব্দে একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বুঝাইতে পারে, অথবা দেশের বৃহৎ খণ্ড বুঝাইতে পারে। "গ্রাম" শব্দ অধিকতর সুবিধাজনক। গ্রামের নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে ও উহাতে বিশেষ স্থান বুঝায়।

দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করিবার ও তাহা অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

ইহা অতি স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, এ দেশের ভূমি সংক্রান্ত প্রাচীন ব্যবস্থাক্রমে, কোন রায়ত বাসেন্দা হউক বা না হউক, তাহার রায়তি স্বার্থ বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা ছিল না। * দেশাচারক্রমে না হইলে ভূম্যধিকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করা যাইতে পারে না এই কথা বলিয়া ব্যবস্থাপকেরা ও বিচারপতিরা এই নিয়ম মান্য করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষের কথা এই বলিয়া বোধ হয় যে, দেশাচার সর্ব্বত্র চলিয়াছে, কিন্তু যে স্থিতিরীতিগত বিবরণের দোহাই দেওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক প্রামাণিক নহে, কারণ তাহাতে দেখায় না কত স্থলে হস্তান্তর হইবার পূর্ব্বে বা পরে জমীদার সম্মতি দিয়াছেন।

এপ্রকারের কোন দেশাচার এরূপ প্রসিদ্ধ হইবে যে, সকল শ্রেণীর ও স্বার্থের সন্তোষ জন্মাইয়া ইহা বিচারালয়ে প্রমাণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হওয়া উচিত নহে। আর (১ম) হস্তান্তরযোগ্যতা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয়, ইহার বিশেষ ও উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায়, এবং (২য়) যে দেশাচার প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচলিত ও প্রবল আছে, তাহার প্রমাণ দিতে খরিদারদের অক্ষমতা হেতুক দেওয়ানী আদালতে অবিচার ঘটিবার বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত না থাকায়, সর্ব্বত্র হস্তান্তরযোগ্যতার বিধান করা অনাবশ্যক বলিয়া আমি বিবেচনা করি। এক্ষণে যেরূপ কল্পনা হইতেছে, তদনুসারে সর্ব্বত্র দখলীস্বত্ব বিস্তার করা গেলে, ভূস্বামী ও গ্রাম্য সমাজ উভয়েরই অপকার হইবে; কারণ, যে সকল শান্ত ও মৈত্রভাবাপন্ন রায়তদিগকে রাখা ভূস্বামীর স্বার্থ, আপন ভূমিতে তাহাদিগকে রাখিবার ক্ষমতা ইহাতে আর তাঁহার থাকিতেছে না, এবং যে মহাজনেরা বা বিরোধী জমীদারেরা রায়তদের স্বত্ব ক্রয় করিতে পারে ও তাহাদের জমীতে ভিন্ন শ্রেণীর লোক বসাইয়া গ্রামে বিবাদ, মোকদ্দমা ও সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিতে পারে, সেই মহাজন বা জমীদারদের দ্বারা রায়তদের উচ্ছেদ হইবার দ্বার উদ্ঘাটিত হইতেছে।

আমি বলিতে চাহি যে, এদেশের যে প্রাচীন দেশাচারক্রমে ঐরূপ জোত হস্তান্তর করিতে পারা যাইত না। তাহাতে গ্রাম্য সমাজের সর্ব্বাঙ্গীনতা ও মঙ্গল হইবার বিশেষরূপ সম্ভাবনা ছিল, কারণ, ঐ সমাজে যাহাদের স্বার্থ ছিল না, তাহাদের তথায় বলপূর্ব্বক প্রবেশ করা এবং সাধারণতঃ ঐ সমাজের ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধ স্বার্থ স্থাপন করিয়া গ্রামের শান্তি ও সমৃদ্ধি নষ্ট করা ঐ দেশাচারবলে বহুপরিমাণে নিবারিত হইত।

দক্ষিণাপথের রায়তদের মধ্যে হস্তান্তরকরণস্বত্ব স্বীকৃত হওয়াতে যে অনিষ্টজনক ফল ফলিয়াছে; এবং যেমন মহাজনদের হাতে সাঁওতালেরা পড়ে, প্রধানতঃ তাহাদের অত্যাচারহেতুক সাঁওতালদের মধ্যে যে শান্তিভঙ্গ ঘটে আমার মতের প্রতিপোষণার্থে আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই; এবং এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে, আমার নিজ ও অন্যের জমীদারীর রায়তদিগকে মহাজন ও অন্য ভূমিব্যবসায়ীদের করুণার উপর ফেলা যে ইহার স্বাভাবিক ফল হইবেক, তদ্বিরুদ্ধে আমি আপত্তি করিতেচাই।

সত্য বটে, নূতন হস্তান্তর স্বত্বদানের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভূস্বামীকে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যাহা ভূস্বামীর নিজের আছে, তিনি কেন তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন? অগ্রে ক্রয় করিবার প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধ স্বত্বে ভূস্বামীর অল্পই উপকার হইবে, এবং আমি প্রস্তাব করি যে, এইস্বত্ব যদি দেওয়াই হয়, তবে উত্তরাধিকার বলে না হইয়া রায়তী স্বত্বের যে প্রত্যেক হস্তান্তর হয়, তাহাতেই এই স্বত্ব বর্ত্তাইয়া ইহা অধিকতর কার্য্যকর করা উচিত; এবং "তালুক" সম্বন্ধেও উক্ত স্বত্ব বর্ত্তাইতে পারিলে মধ্যবর্ত্তী প্রজাদের স্বার্থলোপ করিয়া একটি স্বতঃ কার্য্যকর সম্বন্ধ বিধান করা হইবে, ইহাতে সকল পক্ষের বিশেষ মঙ্গল। অগ্রে ক্রয় করিবার অলীক স্বত্বাধীনে, যাহার তাহার নিকট বিক্রয় করিবার স্বত্ব অপেক্ষা প্রকৃত বাসেন্দা কৃষকদের নিকট স্বাধীন ভাবে বিক্রয় করা আমার নিকট উৎকৃষ্টতর বোধ হয়। কেহ২ অনুমান করেন যে, দখলীস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য হইলে বেহারের নীলকরদের উপকার হইবে; কিন্তু আমি উঁহাদের মধ্যে এমন অনেক লোককে জানি, যাঁহারা এই প্রস্তাবের বিরোধী, এবং বঙ্গদেশের নীলকরগণ সম্পূর্ণরূপে ইহার বিরোধী।

খাজানা মুদ্রারূপে পরিবর্ত্তন করণ।

এই বিষয় বিবেচনা করার সময় আমি এই কথা প্রথম বলিতে ইচ্ছা করি যে আমার মহালে ভাওলী বা শস্যরূপ খাজানা দেওয়া রীতি নহে; এবং আমার এমন বিবেচনাও হয় না যে উহা মুদ্রারূপ খাজানা দেওয়ার ন্যায় ঐসকল অঞ্চলে জমীদার বা কৃষকের উপযোগী হইবে। কিন্তু বেহারে এমন অনেক স্থান আছে যথায় ভাওলীই চলিত ও টাকার খাজানা কদাচ কখন দেওয়া যায়। ঐ সকল স্থানের অবস্থা ভিন্নপ্রকার, এবং এই বিষয়ে যেরূপ কল্পনা হইতেছে তদ্রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন যদি সহসা প্রবর্ত্তিত করা যায়, তাহা হইলে সকল শ্রেণীরই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এরূপ বিষয়ে সময়ের উপর নির্ভর করাই উচিত, অতীত কালের অভিজ্ঞতায় দৃষ্ট হইতেছে যে, সভ্যতা ও সমৃদ্ধির ক্রমশঃ উন্নতির সঙ্গে২ শস্যরূপে দেয় খাজানা মুদ্রারূপে প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব হঠাৎ বলপূর্ব্বক এরূপ পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করা আমি দোষের বিষয় বলি।

এবিষয়ে আমার নিজের বড় একটা ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে বেহারের জমীদারদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ আমি তাঁহাদের মত প্রকাশ করি। আমার বিবেচনায় এই সকল মত বিশেষ বিবেচনা যোগ্য।

* "ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বহু কাল দখল করিলে ভূমিতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না, কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাহারা ভূমি বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না।" শোর সাহেবের ১৭৮৯ সালের ২৮ জুনের মন্তব্যলিপি; হারিংটন সাহেবের Analysis নামক পুস্তকের ৩য় বালামের ৪০০ পৃষ্ঠা।

শস্যরূপে খাজানা দেওয়ার রীতিই নিঃসন্দেহ খাজনা দিবার আদিম উপায়; এবং বেহারের অনেক অংশে উহা যে আজিও রক্ষিত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে লোকের বর্তমান অবস্থায় উহাতে নানা প্রকারে সুবিধা হয় এবং সকলেই জানে এদেশের লোক পুরাণ রীতি অনুসারে কার্য্য করিতেই অধিক ভাল বাসে। আকবরের প্রধান হিন্দু রাজস্ব সচিব রাজা তোড়রমল রায়তের খাজানা মোট উৎপন্নের এক তৃতীয়াংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আওরঙ্গজীব বৃদ্ধি করিয়া অর্দ্ধেক করিয়া তুলেন। জমীদারেরা বিচালির মূল্য নির্দ্ধারণ অত্যন্ত দুষ্কর বিবেচনা করিয়া শস্যরূপ উৎপন্নের ৯/১৬ ষোলভাগের নয় ভাগ খাজানা অবধারিত করেন এবং বিচালির সমস্ত মূল্য রায়তকে প্রদান করেন।

যেখানে দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ান্তর অবলম্বনের কোন উপায় নাই, সেখানে অজন্মার সময় উৎপন্ন যতই কম হউক না কেন উহার এক অংশ রক্ষা করাই কৃষকের পক্ষে স্পষ্টই সুবিধা। আর একদিক দেখিতে গেলে যে প্রজা এক সমান মুদ্রারূপ খাজানা দিতে বাধ্য, সময়ে সময়ে তাহার সমস্ত উৎপন্নের মূল্য ভূম্যধিকারীর অবধারিত টাকার দাবীর সমান হয় না। এইরূপ বিবেচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, যে কৃষক খাজানা শস্যে দেয় সে, যে মুদ্রারূপ খাজানা দেয়, তাহা অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ অধিক সহ্য করিতে সমর্থ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এমন বৎসরও যাহাতে শস্য একেবারেই জন্মে নাই। ভাওলীদার আপন ভূম্যধিকারীকে সেবৎসর কিছুই দিবে না, যেহেতু তাঁহার সহিত ভাগ হয় এমন শস্যই নাই। কিন্তু শস্য উৎপন্ন হউক আর নাই হউক মুদ্রারূপ খাজানাদাতা সম্পূর্ণ বৎসরের খাজানা দিতে বাধ্য, তাহাকে হয় যে সময়ে তাহার বাজারসম্ভ্রম অত্যন্ত কম সেই সময়ে জলা সুদে টাকা ধার করিতে বাধ্য হইতে হইবে, না হয়, ভূম্যধিকারী মোকদ্দমা রুজুকরিলে তাহার খরচা ও সুদ দিতে হইবে। অতএব শস্যরূপে দেয় খাজানা পরিবর্ত্তনের বিধান বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ উহাতে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের সময় কৃষক সম্প্রদায়কে অত্যন্ত কষ্টে ফেলিবার সম্ভাবনা।

খাজানার দাবীর সময় সাধারণতঃ ফসলের সময়ের সঙ্গে এক হওয়ায় সচরাচরও দৃষ্ট হয়, যে সকল কৃষক মুদ্রারূপে খাজানা দেয়, অনেকস্থলে, যদিও এরূপ স্থল অতিবিরল, তাহাদিগকে অতি অল্পমূল্যে শস্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। এরূপ সময়ে ভাওলী প্রজাকে কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকারই করিতে হয় না।

আবার অনেক স্থলে বড় বড় চর আছে, তথায় প্রতি ফসলেই ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বিলক্ষণ হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এরূপ স্থলে জমীদার ও রায়ত উভয়ের পক্ষেই ভাওলী প্রথায় খাজানার বন্দোবস্ত করায় সুবিধা ও সুবিচার হয়।

আরও ভাওলী প্রথানুসারে বন্দোবস্তে জমীদার রায়তের সহিত ভাগ করায় প্রতিবৎসরই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, পরিমাণ, ও উৎপন্নের মূল্য বৃদ্ধির ফল পাইয়া থাকেন। যদি হ্রাস হয় তবে উভয়ের সে ক্ষতি ভাগ করিয়া লইতে হয়। এজন্য কোন পক্ষেরই বিশেষ অসন্তোষের বিশেষ কারণ থাকে না এবং জমীদারেরও খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা রুজু করিবার বিশেষ আবশ্যকতাও থাকে না।

এই পর্য্যন্ত মুদ্রারূপে পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে গেল। এই পরিবর্ত্তন কার্য্যে পরিণত করা সম্বন্ধে রাজস্ব কর্ম্মচারীই মুদ্রারূপে দেয় খাজানা অবধারিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং পাণ্ডুলিপিতে বিধান আছে যে এরূপ বন্দোবস্তের সময় তিনি নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত মুদ্রারূপ খাজানা দেখিয়া ও গত দশ বৎসরে জমীদার প্রকৃত-পক্ষে যে খাজানা পাইয়াছেন তাহার গড় মূল্য ধরিয়া কার্য্য করিবেন। এই সকল নিয়ম অত্যন্ত আলগা, এবং আমরা সকলেই জানি যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভিন্ন২ কর্ম্মচারীর মত অত্যন্ত ভিন্ন২। আমার বিবেচনায় এরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে তাঁহার নিজ মতলবমত মীমাংসার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত নহে এবং এসকল বিষয় ভূম্যধিকারী ও প্রজার ব্যক্তিগত চুক্তি ও পরস্পরের সম্মতি অনুসারে হইলেই ভাল হয়। জমীদারের পক্ষহইতে একথাও বলা হইয়া থাকে যে শস্যরূপে খাজানা লওয়াই জমীদারের পক্ষে লাভ, কারণ রায়তের ন্যায় তাঁহাকে ফসলের সময়েই বিক্রয় করিতে হয় না। তিনি শস্য কিছু দিন ধরিয়া রাখিয়া ফসলের সময় বাজারে না পাঠাইয়া বৎসরের যে সময়ে শস্যের মূল্য অধিক হয় এরূপ সময়েই অনেক সুবিধা করিয়া শস্য বিক্রয় করিতে পারেন। সুতরাং এইরূপ খাজানার পরিবর্ত্তনে কার্য্যতঃ জমীদারের অনিষ্ট হইবে, আমার বোধ হয় না যে এরূপ করা গবর্ণমেন্টের যথার্থ অভিপ্রায়।

আমার ভরসা আছে যে আমি শীঘ্রই এবিষয় সম্বন্ধে কতক গুলি স্থিতিরীতি ঘটিত সংবাদ দিতে পারিব। ঐ গুলি এখনও আমি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই সম্বন্ধে আর এক কথা আছে। রায়তের স্বার্থের জন্য তাহা প্রকাশ করা উচিত, সে কথাটী এই।—যে স্থলে ভাওলীপ্রথা প্রচলিত আছে সে স্থলে জলসেচন কার্য্যের জন্য আবশ্যক খুদ বাঁধ সকল জমীদারকে নিজের খরচে রক্ষা করিতে হয়, যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে রায়তও ইহার উপকার লাভ করে তথাপি তাহাকে এসম্বন্ধে কোনরূপ খরচার দায়ী হইতে হয় না। কিন্তু যে স্থলে টাকার খাজানা দিতে হয়, সেস্থলে জমীদার যখন জলসেচনকার্য্য দ্বারা ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করেন, রায়তকে খাজানা বৃদ্ধি দিতে হয় এবং স্থানীয় প্রথা অনুসারে আশা করা যায় যে বর্তমান খুদ বাঁধ প্রভৃতি মেরামতে রাখার খরচ জমীদারকে ও তাহাকে অংশ অনুসারে দিতে হইবে।

খাজানা বৃদ্ধি।

এই বিষয়ে ও খাজানা আদায় বিষয়ে জমীদারদিগের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া পরামর্শসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান আইনে কেবল তিনটী কারণ বশতঃ আদালতের দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করার অনুমতি আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, রায়তের ব্যয় বা পরিশ্রম ব্যতীত উৎপন্নের মূল্য অথবা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। সকলে স্বীকার করিবেন যে এই সূত্র ধরিয়া বৃদ্ধি দেওয়া ন্যায্য, কিন্তু কার্য্যকালে দৃষ্ট হইয়াছে যে এরূপ "বৃদ্ধি" আদালতে প্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব আদালত দ্বারা বৃদ্ধি এক প্রকার বন্ধই হইয়াছে। এই জন্য জমীদার ঘরাও চুক্তি দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ করাও কোনক্রমেই সহজ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জমীদার দেওয়ানী আদালত দ্বারা যে বৃদ্ধি পাইতে পারেন না, তাহা দিতে রায়তেরা নিতান্ত অনিচ্ছুক।

যাহাহউক, যে পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রত্যেক জিলার খাদ্য শস্যের সাপ্তাহিক মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন তদবধি মূল্য বৃদ্ধি জানার উত্তম উপায় হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য আমি এই সকল মূল্যের তালিকাকে মূল্যবৃদ্ধির চূড়ান্ত প্রমাণ করার প্রস্তাবকে অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া মনে করি। এবং এইরূপ করিলে জমীদার অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বর্ত্তমান আইনের শব্দরচনা সাধারণতঃ রক্ষিত হয় এবং এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধির কারণ যেরূপ নিয়মবদ্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা না হয় আমি এই মর্ম্মে প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।

এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ কল্পনা করা হইয়াছে অনেকস্থলে তদ্ভিন্ন অন্য কারণেও ভূমির উৎকর্ষসাধন হইতে পারে। এরূপ স্থল অতি বিরল ও হয়ত প্রমাণ করা দুষ্কর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিধান না করার কোন কারণ নাই।

এই বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রধান শস্যের লক্ষণ, কেবলমাত্র সুপক্ক খাদ্য শস্যে সীমাবদ্ধ থাকা আমার মতে উচিত নহে।

দেশের কোনরূপ শস্যের পরিবর্ত্তন হইলে জমীদারেরা তাহার উপকার লাভ করিবে, একথা সমস্ত পুরাণ আইন এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। সর জন শোর সাহেব বলিয়াছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বেও এইরূপ দেশাচার প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান সময়েও যে সকল অঞ্চলে শস্যরূপ খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা যে কেবল খাদ্য শস্যের উৎপন্ন নির্ণয় করা হয় এরূপ নহে, ইক্ষু, তামাক, পান এবং অন্যান্য প্রকার শস্য ও যাচাই করা হয়। অন্যান্য জিলাতেও যে সকল জমীতে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় ও যে সকল জমীতে অধিক মূল্যবান শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদের খাজানার হার সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

অতএব এই বিধানে আবার নূতন করিয়া পুরাতন আইন ও দেশের সর্ব্ববাদিসম্মত দেশাচার পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া হইল।

বিবাদীয় স্থলে পুরাতন আইনে আদালতের উপর খাজানার ন্যায্য ও উপযুক্ত হার দিবার যে ভার ছিল তাহার উপর আর এরূপ কিছু বেশী করিবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না এবং খাজানাবৃদ্ধির হার সীমাবদ্ধ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাই না। প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতকে যেরূপ অনুসন্ধান লইতে হইত, তাহাতে কোন্ হার ন্যায্য ও উপযুক্ত হইবে আদালতের তাহা জানিবার বিলক্ষণ সুবিধা হইত। এই জন্য ইহার ক্ষমতা হ্রাস করার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং উচ্চতর হার দেওয়া উচিত আদালতের অভিপ্রায়মত এই বিশ্বাস জন্মিলেও টাকায় চারিআনার উচ্চতর হার দেওয়া বন্ধ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

ঘরাও খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এরূপ স্থলে কোন্ বিচারে স্বাধীনভাবে চুক্তি পরিহার করা হইল, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। ঘরাও বন্দোবস্ত দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি পাওয়া জমীদারের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ স্থলে ভবিষ্যৎ বিবাদের জন্য কোনরূপ ছিদ্র থাকিবে এবং রায়ত যে চুক্তি পূর্ব্বেই স্বাক্ষর করিয়াছে কবুলিয়ৎ রেজিষ্টরী করার সময় তদনুযায়ী দায়িত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ উত্থাপনের সুযোগ পাইবে, এরূপ করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

পাণ্ডুলিপির ৯ম অধ্যায়।—এজমালী সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

সভায় উত্থাপিত আদিম পাণ্ডুলিপির অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনার ৯৭ দফা হইতে এবং তাহাতে উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশ সকল হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে যে এজমালী মালিকদের কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগের বিধান করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনের কিয়দংশ ১৮৭৪ সালে রহিত করায় বর্ত্তমান আইন অর্থাৎ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারা অনুসারে কার্য্য করা দুর্ঘট হইয়াছে বলিয়া এবিষয়ে আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। পুরাণ আইনে যে স্থলে এজমালী ভূস্বামী আছে ও যেস্থলে এরূপ এজমালী ভূস্বামিদের ব্যবহারে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, সেখানে ঐ সম্পত্তির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষমতা গবর্ণমেন্টকে দেওয়া আছে। এই সকল আইন ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয় আইন বিধিবদ্ধ হইবার অনেক পূর্ব্বে পাস হইয়াছিল। উক্ত কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে শান্তিভঙ্গ গুরুতর ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব শান্তিভঙ্গ এককালে ফৌজদারী ও দেওয়ানী অপরাধ সাব্যস্ত করা আর আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় নাই। এই জন্য অপ্রচলিত আইন বলিয়া ১৮৭৩ সালে এই সকল আইন রহিত করা হয়। অতএব এই সকল কার্য্যপ্রণালী পুনরুজ্জীবিত করার পূর্ব্বে, সরকারী কার্য্যকারকেরা ও অভিযোক্তাগণ প্রকৃতপক্ষে কতদূর ১৮১২ ও ১৮২৭ সালের আইনের সহায়তা গ্রহণ করিতেন এবং তাহার কি বা ফল হইয়াছে এবিষয় অনুসন্ধান করার বিশেষ কারণ আছে। আমি এবিষয়ে কমিটীতে একটী নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি এই মাত্র উত্তর পাইয়াছিলাম যে এবিষয়ে সংবাদ অনুসন্ধান করা যাইবে এবং

অদ্যাবধি এবিষয়ে আর আমি কিছুই শুনি নাই। আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই বোধ হয় যে যখন একটা আইন অপ্রচলিত বলিয়া যথাবিহিত প্রকারে রহিত করা হইল, তখন উহা পুনরুজ্জীবিত করণের প্রস্তাব করার পূর্ব্বে ইহার স্থিতিরীতি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা আবশ্যক। আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাবের পূর্ব্বে কেবল মাত্র অনুমান বা সাধারণ সংস্কারের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। উত্তমরূপ প্রমাণ করা ও শ্রেণীবদ্ধ করা ঘটনাবলিই কেবল আইন প্রণয়ন ন্যায্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে।

আমি এই কথা না বলিয়া এবিষয় ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছি না যে নিদার ও সাময়িকদের বহুল প্রচারের সহিত রায়তদিগের উপকারার্থ গবর্ণমেণ্টের পিতৃস্থানীয় ভার রক্ষা করার কোন অবশ্যকতা নাই। অতএব যদি এই সকল বিধান পুনঃপ্রবর্ত্তিত করা হয়, তাহা হইলে মহাল ও তালুকের ভূস্বামিগণ এমন কি পাণ্ডুলিপির সৃষ্ট নূতন তালুকদারেরাও আপনাদের সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের ভার আপীলশূন্য ভাবে জেলার জজের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইবেন। এরূপ স্থলে জজসাহেবের ভুল সিদ্ধান্ত করার সম্ভাবনা কি এত অল্প যে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে? অথবা তৎস্বরূপ তাঁহার অন্যান্য যে নানা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং যাহাতে আইনে তাঁহার বিচার চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া হাই কোর্টে আপীলের বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আজ্ঞা দ্বারা যেরূপ অনিষ্ট হইতে পারে, এস্থলে কি তদপেক্ষা কম অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে?

যখন এই বিষয়েই বলিতেছি তখন আমি বোধ হয় একথা বলিতে পারি যে তত্ত্বাবধারণের ব্যয় ও তত্ত্বাবধারকের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কোন স্থলেই তত্ত্বাবধারণের খরচ মহালের মোট আয়ের শতকরা ১১ টাকার অধিক হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করিবার কারণ এই যে কোন কোন স্থলে গবর্ণমেণ্টের অধীন কোর্টঅবওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধারণের ব্যয় মোট আয়ের শতকরা ২০ টাকার অধিক হইয়াছে।

"দেশভেদে দেশখণ্ডে ব্যয় ভিন্ন ভিন্ন, রাজশাহী ও কুচবিহারে শতকরা ১৫ টাকা হইতে (এই সকল স্থলে তত্ত্বাবধারণ প্রণালীর পুনঃ গঠনের জন্য বিশেষরূপে বলা হইয়াছে এবং সেইরূপ কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে) উড়িষ্যায় শতকরা ৫০ টাকা [বঙ্গদেশের বার্ষিক বিজ্ঞাপনী, ১৮৭৯-৮০ সাল, ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠা]"

এতদ্ভিন্ন আমি এই মর্ম্মে আর এক প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে সকল বা অন্ততঃ একজন ভূস্বামী আবেদন না করিলে শান্তিভঙ্গহেতু কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করার কারণ এই যে আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে এরূপ নিয়ম স্থাপিত না করিলে আমাদের নিশ্চয়ই দেখা উচিত যে সমস্ত এজমালী মহালে ও যেস্থলে রায়তেরা জমীদারকে বিরক্ত করিবার জন্য শান্তিভঙ্গ অপরাধে ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু করিয়া হারিয়া গিয়াছে সেই সকল স্থলে প্রজারা এজমালী কার্য্যাধ্যক্ষ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে। এরূপ বিষয়ে দেওয়ানী আদালত অপেক্ষা ফৌজদারী আদালত সুচারু রূপে কার্য্য করিতে পারে, কারণ শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থ ফৌজদারী আদালতের উপর যেরূপ ক্ষমতা দেওয়া আছে তাহা দেওয়ানী আদালতের উপর এক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কার্য্যকর।

সিলেক্ট কমিটীতে আমার তৃতীয় প্রস্তাব এই ছিল যে কার্য্যাধ্যক্ষ সমস্ত এজমালী ভূস্বামীদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনমতে খাজানা কম করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না। আমার মত এই যে, প্রথমে কার্য্যাধ্যক্ষের স্বার্থ কিয়ৎকালের নিমিত্ত মাত্র, যে গবর্ণমেণ্ট কার্য্যকারক তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিবেন তাঁহার কার্য্য এত অধিক যে এবিষয়ের তত্ত্বাবধারণে মনোযোগ দিবার তাঁহার যথেষ্ট সময় থাকিবে না। সুতরাং প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে রায়তের খাজানা কমাইয়া দিয়া জমীদারকে বাৎসরিক আয় হইতে বঞ্চিত করিবার ও উক্ত রায়তদিগের নিকট কাঞ্চন স্বরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া নিজ উদর পূর্ণ করিবার পক্ষে কার্য্যাধ্যক্ষের চমৎকার সুবিধা হইবে। কেবল আমার মত যে এরূপ তাহা নহে, যাঁহারা কিঞ্চিত যত্ন করিয়া এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, ভূমি সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণে যাঁহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে এবং যাঁহারা এবিষয়ে রাজপুরুষদিগের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন নাই, তাঁহারাও আমার সহিত একমত হইবেন। এরূপস্থলে গবর্ণমেণ্ট কিরূপ লোকের মধ্য হইতে কার্য্যাধ্যক্ষ সংগ্রহ করিতে পারেন? এরূপ চাকরীর যেরূপ বেতন তাহাতে গবর্ণমেণ্ট যে শ্রেণী হইতে আমীন ও পুলিস ইনিস্পেক্টর নিযুক্ত করেন সেই শ্রেণীহইতেই কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। আর কে না জানে যে আমীন ও পুলিস ইনিস্পেক্টরই এদেশের একটী প্রধান বালাই। এরূপ চাকরীতে যেরূপ অল্প বেতন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কার্য্যাধ্যক্ষ করিবার জন্য উচ্চ শ্রেণীর দেশীয় ভদ্রলোক পাইবেন এরূপ ভরসা একেবারেই নাই। সাধারণতঃ এজমালী ভূস্বামীদের আয় অতি অল্প; আর আজি কালি শান্তিভঙ্গ অপরাধের ফৌজদারী দণ্ড এত অধিক যে গবর্ণমেণ্ট যে বহুসংখ্যক মহালের জন্য এক জন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উপযুক্তরূপ অধিক পরিমাণে বেতন দিবেন এবং সর্ব্বদা বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

কার্য্যাধ্যক্ষের ক্ষমতা ও তাঁহার সেরেস্তার খরচ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন বিষয়ে আমি যে সকল জমীদারের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই মত যে এরূপ নিয়ম অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু এ বিষয়ে আমি যত প্রস্তাবই করিয়াছি, সিলেক্ট কমিটীতে তাহার এই মাত্র উত্তর পাইয়াছি যে হাই কোর্টকে এ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়নার্থ অনুরোধ করা হইবে। কিন্তু আমরা জমীদার, আমরা বলি যে কার্য্যাধ্যক্ষের ক্ষমতা অনির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত নহে এবং ব্যবস্থাপক সভার স্পষ্টরূপে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। যদি সত্য সত্যই এরূপ বিবেচনা করা

হইয়া থাকে যে হাই কোর্ট ব্যবস্থাপক সভা হইতে এবিষয়ে অধিক অভিজ্ঞ, তাহা হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক নিশ্চয়রূপে জমীদারদিগকে প্রদত্ত আইনসঙ্গত স্বত্ব সম্বন্ধীয় ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিষয় সকলে হাই কোর্টের সঙ্গে মন্ত্রণা করা হয় নাই কেন ?

পাণ্ডুলিপির ১২ অধ্যায়।—স্বত্বের লিপি।

বলা হইয়াছে যে কোন কোন মহালে জমীদারেরা উপযুক্ত কাগজপত্র রাখে না। যদি এই রূপ হয়, তাহা হইলে এরূপ জমীদারীতে জরীপ ও স্বত্বের ভালরূপ লিপি আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল মহালে কাগজপত্র নির্দ্দোষ এবং যেখানে সম্পর্ক বিশিষ্ট সকল লোকেই তাহাদের যেরূপ কাগজপত্র আছে তাহাতে সন্তুষ্ট, সেখানেও কেন যে জমীদার ও প্রজাকে জরীপের হাঙ্গাম সহ্য করিতে হইবে তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

মাপের প্রাচীন প্রণালীমতে সকল জমীদারই নিয়মিত সময়ান্তরে তাঁহাদের মহালের মাপ করেন এবং তাঁহাদের এক প্রকার না এক প্রকারের মোটা মোটি মাপের কাগজ আছে; অনেক আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন, ইঁহারা যে আপন মহালের কেবল মাপ করেন তাহা নহে, গবর্ণমেন্ট মহালের যেরূপ নকশা প্রস্তুত হয় প্রায় সেইরূপেই নকশা প্রস্তুত করিয়া রাখেন। তাঁহাদের কাগজপত্রে রায়তের যোতের সুক্ষ্ম পরিমাণ ও ঠিক জায়গা ও জমীর গুণ ও দেয় খাজানার হার দেখাইয়া দেয়।

অতি অল্পসংখ্যক জমীদার আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন। তাঁহারা প্রত্যেক রায়তকে তাঁহার ক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়া খাতাবহীতে তাহাদিগকে স্বাক্ষর করাইয়া লন। জমীদারের পক্ষে ইহা বড় সহজ ব্যাপার নহে। খাস মহালে গবর্ণমেন্ট বন্দোবস্ত কার্য্যকারকের যেরূপ হাজির করণের ক্ষমতা আছে, তাঁহার সে ক্ষমতা নাই; সুতরাং তাঁহাকে বিস্তর ব্যয় করিতে হয় ও সুতরাং তাঁহার কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না।

এরূপ অবস্থায় কি বলা যাইতে পারে যে, সমস্ত দেশটা জরীপ করার আবশ্যকতা আছে? অন্ততঃ যে সকল জমীদারের নির্দ্দোষ কাগজপত্র আছে তাহাদিগকে আমার বিবেচনায় অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

আমার প্রস্তাব এই যে যদি জরীপ করিতে হয় যে সকল গ্রামে জমীদার ও রায়ত উভয়েই জরীপ হওয়া ইচ্ছা করে এমন সব গ্রামেই উহাতে হাত দেওয়া উচিত; কি বিচারে যে যাহারা ইচ্ছা করে না তাহাদের শিরেও জরীপের খরচা চাপান হয় আমি তাহা বুঝিতে পারিনা। জরীপে তাহাদের উপকার না হইয়া অনন্ত মামলা মোকদ্দমার উৎপত্তি হইবে।

১৮৭৬ সালে জমীদারদিগকে স্বত্ব রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করার জন্য আইন পাস হয়। ইহাতে যে কি পরিমাণে মোকদ্দমার উৎপত্তি হয় তাহা আমরা সকলেই জানি। যেসকল লোকের কিছুমাত্র স্বত্ব ছিল না তাহারাও কোন না কোন রূপ স্বত্ব সাব্যস্ত করাইবার জন্য অগ্রসর হইল, তাহার ফল এই হইয়াছে যে যদিও এই আইন পাস হওয়ার পর আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি অনেক মোকদ্দমার এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই, এমন অনেক জমীদার আছেন যাঁহাদের সম্পত্তিতে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট স্বত্ব থাকিলেও এরূপ মোকদ্দমায় দুষ্পরিহার্য্য চিন্তার উপর অনর্থক অনেক খরচপত্র করিতে হইয়াছে।

জমীদারেরা সমস্ত অধিবাসীর শতকরা এক জনও নহে, তাহাদের স্বত্ব রেজিষ্টরী করিতে গিয়াই এই হইল।

যদি এত অল্পসংখ্যক লোকের স্বত্ব রেজিষ্টরী করিতে আট বৎসর কালও অল্প সময় বলিয়া গণ্য হইল, তাহাহইলে প্রজার স্বত্ব রেজিষ্টরী করিতে কি তাহার দশগুণ অধিক সময় লাগিবে না? বাঙ্গালা ও বেহারের প্রায় সমস্ত অধিবাসীই প্রজা। এবিষয়ে যেরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজন তাহাতে যে দীর্ঘসময় লাগিবে এই সমস্ত সময় ধরিয়া মোকদ্দমা, ব্যয়, হয়রাণ ও দুশ্চিন্তায় কি সকল-শ্রেণীর লোকেরই ক্ষতি হইবে না?

এই সকল কারণে আমার বোধ হয়, যে সকল গ্রামে সম্পর্কবিশিষ্টলোকে গবর্ণমেন্টের নিকট জরীপের প্রার্থনা করে তদ্ভিন্ন অন্য গ্রামে জরীপ প্রবর্ত্তিত করা অনাবশ্যক।

জমীদারের রেজিষ্টরী।—খামার বা নিজজমী।

আমার সুযোগ্য সহযোগী রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর তাঁহার মতভেদপ্রকাশকালে এরূপ দক্ষতা সহকারে এই বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাহাতে আমার আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কেবলমাত্র বলিব যে এবিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মত সম্পূর্ণরূপে এক।

পাণ্ডুলিপির ১৩ অধ্যায়।—ক্রোক ও খাজানা আদায়।

চারিদিক হইতে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে খাজানা আদায়ের পক্ষে এখন জমিদারদিগের যে উপায় আছে তাহা অপেক্ষা শীঘ্রকর ও অব্যর্থ উপায় হওয়া আবশ্যক এবং যে স্থলে প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া খাজানা দেওয়া বন্ধ করে সে স্থলে বর্ত্তমান আইন সম্পূর্ণরূপে অকার্য্যকর। স্যর জেমস কেয়ার্ডের ন্যায় প্রধান প্রামাণিক ব্যক্তি ও যে সকল মহালে "খাজানা দিব না," বলিয়া চীৎকার একবার উঠে, তথায় জমীদারের বিভ্রাটের কথা স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের গত জানুয়ারী মাসের মন্তব্যলিপিতেও একরূপ বিভ্রাটের কথা স্বীকার করা হইয়াছে।

এই জন্য আমরা (জমিদারবর্গ) স্বভাবতঃই ভরসা করিয়াছিলাম যে এই উদ্দেশ্যে আমাদিগকে খাজানা আদায়ের পক্ষে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু আমরা এবিষয়ে অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি, এবং যদি এই পাণ্ডুলিপি এখন যে ভাবে আছে এই ভাবেই পাস হয়, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা আমাদের অবস্থা

খারাপ হইয়া পড়িবে। কারণ আমাদের আইনসঙ্গত খাজানা আদায়ের সরাসরি ও ব্যয়শূন্য উপায় বিধান নষ্ট করিয়া ইহা দ্বারা কার্য্যতঃ যে ক্রোক একমাত্র নিশ্চিত, সুবিচার সঙ্গত ও ব্যয়শূন্য কার্য্যপ্রণালী আমাদের এখনও আছে, তাহা রহিত করা হইতেছে।

বর্ত্তমান আইনে বিধান আছে যে রায়তের খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার নিজের লোকের দ্বারা তাহাদের বাকী খাজানার বিবরণ লিখিয়া নোটিস জারী করিয়া শস্য ক্রোক করিতে পারেন। দেশের প্রান্তবর্ত্তী যে সকল স্থানের প্রজাবর্গের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ রাজের অধীন নহে এবং এমনা সকলেই ইংরাজদের দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিপত্য অতিক্রম করিতে পারে এবং পূর্ণিয়া জিলার অন্তর্গত কুশী দিয়াড়ার মত বিস্তীর্ণ যে সকল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রজারা অর্দ্ধ যাযাবর অবস্থায় থাকে এবং এক ফসলের অধিক কাল এক জায়গায় বাস করে না, তথায় এই এক মাত্র প্রণালী সম্ভবপর।

এরূপস্থলে এক দিনের বিলম্বে বিস্তর হানি হয়, যদি রায়তেরা খাজানা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে শস্য পাকিবামাত্র ক্রোক করিতে হইবে এবং খাজানা না দিয়া শস্য কাটিবার উপযুক্ত সময় তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু ফসল কাটিয়া ফেলিবা মাত্র তাহারা চিরদিনেরমত গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়।

যাহা হউক, এই পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব হইয়াছে ভবিষ্যতে ভূম্যধিকারীগণের প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা আবশ্যক এবং শস্য আদালতের সহায়তা ভিন্ন ক্রোক হইবে না। ইহাতে আদালতের কর্ম্মচারীর ক্রোক করণার্থ সেইস্থানে পঁহুছিবার পূর্ব্বে রায়তকে ফসল কাটিয়া লইয়া পলায়ন করিবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হইবে, এরূপ কার্য্যপ্রণালীতে যে জমীদারের উপর কেবল কোর্টফী ও অন্যান্য যে সকল আদালতের লোক নিয়োগ করিতেই হইবে, তাহার জন্য নূতন ও অতিরিক্ত খরচার ভার চাপান হইবে এরূপ নহে, ইহাতে আরও ফল এই হইবে যে এই যে সকল অর্দ্ধযাযাবর প্রজা শস্য কর্ত্তন হইবা মাত্র গ্রাম ত্যাগকরিয়া যায়, তাহাদের নিকট খাজানা আদায় করিবার জমীদারের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজুকরাই তাহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় থাকিবে, কিন্তু যে রায়তের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে হইবে তিনি হয়ত সে কোথায় থাকে তাহাও জানেন না এবং যদি তাহার নামে ডিক্রী পাইতে সমর্থ হন সে ডিক্রী জারী করা প্রায় অসম্ভব হইবে।

আমার বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিবার কথা এই যে, অত্যন্ত আবশ্যক, বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে জমীদারের খাজানা আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে পাণ্ডুলিপির একটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, সিলেক্ট কমিটীর হাত দিয়া সেই পাণ্ডুলিপি এমন আকারে বাহির হইল যে ওরূপ করা দূরে থাকুক এখনও যে কষ্ট আছে তাহা বর্দ্ধিত করা হইয়াছে এবং এখন যে একটু উপায় আছে তাহাও লোপ করা হইতেছে ইহা আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হয়।

জমীদারেরাই তাহাদের অংশের গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়ী। তাহারা রায়তের নিকট ঐ রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে। তাহারা যে শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় করে এরূপ নহে। সংপ্রতি তাহাদিগকে রায়তদের নিকট হইতে রায়তের দেয় কোন কোন গবর্ণমেণ্টের কর আদায় করিতে হইতেছে. এবং যদি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিবার জন্য অবধারিত দিবসের সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহারা গবর্ণমেণ্টের পাওনা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা সরাসরি নীলামের দায়ী হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি হইতে বিদূরিত হইবে। অথচ গবর্ণমেণ্টকে দিতে এক দিনের অন্যথা হইলে যাহার জন্য এত গুরুতর শাস্তি অবশ্য ভোগ করিতে হইবে রায়তদের নিকট হইতে তাহা নিশ্চয় রূপে পাইবার কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না।

এক্ষণে আইনের যে অবস্থা তাহার কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইতেছে; বর্ত্তমান আইনে দোষ আছে বলিয়া ভুস্বামী তাহার রায়তের নিকট হইতে আইনমত খাজানা আদায় করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহার নিজের কিছুমাত্র দোষ না থাকিলেও তাহার পিতৃপুরুষাগত সম্পত্তি বিক্রীত ও সে উহা হইতে বহিষ্কৃত হইতেপারে। অথচ আমি পূর্ব্বে দেখাইয়া দিয়াছি যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি আইনের সেই দোষ বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে।

যে আইনে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের অতি অল্প অংশমাত্র বাকী পড়ায় বড় বড় মহাল বিক্রীত হওয়ার বিধান করিতেছে সে আইনের আবশ্যকতা ও সুবিচার বিষয়ে আমার এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই, আমি কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দিতে ইচ্ছাকরি যে গবর্ণমেণ্ট যখন নিজের হস্তে সরাসরি বিক্রয়ের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন, তখন জমীদারকে রায়তের নিকট খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরি ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করায় জমীদারেরা গবর্ণমেণ্টের সুবিচারের অভাব হইয়াছে বলিয়া মনে করে।

নিজের মহাল অর্থাৎ খাসমহালের জন্য নিজের মত বিশেষ আইন রাখায়, গবর্ণমেণ্ট নিজেই খাজানা আদায় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের অকার্য্যকরতা স্বীকার করেন; আর যদি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এইরূপ নিয়মই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেইরূপ নিয়ম আমাদের পক্ষেও প্রয়োজন। আমার একান্ত ভরসা যে এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে বিশেষ মনোযোগের সহিত এবিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য, কারণ ইহাতে বেহারস্থ জমীদারবর্গের অধিকাংশেরই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

১৭ শ অধ্যায়। —চুক্তির স্বাধীনতা।

জমীদার ও রায়তের মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা উঠাইয়া দিবার ও অধুনা বর্ত্তমান সমস্ত চুক্তি খণ্ডন করিয়া দিবার চেষ্টার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী, একথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। বর্ত্তমান চুক্তি যখন করা হয়, তখন গবর্ণমেণ্টের কথার ঠিক আছে বলিয়া চুক্তিকারীদের বিশ্বাস ছিল এবং গবর্ণমেণ্টও বিশেষরূপে এই সকল চুক্তি আইনসঙ্গত করিয়া এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি যে এই সকল চুক্তি হইতে যে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে বলা হয়, তাহা কিছুমাত্র প্রমাণ দেখান হয় নাই, অথবা জমীদারেরা যে এইরূপ চুক্তির আশ্রয় লইয়া অসন্দিহান কৃষক কুলের ক্ষতি করিয়াছেন তাহারও কোন প্রমাণ নাই। অতএব যতক্ষণ এরূপ অনিষ্ট যে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে এবিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ না দেওয়া হয়, ততক্ষণ পরস্পরের সম্মতি ক্রমে ও গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন অনুসারে বর্ত্তমান যে বন্দোবস্ত ন্যায্যরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার এরূপ ভয়ানক ভাঙ্গাচূরা করা না হয়।

জমীদার ও রায়তের মধ্যে যত চুক্তি হইয়াছে তাহার সমস্তেই রায়তের ক্ষতি হইয়াছে এই সিদ্ধান্তটী করিয়া সংস্কার ও আইন সংশোধন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপ ভ্রমাত্মক কারণ অনেক স্থলে চুক্তি দ্বারা স্পষ্টরূপেই রায়তের সুবিধা হয়। রায়ত জমীদারের সহিত কাজ করায় অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়। এরূপ চুক্তিতে সম্ভবতঃ কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু ভূপাপ এগুলিও বন্ধ করা হইবে।

উপসংহার কালে এই সিলেক্ট কমিটীর মীমাংসায় আমার যে বিশেষ আপত্তি আছে, তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি; কারণ আমার বিবেচনায় এরূপ গুরুতর বিষয়ে যাহাতে তাড়াতাড়ি না করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায়, আমরা এরূপ উপযুক্ত উপকরণ পাই নাই।

যে সকল কারণের কথা বলা হইল, যাহার জন্য কেবল যে গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ভূস্বামিস্বত্বের হানি করণরূপ উৎকট উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যক তাহা নহে, যাহার জন্য এমন এক অসম্পূর্ণ আইনের অবতারণা করা হইল যে গবর্ণমেণ্টের আইনের সভাসদ উহা উত্থাপিত করার সময় নিজেই স্বীকার করিলেন যে ইহাতে যে বর্ত্তমান কৃষক শ্রেণীর উপকারার্থ বিশেষ করিয়া এই আইন পাস করা হইবে তাহাদের লোপ হইবার এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন আইন দ্বারা রক্ষিত নহে এরূপ এক নূতন কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইবার ও আবার তৎকালীন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা উৎপাদিত অনিষ্ট সমূহের প্রতিবিধানার্থ আর এক বার সমস্ত দেশটাকে আন্দোলন ও কষ্টে নিমজ্জিত করিতে হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কারণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের নিকট পরিষ্কার প্রমাণ দেওয়া উচিত ছিল।

আমি নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিতে চাহি যে যদি ভূমাধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ নির্ণয় ও তদ্বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করণার্থ পাণ্ডুলিপি আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ঐ পাণ্ডুলিপি এরূপ ভাবে কল্পনা করিতে হইবে ও এরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে যে ভবিষ্যতে গোলযোগ উৎপন্ন না করিয়া চিরকালের মত এবিষয় মীমাংসা করিয়া দেয়।

আরও আমার মত এই যে অধিকাংশ বিষয়ে প্রমাণ গ্রহণ ব্যতিরেকে সিলেক্ট কমিটীতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে রীতিমত বিচার করা অসম্ভব হইয়াছিল। প্রমাণ না দেওয়ায় এবং স্থিতিরীতি বিষয়ক যথার্থ সংবাদ আমাদের নিকট না দেওয়ায়, ও ঐ সকল সংবাদের পরীক্ষা না হওয়ায়, আমাদের বাদানুবাদ সন্তোষজনক হয় নাই এবং যে মীমাংসায় উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহা উপযুক্ত প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রেল। দারভঙ্গা।

সনন্দের অনুবাদ।

সুবা বেহারের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত আমিল, জায়গীরদার, ক্রোড়ী কার্য্যকারক ও নিজামগণ বিদিত হউন। সমস্ত লোক যাঁহার আজ্ঞাকারী সেই বাদশাহের আজ্ঞাক্রমে উক্ত বেহার সুবার অন্তর্গত মুঙ্গের সরকারের ধরমপুর পরগনা ও ত্রিহুত সরকারের দেহাত পরগনা আনুষঙ্গিক ইনাম রসুম প্রভৃতি স্বত্বের সহিত রাজা মধু সিংহকে দৃঢ়তর করিয়া দেওয়া গেল। (রাজা মধু সিংহের জমীদারী উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি প্রাপ্ত হওয়ায়, উহা এরূপ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল) নিজামতের কারপরদাজ ও কার্য্যকারকগণ ঐ রাজাকে তাঁহার রাজভক্তি যতদিন থাকে চিরস্থায়ী জমীদার স্বীকার করে, তাঁহাকে জমীদারী স্বত্বে বজায় রাখে তাঁহার সমস্ত তলবের টাকা আদায় করিয়া দেওয়া এবং যদি তিনি রাজভক্ত ও রায়তের হিতৈষী হন তবে ইঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করে, ইহা আবশ্যক। আরও এই মহামান্য সনন্দের অনুগামী হইয়া তাহারা ইহার আজ্ঞানুসারে ঠিক ঠিক কার্য্য করিবে এবং বৎসরান্তর নবীকৃত সনন্দ দাখিল করার জন্য আহ্বান করিবে না।

অভিষেকের ৪২ বৎসরের ২৯ শাওয়াল

ডি. ফিট্জপাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,
Bengali Translator.

B 284—1-6-84—1,000

Numb. 2336 [২৩৩৬]. [REGISTERED No. 30.]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 6, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATION.—JUDICIAL.

Simla, the 24th April 1884.

No. 553.—The Honorable W. Macpherson, c.s., took his seat as Officiating Judge of the High Court of Judicature at Fort Willam in Bengal, on the forenoon of the 8th instant.

No. 555.—The Honorable H. Beverley, c.s., took his seat as Officiating Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, on the forenoon of the 9th instant.

A. MACKENZIE,
Secretary to the Govt. of India.

FOREIGN DEPARTMENT.

NOTIFICATION.—POLITICAL.

Simla, the 19th April 1884.

No. 1109*I*.—His Excellency the Viceroy and Governor General is pleased to confer upon Babu Nobo Kristo Ghose, late an Assistant Superintendent of Police under the Government of Bengal, the title of "Rai Bahadur" as a personal distinction

C. GRANT,
Secy. to the Govt. of India.

DEPARTMENT OF FINANCE AND COMMERCE.

NOTIFICATION.

Simla, the 25th April 1884.

No. 507—Privilege leave for three months having been granted to Babu Rajaninath Ray, Officiating Assistant Comptroller-General, and Mr. T. H. Biggs having been appointed to officiate as Assistant Comptroller-General in consequence, Babu Rajaninath Ray made over and Mr. T. H. Biggs received charge of the duties of Assistant Comptroller-General after noon on the 5th April 1884.

No. 615.—Mr. R. H. Kelly having been appointed to officiate as Post Master, Calcutta during the absence, on privilege leave, of Mr. E. Hutton, assumed charge of the duties of his appointment after noon on the 14th April 1884.

D. M. BARBOUR,
Secy. to the Govt. of India.

হোম ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন—জুডিশ্যাল।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল।

৫৫৩ নম্বর।—মানাবর শ্রীযুক্ত ডবলিউ. মাকফরসন সাহেব. সি, এস. এই মাসের ৮ তারিখের পূর্ব্বাহ্ণে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্টের একটিং জজস্বরূপ স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন।

৫৫৫ নম্বর।—মান্যবর শ্রীযুক্ত এচ, বেবর্লী সাহেব, সি, এস, এই মাসের ৯ তারিখের পূর্ব্বাহ্ণে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের একটিং জজস্বরূপ স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন।

এ, মাকেঞ্জি.
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

ফরিন্ ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।—পোলিটিকাল।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৯ আপ্রিল।

১০৩৯। নম্বর।—মহিমবর শ্রীযুক্ত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনরল সাহেব এতদ্দেশের গবর্ণমেণ্টের অধীন পোলিসের ভূতপূর্ব্ব আসিস্টান্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে " রায় বাহাদুর " উপাধি প্রদান করিলেন।

সি, গ্রাণ্ট.
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।

৫৮৭ নম্বর।—একটিং আসিস্টান্ট কন্ট্রোলর জেনরল শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ রায়কে তিনমাসের অনুগ্রহের ছুটী দেওয়া প্রযুক্ত শ্রীযুক্ত টি, এচ, নিগাম সাহেব আসিস্টান্ট কন্ট্রোলর জেনরলের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ রায় ১৮৮৪ সালের ৫ আপ্রিলের অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত টি, এচ. নিগাম সাহেবের প্রতি আসিস্টান্ট কন্ট্রোলর জেনরলেরকর্ম্মের ভার অর্পণ করিলেন, ও তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন।

৬১৪ নম্বর।—শ্রীযুক্ত ই, ইটন সাহেবের অনুগ্রহের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে শ্রীযুক্ত আর, এচ কেলী সাহেব কলিকাতার পোস্ট-মাস্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওয়া ১৮৮৪ সালের ১৪ আপ্রিলের অপরাহ্ণে আপন কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

ডি, এম, বার্বর,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY MAY 6, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৬ মে

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVEROR OF BENGAL.

No. 1980 A.

GENERAL.—*The* 16*th April* 1884.—Baboo Gunga Narain Roy, M.A., Temporary Sub-Deputy Collector, Nuddea, is appointed to act, until further orders, as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of the Bogra district.

Baboo Hurry Pado Ghose is appointed temporarily to be a Sub-Deputy Collector of the fourth grade, *vice* Baboo Gunga Narain Roy, and is posted to the Chittagong Hill Tracts district for employment on survey and settlement work in that district.

Moulvie Azhurul Huq, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sewan, Sarun, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Moulvie Mobaruck Ali, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, is transferred temporarily to Sewan in that district, during the absence, on leave, of Moulvie Azhurul Huq, or until further orders.

Mr. C. F. Worsley, Officiating Magistrate and Collector, Chumparun, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 12th May next.

Mr. E. R. Henry, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Chumparun, is appointed to act as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on leave, of Mr. C. F. Worsley, or until further orders.

Mr. E. R. Middleton, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is allowed furlough for one year, under section 132, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 20th instant.

The 17*th April* 1884.—Mr. J. C. Lloyd, Sub-Deputy Collector, Hooghly, is transferred to the Bogra district.

In modification of the order of the 26th ultimo, Mr. A. C. Tute, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dinagepore, is appointed to act as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on deputation, of Mr. T. E. Coxhead, or until further orders, with effect from the 22nd idem.

The 21*st April* 1884.—The services of Mr. E. G. Colvin, Assistant Magistrate and Collector, 24-Pergunnahs, are placed temporarily at the disposal of the Government of India in the Home Department.

Baboo Grish Chunder Sircar, Sub-Deputy Collector, Julpigoree, is transferred to Rungpore, with effect from the date on which he joined his appointment.

The 22*nd April* 1884.—Mr. J. Monro, Commissioner of the Presidency Division, has been granted by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of furlough for six months.

The undermentioned officers reported their departure from India, on furlough, on the 6th instant:—

Mr. H. L. Oliphant. | Mr. A. A. Wace.

Baboo Sheonundun Lal Roy, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is allowed leave for fifteen days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Mr. F. W. V. Peterson, District and Sessions Judge, Jessore, is allowed leave for three months, under the note under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 6th May 1884.

Mr. A. W. Mackie, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, is appointed to act as District and Sessions Judge of Jessore, during the absence, on leave, of Mr. F. W. V. Peterson, or until further orders.

[*Government Gazette*, 6*th May* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

১৯৮০ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ১৬ আপ্রিল।—নদীয়ার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ রায়, এম, এ, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া বগুড়া জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন;

শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ রায়ের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু হরিপদ ঘোষ কিয়ৎকালের নিমিত্ত চতুর্থ শ্রেণীর সব-ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ জিলার জরীপ ও বন্দোবস্তের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়নার্থে উক্ত জিলায় অবস্থাপিত হইলেন।

সারণের অন্তর্গত সেওয়ানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী আবারুল হক যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত মৌলবী আবারুল হকের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সারণের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী মবারক আলি, কিয়ৎকালের জন্যে উক্ত জিলার অন্তর্গত সেওয়ানে অবস্থাপিত হইলেন।

চাম্পারণের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত সি, এফ, ওর্সলী সাহেব সিবিল কার্য্যকারদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আগামি মে মাসের ১২ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত সি, এফ, ওর্সলী সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, চাম্পারণের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ই, আর, হেনরি সাহেব উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ই, আর, মিডলটন সাহেব সিবিল কার্য্যকারদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩২ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি এক বৎসরের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।—হুগলীর সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে, সি, লয়ড সাহেব বগুড়া জিলায় প্রেরিত হইলেন।

গত মাসের ২৬ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত টি ই, কম্বেড সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দিনাজপুরের কিয়ৎকালীন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এ, সি, ট্যুট সাহেব উক্ত মাসের ২২ তারিখ অবধি উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।—২৪ পরগনার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত ই, জি কলবিন সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

জলপাইগুড়ির সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র সরকার রঙ্গপুর জিলায় স্বীয় কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি তথায় প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।—ভারতবর্ষের পক্ষে মহিমবর শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব রাজধানী খণ্ডের কমিশনর শ্রীযুত জে, মনরো সাহেবকে আর ছয় মাসের নিয়মিত ছুটী দিয়াছেন।

নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা নিয়মিত ছুটী লইয়া এই মাসের ৬ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বর গমনের রিপোর্ট করেন।—

শ্রীযুত এচ, এল, অলিফাণ্ট সাহেব।	শ্রীযুত এ, এ ওয়েস সাহেব।

পাটনার কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শিবনন্দনলাল রায়, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত এফ, ডবলিউ বি, পিটরসন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণের তল ভাগের মন্তব্যমতে ১৮৮৪ সালের ৬ মে অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এফ, ডবলিউ, পিটরসন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, লোহারডগার একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এ, ডবলিউ, মেকার সাহেব যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

Moulvie Sujat Ali Ahmed, Sub-Deputy Collector, Tumlook, Midnapore, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

The 23rd April 1884.—Mr. G. C. Kilby, Deputy Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, is allowed furlough for 18 months, under sections 50 and 92 of the Civil Leave Code, with effect from the 29th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. Gordon Leith, Barrister-at-Law, is appointed to act as Deputy Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs under this Government, during the absence, on leave, of Mr. G. C. Kilby, or until further orders.

The 24th April 1884.—Mr. C. W. Bolton, Under-Secretary to the Government of Bengal, is appointed to act as Magistrate and Collector of Pubna, during the absence, on deputation, of Mr. E. G. Glazier, or until further orders.

This cancels the order of the 1st instant, appointing Mr. R. Cornish, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, to act as Magistrate and Collector of Pubna.

Baboo Troylucko Nath Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Muddehpoorah Bhagulpore, is transferred to Jessore, and is appointed to have charge of the Bongong subdivision of that district.

Baboo Mohendro Nath Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bongong Jessore, is transferred to the sudder station of the district of Monghyr, with effect from the date on which he joined that district.

Munshi Wajid Hossein, Temporary Sub-Deputy Collector, Hajeepore, Mozufferpore, is allowed leave for one month, under section 138-3, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

The 28th April 1884.—Baboo Behary Lal Mukerjee, Sub-Deputy Collector, was on leave, without pay, from the 26th October to the 5th December last, inclusive.

Baboo Behary Lal Mukerjee is appointed to be a Sub-Deputy Collector of the fourth grade, *vice* Rai Wopendra Nath Dwardar, Bahadoor, retired.

Baboo Behary Lal Mukerjee will continue to be employed as a Special Deputy Collector under the Public Works Department, Railway Branch, of this Government, until further orders.

The 29th April 1884.—Baboo Upendra Chundra Mookerjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, on leave, is posted to the sudder station of the district of Purneah.

Mr. F. H. McLaughlin, Officiating District and Sessions Judge, Pubna, is appointed to be a District and Sessions Judge of the first grade, with effect from the 29th March last, *vice* Mr. H. Muspratt, retired.

POLICE.—*The 16th April* 1884.—Mr. J. T. Rivett-Carnac, Assistant Superintendent of Police, acted as a District Superintendent of Police in Assam from the 26th June 1882 to the 14th November 1883, inclusive.

The 29th April 1884.—Mr. J. Cowie is appointed to officiate as an Assistant Superintendent of Police.

JAILS.—*The 16th April* 1884.—Surgeon E. G. Russell is appointed, under the provisions of section 12 of Act V of 1876, to be a member of the Board of Management of the Reformatory School established at Alipore for the reception and industrial training of juvenile offenders, *vice* Dr. Nicholson, transferred.

The 17th April 1884.—In supersession of the order of the 24th December last, the late Lieutenant-Colonel R. Beadon, Superintendent of the Alipore and Russa Jails, was on furlough in India, under the furlough rules of 1868, from the 26th December 1883 to the 6th March 1884, inclusive.

EDUCATION.—*The 23rd April* 1884.—Mr. J. Van Someren Pope, M.A., Officiating Inspector of Schools, Behar Circle, is confirmed in that appointment.

[*Government Gazette, 6th May* 1884.]

মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকের সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী সুজাত আলি আহম্মদ অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৩ আপ্রিল।—রাজকীয় মোকদ্দমার ডেপুটী সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ও প্রযোজক শ্রীযুত জি, সি, কিলি্ সাহেব এই মাসের ২৯ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারদের ছুটীর বিধির ৫০ ও ৯২ ধারামতে আঠার মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত জি, সি, কিলি্ সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বারিষ্টার-আট-লা শ্রীযুত গর্ডন লীথ্ সাহেব এই গবর্ণমেণ্টের অধীন রাজকীয় মোকদ্দমার ডেপুটী সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের ও প্রযোজকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল।—রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত ই, জি, গ্লেজিয়র সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী শ্রীযুত সি, ডবলিউ, বোলটন সাহেব পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত আর, কর্ণিস সাহেবকে পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক এই মাসের ১ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

ভাগলপুরের অন্তর্গত মধেপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সেন, যশোহরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত বনগাঁ মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত বনগাঁয়ের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মুঙ্গের জিলায় কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সেই জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

মজফরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মুনশী ওয়াজীদ হুসেন, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮—২ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।—সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় গত অক্টোবর মাসের ২৬ তারিখ অবধি ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখ পর্য্যন্ত বিনা বেতনে ছুটী লইয়াছিলেন।

শ্রীযুত রায় উপেন্দ্রনাথ দ্বারদার, বাহাদুর, কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ শ্রেণীর সব-ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, এই গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের রেলওয়ে শাখায় বিশেষ ডেপুটী কালেক্টরস্বরূপ নিযুক্ত থাকিবেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।—ছুটীপ্রাপ্ত একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পুরণিয়া জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

শ্রীযুত এচ, মস্প্রাট সাহেব কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে পাবনার একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত এফ, এচ, মাকলখলিন সাহেব গত মার্চ্চ মাসের ২৯ তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ আপ্রিল।—পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে, টি, রিবেট কার্ণাক সাহেব ১৮৮২ সালের ২৬ জুন অবধি ১৮৮৩ সালের ১৪ নবেম্বর পর্য্যন্ত আসামের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।—শ্রীযুত জে, কৌই সাহেব পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জেলবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ আপ্রিল।—ডাক্তর শ্রীযুত নিকলসন সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে সর্জন শ্রীযুত ই, জি, রসল সাহেব ১৮৭৬ সালের ৫ আইনের ১২ ধারার বিধানমতে যুবা অপরাধিদিগকে গ্রহণ করিবার ও শিক্ষাদিবার জন্যে আলিপুরে স্থাপিত চরিত্র সংশোধনার্থ বিদ্যালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষতা করণার্থ বোর্ডের মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।—গত ডিসেম্বর মাসের ২৪ তারিখের আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। আলিপুর ও রসা জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল শ্রীযুত আর, বীডন সাহেব ১৮৬৮ সালের নিয়মিত ছুটী বিষয়ক বিধিমতে ১৮৮৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর অবধি ১৮৮৪ সালের ৯ মার্চ্চ পর্য্যন্ত নিয়মিত ছুটী লইয়া ভারতবর্ষে ছিলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৩ আপ্রিল।—বিহারচক্রের স্কুল সমূহের একটিং ইন্সিপেক্টর শ্রীযুত জে, বান সমেরস্ পোপ সাহেব, এম, এ, সেই পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

FORESTS.—*The 25th April* 1884.—Mr. W. M. Green, Officiating Deputy Conservator of Forests, Chittagong, is allowed privilege leave for three days, in extension of the leave granted to him under the order of the 15th January 1884.

CUSTOMS.—*The 23rd April* 1884.—Mr. S. J. Kilby, Superintendent of the Customs Preventive Service and Sulkea Salt Golahs, is allowed furlough for six months, under section 132, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. J. A. P. Sneyd, Assistant Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Superintendent of the Customs Preventive Service and Sulkea Salt Golahs, during the absence, on leave, of Mr. S. J. Kilby, or until further orders.

This cancels the order of the 4th instant, appointing Mr. Sneyd to act as District Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, *vice* Mr. W. D. Pratt, on leave

PORT TRUST.—*The 29th April* 1884.—Captain G. O'B. Carew, Deputy Director of the Indian Navy, is re-appointed, under the provisions of Act V (B.C.) of 1870, to be a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta.

The following gentlemen are appointed, under the provisions of Act V (B.C.) of 1870, to be Commissioners for making Improvements in the Port of Calcutta :—

Mr. W. Craik, *vice* Mr. F. Prestage, resigned.

" C. H. Moore, *vice* Mr. H. B. H. Turner.

MEDICAL.—*The 16th April* 1884.—Mr. F. J. Murphy, Medical Officer at the Sandheads, is allowed leave for one month, under section 138, rule 10, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 6th May next.

The 17th April 1884.—Surgeon R. Macrae, Civil Surgeon of Julpigoree, is allowed leave for two months and ten days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Brojo Nath Chowdry, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to have medical charge of the civil station of Julpigoree, during the absence, on leave, of Surgeon R. Macrae, or until further orders.

The 19th April 1884.—Surgeon J. Moorhead, Civil Surgeon of Mymensingh, is allowed furlough for six months, under section 61, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

Surgeon T. R. Macdonald is appointed to act as Civil Surgeon of Mymensingh, during the absence, on furlough, of Surgeon J. Moorhead, or until further orders.

MUNICIPAL.—*The 20th April* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Rampore Beauleah Municipality of Assistant Surgeon Chunder Nath Chowdree to be their Vice-Chairman.

Baboo Bani Kunto Deb is appointed to be a Commissioner of the Utterparah Municipality, in the district of Hooghly.

The 21st April 1884.—Pandit Horo Prosad Sastri is re-appointed to be a Commissioner of the municipality of Naihatty, in the district of the 24-Pergunnahs.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the above municipality of Baboo Chandra Shikur Gupta to be their Vice-Chairman.

The 22nd April 1884.—Mr. G. Sam, District Traffic Superintendent, East Indian Railway is appointed to be a Commissioner of the Sahebgunge Municipality, in the Sonthal, Pergunnahs district.

[*Government Gazette, 6th May* 1884.]

বনবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৫ আপ্রিল।—চট্টগ্রামের বনের একটিং ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুক্ত ডবলিউ, এম. গ্রীন সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারির আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত তিন দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

কষ্টমবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৩ আপ্রিল।—কষ্টমের মাসুল চুরী নিবারণ কার্য্যের ও শালিখার লুনগোলার সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এস, জে, কিলি সাহেব আগামী মে মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩২ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত এস, জে, কিলি সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার পোলীসের আসিস্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত জে, এ, পি, স্লাইড সাহেব, কষ্টমের মাসুল চুরী নিবারণ কার্য্যের ও শালিখার লুনগোলার সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ, ডি, প্রাট সাহেব ছুটী লওয়াতে শ্রীযুক্ত স্লাইড সাহেবকে ২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করণার্থে নিযুক্তকরণ বিষয়ক এই মাসের ৪ তারিখের আজ্ঞা এতদ্বারা রহিত করা গেল।

পোর্টট্রষ্ট বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।—ইণ্ডিয়ান নেবির ডেপুটী ডৈরেক্টর কাপ্তান শ্রীযুক্ত জি, ও' বি কার সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধানমতে কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষসাধনার্থ কমিশানরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধানমতে কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষসাধনার্থ কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুক্ত এফ. প্রেস্টেজ সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুক্ত ডবলিউ, ক্রেক সাহেব।
,, এচ, বি, এচ, টনর সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত সি, এচ, মুর সাহেব।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৯ আপ্রিল।—গঙ্গাসাগরের চিকিৎসক শ্রীযুক্ত এফ, জে, মর্ফি সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ১০ প্রকরণমতে আগামি মে মাসের ৬ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।—জলপাইগুড়ির সিবিল চিকিৎসক সর্জন শ্রীযুক্ত আর, মাক্রে সাহেব আগামি মে মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস দশ দিনের ছুটী পাইলেন।

সর্জন শ্রীযুক্ত আর, মাক্রে সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিস্টান্ট সর্জন শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চৌধুরী জলপাইগুড়ির সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ আপ্রিল।—ময়মনসিংহের সিবিল চিকিৎসক সর্জন শ্রীযুক্ত জে, মুর হেড সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৬১ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

সর্জন শ্রীযুক্ত জে, মুরহেড সাহেবের নিয়মিত ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সর্জন শ্রীযুক্ত টি, আর, মাকডনাল্ড সাহেব ময়মনসিংহের সিবিল চিকিৎসকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ আপ্রিল।—রামপুর বোয়ালিয়া মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা আসিস্টান্ট সর্জন শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বাণীকণ্ঠ দেব হুগলী জিলার অন্তর্গত উত্তরপাড়া মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।—শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রি ২৪পরগনা জিলার অন্তর্গত নৈহাটী মুনিসিপলিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর গুপ্তকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।—ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত জি, সাম সাহেব সাঁওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Sital Singh. | Baboo Haridas Marwari.

ROAD CESS.—*The* 18*th April* 1884.—Mr. C. Ambler is appointed to be a member of the Monghyr District Road Committee.

The following notifications are re-published from the *Assam Gazette* :—

No. 106.—*The* 14*th April* 1884.—In consequence of the return to duty of Lieutenant-Colonel T. B. Michell, Deputy Commissioner, fourth grade, who is appointed to act in the second grade of Deputy Commissioners, the following officers reverted to the grades specified against their names, with effect from the 27th February 1884:—

To Deputy Commissioner, third grade, Mr. J. K. Wight, C.S., Officiating Deputy Commissioner, second grade.

* * * * *

To Assistant Commissioner, first grade, Mr. A. J. Primrose, C.S., Officiating Deputy Commissioner, fourth grade, with effect from the 12th March 1884.

To Assistant Commissioner, second grade, Mr. J. D. Anderson, C.S., Officiating Assistant Commissioner, first grade, from the 12th March 1884.

To Assistant Commissioner, third grade, Mr. R. S. Greenshields, C.S., Officiating Assistant Commissioner, second grade, from the 12th March 1884.

No. 107.—The following promotions are made in the Assam Commission with effect from the 1st March 1884, in consequence of the transfer of Mr. O. G. R. McWilliam, C.S., to Bengal, notified in Government of India notification, in the Home Department, No. 270, dated the 22nd December 1883 :—

* * * * *

Mr. J. Knox Wight, C.S., Assistant Commissioner, first grade, to be Deputy Commissioner, fourth grade.

* * * * *

Mr. J. Kennedy, C.S., Supernumerary Assistant Commissioner, second grade, is absorbed in that grade.

No. 111.—*The* 17*th April* 1884—In consequence of the departure, on leave, of Mr. A. J. Primrose, Officiating Assistant Commissioner, first grade :—

Mr. J. D. Anderson, Assistant Commissioner, second grade, to act in the first grade, with effect from the 23rd March 1884.

Mr. R S. Greenshields, Assistant Commissionor, third grade, to act in the second grale, *vcie* Mr. Anderson.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 18*th April* 1884.—Whereas a notification was published in the *Calcutta Gazette* of the 23rd January 1884, declaring the Lieutenant-Governor's intention to extend to the Bansberia Municipality, in the district of Hooghly, in accordance with the recommendation of the Commissioners made at a meeting, the provisions of sections 237, 238, 239 240, 241, 247, 248, 251, 252, 253, 254, 255, 285, 286, 287 and 288 of Act V (B. C.) of 1876, and so much of section 235 as refers to drains only; and also to extend the provisions of section 236 of the Act to the Shahagunge and Trivanee road situated within the said Municipality, and whereas no valid objection has been raised to the proposal, the Lieutenant-Governor, in the exercise of the powers conferred upon him by section 234 of the said Act, directs that the extension shall take effect from the 1st June 1884.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Government of Bengal.

[*Government Gazette*, 6*th May* 1884.]

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু শীতল সিংহ।	শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস মাড়ওয়ারী।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।—শ্রীযুত সি, আম্বলার সাহেব মুঙ্গের জিলার পথ-কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেটহইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১০৬ নং।—১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটী কমিশ্যনর লেপ্টেনেন্ট-কর্ণেল শ্রীযুত টি, বি, মিচেল সাহেব ডেপুটী কমিশ্যনরদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে তাঁহার কর্ম্মে প্রত্যাগমন প্রযুক্ত নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা ১৮৮৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অবধি আপনং নামের পার্শ্বলিখিত শ্রেণীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর একটিং ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুত জে, কে, ওয়াইট সাহেব, সি, এস, তৃতীয় শ্রেণীর ডেপুটী কমিশ্যনরের পদে।

*　　*　　*　　*　　*

চতুর্থ শ্রেণীর একটিং ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুত এ, জে, প্রিমরোস সাহেব, সি, এস, ১৮৮৪ সালের ১২মার্চ্চ অবধি প্রথম শ্রেণীর আসিস্টান্ট কমিশনরের পদে।

প্রথম শ্রেণীর একটিং আসিস্টান্ট কমিশনর শ্রীযুত জে, ডি, আণ্ডরসন সাহেব, সি, এস, ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চ্চ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্টান্ট কমিশনরের পদে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর একটিং আসিস্টান্ট কমিশনর শ্রীযুত আর, এস, গ্রীনশিলডস সাহেব, সি, এস, ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চ্চ অবধি তৃতীয় শ্রেণীর আসিস্টান্ট কমিশনরের পদে।

১০৭ নম্বর।—হোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৮৩ সালের ২২ ডিসেম্বরের ২৭০ নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ও, জি, আর, মাকউলিয়ম, সি, এস, সাহেবকে বঙ্গদেশে প্রেরণহেতু ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ্চ অবধি আসাম কমিশনে নিম্নলিখিত পদবৃদ্ধি করা গেল।

*　　*　　*　　*　　*

প্রথম শ্রেণীর আসিস্টান্ট কমিশনর শ্রীযুত জে, নক্স ওয়াইট সাহেব, সি, এস, চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনর হইবেন।

*　　*　　*　　*　　*

দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত আসিস্টান্ট কমিশনর শ্রীযুত জে, কেনেডি সাহেব, সি, এস, সেই শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

১১১ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।—প্রথম শ্রেণীর একটিং আসিস্টান্ট কমিশনর শ্রীযুত এ, জে, প্রিমরোস সাহেব, ছুটী লইয়া গমন করাতে—

দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্টান্ট কমিশনর শ্রীযুত জে, ডি, আণ্ডরসন সাহেব ১৮৮৪ সালের ২৩ মার্চ্চ অবধি প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিবেন।

শ্রীযুত আণ্ডরসন সাহেবের পরিবর্ত্তে তৃতীয় শ্রেণীর আসিস্টান্ট কমিশনর শ্রীযুত আর, এস, গ্রীনশিলডস সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিবেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।—হুগলী জিলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪৭, ২৪৮, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৮১, ২৮৬, ২৮৭, ও ২০৮ ধারার বিধান এবং ২৩১ ধারার যে অংশ কোন জল নির্গমের পথের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে সেই অংশ উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করণার্থে এবং উক্ত মুনিসিপালিটীর মধ্যে স্থিত শাহাগঞ্জ ও ত্রিবেণীর পথে উক্ত আইনের ২৩৬ ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থেও শ্রীযুক্ত লেপ্টেনন্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ২৩ জানুয়ারির কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলেও সেই প্রস্তাব সম্বন্ধে যুক্তিসিদ্ধ কোন আপত্তি উপস্থিত না হওয়াতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ২৩৫ ধারামতে অর্পিত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি উক্ত প্রচলন ফলবৎ হইবার আজ্ঞা করিলেন।

ই, এস, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

NOTIFICATION.

The 21st April 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee, under bye-law No. 2 of the Bye-laws framed under Act IV (B.C.) of 1871, for the town of Gya, to assist the Magistrate and the Health Officer in carrying out the provisions of the Act within the said town:—

Official Members.

W. Rattray, Esq., Deputy Magistrate and Deputy Collector.
Baboo Pran Kumar Das, Deputy Magistrate and Deputy Collector.
„ Bhup Sen Singh, Government Pleader.

Non-official Members.

Baboo Durga Sankar Bhattacharjce, Zeminder.
„ Ram Nath Singh, Zemindar.
„ Behari Lal Barik, Gyawul.

E. N. Baker,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st April 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the power conferred on him by section 78, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Pooree Municipality, made at a meeting, to sanction the imposition by the Commissioners, under section 122 of the Act, of a tax on carriages and on horses and other animals mentioned in the third schedule annexed to the Act, at rates not exceeding those specified in the said schedule. The Lieutenant-Governor also intends, in the exercise of the same power, to sanction the levy by the Commissioners, under section 134 of the Act, of a fee on the registration, under section 133, of all carts kept or habitually used within the municipality.

E. N. Baker,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th April 1884.—Under section 2, Act XXXVI of 1858, the Lieutenant-Governor appoints Mr. J. E. Caithness to be a Visitor of the Lunatic Asylum at Bhowanipore, *vice* Mr. W. Alexander.

E. N. Baker,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 26th April 1884.—Under section 2, Act XXXVI of 1858, the Lieutenant-Governor appoints the Hon'ble R. Miller to be a Visitor of the Lunatic Asylum at Bhowanipore, *vice* Mr. H. Pratt.

E. N. Baker,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 26th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. T. Jones of his appointment as a Commissioner of the Town of Calcutta.

E. N. Baker,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 6th May* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা গয়া নগরের মধ্যে ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের বিধান কার্য্যে পরিণত করণার্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও স্বাস্থ্যরক্ষকের সাহায্য করিবার জন্যে উক্ত আইনমতে প্রণীত উপবিধির ২ ধারা অনুসারে উক্ত নগর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকীয় পদধারি মেম্বর।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ রাট্রে সাহেব।
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু প্রাণকুমার দাস।
গবর্নমেন্টের উকীল শ্রীযুত বাবু ভুপ সেন সিংহ।

রাজকীয় পদধারি নহেন এমত মেম্বর।

জমীদার শ্রীযুত বাবু দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।
,, ,, বাবু রামনাথ সিংহ।
গয়াল শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল বারিক।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যার্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং পুরী মুনিসিপালিটীর সংক্রান্ত কমিশানরদের অনুরোধক্রমে তিনি, উক্ত আইনসংযুক্ত তৃতীয় তফসীলের লিখিত গাড়ী, ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তুর উপর উক্ত আইনের ১২২ ধারামতে উক্ত কমিশ্যনরদের দ্বারা উক্ত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট হারের অনধিক হারে টাক্স ধার্য্য হইবার অনুমতি দিতে কল্পনা করিয়াছেন। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব উক্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া উক্ত মুনিসিপালিটীর মধ্যে যেসকল গরুর গাড়ী রাখা যায় ও নিযুক্ত ব্যবহার হয় উক্ত আইনের ১৩৩ ধারামতে তাহা রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত ও উক্ত কমিশানরদের দ্বারা ১৩৪ ধারামতে ফী আদায় করিবার অনুমতি দিতে কল্পনাও করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল।—শ্রীযুত ডবলিউ, আলেকজাণ্ডর সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ন সাহেব ১৮৫৮ সালের ৩৬ আইনের ২ ধারামতে শ্রীযুত জে, ই, কেবেনেস সাহেবকে ভবানীপুরস্থ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীর পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।—শ্রীযুত এচ, প্রাট সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৫৮ সালের ৩৬ আইনের ২ ধারামতে মান্যবর শ্রীযুত আর, মিলর সাহেবকে ভবানীপুরস্থ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীর পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আপ্রিল।—শ্রীযুত টি, জোন্স সাহেব কলিকাতা নগরের কমিশানররূপে স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

NOTIFICATION.

The 27th April 1884.—Under section 6, Act IV (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor appoints Mr. C. E. Buckland, C.S., to be a Commissioner of the town of Calcutta, *vice* Mr. T. Jones, resigned.

E. N. Baker,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th April 1881.—Under section 18, Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor appoints the following gentlemen to be *ad interim* Commissioners of the Patna Municipality until the election of Commissioners is held under the new Municipal Act:—

Moulvie Khoda Bux Khan.
Rai Jai Kissen.
Rai Kashi Pershad.
Baboo Guru Prosad Sen.
Syed Quazi Reza Hossein.
Syed Fuzlur Rahman.
Syed Tajamul Hossein.
Syed Ali Mahamed.
Syed Jaffer Hossein.
Syed Amir Hossein.
Baboo Lukhraj Bahadoor.
" Krishna Chunder Ghose.
Baboo Bal Kishoon Lall.

E. N. Baker,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

The 27th April 1884.

From—Bombay. To—Calcutta.
From—General Secretary. To—Bengal.

Egerton telegraphs from Cairo thus:—Quarantine imposed here on arrivals from Bombay.

A. P. MacDonnell,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1981 A.

The 15th April 1884.—Under the authority vested in him by the final clause of section 357 of the Code of Criminal Procedure (Act X of 1882), the Lieutenant-Governor empowers Syed Mahomed Israil, Deputy Magistrate of Kooshtea, Nuddea, to take down evidence in criminal cases in the English language, with effect from the date on which he took charge of that sub-division.

The 16th April 1884.—Baboo Gunga Narain Roy, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bogra, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Saroda Prosad Basu, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Bagirhat, during the absence, on leave, of Baboo Koilash Chunder Mozoomdar, or until further orders, with effect from the date on which he joined his appointment.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Saroda Persad Roy Chowdry of his appointment of Honorary Magistrate of the Kandi Bench, in the district of Moorshedabad.

Baboo Kunjo Behary Ghose is appointed to be an Honorary Magistrate for this Bench, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

[*Government Gazette, 6th May* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ আপ্রিল।—শ্রীযুত টি, জোন্স সাহেব কর্ম্মত্যাগ করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৬ ধারামতে শ্রীযুত সি, ই, বকুলাণ্ড, সি, এস, সাহেবকে কলিকাতা নগরের কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এস, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।—নূতন মুনিসিপল আইনমতে যাবৎ কমিশ্যনরগণ মনোনীত না হন শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১৮ ধারামতে নিম্নলিখিত মহাশয়দিগকে পাটনা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত করিলেন।—

শ্রীযুত মৌলবী খোদাবক্স খাঁ।
" রায় জয়কৃষ্ণ।
" রায় কালীপ্রসাদ।
" বাবু গুরুপ্রসাদ সেন।
" সৈয়দ কাজি রেজা হুসেন।
" সৈয়দ ফজলর রহমান।
শ্রীযুত সৈয়দ তজমল হুসেন।
" সৈয়দ আলি মহম্মদ।
" সৈয়দ জাফর হুসেন।
" সৈয়দ আমির হুসেন।
" বাবু লখরাজ বাহাদুর।
" বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ।

শ্রীযুত বাবু বালকৃষ্ণ লাল।

ই, এস, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশ, কলিকাতায়। | বোম্বাইর সাধারণ সেক্রেটরী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ২৭ আপ্রিল।

শ্রীযুত ইগর্টন সাহেব কাইরোহইতে এইরূপ টেলিগ্রাম করিয়াছেন।—বোম্বাইহইতে যে সব জাহাজ আইসে, তাহার উপর এখানে কারাণ্টাইন ধার্য্য হইল।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

১২৮১ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।—নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত সৈয়দ মহম্মদ ইস্রাইল যে তারিখে উক্ত মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩৫৭ ধারার শেষ প্রকরণমতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে তিনি সেই তারিখ অবধি তাঁহাকে ফৌজদারী মোকদ্দমায় ইংরেজী ভাষায় সাক্ষ্য লিখিয়া লইবার ক্ষমতা দিলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আপ্রিল।—বগুড়ার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদারের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ বসু, বি, এল, যশোহর জিলায় মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া বাগীরহাটে স্বীয় কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ তথায় অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত কান্দি বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগকরণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুত বাবু কুঞ্জবিহারী ঘোষ এই বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

The 17th April 1884.—Mr. G. C. Sconce (Barrister-at-Law), Fourth Judge, Court of Small Causes, Calcutta, is appointed to act as Third Judge of that Court, during the absence, on deputation, of Mr. R. S. T. MacEwen, or until further orders.

Mr. T. Jones (Barrister-at-Law), Registrar and Chief Ministerial Officer, Court of Small Causes, Calcutta, is appointed to act as Fourth Judge of that Court, during the absence, on deputation, of Mr. G. C. Sconce, or until further orders.

Mr. Rajkissen Sen (Barrister-at-Law), Munsif of Sealdah, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Registrar and Chief Ministerial Officer, Small Cause Court, Calcutta, during the absence, on deputation, of Mr. T. Jones, or until further orders.

Mr. Rajkissen Sen is invested, under section 14 of Act XV of 1882 (the Presidency Small Cause Courts Act), with the powers of a Judge for the trial of suits in which the amount or value of the subject-matter does not exceed Rs. 20.

The 18th April 1884.—Baboo Narayan Chandra Naik, Tehsildar of Ungul, exercising powers of a Magistrate of the second class, is vested, under section 32, Act X of 1882 (The Code of Criminal Procedure), with the power to pass sentences of whipping.

The gentlemen named below are appointed to be Honorary Magistrates for the Gurwah Bench, in the district of Lohardugga, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class :—

Baboo Runjeet Singh.
,, Dukhi Sahu.
Baboo Goburdhun Ram.
Sheik Neazan.
Dubey Gopidhur.

Mr. K. G. Gupta, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, is vested with the powers, under sections 110, 113, and 260, of the Code of Criminal Procedure.

The 21st April 1884.—Shah Mahomed Yakub is appointed to be an Honorary Magistrate for the Kharackpur Bench, in the district of Monghyr, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 28th April 1884.—Baboo Purna Chunder Mitter, B.L., is appointed to act as a Munsif in the 24-Pergunnahs district, and to be ordinarily stationed at Barripore, during the absence, on leave, of Baboo Moti Lal Haldar, or until further orders.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 25th April* 1884.—Baboo Mohim Chandra Sarkar Munsif of Barabazar, in the district of Manbhoom, is allowed leave of absence for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st proximo, or from any date on which he may avail himself of it.

The 26th April 1884.—Baboo Jogendronath Deb, Additional Munsif of Gya, is allowed leave of absence for one month and a half, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, on half-pay, with effect from the date on which he may avail himself of it.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—It is hereby notified that the Chintaman, Hemtabad, and Patnitollah Munsifis, in the district of Dinagepore, shall henceforth be designated the Phulbari, Raigunge, and Balughat Munsifis respectively.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 6*th May* 1884.]

১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।—রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত আর, এন, টি, মাকইণ্টায়েন সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার ছোট আদালতের চতুর্থ জজ বারিষ্টার আট-লা শ্রীযুত জি, সি, স্বন্স সাহেব উক্ত আদালতের তৃতীয় জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত জি, সি, স্বন্স সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় কলিকাতার ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রার ও প্রধান আমলা বারিষ্টার- আট-ল, শ্রীযুত টি, জোন্স সাহেব উক্ত আদালতে চতুর্থ জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত টি, জোন্স সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার অন্তর্গত শিয়ালদহের মুনসেফ বারিষ্টার- আট-লা শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ সেন কলিকাতার ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রারের ও প্রধান আমলার কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ সেন বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য ২০৲ টাকার অধিক না হইলে সেই মোকদ্দমার বিচার করণার্থে প্রাদেশীয় ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১৫ আইনের ১৪ ধারামতে জজের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।—দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রান্ত কর্ম্মকারি অমূলের তহশীলদার শ্রীযুত বাবু নারায়ণচন্দ্র নায়ক ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩২ ধারামতে কশাঘাত দণ্ডাজ্ঞা করণের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা লোহারডগা জিলার অন্তর্গত গড়ওয়া বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু রণজিত সিংহ।	শ্রীযুত বাবু গোবর্দ্ধন রাম।
„ „ ভুখী সাহু।	„ শেখ মিয়াজান।

শ্রীযুত দোবে গোপীশ্বর।

কটকের একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত কে, জি, গুপ্ত ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০, ১১৩ ও ২৬০ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।—শ্রীযুত শাহ মহম্মদ ইয়াকুব মুঙ্গের জিলার অন্তর্গত খরকপুর বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।—শ্রীযুত বাবু মতিলাল হালদারের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র, বি, এল, ২৪ পরগনা জিলার মুন্সেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সাময়িকতঃ বারুইপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮৪ সাল ২৫ আপ্রিল।—মানভূম জিলার অন্তর্গত বড় বাজারের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু মহিমচন্দ্র সরকার আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আপ্রিল।—গয়ার আডিশ্যনল মুনসেফ শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ দেব, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে অর্দ্ধ বেতনে দেড় মাসের ছুটী পাইলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল।—এতদ্দ্বারা, এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত চিন্তামন, হেমতাবাদ ও পত্নীটোলা মুনসেফী এই অবধি ক্রমান্বয়ে ফুলবাড়ী, রাইগঞ্জ ও বালুঘাট মুনসেফী নামে খ্যাত হইবে।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 28th April 1884.

No. 179.—*Leave.*—Mr. W. deW. Peel, Executive Engineer, third grade, *sub. pro tem*, and Under-Secretary in this department, is granted one month's privilege leave, with effect from the afternoon of the 16th April 1884.

No. 180.—*Notification.*—Mr. F. J. E. Spring, Executive Engineer, third grade, Benares-Cuttack Railway Surveys, is appointed to officiate as Under-Secretary in this department during the absence, on privilege leave, of Mr. W. deW Peel.

No. 181.—*Leave.*—Mr. C. A. Mills, Executive Engineer, third grade, Second Calcutta Division, is granted three months' privilege leave, under section 73 of the Civil Leave Code, with effect from the 14th proximo, or from such date as he may avail himself of it.

RAILWAY.

The 28th April 1884.

No. 182.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for diverting the watercourse of the Bagmati river, as a protective work, near the Bilaspur Railway Station on the Tirhoot State Railway, in the village of Bilaspur, pergunnah Sarai Hamid, zillah Durbhunga, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 18 beegahs 18 cottahs 8 chittacks of standard measurement, bounded on the—

Plot 1.—North by the river Bagmati, also called Bakya; east by the holdings of Saikh Nabi, Mossamut Rahooari, Shaikh Sharuffuddin, and Shaikh Maddi; south by the aforesaid river; west by the holdings of Maddi, Shaikh Sharuffuddin, Nanku Mian, Mosahib Choudhri, Enayut Choudhri, Mohamad Salah Choudhri, and Mohamad Shah Choudhri.

Plot 2.—North, east, and south by the river Bagmati, and west by waste land of which the land required forms a part, is required within the aforesaid village of Bilaspur.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 183.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for diverting the watercourse of the Bagmati river, as a protective work, near the Bilaspur Railway Station on the Tirhoot State Railway, in the village of Jagdispur, pergunnah Kharsar, zillah Durbhunga, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 24 beegahs 4 cottahs 7 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the holdings of Madhukur, Bhola, Reepan, Goghan, Jhumak, Keshwar Singh, Babulal Singh, Rashid Mian, Gobind Singh, Ram Nath Singh, and public road; east by the river Bagmati; south by the holdings of Bhagju Singh, Ghoghan, Babulal Singh, Chand Singh, Ram Lal Singh, Gobind Singh, Sahdaon Singh, and public road; west by the aforesaid river, is required within the aforesaid village of Jagdispur.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 184.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for public purposes, viz. for addition and alteration of locomotive sidings and turntable at Mokameh station, in the village of Mokameh, pergunnah Ghyaspore, zillah Patna, it is hereby declared that for above purpose one plot of land is required, as follows:—

Plot No. 1.—Measuring local 7 beegahs 16 cottahs, bounded on the north and east by the East Indian Railway Company's land; south by the adjoining land belonging to Kassey Sing, Toolsee Sing, Joomon Sing, and others; and west by Talabor Sing, Tahul Singh and Nilcomul Mitter's land.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[*Government Gazette, 6th May* 1884.]

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।

১৭৯ নম্বর।—ছুটী।—কিয়ৎকালীন স্থায়ী তৃতীয় শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র ও এই কার্য্য-বিভাগের ছোট সেক্রেটরী শ্রীযুত ডবলিউ, ডি, ডবলিউ, পীল সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৯ আপ্রিলের অপ-রাহ্ন অবধি এক মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৮০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুত ডবলিউ, ডি, ডবলিউ, পীল সাহেবের অনুগ্রহের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিত কালে বাণারস-কটক রেলওয়ে সরবের তৃতীয় শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এফ, জে, ই, স্প্রিং সাহেব এই কার্য্যবিভাগের ছোট সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮১ নম্বর।—ছুটী।—কলিকাতার দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত সি, এ, মিলস সাহেব আগামি মাসের ১৪ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদ-বধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭৩ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

রেলওয়ে বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।

১৮২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ দ্বারভঙ্গা জিলার অন্তর্গত সরাই হাদিদ পরগনার বিলাসপুর গ্রামে ত্রিহুত স্টেট রেলওয়ের বিলাসপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট রক্ষাকারি কার্য্যস্বরূপ বাগমতী নদীর জল স্রোত ফিরাইবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত বিলাসপুর গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ১৮৮৩৷৷ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এই২,—

১ খণ্ড।—উত্তরসীমা বাগমতী নদী, (বকনাও বলে,) পূর্ব্বসীমা সেখ নবি, মহম্মৎ রাহুয়ারি, সেখ শরফুদ্দীন ও সেখ মদ্দির যোত, দক্ষিণ সীমা উক্ত নদী, পশ্চিমসীমা মদ্দি, শেখ শরফুদ্দীন, মানুকু মিঞা, মোসাহেব চৌধুরী, ইনায়েৎ চৌধুরী, মহম্মদশালা চৌধুরী ও মহম্মদশাহ চৌধুরীর যোত।

২ খণ্ড। উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণসীমা বাগমতী নদী, এবং পশ্চিম সীমা পতিত জমি, ঐ জমির একাংশ প্রয়োজনীয় ভূমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ দ্বারভঙ্গা জিলার অন্তর্গত খারসার পরগনার জগদীশপুর গ্রামে ত্রিহুত স্টেট রেলওয়ের বিলাসপুর ষ্টেশনের নিকট রক্ষাকারি কার্য্যস্বরূপ বাগমতী নদীর জল স্রোত ফিরাইবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত জগদীশপুর গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ২৪৴৪৷৶ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মধুকর, ভোলা, রূপণ, গোবন, ঝুমক, কেশওয়ার সিংহ, বাবু লাল সিংহ, রশিদ মিঞা, গোবিন্দ সিংহ, ও রামনাথ সিংহের যোত এবং সরকারী পথ, পূর্ব্ব সীমা বাগমতী নদী, দক্ষিণ সীমা ভাগজু সিংহ, ঘোঘান, বাবু লাল সিংহ, চাঁদ সিংহ, রামলাল সিংহ, গোবিন্দ সিংহ, সাহদাওন সিংহের যোত ও সরকারী পথ, পশ্চিম সীমা উপরোক্ত নদী।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত ঘায়াসপুর পরগনার মোকামা গ্রামে মোকামা ষ্টেশনে লোকোমটিব সাইডিঙ্গ এবং টর্ণটেবলের সংযোগ ও তৎপরিবর্ত্তন করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে নিম্নলিখিত ভূমি খণ্ডের প্রয়োজন।

১ নং খণ্ড।—স্থানীয় মাপের ৭৮১ কাঠা পরিমিত, তাহার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির জমি, দক্ষিণ সীমা কাশী সিংহ, তুলসী সিংহ ও জুমন সিংহ প্রভৃতির নিকটবর্ত্তী জমি, এবং পশ্চিম সীমা তালেবর সিংহ, টহল সিংহ ও নীলকমল মিস্ত্রের জমি।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

CIVIL BUILDINGS.

The 28th April 1884.

No. 185.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for a burial ground in the village of Bania Khamar, pergunnah Khalispur, in the district of Khoolna, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 beegahs 5 cottahs 4 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the newly-planted garden of Haran Das, on the east by the house of Machim Shaikh, on the south by the land of Machim Shaikh and Kasi Nath Kundu, and on the west by the Bania Khamar Road, is required within the aforesaid village of Bania Khamar.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 186.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the purpose of making the boundary of the Government estate English Bazar, as well as the premises of the Government circuit-house, permanently compact and uniform, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring 2 beegahs, more or less, of standard measurement, and situated in mouzah Mukdompore, mehal Khana Alampore, pergunnah Bhatiagopalpore, zillah Maldah, bounded on the north by the Government compound land, on the south by the Government compound wall and the Government English School Street, on the west by the Mukdompore Street, and on the east by the school tank is required within the aforesaid mouzah Mukdompore.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

The 29th April 1884.

No. 187.—*Notification.*—Mr. J. R. Swinden, Assistant Engineer, first grade, is appointed, as a temporary measure, to hold charge of the Buxar Division, during the absence, on privilege leave, of Mr. J. P. Scotland, with effect from the forenoon of the 10th instant.

No. 188.—*Notification.*—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions and reversions in the Engineer Establishment of the Public Works Department:—

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. A. J. Oldham ...	Executive Engineer, fourth grade.	Executive Engineer, third grade.	14th March 1884	*Sub. pro tem.*
„ J. A. Price ...	Ditto ...	Ditto ...	16th ditto	*Ditto.*
„ A. E. Behrmann...	Ditto (temporary rank).	Assistant Engineer, first grade.	27th February 1884	Reversion.
„ A. E. Behrmann...	Assistant Engineer, first grade.	Executive Engineer, fourth grade.	14th March 1884	Temporary.
„ A. E. Behrmann...	Executive Engineer, fourth grade (temporary rank).	Assistant Engineer, first grade.	9th April 1884	Reversion.
„ J. R. Swinden ...	Assistant Engineer, first grade.	Executive Engineer, fourth grade.	10th April 1884	Temporary.

No. 189.—The following transfers are made in the interests of the public service:—

Name.	Rank.	From	To
Mr. J. T. Bosse	Assistant Engineer, first grade.	Dacca Division ...	Sono Circle.
Baboo Aughore Nath Mookerjee	Ditto ...	Burdwan Division...	Dacca Division.

No. 191.—*Transfer.*—Mr. C. A. White, Assistant Engineer, second grade, is transferred in the interests of the public service from the Hazaribagh to the Arrah Division.

G. F. E. S. NEILL, *Major*, M.S.C.,
Under-Secy to the Govt. of Bengal, P. W. D.

[*Government Gazette 6th May* 1884.]

সিবিল অট্টালিকা বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।

১৮৫ নম্বর।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ খুলনা জিলার অন্তর্গত খালিসপুর পরগনার বানিয়া খামার গ্রামে কবর স্থানের জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত বানিয়া খামার গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ২।০। ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা নূতন রোপিত হরদাসের বাগান, পূর্ব্ব সীমা মচিম সেখের বাড়ী, দক্ষিণ সীমা মচিম সেখ ও কাশীনাথ কুণ্ডুর জমি, এবং পশ্চিম সীমা বানিয়া খামার পথ।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৬ নম্বর।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ইংরাজ বাজার গবর্ণমেন্ট ইষ্টেটের ও গবর্ণমেন্টের-দাওরাঘরের সীমা স্থায়িরূপে দৃঢ় ও একরূপ করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে মালদহ জিলার অন্তর্গত ভাটিয়া গোপালপুর পরগনার মহলখানা আলমপুরের মকতুমপুর মৌজায় স্থিত কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ২/ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গবর্ণমেন্টের হাতার জমি, দক্ষিণ সীমা গবর্ণমেন্টের হাতার প্রাচীর ও গবর্ণমেন্টের ইংরেজী স্কুল ষ্ট্রীট, পশ্চিম সীমা মকদমপুর ষ্ট্রীট, ও পূর্ব্ব সীমা স্কুলের পুষ্করিণী।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।

১৮৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুত জে, পি, স্কটল্যাণ্ড সাহেবের অনুগ্রহের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত জে, আর, সুইণ্ডেন সাহেব এই মাসের ১০ তারিখের পূর্ব্বাহ্ণ অবধি কিয়ৎকালের নিমিত্তে বক্সার খণ্ডের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়র সিরিশ্তায় নিম্নলিখিত পদবৃদ্ধি ও পদে প্রত্যাগমনের আজ্ঞা করিলেন।—

নাম।	যে পদ হইতে।	যে পদে।	তারিখ।	পদ বৃদ্ধির ভাব।
শ্রীযুত এ, জে, ওল্ডহাম সাহেব	চতুর্থ শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনির	তৃতীয় শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র	১৮৮৪ সাল ১৪ মার্চ্চ	কিয়ৎকালীন স্থায়ী।
,, জে, এ, প্রাইস সাহেব	ঐ ...	ঐ .	ঐ ১৩ মার্চ্চ।	ঐ
,, এ, ই, বেহম্বর সাহেব	কিয়ৎকালীন ঐ ...	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র	১৮৮৪ সাল ২৭ ফেব্রুয়ারি	পদে প্রত্যাগমন।
,, এ, ই, বেহর্ম্বর সাহেব	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র	চতুর্থ শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র।	১৮৮৪ সাল ১৪ মার্চ্চ	কিয়ৎকালীন।
,, এ, ই, বেহর্ম্বর সাহেব	কিয়ৎকালীন চতুর্থ শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র	১৮৮৪ সাল ৯ আপ্রিল	পদে প্রত্যাগমন।
,, জে, আর, সুইণ্ডেন সাহেব	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র	চতুর্থ শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র	১৮৮৪ সাল ১০ আপ্রিল	কিয়ৎকালীন।

১৮৯ নম্বর।—রাজকার্য্যের স্বার্থের নিমিত্তে নিম্নলিখিত স্থানান্তরে প্রেরণ করা গেল।

নাম।	পদ।	যে স্থান হইতে।	যে স্থানে।
শ্রীযুত জে, টি, বোয়ান সাহেব ...	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র ...	ঢাকা খণ্ড ...	সোণ চক্রে।
,, বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ...	ঐ	বর্দ্ধমান খণ্ড ...	ঢাকা খণ্ডে।

১৯১ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত সি, এ, ওয়াইট সাহেব রাজকার্য্যের স্বার্থের নিমিত্তে হাজারীবাগ খণ্ড হইতে আরা খণ্ডে প্রেরিত হইলেন।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর, এম, এন, সি।
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 6, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

[Government Gazette, 6th May 1884.]

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ১ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নের লিখিত তালুকাদি ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকীপড়া রাজস্ব ও রোডছেছ ও পবলিক ওয়ার্ক ছেছ আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ৯ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ২৮ জ্যৈষ্ঠ রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাক্সবাজার সব-ডিবিসনের এলাকাধীন।

তৌজির নম্বর।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।		মোট।	মন্তব্য
			রাজস্ব।	ছেছ।	রাজস্ব।	ছেছ।		
২৭১ / ২৫।	মৌজে ইনানী থানে টেকনাফ তালুক নছরত আলি চৌং	খোদ …	৮৯৭॥০	২০৸৬	৪৩৮॥৬	০	৪৩৮॥৬	সম্পূর্ণ তালুকা নিলাম হইবে।
৪৪ / ১৩৬১	মৌং টেকনাফ থানে টেকনাফ তাং শ্রীমতী থাউ চৌং	খোদ …	১২১৭৲	৭৯/০	৬১৩৲	২৬।/৬	৬৩৯।/৬	ঐ
১৫৫ / ১৩৮	মৌং রাজারকুল থানে রামু তালুক সেরমস্ত খাঁ …	দেওয়ান বিবি ও দরবুল আলি গং।	১১০১॥৬	১৫৮।/	৩০৩।/৬	৪৪/৬	৩৪৭।৶	ঐ
২০৪ / ৪১৯	মৌং মিঠাছরি থানে রামু ইজারা শ্রীমতী লতিকা খাতুন নাবালগের পক্ষে আছাদ আলি খাঁ।	নিং আছাদ আলি খাঁ।	১১৮৩।৵০	১১৩/৬	৪২০৲	৩৭॥৶৬	৪৫৭॥৶৬	ঐ
২৯৯ / ২৮৩	মৌং বারপাকিয়া থানে চকরিয়া তাং বিবি ইসহাক …	নিং দেওয়ান আলি সদাগর।	৬৮৭॥/৩	২৯৪৸/	৪৩০৲	১৯৬॥	৬২৬॥০	ঐ
৩৩৪ / ১৪৬০	মৌং পেকুয়া থানে চকরিয়া তালুক ফজল আলি …	খোদ …	২৫১২৲	১০৯।৵৬	২০৪২৲	৭২৸৶	২১১৪৸৶০	ঐ

C. A. SAMUELLS, *Offg. Collector, Chittagong.*

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসার বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সাল ২১ মেই মোং ১২৯১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ বুধবার তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮৪। ৭ এপ্রিল।

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
২৬ নং	পং নশিরুজীয়াল জমিদারি হিস্যা ।১০ আনা ময় বেজাবেতা তালুক ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরিজামোহন চৌধুরী গয়রহ।	৭১৯৯৲	৮২৯৸৶৯	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	ঐ ঐ ১৮৭৬। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনাকান্দা ৲১৮।৶ কাগ হিস্যা।	আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ।	১৸৶০	০	০
	ঐ ঐ ঐ কি চান্দীনাকান্দা হিস্যা ৲১০৶৫॥ তিল।	জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ ...	৸০	০	০
	তপে রণভাওয়াল।				
১১৬ নং	তাং নেওয়াজআলী হিস্যা ৷৷০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি হিস্যা।	দীননাথ চক্রবর্ত্তী মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী গয়রহ।	১২৭১৶০	৪২৸৴	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে বন্যামণ্ডল গয়রহ ৩৩ মৌজার ।০ আনা হিস্যা।	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৩৪১৸৴১	০	০
	ঐ ঐ ঐ ...	প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী ..	৩৪১৸৴১	০	০
	ঐ ঐ ঐ ...	দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ...	৩৪১৸৴১	০	০
	ঐ ঐ ঐ ...	কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৩৪১৸৴১	০	০
	তপে হাজরাদি।				
১২৪ নং	পাএম্বাদেগ হিস্যা ৶৬॥৴ ক্রান্তী ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে এজমালি।	মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরী, দীননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	১০৩৩৸০	১২।/৮	এজমালি অংশ নিলাম হইবেক।
	ঐ ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ।৶০ আনা নগর হাজরাদির ।৶১৬ গণ্ডা।	জগতকিশোর আচার্য্য চৌধুরী নাবালগ।	২২৫।৶০	০	০
	ঐ ঐ চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ৴১৫ গণ্ডা ও নগর হাজরাদির ৴১৯ গণ্ডা ও বীর মসুয়ার ৸৶০ আনা,	হরিকিশোর রায় চৌধুরী ..	১৬৬৸০	০	০
	তপে সাঁইধা দরজিবাজুর মোতাক ১৫১ নং জমিদারি।	ছৈয়দ আবদুল্লা অধ্যক্ষপক্ষে জামিনা আক্তর খাতুন।	২১৭৩৸৶০	১২।/০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
	তপে হাজরাদী।				
১২৯ নং	তাং কৃষ্ণরাম দত্ত গয়রহ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	দীননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	৩৩৯৸/৫	০	০
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৶১০ আনা।	বিশ্বেশ্বরী দাস্যা ...	২৫০৸/০	৪৩॥০	খারিজ হিস্যা নিলাম।
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	রামকিশোর গঙ্গোপাধ্যায় গয়রহ।	১০১৪॥৶৭	০	০

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
		দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।			
৫০৭১ নং	ডগে মণ্ডাওয়াল। চর চারিপাড়া সুবর্ণপুর ওরফে কামারিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ।	১৪৭৮১০ পাই	১১॥৶০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
৫০৮৫ নং	পং ময়মনসিংহ বীল চলজী ...	রাজা হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী গয়রহ।	৫৮৩৲	২০॥/০	ঐ
৫১৭৪ নং	পং হুসেনশাহী চর ভেলুয়াখালি ...	দীননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭৪৲	২২৭৲	ঐ
৫২৪৯ নং	পরগণে পুখরিয়া চর গাবগাছা ...	রামসখী দেব্যা চৌধুরাণী পতির নাম দুর্গাপ্রসাদ খাঁ ও মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী গয়রহ।	৫৯১৮৮০ মালিকানা ৬৫৮৲	১৪২৫।০ মালিকানা ১৩৭৲	ঐ

G. E. MANISTY,
Offg. Collector.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs.* 4, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 8, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 16, *ans.* 8.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs.* 5, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 10, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 20.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 *oz.* tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪॥০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮॥০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬॥০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫॥০ টাকা; ৮ আউন্স টীন ১০॥০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ॥০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা, ডাকমাসুল দিতে হইবে।

[*Government Gazette, 6th May* 1884.]

জ্বরনাশক দানাবান্ধা সিন্‌কোনা।

লাল সিন্‌কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেণ্টের কারখানায় প্রস্তুত নূতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানা বান্ধে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিঃবে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ।৵০ বার আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. *Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.*

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtolah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., L.L.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-ল ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট-কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পালের শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিল্‌ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৵০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাসুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲	
ডাকমাসুল	"	২॥০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	"	৪৲	
ডাকমাসুল	"	১৲	
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য		।০	
ডাকমাসুল		⁄০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		⁄০	৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠাপ্রতি আর একং আনা ।
ডাকমাসুল		⁄০	

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য; কলিকাতায় কেবল ডাকমাসুল লাগিবে না ।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী ।

[*Government Gazette, 6th May* 1884.]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12*th December* 1882.

NOTE—*Rates for Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half	10

Casual advertisements —4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডব্লিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই।—

	টাকা।
পুরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
আধ পৃষ্ঠা " "	১০৲
কখনং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্ল্যানেড ওয়েষ্ট টৌনহালের হাতায়াস্থত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুত এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 286—2-5-84—800

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

Dated the 1st May 1884.

To—Calcutta.	From—Bombay.
To Bengal.	From—General Secretary.

GOVERNMENT of India have sanctioned enforcement of B quarantine rules at Aden against vessels from Bombay. Letter follows.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

১৮৮৪ সাল ১ মে।

বঙ্গদেশে,	বোম্বাইর
কলিকাতায়।	সাধারণ সেক্রেটরী সাহেবের টেলিগ্রাম।

বোম্বাই হইতে যে সকল জাহাজ যায়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এদনে সেই সকল জাহাজের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত কারাণ্টাইন বিধি প্রবল করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ৬ মে।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত।]

সিলেক্ট কমিটী কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত পাণ্ডুলিপি সমেত উক্ত কমিটীর নিম্নলিখিত রিপোর্ট আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় ১৮৮৪ সালের ১৪ মার্চ্চ তারিখে উপস্থিত করা হয়।—

সিলেক্ট কমিটীর নিম্নলিখিত ব্যক্তি আমাদিগের নিকট বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনার্থ অর্পিত হইয়াছিল। আমরা ঐ পাণ্ডুলিপি ও এতৎসংযুক্ত তফসীলের উল্লিখিত কাগজপত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রথমস্থলীয় রিপোর্ট প্রেরণ করিতেছি।

২। আমরা পাণ্ডুলিপিখানি নূতন করিয়া গঠন করত এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে আমাদিগের অধিকাংশ ব্যক্তির মতে যে সকল পরিবর্ত্তন উপযুক্ত বোধ হইয়াছে তাহা সন্নিবেশ করিয়াছি। কিন্তু এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলিয়া আমাদের বোধ হয়। আগামি নবেম্বর মাসে আমরা এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কার্য্যে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইব। আমরা পাণ্ডুলিপি খানিকে যেরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছি তাহা এই সময়ের মধ্যে অধিকতর সমালোচনের নিমিত্তে পুনঃ প্রকাশিত হয়, ইহাই আমাদিগের পরামর্শ।

৩। এই রিপোর্টখানি প্রথমস্থলীয় বলিয়া কমিটীর কয়েকজন সভ্য যত দিন এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত শেষ রিপোর্ট মন্ত্রিসভায় অর্পিত না হয় ততদিন কোন২ বিষয় সম্বন্ধে আপন২ মত প্রকাশ করিবেন না এই কথা লিপিবদ্ধ থাকে এইরূপ ইচ্ছা করেন। কমিটীর নিষ্পত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে সাধারণতঃ কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তির মত প্রকাশ করিতেছি এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

৪। এই পাণ্ডুলিপি খানিতে যে ভিন্ন২ শ্রেণীর প্রজার কথা আছে তাহাদিগের বর্ণনা করিবার নিমিত্তেই এই অধ্যায়টি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে মূল পাণ্ডুলিপিতে অবধারিত খাজানার ভূমিভোগকারি রায়তদিগকে যেরূপ তালুকদার শ্রেণীর অন্তর্গত অন্যতর শ্রেণী বলিয়া গণ্য করা গিয়াছিল তাহা না করিয়া এক্ষণে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে বিবেচনা করা গিয়াছে। ইহাও দেখা যাইবে যে "সামান্য রায়ত" এই কথার পরিবর্ত্তে "দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত" এই কথা প্রয়োগ করা গিয়াছে। প্রথমোক্ত কথাটি ভ্রমাত্মক নাম বলিয়া ইহার প্রতি ন্যায্য আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। পরিশেষে

ইহাও দ্রষ্টব্য যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অন্তর্গত নহে এরূপ বাস্তুভূমির রায়তদের উল্লেখমাত্র নাই। অধিকতর বিবেচনার পর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের সম্বন্ধে কোন বিধান সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয় বোধ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে যত দূর সন্ধান জানা আবশ্যক আপাততঃ আমাদিগের তত দূর জানা নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এতদ্দেশের ভিন্ন ২ অংশে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের যোত সম্বন্ধে নিয়মের এত দূর বিভিন্নতা আছে, যে মূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায় রক্ষা করিতে হইলে তদন্তর্গত কএকটি বিষয়ের সংশোধন করা আবশ্যক হইত। কিন্তু অধিকতর সন্ধান না জানা পর্য্যন্ত আমরা কি আকারে ঐ সংশোধন করিতে হইবে ইহা বলিতে সমর্থ নহি। আমাদিগের ভরসা যে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আবশ্যক সন্ধান জানাইবেন।

৫। তালুকদার ও রায়তদিগের মধ্যে প্রভেদবিষয়ক ধারাটিতে আমরা ঐ প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষণ নির্দ্দেশ না করিয়া বরং তাহাদিগের বর্ণনা করিতে যত্ন পাইয়াছি। যে সকল স্থল উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদসূচক সীমারেখার নিকটে অবস্থিত, সেই সকল স্থলে আদালতসমূহের পথ প্রদর্শনার্থে বিধি প্রণয়ন করা বিহিত ইহা স্বীকার করিলেও, আমাদিগের মত এই যে ইহার কোন শ্রেণীর দৃঢ় রূপে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা দূর না হইয়া বরং তাহার সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬। অবধারিত হারে জমী ভোগ করিবার স্বত্ব বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির (১৪—১৭) ধারাগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৮ম অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে; ঐ অধ্যায়ের কথা বলিবার সময়ে তাহাদিগের বিশেষ উল্লেখ করা যাইবে। যে সকল জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে তদন্তর্গত স্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ২০ ধারাটিকে অতিরিক্ত বিধিবিষয়ক অধ্যায়ে স্থাপন করা গিয়াছে।

৭। চুক্তি কি দেশাচারক্রমে যে স্থলে তালুকের খাজানা বৃদ্ধির বিধান করা হয় নাই, আদালত সেই স্থলে যে বিধি অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন ৭ ধারার অন্তর্গত ৩ উপধারায় তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা এই উপধারার বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিয়াছি। একণে কেবল এই বিধান করা গেল, আদালত তালুকদারকে লভ্যের শতকরা দশভাগের কম দিবেন না এবং খাজানা নির্ণয় করিবার সময়ে যে অবস্থায় তালুকের সৃষ্টি হয়, তালুকের অধিকারী যে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন ও আদায় করিবার যে খরচ ও ঝুঁকি হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বদেয় খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না এবং দশবৎসর অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, এই বিধানটি আমরা স্পর্শ করি নাই।

৮। ৩৬ ধারায় পত্তনী তালুকের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা একণে উপক্রমণিকা অধ্যায়ের মধ্যে এবং সরাসরী নীলাম সংক্রান্ত ৪২ ধারাটি যে অধ্যায়ে ঐ বিষয়ের কথা আছে তাহার মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে। এই দুইটি ধারাভিন্ন পত্তনী তালুক বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির সমস্ত বিশেষ বিধানই এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করা গেল।

৯। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার রেজিস্টরীকরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমরা যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছি তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটী বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

(১) ১৫ ধারার (১) উপধারায় একটী বর্জ্জিত বিধি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিধিক্রমে ভূম্যধিকারী খাজানা বাকী থাকিলে তালুকের হস্তান্তর রেজিস্টরী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) মূল পাণ্ডুলিপির ২৭ (২) ধারার (খ) প্রকরণক্রমে রেজিস্টরী করিবার প্রার্থনা করিতে বিলম্ব হইলে দণ্ডস্বরূপ যে অতিরিক্ত ফী দেয় হইত তাহা রহিত করা গিয়াছে এবং যে স্থলে তালুকদারকর্ত্তৃক কোন খাজানা দেয় না হয় [১৫ (২) ধারা], তথায় ২৲ টাকা ফী দিতে হইবে ইহা নির্দ্দেশ করিয়া একটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

(৩) ১৬ ধারায় একটি উপধারা যোগ করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে কোন ব্যক্তি হস্তান্তর কি উত্তরাধিকারক্রমে কোন তালুকের স্বত্ববান হইলে যাবৎ ঐ হস্তান্তর কি উত্তরাধিকার রেজিস্টরী করা না হয় কিম্বা ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ প্রথমোক্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা খাজানা আদায় করিতে পারিবে না।

(৪) এবং রেজিস্টরী বহীর লেখার নকল প্রদান বিষয়ক ধারাটী (একণকার ২১ ধারা) সংশোধন করা গিয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক আনার অন্যূন বা এক টাকার অনধিক যে ফী ধার্য্য করেন প্রত্যেক খণ্ড নকল দিবার জন্য সেই ফী দিতে হইবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১০। হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা তালুকদারদের প্রতি যেং নিয়ম বর্ত্তে তাহা অবধারিত হারে ভূমিভোগকারী বাসেন্দা রায়তের প্রতিও বর্ত্তিবে ইহা বিধান করিয়া ঐ নিয়ম গুলির সমস্তা বিধান করিয়াছি। এই শ্রেণীর রায়তদিগকে (ক) রেজিষ্টরী করা পাট্টাক্রমে কি আদালত কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত অধিকার বলে ভূমি ভোগকারী রায়ত এবং (খ) আইনবিহিত অনুমানক্রমে ভূমি ভোগকারী রায়ত এই দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমোক্ত শ্রেণীর রায়তদিগকে তালুকদারদের সহিত ও শেষোক্ত শ্রেণীর রায়তদিগকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সহিত সমান করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১১। রায়তের স্বত্ব ও দখলীস্বত্ব লাভসম্বন্ধে এই অধ্যায়ের মূল নিয়ম গুলির কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। ক্ষুদ্রং বিষয়ের পরিবর্ত্তনের মধ্যে আমাদের কেবল যে গুলির কথা বলা আবশ্যক, তাহাই বলা যাইবে।

বর্দ্ধমানের মহারাজা প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের যেরূপ সুবৃহৎ মহাল আছে, সেইরূপ কএকটি মহালের সমুদায় অংশেই বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব প্রচলিত করিলে যে অসুবিধা ঘটিতে পারে, তৎ প্রতি আমাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সকল বিশেষ স্থলে মহালের আয়তনের পরিবর্ত্তে রাজস্বসংক্রান্ত কি শাসন কার্য্যসম্বন্ধীয় কোনরূপ সুবিদিত দেশখণ্ড ধরিলে সুবিধা হইতে পারে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এমত বিবেচনা করেন কি না জানিতে বাঞ্ছা করি।

১২। এই অধ্যায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধ পক্ষে মহাল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে "১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবধি" কোন সময়ের মধ্যে বাটওয়ারা হইলে বাটওয়ারা সত্ত্বেও মূল মহাল একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে, ২৭ ধারার (খ) প্রকরণের এই বিধানের প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। উল্লিখিত তারিখ স্থির করিবার কারণ এই যে, প্রায় ঐ সময়াবধি বাটওয়ারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কাগজপত্রাদি পাইবার যুক্তিসঙ্গতরূপ আশা আছে, এইরূপ বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু ঠিক পূর্ব্ব কোনসময়ে ঐ তারিখ স্থির করা যাইবে তদ্বিষয়ে অধিকতর বিবেচনা আবশ্যক, সুতরাং যে কএকটি কথাতে ঐ সময় সূচিত হয় তাহার নিম্নে একটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে আমরা এই আদেশ করিলাম।

১৩। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমে আমরা বাসেন্দা রায়তের লক্ষণ নির্দ্দেশক ২৬ ধারার (২) সংখ্যক একটি উপধারা সংযোগ করিয়াছি। এই উপধারার বিধান এই যদি ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমিভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত দর্শান না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমিভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে। বঙ্গপ্রভৃতি দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় এইরূপ অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। ইহাতে মোকদ্দমার কার্য্যের সরলতা বিধান করিবে, অথচ কোন স্থলে ইহা ঠিক না খাটিলে ভূম্যধিকারী অনায়াসে ইহার খণ্ডন করিতে পারিবেন।

১৪। কোন ব্যক্তি একবৎসরের অনধিক কালের জন্য কোন গ্রাম কি মহালের অন্তর্গত কোন যোত হইতে বেদখল থাকিলেই যে বাসেন্দারায়তের স্বত্ব হারাইবে না আমরা মূল পাণ্ডুলিপির এই বিধানের [২৬ (৬) ধারা] মর্ম্ম অব্যাহত রাখিয়াছি এবং ইহাতে একটি [(৭) উপধারা] প্রকরণ যোগ করিয়াছি। উপধারাটির মর্ম্ম এই ৯৬ ধারাক্রমে [এই ধারার কথা পরে ৬৬ দফায় দেখ] যদি সেই ব্যক্তি কোন জমীতে পুনর্ব্বার দখল প্রাপ্ত হয়, তবে একবৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দারায়তস্বরূপ গণ্য হইতে থাকিবে।

১৫। যে কারণে স্বত্বনিমজ্জন বিষয়ক অধ্যায়টি পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা পরে বিবৃত হইবে। উক্ত অধ্যায়টি উঠাইয়া দেওয়াতে যাহাতে বুঝিবার ভুল না হয়, এই নিমিত্তে আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি ধারা (২৮ ধারা) সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয় বোধ করিলাম। এই ধারার বিধান এই যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের ভূম্যধিকারী ক্রয় করিয়া বা প্রকারান্তরে উক্ত রায়তের স্বার্থপ্রাপ্ত হইলে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু এই বিধানের কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৬। মূল পাণ্ডুলিপির ৪৮ ধারায় দানক্রমে দখলীস্বত্বলাভের বিধান ছিল, আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি, এবং ঐ পাণ্ডুলিপির ৫৯ ধারার ব্যাখ্যাত খামার শব্দের অর্থমধ্যে যেং শ্রেণীর জমী

গণ্য তাহাতে দখলীস্বত্ব লাভ বিষয়ক ঐ ধারাটির পরিবর্ত্তে আর একটি ধারা (৩০ ধারা) দিয়াছি। শেষোক্ত ধারায় সামান্যতঃ এই বিধান করা গিয়াছে যে উক্ত সকল শ্রেণীর জমী মিয়াদী পাট্টাক্রমে কিম্বা সন বসন পাট্টাক্রমে ভোগ করা গেলে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলীস্বত্ব জন্মিবে না।

১৭। যাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী না হয় রায়ত এরূপে ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন, আমরা ইহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছি [৩. ধারা. (ক) প্রকরণ] যে তিনি দেশাচারের বিরুদ্ধে ঐ ভূমিস্থিত বৃক্ষ কাটিতে পারিবেন না।

১৮। ভূম্যধিকারীর অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটি এক্ষণে " হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা " এই শীর্ষকের নিম্নে স্থাপিত হইল। আমরা এই পরিচ্ছেদে [৩২ (৪) ধারায়] বিধান করিয়াছি যে ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে মূল্যস্থির হইবার কি আদালত কর্ত্তৃক ধার্য্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে ঐ মূল্য দিবার প্রস্তাব করিবেন। আমরা আরো এই ধারায় কএকটি কথা যোগ করিয়াছি, তৎক্রমে ভূম্যধিকারী ক্রয় করিবার দাওয়া করিলে রায়ত ইচ্ছা করিলে ঐ ভূমি নিজে রাখিতে পারিবেন।

১৯। আরো আমরা ঐ ধারায় (৫) সংখ্যক একটি উপধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত ঐ ধারার বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা পাইলে ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ঐ বিক্রয় ব্যর্থ হইবে।

২০। দখলীস্বত্ব উইলক্রমে দান করা গেলে মূল পাণ্ডুলিপির ৫৫ ধারাক্রমে ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহা অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। আমারা ঐ ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২১। দখলীস্বত্ব দান সম্বন্ধে আমাদিগের বিশ্বাস এই যে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দান উইলক্রমে করা হইবে অথবা প্রকৃত বিক্রয় দান বলিয়া কল্পনা করা হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় কেবল শেষোক্ত শ্রেণীর দান সম্বন্ধেই ভূম্যধিকারিদিগের হিতার্থে কোন না কোন সংরক্ষণোপায়ের প্রয়োজন। রেজিষ্টরী করা দলীলক্রমে দান করিতে হইবে এবং ঐ দলীলের এক খণ্ড প্রতিলিপি অবিলম্বে ভূম্যধিকারীকে দিতে হইবে। তাহা হইলে দান প্রকৃত নহে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস করিবার কোন হেতু থাকিলে তিনি ঐ দানের প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইবেন। আমাদিগের বিবেচনায় পূর্ব্বোক্তরূপ বিধান করিলে ভূম্যধিকারীর যথেষ্ট সংরক্ষণোপায় হইবে। পরন্তু আমরা বিবাহ বিষয়ে নিষিদ্ধ সম্পর্কের কোন ব্যক্তির প্রতি মুসলমান কর্ত্তৃক দান স্থলে ঐ দান পূর্ব্বোক্ত বিধান হইতে মুক্ত করিয়াছি, কারণ তদ্রূপ দান সচরাচর উইলক্রমে দানের পরিবর্ত্তে করা হইয়া থাকে (৩৫ ধারা)।

২২। পরিশেষে বক্তব্য এই যে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব আমরা কেবল ভূম্যধিকারী, চিরস্থায়ী তালুকদার ও তাঁহারা অন্য যে তালুকদারদিগকে ঐ স্বত্বানুযায়ি কার্য্য করিতে অনুমতি দেন তাঁহাদিগের প্রতিই প্রদান করিয়া একটি ধারা (৩৬) যোগ করিয়াছি। কারণ আমাদিগের বিবেচনায় ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বার্থবিশিষ্ট উপরিস্থ ভূম্যধিকারীর বিনা অনুমতিতে কিয়ৎকালীন কোন তালুকদার পূর্ব্বোক্ত স্বত্বানুযায়ি কোন কার্য্য করিলে অনেক অসুবিধা ও গোলযোগ ঘটিতে পারে। ঐ অসুবিধা ও গোলযোগ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

২৩। মূল পাণ্ডুলিপির ৫৬ ধারার প্রতি বিশেষ আপত্তি করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে, ভূম্যধিকারী কোন ভূমিতে দখলীস্বত্বলাভ করিলে পরে যদি কোন রায়ত ঐ ভূমি লয় তবে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব জন্মিবে। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২৪। আমরা ৫৭ ধারাটিও উঠাইয়া দিয়াছি। ইহাতে এই বিধান ছিল যে, কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারক্রমে ভূমিতে দখলীস্বত্বলাভ করিলে সে বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব লাভ করিবে। আমাদিগের বিবেচনায় ২৬ (৪) ধারাক্রমে এই ধারার উদ্দেশ্য যথেষ্টরূপ সাধিত হইবে।

২৫। এই অধ্যায়ের পর পরিচ্ছেদের নাম " কোর্ফাবিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা "। এই পরিচ্ছেদটি নূতন। কৃষক নহে এরূপ ব্যক্তিরা যাহাতে লাভাশয়ে দখলীস্বত্ব ক্রয় না করে এই উদ্দেশে এবং রায়তের কোর্ফা রায়তকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের কৃত কএকটি প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া ইহা প্রণীত হইয়াছে। আমাদিগের বক্তব্য এই যে এই স্থলে যে সকল বিধান সন্নিবেশিত হইল শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি তদ্দ্বারা কেবল অংশতঃ সাধিত হইতে পারে। কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় ৭ম অধ্যায়ে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্যান্য বিধান দৃষ্ট হইবে। এই বিষয়ের কথা শীঘ্রই বলা যাইবে।

২৬। ৫ম অধ্যায়ের এই পরিচ্ছেদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিধানগুলিই প্রধান।

১ম :—কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার যোতের যে অংশ কোর্ফা বিলি করে, তাহা উক্ত যোতের অর্দ্ধেকের অধিক হইলে, তালুকদারদের রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার যে আইন উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করেন, সেই আইনমতে ঐ রায়ত তালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টরে আপনাকে রেজিষ্টরী করাইলে তালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার ফল এই হইবে যে ঐ রায়তের কোর্ফা রায়তেরাও বর্ত্তমান কিম্বা ভাবী দখলীস্বত্বের অধিকারী রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৩৭ ধারা)

২য়।—কোন রায়ত আপনার যোত কি যোতের কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিলে ঐরূপ বিলি করিবার দরপাট্টা সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না। (৩৮ ধারা)

এই বিধানগুলি অপর একটি বিধানের দ্বারা সংকোচিত হইয়াছে। শেষোক্ত বিধানের মধ্যে নিম্নলিখিত একটি প্রধান।

১ম।—কোন রায়ত বয়স হেতুক বা স্ত্রীলোক বলিয়া বা পীড়াবশতঃ বা দুর্ঘটনাক্রমে কি নির্দ্দিষ্ট একটি কারণে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায় চাষ করিতে অক্ষম হইয়া আপন যোত কোর্ফাবিলি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার ঐ কার্য্যের প্রতি উক্ত সকল বিধান বর্ত্তিবে না, ও

২য়।—যদি কোন রায়ত পূর্ব্বোক্তমতে তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যেই শর্ত্তে ও যেই নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিত এক্ষণেও সেই শর্ত্তে ও নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার ভূমাধিকারীর স্বত্ব অস্পৃষ্টই থাকিবে।

২৭। এই বিধান গুলি লইয়া বিলক্ষণ মতভেদ হইয়াছিল। এক পক্ষে ভূম্যধিকারীর সহিত ও অপর পক্ষে তাহার নিজের কোর্ফা প্রজার সহিত রায়তের যে সকল আইনবিহিত সম্বন্ধ আছে তাহার নিজের কৃত কার্য্যক্রমে ঐ সম্বন্ধের কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে দিলে যে অসুবিধা হইবে আমরা তাহা অবগত আছি। এই পরিবর্ত্তন আবার যে নিয়ম অনুসরণ করিয়া সূচিত হওয়া আবশ্যক, তাহা সুনির্দ্দিষ্ট নহে এবং তাহা অবধারণ করা কঠিন। আবার কৃষকদিগের অবস্থা বিবেচনায় অনেক স্থলেই ঐ নিয়ম না খাটিবার বিধান আছে, সুতরাং বিষয়টি বিলক্ষণ জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল আপত্তি সত্ত্বেও আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই কোর্ফা বিলি বিষয়ক প্রথাটি সীমাবদ্ধ করণোপলক্ষে নিম্ন-লিখিত উপায়াপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সকলেই স্বীকার করেন যে এই প্রথাটি এক কালে নিষেধ করা অসম্ভব। কোন রায়ত আপন যোত কোর্ফা বিলি করিলে যদি তাহার খাজানা বাকী পড়ে, তবে ঐ যোত তালুকের ন্যায় সরাসরী নীলামক্রমে বিক্রয় হইতে পারিবে এবং কোর্ফা প্রজারা দখলীস্বত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ বিধান করা গেল। কোর্ফা বিলি প্রথা একবার প্রচলিত হইলে তাহা ফলোপধায়ীরূপে নিবারণ করা যে অতীব কঠিন, এই সকল বিধান হইতে তাহার স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। ইহা দৃষ্ট হইবে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্ত্তিত হইলেও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বলিয়া তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তালুকদার বলিয়া গণ্য হওয়াতে তালুকদারদের যোত যেরূপ সরাসরীমতে নীলাম হইতে পারে ও তাহা-দের যেরূপ অন্য দায় ও স্বত্ব থাকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদেরও তাহাই থাকিবে। ভূম্যধিকারী অগ্রেক্রয় করিতে পারিবেন এই বিধান হইতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরাও তালুকদারদিগের ন্যায় মুক্ত থাকিবেন। কিন্তু যাবৎ ঐ রায়তের নাম রেজিস্টরী করা না যায় এই সকল বিধানের মধ্যে কোনটিই বলবৎ হইবে না। আমাদিগের বিবেচনায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্ত্তিত হইলে যে সকল জটিল সম্পর্ক সৃষ্ট হয় সামান্য খাজানার মোকদ্দমায় আদালতের প্রতি সেই সকল অবধারণ করিবার ভার অর্পণ করিলে অতীব কষ্টকর হইবে। কেবল স্থানীয় গবর্ণমেণ্টই ঐ সকল সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া রেজিস্টরী করিলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টও ইহা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

২৮। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধানগুলির আমরা আকারগত ও বস্তুগত বহুল পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

আমরা হারের তালিকা অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধানগুলি স্থানান্তরিত করিয়া স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত বিষয়ক অধ্যায়ের পরে ঐ অধ্যায় স্থাপন করা গেল। চুক্তিক্রমে বা আদালতে মোকদ্দমা করিয়া সাধারণতঃ যে রূপে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় এই স্থলে কেবল তাহারই কথা বলা যাইতেছে।

২৯। উপস্থিত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা চুক্তি সত্ত্বেও ঐ চুক্তি রেজিস্টরী করা না হইলে বৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। ৪১ ধারাক্রমে নিম্নলিখিত বিধিগুলি তদ্রূপ চুক্তির প্রতি বর্ত্তিবে।—

(১)—খাজানা এরূপে বৃদ্ধি করিতে হইবে না যে তাহা রায়তের পূর্ব্ব দেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হয়।

(২)—চুক্তিপত্রে অন্যূন সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(৩)—বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বের বা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অর্থাৎ শতকরা ১২॥০ টাকার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অন্যূন পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(ঙ)—রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ এই ধারামত চুক্তিপত্র রেজিষ্টরী করিবার পূর্ব্বে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত স্বাধীনভাবে তাহা করিতেছে এইং কথা জানিয়া লইবেন। ইহা দৃষ্ট হইবে যে ধারাটি সংশোধন করায় এক্ষণে এই দাঁড়াইয়াছে যে রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষকে চুক্তি অনুমোদন করিবার ও তাহা উচিত ও ন্যায্য ইহা বুঝিয়া লইবার পরিবর্ত্তে এক্ষণে কেবল ইহাই বুঝিয়া লইতে হইবে যে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত।

৩০। ৪২ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে জমী মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্ব্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত তথাকার কোন বাসেন্দা রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা বৃদ্ধি করিয়া দিবার রেজিষ্টরী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব্ব প্রজা যে খাজানা দিতেন উক্ত রায়ত ঐ জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না এবং তদ্রূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্ব্বোল্লিখিত বিধি বর্ত্তিবে।

৩১। মোকদ্দমাক্রমে খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে আমাদের উদ্দেশ্য এই ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়ের প্রতি বস্তুতঃই ন্যায্য হয় এইরূপ কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়া একটি কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিতে হইবে যাহাতে বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে বহুবিস্তৃত ও সুকঠিন সন্ধান জানিবার প্রয়োজন হইবে না। এই প্রয়োজন থাকাতেই খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত বর্ত্তমান আইনটি ভূম্যধিকারীদিগের হস্তে অকর্ম্মণ্য যন্ত্র স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

এই অভিপ্রায়ে যেং হেতুতে খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম (৫৩ ধারা)।—

(ক)—দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ)—সেই স্থানের বা চলিত বাজারে প্রধানং খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ)—ভূম্যধিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ)—রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বন্যা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

৩২। অনুসন্ধানক্রমে অবগত হওয়া গিয়াছিল যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট কেবল বিশেষ বিশেষ স্থানের নিমিত্তই হারের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে যে সংবাদ অবগত হইতে পারিলে ঐ শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া আদালত খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত বিধি খাটাইতে পারেন, আদালতের নিকট সেই সংবাদ উপস্থিত করণার্থ আমাদিগের নিকট অন্য কোন সাধারণ উপায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। খাজানাবৃদ্ধির আইনসম্মত এই হেতুটি এককালে ত্যাগ করণ প্রতি জমীদারেরা আপত্তি করেন, এবং ইহা পূর্ব্বপ্রচলিত আইনের অন্যতর বিধান ছিল বলিয়া রক্ষিত হইল। এই হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে যে স্থলে ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষ-সাধন বশতঃ উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়, যে অনুসন্ধান ও রেজিষ্টরী করণকার্য্যের বিধান পরে করা গিয়াছে তদ্দ্বারা ঐ খাজানা বৃদ্ধি করণ পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। কিন্তু বন্যা দ্বারা উৎ-পাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে এই হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে, আমাদিগের আশঙ্কা এই এতাবৎকাল যে অসুবিধা বশতঃ অর্থাৎ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্ব্বে কিরূপ ছিল তাহার প্রমাণা-ভাবে খাজানাবৃদ্ধির এই হেতুটি কার্য্যকর হইত না, এইক্ষণেও সেই অসুবিধা বিদ্যমান থাকিবে।

৩৩। পক্ষান্তরে মূল্যবৃদ্ধির হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মূল্যের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিলে, ঐ কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। এস্থলে ইহা বলা উচিত প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্যের তালিকায় যে ভূমির খাজানা লইয়া বিবাদ তাহাতে যে বিশেষ কোন ফসল জন্মিয়াছে তাহা গণনা না করিয়া মূল্যের সাধারণতঃ বৃদ্ধি কি হ্রাস সূচিত হইতেছে ইহাই দেখিতে হইবে। জষ্টিস শ্রীযুক্ত ফিল্ড সাহেব কৃত আইন সংগ্রহ পুস্তকের ২৫০ ও তৎপরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় যে রূপ বিবৃত হইয়াছে অর্থাৎ উহাতে গড় মূল্যের যে নিয়ম ধরিয়া উৎপন্ন শস্যের দশমাংশের পরিবর্ত্তে মুদ্রাযোগে দেয় কর স্থির করা যায় এখানেও মূল্যের তালিকা লইয়া সেই নিয়মে কার্য্য করিতে হইবে ইহাই আমাদিগের অভিপ্রায়।

৩৪। কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন যে শস্যের মূল্যবৃদ্ধিস্থলে অনুপাতের বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে, মূল্যবৃদ্ধিজন্য আবাদ করিবার খরচ বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কতক টাকা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। আপাততঃ আমরা এই বিষয়ে রায়তকে রক্ষা করিবার ভার খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত অন্য যে সকল নিয়ম প্রণীত হইয়াছে তাহার প্রতি, বিশেষতঃ ৫৮ ধারার প্রতি, অর্পণ করিলাম। ঐ ধারার বিধান এই— যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হয় আদালত কোন মোকদ্দমায় এরূপ খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না। কিন্তু এই অধ্যায়ে যে সকল পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে তাহা জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমালোচিত হইলে এই বিষয়টি অধিকতররূপে বিবেচিত হইবে।

৩৫। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইবার হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করণ পক্ষে যে অসুবিধা অনুভূত হয়, বর্দ্ধিত খাজানা গড় বাৎসরিক মোট উৎপন্নের এক পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না এই প্রস্তাবেও সেই অসুবিধা সমভাবে অনুভূত হয়। কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তিরই মত এই যে প্রত্যেক স্থলেই গড় বাৎসরিক মোট উৎপন্ন অর্থাৎ প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের পরিমাণ অবধারণ করা একরূপ অসম্ভব। এই প্রস্তাবটির মূল নিয়মের প্রতিও গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। আমরা এই কারণে মূল পাণ্ডুলিপির ৭৫ (ঘ) ধারার পূর্ব্বোক্ত ভাবের বিধানটি উঠাইয়া দিয়াছি ও তৎপরিবর্ত্তে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত আর একটি নিয়মের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত প্রথম হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিলে টাকাপ্রতি আট আনার অর্থাৎ শতকরা ৫০ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারা যাইবে না; ২য় কিম্বা ৪র্থ হেতুতে খাজানাবৃদ্ধি করিলে টাকা প্রতি চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না; এবং (৪৮ ধারা) আদালত কোন স্থলেই অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হইলে, খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না, আমরা এই সকল বিধান করিলাম।

৩৬। একই শ্রেণীর দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা প্রচলিত যে হারে খাজানা দেয় সেই হারের সীমা পর্য্যন্তই খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে, এই সম্বন্ধে আমরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ২০ ধারা অবলম্বন করিয়া ৪৪ ধারায় একটি প্রকরণ (গ) সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণে, যে২ স্থলে দেশাচারমতে রায়তের জাতির বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক, সেই২ স্থলের বিধান করা হইয়াছে।

৩৭। ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমরা দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য কোন বিধি প্রণয়ন না করিয়া কেবল এই মাত্র বিধান করিলাম যে [৪৬ (খ) ধারা] কতদূর পর্য্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি করিতে দেওয়া যাইবে ইহা নিরূপণ করণার্থে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধন দ্বারা ভূমির উৎপন্নের মূল্য যতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;

(৩) উৎকর্ষসাধন কার্য্যে লাগাইতে হইলে চাষ করিতে কত খরচ পড়ে;

(৪) উক্ত ভূমির বর্ত্তমান খাজানা কত ও উচ্চতর খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

বহুকাল পূর্ব্বের কথা লইয়া কষ্টকর অনুসন্ধান পরিহারার্থে আমরা [৪৬ (ক) ধারায়] বিধান করিয়াছি যে উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করা না গেলে অর্থাৎ ৯ম অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে রেজিষ্টরী করা না গেলে, আদালত খাজানাবৃদ্ধি দিবেন না। উক্ত বিধি সকল এরূপ ভাবে প্রণীত হইয়াছে দৃষ্ট হইবে যে তৎক্রমে আবশ্যক সকল সংবাদই উপযুক্তমতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৮। বন্যাদ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হেতুতে খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে খাজানা সংক্রান্ত কমিশ্যন যে মূলবিধির প্রস্তাব করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমাদিগের গৃহীত বিধিটি প্রণীত হইয়াছে। ঐ বিধির মর্ম্ম এই যে [৪৭ (গ) ধারা] ভূম্যধিকারী ভূমির উৎপন্নের নিট বৃদ্ধির মূল্যের অর্দ্ধেকের অধিক পাইবেন না।

৩৯। ক্রমাগত খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করণ বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭৮ ধারাটি (৫০ ধারা) এক্ষণে প্রচলিত হার অপেক্ষা কমহারে খাজানা দেওয়া হইতেছে কিম্বা মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এইহেতুতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার প্রতিই বর্ত্তিবে; পরন্তু ঐ নিয়মটি এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধির যে মোকদ্দমা দোষ গুণ বিচারের পর ডিসমিস হইয়াছে ও যে মোকদ্দমায় খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে এই উভয়ের প্রতি বর্ত্তিবে, ও একবার খাজানাবৃদ্ধি করা গেলে পনের বৎসর গত না হইলে আবার খাজানাবৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না। পূর্ব্বে দশ বৎসর গত হইলেই খাজানাবৃদ্ধি করা যাইতে পারিত।

৪০। যে ২ হেতুতে খাজানা কমাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে (৫১ধারা) তাহা নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।—অর্থাৎ

(ক)—যোতের জমী রায়তের দোষ ব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা ঐ রূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া স্থায়িরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং

(খ)—ঐ স্থানে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

ইহার প্রত্যেক স্থলেই আদালত যত দূর উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪১। মূল্যের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করণ সম্বন্ধীয় সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫২ ধারাটী মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত উক্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারা হইতে কএক বিষয়ে বিভিন্ন। এস্থলে কেবল একটি পরিবর্ত্তনের কথা বলা আবশ্যক, অর্থাৎ এই নূতন ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান উভয় কালের নিমিত্তই মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট গত বার বৎসর নিয়মিতরূপে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া উক্ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই তালিকা গুলি সংশোধন করিয়া কোন স্থানের শস্যাদির মূল্য সম্বন্ধে উহাদিগকে বিশ্বাসযোগ্য লিখিত প্রমাণস্বরূপ করিয়া তুলিতে পারিলে, মূল্যবৃদ্ধির হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করণ সময়ে আদালতের কার্য্যের বিশিষ্টরূপ সরলতা সাধিত হইবে।

৪২। পশুচারণ ভূমির খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৮০ ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া গেল, কারণ পশুচারণের নিমিত্তে প্রজাবিশেষকে ভূমি খাজানা করিয়া দেওয়া অতীব বিরল, সুতরাং এই বিষয়ে বিধির প্রয়োজন নাই।

৪৩। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা শস্যরূপে বা ফসল অনুসারে যে খাজানা দিবেন তাহার সীমা নির্দ্দেশকারী মূল পাণ্ডুলিপির ৮১ ধারাটিও উঠাইয়া দেওয়া গেল; কারণ, এবিষয়ে স্থানীয় রীতি অতিশয় জটিল দৃষ্ট হইল। ফসল বিভাগ করিবার পূর্ব্বে নানা উপলক্ষ করিয়া উহা হইতে সচরাচর অনেক অংশ বাদ দেওয়া হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে কোন দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য বিধি নির্দ্দেশ করিলে আদালতের ভ্রান্তি ঘটিয়া অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

৪৪। শস্যরূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করণ বিষয়ক (৫৩) ধারাটি মধ্য প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ১৮ ধারা অবলম্বনে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজার মধ্যে যে কেহ নির্দ্দিষ্ট কএক জন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট খাজানা রূপান্তরিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত যে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ঐ প্রার্থনা করা যায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আরও মুদ্রাযোগে কত খাজানা দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করণার্থে পুরাতন ধারা অপেক্ষা নূতন ধারায় বিবেচনামত কার্য্য করিবার অধিকতর অবসর প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই বিধান করা গিয়াছে যে ঐ খাজানা নির্ণয় করণকালীন পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্ব্ব দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৫। মূল পাণ্ডুলিপির ৮৯ ধারায় এই বিধান ছিল, ঐ পাণ্ডুলিপির অভিহিত "সামান্য রায়ত" অর্থাৎ দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত তদীয় ভূম্যধিকারীর সহিত কৃত নিয়মানুসারে সময়েং যে খাজানা ধার্য্য হয় ১১৯ ধারার বিধান অর্থাৎ তাহার দেয় অত্যুচ্চ খাজনা মোট উৎপন্নের গড় বার্ষিক মূল্যের পাঁচ আনার অধিক হইবে না এই বিধান প্রবল মানিয়া সেই খাজানা দিবে। আমরা যে কারণে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরদের খাজানা বৃদ্ধি স্থলে এইপ্রকার অত্যুচ্চ খাজানা ধার্য্য করিবার প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছি, এই স্থলেও সেই কারণে তদ্রূপ প্রস্তাব ত্যাগ করিবার মানস করি। দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা ধার্য্য করিবার চুক্তি সম্বন্ধে অন্য কোন নিয়ম করা কর্ত্তব্য কি না এক্ষণে ইহাই কথা হইতেছে। আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এরূপ কোন নিয়ম নির্দ্দেশ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব সংশোধিত পাণ্ডুলিপিক্রমে ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েই এই বিষয়ে স্বাধীন রহিলেন। কেবলমাত্র (৫৭ ধারায়) এই বিধান করা গেল কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে রেজিষ্টরী করা নিয়মপত্র ভিন্ন কিম্বা এই অধ্যায়ের যে একটি ধারার কথা শীঘ্রই বলা যাইবে তদুল্লিখিত প্রকারে না হইলে ঐ রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৪৬। যেং হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ক ৫৮ ধারায় আমরা একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি। ঐ প্রকরণানুসারে উক্ত রায়তকে প্রথমবার রেজিষ্টরী করা পাট্টাক্রমে ভূমির দখল দেওয়া গেলে পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু আমরা পরবর্ত্তী (৫৯) ধারায় বিধান করিয়াছি যে মিয়াদ অতীত হইবার অন্যূন ছয় মাস থাকিতে রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৪৭। আমরা দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দিবার বিধান সম্বন্ধীয় প্রকরণটি উঠাইয়া দিতে স্থির করিয়াছি এবং তৎপরিবর্ত্তে (৬০ ধারায়) এই বিধান করিয়াছি যে বর্দ্ধিত খাজানা দিতে অসম্মত এইহেতু ধরিয়া দখলীস্বত্বশূন্য কোন রায়তের নামে উচ্ছেদ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন। ঐ রায়তের পাঁচবৎসর কাল উক্ত খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার অধিকার থাকিবে এবং তাহার পর প্রথম পাট্টার মিয়াদ অতীত হইলে যেং নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত ইতিমধ্যে তাহার দখলীস্বত্ব না জন্মিলে সেইং নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

৭ম অধ্যায়।

কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৮। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপন যোতের অর্দ্ধেক কোর্ফা বিলি করাতে তালুকদাররূপে পরিণত হইলে, তাহার কোর্ফা প্রজারা রায়তদের স্বত্ব ও সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী হইবে আমরা পূর্ব্বোক্ত (২৬ ও ২৭ দফায়) পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত এই নূতন বিধানের উল্লেখ করিয়াছি। যে কোর্ফা রায়তেরা এই বিধানের উপকারের অধিকারী নহে, উপস্থিত অধ্যায়ক্রমে তাহাদের কিয়ৎপরিমাণে রক্ষণোপায় সাধিত হইবে।

৬২ ধারার বিধান এই যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া যে কোন কোর্ফা রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূম্যধিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টরী করা পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্ফা রায়তদের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার।

আর ৬৩ ধারার এই বিধান করা গিয়াছে কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্যূন ছয় মাস থাকিতে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কোন কোর্ফা রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে পর তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

৪৯। এই অধ্যায়ের প্রথমেই তালুকদার ও রায়তদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করণবিষয়ক স্বত্ব সম্বন্ধে বিধান আছে। এই বিধানগুলি তালুকদার সম্বন্ধীয় মূল অধ্যায়ের প্রথম ভাগহইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে সকল পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে তাহার একটির কথা এস্থলে বলা আবশ্যক। ৬৪ ধারার অন্তর্গত (২) উপধারায় একটি প্রকরণ সংযোগ করা গিয়াছে। ইহার বিধান এই যদি চিরস্থায়ী তালুক কি অবধারিত হারে ভোগকৃত প্রজাস্বত্ব রেজিষ্টরী করিতে হইবে বলিয়া পরে কোন আইন প্রণীত হয়, তবে যে সকল প্রজাস্বত্ব নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিষ্টরী করা না হয়, তাহার প্রতি বিশ বৎসর ভোগ ঘটিত সুবিদিত অনুমানটি বর্ত্তিবে না। আমরা অবগত হইয়াছি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকসভায় পূর্ব্বোক্ত ভাবের রেজিষ্টরী করণ প্রথা প্রচলিত করণার্থে শীঘ্রই আইনের একখানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় আছে। যদি ঐ পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থা প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত অনুমানের কথাটি অপরিবর্ত্তিত থাকাতে ভূম্যধিকারীদের যে কষ্ট হয় বলিয়া তাঁহারা আক্ষেপ করিয়া থাকেন ঐ আইন ও পূর্ব্বোক্ত প্রকরণক্রমে অন্ততঃ অবধারিত হারে ভোগকৃত প্রজাস্বত্বসম্বন্ধে সেই কষ্টের উত্তমরূপ প্রতিকার হইবে। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত হইবার পরেও ঐ অনুমান আর খাটিবে না (পরবর্ত্তী ৭৭ দফা দেখ)।

৫০। কোন তালুকের অন্তর্গত ভূমির সহিত ভূমি যোজিত হওয়াতে ঐ তালুকের খাজানায় টাকা যোগ করিবার সময়ে দস্তুরী, ঝুঁকি ও আদায়ের খরচা বলিয়া শতকরা ত্রিশ টাকা ধরিয়া দিতে হইবে মূলপাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারার উল্লিখিত দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য এই বিধিটি তুল্যভাবের ৬৬ (২) ধারা হইতে উঠাইয়া দিয়া আমরা কেবল এই মাত্র বিধান করিলাম যে, তালুকদার আপনার তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত দস্তুরী পাইতে স্বত্ববান আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

৫১। আমরা খাজানার কিস্তি বিষয়ক (৬৭) ধারা হইতে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৮ ধারা সংযুক্ত কিয়ৎপরিমাণে জটিল উপবিধিটি অনাবশ্যক বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছি।

৫২। আমরা ৬৮ ধারার একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি যে তাঁহারা পরীক্ষার্থে প্রজাকে পোষ্টাল মণিঅর্ডরক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। আমাদিগের বিবেচনায় টাকা দিবার এই প্রণালীটি কোন কোন স্থলে সুবিধাজনক বোধ হইতে পারে।

৫৩। আমরা ৭০ ও ৭১ ধারায় প্রজাকে দেয় খাজানার কবজে ও হিসাবে যে সকল বিষয় লিখিতে হইবে তাহা দৃঢ়রূপে নির্দ্দেশ না করিয়া তফসীলে ঐ২ দলীলের পাঠ দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি সুবিধা বোধ হইলে তাহা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৪। আমরা ৭০ (৪) ধারায় মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত তুল্য ভাবের [১০০ (৪) ধারার] বিধানের দৃঢ়তা শিথিল করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে এই বিধান করা গেল, যে প্রত্যেক কবজে সাধারণতঃ আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে তাহা যে তারিখে দেওয়া যায় সেই তারিখ পর্য্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া গণ্য না হইয়া "বিপরীত দর্শান না গেলে" এইরূপ অনুমান হইবে।

৫৫। খাজানা আমানত করা গেলে তাহা ফিরাইয়া লইবার প্রার্থনাপত্রে যাহাতে কোর্ট ফী না লাগে তাহার বিধান করিবার নিমিত্তে কেহ২ আমাদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় বোধ করি; কিন্তু শাসনকার্য্যসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষদিগের এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহাদিগের হস্তেই ইহার ভার রাখা হইল।

৫৬। যে যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে, বাকী খাজানার নিমিত্ত সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করিবার বিধান বিষয়ক (৭৮) ধারায় একটি উপধারা সংযোগ করিয়া আমরা, বিশেষ কারণ থাকিলে আদালত খাজানা দিবার নির্দ্দিষ্টকাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন, আদালতের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৭। ভাওলী যোতের উৎপন্ন ফসল বিভাগ বা যাচাই করণার্থ কালেক্টর সাহেব কোন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম। স্বার্থবিশিষ্ট অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে এবং অন্য যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মতে ঐরূপ কার্য্য করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব তাহা করিতে পারিবেন। [৮১ (২) ধারা]

৫৮। যে কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করা যায় তাঁহার প্রদত্ত রিপোর্টের উপর কালেক্টর সাহেব সকল স্থলেই যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, তাঁহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিয়া এই বিধান করিলাম যে পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিলে তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে। [৮২ (৪) ও (৫) ধারা] মূল পাণ্ডুলিপিক্রমে পক্ষদিগকে প্রথম স্থলেই উপকার লাভার্থে দেওয়ানী আদালতে যাইতে হইত, এক্ষণে যে কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা আমাদিগের বিবেচনায় অধিকতর সরল ও সুবিধাজনক।

৫৯। মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার পরিবর্ত্তে আমরা পার্শ্বলিখিত ধারাটি সন্নিবেশ করিয়াছি

৮৩ ধারা। (১) উৎপন্ন ফসল যাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

শস্যের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

(২) উৎপন্ন ফসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে যাবৎ উহা বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় স্থলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষি কার্য্যের নিয়মিতকালে ফসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে ফসলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি প্রজা ফসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শস্য সংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শস্য সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে যত যাচাই হয়, ফসল তত হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

যেস্থলে উৎপন্ন যাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়, সেস্থলে ফসলের দখল সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব ও দায়ের বিষয়ে এই ধারায় সংক্ষেপে প্রকৃষ্টরূপ বিধান করা গিয়াছে।

মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার দণ্ড বিষয়ক বিধানটি এই স্থলে গৃহীত হইল না, কারণ ১৯ শ অধ্যায়ের (২২০ ধারা) মধ্যে দণ্ড বিষয়ক সাধারণ যে প্রকরণ সন্নিবেশ করা গিয়াছে তাহাতেই উক্ত বিষয়ের যথেষ্ট বিধান দৃষ্ট হইবে।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

৬০। আমরা একটি নূতন ধারা (৮৮) সন্নিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে, রায়ত অবধারিত খাজানায় কিম্বা অবধারিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিলে, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে বাধা দিতে পারিবেন না।

৬১। আমরা ৮৯ (৩) ধারায় [illegible] রায়ত ও তদীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে

(ক) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে ও

(খ) কোন বিশেষ কার্য্য উৎকর্ষসাধন কি না এতৎ সম্বন্ধে,

কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি তাহা চূড়ান্তরূপ নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৬২। উৎকর্ষসাধন ঘটিত বিবাদের সহজে নিষ্পত্তি হইতে পারিবার নিমিত্ত আমরা মধ্য প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৮০ ধারা অবলম্বন করিয়া একটি ধারা (৯০) প্রণয়ন করিয়াছি। এই ধারার বিধান এই যে কোন ভূম্যধিকারী কি প্রজা যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে কোন রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং কোন বিষয় এরূপ লিপিবদ্ধ করা গেলে পক্ষদের মধ্যে পরে যে কোন আদালতিক কার্য্য হয় তাহাতে ঐ লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে গ্রাহ্য হইতে পারিবে। ৩৭ দফার বিধানমত ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করিবার বিধান করিয়াও আমরা একটি ধারা (৯১) প্রণয়ন করিলাম।

৬৩। মূল পাণ্ডুলিপির ১০৯ (৪) ধারার বিধান এই ছিল, যদি ইহা দেখান না যায়, যে ভূম্যধিকারী রায়তকে উৎকর্ষসাধন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং আপনি তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তবে এই আইন প্রচলিত হওয়ার সময়ের পূর্ব্বে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারার পরিবর্ত্তে আমরা একটি উপধারা [৯৩ (৪) ধারা] সন্নিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অর্থাৎ উক্ত পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হওয়ার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। ঐ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্ব্বে কোন উৎকর্ষসাধন করা গেলে এই ধারা তাহার প্রতি ভূতকাল সম্পর্কে বর্ত্তিবার পক্ষে ইহাতে বাধা হইবে।

৬৪। উৎকর্ষসাধনের নিমিত্তে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যে টাকা দেয় হয় তাহা নিরূপণকালে আদালত-কর্ত্তৃক যেং বিষয় বিবেচিত হইবে, আমরা ৯৪ ধারায় কিয়ৎপরিমাণে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি। নূতন যে কথাগুলি সংযোগ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি গুরুতর অর্থাৎ উৎকর্ষসাধনের ফল যত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তদ্বিবেচনায় ঐ উৎকর্ষসাধনের অবস্থার প্রতি এবং "ভূমি কৃষি কার্য্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যত কাল অবর্দ্ধিত খাজানায় উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন" সেই কালের প্রতি আদালতের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৬৫। মধ্য প্রদেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৩৩ ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা প্রজা কর্ত্তৃক ইস্তফা করণ বিষয়ক (৯৫) ধারাটি নূতন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছি এবং কোনং লোকের এই বিষয়ে একটি ভ্রান্ত সংস্কার আছে বলিয়া তাহার দূরীকরণার্থে একটি উপধারা (৫) যোগ করিয়া স্পষ্টরূপে বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত আপন যোত ইস্তফা করিলে, ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া উক্ত কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

৬৬। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যে রায়ত আপন যোত পরিত্যাগ করিয়াছে কিন্তু ঐ যোত যে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে ইহা নির্ব্বিঘ্ন রূপে ধরিয়া লইতে পারা যায় কি না এবং উহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দেওয়া যায় কি না ভূম্যধিকারী ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারেন না। এইরূপস্থলে যে অসুবিধা অনুভূত হয় আমরা পার্শ্বলিখিত ধারা প্রণয়ন করিয়া তাহা নিরাকৃত করিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

> ৯৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোটিস না দিয়া ও খাজানা যেমন দেয় হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ত্যাগ করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন যোত আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে কৃষি বৎসরে ঐরূপ ত্যাগ করিয়া যায়, ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর অতীত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।
>
> পরিত্যাগের কথা।
>
> (২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিত্যক্ত জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।
>
> (৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত হইলে, ছয়মাস অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহাদের ক্ষতি পূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্ত্ত ন্যায্য বোধ করেন, সেই শর্ত্তে দখল ফিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৬৭। কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না এই বিষয়ঘটিত ৯৯ ধারায় আমরা নিম্নলিখিত স্থল বর্জ্জিত স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, সিকস্তী কি পয়স্তীহেতুক বৎসরং পরিবর্ত্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে চাষের ভূমির পরিমাণ বৎসরং পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং দেয় খাজানা চাষের জমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া অন্যপ্রকারে খরিদার হন এবং খরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

৬৮। মাপের কৃষ্টি বিষয়ক ১০১ ধারায় আমরা একটি উপধারা সন্নিবেশ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি স্থানীয় তদন্ত লইবার পর কোন স্থানে যে মাপের মাপদণ্ড ব্যবহৃত হয় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি এবং ঐরূপে যে নির্দ্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে এই বিধান করিয়াছি। আমাদিগের বিবেচনায় ইহাতে মূল পাণ্ডুলিপির ১১৮ ধারার আর প্রয়োজন থাকিতেছে না, অতএব ঐ ধারাটি আমরা উঠাইয়া দিলাম। ভূমি মাপ করণ বিষয়ক অন্যান্য বিধান স্বত্বের লিপিসম্বন্ধীয় ১০ম অধ্যায়ের মধ্যে দৃষ্ট হইবে।

৬৯। কোন মহাল কিম্বা তালুকের সহাধিকারিদের পক্ষে কার্য্য করণার্থে কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগ বিষয়ক এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পরিচ্ছেদে আমরা একটি ধারা (১০৯) সংযোগ করিয়া হাই কোর্টের প্রতি কার্য্যাধ্যক্ষদের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৭০। স্বত্বনিরূপণ বিষয়ক ধারাটি আমরা ত্যাগ করিয়াছি। ঐ ধারাটি থাকিলে দখলীস্বত্ব ভূম্যধিকারীর হস্তে রক্ষিত হওয়াতে তদীয় প্রজাদিগকে কোন্ রায়তের অবস্থায় পতিত হইতে হয়, সুতরাং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি প্রণেতৃগণের যাহা বিশেষ লক্ষ্য স্থল তদ্বিবেচনায় ঐ ধারাটি আমাদিগের মতে বিশেষ আপত্তিযোগ্য। আবার ঐ ধারাটি রক্ষিত হইলে উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও যে কোন ব্যক্তির ঐ ধারা ক্রমে সম্পত্তিসংক্রান্ত আইনের জটিলতা ঘটাইবার প্রচুর ও যথেচ্ছ ক্ষমতা থাকে। ঐ জটিলতায় প্রতারণার সহায়তা হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সাধারণ উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলেও ঐ ধারাটির প্রতি গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।

আমাদিগের বিবেচনায় এই পাণ্ডুলিপির উপস্থিত প্রয়োজন দখলীস্বত্বসম্বন্ধীয় অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত (২৮) ধারার বিধানক্রমেই যথেষ্টরূপে সাধিত হইবে। এই ধারার কথা পূর্ব্বেই (১৫ দফায়) আমরা বলিয়াছি। মাননীয় জষ্টিস শ্রীযুত ফিল্ড সাহেব এই বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদিগের এই সংস্কার হইয়াছে যে স্বত্বনিরূপণঘটিত প্রস্তাবটি কিয়ৎপরিমাণে উপস্থিত আইনের ন্যায্য অধিকারের বহির্ভূত।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

৭১। উপরি উক্ত দুইটী বিষয় লইয়া মূল পাণ্ডুলিপিতে যে দুইটী অধ্যায় ছিল তাহা এক অধ্যায়ের মধ্যে সংগ্রহ করা এবং সহজতর বিষয়টীর অর্থাৎ স্বত্বের লিপি বিষয়ক কথা প্রথমে বলা আমরা সুবিধা বোধ করিলাম।

৭২। স্বত্বের লিপি না থাকায় জন সাধারণে কখনং, বিশেষতঃ কোন মহাল কি তালুক নীলামক্রমে বলপূর্ব্বক বিক্রয় করা গেলে যে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করেন তিনি যে অসুবিধা অনুভব করেন, আমাদিগের বোধ হয় যে ১১২ সংখ্যক নূতন ধারাক্রমে তাহা দূরীকৃত হইবে। এই ধারাক্রমে বিশেষ কএকটী নিয়মাধীনে ভূস্বামী কি তালুকদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

৭৩। ইহা দৃষ্ট হইবে যে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে গুরুতর একটী পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপির ১২শ অধ্যায়মত সকল স্থলেই, অর্থাৎ, লিপিমধ্যে যে কথা ধরিতে হবে তাহা লইয়া বিবাদ থাকুক বা না থাকুক, সরাসরী কার্য্যবিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সকলস্থলেই একই ফল হইত অর্থাৎ লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গেলেই তাহা দৃষ্টিমাত্রই শুদ্ধ বলিয়া অনুমান করা যাইত, কিন্তু দেওয়ানী আদালতে তাহার গুরুতর প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। পক্ষান্তরে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে স্বত্বের লিপি প্রথমেই প্রকাশিত হইবার বিধান করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিবার অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গিয়া থাকিলে কি ধরিবার প্রস্তাব করা গেলে যদি তাহার প্রতিবাদ করা হয়, তবে রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারীকে দেওয়ানী আদালতের নিয়মিত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে ঐ বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত লইতে হইবে এবং তাঁহার কৃত নিষ্পত্তি ডিক্রীর ন্যায় প্রবল হইবে। বিশেষ যে জজ ঐরূপ সকল আপীল শুনিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হন ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রথমতঃ তাঁহারই নিকট আপীল হইতে পারিবে ও পরে দ্বিতীয় আপীল সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাধীনে হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে। সুতরাং লিপির বর্ণিত কোন কথা লইয়া বিবাদ হইলে, সকল স্থলেই বিবাদের বিষয়টি যে সকল কথার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তাহার ন্যায় গণ্য হইবে। লিপি প্রথমে প্রকাশ করণের পর আপত্তি উত্থাপিত করণের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে স্থলে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যায়, লিপির বর্ণিত কথা সেই স্থলে অবিসংবাদিত বলিয়া চিহ্নিত করা যাইবে এবং মূল পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবিত মতে যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায় তাবৎ শুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে। উক্ত সকল কার্য্য বহু বিস্তারে সংঘটিত হইবে বিবেচনায় এবং স্বত্বের লিপি যদ্রূপেই প্রকাশিত হউক না কেন স্বার্থযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে তাঁহার সম্বন্ধে ঐ লিপির মধ্যে

যে কথা ধরা যায় তাহার যথার্থ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা লিপির অন্তর্গত অবিসংবাদিত কথাগুলি যত দূর প্রামাণিক হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তদপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হইলাম না।

৭৪। যে কার্য্যকে "খাজানার বন্দোবস্ত" বলা হইয়াছে তাহাতে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করণ এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা ও তালুকদারেরা অবধারিত খাজানায় না হইয়া অন্যপ্রকারে ভূমি ভোগ করিলে ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্তরূপে সকল খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার প্রার্থনা করেন সেই সকল খাজানার বন্দোবস্ত বুঝাইবে।

কোন যোতের খাজানার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে কি না এবং করা যাইতে পারিলে কত টাকায় তাহা নিরূপণ করিতে হইবে এইগুলি বড় জটিল ভাবের প্রশ্ন এবং দুইটি বিভিন্ন পর্য্যায়ের যুক্তির উপর স্থাপিত। প্রথমতঃ প্রজা সম্বন্ধের অস্তিত্ব, ভূমির পরিমাণ প্রজার স্বত্ব ও যে নিয়মে তিনি ভূমি ভোগ করেন এইরূপ অনেক বিষয়ঘটিত প্রস্তাবের উপর পূর্ব্বোক্তপ্রশ্ন গুলির নিষ্পত্তি নির্ভর করে। ঐ প্রশ্নের মধ্যে আইনঘটিত এমন নানা কথা থাকিবার সম্ভাবনা যাহা সন্তোষজনক ভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইলে পরিশেষে উচ্চতম বিচারালয়ে আপীল হইবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ঐ প্রশ্নগুলির অর্থনীতিঘটিত অনেক বিষয়ের সহিত অর্থাৎ ভিন্ন২ সময়ে প্রচলিত দর, ও এবং উৎকর্ষসাধনের ফল প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে প্রথম স্থলেই হউক আর আপীল ক্রমেই হউক স্থানীয় তদন্ত না হইলে এবং বিচার্য্য বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন এই সকল বিষয় লইয়া যথাযথ কার্য্য করা যাইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত দুইটি বিষয় স্বতন্ত্র করিয়া যাহাতে প্রত্যেকটি বিশেষ ব্যক্তি কর্ত্তৃক চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইবার প্রকৃষ্ট বিধান করা যাইতে পারে ইহাই আমাদিগের বিবেচনা স্থল হইয়াছিল। এই প্রশ্নের যে মীমাংসা মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহা ঐ পাণ্ডুলিপির ১৬০ ধারায় দৃষ্ট হইবে। স্বত্বের লিপি সংক্রান্ত কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে যে পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে এবং অনেক বিশেষতঃ বিচারপটু ও স্থানীয় কৃষিকার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী বিশেষ জজস্বরূপ নিযুক্ত হইবেন পাণ্ডুলিপির উল্লিখিত এই বিধানক্রমে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের অধিকতর সন্তোষজনক উত্তর পাইবার পক্ষে সহায়তা হইবে বোধ হয়। আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব করি যে, যে খাজানার বন্দোবস্ত করা যায় কি বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা যায় তৎসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী স্বত্বের লিপির অন্তর্গত কোন কথাঘটিত বিবাদের ন্যায় উক্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, ও পরে ঐ সমগ্র বিষয়ের আপীল বিশেষ জজের নিকট হইতে পারিবে এবং স্বত্বের লিপির অন্তর্গত যে কথা বিবেচনায় খাজানার বন্দোবস্ত করা গিয়াছে হাই কোর্ট দ্বিতীয় আপীলে সেই কথা উপলক্ষে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা না করিলে ঐ নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত হইবে। এই স্থলে হাই কোর্ট নূতন করিয়া খাজানা নিরূপণ করিয়া দিতে পারিবেন, কিন্তু জমাবন্দীর লিখিত অন্যান্য খাজানাদৃষ্টে তাহা করিতে হইবে। অর্থাৎ খাজানা অত্যধিক কি অত্যল্প করিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে কেবল এই হেতুতেই হাই কোর্টে দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিবে না কিন্তু আইনঘটিত বিষয়ে বুঝিবার ভুল হইয়াছে বলিয়া, যথা বিশেষ জজ কোন যোতের মধ্যে প্রকৃতই যত জমী আছে তদপেক্ষা অধিক কি অল্প জমী আছে ধরিয়াছেন এই প্রকার হেতুতে দ্বিতীয় আপীল করা যায় বলিয়া দ্বিতীয় আপীল করা গেলে ও আপীলকারী কৃতকার্য্য হইলে, হাই কোর্ট খাজানার হার পরিবর্ত্তন না করিয়া স্থলবিশেষে খাজানা কমাইয়া কি বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৫। আমরা ১২০ ধারায় বিধান করিয়াছি যে পূর্ব্ব কথিত ধারা ক্রমে কোন যোতের খাজানার টাকা ধার্য্য করাইবার নিমিত্ত কোন ভূম্যধিকারীর প্রার্থনা করিবার স্বত্ব থাকিলে, যোতের যে খাজানা তাঁহার প্রার্থনামতে ধার্য্য হয় কিম্বা নির্ণীত হয়, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন কিম্বা যোতের পরিমাণ বৃদ্ধিহেতুক না হইলে, পনের বৎসর কালমধ্যে তাহা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৭৬। খরচ দিতে হইবার বিধান বিষয়ক ১২১ ধারাটি এক্ষণে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করণ ও খাজানার বন্দোবস্তকরণ এই উভয় বিষয়ের প্রতিই বর্ত্তান গেল।

৭৭। এই অধ্যায়ের আর একটি বিধানের অর্থাৎ ১২২ সংখ্যক নূতন ধারাটির বিধানের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। বিধানটি এই। কোন প্রজার স্বত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে অবধারিত খাজানায় বিশ বৎসর ভূমি ভোগ করিলে যে অনুমান করা গিয়া থাকে বলিয়া সকলেই অবগত আছেন তাহা আর খাটিবে না।

১১শ অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

৭৮। এই অধ্যায়ের লিখিত বিষয় বিবেচনা করিবার সময়ে আমরা বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিয়াছি। যে সকল তদন্ত লওয়া হইয়াছে তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে খাজানার হারের মধ্যে বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে বলিয়া অনেক স্থলেই কোন বৃহৎ দেশখণ্ডে খাটিতে পারে হারের এমন সাধারণ তালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক খাজানার সাধারণ

বন্দোবস্ত করণের প্রস্তাব অপেক্ষা তৎকর্ত্তৃক বিশেষ২ স্থানের নির্দ্দিষ্ট হারের উক্তরূপ তালিকা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট এইরূপ বিবেচনা করেন। প্রথমোক্ত স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী স্বয়ং যে ভূমি লইয়া বিবাদ তথায় যাইয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে তিনি কেবল যে সকল সাধারণ বৃত্তান্ত অনুসরণ করিয়া আদালতের কার্য্য করিতে হইবে সেই গুলিই নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন। আদালতের সম্মুখে যে বিবাদের স্থল উপস্থিত করা যায় আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারীদের নিরূপিত সাধারণ বৃত্তান্ত গুলি সেই স্থলে খাটাইবেন। অতএব দুই একটি সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা এই কার্য্যপদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছি। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে ইহার যেরূপ গুরুত্ব ছিল এক্ষণে তাহা আর থাকিবে না।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজজমীর কথা লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

৭৯। খামার বা জেরাতভূমি সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্নটির মীমাংসা করিতে গিয়া আমরা দুইটি বিভিন্ন কার্য্যপদ্ধতির বিধান করিয়াছি।—অর্থাৎ—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারি কর্ত্তৃক তদ্রূপ ভূমির জরীপ ও রেজিষ্টরী করণ;

(খ) স্বার্থযুক্ত ভূম্যধিকারি অথবা প্রজার প্রার্থনামতে তদন্ত করণ।

বহুবিস্তৃত দেশ সম্বন্ধে এই বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া তথায় প্রথমোক্ত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে। শেষোক্ত পদ্ধতি কেবল বিশেষ কোন ভূমি খণ্ড লইয়া বিবাদ থাকিলে এবিবাদস্থলে খাটিবে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমে দুই কার্য্যপদ্ধতিই সমভাবে দেশের যে কোন অংশে খাটাইতে পারা যাইবে এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। এই শ্রেণীর ভূমির বর্ণনায় আমরা বঙ্গদেশ ও বেহারদেশের মধ্যে কোন প্রভেদ করি নাই। কিন্তু আমরা আদেশ করিয়াছি যে প্রত্যেক স্থলেই দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন২ শ্রেণী ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারী ভূম্যধিকারীর নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা বিধান করিলেও যে২ স্থল স্পষ্টতঃই পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত নহে সেই২ স্থলে কার্য্য করণার্থে কএকটি বিধি প্রণয়ন করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যে ধারায় এই সকল বিধি আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি।

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জামদ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুরদ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী গ্রাম্যাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজজমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পূর্ব্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

৮০। এই অধ্যায়গত যে ২ পরিবর্ত্তনের প্রতি আমাদিগের মতে মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক তাহা এই ২।—

(ক) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত মোকদ্দমা করিতে হইলে যে কোর্ট ফী দিতে হয় ক্রোকের দরখাস্তেও তাহাই দিতে হইবে, মূল পাণ্ডুলিপির ১৬৭ (২) সংখ্যক এই ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) উৎপন্নশস্য গোলাজাত করা গেলে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

(গ) যাবৎ ক্রোক করণের আদেশ প্রচার কি জারী করা না যায় উৎপন্ন শস্য স্থানান্তর করা যাইবে না, কোন২ স্থলে আদালতের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। [১৪; (৩) ও (৪) ধারা]

(ঘ) যে ফসল গোলাজাত করা যাইতে পারে, তাহা ক্ষেত্রে থাকিতে বিক্রয় করা যাইবে না, ১৪৭ ধারায় ইহার স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে।

(ঙ) কোন ব্যক্তির সপক্ষে মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৫ ধারামতে অপরাধ করা গেলে, বিশেষ ২ স্থলে ঐ ব্যক্তির অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে, এই বিষয়ের বিধান সংক্রান্ত ঐ পাণ্ডুলিপির ১৮৬ ধারাটি ত্যাগ করা গিয়াছে।

(চ) পক্ষান্তরে, উক্ত অপরাধের সহায়তাকারিদের দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ১১ শ অধ্যায়ের প্রথম ধারায় স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে, এবং ১৫৮ ধারায় ইহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে এই অধ্যায়ের বলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে এবং ঐ স্থলে এই অধ্যায়ের বিধান ন্যায্যরূপে না বর্ত্তিলে তিনি যে ব্যক্তিরা তাঁহার বিরুদ্ধে আদালতকে চালিত করিয়াছিল তাহাদিগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়া উক্ত অনিষ্টের প্রতিকার করিতে পারিবেন।

(ছ) মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৭ ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই অধ্যায়ের কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিতেন; এই ধারাটি ত্যাগ করা গিয়াছে।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

৮১। মূল পাণ্ডুলিপির ১৯১ অবধি ১৯৭ পর্য্যন্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কার্য্যপদ্ধতির অধিকার হইতে আমরা দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ও ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা মুক্ত করিয়াছি।

৮২। রাজধানী নগরের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই ১৫৯ সংখ্যক একটি ধারা সন্নিবেশ করিয়াছি। এই ধারাক্রমে হাই কোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লইয়া ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে মোকদ্দমায় দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কোন অংশ বর্ত্তিবে নাকি বিশেষ কোন নিয়মাধীনে বর্ত্তিবে ইহা প্রকাশ করণার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, হাই কোর্টের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে। নূতন আইন অনুসারে আদালত সমূহে কিরূপ কার্য্য চলে এই বিষয়ে ভূয়োদর্শন লাভ হইলে, হাই কোর্টের প্রতি প্রদত্ত উক্ত ক্ষমতানুসারে এরূপ ভাবে কার্য্য করা যাইতে পারিবে, যাহাতে কার্য্যপদ্ধতির অধিকতর সরলতা সাধিত হইবে, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস।

৮৩। আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্য্য-পদ্ধতি স্বল্পতর ও সরলতার করিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া, আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমন জারীকরণকার্য্য ও ঐ কার্য্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদির বিরুদ্ধে আইনঘটিত কোন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

৮৪। পরন্তু খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর স্বত্বঘটিত কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে, তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারায় একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন করিয়াছি। ঐ ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে ঐ খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে ঐ খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বঘটিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক ভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এইবিধান করিয়াছি যে ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিস ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; ঐ তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আজ্ঞা না পাইলে বাদির প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

৮৫। আমরা আরও ১৬৫ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যদি কোন খাজানার মোকদ্দমায় প্রতিবাদী স্বীকার করে যে তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে কিন্তু যত টাকা পাওনা তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে, তবে আদালত সাধারণতঃ যত টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হয় তত টাকা আদালতে দিতে আদেশ করিবেন।

৮৬। আমরা ১৭৩ ধারায় বিধান করিয়াছি যে বাদী কোন অনধিকার প্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদির দখলে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্দ্দেশ্য উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়।

৮৭। মূল পাণ্ডুলিপির ২০৭ ধারার বিধানক্রমে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজা ইঁহাদের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তি প্রজাস্বত্বের ভাব ও অনুবন্ধ নিরূপণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিতেন। ইহার পরিবর্ত্তে আমরা ১৭৪ ধারায়, পক্ষদিগের মধ্যে যে কেহ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন, এই

অধিকতর সরল ও সুলভ কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছি। এবং যে আদালতের নিকট ঐ প্রার্থনা করা যায় সেই আদালতের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি যে উচিত বোধ করিলে ঐ আদালত রাজস্ব কর্ম্মচারীর প্রতি কোন বিষয়ের স্থানীয় তদন্ত লইবার নিমিত্ত আদেশ করিতে পারিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্তে সরাসরী নীলামের বিধি।

৮৮। আমরা ভূম্যধিকারিদের যেরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়াছি তদনুসারে পত্তনী তালুকের নীলাম সংক্রান্ত আইনের বিধানগুলির কোন বস্তুগত পরিবর্ত্তন করি নাই, কেবল আকার লইয়া ও ক্ষুদ্র২ বিষয়ে কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছি। সংশোধিত বিধানগুলি এক্ষণে তফসীল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত করা গেল। ঐ বিধানগুলি ইহাই এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ হইয়াছে।

৮৯। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি মাত্র ধারা আছে। ঐ ধারার বিধান এই যে, পত্তনী তালুক ভিন্ন কোন তালুক সরকারী রেজিষ্টরে রেজিষ্টরী করিবার বিধান আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যেরূপ পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করেন সেইরূপ পরিবর্ত্তন সহকারে এই অধ্যায়ের সকল বিধান উক্ত সকল তালুক সম্বন্ধে খাটিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

৯০। ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কতদূর পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ করা উচিত কএকটি বিষয় সম্পর্কে এই গুরুতর প্রশ্নটির মীমাংসা পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত ঐ২ বিষয় সম্বন্ধীয় ধারায় দৃষ্ট হইবে (খাজানা ধার্য্য করণার্থ চুক্তির বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী ২৯, ৩০, ও ৪৮ দফা দেখ)। কিন্তু চুক্তিক্রমে আইনের বিধান হইতে মুক্তিলাভ করিবার ক্ষমতা সংকোচ করণার্থে যে২ নিয়ম করা আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির মতে আবশ্যক, আমরা তাহার অনেক গুলিই এই অধ্যায়ের প্রথমে একটি ধারায় সংগ্রহ করা সুবিধাজনক বোধ করিলাম।

যেং বিষয় চুক্তির সীমার বহির্ভূত করা গেল তাহা নিম্নে দৃষ্ট হইবে।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্বলাভ (২৪, ২৫, ও ২৬ ধারা।

(খ) ৩১ ধারার নির্দ্দিষ্ট দখলীস্বত্বের অনুবন্ধ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে ফসলী খাজানা পরিবর্ত্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দ্দিষ্ট হেতু ব্যতিরেকে দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্ফা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে এই পাণ্ডুলিপিমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) যোতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৬৮, ৮৯ ৯০, ও ৯৩ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

৯১। স্থায়ী নোকররী পাট্টা দিবার প্রথা সম্বন্ধে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে আমরা এই অধ্যায়ে ২১১ সংখ্যক একটি নূতন ধারা সন্নিবেশ করিয়া এই বিধান করিয়াছি যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে সেই মহালে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মানুসারে কায়েমী মকররী পাট্টা দিতে ভূম্যধিকারীর বাধা হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৯২। আমাদিগের বাদানুবাদের মধ্যে সর্ব্বস্থলেই স্বীকার করা গিয়াছে যে ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত যে পাট্টা দেওয়া যায় সেই পাট্টাক্রমে ভোগকৃতভূমি, চর ও দেয়াড়া ভূমি ও উঠবন্দী ও হাল হাসিলী প্রথা ক্রমে গৃহীত ভূমির সম্বন্ধে বিশেষ বিধান আবশ্যক। উক্ত সকল প্রকারের ভূমি সম্বন্ধে যেরূপ বিশেষ বিধান করা আমাদিগের নিকট আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল তাহা এই অধ্যায়ের পশ্চাৎলিখিত তিনটী ধারায় দৃষ্ট হইবে।

৯৩। ২১২ ধারার বিধান এই যে, এই আইনের কোন কথা ক্রমে পতিত ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণার্থ কোন চুক্তির ব্যাঘাত হইবে না।

৯৪। ২১৩ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে, যে রায়ত চর বা দেয়াড়া ভূমি ভোগ করে সে তাহা ক্রমাগত বারবৎসর ভোগ না করিলে ঐ ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিবে না এবং যাবৎ ঐ দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহার ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয় সে সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে। কিন্তু আদালত অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গন্য হইবে না। তাহা হইলে এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

৯৫। পরিশেষে ২১৪ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে "উঠবন্দী" প্রণালী ও "হাল হাসিলী" প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালীমতে কোন ভূমি ভোগ করা গেলে, দেশাচারানুগত বা প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে ঐ ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

৯৬। ৪ দফার পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে স্থলে কোন রায়ত রায়তস্বরূপ আপন যোতের অংশ না হইয়া বাস্তুভূমি ভোগ করে সেই স্থলের বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায়টি আমরা ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডুলিপির মধ্যে তদ্রূপ প্রজাস্বত্বের উল্লেখ না থাকিলে লোকের বুঝিবার ভুল হইতে পারে বলিয়া আমরা ২১৬ সংখ্যক একটি ধারা সন্নিবেশ করিয়া এইরূপ স্পষ্ট বিধান করা ভাল বোধ করিলাম যে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রজাস্বত্বের অনুযায়ী দেশাচার দ্বারা নিয়মিত হইবে।

১৮শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা তামাদি বিষয়ক বিধি।

৯৭। দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত যে জমী তাহার আপন যোতের অন্তর্গত সেই জমীর পুনর্ব্বার দখল পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা করিলে ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে মিয়াদের কাল যুক্তিসঙ্গতমত অল্প করিয়া ধার্য্য করা উচিত, আমরা এরূপ বিবেচনা করি। মধ্য প্রদেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ৮১ ধারার প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা যে তারিখে তদ্রূপ প্রজাকে উচ্ছেদ করা যায় তদবধি দুই বৎসর কাল মিয়াদের কাল ধার্য্য করিয়াছি। যে মোকদ্দমা পূর্ব্বেই তামাদি হইয়া গিয়াছে, যাহাতে তাহার হেতু পুনরুত্থাপিত না হয় এই জন্য একটী উপবিধি সংযোগ করিয়াছি।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

৯৮। আমরা ভূম্যধিকারীর প্রতি আপন কর্ম্মকারক দ্বারা কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান বিষয়ক ২২১ ধারার বিধান কিয়ৎ পরিমাণে প্রসারিত করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপির নির্দ্দিষ্ট "ভূম্যধিকারী" শব্দের লক্ষণ সত্ত্বেও কোন ২ ব্যক্তির এই বিষয়ে ভ্রান্তি থাকাতে তাহা অপনোদন করণার্থে আমরা ২২২ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া স্পষ্ট বিধান করিয়াছি যে দুই বা ততধিক ব্যক্তি একমালী ভূম্যধিকারী হইলে, তাঁহারা উভয়ে বা সকলে একত্র হইয়া কার্য্য করিবেন কিম্বা তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তাহার দ্বারা কার্য্য করাইবেন।

৯৯। আমাদিগের বাদানুবাদ কালে এমন অনেক কথা উঠিয়াছিল যাহার সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতীত হইল যে আমাদিগের নিকট অর্পিত কাগজপত্রাদিতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তদপেক্ষা অধিকতর সংবাদ না থাকিলে আমরা ঐ কথাগুলির যথোপযুক্ত মীমাংসা করিতে সমর্থ হইব না। ইহার মধ্যে কতক গুলি কথা সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও হাই কোর্টের পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিব।

প্রধান কথাগুলি এই২ ;—

(১) ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে জল সেচনের নিমিত্ত নালা কাটাইবার, জল বিতরণ করিবার ও ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করণার্থে রাজস্ব কর্ম্মচারীর প্রতি ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কি না, ও বাঞ্ছনীয় হইলে কিরূপ বিধান করিতে হইবে।

(২) খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার যাহাতে শীঘ্র২ হয় এই অভিপ্রায়ে বিধি প্রণয়ন করিয়া কি প্রকারান্তরে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কোন পরিবর্ত্তন করা বাঞ্ছনীয় কি না, বিশেষতঃ যে স্থলে অধিকসংখ্যক রায়ত কেহ কাহার অধীন না হইয়া ভূমিভোগ করে সেই স্থলে ভূম্যধিকারীর প্রতি একই আবেদনপত্রক্রমে তাহাদের বিরুদ্ধে বাকী খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কি না।

(৩) একতর্ফা ডিক্রী দেওয়া গেলে, পুনর্ব্বার বিচার হইবার দাওয়া করিবার যে স্বত্ব আছে, তাহার সংকোচ করণার্থে অনিষ্ট উৎপাদন না করিয়া কোন বিধান করা যাইতে পারে কি না। প্রতিবাদীর নিকট সমন পঁহুছে নাই কিম্বা কোন বিশিষ্ট হেতুবশতঃ প্রতিবাদী উপস্থিত হইতে পারে নাই কোন বিচারপতি স্ববোধমতে ইহা বুঝিতে না পারিলে তিনি পুনর্ব্বার বিচার হইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন আমরা ইহা অবগত আছি ; কিন্তু আমাদিগের নিকট ইহা কথিত হইয়াছে যে উপযুক্তমতে সমনজারী অস্বীকার করাই এক্ষণে পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আদালতও প্রতিবাদীকৃত পূর্ব্বোক্ত আপত্তি সহজেই গ্রাহ্য করেন। বিলম্ব সংঘটন ও আপন প্রাপ্য আদায় করিতে গিয়া ভূম্যধিকারীকে অনর্থক ব্যয়গ্রস্ত করাই যে কার্য্যের উদ্দেশ্য, ইহাতে সেই কার্য্যেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

প্রতিবাদী ডিক্রীর টাকা আমানত না করিলে একতর্ফা মোকদ্দমার পুনর্ব্বার বিচার হইবে না আমাদিগের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু আমাদিগের যে সংবাদ জানা ছিল তদ্দৃষ্টে ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম যে হাই কোর্টের মান্যবর জজ সাহেবদের বিবেচনার্থ প্রস্তাবটি অর্পিত হউক।

(৪) আমাদিগের নিকট প্রায় ঐরূপ ভাবের আর একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে, প্রস্তাবটি এই— বাকীখাজানার মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে, তিনি ডিক্রীর টাকা আমানত না করিলে ঐ ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করিতে পাইবেন না। এই প্রস্তাব সম্বন্ধেও জজ সাহেবদের মত জানিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

(৫) যে সকল স্বাধীন তালুকের রাজস্ব গবর্ণমেণ্টের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে বন্দোবস্ত হইলেও ঐ তালুকের অধিকারীরা জমীদারের দ্বারা ঐ রাজস্ব দেন, সেই সকল তালুক সম্বন্ধে সরাসরী নীলাম সংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী খাটিতে পারে কি না এই বিষয়ে আমরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মত জানিতে বাঞ্ছা করি। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ঐ সকল তালুকের কথা সরকারী রেজিষ্টরে নাই। পত্তনী সম্বন্ধীয় সংশোধিত কার্য্যপ্রণালী উক্ত সকল তালুকের প্রতি বর্ত্তান হউক এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল।

(৬) খাজানা মুক্ত তালুকের অধিকারীদের নিকট পথকর ও পবলিক ওর্কসকরের টাকা বাকী পড়িলে ঐ টাকা আদায় করণসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যপ্রণালী বর্ত্তাইবার নিমিত্ত ঐরূপ ভাবের একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বিষয়টিও আমরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পরামর্শের নিমিত্ত অর্পণ করিব স্থির করিয়াছি।

(৭) যেং নিয়মাধীনে লাখেরাজভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধে অধিকতর সংবাদ লইবার আবশ্যকতার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (পূর্ব্ববর্ত্তী ৪ দফা দেখ)

(৮) আমরা উঠবন্দী ও কালকাসিলী জমা সম্বন্ধে দেশাচারানুগত নিয়মাদি রক্ষণ করিয়া তাহা বিশেষমতে বর্ত্তাইয়াছি। অন্য নামে খ্যাত তদ্রূপ জমা সম্বন্ধেও উক্ত সকল নিয়মাদি রক্ষণ করা উচিত কি না এবং চট্টগ্রাম খণ্ডে যে বিশেষ নিয়মে ভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধেও বিশেষমতে কোন দেশাচারাদি রক্ষণ করা আবশ্যক কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।

(৯) আর ওজাস্তা ও গোরা যোতের হস্তান্তরযোগ্য দখলীস্বত্বের ন্যায় অন্য কোন স্বত্ব অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় ধারার বিধান হইতে মুক্ত করণার্থে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।

(১০) পরিশেষে গত বারবৎসর কালের মধ্যে যে সকল মূল্যের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সেই গুলির শুদ্ধতা সম্পর্কে উৎকর্ষসাধন করা যাইতে পারে কি না এবং প্রধানতঃ ঐ সকল মূল্যের উপর নির্ভর করিয়া খাজানা রদ্ধির নিয়ম করিলে কি ফল সম্ভাবনা এই বিষয়ে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ জানিতে ইচ্ছা করি।

১০০। মূল পাণ্ডুলিপির প্রকাশ করণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার আজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপে পালিত হইয়াছে।—

ইংরেজী ভাষায়।

গেজেট।	তারিখ।
ইণ্ডিয়া গেজেট	১৮৮৩ সালের ৩, ১০, ও ১৭ মার্চ।
কলিকাতা গেজেট	১৮৮৩ সালের ৭, ১৪, ও ২১ মার্চ।

দেশীয় ভাষায়।

প্রদেশ।	ভাষা।	তারিখ।
বঙ্গদেশ	বাঙ্গালা	১৮৮৩ সাল ২৪ আপ্রিল।
	হিন্দী	১৮৮৩ সাল ৪ মে।
	উড়িয়া	১৮৮৩ সাল ১৭ মে।

১০১। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক্ষণকার সংশোধিত আকারে পাণ্ডুলিপির পুনর্ব্বার প্রকাশ করা উচিত ইহাই আমাদিগের মত।

এস, সি, বেলী।	টি, ডবলিউ, গিবন।*
রিবর্স টমসন।	আমীর আলী।
সি, পি, ইলবার্ট।	ডবলিউ, ডবলিউ, হণ্টর।
জি, এচ, পি, ইবান্স।	এচ, রেনলড্স।*
জে ডবলিউ, কুইণ্টন।	

কমিটীর মন্ত্রণার ফল এই রিপোর্টে যথাযথরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি ইহাতে স্বাক্ষর করিলাম, কিন্তু পাণ্ডুলিপির মূল নিয়মের ও তদন্তর্গত অনেক কথার প্রতি আমার আপত্তি আছে, সুতরাং ভিন্নমতসূচক একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য লিখিলাম।

কৃষ্ণদাস পাল।

পাণ্ডুলিপির মূল নিয়ম সমূহের প্রতি আমার সম্পূর্ণ আপত্তি আছে। মাননীয় বাবু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন সেই নিয়মাধীনে ও বিধি অনুসারে এই রিপোর্টে আমি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য ইহাই আমার বিশ্বাস বলিয়া এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিলাম।

দারভঙ্গা।

১৮৮৪ সাল ১৪ই মার্চ্চ।

---

* কোন২ বিষয়ে আপত্তি থাকিল।

তকসীল।

রাজস্ব ও কৃষি সংক্রান্ত কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১ লা মে তারিখের ৪৮৪—১১৬ R. নং আফিসের স্মারকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই জুলাই তারিখের ১৮২৭—৬৪৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৮ই জুলাই তারিখের ১৮৭৬—৬৬৯ L. R. নং পত্র ও তৎসহিত-পত্র [৩ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে জুলাই তারিখের ১৯২৮—৬৯৪ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই আগষ্ট তারিখের ২১৭৯—৭৮৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৫ নং কাগজ পত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখের ৬৮১ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৬ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের ৬৮০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৭ নং কাগজপত্র]।

মাননীয় শ্রীযুত টি, এম, গিবন সাহেবের মন্তব্যাবলি [৮ নং কাগজপত্র]।

পূর্ব্ব বাঙ্গালার ভূম্যধিকারীদের ১৮৮৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের আবেদন ও তৎসহিত মন্তব্যাবলি [৯ নং কাগজপত্র]।

দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ বাহাদুরের ১৮৮৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২১ নং পত্র [১০ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৮২২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১১ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের ৯১২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১২ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১লা অক্টোবর তারিখের ১০২১ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৩ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখের ১০৮৩ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৪ নং কাগজ পত্র]।

রাজস্ব ও কৃষি সংক্রান্ত কার্য্য বিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ৯৬৪ R. নং আফিসের স্মারকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১৫ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১১৫৭ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৬ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখের ১১৬০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৭ নং কাগজপত্র]।

কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখের পত্র [১৮ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখের ১২৯৯ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৯ নং কাগজপত্র]।

কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ৩ রা নবেম্বর তারিখের পত্র [২০ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের ২০২১—৪৩৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২১ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের ২৩৮৯—৮৬১ পত্র ও তৎসহিতপত্র [২২ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের ২০৯৫—৮৬৩ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৩ নং কাগজপত্র]।

উড়িষ্যার জনসাধারণ সভার কমিটীর ১৮৮৩ সালের ১লা নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [২৪ নং কাগজপত্র]।

উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত বাবু রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৫ নং কাগজপত্র]

ত্রিহুতের ভূম্যধিকারীদের সভার অবৈতনিক সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই নবেম্বর তারিখের ১১ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৬ নং কাগজপত্র]

শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরী লাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের পত্র [২৭ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গ ও বেহারদেশের ভূম্যধিকারীদের সদর কমিটীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখের ১১৮ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৮ নং কাগজপত্র]।

রাজস্ব ও কৃষিসংক্রান্ত কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ১০৩৪ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [২৯ নং কাগজপত্র]।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুরের কএকজন জমিদার, তালুকদার, ও মধ্যবর্ত্তি ভূম্যধিকারিদের ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [৩০ নং কাগজপত্র]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ২৬৭০—৯৫৪ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩১ নং কাগজ পত্র]

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের ১২৩ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩২ নং কাগজপত্র]।

রাজসাহীর ভূম্যধিকারীদের কমিটীর সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৩ নং কাগজপত্র]।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের ২ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [৩৪ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের ২৭৮৯—১০০১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৫ নং কাগজপত্র]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের ১৮২—৩৫ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৬ নং কাগজপত্র]

ভালাঙ্গা শাখা ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের সভার নির্দ্ধারণাবলি [৩৭ নং কাগজপত্র]।

ভাগলপুরের ভূম্যধিকারী সভার সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ৯ জানুয়ারি তারিখের ১০৬ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৮ নং কাগজ পত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখের ২২৭—৩৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৯ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫৪০—২৩১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিত পত্র [৪০ নং কাগজপত্র]।

ত্রিহুতের ভূম্যধিকারীদের সভার অবৈতনিক সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪১ নং কাগজপত্র]

২ নম্বর।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইনের পাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৭ম অধ্যায়।

কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

ধারা।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

ধারা।

ভূম্যধিকারীর পরিবর্ত্তন হইলে খাজানার দায়ের কথা।

৮৪। হস্তান্তরের নোটিস না পাইয়া পূর্ব্ব ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দেওয়া যায় তজ্জন্য ভূম্যধিকারির স্বার্থগ্রহীতার নিকট প্রজার দায়ী না হইবার কথা।

আইনবিরুদ্ধ কর প্রভৃতির কথা।

৮৫। আবওয়াব প্রভৃতি আইনবিরুদ্ধ হইবার কথা।

৮৬। দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রজার স্থানে ভূম্যধিকারী অন্যায় করিয়া লইলে দণ্ডের কথা।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

৮৭। "উৎকর্ষসাধন" শব্দের অর্থ।

৮৮। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করা গেলে উৎকর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৮৯। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৯০। দখলীস্বত্বশূন্য যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৯১। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৯২। উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রার্থনার কথা।

৯৩। রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

৯৪। যে বিধিক্রমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার কথা।

ইস্তফা ও পরিত্যাগ করিবার কথা।

৯৫। ইস্তফা করিবার কথা।

৯৬। পরিত্যাগের কথা।

যোতের অংশ করিবার কথা।

৯৭। যোতের অংশ হস্তান্তরযোগ্য না হইবার কথা।

উচ্ছেদের কথা।

৯৮। ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে উচ্ছেদ না হইবার কথা।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

৯৯। ভূম্যধিকারির ভূমি মাপিবার স্বত্বের কথা।

১০০। প্রজা উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিবে, আদালতের এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১০১। মাপের ক্ষতির কথা।

কার্য্যাধ্যক্ষদের কথা।

১০২। কেন সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ করিতে পারিবার কথা।

১০৩। কারণ দর্শান না গেলে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করণার্থ তাঁহাদিগকে আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১০৪। আজ্ঞা পালিত না হইলে কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

১০৫। পূর্ব্ব ধারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থলে কার্য্য করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

১০৬। কোর্টঅব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে খাটিবার কথা।

১০৭। কার্য্যাধ্যক্ষের প্রতি যেং বিধান বর্ত্তিবে তাহার কথা।

১০৮। সহাধিকারীগণকে কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার প্রত্যর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

১০৯। বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

স্বত্বের লিপির কথা।

১১০। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১১১। যেং বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে তাহার কথা।

১১২। ভূস্বামির বা তালুকদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

১১৩। লিপি প্রকাশ করিবার কথা।

১১৪। লিপির লেখাসম্বন্ধে বিবাদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৫। রাজস্ব কর্ম্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীলের কথা।

১১৬। ঐ লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ না থাকে তাহা অনুমানমত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবার কথা।

খাজানা ধার্য্য হইবার বিধি।

১১৭। খাজানা ধার্য্যকরণার্থ রাজস্ব কর্ম্মচারীদের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১১৮। খাজানা ধার্য্য করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৯। যে সময়ে খাজানার পরিবর্ত্তন ফলবৎ হইবে তাহার কথা।

১২০। ধার্য্যকরা খাজানা যত কাল অপরিবর্ত্তিত থাকিবে তাহার কথা।

অতিরিক্ত বিধানের কথা।

১২১। এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠানে যে খরচ পড়ে তাহার কথা।

১২২। লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে অবধারিত খাজানাসম্বন্ধীয় অনুমান না খাটিবার কথা।

১১শ অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

১২৩। তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারিবার কথা।

১২৪। তালিকায় যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

১২৫। যে বিধি অনুসারে খাজানার হার ধার্য্য করিতে হইবে তাহার কথা।

১২৬। তালিকার স্থানীয় প্রকাশ করণের কথা।

১২৭। রাজস্ব কর্ম্মচারীর আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৫শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্তে ডিক্রীমত বিক্রয়ের বিধি।

ধারা।

১৮২। অবধারিত হারের যোতের প্রতি পূর্ব্ব কএক ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা।

১৮৩। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

১৮৪। পূর্ব্ব কএক ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য্য-প্রণালীর কথা।

১৮৫। দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট যোত পূর্ব্ব কএক ধারামতে তালুক বলিয়া গণ্য হয় এরূপ আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

১৮৬। বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধির কথা।

১৮৭। খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলেই কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবার কথা।

১৮৮। নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, তাহা কোন২ স্থলে উক্ত যোতের বন্ধকী ঋণ হইবার কথা।

১৮৯। অধস্তন প্রজা আদালতে টাকা দিলে তাহা খাজানাহইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

১৯০। নীলামে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও ডিক্রীমত খাতকের না পারিবার কথা।

১৯১। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারার কার্য্য না হইবার কথা।

১৯২। দায়সৃষ্টিকারী কোন২ নিদর্শনপত্র রেজি-ষ্টরী করিবার কথা।

১৯৩। ভূম্যধিকারীকে দায়ের নোটিস দিবার কথা।

১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।

পত্তনী তালুক নীলামের কথা।

১৯৪। ভূস্বামীর সরাসরী নীলাম দ্বারা পত্তনীদারের স্থানে বাকী খাজানা আদায়ের কথা।

১৯৫। বৎসরের প্রারম্ভে নীলামের দরখাস্ত করিবার কথা।

১৯৬। নোটিস জারী করিবার কথা।

১৯৭। বৎসরের মাঝখানে নীলামের দরখাস্তের কথা।

১৯৮। তালুকদার তলবসম্বন্ধে আপত্তি করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৯৯। বাকীটাকা আমানত করা না গেলে তালুক নীলাম হইবার কথা।

২০০। নীলাম হইলে যেং নিয়ম মানিতে হইবে তাহার কথা।

২০১। নীলামের কার্য্য যেরূপে চালাইতে হইবে, তাহার কথা।

২০২। খরিদারের স্বত্বের কথা।

২০৩। খরিদারকে দখল দিবার কথা।

২০৪। নীলাম বন্ধ করিতে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে সেই ব্যক্তির আমানত করা টাকা আদায় করিবার কথা।

২০৫। নীলাম অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার কথা।

২০৬। নীলাম হওয়াতে ব্যক্তির স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে পারে তাঁহার ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা।

ধারা।

২০৭। নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া যাহা২ করিতে হইবে তাহার কথা।

২০৮। রবিবার ও বন্ধের দিন বিষয়ক বিধানের কথা।

অন্যান্য তালুক নীলামের কথা।

২০৯। অন্যান্য রেজিষ্টরীকরা তালুক সম্বন্ধে এই অধ্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া খাটিবার কথা।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

২১০। চুক্তির বিরুদ্ধে যেং বিধান ফলবৎ হইবে তাহার কথা।

২১১। কায়েমী মকররী পাট্টার কথা।

২১২। কৃষিকার্য্যোপযোগী কর্ষণের চুক্তির কথা।

২১৩। চর ও দেয়াড় জমীর কথা।

২১৪। উঠবন্দী ও ফাজিলহাসিলী প্রণালীর কথা।

২১৫। চাকরাণ তালুক সম্বন্ধে না খাটিবার কথা।

২১৬। বাস্তু ভূমির কথা।

২১৭। দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

১৮শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা তামাদি বিষয়ক বিধি।

২১৮। ৪ তফসীলমত মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্তের মিয়াদের কথা।

২১৯। ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক আইনের কিয়-দংশ ঐ মোকদ্দমা প্রভৃতিতে না খাটিবার কথা।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

২২০। ফসলে বে-আইনীমতে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের কথা।

ভূম্যধিকারীদের কর্ম্মকারক ও প্রতিনিধিদের কথা।

২২১। ভূম্যধিকারীর কর্ম্মকারকদ্বারা কার্য্য করিবার কথা।

২২২। একমালী ভূম্যধিকারীদের একত্রে বা সাধা-রণ কর্ম্মকারকের দ্বারা কার্য্য করিবার কথা।

রাজস্ব কর্ম্মচারিদের ক্ষমতার কথা।

২২৩। কর্ম্মচারীদের কার্য্যপ্রণালী ও ক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

বিধির কথা।

২২৪। বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কার্য্যপ্র-ণালীর কথা।

যেং জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকে তৎসম্বন্ধীয় বিধানের কথা।

২২৫। যে জিলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই, সেই জিলায় যে ভূমি ভোগ হয় তৎসম্বন্ধে না খাটিবার কথা।

২২৬। রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত হইলে খাজানা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবার কথা।

খাসকর প্রভৃতি স্বত্বের কথা।

২২৭। খাসকর ও বনকর প্রভৃতি স্বত্বের কথা।

বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

২২৮। বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

তফসীল।

প্রথম।—যেং আইন রহিত হইল।

দ্বিতীয়।—১৮১৯ সালের ৮ আইনের হেতুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

তৃতীয়।—কবজ ও হিসাবের পাঠ।

চতুর্থ।—মিয়াদ।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কএকটী আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কএকটী আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

১ ধারা। (১) এই আইন "বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

সংক্ষেপ নাম।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদর্থে যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে। অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে।

আরম্ভ।

(৩) কলিকাতা নগর ও উড়িষ্যা খণ্ড ছাড়া এবং তফসীলে লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তফসীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দ্দিষ্ট তফসীলে লেখা প্রদেশ ছাড়া বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তিবে; এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তাইতে পারিবেন।

স্থানীয় ব্যাপ্তি।

২ ধারা। (১) যে যে দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তে, সেই সেই দেশে ইহার প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইনগুলি রহিত হইল।

রহিত হইবার কথা।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তান যায়, তৎকালে ঐ সকল আইনের মধ্যে যে যে আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের কিয়দংশ মাত্র বর্ত্তান গেলে, তন্মধ্যে যে যে আইন ঐ অংশের সহিত অসঙ্গত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে রহিত হইবে।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত করা যায়, কোন আইনে বা দলীলে সেই আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা এই আইনের বা তদ্বিষয়ক এই আইনের অংশবিশেষের উল্লেখ জ্ঞান করিয়া অর্থ করিতে হইবে।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া সেই স্বত্ব প্রভৃতি পুনর্জ্জীবিত হইবে না।

৩ ধারা। বিষয় বিবেচনায় বা পূর্ব্বাপর কথায় ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

অর্থকরণের কথা।

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর মালগুজারী ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যে যে সাধারণ রেজিষ্টর প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেইং রেজিষ্টরের কোন রেজিষ্টরে একই দফার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, "মহাল" শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে।

কিন্তু ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারার (১) প্রকরণের (গ) দফামতে কোন তালুক রেজিষ্টরী করা গেলে, তাহা এই লক্ষণের মর্ম্মানুযায়ী মহাল বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) "ভূস্বামী বা জমীদার" শব্দে কোন মহালের মালিকস্বরূপ এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাহার নিকট ঐ ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতে দায়ী কিম্বা বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দায়ী থাকিত, "প্রজা" শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৪) যে এক বা বহু ব্যক্তির অব্যবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, "ভূম্যধিকারী" শব্দে সেই এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যবহার বা দখল নিমিত্ত আপন ভূম্যধিকারীকে মুদ্রা বা শস্য যোগে প্রজার যাহা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, "খাজানা" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৬) খাজানা সম্বন্ধে "দেওয়া" "দিতে" ও "দেওন" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, "অর্পণ করা," "অর্পণ করিতে," ও "অর্পণ করণ" ইত্যাদি বুঝাইবে।

(৭) এক পাট্টাক্রমে বা এক প্রস্থ নিয়মের অধীনে কোন ভূম্যধিকারীর কোন প্রজা যে বা যেং ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, "যোত" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৮) "কৃষি বৎসর" বলিতে যেখানে বাঙ্গালা সন চলিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফসলী বা আমলী সন চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং যেখানে কৃষিকার্য্যার্থ অন্য কোন সন চলিত থাকে, সেখানে সেই সন বুঝাইবে।

(৯) ১৭৯৩ সালে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" বলিতে তাহা বুঝাইবে।

(১০) "হস্তান্তর" শব্দে ইচ্ছাপূর্ব্বক কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় ও বন্ধক ও দানও বুঝাইবে।

(১১) "উত্তরাধিকার" শব্দে অকৃতচরমপত্র ও চরমপত্রানুযায়ী অর্থাৎ উইল বিনা ও উইলমত উভয় প্রকার উত্তরাধিকারই বুঝাইবে।

(১২) কোন ব্যক্তি আপনার নাম লিখিতে না পারাতে ঢেরাসহী করিলে, "স্বাক্ষরিত" শব্দে "ঢেরাসহী করা" বুঝাইবে। এই শব্দে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নামের "মোহরাঙ্কিত" ও বুঝাইবে।

(১৩) "নির্দ্দিষ্ট" শব্দে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বুঝাইবে।

(১৪) "কালেক্টর" শব্দে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা এই আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত অন্য কোন কার্য্যকারক বুঝাইবে।

(১৫) এই আইনের কোন বিধানে "রাজস্ব কর্ম্মচারী" শব্দ থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিধানমত রাজস্ব কর্ম্মচারীর কর্ম্ম তদনুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত যে কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করেন উক্ত শব্দে সেই কর্ম্মচারী বুঝাইবে।

(১৬) "পত্তনী তালুক" শব্দে এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের বর্ণিত প্রকারের তালুক বুঝায়, এবং সেই তফসীলের উল্লিখিত দরপত্তনী ও অন্যান্য তদ্রূপ তালুকও তদন্তর্গত।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক কথা।

৪ ধারা। এই আইনের কার্য্যপক্ষে নিম্নলিখিত কএক শ্রেণীর প্রজা থাকিবে, যথা,—

(১) তালুকদার, পেটাও তালুকদারেরা ইহার অন্তর্গত;

(২) রায়ত; এবং

(৩) কোর্ফা রায়ত, অর্থাৎ, যে প্রজারা সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে রায়তের অধীনে ভূমি ভোগ করে;

আর নিম্নলিখিত কএক শ্রেণীর রায়ত, যথা,—

(ক) যে রায়তেরা অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করে,—যাহারা অবধারিত খাজানায় কিম্বা অবধারিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করে, এই কথায় তাহাদিগকে বুঝাইবে;

(খ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়তদের ভোগকৃত ভূমিতে দখলীস্বত্ব আছে; এবং

(গ) দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত, অর্থাৎ যে রায়তদের ঐরূপ দখলী স্বত্ব নাই।

তালুকদার ও রায়ত শব্দের অর্থ।

৫ ধারা। (১) যে ব্যক্তি খাজানা আদায় করিবার স্বত্ব ভূম্যধিকারীর স্থানে বা অন্য কোন তালুকদারের স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছেন, "তালুকদার" বলিতে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যাঁহারা ঐরূপ স্বত্ব পাইয়াছেন, তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীদিগকে ও যাঁহারা ৩৭ ধারামতে তালুকদার বলিয়া গণ্য হইবেন সেই ব্যক্তিদিগকেও বুঝাইবে।

(২) যে ব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গদ্বারা, বা বেতনভোগী চাকরদ্বারা কিম্বা অংশীদের সাহায্যে ভূমির চাষ করিবার নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিয়াছেন, "রায়ত" শব্দে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যে ব্যক্তিরা ঐরূপে ভূমি গ্রহণ করেন তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীরাও ৩৭ ধারার নিয়মাধীনে ঐ শব্দে বাচ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন ভূস্বামীর বা তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ না করিলে, তাহাকে রায়ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(৪) কোন প্রজা তালুকদার কি রায়ত, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দেশাচারের প্রতি;

(খ) যে রায়তেরা আপনাদের যোতের অর্দ্ধেকের অধিক কোর্ফা বিলি করে, তাহাদের সম্বন্ধীয় ৩৭ ধারার বিধানের প্রতি; এবং

(গ) প্রথম প্রাপ্তির সময়ে প্রজাস্বত্বের ভাবের প্রতি, অর্থাৎ, ঐ স্বত্ব খাজানা আদায় করিবার বা ভূমি চাষ করিবার স্বত্ব ছিল, ইহার প্রতি।

(৫) কোন যোতের পরিমাণ ন্যূনকল্প ১০০ বিঘার অধিক হইলে, এবং উহার সমস্ত বা কিয়দংশ পেটাও বিলি করা গেলে, যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ প্রজা তালুকদার বলিয়া অনুমান হইবে।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজানা বৃদ্ধির কথা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে কোনং স্থলেমাত্র তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবার কথা।

৬ ধারা। (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে, নিম্নলিখিতরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহার খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না, অর্থাৎ,

(ক) যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ঐ তালুক ভোগ করা যায়, তিনি দেশাচারক্রমে, কিম্বা যে যে নিয়মের অধীনে ঐ তালুক ভোগ হয় তদনুসারে, তাহার খাজানা বৃদ্ধি করিতে স্বত্ববান, অথবা

(খ) ঐ তালুকদার আপনার খাজানা কমাইয়া লইয়া দাবীকৃত বর্দ্ধিত খাজানা দিতে দায়ী হইয়াছেন, এবং ভূমি হইতে ঐ খাজানা তোলা যাইতে পারে।

(২) শিকস্তী হওয়াতে কিম্বা রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত বা কোম্পানিদের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইনের বিধানমতে ভূমি গৃহীত হওয়াতে কোন তালুকদারের খাজানা কমাইয়া দেওয়া গেলে, ঐ কমান এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী কমান বলিয়া গণ্য হইবে না।

তালুকের খাজানা বৃদ্ধির সীমার কথা।

৭ ধারা। (১) যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, সেই স্থলে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন চুক্তি থাকিলে তাহা মানিয়া ঐ খাজানা নিকটস্থ তদ্রূপ তালুক যাঁহারা ভোগ করেন, তাঁহারা দেশাচারানুগত যে হারে খাজানা দেন সেই হার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(২) যেস্থলে তদ্রূপ দেশাচারানুগত হার নাই, সেই স্থলে উক্তরূপ চুক্তি মানিয়া আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য জ্ঞান করেন, সেই সীমা পর্য্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(৩) যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, ইহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত তালুকদারের মোট যত খাজানা পাওনা হয়, তাহা হইতে খাজানা আদায় করিবার খরচ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাঁহাকে তাহার শতকরা দশ ভাগের কম লভ্য দিবেন না, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(ক) যে অবস্থায় তালুকের সৃষ্টি হয়, যথা, তালুকের অন্তর্গত ভূমি কিম্বা তাহার অধিকাংশ তালুকদারের কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীদের দ্বারায় বা খরচে প্রথম চাষ করা হইয়াছিল কি না;

(খ) তালুকদার বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন কি না;

(গ) আদায় করিবার খরচ ও ঝুঁকি।

(৪) উক্ত তালুকদার আপন তালুকের অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ আপনি দখল করিলে, অথবা ঐ ভূমির কোন অংশ খাজানামুক্ত করিয়া বা উপকারার্থ সামান্য খাজানায় দিলে, ঐ অংশের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা হিসাব করিয়া পূর্ব্বোক্ত মোট খাজানার মধ্যে ধরিতে হইবে।

বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানার দ্বিগুণের অধিক না হইবার কথা।

৮ ধারা। যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, সেই স্থলে পূর্ব্ব ধারামতে যে বর্দ্ধিত খাজানা ধার্য্য করা যায়, তাহা পূর্ব্বদেয় খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না।

খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৯ ধারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে একবারে খাজানা বৃদ্ধি করিলে কষ্ট হইবে, তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে, খাজানা বৃদ্ধি ক্রমেং করা যাইবে, অর্থাৎ যাবৎ খাজানা বৃদ্ধির ঊর্দ্ধ সীমায় উপস্থিত হওয়া না যায়, পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমেং বৎসর বৎসর খাজানা বৃদ্ধি হইবে।

খাজানা একবার বর্দ্ধিত হইলে দশ বৎসর পরিবর্দ্ধিত হইতে না পারিবার কথা।

১০ ধারা। কোন তালুকদারের খাজানা আদালত দ্বারা কিম্বা চুক্তিক্রমে বৃদ্ধি করা গেলে, যে তারিখে বৃদ্ধি করা যায়, আদালত সেই তারিখের পর দশ বৎসর মধ্যে ঐ খাজানা আর বৃদ্ধি করিবেন না।

তালুকের অন্যান্য অনুষঙ্গের কথা।

চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারাদির কথা।

১১ ধারা। প্রত্যেক চিরস্থায়ী তালুক, রেজিষ্টরী করণ সম্বন্ধে এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারিবে।

চিরস্থায়ী তালুকদারকে উচ্ছেদ করিতে না পারিবার কথা।

১২ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারী এই উভয়ের মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত্তক্রমে এই আইনের বিধানসঙ্গত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে উক্ত তালুকদারকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, কেবল এইরূপ হেতু দিয়া উক্ত তালুকদারকে তদীয় ভূম্যধিকারী উচ্ছেদ করিবেন না।

পত্তনী তালুকের কথা।

পত্তনীদারের পেটাও বিলি করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩ ধারা। পত্তনী তালুকদার এই আইনের বিধান মানিয়া আপনার তালুকের বা তাহার কোন অংশের অন্তর্গত ভূমির বিলি করিতে পারিবেন।

পত্তনী তালুকে ভূম্যধিকারির হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা স্থানে জামিন চাহিতে পারিবার কথা।

১৪ ধারা। (১) ইচ্ছাপূর্ব্বক কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা পত্তনী তালুক হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী খাজানা দিবার ও তালুকের অন্যান্য নিয়ম পালন করিবার সম্বন্ধে উক্ত তালুকের অর্দ্ধ বৎসরের খাজানা পরিমিত মাতব্বর জামিন হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার নিকট চাহিতে পারিবেন।

(২) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, যদি ভূম্যধিকারী এই ধারামতে ক্রেতার স্থানে জামিন চাহেন, এবং চাহিবার তারিখ অবধি এক মাস মধ্যে ঐ জামিন না দেওয়া হয়, তবে যত দিন জামিন দেওয়া না হয়, তত দিন ভূম্যধিকারী হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে বাদ রাখিয়া উক্ত তালুক ক্রোক করিয়া দখল করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামত ক্রোক থাকিবার কালে ভূম্যধিকারী পেটাও তালুকদার কিম্বা রায়তদের স্থানে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইতে ক্রোক করিবার খরচ, আদায়ের খরচ, ও আপনার পাওনা খাজানা কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট টাকা ক্রেতার পক্ষে ন্যাস স্বরূপ রাখিবেন।

(৪) ঐরূপে যে খাজানা আদায় হয়, তাহাতে ক্রোকের খরচ, আদায়ের খরচ এবং ভূম্যধিকারির প্রাপ্য খাজানা দিতে না কুলাইলে, যত টাকা ন্যূন হয় তজ্জন্য ক্রেতা দায়ী থাকিবেন, এবং ভূম্যধিকারী তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারামতে কোন হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা যে জামিন দিবার প্রস্তাব করেন ভূম্যধিকারী তাহা অগ্রাহ্য করিলে, হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা অগ্রাহ্য করিবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে উক্ত জামিন গ্রহণার্থ ভূম্যধিকারির প্রতি আদেশসূচক আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং আদালত প্রস্তাবিত জামিন উপযুক্ত বলিয়া বুঝিলে ঐরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহা না বুঝিলে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত কোন আজ্ঞার উপর আপীল চলিবে না।

রেজিষ্টরী করিবার কথা।

ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিতে হইবার কথা।

১৫ ধারা। (১) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর বা উক্ত তালুকের উত্তরাধিকার ঘটিলে, হস্তান্তরকর্ত্তা ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা একত্র কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি ভূম্যধিকারীর নিকটে যদি প্রার্থনা করেন, এবং প্রার্থনা পত্রে নির্দ্দিষ্ট ফী দেন, তবে ভূম্যধিকারী পত্তনী তালুক হইলে পূর্ব্ব ধারার বিধান মানিয়া উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবেন।

কিন্তু কোন তালুকের খাজানা বাকী থাকিলে, ভূম্যধিকারী যদি উচিত বোধ করেন, তবে তাহার হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত প্রার্থনাপত্রে যে ফী দিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিতরূপ হইবে, যথা,—

(ক) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে হইলে, উক্ত তালুকের বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা দুই টাকা ফী দিতে হইবে। কিন্তু ঐরূপ কোন ফী এক টাকার কম কিম্বা এক শত টাকার অধিক হইবে না।

(খ) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে না হইলে, দুই টাকা ফী দিতে হইবে।

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতির কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবেন ; এবং তিনি তাহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক শত টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, তত টাকা তাঁহার স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

খাজানার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী তালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীভিন্ন অন্য ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১২ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্ব্বে ক্রেতার প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব্ব ধারায় নির্দ্দিষ্ট রেজিষ্টরী করণের ফী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ২২ ধারামত বিধিক্রমে আর যে ফী নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অবিলম্বে নীলামের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন। নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিষ্টরী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিষ্টরী করণের ফী পাওনা গিয়াছে, এবং রেজিষ্টরী করা হইলে চাহিবামাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য্য করিবেন।

খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী এতদর্থে তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও, ও কোন ফী দেওয়া না গেলেও, উক্ত হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিবেন।

রেজিষ্টরী না করিবার ফলের কথা।

১৮ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিষ্টরী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরকর্ত্তাকে ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিষ্টরী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামত বিধির আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে কোন চিরস্থায়ী তালুকের স্বত্ববান হন, তিনি তালুকদারস্বরূপ তাঁহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা।

১৯ ধারা। (১) পূর্ব্বকথিত ধারামতে ভূম্যধিকারী যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাহা রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরকর্ত্তা বা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্ব্বক রেজিষ্টরী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যান্য পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবেন। ঐ নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কেন রেজিষ্টরী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ন্যায় ফল হইবে।

(৪) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূম্যধিকারীর প্রার্থনার কথা।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া পূর্ব্বকথিত ধারামতে যাহা রেজিষ্টরী হইবার যোগ্য এরূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটিবার পর ছয় মাসের মধ্যে যদি রেজিষ্টরী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত ফী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিষ্টরী করা হইবে না ও তাঁহারা বা তিনি ফী দিবেন না নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত ফী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ন্যায় ফল হইবে, এবং ঐরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ফী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৩) যে আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্য্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে ঐ নোটিস অবিলম্বে ভূম্যধিকারির উপর জারী করাইবেন।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী রায়তের স্থানে দখলীস্বত্ব ক্রয় করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূম্যধিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে ঐ স্বত্ব ক্রয় করা যাইবে, অথবা তাঁহারা মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী এতদর্থে দেওয়ানী আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য ধার্য্য করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূম্যধিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্ত্তৃক ধার্য্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে ঐ মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত হয় ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্যে উক্ত ভূম্যধিকারির নিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূম্যধিকারী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ঐ বিক্রয় ব্যর্থ হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যতজন আসেসর উপযুক্ত বোধ করেন, এই ধারামত দখলী স্বত্বের মূল্য ধার্য্য করিবার নিমিত্ত তত জন আসেসর সঙ্গে লইতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি ঐ বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং ঐ আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্ব্বাচনপ্রণালী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূম্যধিকারীর অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীক্রমে দখলী স্বত্ব নীলাম হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন ও তন্মধ্যে এক জন ভূম্যধিকারী হন, তবে ঐ ডাক ভূম্যধিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করা গেলে ভূম্যধিকারীর বন্ধকগ্রহীতার স্থান লইবার স্বত্বের কথা।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎসম্বন্ধে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূম্যধিকারী উক্ত একমাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা মোকদ্দমার বাদিকে দিবেন, ভূম্যধিকারিকে বাদির স্থানে দণ্ডায়মান হইবার অধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিবেন এবং ভূম্যধিকারির অনুকূলে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূম্যধিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও মোকদ্দমার বাদী থাকিলে, যেরূপ ফল হইত সেইরূপ ফল হইবে।

দখলী স্বত্বদানবিষয়ে নিয়মের কথা।

৩৫ ধারা। (১) রেজিষ্টরী করা নিদর্শনপত্রক্রমে দান করা না গেলে, ভূমিগত দখলীস্বত্বদান ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিষ্টরী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ফী দেওয়া না গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ ঐরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিবেন না।

(৩) ঐরূপ কোন দান রেজিষ্টরী করা গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ রেজিষ্টরী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্ত্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিবাহবিষয়ে নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটিবে না।

পূর্ব্ব কএক ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারী শব্দের অর্থের কথা।

৩৬ ধারা। পূর্ব্ব চারি ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারী শব্দে কেবল

(ক) যে ভূস্বামীর অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভূস্বামীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী তালুকদারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই তালুকদারকে বুঝাইবে; কিন্তু এরূপস্থলে আবশ্যক যে, উক্ত তালুকদার ভূস্বামীর বা কোন চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূস্বামীর কিম্বা স্থল বিশেষে চিরস্থায়ী তালুকদারের স্থানে ঐ২ ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারীর স্বত্বক্রমে কর্ম্ম করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হন।

কোর্ফা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে রায়তেরা কোর্ফা বিলি করে, তাহাদের তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হইবার কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার যোতের যে অংশ কোর্ফা বিলি করে, তাহা তদীয় যোতের অর্দ্ধেকের অধিক হইলে, তালুকদারদের রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত যে কোন আইন বিধিবদ্ধ হয়, সেই আইনমতে ঐ রায়ত তালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টরে আপনাকে রেজিষ্টরী করাইলে, এই আইনের মর্ম্মানুযায়ী তালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু (ক) বয়স হেতুক, স্ত্রীলোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা সৈনিক বা গার্হস্থ্য চাকরীতে বা তীর্থযাত্রায় যাওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, যে কোন ব্যক্তি চাষ করিতে অক্ষম হইয়া আপনার অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপ-

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতির কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবেন; এবং তিনি তাহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক শত টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, তত টাকা তাঁহার স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

খাজানার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী তালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীভিন্ন অন্য ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১১ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্ব্বে ক্রেতার প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট রেজিষ্টরী করণের ফী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ২২ ধারামত বিধিক্রমে আর যে ফী নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অবিলম্বে নীলামের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন। নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিষ্টরী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিষ্টরী করণের ফী পাওয়া গিয়াছে, এবং রেজিষ্টরী করা হইলে চাহিবামাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য্য করিবেন।

খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী এতদর্থে তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও, ও কোন ফী দেওয়া না গেলেও, উক্ত হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিবেন।

রেজিষ্টরী না করিবার ফলের কথা।

১৮ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিষ্টরী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরকর্ত্তাকে ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিষ্টরী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামত বিধির আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে কোন চিরস্থায়ী তালুকের স্বত্ববান হন, তিনি তালুকদারস্বরূপ তাঁহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা।

১৯ ধারা। (১) পূর্ব্ব কএক ধারামতে ভূম্যধিকারী যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাহা রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরকর্ত্তা বা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্ব্বক রেজিষ্টরী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যান্য পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবেন। ঐ নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কেন রেজিষ্টরী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ন্যায় ফল হইবে।

(৪) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূম্যধিকারীর প্রার্থনার কথা।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া পূর্ব্ব কএক ধারামতে যাহা রেজিষ্টরী হইবার যোগ্য এরূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটিবার পর ছয় মাসের মধ্যে যদি রেজিষ্টরী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত ফী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিষ্টরী করা হইবে না ও তাঁহারা বা তিনি ফী দিবেন না নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত ফী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ন্যায় ফল হইবে, এবং ঐরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ফী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৩) যে আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্য্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে ঐ নোটিস অবিলম্বে ভূম্যধিকারির উপর জারী করাইবেন।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী রায়তের স্থানে দখলীস্বত্ব ক্রয় করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূম্যধিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে ঐ স্বত্ব ক্রয় করা যাইবে, অথবা তাঁহারা মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারীএতদর্থে দেওয়ানী আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য ধার্য্য করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূম্যধিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্ত্তৃক ধার্য্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে ঐ মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত হয় ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্যে উক্ত ভূম্যধিকারির নিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূম্যধিকারী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ঐ বিক্রয় ব্যর্থ হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যতজন আসেসর উপযুক্ত বোধ করেন, এই ধারামত দখলী স্বত্বের মূল্য ধার্য্য করিবার নিমিত্ত তত জন আসেসর সঙ্গে লইতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি ঐ বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং ঐ আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্ব্বাচনপ্রণালী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূম্যধিকারীর অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীক্রমে দখলী স্বত্ব নীলাম হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন ও তন্মধ্যে এক জন ভূম্যধিকারী হন, তবে ঐ ডাক ভূম্যধিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করা গেলে ভূম্যধিকারীর বন্ধকগ্রহীতার স্থান লইবার স্বত্বের কথা।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎসম্বন্ধে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূম্যধিকারী উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা মোকদ্দমার বাদিকে দিবেন, ভূম্যধিকারিকে বাদির স্থানে দণ্ডায়মান হইবার অধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিবেন এবং ভূম্যধিকারির অনুকূলে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূম্যধিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও মোকদ্দমার বাদী থাকিলে, যেরূপ ফল হইত সেইরূপ ফল হইবে।

দখলী স্বত্বদানবিষয়ে নিয়মের কথা।

৩৫ ধারা। (১) রেজিষ্টরী করা নিদর্শনপত্রক্রমে দান করা না গেলে, ভূমিগত দখলীস্বত্বদান ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিষ্টরী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ফী দেওয়া না গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ ঐরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিবেন না।

(৩) ঐরূপ কোন দান রেজিষ্টরী করা গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ রেজিষ্টরী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্ত্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিবাহবিষয়ে নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটিবে না।

পূর্ব্ব কএক ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারী শব্দের অর্থের কথা।

৩৬ ধারা। পূর্ব্ব চারি ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারী শব্দে কেবল

(ক) যে ভূস্বামীর অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভূস্বামীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী তালুকদারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই তালুকদারকে বুঝাইবে; কিন্তু এরূপস্থলে আবশ্যক যে, উক্ত তালুকদার ভূস্বামীর বা কোন চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূস্বামীর কিম্বা স্থল বিশেষে চিরস্থায়ী তালুকদারের স্থানে ঐ২ ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারীর স্বত্বক্রমে কর্ম্ম করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হন।

কোর্ফা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে রায়তেরা কোর্ফা বিলি করে, তাহাদের তালুকদারের পরিবর্তিত হইবার কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার যোতের যে অংশ কোর্ফা বিলি করে, তাহা তদীয় যোতের অর্দ্ধেকের অধিক হইলে, তালুকদারদের রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত যে কোন আইন বিধিবদ্ধ হয়, সেই আইনমতে ঐ রায়ত তালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টরে আপনাকে রেজিষ্টরী করাইলে, এই আইনের মর্ম্মানুযায়ী তালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু (ক) বয়স হেতুক, স্ত্রীলোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা সৈনিক বা গার্হস্থ্য চাকরীতে বা তীর্থযাত্রায় যাওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, যে কোন ব্যক্তি চাষ করিতে অক্ষম হইয়া আপনার অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপ-

নার যোত বা তাঁহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করে, তাহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার বলে তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যেং শর্ত্তে ও যেং নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিত, সেইং শর্ত্তে ও সেইং নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার বলে যে কোন ব্যক্তি তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার যোতের কোর্ফা বিলি করা অংশ ঐ যোতের অর্দ্ধেকের অধিক আর না থাকিলে, সেই ব্যক্তি আবার রায়তে পরিবর্ত্তিত হয় না।

দরপাট্টার কালের বিষয়ের কথা।

৩৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিলে, ঐরূপ বিলি করিবার দরপাট্টা সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না।

কিন্তু (ক) কোন রায়ত বয়সহেতুক, স্ত্রীলোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা সৈনিক বা গার্হস্থ্য চাকরীতে কিম্বা তীর্থযাত্রায় যাওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, চাষ করিতে অক্ষম হইলে, আপনার অক্ষমতা কালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইবে না, কিম্বা বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে দরপাট্টা দেওয়া গেলে, এই ধারার কার্য্য পক্ষে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি সাত বৎসর কাল গণনা করা যাইবে।

খাজানা বৃদ্ধির কথা।

উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিষয়ক অনুমানের কথা।

৩৯ ধারা। যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয়, দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের যৎকালে যে খাজানা দিতে হয়, তাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান হইবে।

মুদ্রারূপ খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে নিয়মের কথা।

৪০ ধারা। কোন দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রারূপ (নগদী) খাজানা দিলে, তাহার খাজানা এই আইনের বিধানমতে না হইলে, প্রকারান্তরে বৃদ্ধি করা যাইবে না।

রেজিষ্টরী করা চুক্তিক্রমে খাজানা বৃদ্ধি করিবার কথা।

৪১ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়তের যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হয়, তাহা রেজিষ্টরী করা চুক্তিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে ;—

(ক) খাজানা এরূপে বৃদ্ধি করিতে হইবে না যে, তাহা রায়তের পূর্ব্বদেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হয়।

(খ) চুক্তিপত্রে অন্যূন সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(গ) বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্ব বা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অন্যূন পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত তাহা করিতে সক্ষম ও সম্মত ও তাহার মর্ম্ম বুঝে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ এই ধারামত চুক্তিপত্র রেজিষ্টরী করিবার পূর্ব্বে এইং কথা জানিয়া লইবেন।

পুনর্ব্বার বিলি করিবার বেলা খাজানা বৃদ্ধির কথা।

৪২ ধারা। (১) যে জমী মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্ব্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত তথাকার কোন বাসেন্দা রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা বৃদ্ধি করিয়া দিবার রেজিষ্টরী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব্ব প্রজা যে খাজানা দিতেন, উক্ত রায়ত ঐ জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না।

(২) এইরূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্ব্বধারার বিধান বর্ত্তিবে।

মোকদ্দমা দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করিবার কথা।

৪৩ ধারা। কোন দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রা যোগে খাজানা দিয়া যে যোত ভোগ করে, সেই যোতের ভূম্যধিকারী এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) দখলীস্বত্ত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেইস্থানে বা চলিত বাজারে প্রধানং খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ) ভূম্যধিকারির দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বন্যাদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধিসম্বন্ধীয় বিধি।

৪৪ ধারা। প্রচলিত হারের কমহারে খাজানা দেওয়া হয়, এইহেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,

(ক) বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় আট আনার অধিক হইবে না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনায় স্থানীয় তদন্ত ব্যতিরেকে খাজানার প্রচলিত হার সন্তোষজনকরূপে জানা যাইতে না পারে, তবে তদর্থে বিধি করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে ক্ষমতা দেন, তদ্দ্বারা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত লওয়া হয় আদালত এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(গ) কোন রায়তের যে হারে খাজানা দিতে হইবে, এই ধারামতে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, যদি ইহা প্রমাণ না হয় যে, হার নির্ণয় করিবার সময়ে দেশাচারক্রমে জাতি বিচার করা হয়, তবে তাহার জাতিবিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে, দেশাচারক্রমে কোন প্রকারের রায়তেরা অনুকূল হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে, তবে দেশাচার অনুসারে খাজানার হার নির্ণয় করা যাইবে।

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হার নির্ণয় করিতে হইলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতুক যত টাকা খাজানা বৃদ্ধি করিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাহা বিবেচনাধীনে লইতে হইবে না।

মূল্য বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধিসম্বন্ধীয় বিধি।

৪৫ ধারা। মূল্য বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সময়ান্তরে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য, অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্য্যকর বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এরূপে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন না যে, বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্ব্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মাধীনে ও ৪৮ ধারার নিয়মাধীনে সাবেক খাজানার সহিত বর্দ্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধি।

৪৬ ধারা। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,—

(ক) এই আইন অনুসারে উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করা না গেলে, আদালত খাজানা বৃদ্ধি দিবেন না।

(খ) যে পরিমাণে খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধনদ্বারা যতদূর ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;

(৩) ঐ উৎকর্ষসাধন কার্য্যে লাগাইতে হইলে, চাষ করিতে কত খরচ পড়ে, এবং

(৪) উক্ত ভূমির বর্ত্তমান খাজানা কত ও উচ্চতর খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

(গ) আদালত নিয়মাধীনে ডিক্রী করিতে পারিবেন, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক ফল না ফলিলে, ডিক্রী পুনরালোচনা ও পুনর্ব্বিবেচনা সাপেক্ষ রাখিতে পারিবেন।

বন্যাজনিত উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৭ ধারা। বন্যাজনিত উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,

(ক) যে বৃদ্ধি ক্ষিয়ৎকালীন বা নৈমিত্তিক মাত্র, আদালত তাহা বিবেচনা করিবেন না।

(খ) বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

(গ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণে খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা এরূপে বৃদ্ধি করিবেন না, যাহাতে ভূমির উৎপন্নের নিট বৃদ্ধির মূল্যের অর্দ্ধেকের অধিক ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হয়।

খাজানাবৃদ্ধি উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপ হইবার কথা।

৪৮ ধারা। যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হয়, আদালত কোন মোকদ্দমায় এরূপ খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না।

ক্রমেং খাজানা বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৪৯ ধারা। যে আদালত খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী করেন, সেই আদালত যদি বিবেচনা করেন যে পূর্ণ পরিমাণে অবিলম্বে ডিক্রী প্রবল করিলে রায়তের কষ্ট হইবে, তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে ঐ বৃদ্ধি ক্রমেং করা যাইবে, অর্থাৎ, যত দূর খাজানা বৃদ্ধি করিবার ডিক্রী হয়, বৎসরং ক্রমেং খাজানা বৃদ্ধি করিয়া পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসরে ততদূর বৃদ্ধি করা যাইবে।

ক্রমাগত খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথা।

৫০ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হইতেছে, এইহেতু ধরিয়া, কিম্বা মূল্য বৃদ্ধিহেতু ধরিয়া কোন যোতের খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী পনের বৎসরের মধ্যে ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পর চুক্তিক্রমে ঐ যোতের খাজানা বৃদ্ধি করা গিয়া থাকে, কিম্বা যদি উক্ত পনের বৎসরের মধ্যে ৫৩ ধারামতে খাজানার রূপপরিবর্ত্তন করা গিয়া থাকে, অথবা এই আইনমতে কিম্বা এই আইন দ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে পূর্ব্বোক্ত কোন হেতু বা তত্তুল্য কোন হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিবার কিম্বা দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

(২) এই ধারার কোন কথাক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭৩ ধারার বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে না।

খাজানা কমাইবার কথা।

খাজানা কমাইবার কথা।

৫১ ধারা। (১) মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত নিম্নলিখিত হেতু ধরিয়া আপনার খাজানা কমাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং যোতের জমী কম হইয়া গেলে, পরে যে বিধান করা গিয়াছে, সেই বিধানের স্থল ছাড়া প্রকারান্তরে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) যোতের জমী রায়তের দোষ ব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা ঐরূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া স্থায়িরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিম্বা

(খ) ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

(২) এই ধারামতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, আদালত যত দূর উপযুক্ত বা ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মূল্যের অর্থাৎ দরের তালিকার কথা।

৫২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে যে স্থান নির্দ্দেশ করেন, সেই২ স্থানে যে২ প্রধান খাদ্য শস্য জন্মে, প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে বৎসরের যে বা যে২ সময় ধার্য্য করেন, সেই বা সেই২ সময়ে সেই২ শস্যের ফসলের সময়ের বাজার দরের তালিকা প্রস্তুত করিবেন, এবং অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত তাহা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

প্রধান২ শস্যের মূল্যের তালিকার কথা।

(২) কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ পাইলে, ঐ গবর্ণমেণ্ট অতীত যে কাল উপযুক্ত বোধ করেন, সেই কাল সম্বন্ধে কোন স্থানের ঐরূপ মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) উক্ত মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদিত বা সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৪) ঐরূপ কোন মূল্যের তালিকা উক্তরূপে প্রকাশ করা গেলে, উহা যে সময় সম্বন্ধীয় হয়, সেই সময়ে উক্ত স্থানে প্রচলিত মূল্যের সম্বন্ধে এই অধ্যায়মত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

(৫) কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে কোন মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবার ১৫ দিন পূর্ব্বে উহা যে স্থান সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানের মধ্যে সচরাচর নোটিস যেরূপে প্রকাশ করা যায়, সেইরূপে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং ঐ স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্ত ১৫ দিনের মধ্যে ঐ তালিকার বিরুদ্ধে কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া কোন আপত্তি দিলে, তিনি তাহা ঐ তালিকার সহিত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

৫৩ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোন যোতের নিমিত্ত শস্যরূপে কিম্বা শস্যের কিয়দংশের আনুমানিক মূল্য ধরিয়া কিম্বা শস্যভেদে ভিন্ন২ হারে অথবা কিয়ৎপরিমাণে এইরূপ এক প্রণালীতে ও কিয়ৎপরিমাণে অন্য প্রণালীতে খাজানা দিলে, রায়ত বা তদীয় ভূম্যধিকারী ঐ খাজানা মুদ্রারূপ খাজানায় পরিবর্ত্তিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

শস্যরূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

(২) এই প্রার্থনা কালেক্টর সাহেবের বা মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট, কিম্বা ১০ অধ্যায়মতে যে কোন কর্ম্মচারী খাজানার বন্দোবস্ত করেন, তাঁহার নিকট, কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্ম্মচারীর নিকট, করা যাইতে পারিবে।

(৩) ঐ প্রার্থনাপত্র পাইলে যত টাকা মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হইবে, উক্ত কর্ম্মচারী তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন এবং এই আজ্ঞা করিবেন। যে, রায়ত শস্যরূপে বা পূর্ব্বোক্তরূপ অন্য প্রকারে আপনার খাজানা না দিয়া ঐরূপ নির্ণীত টাকা দিবেন।

(৪) উহা নির্ণয় করিবার সময়ে উক্ত কর্ম্মচারী এই২ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্ব্ব দশবৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন, তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

(৫) ঐ আজ্ঞা লিখিয়া করিতে হইবে, এবং উহা যে২ হেতু ধরিয়া করা যায়, ও যে সময়াবধি উহা ফলবৎ হইবে, উহাতে তাহা লেখা থাকিবে; এবং রাজস্ব কর্ম্মচারীরা অন্য যে২ আজ্ঞা করেন, তাহার উপর যে প্রকারে আপীল হইতে পারে, ঐ আজ্ঞার উপরও সেই প্রকারে আপীল হইতে পারে।

(৬) কেহ প্রার্থনাপত্রের বিরোধী হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) যে কর্ম্মচারীরা ৫২ ধারামত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি;

(খ) কোন স্থানে এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে কোন্ কোন্ খাদ্য শস্য প্রধান শস্য বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা স্থির করিবার বিধি; এবং

(গ) ৪১ ও ৪২ ধারামতে যে কার্য্যকারকেরা চুক্তি রেজিস্টরী করেন, তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্ব শূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫৫ ধারা। যে রায়তদের দখলীস্বত্ব না থাকে, ও দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত বলিয়া এই আইনে যাহাদের উল্লেখ আছে, এই অধ্যায় তাহাদের সম্বন্ধে খাটিবে।

এই অধ্যায় খাটিবার কথা।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের প্রথমস্থলীয় খাজানার কথা।

৫৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাহাকে দখল দিবার সময়ে তাহার সহিত ভূম্যধিকারীর যে খাজানার নিয়ম হয়, তাহার সেই খাজানা দিতে হইবে।

খাজানা বৃদ্ধির নিয়মের কথা।

৫৭ ধারা। রেজিস্টরী করা নিয়মপত্র কিম্বা ৬০ ধারামত নিয়মপত্রক্রমে না হইলে, কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

যে যে হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৫৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।—

(ক) সে বাকী খাজানা দেয় নাই, এই হেতু ধরিয়া।

(খ) উক্ত রায়ত ভূমি এইরূপে ব্যবহার করিয়াছে, যাহাতে উহা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় কার্য্যের অনুপযোগী হয়, অথবা সে এই আইনসঙ্গত এরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ করিলে তাহার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া।

(গ) রেজিস্টরী করা পাট্টাক্রমে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

(ঘ) ৬০ ধারামতে ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজানা ধার্য্য হইয়াছে, উক্ত রায়ত সেই খাজানা দিবার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছে, কিম্বা ঐ খাজানা দিয়া যে মিয়াদ পর্য্যন্ত সে ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ববান, সেই মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিষেধের কথা।

৫৯ ধারা। মিয়াদ অতীত হইবার অন্যূন ছয় মাস থাকিতে, রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে, পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

খাজানা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিষেধের কথা।

৬০ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী বর্দ্ধিত খাজানা দিবার নিয়মপত্র রায়তের নিকট অর্পণ না করিলে, এবং রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিতে অস্বীকার না করিলে, খাজানা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রায়তের উপর জারী করিবার নিমিত্ত এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে আদালত বা কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কার্য্যকারক অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ রায়তের উপর তাহা জারী করাইবেন; এবং তাহা ঐ রূপে জারী করা গেলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রায়তের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র জারী করা যায়, সেই রায়ত যদি তাহা সম্পাদন করে, এবং যে আফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আফিসে দাখিল করে, তবে পরবর্ত্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র ফলবৎ হইবে।

(৪) কোন রায়ত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে উহা ঐ রূপে দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্য্যকারক উহা উক্ত রূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিস নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রায়ত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, সে এই ধারার কার্য্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট যে নিয়মপত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে, এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ যোতের যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, আদালত তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৭) ঐ রূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচবৎসর কাল ঐ খাজানা দিয়া আপন যোত দখল করিয়া থাকিতে স্বত্ববান্ থাকিবে, কিন্তু উক্তকাল গত হইলে, যদি সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে পূর্ব্বধারার লিখিত নিয়মানুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) ঐরূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(৯) যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত রায়তেরা যে খাজানা দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু সাবেক খাজানার উপর টাকার আটআনার অধিক বৃদ্ধি দিবেন না।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে, যে কৃষি বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি উহা ফলবৎ হইবে।

"দখল দেওয়া" শব্দের অর্থ।

৬১ ধারা। কোন রায়তের দখলে ভূমি থাকিলে, ঐ দখল চলিবার নিমিত্ত পাট্টা লিখিয়া দেওয়া গেলে, যদিও তাহাকে দখল দেওয়া গেল, পাট্টায় এই মর্ম্মের কথা লেখা থাকে, তথাপি এই

অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে ঐ পাট্টাক্রমে তাঁহাকে দখল দেওয়া গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

৭ম অধ্যায়।

কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

কোর্ফা রায়তের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা।

৬২ ধারা। মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া যে কোন কোর্ফা রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূম্যধিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টরী করা পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্ফা রায়তের দেয় খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

কোর্ফা রায়তদিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

৬৩ ধারা। কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্যূন ছয়মাস থাকিতে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কোন কোর্ফা রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত নোটিস জারী করা না গেলে পর, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

খাজানা অবধারিত থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।

৬৪ ধারা। (১) কোন তালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, যোতের পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এই হেতু বিনা ঐ খাজানা বা খাজানার হার বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

(২) কোন তালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা যাহা মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিশবৎসর মধ্যে পরিবর্ত্তিত হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এই আইনমত কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ইহার প্রমাণ হইলে, যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি ঐ খাজানায় বা খাজানার হারে তাঁহারা উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ থাকে যে, স্থানবিশেষে অবধারিত খাজানায় বা অবধারিত খাজানার হারে প্রজাস্বত্ব বা কোন শ্রেণীর প্রজাস্বত্ব থাকিলে, তাহা উক্ত আইনের দ্বারা বা তৎক্রমে নির্দ্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্ব্বে রেজিষ্টরী করিতে হইবে, তবে ঐ স্থানে যে কোন প্রজাস্বত্ব বা স্থল বিশেষে উক্ত শ্রেণীর যে কোন প্রজাস্বত্ব রেজিষ্টরী করা হয় নাই, তৎসম্বন্ধে ঐ তারিখের পর পূর্ব্বোক্ত অনুমান খাটিবে না।

(৩) কোন রায়ত ভূমির উৎপন্নের অবধারিত অংশ বা অবধারিত অংশের মূল্য খাজানাস্বরূপ দিয়া থাকিলে, যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বৎসর বৎসর বিভিন্ন হইয়াছে বলিয়া কিম্বা রায়ত ও ভূম্যধিকারী উভয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত খাজানার পরিবর্ত্তে অবধারিত টাকা খাজানাস্বরূপ ধার্য্য করা গিয়াছে বলিয়া কেবল এই কারণে ঐ খাজানা বা খাজানার হার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(৪) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে কোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক করা গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত মিশাইয়া এক যোত করা গেলে, রায়তের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার কার্য্য হইবার কোন বিঘ্ন হইবে না।

(৫) কএক বৎসর মিয়াদে ভূমি ভোগ হইলে কিম্বা ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামতে প্রজাস্বত্ব শেষ হইতে পারিলে, এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না।

খাজানার পরিমাণ ও ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে অনুমানের কথা।

৬৫ ধারা। কোনপ্রকার খাজানার পরিমাণসম্বন্ধে কিম্বা কোন কৃষি বৎসরে সে যেং নিয়মে ভূমিভোগ করে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষি বৎসরে যে খাজানা দিয়া যেং নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিয়াছে, বিপরীত দর্শান না গেলে, সেই খাজানা দিয়া সেইং নিয়মে সে ভূমি ভোগ করে এইরূপ অনুমান হইবে।

পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইলে খাজানার পরিবর্ত্তনের কথা।

পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইলে খাজানার পরিবর্ত্তনের কথা।

৬৬ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রজা

(ক) পূর্ব্বে যৎপরিমাণ ভূমির জন্য খাজানা দিয়াছেন, মাপ করিয়া তদধিক যত ভূমি থাকা প্রমাণ হয়, তত ভূমির জন্য তাঁহার অতিরিক্ত খাজানা দিতে হইবে, এবং

(খ) শিকস্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে যোতের পরিমাণ কম হইলে, উক্ত প্রজা খাজানা কমাইতে স্বত্ববান হইবেন; কিন্তু যদি প্রমাণ হয়, যে নষ্ট ভূমি পৈবস্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে তাঁহার যোতে যোজিত হইয়াছিল, এবং ঐরূপ যোগ হওয়াতে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় নাই, তবে এই বিধি খাটিবে না।

(২) খাজানায় যে টাকা যোগ করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই শ্রেণীর প্রজাদের যে হারে খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি এবং তালুকদারের বেলা তিনি আপনার তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্ববান্ তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৩) যোতের মোট বার্ষিক মূল্যের যত হ্রাস ঘটে, তাহা পূর্ব্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়, খাজানার যত টাকা কমাইতে হইবে, তাহা পূর্ব্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে, কিম্বা নষ্ট ভূমির বার্ষিক মূল্যের সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরিমাণ হ্রাস হয়, তাহা যোতের পূর্ব্ব পরিমাণের যে অংশ খাজানার যত টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে।

খাজানা দিবার কথা।

খাজানার কিস্তির কথা।

৬৭ ধারা। (১) তালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে যেরূপ নিয়ম থাকে, তদ্রূপ কিস্তিক্রমে তদ্রূপ তারিখে তালুকদারের দেয় মুদ্রারূপ খাজানা দেওয়া যাইবে; নিয়ম না থাকিলে, দেশাচারমত কিস্তিক্রমে ও তারিখে দেওয়া যাইবে; এবং নিয়ম কিম্বা দেশাচার না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্থে কোন স্থানের নিমিত্ত যেং কিস্তি ও তারিখ নির্দ্দিষ্ট করেন, সেইং কিস্তিক্রমে সেইং তারিখে দেওয়া যাইবে।

(২) কোন রায়তের বা কোর্ফা রায়তের যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে বার্ষিক খাজানার অংশস্বরূপ যেং কিস্তি ও বৎসরে চারির অনধিক যেং তারিখ নির্দ্দেশ করেন, সেইং কিস্তিক্রমে ও সেইং তারিখে সেই খাজানা নিয়মক্রমে কিম্বা নিয়ম না থাকিলে দেশাচারক্রমে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই বিধির বিধানাধীনে দেওয়া যাইবে।

(৩) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রচলিত দেশাচার, ফসলের সময় এবং ভূমির রাজস্ব দিতে হইবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৪) এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা যে কৃষি বৎসরে বলবৎ হইবে সেই কৃষি বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অন্যূন তিন মাস থাকিতে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে।

খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা।

৬৮ ধারা। (১) প্রত্যেক কিস্তি যে তারিখে দেয় হয়, সেই তারিখের সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে প্রজা ঐ কিস্তির টাকা দিবেন।

(২) এই আইনমতে যেং স্থলে প্রজা আপন খাজানা আমানত করিতে পারে, সেইং স্থল ছাড়া ভূম্যধিকারীর গ্রাম্য কাছারীতে কিম্বা তদর্থে ভূম্যধিকারী অন্য যে সুবিধামত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রজাকে পোষ্টাল মণিঅর্ডরক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৩) খাজানার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দেয় হয়, সেই সময়ে বা তৎপূর্ব্বে যথাবিধি দেওয়া না গেলে, তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে।

টাকা যেরূপে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা।

৬৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরের কিম্বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে ঐ টাকা জমা দিতে হইবে।

(২) প্রজা ঐরূপ কোন নির্দ্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা জমা দিতে পারিবেন।

কবজ ও হিসাবের কথা।

ভূম্যধিকারীকে টাকা দিলে প্রজার কবজ পাইবার স্বত্বের কথা।

৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীকে খাজানার হিসাবে টাকা দিলে যত টাকা দেন, উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত তত টাকার লিখিত কবজ উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে তৎক্ষণাৎ পাইতে তাঁহার স্বত্ব আছে।

(২) ভূম্যধিকারী উক্ত কবজের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

(৩) এই আইনের ৩য় তফসীলে কবজের যে পাঠ দেওয়া গেল, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েং সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে যেং বিশেষ কথা লিখিত থাকে, কবজে ও অনুলিপিতে সেইং বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

(৪) যে প্রত্যেক কবজে সারতঃ এই ধারার আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে, বিপরীত দর্শান না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পর্য্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া অনুমান হইবে।

বৎসরের শেষে প্রজার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি বা হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারের কথা।

৭১ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত প্রজার যত খাজানা দিতে হইবে, তৎসমস্ত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভূম্যধিকারী স্বীকার করিলে, ঐ বৎসর অবসান হইবার তিন মাসের মধ্যে ঐ প্রজা বিনা খরচে আপন ভূম্যধিকারীর স্থানে উক্ত ভূম্যধিকারির স্বাক্ষরিত পূর্ণনিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কবজ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) ভূম্যধিকারী ঐ কথা স্বীকার না করিলে, প্রজা চারিআনা ফী দিলে ঐ বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে এই আইনের তৃতীয় তফসীলের পাঠে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েং সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে যেং বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎসম্বলিত হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাতেও ঐরূপ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অনুলিপি না রাখিলে দণ্ডের কথা।

৭২ ধারা। (১) প্রজা কোন খাজানা দিলে, যদি ভূম্যধিকারী তাঁহাকে ৭০ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা সম্বলিত কবজ দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা খাজানা দিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদালত যাহা উচিত বোধ করেন সেইরূপ দণ্ডের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) যদি ভূম্যধিকারী প্রজার দাওয়ামতে ৭১ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন বৎসরের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্ররূপ কবজ বা হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে বৎসরের কবজ বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বৎসর প্রজা ভূম্যধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদালত যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত দণ্ডের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রজা পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী উক্ত কোন ধারার আদেশমত কবজের বা বিবরণপত্রের অনুলিপি বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাঁহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খাজানা আমানত করিবার কথা।

রাজকীয় কার্য্যালয়ে খাজানা আমানত করিবার দরখাস্তের কথা।

৭৩ ধারা। (১) নিম্নলিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

(ক) যে স্থলে প্রজা খাজানার নিমিত্ত টাকা দিবার প্রস্তাব করেন এবং ভূম্যধিকারী তাহা লইতে বা তজ্জন্য কবজ দিতে অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজা এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার খাজানা যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি বিবাদ বা বিদ্বেষ বশতঃ তাহা লইতে বা তন্নিমিত্ত কবজ দিতে ইচ্ছুক হইবেন না;

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সহাংশীদারদিগকে সংসৃষ্টভাবে দিতে হয়, এবং প্রজা তন্নিমিত্ত সহাংশীদারদের সংসৃষ্ট কবজ পাইতে না পারেন, এবং কোন ব্যক্তি তাঁহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া থাকেন; কিম্বা

(ঘ) যে স্থলে কোন্ ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার স্বত্বাধিকারী এবিষয়ে প্রজার প্রকৃত সন্দেহ থাকে; সেই স্থলে

যোত যে স্থানের মধ্যে থাকে, সেই স্থানের নিমিত্ত এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং যে কর্ম্মচারিকে নিযুক্ত করেন, প্রজা তৎকালীন পাওনা সমুদয় টাকা তাঁহার আফিসে আমানত করিবার অনুমতি পাইবার নিমিত্ত লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে হেতুতে দরখাস্ত করা যায়, ঐ দরখাস্তে তাহার বর্ণনা থাকিবে এবং (ঘ) স্থলে যে ব্যক্তিকে শেষবার খাজানা দেওয়া হয়, তাঁহার নাম, ও এক্ষণে যে বা যেং ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন, তাঁহার বা তাঁহাদের নাম দিতে হইবে। তাহাতে প্রজা স্বাক্ষর করিবেন, অথবা মোকদ্দমার বৃত্তান্ত তিনি স্বয়ং না জানিলে, যিনি জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং বিধিক্রমে আট আনার অনধিক যে ফী দিবার আজ্ঞা করেন, সেই ফী তৎসঙ্গে পাঠাইতে হইবে।

যে খাজানা আমানত করা যায় রাজকীয় কর্ম্মচারী তাহার রসীদ দিলে ঐ রসীদ নিষ্কৃতিপত্র হইবার কথা।

৭৪ ধারা। (১) যে কর্ম্মচারির নিকট পূর্ব্বধারামত দরখাস্ত করা যায় যদি তাঁহার বোধ হয় যে দরখাস্তকারী উক্ত ধারামতে খাজানা আমানত করিবার অধিকারী, তবে খাজানা লইয়া তন্নিমিত্ত আপন সরকারী মোহরযুক্ত রসীদ দিবেন।

(২) উক্ত কর্ম্মচারী উচিত বোধ করিলে, খাজানা লইবার পূর্ব্বে, পূর্ব্বধারার আদেশমত বর্ণনায় যে ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা প্রজার দেয় যে খাজানা পূর্ব্বোক্তরূপে আমানত করা যায় তৎসম্বন্ধে নিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কার্য্যকর হইবে। উক্ত খাজানা

পূর্ব্ব ধারার (ক) প্রকরণের স্থল হইলে যে ব্যক্তির নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা যায় সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যাঁহাকে খাজানা দিতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে নাম লেখা থাকে সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে সংসৃষ্টভাবে সহাংশীদারেরা, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে খাজানা পাইবার স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি,

গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হইত, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে উক্ত রসীদ কার্য্যকর হইবে।

আমানত পাইবার নোটিসের কথা।

৭৫ ধারা। (১) যে কর্ম্মচারী আমানত লন তিনি তাহা প্রাপ্ত হইবার নোটিস আপন আফিসের কোন সুপ্রকাশ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া দিবেন। ঐ নোটিসে সমুদয় প্রয়োজনীয় বৃত্তান্তের বর্ণনা থাকিবে।

(২) পূর্ব্বোক্তমতে যে তারিখে নোটিস লাগাইয়া দেওয়া যায় সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে পরবর্ত্তী ধারামতে আমানতের টাকা কাহাকেও দেওয়া না গেলে, যে প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ টাকা পাইবার দাওয়া বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত কর্ম্মচারী বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিনা খরচায় আমানত পাইবার নোটিস জারী করাইবেন।

আমানতী টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা।

৭৬ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্ম্মচারির বিবেচনায় আমানতের টাকা পাইবার অধিকারী বলিয়া বোধ হয়, তিনি তাহাকে ঐ টাকা দিতে পারিবেন, অথবা উচিত বোধ করিলে যে ব্যক্তির ঐরূপ অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ঐ টাকা রাখিতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে, পোষ্টাল মণিঅর্ডর করিয়া ঐ টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে কোন আমানত করা যায় সেই তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বে এই ধারামতে কোন টাকা দেওয়া না গেলে, যদি আমানতকারী প্রার্থনা করেন ও যে কর্ম্মচারির নিকট খাজানা আমানত করা যায় তাঁহার দত্ত রসীদ ফিরাইয়া দেন, তবে দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবের আজ্ঞা না থাকিলে আমানতী টাকা আমানতকারীকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব্ব কএক ধারামতে আমানত গ্রহণকারী কোন কর্ম্মচারী যাহা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের

বিরুদ্ধে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করা যাইবে না; কিন্তু এই ধারামতে ঐরূপ কোন আদালতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় ঐ টাকা পাইবার স্বত্বাধিকারী কোন ব্যক্তির তাঁহার স্থানে ঐ টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন কথাক্রমে হইবে না।

বাকী খাজানার কথা।

খাজানা হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রথম দায় হইবার কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের খাজানা উহার প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

(২) ভূম্যধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি টাকার ডিক্রী পাইয়া ঐ ডিক্রী জারিক্রমে প্রজার স্বত্ব, অধিকার ও স্বার্থ নীলাম করিলে, উক্ত প্রজার স্থানে ভূম্যধিকারির যে খাজানা পাওনা থাকে, উক্ত নীলামের উৎপন্ন টাকা হইতে ভূম্যধিকারী প্রথমে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু (১) প্রকরণমতে ভূম্যধিকারীর যে দাবী থাকে, এই স্বত্বক্রমে তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

যে যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করিবার কথা।

৭৮ ধারা। (১) যে কোন যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যেখানে বাঙ্গালা সন চলিত থাকে সেখানে ঐ সনের শেষে, কিম্বা যে খানে ফসলী বা আমলী সন চলিত থাকে সেখানে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ভূম্যধিকারী উক্ত বাকী খাজানা আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বা না থাকুন এবং কোন চুক্তির শর্ত্তক্রমে উক্ত প্রজাকে বাকী খাজানা নিমিত্ত উচ্ছেদ করিতে স্বত্ববান হউন বা না হউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় বাদির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে তাহাতে বাকী খাজানার টাকা ও তদুপরি সুদ পাওনা হইলে ঐ সুদ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিম্বা পঞ্চদশ দিনে আদালত বন্ধ থাকিলে আদালত যে দিনে পুনর্ব্বার খোলে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচা আদালতে দেওয়া গেলে, ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

বাকী খাজানার সুদের কথা।

৭৯ ধারা। বাকী খাজানার সুদের হার ধার্য্য করিবার সময়ে আদালত প্রচলিত প্রথার ও পক্ষদের মধ্যে কোন নিয়ম হইয়া থাকিলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু যে কৃষি বৎসরে বাকী পড়ে, সেই বৎসরের অবসানাবধি মোকদ্দমা উপস্থিত করণ পর্য্যন্ত সামান্যতঃ বৎসর শতকরা বার টাকা হারে সুদের ডিক্রী দিবেন।

যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা খাজানা না দেওয়া গেলে কিম্বা অন্যায়রূপে প্রতিবাদির নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে, হানিপূরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৮০ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আনীত কোন মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে প্রতিবাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা তাহার দেয় খাজানা দিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিয়াছে, তবে খাজানা ও খরচা বলিয়া যত টাকা ডিক্রী হয় তদতিরিক্ত আদালত যত টাকা খাজানার ডিক্রী হয় তাহার শতকরা ২৫ টাকার অনধিক যত হানিপূরণ উপযুক্ত বোধ করেন বাদির তত হানিপূরণের টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে হানিপূরণের আজ্ঞা হইলে, সুদের ডিক্রী হইবে না।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আনীত কোন মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে বাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, তবে বাদী যে মোট টাকার দাওয়া করে তাহার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা হানিপূরণস্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ফসলী বা ভাওলীখাজানার কথা।

ফসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত আজ্ঞার কথা।

৮১ ধারা। যে স্থলে উৎপন্ন যাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়,

(ক) সেই স্থলে যাচাই বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত সময়ে যদি ভূম্যধিকারী বা প্রজা স্বয়ং বা কর্ম্মকারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উপেক্ষা করেন, কিম্বা

(খ) উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বা মূল্য বা বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,

তবে কালেক্টর কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং কালেক্টর খরচ বলিয়া যত টাকা দিবার আজ্ঞা করেন উক্ত পক্ষ সেই টাকা আমানত করিলে, ঐ ফসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত যে কর্ম্মচারিকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মতে ঐরূপ আজ্ঞা করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব ঐরূপ প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করিলে, যাবৎ যাচাই বা বিভাগ না হয়, তাবৎ আজ্ঞাদ্বারা ফসল স্থানান্তর করা নিষেধ করিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা গেলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮২ ধারা। (১) কালেক্টর পূর্ব্ব ধারামতে কোন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিলে, আপন বিবেচনামতে উক্ত কর্ম্মচারীর প্রতি এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে তিনি অন্য কোন ব্যক্তিদিগকে আসেসরস্বরূপ আপনার সহিত লন এবং আসেসর লওয়া গেলে উক্ত আসেসরদের সংখ্যা, যোগ্যতা ও নির্ব্বাচন প্রণালী সম্বন্ধে এবং যাচাই বা বিভাগ করণ কালে যে কার্য প্রণালী অবলম্বন

করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে আদেশ দিতে পারিবেন; এবং উক্ত কর্ম্মচারী সেই আদেশ অনুসারে কার্য্য করিবেন।

(২) উক্ত কর্ম্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিবার পূর্ব্বে যে সময়ে ও স্থানে যাচাই বা বিভাগ করা যাইবে তাহার নোটিস ভূম্যধিকারীকে ও প্রজাকে দিবেন, কিন্তু ভূম্যধিকারী বা প্রজা নিজে বা কর্ম্মকারকদ্বারা উপস্থিত না হইলে, তিনি এক তরফা কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(৩) উক্ত কর্ম্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিলে, আপন কার্য্যানুষ্ঠানের রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট পাঠাইবেন।

(৪) কালেক্টর উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং উভয় পক্ষকে তাহাদের কথা শুনিবার সুযোগ দিয়া কোন তদন্ত আবশ্যক বোধ করিলে সেই তদন্তের পর উক্ত রিপোর্টের উপরে যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিবেন।

(৫) কালেক্টর উচিত বোধ করিলে, পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্তরূপ নিয়ম সাপেক্ষ থাকিয়া, তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে।

(৬) উক্ত কর্ম্মচারী যাচাই অর্থাৎ দানাবন্দী করিলে, দানাবন্দী বা যাচাইর কাগজপত্র জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে রক্ষিত হইবে।

শস্যের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

৮৩ ধারা। (১) উৎপন্ন ফসল যাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(২) উৎপন্ন ফসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, যাবৎ উহা বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় স্থলেই ভূম্যধিকারির পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষিকার্য্যের নিয়মিত কালে ফসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে ফসলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি প্রজা ফসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শস্যসংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শস্য সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে যত যাচাই হয়, ফসল তত হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারির পরিবর্ত্তনহইলে খাজানার দায়ের কথা।

হস্তান্তরের নোটিস না পাইয়া পূর্ব্ব ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দেওয়া যায়, তজ্জন্য ভূম্যধিকারির স্বার্থগ্রহীতার নিকট প্রজার দায়ী না হইবার কথা।

৮৪ ধারা। (১) কোন প্রজার ভূম্যধিকারির স্বার্থ হস্তান্তর করা গেলে, হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা পাওনা হয়, তাহা যে ভূম্যধিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, সেই ভূম্যধিকারীকে দেওয়া গেলে, যদি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা প্রজাকে হস্তান্তর হইবার নোটিস না দিয়া থাকেন, তবে ঐ প্রজা উক্ত খাজানার নিমিত্ত হস্তান্তরক্রমেগ্রহীতার নিকট দায়ী হইবে না।

(২) যে ভূম্যধিকারির স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, তাঁহাকে একাধিক প্রজা খাজানা দিলে, যদি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রজাদের নিকট এক সাধারণ নোটিস প্রচার করেন, তাহা এই ধারার কার্য্যপক্ষে উপযুক্ত নোটিস হইবে।

আইনবিরুদ্ধ কর প্রভৃতির কথা।

আবওয়াব প্রভৃতি আইনবিরুদ্ধ হইবার কথা।

৮৫ ধারা। প্রকৃত খাজানার অতিরিক্ত আবওয়াব, মাথট কিম্বা তদ্রূপ অন্য নামে দিয়া প্রজাদের উপর যে কোন কর ধার্য্য করা যায়, তাহা আইনবিরুদ্ধ হইবে, এবং ঐরূপ কর দিবার সমুদয় শর্ত্ত ও নিয়ম অসিদ্ধ হইবে।

দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রজার স্থানে ভূম্যধিকারী অন্যায় করিয়া লইলে দণ্ডের কথা।

৮৬ ধারা। প্রচলিত কোন বিশেষ আইনক্রমে না হইলে, আইনমতে যে খাজানা দেয়, তদতিরিক্ত প্রজার স্থানে কোন টাকা বা তাহার ভূমির উৎপন্নের কোন অংশ ভূম্যধিকারী অন্যায় করিয়া গ্রহণ করিলে, উক্ত প্রজা ঐরূপ গ্রহণ করিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে ঐরূপে গৃহীত টাকার বা উৎপন্নের মূল্যের অতিরিক্ত পাঁচ শত টাকার অনধিক আদালত দণ্ডস্বরূপ যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত টাকা, কিম্বা যাহা ঐরূপে অন্যায় করিয়া লওয়া যায়, তাহার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণ পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে, সেই পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক টাকা ভূম্যধিকারির নিকট পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

"উৎকর্ষ সাধন" শব্দের অর্থ।

৮৭ ধারা। (১) এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন রায়তের যোতের সম্বন্ধে "উৎকর্ষসাধন" শব্দ ব্যবহৃত হইলে যে কোন কার্য্য দ্বারা যোতের জমাই মূল্য বৃদ্ধি হয়, যাহা উক্ত যোতের উপযোগী এবং উহা যে উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যসম্মত, এবং যাহা যোতের উপর করা না গেলেও সাক্ষাৎসম্বন্ধে উহার উপকারার্থ করা যায়, কিম্বা করিবার পর সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ যোতের উপকারজনক করা যায়, সেই কার্য্য বুঝাইবে।

(২) বিপরীত দর্শান না গেলে, নিম্নলিখিত কার্য্য গুলি এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী উৎকর্ষ সাধন বলিয়া অনুমান হইবে,—

(ক) কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত কিম্বা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত মনুষ্যের ও গবাদির ব্যবহার নিমিত্ত জলসঞ্চয়, যোগান বা বিতরণ করণার্থ কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন;

(খ) জলসেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্য্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কিম্বা যে পতিত ভূমি আবাদ করা যাইতে পারে, তাহার জলনিঃসরণ কিম্বা নদী বা অন্য জল হইতে উদ্ধার করণ, কিম্বা জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করণ, কিম্বা জলজনিত ক্ষয় বা অন্য হানি নিবারণ;

(ঘ) কৃষিকার্য্যার্থ ভূমির আবাদ বা পরিষ্কার করণ কিম্বা তাহা ঘেরা বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন;

(ঙ) পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্য নূতন করিয়া বা পুনর্ব্বার করা, অথবা তাহার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করা; ও

(চ) আবশ্যক বাহিরের ঘর সমেত রায়ত ও তদীয় পরিবারের উপযোগী বাসগৃহ নির্ম্মাণ।

(৩) কিন্তু রায়ত কোন যোতে যে কার্য্য করেন, তদ্দ্বারা স্বীয় ভূম্যধিকারীর মহালের বা তালুকের মূল্য বিশেষরূপে কম হইয়া পড়িলে, ঐ কার্য্য এই আইনের অভিপ্রায়মত উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

অবধারিত হারে ভূমিভোগ করা গেলে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৮৮ ধারা। রায়ত অবধারিত খাজনায় কিম্বা অবধারিত খাজানার হারে ভূমিভোগ করিলে, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহার যোতের সম্বন্ধে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে তাহাকে ভূম্যধিকারীস্বরূপ বাধা দিতে পারিবেন না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৮৯ ধারা। (১) কোন রায়তের যোতে তাহার দখলীস্বত্ব থাকিলে, রায়ত বা ভূম্যধিকারী নিজে উৎকর্ষসাধন করিতে সম্মত আছেন, এই হেতু বিনা রায়ত বা ভূম্যধিকারীস্বরূপ উক্ত যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে অপর পক্ষকে বাধা দিতে পারিবেন না।

(২) যদি রায়ত ও ভূম্যধিকারী উভয়েই একই উৎকর্ষসাধন করিতে চাহেন, তবে উক্ত ভূম্যধিকারীর অধীন অন্য এক বা অধিক যোত তদ্দ্বারা স্পৃষ্ট না হইলে, রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্র স্বত্ব থাকিবে।

(৩) রায়ত ও তাহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে

(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বসম্বন্ধে, কিম্বা

(খ) কোন বিশেষকার্য্য উৎকর্ষসাধন কিনা, এতৎসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে,

কালেক্টর সাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

দখলীস্বত্বশূন্য যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৯০ ধারা। (১) দখলীস্বত্বশূন্য কোন রায়ত আপনার ও স্বীয় পরিবারের নিমিত্ত আবশ্যক বাহিরের ঘর সমেত উপযুক্ত বাসগৃহ প্রস্তুত করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্তমতে কিম্বা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে না হইলে আপনার যোতসম্বন্ধে স্বীয় ভূম্যধিকারীর অনুমতি না লইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন না।

(২) স্বীয় ভূম্যধিকারীর অনুমতির প্রয়োজন না থাকিলে, যে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত আপন যোত সম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করিতে পারিতেন তিনি উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশ করিয়া তাঁহাকে অনুরোধপত্র দিতে বা দেওয়াইতে পারিবেন, এবং ভূমাধিকারী ঐ অনুরোধ পালন করিতে অক্ষম হইলে, বা উপেক্ষা করিলে, আপনি ঐ উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৯১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী আইনমতে যে উৎকর্ষসাধন করেন, কিম্বা যাহা আইনমতে তাঁহার খরচে করা যায়, কিম্বা যাহা করিতে তিনি প্রজাকে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া রেজিষ্টরী করাইতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যেরূপ আদেশ করেন, প্রার্থনাপত্র সেইরূপ পাঠে লিখিতে হইবে, ও তাহাতে সেইরূপ সন্ধান থাকিবে, ও সেই প্রকারে স্থানীয় তদন্তের দ্বারা বা অন্যোপায়ে তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করা যাইবে।

(৩) যে কর্ম্মচারী প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হন, তিনি,

(ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে উৎকর্ষ সাধন হইলে, এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি,

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকর্ষসাধন হইলে, উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবার তারিখ অবধি,

১২ বার মাসের মধ্যে প্রার্থনা করা না গেলে, তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রার্থনার কথা।

৯২ ধারা। (১) কোন যোতের ভূম্যধিকারী বা প্রজা তৎসম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যদি তিনি এরূপ বিবেচনা না করেন যে, ঐ প্রার্থনা করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা এরূপ দেখা না যায় যে, ঐ বিষয় কোন দেওয়ানী আদালতে তদন্তাধীনে রহিয়াছে, তবে উক্ত কর্ম্মচারী উভয় পক্ষের সমক্ষে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এই ধারামতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা গেলে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কিম্বা তাঁহাদের অধীন দাওয়াদার ব্যক্তিদের মধ্যে পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য হয়, তাহাতে ঐ লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

৯৩ ধারা। (১) যে কোন রায়তকে তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, সেই রায়ত বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারী এই আইন অনুসারে যে সকল উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য পূর্ব্বে ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হইয়া থাকিলে, উক্ত রায়ত ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

(২) কোন আদালত কোন রায়তকে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা করিলে, যদি এই ধারামতে উক্ত রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দেয় হয়, তবে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা নিরূপণ করিবেন, এবং রায়তের ঐ টাকা পাইবার নিয়মাধীনে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা করিবেন।

(৩) যেস্থলে কোন বিশেষ সুবিধা পাইবেন বলিয়া রায়ত ক্ষতিপূরণ বিনা উৎকর্ষসাধন করিতে চুক্তি করিয়া, বা পাট্টা লইয়া তদনুসারে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, এবং উক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই স্থলে এই ধারামতে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার দাওয়া করা যাইতে পারিবে না।

(৪) ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৫) কোন উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই ধারামতে যে ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা করিতে হইবে, সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়ার্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যত জন আসেসর উপযুক্ত বোধ করেন, তত জন আসেসর আপন সঙ্গে লইবার নিমিত্ত আদালতের প্রতি আজ্ঞা করিয়া এবং আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্ব্বাচনপ্রণালী স্থির করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৯৪ ধারা। (১) উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত পূর্ব্ব ধারামতে যে ক্ষতিপূরণ দিবার আজ্ঞা করিতে হইবে, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে, এই২ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে,—

যে বিধিক্রমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার কথা।

(ক) যোতের জমাই মূল্য বা উৎপন্ন বা উৎপন্নের মূল্য উৎকর্ষসাধন দ্বারা যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই পরিমাণের প্রতি;

(খ) উৎকর্ষসাধনের অবস্থার প্রতি ও তাহার ফল যত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তাহার প্রতি;

(গ) উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে যে পরিশ্রম ও মূলধন লাগে তৎপ্রতি;

(ঘ) ঐ উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে ভূম্যধিকারী কোনরূপে খাজানা হ্রাস বা ক্ষমা করিলে বা রায়তকে অন্য কোন সুবিধা করিয়া দিলে, তৎপ্রতি; এবং

(ঙ) ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যতকাল অবর্দ্ধিত খাজানায় উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন, সেই কালের প্রতি।

(২) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইলে, ভূম্যধিকারী ও রায়ত উচিত বোধ করিলে, এইরূপ সম্মতি দিতে পারিবেন যে সম্পূর্ণরূপে মুদ্রাযোগে প্রদত্ত না হইয়া, উহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অন্য কোনরূপে প্রদত্ত হইবে।

ইস্তফা ও পরিত্যাগ করিবার কথা।

৯৫ ধারা। (১) কোন রায়ত পাট্টা বা অন্য নিয়মপত্রক্রমে অবধারিত কালের নিমিত্ত বাধ্য না থাকিলে, কোন কৃষি বৎসরের শেষে আপন যোতের স্বত্ব ও স্বার্থ ইস্তফা করিতে পারিবে।

ইস্তফা করিবার কথা।

(২) কিন্তু ইস্তফা করিলেও যদি সে ইস্তফা করিবার অন্যূন তিন মাস থাকিতে ইস্তফা করিবার আপন অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস আপন ভূম্যধিকারীকে না দিয়া থাকে, তবে ইস্তফা করিবার তারিখের পরবর্ত্তি কৃষি-বৎসরের নিমিত্ত ঐ রায়ত উক্ত যোতের খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(৩) নিম্নলিখিত স্থলে যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, উক্ত নোটিস ঐরূপে দেওয়া হইয়াছিল, এই ধারার কার্য্যপক্ষে আদালত এই অনুমান করিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যদি রায়ত ইস্তফা করিবার পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরে সেই ভূম্যধিকারীর স্থানে সেই গ্রামে নূতন যোত লয়;

(খ) যে কৃষি বৎসরের শেষে ইস্তফা করা হয়, সেই বৎসর শেষ হইবার অন্যূন তিন মাস থাকিতে যদি রায়ত ইস্তফা করা যোত যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামে আর বাস না করে;

(গ) যদি ইস্তফা করিবার পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের কোন সময়ে ভূম্যধিকারী নিজে অন্য কোন প্রজাকে ঐ যোত বা উহার কোন অংশ জমা করিয়া দেন কিম্বা চাষ করেন।

(৪) রায়ত উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোত বা তাহার কোন অংশ যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে থাকে, সেই আদালতের দ্বারা নোটিস জারী করাইতে পারিবেন।

(৫) কোন রায়ত আপন যোত ইস্তফা করিলে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া উহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

৯৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোটিস না দিয়া ও খাজানা যেমন দেনা হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ত্যাগ করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তিদ্বারা আপন যোত আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে কৃষিবৎসরে ঐরূপ ত্যাগ করিয়া যায় ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর অতীত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

পরিত্যাগের কথা।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিত্যক্ত জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা, দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত হইলে, ছয় মাস অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্ত্ত ন্যায্য বোধ করেন, সেই শর্ত্তে দখল ফিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যোতের অংশ করিবার কথা।

যোতের অংশ হস্তান্তর-যোগ্য না হইবার কথা।

৯৭ ধারা। যে প্রজার যোত হস্তান্তরযোগ্য, এই আইনের কোন কার্য্যক্রমে সেই প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা আপনার যোতের অন্তর্গত ভূমির কিয়দংশমাত্র এরূপে হস্তান্তর বা উইল করিতে পারিবেন না, যাহাতে হস্তান্তর বা উইলক্রমে গ্রহীতা ঐ অংশ পৃথক যোতস্বরূপ উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট ভোগ করিতে পারেন।

উচ্ছেদের কথা।

ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে উচ্ছেদ না হইবার কথা।

৯৮ ধারা। ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে কোন প্রজাকে তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

ভূম্যধিকারির ভূমি মাপিবার স্বত্বের কথা।

৯৯ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী এই ধারার ও, কোন চুক্তি থাকিলে, তাহার বিধান মানিয়া স্বয়ং কিম্বা এতদর্থে তাঁহার স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন মহালের বা তালুকের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা মাপ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না। কেবল নিম্নলিখিত স্থলে এই নিয়ম খাটিবে না, যথা—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিকস্তী পৈবস্তী হেতুক বৎসরং পরিবর্ত্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যেস্থলে বৎসরং চাষের ভূমির পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া অন্য প্রকারে খরিদার হন, এবং খরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) উক্ত দশ বৎসর শেষ মাপের তারিখ অবধি গণনা করা যাইবে, ঐ মাপ এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বেই হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক।

প্রজা উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিবে, আদালতের এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১০০ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী পূর্ব্বধারামতে যে ভূমি মাপ করিতে পারেন তাহা মাপ করিতে চাহিলে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে দেওয়ানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে প্রজা উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির সীমা দেখাইয়া দিবে।

(২) যদি প্রজা উক্ত আজ্ঞামতে কার্য্য করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে যে সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রজার প্রতি আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আদেশমতে ভূমির সীমার ও মাপের যে মানচিত্র বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে, পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

মাপের কষ্টির কথা।

১০১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব কর্ম্মকারীর আজ্ঞাক্রমে ভূমির যে মাপ হয়, তাহা যে মাপে কষ্টিমত এক বিঘাতে ১৪,৪০০ বর্গ ফুট হয়, সেই গবর্ণমেণ্টের মাপ অনুসারে হইবে।

(২) উভয় পক্ষের স্বত্ব ভিন্নরূপ কোন স্থানীয় মাপ অনুসারে নিয়মিত হইলে, গবর্ণমেণ্টের মাপ উক্ত মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে স্থানীয় মাপে পরিণত করা যাইবে।

(৩) কোন স্থানে যে বা যেং মানদণ্ড ব্যবহৃত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় তদন্ত লইবার পর তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে, শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষদের কথা।

কেন সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ করিতে পারিবার কথা।

১০২ ধারা। কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারিগণ যদি তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে একমত না হন, এবং সেই কারণে

(ক) সাধারণের অসুবিধা কিম্বা

(খ) ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়,

তবে জিলার জজ সাহেব (ক) চিহ্নিত স্থলে কালেক্টরের এবং (খ) চিহ্নিত স্থলে ঐ মহালে বা তালুকে যাহার কোন স্বার্থ থাকে, এরূপ কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে কেন উক্ত সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন না, ইহার কারণ দর্শাইবার আদেশসূচক নোটিস তাঁহাদের সকলের উপর জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারী যে স্বার্থের দাওয়া করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ তাঁহার দখলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালের সহাধিকারী হইলে তাঁহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজিষ্টরী করা না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

১০৩ ধারা। যদি পূর্ব্ব ধারামত নোটিস জারী হইবার পর এক মাসের মধ্যে উক্ত মহাধিকারিগণ পূর্ব্বোক্তরূপ কারণ দেখাইতে না পারেন, তবে জিলার জজ সাহেব তাঁহাদিগকে একজন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার আদেশসূচক আজ্ঞা দিতে পারিবেন; এবং ঐ আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে যে কোন মহাধিকারী উপস্থিত হন নাই, ঐ আজ্ঞার নকল তাঁহার উপর জারী করা যাইবে।

কারণ দর্শান না গেলে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করণার্থ তাঁহাদিগকে আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১০৪ ধারা। পূর্ব্ব ধারামত আজ্ঞা হইবার পর এক মাসের অনূ্যন যে সময় জিলার জজ সাহেব এতদর্থে ধার্য্য করিয়া দেন, সেই সময়ের মধ্যে অথবা উক্ত ধারার আদেশমতে উক্ত আজ্ঞা জারী করা হইয়া থাকিলে, ঐরূপ জারী করিবার পর ঐরূপ সময়ের মধ্যে যদি মহাধিকারীগণ একজন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত না করেন, এবং জিলার জজ সাহেবের অবগতি নিমিত্ত ঐ নিয়োগের সম্বাদ না দেন, তবে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক বন্দোবস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, জিলার জজ সাহেবকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া না গেলে, তিনি

আজ্ঞা পালিত না হইলে কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) যে স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস উক্ত মহালের বা তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার লইতে সম্মত হন, সেই স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস দ্বারা ঐ মহালের বা তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা করিবার আদেশ দিতে পারিবেন; কিম্বা

(খ) যে কোন স্থলে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১০৫ ধারা। কোন স্থানের অন্তর্গত যে সকল মহালের ও তালুকের নিমিত্ত পূর্ব্ব ধারার (খ) প্রকরণমতে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়, সেই সকল মহালের ও তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা করণার্থ উক্ত স্থানের নিমিত্ত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্টগবর্নর সাহেব এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং কোন ব্যক্তিকে ঐরূপে নিযুক্ত করা গেলে, জিলার জজ সাহেব উক্ত প্রকরণমতে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু কোন মহালসম্বন্ধে যদি জজ সাহেব মহাধিকারিগণের এক জনকে কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন, তবে এই বিধি খাটিবে না।

পূর্ব্ব ধারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থলে কার্য্য করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

১০৬ ধারা। যে কোন স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস ১০৪ ধারামতে কোন মহালের বা তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করেন, সেই স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের যে সমস্ত বিধান স্থাবর সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্পর্কীয় হয়, সেই সমস্ত বিধান উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে খাটিবে।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে খাটিবার কথা।

১০৭ ধারা। (১) জিলার জজ সাহেব সময়েং যেরূপ আদেশ করেন, ১০৪ ধারার (খ) প্রকরণমতে নিযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ পারিশ্রমিকস্বরূপ সেইরূপ অবধারিত বেতন কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষরূপে তিনি যে টাকা আদায় করেন, সেই টাকার সেইরূপ শতকরা প্রাপ্ত হইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষের প্রতি যে বিধান বর্ত্তিবে তাহার কথা।

(২) জিলার জজ সাহেব যেরূপ জামিন দিবার আদেশ করেন, উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ যথাবিধি আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার সেইরূপ জামিন দিবেন।

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে, মহাধিকারীরা সংসৃষ্টভাবে যে সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিতেন, তিনি জিলার জজ সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে কার্য্যাধ্যক্ষতা নিমিত্ত সেই সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন, এবং মহাধিকারীরা ঐরূপ কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন না।

(৪) তিনি জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞানুসারে লভ্য লইয়া কার্য্য করিবেন ও তাহা বণ্টন করিয়া দিবেন।

(৫) তিনি রীতিমত হিসাব রাখিবেন, এবং মহাধিকারীদিগকে বা তাঁহাদের কোন জনকে উক্ত হিসাব দেখিতে ও উহার নকল লইতে দিবেন।

(৬) উক্ত জিলার জজ সাহেব যে সময়ের ও যে পাঠের আজ্ঞা করেন, তিনি সেই সময়ে ও সেই পাঠে আপনার হিসাব পাস করিবেন।

(৭) ভূস্বামীরা ১১২ ধারামতে যে কোন প্রার্থনা করিতে পারিতেন, তিনি সেই প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(৮) জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।

১০৮ ধারা। কোন মহাল বা তালুক কোর্ট অব-ওয়ার্ডসের কার্য্যাধ্যক্ষতাধীনে স্থাপন করা গেলে, কিম্বা ১০৪ ধারামতে তন্নিমিত্ত একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা গেলে, যদি জিলার জজ সাহেবের এইরূপ হৃদ্বোধ জন্মে, যে সাধারণের অসুবিধা বা ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি বিনা মহাধিকারিদের দ্বারা কার্য্যাধ্যক্ষতা চলিবে, তবে তিনি যে কোন সময়ে মহাধিকারিদিগকে উক্ত মহালের বা তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

মহাধিকারিগণকে কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার প্রত্যর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

১০৯ ধারা। হাই কোর্ট সময়েং পূর্ব্ব কএক ধারামত কার্য্যাধ্যক্ষদের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

স্বত্বের লিপির কথা।

স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১১০ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এবং পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে ঐরূপ অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে সময়েং স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারি কর্ত্তৃক কোন স্থানের সমুদয় প্রজাদের বা কোন শ্রেণীর প্রজাদের স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করা যাইবে।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি পূর্ব্বে গ্রহণ না করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে ভূম্যধিকারী কিম্বা ভূম্যধিকারীদের বা প্রজাদের অনেকাংশ লোকে উক্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করেন, এবং খরচ দিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশমত টাকা আমানত করেন, সেই স্থলে;

(খ) যে স্থলে ঐরূপ লিপি প্রস্তুত করিলে, সাধারণতঃ প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যে গুরুতর বিবাদ আছে, বা হইবার সম্ভাবনা, তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ হইতে পারে, সেই স্থলে; এবং

(গ) যে স্থলে গবর্ণমেন্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস যাহার মালিক বা কার্য্যাধ্যক্ষ, এরূপ কোন মহালের বা তালুকের মধ্যে উক্ত স্থান অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই স্থলে।

(৩) এই ধারামত কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন রাজকীয় গেজেটে দেওয়া গেলে, তাহাই উক্ত আজ্ঞা যথাবিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

যেং বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তাহার কথা।

১১১ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞায় তাহা নির্দ্দেশ করা যাইবে, ও নিম্নলিখিত সমুদয় বা কতকগুলি তন্মধ্যে থাকিতে পারিবে, অর্থাৎ,—

(ক) প্রত্যেক প্রজার নাম;

(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি তালুকদার কি অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারি রায়ত কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত কি কোর্ফা রায়ত;

(গ) তিনি যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা;

(ঘ) তদীয় ভূম্যধিকারির নাম;

(ঙ) দেয় খাজানা;

(চ) চুক্তিক্রমে কি আদালতের আজ্ঞাক্রমে কি প্রকারান্তরে হউক যে প্রকারে উক্ত খাজানা ধার্য্য হইয়া থাকে তাহা।

(ছ) খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে, যে সময়ে ও যে ক্রমে বৃদ্ধি হয় তাহা।

(জ) কোন বিশেষ নিয়মে প্রজা ভূমি ভোগ করিলে তাহা।

ভূস্বামীর বা তালুকদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর বিশেষকথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

১১২ ধারা। ভূস্বামী বা তালুকদার প্রার্থনা করিলে ও যত টাকা খরচ দিবার আদেশ হয় তাহা আমানত করিলে, এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধি মানিয়া ও তদনুসারে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কোন মহাল বা তালুক বা তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

লিপি প্রকাশ করিবার কথা।

১১৩ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ লিপি সম্পূর্ণ করিলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে প্রকারে ও যত কাল প্রকাশ করিবার আদেশ দেন, সেই প্রকারে ও ততকাল ঐ লিপির পাণ্ডুলেখ্য ঐ স্থানে প্রকাশ করাইবেন, এবং উক্ত কালমধ্যে ঐ লিপির কোন লেখা সম্বন্ধে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(২) উক্ত কাল অতীত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারী উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে স্থির করিয়া ফেলিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে প্রকারে প্রকাশ করিবার আদেশ করেন, সেই প্রকারে উহা ঐ স্থানে প্রকাশ করাইবেন; এবং উক্ত লিপি যে এই অধ্যায়মতে যথাবিধি প্রস্তুত করা গিয়াছে ঐরূপ প্রকাশকরণই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

লিপির লেখা সম্বন্ধে বিবাদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৪ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে রাজস্ব কর্ম্মচারী তাহাতে কোন কথা লিখিবার প্রস্তাব করিলে বা লিখিলে যদি তাহার শুদ্ধতাসম্বন্ধে বিবাদ উত্থিত হয়, তবে রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ বিবাদ শ্রবণ করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে মোকদ্দমার বিচার করিবার যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া উক্ত কার্য্যপক্ষে সেই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন, এবং তাঁহার নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

রাজস্ব কর্ম্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীলের কথা।

১১৫ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামত রাজস্ব কর্ম্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীল শুনিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বিশেষ জজ বলিয়া নিযুক্ত করিবেন।

(২) পূর্ব্ব ধারামত রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিষ্পত্তির উপর বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে; এবং আপীলসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে, তাহা উক্ত আপীলসম্বন্ধে যতদূর খাটিতে পারে খাটিবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থমতে বিশেষ জজ হাই কোর্টের অধীন আদালত হইলে যেরূপ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাধীনে তাঁহার নিষ্পত্তির উপর হাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

ঐ লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ না থাকে তাহা অনুমানমত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবার কথা।

১১৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে লিপি প্রস্তুত করা যায় তাহাতে যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ আছে ও যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই, ইহা পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

(২) উক্ত লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

খাজানা ধার্য্য হইবার বিধি।

খাজানা ধার্য্য করণার্থ রাজস্ব কর্ম্মচারীদের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১১৭ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উচিত বোধ করিলে, পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে এইরূপ আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত সমুদয় প্রজার বা কোন শ্রেণীর প্রজার খাজানা, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে সময়েং যে রাজস্ব কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের দ্বারা ধার্য্য হইবে।

কিন্তু ঐরূপ আজ্ঞা করা বাঞ্ছনীয়, স্থানীয় তদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এইরূপ জ্ঞানবোধ না জন্মিলে, উক্ত গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ আজ্ঞা করিবেন না।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ,

(ক) যে কোন স্থলে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিতে এই অধ্যায়মতে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর প্রতি আদেশ করা যায়, এবং

(খ) যে স্থলে কোন স্থান সম্বন্ধে রাজস্ব ধার্য্য হইতেছে।

(৩) এই ধারামতে রাজকীয় গেজেটে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, উক্ত বিজ্ঞাপনই উক্ত আজ্ঞা যথাবিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে, এবং কোন আজ্ঞা ঐরূপে বিজ্ঞাপিত হইলে, তাহা যতকাল ঐরূপে বিজ্ঞাপিত আজ্ঞাক্রমে রহিত না হয়, ততকাল প্রবল থাকিবে।

(৪) কোন প্রজাদের সম্বন্ধে এই ধারামত আজ্ঞা প্রবল থাকিতে, কোন দেওয়ানী আদালত এই আইনমতে উক্ত প্রজাদের কাহারও খাজানা বৃদ্ধি বা কম করিবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

খাজানা ধার্য্য করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৮ ধারা। (১) কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী এই অধ্যায়মতে খাজানা ধার্য্য করিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, ১১১ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দিলে সেই অন্য কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) (১) প্রকরণমত লিপিতে উক্ত কর্ম্মচারী কোন কথা লিখিয়া থাকিলে বা লিখিবার প্রস্তাব করিলে, তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে, পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে, ১১৪ ও ১১৫ ধারার বিধান খাটিবে।

(৩) যে তালুকের খাজানা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে সেই তালুক হইলে, কিম্বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যোত হইলে, ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে উক্ত কর্ম্মচারী তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন।

(৪) যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায় এই কার্য্যের নিমিত্ত তিনি বর্ত্তমান খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন, এবং খাজানা ধার্য্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ এই আইনে যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৫) (৩) ও (৪) প্রকরণগত সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উক্ত কর্ম্মচারী, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধি মানিয়া, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিবেন এবং ঐরূপ প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাঁহার নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৬) ঐরূপ প্রত্যেক নিষ্পত্তির উপর ১১৮ ধারামতে নিযুক্ত বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে। তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু তাহা এই নিয়মের অধীন থাকিবে যে, এই ধারার (২) প্রকরণমত দ্বিতীয় আপীলে যদি হাই কোর্ট, যে সকল বিশেষ কথা ধরিয়া কোন যোতের খাজানা ধার্য্য হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন কথা সম্বন্ধে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট ঐ যোতের নিমিত্ত নূতন খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ধার্য্য করিবার বেলা একই জমাবন্দীর মধ্যে সেই শ্রেণীর অন্যান্য যোতের যেরূপ খাজানা এই ধারামতে নিরূপিত বা ধার্য্য হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া চলিবেন।

(৭) রাজস্ব কর্ম্মচারী যে সকল বিশেষ কথা লিখিতে ও যে খাজানা ধার্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন সেই সকল বিশেষ কথা ও খাজানা লিখিলে ও ধার্য্য করিলে, তিনি এক বা একাধিক জমাবন্দীর পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিবেন। তিনি যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করেন ও খাজানা ধার্য্য করিলে যত টাকা খাজানা ধার্য্য করেন তাহা উক্ত জমাবন্দীতে দেখাইতে হইবে।

(৮) জমাবন্দী ১১৩ ধারার মর্ম্মানুযায়ী লিপি হইলে, ১১৩ ধারা তৎসম্বন্ধে যেরূপ খাটিত, এই ধারামত প্রত্যেক জমাবন্দী সম্বন্ধেও সেইরূপ খাটিবে এবং এই ধারার (১) প্রকরণমতে ঐরূপ কোন জমাবন্দীতে যে সকল কথা লেখা যায় তৎসম্বন্ধে ১১৬ ধারা খাটিবে।

যে সময়ে খাজানার পরিবর্ত্তন বলবৎ হইবে তাহার কথা।

১১৯ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে কোন খাজানা পরিবর্ত্তন করা গেলে, জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পরবর্ত্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ পরিবর্ত্তন বলবৎ হইবে।

ধার্য্যকরা খাজানা যতকাল অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, তাহার কথা।

১২০ ধারা। ১১৮ ধারার (৩) প্রকরণমতে কোন যোতের খাজানার টাকা ধার্য্য করাইবার নিমিত্ত কোন ভূম্যধিকারীর প্রার্থনা করিবার স্বত্ব থাকিলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন কিম্বা যোতের পরিমাণ পরিবর্ত্তন হেতুক

না হইলে এই অধ্যায়মতে যোতের যে খাজানা নির্ণীত বা ধার্য্য হয়, তাহা জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার তারিখ অবধি পনের বৎসর কাল মধ্যে বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৬ অতিরিক্ত বিধানের কথা।

১২১ ধারা। একজন ভূম্যধিকারীর, কিম্বা অনেক ভূম্যধিকারীর ও প্রজার প্রার্থনামতে, কিম্বা প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে গুরুতর বিবাদ নিষ্পত্তি বা নিবারণ করিবার উদ্দেশে, এই অধ্যায়মতে কোন আজ্ঞা করা গেলে, কেবল এই অধ্যায়ের বিধান সফল করিতে নিযুক্ত সমুদয় কর্ম্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্ম্মচারীরা আপন রাজকীয় কর্ম্মাতিরিক্ত উক্ত বিধান সফল করিতে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বেতনের যে অংশ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ ধার্য্য করেন, সেই অংশ সমেত উক্ত বিধান কোন স্থানে সফল করিতে গবর্ণমেণ্টের যে সমুদয় খরচ পড়ে, তাহা ঐ স্থানের যে ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের খাজানা এই অধ্যায়মতে ধার্য্য বা নির্ণীত হয়, তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক স্থলে সমুদয় ভাবগতিক বিবেচনায় যেরূপ হারহারীমতে স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ হারহারীমতে দিবেন; এবং কোন ব্যক্তির ঐরূপ খরচের যে হারহারীমত অংশ দিতে হয়, তাহা তাঁহার দেনা বাকী রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠানে যে খরচ পড়ে তাহার কথা।

১২২ ধারা। কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে ১১১ ধারার (খ) প্রকরণের লিখিত বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে পর ৬৪ ধারামত অনুমান তৎসম্বন্ধে খাটিবে না।

লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে, অবধারিত খাজানা সম্বন্ধীয় অনুমান না খাটিবার কথা।

---

১১ শ অধ্যায়।

হারের তালিকাবিষয়ক বিধি।

১২৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীকে এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত আসেসরদের সাহায্যে কোন স্থানের জন্য এইরূপ একটী তালিকা প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দিতে পারিবেন, যাহাতে উক্ত স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের দেয় খাজানার হার দেখান যাইবে।

তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারিবার কথা।

১২৪ ধারা। উক্ত তালিকায় এই এই কথা লেখা থাকিবে, যথা,

তালিকায় যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

(ক) ভূমির প্রকৃতি, অবস্থান, জলসেচনের উপায় ও তদ্রূপ অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় যে ২ এক শ্রেণীর ভূমির জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাজানার হার ধার্য্য করা আবশ্যক হয় তাহা; এবং

(খ) ঐরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমি যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা ভোগ করে, উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে তাহাদের দেয় খাজানার হার।

১২৫ ধারা। ১২৪ ধারামতে কোন শ্রেণীর ভূমির খাজানার হার ধার্য্য করিবার সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে,।—

যে বিধি অনুসারে খাজানার হার ধার্য্য করিতে হইবে তাহার কথা।

(ক) তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে উক্ত শ্রেণীর ভূমির জন্য দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা সাধারণতঃ যে হারে খাজানা দিয়া থাকে, তৎপ্রতি;

(খ) যে সময়ে হার ধার্য্য হয় সেই সময়ে ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য ছিল, অথবা উক্ত সময় কিম্বা সেই সময়ের গড় মূল্য সহজে জানা যাইতে না পারিলে, অন্য যে সময় তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্য্যকর বোধ হয়, সেই সময়ে যে গড় মূল্য ছিল, তাহার প্রতি;

(গ) যে সময়ে তালিকা প্রস্তুত করা যায় সেই সময়ে ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য থাকে তাহার প্রতি; এবং

(ঘ) নিম্নলিখিত বিধির প্রতি, অর্থাৎ, যদি প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধিহেতুক কোন শ্রেণীর ভূমির খাজানার হার বৃদ্ধি করা যায়, তবে পূর্ব্ব গড় মূল্যের সহিত বর্দ্ধিত গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পুরাতন হারের সহিত নূতন হারের তদপেক্ষা উচ্চতর অনুপাত থাকিবে না, এই বিধির প্রতি।

কিন্তু কোন শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত ধার্য্য করা হার বর্ত্তমান হার অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

১২৬ ধারা। উক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ তালিকা প্রস্তুত করিলে, উহা যে স্থান সম্পর্কীয় হয়, সেই স্থানের প্রচলিত দেশীয় ভাষায় তিনি, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত স্থানে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন।

তালিকায় স্থানীয় প্রকাশ করণের কথা।

১২৭ ধারা। তালিকার কোন লেখা সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে তিনি ঐরূপ প্রকাশ করিবার পর এক মাস মধ্যে উক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন; এবং রাজস্ব কর্ম্মচারী আসেসরদের সাহায্যে ঐরূপ আপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং তালিকা পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিতে পারিবেন।

রাজস্ব কর্ম্মচারীর আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

১২৮ ধারা। উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আপত্তি করা না গেলে অথবা আপত্তি করা গেলেও তাহার নিষ্পত্তি হইলে পর, রাজস্ব কর্ম্মচারী খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা রেবিনিউ বোর্ডে উক্ত তালিকা অনুমোদনের নিমিত্ত পাঠাইবেন, এবং তৎসঙ্গে আপনার কার্য্যবিবরণ, প্রত্যেক বিষয়ে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহার হেতু লিখিয়া রিপোর্ট ও যেং আপত্তির দরখাস্ত পাওয়া গিয়া থাকে তাহাও পাঠাইবেন।

তালিকা ঊর্দ্ধতন রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট পাঠাইবার কথা।

১২৯ ধারা। রেবিনিউ বোর্ড যে প্রকারে উচিত বোধ করেন, পূর্ব্ব ধারামতে প্রেরিত তালিকা সেই প্রকারে সংশোধন করিতে পারিবেন এবং তৎসঙ্গে যে কোন আপত্তি পাঠান যায় বা পরে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন, অথবা অতিরিক্ত অনুসন্ধানের নিমিত্ত মোকদ্দমা ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

তাহা হইলে রেবিনিউ বোর্ডের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৩০ ধারা। বোর্ড হারের তালিকা অনুমোদন করিলে, উহা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রেরিত হইবে। উক্ত গবর্ণমেন্ট যে কোন লিখিত আপত্তি প্রাপ্ত হন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে পর, যে কোন রূপে উচিত বোধ করেন, উহা সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং উচিত বোধ করিলে এইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন, যে উক্ত তালিকা বা সংশোধিত তালিকা যে স্থানে বর্ত্তিবে সেই স্থানের নির্দ্দেশ সহিত রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তালিকা প্রকাশ করিবার কথা।

১৩১ ধারা। কোন স্থান সংক্রান্ত তালিকা পূর্ব্ব ধারামতে যে তারিখে ঐরূপে প্রকাশ করা যায় সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে, এবং প্রকাশ করিবার সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট পনের বৎসরের অন্যূন বা ত্রিশ বৎসরের অনধিক যত কাল প্রবল থাকিবার আদেশ করেন, তত কাল প্রবল থাকিবে।

তালিকা যত কাল প্রবল থাকিবে তাহার কথা।

১৩২ ধারা। ১৩০ ধারামতে তালিকা প্রকাশ করা গেলে তাহা এই আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে নিম্নলিখিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রমাণস্বরূপ হইবে, অর্থাৎ,—

তালিকা সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবার কথা।

(১) তালিকা প্রস্তুত করিবার কার্য্য এই আইন অনুসারে যথানিয়মে করা হইয়াছে; এবং

(২) এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত তালিকায় যে হার দৃষ্ট হয়, তাহা উক্ত তালিকা যে স্থানে বর্ত্তে, সেই স্থানের অন্তর্গত ঐ শ্রেণীর ভূমির জন্য দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের দেয় উপযুক্ত ও ন্যায্য হার।

১৩৩ ধারা। কোন স্থানের নিমিত্ত হারের তালিকামাত্র প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত সমুদয় কর্ম্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্ম্মচারীরা আপনং সরকারী কর্ম্মাতিরিক্ত উহা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বেতনের যেরূপ অংশ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েং নিরূপণ করেন, সেইরূপ অংশ সমেত ঐ তালিকা প্রস্তুত করিতে গবর্ণমেন্টের যে খরচ পড়ে, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েং যেরূপ হারহারীমতে স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ হারহারীমতে উক্ত স্থানের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা ও ভূম্যধিকারীরা দিবেন; এবং কোন ব্যক্তির উক্ত খরচের হারহারীমত যে অংশ দিতে হইবে, তাহা তাঁহার দেনা বাকী ভূমির রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

তালিকা প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়ে তাহা যেরূপে দিতে হইবে তাহার কথা।

১৩৪ ধারা। পূর্ব্ব কএক ধারামতে কোন স্থানে কোন তালিকা প্রবল থাকিলে, উক্ত স্থানের অন্তর্গত যে যোত কোন দখলী স্বত্বাবশিষ্ট রায়ত মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া ভোগ করে, সেই যোতের ভূম্যধিকারী তৎকালে দেয় খাজানা এই বলিয়া বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যে তালিকার নির্দ্দিষ্ট হারে যে খাজানা দেয় হয় উহা তদপেক্ষা কম। তাহা হইলে আদালত তালিকার নির্দ্দিষ্ট হারানুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু

যেখানে তালিকা প্রবল থাকে সেখানে খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমার কথা।

১ম।—রায়ত কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারী ভূমি ভোগ করিতে আরম্ভ করিবার পরে ভূমিতে বা ভূমিসম্বন্ধে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত যদি যোতের অন্তর্গত কোন ভূমির খাজানা এই ধারামতে উচ্চতর হারে ধার্য্য করিতে হয়, এবং উক্ত পরিবর্ত্তন না ঘটিলে যদি তাহা এই ধারামতে নিম্নতর হারে ধার্য্য করা যাইত, তবে নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে, যথা,—

(ক) যদি কেবল রায়তের বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে ঐ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তবে আদালত নিম্নতর হারে ঐ ভূমির খাজানা ধার্য্য করিবেন;

(খ) যদি অংশতঃ ভূম্যধিকারির কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে, এবং অংশতঃ রায়তের কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে ঐ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তবে আদালত মোকদ্দমার সমুদয় ভাবগতিক বিবেচনায় যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, উচ্চতর হার ও নিম্নতর হারের মধ্যবর্ত্তী এরূপ হারে উক্ত ভূমির খাজানা ধার্য্য করিবেন; এবং

(গ) ভূম্যধিকারির বা রায়তের কিম্বা তাঁহাদের কাহারও স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে উক্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যদি ইহার প্রমাণ না হয়, তবে আদালত উচ্চতর ও নিম্নতর হারের অন্তরের অর্দ্ধেকের সহিত নিম্নতর হার যোগ করিয়া সেই হারে উক্ত ভূমির খাজানা ধার্য্য করিবেন।

২য়।—এই ধারামতে যে হার খাটে, চুক্তি বা দেশাচারক্রমে কিম্বা কোন ন্যায্য কারণে রায়ত তদপেক্ষা নিম্নতর হারে ভোগ করিবার অধিকারী ইহা প্রমাণ করিলে, আদালত নিম্নতর হারে খাজানা ধার্য্য করিবেন।

৩য়।—এই ধারামতে খাজানা বৃদ্ধির যে সকল ডিক্রী হয়, তৎপ্রতি ৪৯ ধারা বর্ত্তিবে; এবং খাজানা প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই হেতু কিম্বা মূল্যবৃদ্ধি হেতু ধরিয়া ৫ অধ্যায়মত খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমা হইলে যেরূপ হইত, সেইরূপ এই ধারামত সমুদয় খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমার প্রতি ৫০ ধারা বর্ত্তিবে।

উদাহরণ।

(ক) কোনং প্রকারের ভূমির জন্য তালিকায় এইরূপ হার লিখিত আছে,—

কূপ হইতে ভূমিতে জলসেচন করা গেলে ... একর প্রতি ৪ টাকা।
ঐরূপে জলসেচন করা না গেলে... একর প্রতি ২ টাকা।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আমন্দ, বলরাম, চন্দ্র ও দীননাথের যোত, ঐপ্রকারের ভূমি। ঐ২ যোতের অন্তর্গত কূপ হইতে তাহাতে জলসেচন হয়।

আমন্দের যোতের কূপ পুরাতন, প্রজাস্বত্বসৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে আছে। বলরামের যোতের কূপ প্রজাস্বত্বসৃষ্টি হইবারপর ভূম্যধিকারী প্রস্তুত করাইয়াছেন। চন্দ্রের যোতের কূপ রায়ত প্রস্তুত করাইয়াছেন। দীননাথের যোতের কূপ ভূম্যধিকারী ও রায়ত প্রত্যেক পরিশ্রম ও মালমশলার কিয়দংশ দিয়া প্রস্তুত করাইয়াছেন। আমন্দ ও বলরামের যোতের খাজানা একর প্রতি ৪৲ টাকা হারে, চন্দ্রের যোতের খাজানা একর প্রতি ২৲ টাকা হারে, এবং দীননাথের যোতের খাজানা ২৲ টাকা ও ৪৲ টাকা এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে হার আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই হারে ধার্য্য করিতে হইবে।

(খ) কোন এক প্রকারের ভূমির নিদিষ্ট তালিকায় যে হার লিখিত আছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপ ;—

কোন নদীর শাখা হইতে উক্ত ভূমিতে

জল সেচন করা গেলে ...একর প্রতি ৪৲ টাকা।

ঐরূপে জল সেচন করা না গেলে ... একর প্রতি ২৲ টাকা

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ঈশান ও মদনের যোতের ভূমি উক্ত প্রকারের, এবং তাহাতে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ রূপ জল সেচন করা যাইত না, কিন্তু ঐ সময়ে নিকটস্থ একটী নদীর গতি পরিবর্ত্তন হওয়াতে ঐ যোতের পার্শ্বে নূতন একটী নদীশাখা হয়। ঈশান পঞ্চাশ বৎসর আপনার যোত দখল করিতেছেন, মদন ত্রিশ বৎসর মাত্র। ঈশানের যোতের খাজানা ২৲ টাকা হারে এবং মদনের যোতের খাজানা ৪৲ টাকা হারে ধার্য্য করিতে হইবে।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

ভূস্বামীর নিজ জমী জরীপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

১১৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ এইরূপ আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ৩০ ধারার মর্ম্মানুযায়ী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া যে সকল জমী থাকে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী তাহা জরীপ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন।

ভূস্বামী বা প্রজার প্রার্থনামতে নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর ক্ষমতার কথা।

১১৬ ধারা। ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া কোন জমী কথিত হইলে, উক্ত জমীর ভূস্বামীর বা কোন প্রজার প্রার্থনামতে ও খরচের যত টাকা আবশ্যক হয়, তিনি সেই টাকা আমানত করিলে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধি মানিয়া ও তদনুসারে উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, তাহা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৭ ধারা। কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে, ১১৩, ১১৪, ১১৫ ও ১১৬ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি।

১১৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজ যোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী, এবং

(খ) যে আবাদী জমী গ্রামাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজ যোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পূর্ব্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

যে২ স্থলে ক্রোকের দরখাস্ত করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

১১৯ ধারা। কোন রায়তের বা কোর্ফা রায়তের ভূম্যধিকারীর বাকী খাজানা পাওনা হইলে, ও এক বৎসরের অধিক কাল পাওনা হইয়া না থাকিলে, এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী কোন আদালতে নালিশ না করিয়া থাকিলে, উক্ত ভূম্যধিকারী আইনমতে অন্য যে প্রতিকার পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়া এই প্রার্থনা করিতে পারিবেন, যে উক্ত আদালত ঐ কৃষকের দখলে যাহা আছে,

(ক) এরূপ যে কোন শস্য বা ভূমির অন্য উৎপন্ন ঐ যোতে কাটা বা তোলা না হইয়া থাকে, ও

(খ) এরূপ যে কোন শস্য বা ভূমির অন্য উৎপন্ন উক্ত যোতে জন্মিয়াছে, এবং কাটা বা তোলা গিয়া ঐ যোতে বা শস্য মাড়িবার স্থানে, কিম্বা (যে ভ্রষ্ট হউক বা তাড়ী তৈয়ার হউক) শস্য মাড়াই প্রস্তুত করিবার স্থানে রাখা হইয়াছে,

তাহা ক্রোক করিয়া উক্ত বাকী খাজানা আদায় করেন।

কিন্তু

(১) ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমত অর্থকরণানুযায়ী ভূম্যধিকারীর বা কার্য্যাধ্যক্ষের কিম্বা তদীয় বন্ধকগ্রহীতার নাম ও যে

ভূমি সম্বন্ধে বাকী খাজানা পাওনা হয় সেই ভূমিতে তাঁহার স্বার্থের পরিমাণ যদি উক্ত আইনের বিধানমতে রেজিষ্টরী করা না হইয়া থাকে, তবে তৎকর্তৃক, কিম্বা

(২) পূর্ব্ব কৃষি বৎসরে যোতের নিমিত্ত দেয় খাজানার অতিরিক্ত যে কোন টাকা লিখিত চুক্তিমতে কিম্বা এই আইনমত বা এতদ্দ্বারা রহিত করা কোন আইনমত কার্য্যানুষ্ঠানক্রমে দিতে না হয়, সেই টাকা আদায়ের নিমিত্ত; কিম্বা

(৩) যোতের যে কোন অংশ প্রজা ভূম্যধিকারীর লিখিত সম্মতি লইয়া পেটাও বিলি করিয়াছে, সেই অংশের উৎপন্ন সম্বন্ধে,

এই ধারামতে দরখাস্ত করা যাইবে না।

যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।

১৪০ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামত প্রত্যেক দরখাস্তে এই এই বিশেষ কথা লিখিত থাকিবে,—

(ক) যে যোত সম্বন্ধে বাকী খাজানার দাওয়া হয় তাহা এবং তাহার সীমা অথবা তাহা যাহাতে চেনা যায় এরূপ অন্যান্য বৃত্তান্ত;

(খ) প্রজার নাম;

(গ) যে কালের বাকী খাজানার দাওয়া হয়, তাহা;

(ঘ) যত টাকা বাকী খাজানা এবং তাহার উপর সুদের দাওয়া থাকিলে, সেই সুদ, এবং পূর্ব্ব কৃষি বৎসরে প্রজার দেয় খাজানা অপেক্ষা অধিক টাকা দাওয়া করা গেলে, যে চুক্তি বা স্থল বিশেষে, আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমে ঐ টাকা দেয় হয়, তাহা;

(ঙ) যে উৎপন্ন ক্রোক করিতে হইবে, তাহার ভাব ও আনুমানিক মূল্য;

(চ) যে স্থানে উহা পাওয়া যাইবে, তাহা কিম্বা উহা চিনিবার নিমিত্ত অন্য যে২ বৃত্তান্ত প্রচুর হয়, তাহা; এবং

(ছ) উহা জমীতে থাকিলে বা সংগ্রহ করা না গিয়া থাকিলে, যে সময়ে উহা কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, সেই সময়।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে আবেদনপত্রে যেরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হয়, পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যেক দরখাস্তে সেইরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হইবে; এবং ঐরূপ সত্যপাঠযুক্ত দরখাস্তে যদি এরূপ কোন কথা থাকে, যাহা সত্যপাঠকারী ব্যক্তি মিথ্যা বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন, কিম্বা যাহা সত্য বলিয়া জানেন না বা বিশ্বাস করেন না, তবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার বা প্রস্তুত করিবার দণ্ডবিষয়ক তৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনের বিধানানুসারে ঐ ব্যক্তির দণ্ড হইতে পারিবে।

দরখাস্ত পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৪১ ধারা। (১) দরখাস্তকারী পূর্ব্বকথিত ধারামতে দরখাস্ত দাখিল করিবার সময়ে দরখাস্তের কার্য্য পক্ষে সাক্ষ্যস্বরূপ কোন দলীল আবশ্যক বিবেচনা করিলে, তাহা উক্ত আদালতে দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) আদালত উচিত বোধ করিলে দরখাস্তকারিকে পরীক্ষা করিতে পারিবেন, ও যত দূর সাধ্য অল্প বিলম্ব করিয়া দরখাস্ত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবেন, কিম্বা তাহার প্রতিপোষণার্থ অধিকতর সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত দরখাস্তকারীর প্রতি অনুমতি দিতে পারিবেন।

(৩) আদালত (২) প্রকরণমতে দরখাস্ত অবিলম্বে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে না পারিলে, যদি উচিত বোধ করেন, দরখাস্তের লিখিত শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কিম্বা দরখাস্ত অগ্রাহ্য হওয়ার অপেক্ষায় ঐ শস্য স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৪) যে সময়ে উৎপন্ন শস্য কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, তাহার অনেক কাল পূর্ব্বে ঐ শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা করা গেলে, আদালত যত কাল উচিত বোধ করেন তত কাল ঐ আজ্ঞা জারী করণ স্থগিত রাখিতে পারিবেন, এবং উচিত বোধ করিলে ক্রোকের আজ্ঞা জারী হইবার অপেক্ষায় ঐ শস্য স্থানান্তর করা নিষেধ করিয়া আর এক আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কথা।

১৪২ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে দরখাস্ত গ্রাহ্য করা গেলে, আদালত ঐ লিখিত উৎপন্ন শস্যাদি অথবা ঐ শস্যাদির যে অংশ উচিত বোধ করেন, সেই অংশ ক্রোক করিবার নিমিত্ত একজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিবেন; এবং ঐ উৎপন্ন শস্যাদি যেখানে থাকে, উক্ত কর্ম্মচারী সেইখানে গিয়া আপনি ঐ শস্যাদি লইয়া কিম্বা আপনার পক্ষে তাহা অন্য কোন ব্যক্তির জিম্মায় রাখিয়া এবং হাইকোর্ট সেই সম্বন্ধে যে বিধি করেন, তদনুসারে ক্রোকের বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ঐ উৎপন্ন শস্যাদি ক্রোক করিবেন।

কিন্তু যে উৎপন্ন শস্যাদির ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যায় না, সেই শস্যাদি কাটিবার বা সংগ্রহ করিবার যোগ্য হইবার পূর্ব্বে বিশ দিনের ন্যূন কোন সময়ে এই ধারামতে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

দাবীপত্র ও হিসাব জারী করিবার কথা।

১৪৩ ধারা। (১) ক্রোককারী কর্ম্মচারী ক্রোক করিবার সময়ে পাওনা বাকী খাজানার ও ক্রোক করিবার খরচের দাবীপত্র লিখিয়া বাকীদারের উপর জারী করিবেন এবং যে২ হেতুতে ক্রোক করা যায়, তাহা দর্শাইয়া ঐ সঙ্গে এক হিসাব দিবেন।

(২) যে স্থলে ক্রোককারী কর্ম্মচারী এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, যে বাকীদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ক্রোককৃত সম্পত্তির মালিক, সেই স্থলে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপরও দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল জারী করিবেন।

(৩) দাবীপত্র ও হিসাব সাধ্য হইলে যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে, নিজ তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে সেই ব্যক্তি পলাইলে বা গোপনে থাকিলে, কিম্বা অন্য কারণে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে না পারিলে, তিনি সচরাচর যে বাটীতে বাস করেন সেই বাটীর বহির্দ্বারে উক্ত কর্ম্মচারী উক্ত দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল লাগাইয়া দিবেন।

শস্যাদি কর্ত্তন প্রভৃতি করিবার স্বত্বের কথা।

১৪৪ ধারা। (১) এই ধারামতে ক্রোক হইলে তাহাতে কোন শস্যাদি কাটিতে বা তুলিতে বা গোলাজাত করিতে কিম্বা তাহা উপযুক্তরূপে রক্ষা করণার্থ অন্য যে কোন কার্য্য করা আবশ্যক হয়, তাহা করিতে কোন ব্যক্তির বাধা হইবে না।

(২) যে ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করিবার স্বত্ব থাকে, যথাকালে সেই ব্যক্তির ক্রটি হইলে, ক্রোককারী কর্ম্মচারী ক্রোককৃত ক্ষেত্রস্থ ফসল বা অসংগৃহীত শস্যাদি পাকিলে কাটাইবেন বা সংগ্রহ করাইবেন, এবং গোলা প্রভৃতি যে স্থান তদর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তথায় কিম্বা নিকটস্থ অন্য কোন সুবিধামত স্থানে ঐ ফসল প্রভৃতি সঞ্চিত করিয়া রাখিবেন, কিম্বা তাহা উপযুক্তমতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য যাহা কিছু আবশ্যক হয় তাহা করিবেন।

(৩) উভয় স্থলেই ক্রোককৃত সম্পত্তি ক্রোককারী কর্ম্মচারীর জিম্মায় কিম্বা তিনি এতদর্থে অন্য যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, সেই ব্যক্তির জিম্মায় থাকিবে।

দাবী শোধ করা না গেলে নীলামের ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার কথা।

১৪৫ ধারা। (১) ক্রোক করিবার সমুদয় খরচা সমেত দাবীর টাকা অবিলম্বে শোধ করা না গেলে, সম্পত্তি ক্রোককারী কর্ম্মচারী ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন। তাহাতে ক্রোককৃত সম্পত্তির বিশেষ বৃত্তান্ত এবং যে দাবীর জন্য উহা ক্রোক করা যায়, তাহা লেখা যাইবে, এবং এই সম্বাদ দেওয়া যাইবে, যে তিনি ক্রোক করিবার পর তিন দিনের কম না হয় কিম্বা সাত দিনের অধিক না হয়, এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে কোন স্থানে ক্রোককৃত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিবেন।

কিন্তু ক্রোককৃত শস্যের বা দ্রব্যের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারিলে কিন্তু সঞ্চিত না হইয়া থাকিলে, নীলামের দিন এরূপে ধার্য্য করিতে হইবে যাহাতে ঐ দিনের পূর্ব্বে ঐ শস্যাদি সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়।

(২) যে ভূমির বাকী খাজানার দাওয়া হয়, সেই ভূমি যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামের কোন সুপ্রকাশ স্থানে ঐ ঘোষণাপত্র লাগাইয়া দেওয়া হইবে।

নীলাম হইবার স্থানের কথা।

১৪৬ ধারা। ক্রোক করা দ্রব্য যেখানে থাকে সেই স্থানে নীলাম করা যাইবে, কিম্বা যদি ক্রোককারী কর্ম্মচারীর এরূপ বোধ হয়, যে নিকটস্থ সাধারণের গমনাগমনের স্থানে নীলাম হইলে, অধিকতর মূল্য পাইবার সম্ভাবনা, তবে সেই স্থানে নীলাম হইবে।

ক্ষেত্রস্থ শস্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।

১৪৭ ধারা। (১) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন দ্রব্যের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারে, তাহা কাটিয়া বা তুলিয়া সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে বিক্রয় করা যাইবে না।

(২) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন দ্রব্যের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না, সেই সকল ফসল প্রভৃতি কাটিবার বা তুলিবার পূর্ব্বে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে; এবং ক্রেতা নিজে কিম্বা এতদর্থে তাঁহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উক্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া ঐ ফসল প্রভৃতির রক্ষা করিতে ও তাহা কাটিতে বা তুলিতে গেলে, যাহা কিছু আবশ্যক হয়, তাহা করিতে স্বত্ববান হইবেন।

যে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহার কথা।

১৪৮ ধারা। নীলামকারক কর্ম্মচারী যাহা পরামর্শসিদ্ধ জ্ঞান করেন, তদ্রূপ এক বা অধিক লাটে উক্ত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে; এবং ক্রোক ও নীলাম করিবার খরচা সমেত দাবীর টাকা উক্ত সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় দ্বারা শোধ করা গেলে, তৎক্ষণাৎ অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে ক্রোক উঠাইয়া লওয়া যাইবে।

বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা।

১৪৯ ধারা। উক্ত সম্পত্তি নীলামে চড়ান গেলে, যদি নীলামকারক কর্ম্মচারীর বিবেচনায় তাহার ন্যায্য মূল্য ডাক না হয়, এবং ঐ সম্পত্তির মালিক অথবা তাঁহার পক্ষে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি পরদিন পর্য্যন্ত কিম্বা নীলামের স্থানে হাট হইয়া থাকিলে, পরবর্ত্তী হাটের দিন পর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা করেন, তবে উক্ত দিন পর্য্যন্ত নীলাম বন্ধ থাকিবে, এবং সেই দিন উক্ত সম্পত্তির নিমিত্ত যে কোন মূল্য ডাক হউক না কেন বিক্রয় কার্য্য সম্পূর্ণ করা যাইবে।

ক্রয়ের টাকা দিবার কথা।

১৫০ ধারা। প্রত্যেক লাটের মূল্য নীলামের সময়ে, কিম্বা নীলামকারক কর্ম্মচারী তৎপরে যত শীঘ্র দিবার আদেশ করেন, দেওয়া যাইবে; এবং ঐরূপে টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত সম্পত্তি পুনর্ব্বার নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

ক্রেতাকে যে সর্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

১৫১ ধারা। সমস্ত ক্রয়ের টাকা দেওয়া গেলে, নীলামকারক কর্ম্মচারী ক্রেতাকে এক সর্টিফিকেট দিবেন। ক্রেতা যে সম্পত্তি ক্রয় করিলেন, এবং যে মূল্য দিলেন, ঐ সর্টিফিকেটে তাহা লেখা থাকিবে।

নীলামের উৎপন্ন টাকা যেরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।

১৫২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে টাকা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে নীলামকারক কর্ম্মচারী ক্রোকের ও নীলামের খরচ দিবেন। এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে বিধি প্রণয়ন করিবেন, সেই বিধির নির্দ্দিষ্ট খরচের হারানুসারে উক্ত খরচ ধরা যাইবে।

(২) যে বাকী খাজানার জন্যে ক্রোক হয়, নীলামের দিন পর্য্যন্ত তাহার সুদ সমেত সেই বাকী খাজানা শোধ করিতে অবশিষ্ট টাকা প্রয়োগ করা যাইবে; এবং কিছু উদ্বর্ত্ত থাকিলে যে ব্যক্তির সম্পত্তি নীলাম হয় সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

১৫৩ ধারা। এই আইনমতে সম্পত্তি নীলামকারক কর্ম্মচারীদিগকে এবং তাঁহাদের নিযুক্ত বা অধীন সকল ব্যক্তিকে নিষেধ করা যাইতেছে, যে তাঁহারা উক্ত কর্ম্মচারীদের নীলাম করা কোন সম্পত্তি নিজে বা অন্যের দ্বারা ক্রয় করিবেন না।

কোনং কর্ম্মচারীদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।

১৫৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত ক্রোক করিবার পরে এবং ক্রোক করা সম্পত্তির নীলাম হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে যদি বাকীদার কিম্বা ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক বাকীদার না হইলে তিনি, যে আদালত ক্রোকের আজ্ঞা দেন, সেই আদালতে কিম্বা ক্রোককারী কর্ম্মচারীর হস্তে ১৪৩ ধারামতে জারী করা দাবীপত্রের নির্দ্দিষ্ট টাকা ও উক্ত দাবীপত্র জারী করা গেলে পর যে সকল খরচা পড়িয়া থাকে, তাহা আমানত করেন, তবে উক্ত আদালত কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত কর্ম্মচারী তাহার রসীদ দিবেন, এবং ঐ ক্রোক তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লওয়া যাইবে।

নীলামের পূর্ব্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(২) ক্রোককারী কর্ম্মচারী ঐরূপ আমানত পাইলে, উহা তৎক্ষণাৎ উক্ত আদালতে দিবেন।

(৩) যিনি বাকীদার নহেন, ক্রোক করা সম্পত্তির এরূপ মালিককে এই ধারামতে রসীদ দেওয়া গেলে, যে বাকী খাজানার নিমিত্ত ক্রোক করা যায়, সেই বাকী খাজানার জন্য পরবর্ত্তী কোন দাওয়া হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন।

(৪) ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক ক্রোকের বৈধতার প্রতিবাদ করিয়া তজ্জন্য হানি পূরণ পাইবার দাওয়া করিয়া দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া না থাকিলে, এই ধারামতে আমানত করিবার তারিখ অবধি এক মাস গত হইলে পর আদালত ক্রোকের দরখাস্তকারীকে আমানতী টাকা হইতে তাঁহার পাওনা টাকা দিবেন।

(৫) কোন অধস্তন প্রজা এই ধারামতে টাকা আমানত করিলে, ভূম্যধিকারী তাহা লইয়াছেন বলিয়া কেবল এই কারণে তিনি তাঁহার প্রজার জোত বা তাহার কোন অংশ পেটাও বিলি করিতে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

১৫৫ ধারা। (১) ঊর্দ্ধতন প্রজার ত্রুটি হেতুক যে কোন অধস্তন প্রজার সম্পত্তি এই অধ্যায়মতে বৈধভাবে ক্রোক করা যায়, তিনি পূর্ব্ব ধারামতে কোন টাকা দিলে, তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দিতে হয়, সেই খাজানা হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং সেই ভূম্যধিকারী বাকীদার না হইলে, তিনি তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে ঐরূপে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পর্য্যন্ত না পহুছে তাবৎ এইরূপ চলিবে।

পেটাও প্রজা আপন পাট্টাদাতার জন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

(২) কোন অধস্তন প্রজা পূর্ব্ব ধারামতে কোন টাকা দিলে, এই ধারামতে উক্ত টাকার যে কোন অংশ কাটিয়া লন নাই, বাকীদারের স্থানে তাহা আদায় করণার্থ তাঁহার যে মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই স্বত্বের বিঘ্ন হইবে না।

১৫৬ ধারা। ভূমি পেটাও বিলি করা গেলে, যদি একই সম্পত্তিক্রোককারী ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে এই অধ্যায়মতে বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে ঊর্দ্ধতন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব প্রবল হইবে।

ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিরোধের কথা।

১৫৭ ধারা। এই অধ্যায়মতে দত্ত ক্রোকের আজ্ঞা এবং ক্রোকের বিষয়ীভূত সম্পত্তি আটক বা বিক্রয় করণার্থ কোন দেওয়ানী আদালতের দত্ত আজ্ঞা, এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, ক্রোকের আজ্ঞা প্রবল হইবে; কিন্তু উক্ত আজ্ঞাক্রমে ঐ সম্পত্তি নীলাম করা গেলে, নীলামের উৎপন্ন উদ্বর্ত্ত টাকা যে আদালত আটক বা বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দেন, সেই আদালতের অনুমতি বিনা ১৫২ ধারামতে উক্ত সম্পত্তির মালিককে দেওয়া যাইবে না।

যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা।

১৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন আদেশ করেন, তাহার উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু যেস্থলে ১৩৯ ধারামতে দরখাস্ত করিবার অনুমতি নাই সেই স্থলে ১৪০ ধারামতে দরখাস্ত হওয়াতে যাহার সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

অন্যায় ক্রোকের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার কথা।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৫৯। (১) হাই কোর্ট সময়েং স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদনক্রমে এরূপ আদেশসূচক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন যে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিশেষ কোন অংশ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা বলিয়া কোন মোকদ্দমার প্রতি কিম্বা ঐরূপ বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে না, কিম্বা বিধির নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন সহকারে বর্ত্তিবে।

ভূম্যধিকারী ও প্রজার মোকদ্দমায় বর্ত্তাইতে হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্ত্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।

(২) ঐরূপে প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাধীনে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন ঐরূপ সকল মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে।

১৬০ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদিগের মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ থাকে, তাহার দখল পাইবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

আইনমত আনুষঙ্গিক কার্য্যে বিচারাধিপত্যের কথা।

উপস্থিত হয়, তাহার হেতু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের কার্য্যপক্ষে সেই দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(২) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদালত ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে, ঐ যোতের দখল পাইবার যো জমা গ্রহণ করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবে।

১৬১ ধারা। কোন ভূম্যধিকারীর যে কোন নায়েব বা গোমস্তা ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তিনি ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অর্থমতে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বীকৃত মোক্তার বলিয়া গণ্য হইবেন। যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, বা উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উক্ত ভূম্যধিকারী উপস্থিত থাকিলেও এইরূপ হইবে।

নায়েব বা গোমস্তাদের স্বীকৃত মোক্তার হইবার কথা।

১৬২ ধারা। উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ৫৮ ধারার উল্লিখিত বিশেষ বৃত্তান্ত উক্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টরে না লিখিয়া বিশেষ এক রেজিষ্টরে লিখিতে হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে সময়ে২ যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত ঐ বিশেষ রেজিষ্টর রাখিবেন।

মোকদ্দমার বিশেষ রেজিষ্টরের কথা।

১৬৩ ধারা। খাজানা আদায় করিবার মোকদ্দমার নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে।—

খাজানার মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১২১ অবধি ১২৭ পর্য্যন্ত ধারা ও ১২৯ ধারা ও ৩০৫ ধারা ও ৩২০ অবধি ৩২৫ গ পর্য্যন্ত ধারা ঐরূপ কোন মোকদ্দমার খাটিবে না।

(খ) আবেদনপত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার লিখিত বিশেষ কথার অতিরিক্ত প্রজার ভোগকৃত ভূমির অবস্থান ও মাপ ও পরিমাণ ও সীমা লিখিতে হইবে, অথবা বাদী পরিমাণ বা সীমা দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্ত্তে চিনিবার উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে।

(গ) কেবল উহু ধার্য্য করিবার নিমিত্ত সমন দেওয়া উচিত, আদালতের এরূপ মত না হইলে, ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমায় মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া যাইবে।

(ঘ) প্রতিবাদীর উপর সমন জারী করিতে হইলে, যদি আদালত আদেশ করেন তবে অন্য কোন প্রকারে জারী করিবার অতিরিক্ত বা পরিবর্ত্তে প্রতিবাদির নামে শিরোনামা দিয়া ও ভারতবর্ষীয় ডাকঘর বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইনের ৩য় খণ্ডমতে রেজিষ্টরী করিয়া পত্রদ্বারা ডাকযোগে সমন পাঠাইয়া তাহা জারী করা যাইতে পারিবে।

(ঙ) আদালতের অনুমতি বিনা বর্ণনাপত্র দাখিল করা যাইবে না।

(চ) আপীলের অনুমতি থাকুক বা না থাকুক, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৮৯ ধারার সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা খাটিবে।

(ছ) বাকীখাজানার নিমিত্ত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে ঐ ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(জ) দেওয়ানী মোকদ্দমারকার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩২ ধারার প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন ভূম্যধিকারী বাকী খাজানার যে ডিক্রী পান, সেই ডিক্রী যাঁহাকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায়, তাঁহার প্রতি ভূম্যধিকারির ভূমিগত স্বার্থ বর্ত্তিত না থাকিলে তিনি ঐ ডিক্রীজারী করিবার দরখাস্ত করিবেন না।

১৬৪ ধারা। (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে বাদীর নিকট নহে, তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট ঐ খাজানা দিতে হইবে, তবে আদালত যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ ঐ উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যে টাকা দেনা আছে স্বীকার করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।

(২) ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে, আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিস অবিলম্বে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন।

(৩) ঐ তৃতীয় ব্যক্তি নোটিস প্রাপ্ত হইবার তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থ আজ্ঞা না পাইলে, বাদীর প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

(৪) বাদীকে (৩) প্রকরণমতে যে টাকা দেওয়া যায়, তাঁহার স্থানে তাহা পাইবার স্বত্ব কোন ব্যক্তির থাকিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে ঐ স্বত্বের বিঘ্ন হইবে না।

১৬৫ ধারা। যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, খাজানার বাবদ তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে পাওনা টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার দাওয়া হইয়াছে, তবে আদালত, যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ ঐ উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

ভূম্যধিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।

১৬৬ ধারা। পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিতে দায়ী হইলে, যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ঐ টাকা কিস্তিক্রমে দিবার আজ্ঞা করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে আদালত যে কিস্তির টাকা দিবার আদেশ করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার উত্তর গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কিস্তিক্রমে টাকা দিবার বিধানের কথা।

আদালতের রসীদ দিবার কথা।

১৬৭ ধারা। উক্ত দুই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিলে, আদালত প্রতিবাদীকে রসীদ দিবেন; এবং বাদী বা স্থলবিশেষে তৃতীয় ব্যক্তি রসীদ দিলে, তাহাতে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে উক্ত বাকী খাজানার নিমিত্ত নিষ্কৃতি হইত, ঐরূপে যে রসীদ দেওয়া যায়, তাহাতেও সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে নিষ্কৃতি হইবে।

খাজানার মোকদ্দমায় আপীলের কথা।

১৬৮ ধারা। কোন স্থলে ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় বিরুদ্ধ দাওয়াবিশিষ্ট পক্ষদের মধ্যে ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত কিম্বা ভূমিগত কোন স্বার্থ সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের কিম্বা কোন প্রজার খাজানা বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন করিবার স্বত্ব সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হইলে;

(ক) যে স্থলে জিলার জজ সাহেব কিম্বা আডিশ্যনাল জজ কিম্বা সবর্ডিনেট জজ ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা একশত টাকার অধিক না হয়, কিম্বা

(খ) যে স্থলে এই ধারামতে চূড়ান্ত বিচারাধিপত্যাক্রমে কার্য্য করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যকারক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়,

সেই স্থলে খাজানা পাইবার নিমিত্ত ভূম্যধিকারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, ঐ মোকদ্দমায় প্রথমতঃ বা আপীলে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা হয়, তাহার উপর আপীল চলিবে না।

কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে উক্ত বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারকের আইনমতে যে ক্ষমতা নাই, তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়াছেন, কিম্বা তাঁহার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়াছেন, কিম্বা আপন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে গিয়া বে-আইনীমতে বা গুরুতর অনিয়মসহকারে কার্য্য করিয়াছেন, তবে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা সম্বন্ধে এই ধারা খাটে, কোন মোকদ্দমায় পূর্ব্বোক্তরূপ কোন বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারক তদ্রূপ ডিক্রী বা আজ্ঞা দিলে, জিলার জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার নথী তলব করিতে পারিবেন; এবং যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী যে তারিখ অবধি ফলবৎ হইবে তাহার কথা।

১৬৯ ধারা। কৃষি বৎসরের প্রথম আট মাস মধ্যে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সেই মোকদ্দমায় এই আইনমতে খাজানাবৃদ্ধি করিবার ডিক্রী হইলে, সামান্যতঃ পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি তাহা ফলবৎ হইবে এবং কৃষি বৎসরের শেষ চারি মাসে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে ঐরূপ ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী সামান্যতঃ আগামী কৃষি বৎসরের পরবর্ত্তী বৎসরের প্রারম্ভাবধি ফলবৎ হইবে। কিন্তু যে তারিখ অবধি ডিক্রী ফলবৎ হইবে, বিশেষ কারণে ইহার পরেও সেই তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের বাধা হইবে না।

সম্পত্তি নষ্ট হইবার প্রতিকারের কথা।

১৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা এরূপে ভূমি ব্যবহার করিয়াছে, যাহাতে তাহা প্রজাস্বত্বসংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী হয়, কিম্বা এরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ হইলে, ভূম্যধিকারির সহিত তাহার যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে হানি বা নিয়ম ভঙ্গ হয়, তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারিলে যদি ভূম্যধিকারী ঐ প্রতিকার করিবার নিমিত্ত প্রজাকে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং কোন স্থলে উক্ত হানি বা নিয়ম ভঙ্গের যুক্তিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত প্রজা যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ আদেশ পালন না করিয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে, নতুবা নহে।

(২) এইরূপ কোন মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর অনুকূলে যে ডিক্রী দেওয়া যায়, তাহাতে হানি বা নিয়মভঙ্গ জন্য যুক্তিসিদ্ধমতে বাদীকে যে হানিপূরণ দেয় হয়, তাহার টাকার পরিমাণ এবং আদালতের বিবেচনায় উক্ত হানি বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য কি না এই কথা প্রকাশ থাকিবে, এবং প্রতিবাদী যে সময়ের মধ্যে ঐ টাকা বাদীকে দিতে পারিবেন, ও উক্ত হানি বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করা গেলে, যে সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন, উক্ত ডিক্রীতে সেই সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে আদালত যে সময় নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়ের বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময়ের বা (স্থলবিশেষে) বর্দ্ধিত সময়ের মধ্যে যদি প্রতিবাদী ডিক্রীর লিখিত হানিপূরণের টাকা দেন, এবং হানি বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের সন্তোষমতে সেই হানি বা নিয়মভঙ্গের প্রতিকার করেন, তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

যে রায়তদিগকে উচ্ছেদ করা যায়, শস্য ও বপনার্থে প্রস্তুত ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্বের কথা।

১৭১ ধারা। যে প্রত্যেক রায়তকে কোন জোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে।—

(ক) উক্ত রায়ত ঐ জোতের অন্তর্গত কোন ভূমিতে আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্ব্বে শস্য বপন বা রোপণ করিয়া থাকিলে, তিনি ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামতে, হয় উক্ত শস্য রক্ষা ও সংগ্রহ করণার্থ ঐ ভূমি দখলে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন, নয় উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আন্দাজমত ঐ শস্যের মূল্য ভূম্যধিকারীর স্থানে পাইতে পারিবেন।

(খ) রায়ত আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্ব্বে আপন জোতের অন্তর্গত কোন ভূমি বপনার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে শস্য বপন বা রোপণ না করিয়া থাকিলে, উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আন্দাজমতে উক্ত ভূমি প্রস্তুত করিতে

তাঁহার যে পরিশ্রম ও মূলধন লাগিয়াছে, তাহার মূল্য ও ঐ মূল্যের যুক্তিসিদ্ধ সুদ তিনি উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে পাইতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূম্যধিকারী কোন রায়তের উচ্ছেদ নিমিত্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করিলে পর উক্ত রায়ত স্থানীয় রীতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই ধারামতে উক্ত ভূমি দখলে রাখিতে কিম্বা তজ্জন্য টাকা পাইতে স্বত্ববান হইবেন না।

(ঘ) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তকে কোন ভূমি দখলে রাখিতে দিলে, যত কাল তিনি দখলে রাখিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি ব্যবহার ও দখলকরণার্থ উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালত যেরূপ খাজানা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রায়ত ঐ ভূম্যধিকারীকে সেইরূপ খাজানা দিবেন।

উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্য্যে পরস্পরের দাওয়ার নিষ্পত্তি হইবার কথা।

১৭২ ধারা। (১) উচ্ছেদ করিবার সমুদয় মোকদ্দমায় ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যে এই আইনমতে প্রজা ও ভূম্যধিকারী বলিয়া প্রজার বিরুদ্ধে ভূম্যধিকারীর কিম্বা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে প্রজার যে সকল দাওয়া থাকে, আদালত তাহার অনুসন্ধান লইয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) আদালত যদি দেখিতে পান, যে প্রজা বলিয়া প্রজাকে ভূম্যধিকারীর যে টাকা দিতে হয়, সেই টাকা ভূম্যধিকারী বলিয়া ভূম্যধিকারীকে প্রজার যে টাকা দিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক, তবে উচ্ছেদের ডিক্রী বা আজ্ঞা হইলে, ও ঐ অতিরিক্ত টাকা দিবার সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন বন্দোবস্ত না হইয়া থাকিলে, যে সময়ের মধ্যে উহা আদালতে দিতে হইবে, উক্ত ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় সেই সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিবেন; এবং উক্ত টাকা ঐরূপে দেওয়া না গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে অস্বীকার করিবেন।

উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবার কথা।

১৭৩ ধারা। বাদী কোন অনধিকারপ্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, যদি উচিত বোধ করেন তবে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর দখলে যে ভূমি থাকে, সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণেয় উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়। তাহা হইলে আদালত ঐরূপ প্রতিকার দিতে পারিবেন।

প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গ নিরূপণ করিবার প্রার্থনার কথা।

১৭৪ ধারা। (১) প্রজার ভোগকৃত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে আদালতের থাকে, সেই আদালত ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিরূপণ করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা;

(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি তালুকদার কি অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারী রায়ত কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত কি কোর্ফা রায়ত, এবং তালুকদার হইলে, তাঁহার খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে কি না; এবং

(গ) যে সময়ে প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে তাঁহার যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনায় ইহার মধ্যে কোন বিষয় স্থানীয় তদন্ত বিনা সন্তোষজনকরূপে নিরূপণ করা যাইতে না পারে, তবে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে আদেশ করেন, তিনি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত লন।

(৩) এই ধারামত কোন প্রার্থনার উপর যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা ডিক্রীর তুল্য ফলবৎ হইবে ও তাহার উপর ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারিবে।

১৫শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রীমতে বিক্রয়ের বিধি।

দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতার কথা।

১৭৫ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোত তাহার বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় করা গেলে "সংরক্ষিত স্বার্থ" বলিয়া এই অধ্যায়ে যেং স্বার্থ নির্দ্দেশ করা গেল সেইং স্বার্থ মানিয়া এবং "দায়" বলিয়া এই অধ্যায়ে যেং স্বার্থ নির্দ্দেশ করা গেল, তাহা অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া, ক্রেতা ঐ যোত গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু (ক) তদর্থে পরে যে স্থলের উল্লেখ করা গেল সেই স্থল না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমত রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ঐরূপে অসিদ্ধ করা যাইবে না;
(খ) অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই অধ্যায়ের আদেশমতে কার্য্য করিতে হইবে।

সংরক্ষিত স্বার্থের কথা।

১৭৬ ধারা। নিম্নলিখিত স্বার্থগুলি এই অধ্যায়ের অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ বলিয়া গণ্য হইবে।—

(ক) যে কোন পেটাও তালুক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে আছে, তাহা;

(খ) যে কোন পেটাও তালুক কোন চলিত চিরংকালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উক্ত বন্দোবস্তের মিয়াদ পর্য্যন্ত অবধারিত খাজানা দায়ী তালুক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা;

(গ) যে ভূমির উপর বাসগৃহ, কারখানা, কিম্বা অন্যরূপ স্থায়ী ইমারতাদি নির্ম্মিত হইয়াছে, কিম্বা স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুষ্করিণী, খাল, ভজনালয়, শ্মশান বা গোরস্থান করা গিয়াছে, সেই ভূমির পাট্টাই স্বত্ব;

(ঘ) দখলী স্বত্ব;

(ঙ) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে যাহা ন্যায্য ও যুক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট কোন রায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; এবং

(চ) যে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে যোত বিক্রয় হয় সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারী যাহা সৃষ্টি করিতে প্রজাকে স্পষ্ট বাক্যে লিখিয়া অনুমতি দিয়াছেন, এরূপ কোন স্বত্ব বা স্বার্থ।

১৭৭ ধারা। এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে,

"দায়" ও "রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" শব্দের অর্থ।

(ক) কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে "দায়" শব্দ ব্যবহৃত হইলে, প্রজা আপন যোতের উপর কিম্বা আপন স্বার্থ সঙ্কোচ করিয়া যে কোন দাওয়া, পেটাও প্রজাস্বত্ব, স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব বা অন্য স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ও যাহা পূর্ব্ব ধারার অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ নহে, তাহা বুঝাইবে।

(খ) দেনা বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে যে যোত বিক্রয় হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই যোত সম্বন্ধে "রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" এই শব্দ ব্যবহৃত হইলে, রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমতে যে কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করা গিয়াছে, এবং যাহার নকল বাকী খাজানা পাওনা হইবার পূর্ব্বে অন্যূন তিন মাস থাকিতে পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা গিয়াছে, সেই নিদর্শনপত্রক্রমে যে কোন দায় সৃষ্টি করা হইয়া থাকে, সেই দায় বুঝাইবে।

১৭৮ ধারা। যোতের নীলাম হইবার প্রার্থনাপত্রের কথা।

কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩৫ ধারামতে ডিক্রী জারীক্রমে উক্ত যোত ক্রোক ও নীলাম হইবার প্রার্থনা করিলে, উক্ত যোতের বার্ষিক খাজানার বর্ণনাপত্র ও উক্ত যোত চিরস্থায়ী তালুক হইলে, ৩য় অধ্যায়মতে রক্ষিত রেজিষ্টরের যে অংশ ঐ তালুক সম্বন্ধীয় হয়, সেই অংশের নকল দাখিল করিবেন।

১৭৯ ধারা। (১) নীলাম হইবার বিজ্ঞাপনসূচক ঘোষণাপত্রের কথা।

পূর্ব্ব ধারামত কোন প্রার্থনাপত্রক্রমে কোন যোতের নীলাম হইবার আজ্ঞা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৭ ধারামতে যে ঘোষণাপত্র দেওয়া যায়, তাহাতে উক্ত ধারার উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দ্দেশ করিবার অতিরিক্ত এই২ কথা বিজ্ঞাপিত হইবে,—

(ক) তালুক হইলে, যে টাকা ডাক হয়, তাহাতে যদি ডিক্রীর টাকা ও খরচা দিতে কুলায়, তবে উক্ত তালুক প্রথমে রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং উক্ত দায়সম্বলিত বিক্রীত হইবে; নতুবা ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ তালুক নীলাম করা যাইবে, ঐ দিনের নোটিস যথাবিধি দিতে হইবে; এবং

(খ) দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট যোত হইলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত যোত বিক্রীত হইবে।

(২) উক্ত আইনের ২৮৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ ঘোষণা করা যাইবে। তদ্ভিন্ন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে সময়ে২ যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে।

১৮০ ধারা। (১) রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত তালুক বিক্রয়ের ও তাহার ফলের কথা।

কোন তালুক নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন পূর্ব্ব ধারামতে দেওয়া গেলে, উহা রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং নীলামের খরচা সমেত ডিক্রী ও খরচার টাকা দিতে যাহাতে কুলায়, তত টাকা ডাক হইলে, উক্ত তালুক ঐরূপ দায়সম্বলিত বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার উক্ত তালুকের উপর রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ভিন্ন যে কোন দায় থাকে, তাহা ১৮৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮১ ধারা। (১) সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত তালুক বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

পূর্ব্ব ধারামতে যে কোন তালুক নীলামে চড়ান যায়, তন্নিমিত্ত যত টাকা পর্য্যন্ত ডাক হয়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ডিক্রীর ও খরচার টাকা দিতে যদি না কুলায়, এবং তজ্জন্য যদি ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ তালুক বিক্রয় করিতে চাহেন, তবে নীলামকারী কর্ম্মচারী নীলাম স্থগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারামতে নূতন ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা জানান হইবে, যে নীলাম স্থগিত করিবার তারিখ অবধি পনের দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, ঐ ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উক্ত তালুকের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮২ ধারা। অবধারিত হারের যোতের প্রতি পূর্ব্ব কএক ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা।

যে যোতের অবধারিত খাজানা বা খাজানার হার থাকে, তাহা তালুক হইলে, তৎপ্রতি পূর্ব্ব কএক ধারা যেরূপ বর্ত্তিত সেইরূপ বর্ত্তিবে।

১৮৩ ধারা। (১) সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

১৭৯ ধারামতে কোন দখলীস্বত্ত্ব বিশিষ্ট যোতের নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উহা নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোতের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮৪ ধারা। (১) কোন খরিদদার পূর্ব্ব কএক ধারামতে কোন দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ঐ দায় অসিদ্ধ করিতে চাহিলে তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টরের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত দিয়া এই প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন, যে উক্ত কালেক্টর ঐ দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মর্ম্মের নোটিস দায়ধারীর উপর জারী করিবেন।

পূর্ব্ব কএক ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(২) এতদর্থে রেবিনিউ বোর্ড যে ফী ধার্য্য করেন, উক্ত নোটিস জারী করিবার নিমিত্ত সেই ফী ঐরূপ প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন নোটিস জারী করিবার দরখাস্ত এই ধারার নির্দ্দিষ্টমতে কোন কালেক্টরের নিকট করা গেলে, তিনি তদনুসারে নোটিস জারী করাইবেন, এবং যে তারিখে ঐ নোটিস জারী হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৮৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের দেনা খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত নীলামে চড়াইবার পূর্ব্বে রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া উক্তরূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত পূর্ব্ব কএক ধারামতে তালুক বলিয়া গণ্য হয় এরূপ আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল থাকিলে, ঐ স্থানের অন্তর্গত সমুদয় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত কিম্বা, স্থলবিশেষে, উক্ত বিশেষ শ্রেণীর দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব কএক ধারামত নীলামের কার্য্যপক্ষে সর্ব্বতোভাবে তালুকের ন্যায় গণ্য হইবে।

১৮৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগ সময়ে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ২৯৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত বিধি পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ,

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়াযাহা করিতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধির কথা।

(ক) ঐ যোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীদারের যে খরচ হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খরচের টাকা দেওয়া যাইবে।

(খ) তাহার পর যে ডিক্রী জারী করাতে নীলাম হয়, সেই ডিক্রীক্রমে ডিক্রীদারের যত টাকা পাওনা হয়, তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও উদ্বর্ত্ত থাকিলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত কিন্তু মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার তারিখ অবধি ছয় মাসের অনধিক কাল পর্য্যন্ত উক্ত যোত সম্বন্ধে যে কোন খাজানা ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া থাকে, ঐ উদ্বর্ত্ত টাকাহইতে তাঁহাকে সেই খাজানা দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা দিবার পরও উদ্বর্ত্ত থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় করণাবধি দুই মাস অতীত হইলে, ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীমত খাতক (গ) প্রকরণমত খাজানা বলিয়া ডিক্রীদারের কোন টাকা পাইবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ উত্থাপন করিলে, আদালত ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, এবং ঐ নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

১৮৭ ধারা। (১) কোন যোতের দেনা বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে ঐ যোত ক্রোক করা গেলে, তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্য্যন্ত ধারা খাটিবে না।

খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলেই কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই, যোত ক্রোক হইতেমুক্ত হইবারকথা।

(২) ঐরূপ কোন ডিক্রীজারীক্রমে কোন যোত নীলাম হইবার আজ্ঞা করা গেলে, যদি নীলাম খরিদদারের ডাক গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে ডিক্রীমত খরচা ও নীলাম করিবার খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া না যায়, কিম্বা আদালতের বাহিরে ডিক্রীর টাকা শোধ করা হইয়াছে, এই হেতু দেখাইয়া যদি ডিক্রীদার উক্ত যোত মুক্ত করণার্থ দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম করা গেলে, ঐ নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে কোন ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে কোন যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই যোতে যদি কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা ঐরূপ নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থ আবশ্যক টাকা আদালতে দিলে,

নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, তাহা কোনং স্থলে উক্ত যোতের বন্ধকী ঋণ হইবার কথা।

(ক) ঐরূপে তিনি যে টাকা দেন, তাহা শতকরা ১২৲ টাকা সুদ সহিত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তজ্জন্য উক্ত যোত তাঁহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে;

(খ) তাঁহার বন্ধক বাকী খাজানার দায় ছাড়া উক্ত যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং

(গ) যাবৎ উক্ত ঋণ পাওনা সুদসমেত শোধ করা না হয়, তাবৎ তিনি বন্ধকগ্রহীতাস্বরূপ উক্ত যোতের দখল লইতে ও উহা দখলে রাখিতে স্বত্ববান হইবেন।

(২) ঐরূপ কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন প্রতিকার পাইবার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

অধস্তন প্রজা আদালতে টাকা দিলে তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

১৮৯ ধারা। বাকীদার উর্দ্ধতন প্রজার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীক্রমে এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, এবং নীলাম হইলে যে অধস্তন প্রজার স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে পারে, সেই অধস্তন প্রজা নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দিলে, তাহার নিমিত্ত আইনে অন্য যে প্রতিকারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে তাঁহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি ঐরূপে প্রদত্ত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূম্যধিকারী বাকীদার না হইলে, তিনিও ঐরূপে তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে ঐরূপ কর্ত্তিত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পর্য্যন্ত না পঁহুছে তাবৎ এইরূপ চলিবে।

নীলামে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও ডিক্রীমত খাতকের না পারিবার কথা।

১৯০ ধারা। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৯৪ ধারায় প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, যে ডিক্রীজারীক্রমে এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম হয়, সেই ডিক্রীদার আদালতের অনুমতি বিনা ঐ যোত ডাকিতে বা ক্রয় করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপে যে যোত নীলাম হয়, ডিক্রীমত খাতক তাহা ডাকিবেন না বা ক্রয় করিবেন না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারার কার্য্য না হইবার কথা।

১৯১ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারা এই অধ্যায়মত কোন নীলাম সম্বন্ধে খাটিবে না।

দায়সৃষ্টিকারী কোন২ নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১৯২ ধারা। ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ ভাগে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, হস্তান্তরযোগ্য কোন যোতের উপর যাহাতে দায় সৃষ্টি হয়, এরূপ কোন নিদর্শনপত্র এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং উক্ত রেজিষ্টরী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিষ্টরী করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কার্য্যকারকের নিকট রেজিষ্টরী করণার্থ উপস্থিত করা যায়, তবে তাহা উক্ত আইনমতে রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত গৃহীত হইবে।

ভূম্যধিকারীকে দায়ের নোটিস দিবার কথা।

১৯৩ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রজার সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রক্রমে উক্ত যোতের উপর কোন দায় সৃষ্টি হয়, কোন কার্য্যকারক এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিলে, উক্ত প্রজার প্রার্থনামতে কিম্বা যে ব্যক্তির অনুকূলে ঐ দায় সৃষ্টি হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনামতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে ফী ধার্য্য করেন, তাহা তাঁহার স্থানে পাইলে, ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের সপ্তম ভাগে সমন জারী করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই প্রণালীতে ভূম্যধিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের নকল জারী করাইয়া তাঁহাকে উক্ত দায়ের নোটিস দিবেন।

---

১৬ শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।

পত্তনী তালুক নীলামের কথা।

ভূস্বামীর সরাসরী নীলামদ্বারা পত্তনীদারের স্থানে বাকী খাজানা আদায়ের কথা।

১৯৪ ধারা। নিজ ভূস্বামীর স্থানে প্রাপ্ত পত্তনী তালুকের পাওনা খাজানা দিতে ত্রুটি হইলে, ভূস্বামী আইনমতে অন্য যে প্রতিকার পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত কএক ধারায় যে বিধি আছে, তদনুসারে উক্ত তালুকের সরাসরী নীলাম হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

বৎসরের প্রারম্ভে নীলামের দরখাস্ত করিবার কথা।

১৯৫ ধারা। (১) বৈশাখ মাসের ১ম দিনে, অর্থাৎ, যে বৎসরের খাজানা বাকী হয়, তাহার পরবৎসরের প্রারম্ভে, ভূস্বামী কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত দিতে পারিবেন। পূর্ব্ব ধারায় যেং তালুকের উল্লেখ হইল, তাহার সমুদয় বা কোন তালুক সম্বন্ধে অতীত বৎসরের হিসাবে ভূস্বামীর যত বাকী টাকা পাওনা থাকে, ঐ দরখাস্তে তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

(২) তাহা হইলে ঐ দরখাস্ত কালেক্টরী কাছারীর কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও তৎসঙ্গে এই নোটিস থাকিবে যে, যে টাকার দাওয়া হয়, তাহা জ্যৈষ্ঠ মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে দেওয়া না গেলে, বাকীদারদের তালুক ঐ টাকা শোধ করণার্থ উক্ত তারিখে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

(৩) ভূস্বামী ঐরূপ আর এক খান নোটিস আপন সদর কাছারীতে লাগাইয়া দিবেন, এবং স্থলবিশেষে নোটিসের যে অংশ খাটে, সেই অংশের নকল বা উক্ত লিপি পাঠাইয়া যে কাছারীতে ঐ তালুকের প্রধান কার্য্য চলে, সেই কাছারীতে কিম্বা বাকীদারের তালুকের জমীতে যে প্রধান নগর বা গ্রাম থাকে, তথায় উক্তরূপে প্রচার করাইবেন।

(৪) এই ধারামতে যেং নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার পালন নিমিত্ত কেবল ভূস্বামী দায়ী থাকিবেন।

নোটিস জারী করিবার কথা।

১৯৬ ধারা। (১) মফঃসলে যে নোটিস পাঠাইবার আজ্ঞা হইল, তাহা একজন পেয়াদা যাইয়া জারী করিবে। ঐ পেয়াদা তল্লিখিত উক্ত বাকীদারের কিম্বা তাহার কার্য্যাধ্যক্ষের রসীদ লইয়া আসিবে; অথবা উহা পাইতে না পারিলে, ঐ নোটিস ঐ স্থানে আনিয়া প্রচার করা হইয়াছে, ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ তন্নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী তিনজন মাতব্বর লোকের স্বাক্ষর লইয়া আসিবে।

(২) উক্ত গ্রামের লোকে সাক্ষ্যস্বরূপ আপনাদের নাম স্বাক্ষর করিতে আপত্তি বা অস্বীকার করিলে, উক্ত পেয়াদা নিকটস্থ মুনসেফের আফিসে কিম্বা মুনসেফ না থাকিলে, নিকটস্থ পোলীস থানায় যাইবে, এবং ঐ নোটিস যে যথাবিধি প্রচারিত হইয়াছে, এবিষয়ে তথায় ইচ্ছাপূর্ব্বক শপথ করিবে। এই মর্ম্মের এক সর্টিফিকেটে উক্ত কার্য্যকারকেরা স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া ঐ পেয়াদাকে দিবেন।

(৩) উক্ত রসীদের বা সাক্ষ্যের মর্ম্ম বুঝিয়া যদি দেখা যায় যে, বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্বে কোন সময়ে নোটিস প্রচার করা হইয়াছে, তবে নির্দ্দিষ্ট তারিখে নীলাম চালাইবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইবে।

বৎসরের মাঝখানে নীলামের দরখাস্তের কথা।

১৯৭ ধারা। বৎসরের মাঝখানে কার্ত্তিক মাসের ১ তারিখে ভূস্বামী আশ্বিন মাসের শেষপর্য্যন্ত চলিত সনের খাজানার হিসাবে যে বাকী টাকা পাওনা থাকে, তাহার বর্ণনাপত্র সহিত ঐরূপ দরখাস্ত করিতে পারিবেন, এবং বাকীদারদের তালুক বিক্রয় হইবার কথা উক্তরূপে প্রচার করাইতে পারিবেন। যত টাকা বাকী থাকিবার ইস্তাহার দেওয়া যায়, যদি অগ্রহায়ণ মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে তৎসমস্ত দেওয়া না যায়, অথবা কার্ত্তিক মাসের তলবসমেত ঐ টাকার মধ্যে এত দেওয়া না হয়, যাহাতে উক্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি কার্ত্তিক মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত কিস্তিবন্দী অনুসারে ভূস্বামীর মোট তলবের চারি আনার কম বাকী থাকে, তবে উক্ত তারিখে নীলাম হইবে।

তালুকদার তলবসম্বন্ধে আপত্তি করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৯৮ ধারা। (১) কোন তালুকদারের নিকট বাকী খাজানা পাওনা আছে বলিয়া কথিত হইলে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব কএক ধারামতে নোটিস দেওয়া গেলে, উক্ত তালুক নীলামের নিমিত্ত ঐ নোটিসে যে তারিখ ধার্য্য থাকে, সেই তারিখের পূর্ব্বে কোন সময়ে তালুকদার তলবের সমস্ত বা কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত দিতে পারিবেন।

(২) কালেক্টর (১) প্রকরণমতে দরখাস্ত পাইলে, ভূস্বামীর নিকট সমন দিবেন, তাহাতে সমনের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও তারিখে উপস্থিত হইতে এবং নীলাম কেন স্থগিত রাখা যাইবে না, অথবা স্থল বিশেষে কেন তলবের টাকা কমান যাইবে না, ইহার কারণ দেখাইতে ভূস্বামীর প্রতি আদেশ থাকিবে; এবং কালেক্টর সাধ্য হইলে উভয় পক্ষের কথা কিম্বা তন্মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের কথা শুনিবেন, ও তাঁহাদের মধ্যে যে২ বিষয়ের বিবাদ থাকে, নীলামের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে তাহার মীমাংসা করিবেন।

(৩) নীলামের নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে যদি কালেক্টর এইরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকীর দাওয়া হয়, তাহার কোন অংশই পাওনা নাই, তবে তিনি ভূস্বামীর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন।

(৪) যদি উক্ত সময়ের পূর্ব্বে তিনি নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকীর দাওয়া হয়, তাহার অংশ বিশেষ পাওনা নাই, তবে তিনি তদনুসারে তলব কমাইয়া দিবেন; এবং তাঁহার নিষ্পত্তি এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠান পক্ষে চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে সকল স্থলের বিধান (৩) ও (৪) প্রকরণে নাই, সেই সকল স্থলে তালুকদারের দরখাস্ত নামঞ্জুর করা যাইবে; কিন্তু নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে তাঁহার যে স্বত্ব থাকে, ঐরূপ নামঞ্জুর করাতে সেই স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

বাকী টাকা আমানত করা না গেলে তালুক নীলাম হইবার কথা।

১৯৯ ধারা। পূর্ব্ব ধারার বিধানের স্থল না হইলে, যে তালুক সম্বন্ধে পূর্ব্ব কএক ধারামতে নোটিস দেওয়া গিয়াছে, সেই তালুক নোটিসের নির্দ্দিষ্ট তারিখে নীলাম করা যাইবে; কিন্তু পূর্ব্ব দিনের সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে তলবের টাকা অথবা পূর্ব্ব ধারামতে ঐ টাকা কমান গেলে, সেই কমান টাকা ভূম্যধিকারীকে দিবার নিমিত্ত বাকীদার বা অন্য কোন ব্যক্তি কালেক্টরী কাছারীতে আমানত করিলে, নীলাম হইবে না।

নীলাম হইলে, যে২ নিয়ম মানিতে হইবে, তাহার কথা।

২০০ ধারা। (১) পূর্ব্বে কাছারীতে যে নোটিস লাগাইয়া দেওয়া যায়, নীলামের সময়ে তাহা নামাইয়া ফেলিতে হইবে, এবং লাটগুলি নোটিসে যে ক্রমে লেখা থাকে, সেই ক্রমানুসারে পর২ ডাকা যাইবে।

(২) যে প্রত্যেক লাট সম্বন্ধে ইস্তাহার দেওয়া যায় তাহার বাকীর হিসাবে নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত যে২ টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিশেষ বর্ণনাপত্রের সহিত ও মফঃসলে যে নোটিস প্রচার করিবার আদেশ দেওয়া যায়, তাহার রসীদ বা সর্টিফিকেট সহিত ভূস্বামীর পক্ষীয় এক ব্যক্তি নীলামে উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) যে বর্ণনাপত্র দাখিল করা যায়, যাবৎ তাহা দেখিয়া লওয়া না হয় ও তাহা হইতে উক্ত বৎসরের বাকী থাকা নির্ণয় করা না হয় এবং যাবৎ নোটিস দিবার রসীদ পাঠ করা না হয়, তাবৎ কোন লাট নীলামে চড়ান যাইবে না। যে প্রত্যেক লাটের নীলাম হয়, তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র রুবকারী করিয়া সেই রুবকারীতে এই সকল নিয়ম পালিত হইবার কথা লিখিত হইবে।

(৪) কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিনে যে দরখাস্ত দেওয়া যায়, সেই দরখাস্তমতে নীলাম হইলে, নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত তলবের চারি আনার অধিক বাকী আছে, ইহা দেখিতে পাইবার নিমিত্ত বাকীদারের কিস্তিবন্দীও দাখিল করিতে হইবে; এবং ইহা নির্ণয় করা না গেলে, নীলাম হইবে না।

(৫) এইরূপে যে সকল কাগজপত্র দেখাইতে হইবে, তাহার শুদ্ধতা ও অনন্যতা সম্বন্ধে কেবল ভূস্বামী দায়ী থাকিবেন; এবং যে কার্য্যকারক নীলাম করেন, তিনি নীলাম ন্যায্য ও প্রকাশ্যরূপে হওয়া ছাড়া এবং তাঁহার উপদেশার্থে এই অধ্যায়ে যে২ বিধি নির্দ্দেশ করা গেল তাহা পালিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে দায়ী থাকিবেন না।

নীলামের কার্য্য যেরূপে চালাইতে হইবে তাহার কথা।

২০১ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে তালুকের সমস্ত নীলাম সরকারী কাছারীতে হইবে।

(২) যে ব্যক্তির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ডাক হয়, ভূমি তাঁহার নিকট বিক্রয় করা যাইবে, এবং বাকীদার ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তি অবাধে ডাকিতে পারিবেন।

(৩) লাটের ডাক মঞ্জুর হইবামাত্র ক্রয়ের টাকার শতকরা ১৫ টাকা দিতে হইবে।

(৪) যে কার্য্যকারক নীলামের কার্য্য চালান, তাঁহার হৃদ্বোধমতে যাবৎ প্রত্যয় না জন্মে যে, যত টাকা আমানত করিতে হইবে তাহা তদর্থে হাতে আছে কিম্বা দুই ঘন্টার মধ্যে দাখিল করা যাইবে, তাবৎ তিনি কোন ডাক গ্রাহ্য করিতে কিম্বা যিনি ডাকেন এরূপ কোন ব্যক্তির নামে কোন লাট ফেলিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৫) নীলাম হইবার পর দুই ঘন্টার মধ্যে শতকরা পনের টাকা নগদ দেওয়া না গেলে কিম্বা তত্তুল্য মূল্যের গবর্ণমেন্ট সিকুরিটী দাখিল করা না গেলে, উক্ত লাট ঐ দিনেই পুনর্ব্বার নীলাম করা যাইবে।

(৬) ক্রয়ের টাকার অবশিষ্টাংশ অষ্টম দিবসের দুই প্রহরের মধ্যে দেওয়া না গেলে, জিলার সদর মোকামের বাজারে ঢেঁড়রা দিয়া নীলাম ঘোষণা করিয়া পর দিনে অর্থাৎ প্রথম নীলাম অবধি নবম দিবসে পুনর্ব্বার নীলাম হইবার নোটিস দেওয়া যাইবে।

(৭) তাহা হইলে উক্ত লাট প্রথম খরিদারের ঝুঁকিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনর্ব্বার নীলাম করা যাইবে। প্রথম খরিদার শতকরা পনের টাকা হিসাবে অগ্রিম যে টাকা দিয়াছিলেন তাহা দণ্ড হইবে এবং দ্বিতীয় বার নীলাম করিয়া যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা পূর্ব্ব নীলামের টাকা অপেক্ষা যত টাকা কম হয় তত টাকার জন্যেও দায়ী থাকিবেন। দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারী করিবার যে প্রণালী আছে, সেই প্রণালীমতে ঐ কমতী টাকা আদায় করা যাইবে।

(৮) আমানত করা যে টাকা দণ্ড হয়, তাহা হইতে নীলামের খরচ দেওয়া যাইবে; এবং যাহা উদ্বর্ত্ত থাকে তাহা গবর্ণমেণ্টে জমা দেওয়া যাইবে।

২০২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে কোন তালুকের খরিদার ক্রয়ের সমস্ত টাকা দিলে, কালেক্টর তাঁহাকে ঐ টাকা দিবার সার্টিফিকেট দিবেন।

খরিদারের স্বত্বের কথা।

(২) তাহা হইলে তালুকদার কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীদের মধ্যে কেহ কিম্বা তাঁহার বা তাঁহাদের অধীন কোন দাওয়াদার ঐ তালুকের উপর যে সকল দায়, দাবী, পেটাও প্রজাস্বত্ব, স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব এবং অন্যান্য স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ করণার্থ ১৮৩ ধারায় যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রণালীমতে অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত খরিদার উক্ত তালুক প্রাপ্ত হইবেন। নিম্নলিখিত কএকটী স্বত্বসম্বন্ধে এই বিধি খাটিবে না,—

(ক) দখলী স্বত্ব;

(খ) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে যাহা ন্যায্য ও যুক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; কিম্বা

(গ) যে লিখিত নিদর্শনপত্রক্রমে তালুকের সৃষ্টি হয়, তাহাতে স্পষ্ট বাক্যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, সেই ক্ষমতাক্রমে সৃষ্ট কোন স্বত্ব বা স্বার্থ।

২০৩ ধারা। এই অধ্যায়মত কোন তালুকের খরিদার তৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব ধারামত সার্টিফিকেট পাইলে, এবং ৩য় অধ্যায়মতে তাঁহার প্রতি তালুক হস্তান্তর হইবার কথা রেজিষ্টরী করা গেলে, তাঁহাকে তালুক দখল দিবার নিমিত্ত তিনি কালেক্টরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কালেক্টর তাঁহাকে তালুকের দখল দেওয়াইবেন; এবং ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে যে দেওয়ানী আদালত খরিদারকে দখল দেন, সেই আদালতের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যেই ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, কালেক্টর সেই সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

খরিদারকে দখল দিবার কথা।

২০৪ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন তালুক নীলাম হইবার ইস্তাহার দেওয়া গেলে যদি কোন ব্যক্তির ঐ তালুকে এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে এবং তিনি নীলাম নিবারণার্থ ১৯৯ ধারামতে আবশ্যক টাকা কালেক্টরী কাছারীতে আমানত করেন, তবে ১৮৮ ধারার বিধান খাটিবে; এবং যদি ঐ ব্যক্তি তালুকদারের অধস্তন প্রজা হন, তবে ১৫ অধ্যায়মতে যে যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, উক্ত তালুক সেই যোত হইলে এবং নীলাম নিবারণার্থে উক্ত টাকা আদালতে দেওয়া গেলে, ১৮৯ ধারার বিধান যেরূপে খাটিত, সেইরূপে খাটিবে।

নীলাম বন্ধ করিতে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে সেই ব্যক্তির আমানত করা টাকা আদায় করিবার কথা।

২০৫ ধারা। (১) এই অধ্যায়ের বিধানের আশ্রয়ে কোন তালুক নীলাম করা গেলে কিন্তু উক্ত নীলাম এই সকল বিধানক্রমে সিদ্ধ না হইলে, তাহাতে যে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তিনি নীলাম অসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ও তাহাতে তাঁহার যে হানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্ত, যে ভূস্বামীর প্রার্থনামতে নীলাম হয় তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

নীলাম অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার কথা।

(২) তালুকের খরিদারকে মোকদ্দমার এক পক্ষ করিতে হইবে; এবং নীলাম অসিদ্ধ হইলে তাঁহার যে কোন হানি হয়, তজ্জন্য তিনি উক্ত মোকদ্দমায় ভূস্বামীর স্থানে ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

২০৬ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন তালুক বিক্রয় করা গেলে, ঐ তালুকে যে কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা খরিদার ২০২ ধারামতে অসিদ্ধ করিতে পারেন, তিনি নীলাম দ্বারা তাঁহার যে হানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্ত নীলামের তারিখ অবধি দুই মাসের মধ্যে বাকীদারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

নীলাম হওয়াতে যে ব্যক্তির স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে পারে তাঁহার ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা।

কিন্তু বাকীদারের অধস্তন কোন প্রজার স্থানে নীলামের সময়ে কোন বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ঐ প্রজা এইরূপ কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন না।

নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া যাহা২ করিতে হইবে, তাহার কথা।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া নিম্নলিখিতমতে কার্য্য করিতে হইবে, যথা,—

(ক) এই অধ্যায়ের বিধান ফলবৎ করণার্থ যে কোন অতিরিক্ত সেরেস্তা রাখা আবশ্যক হয়, তাহার খরচ কুলাইবার নিমিত্ত শতকরা এক টাকা করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ কাটিয়া লইয়া গবর্ণমেণ্টের হিসাবে জমা দেওয়া যাইবে।

(খ) যে বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইয়াছে তাহা (সুদসমেত ও তালুক নীলাম করাইতে যে সকল খরচ পড়িয়াছে তাহা সমেত) ইহার পর ভূম্যধিকারীকে দেওয়া যাইবে।

(গ) (ক) ও (খ) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে পর উদ্বর্ত্ত থাকিলে, যে কার্য্যকারক নীলাম কার্য্য চালান, তিনি তাহা অবিলম্বে কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় পাঠাইবেন। ২০৬ ধারামতে যাঁহারা ক্ষতিপূরণের ডিক্রী পান, তাঁহাদের দাওয়া শোধ করিবার নিমিত্ত ঐ উদ্বর্ত্ত টাকা নীলামের তারিখ অবধি দুই মাস গত না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত খাজানাখানায় আমানত করিয়া রাখিতে হইবে, এবং উক্ত কালের মধ্যে ঐ ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যাবৎ ঐ সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ উক্ত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

(ঘ) যে উদ্বর্ত্ত টাকা (গ) প্রকরণমতে রাখা যায়, তাহাহইতে প্রথমতঃ ২০৬ ধারামতে বাকীদারের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়া থাকিলে, ঐ ডিক্রীর টাকা দিতে হইবে। উদ্বর্ত্ত টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে দিতে না কুলাইলে, যাহার যত টাকার ডিক্রী থাকে, তদনুসারে ডিক্রীদারদের মধ্যে ঐ টাকা হারাহারীমতে বণ্টন করিয়া দেওয়া যাইবে।

(ঙ) উক্ত উদ্বর্ত্ত টাকার কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা বাকীদারকে দেওয়া যাইবে।

(২) যে টাকা (গ) প্রকরণমতে আমানত রাখা যায়, যে কোন ব্যক্তির তাহাতে স্বার্থ থাকে, তিনি আমানতী টাকার পরিবর্ত্তে যাহার সুদ চলে, এরূপ গবর্ণমেণ্ট সিক্যুরিটী রাখিয়া উক্ত টাকা সমস্ত কিম্বা তাহার কোন অংশ ফিরাইয়া লইতে পারিবেন। শেষ যে গবর্ণমেণ্ট গেজেট পাওয়া যায়, তাহাতে যে ডিস্কৌণ্টের বা প্রিমিয়মের হার দেখা যায়, সেই হারে উক্ত সিকু্যরিটী লওয়া যাইবে।

রবিবার ও বন্ধের দিন সম্বন্ধে বিধানের কথা।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট কোন দিন রবিবার বা বন্ধের দিন হইলে, ঐ দিনে এই অধ্যায়মতে যাহা কিছু করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকে, তাহা তাহার পরদিন রবিবার বা বন্ধের দিন না হইলে করা যাইতে পারিবে।

অন্যান্য তালুক নীলামের কথা।

অন্যান্য রেজিষ্টরী করা তালুক সম্বন্ধে এই অধ্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া খাটিবার কথা।

২০৯ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব কএক ধারামতে যে সকল তালুক নীলাম করা যাইতে পারে, তদ্ভিন্ন কোন তালুক সরকারী রেজিষ্টরে রেজিষ্টরী করিবার বিধান আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে সময়ে২ যেরূপ পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করেন, সেইরূপ পরিবর্ত্তন সহকারে ঐ সকল ধারা উক্তরূপে রেজিষ্টরী করা তালুক সম্বন্ধে খাটিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

চুক্তির বিরুদ্ধে যে২ বিধান ফলবৎ হইবে তাহার কথা।

২১০ ধারা। প্রকারান্তরের চুক্তি থাকিলেও নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে এই আইনের বিধান ফলবৎ হইবে, যথা,—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নির্দ্দিষ্ট দখলী স্বত্বের সম্বন্ধ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে ফসলী খাজানা পরিবর্ত্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দ্দিষ্ট হেতু বিনা দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্ফা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬১ ধারা)।

(চ) যোতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

কায়েমী মকররী পাট্টার কথা।

২১১ ধারা। যে স্থানের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই স্থানে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মানুসারে কায়েমী মকররী পাট্টা দিতে ভূম্যধিকারীর বাধ্য হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

২১২ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে পতিত ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণার্থ কোন চুক্তির ব্যাঘাত হইবে না।

কৃষিকার্য্যোপযোগীকরণের চুক্তির কথা।

২১৩ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, যে প্রকারের জমী চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত, অর্থাৎ সামান্যতঃ বন্যা দ্বারা যে ভূমির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধন হইতে পারে, যে রায়ত সেই ভূমি ভোগ করে, সেই রায়ত তাহা ক্রমাগত বার বৎসর ভোগ না করিলে ঐ ভূমিতে দখলী স্বত্ব লাভ করিবে না, এবং যাবৎ ঐ দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহার ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়মহয়, তাহার যোতের নিমিত্ত সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

চর ও দেয়াড়া জমীর কথা।

(২) কিন্তু ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আদালত নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গণ্য হইবে না। তাহা হইলে, এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

২১৪ ধারা। "উঠবন্দী" প্রণালী ও "হাল হাসিলী" প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালীমতে কোন ভূমি ভোগ করা গেলে, দেশাচারানুগত বা প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে ঐ ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

উঠবন্দী ও হালহাসিলী প্রণালীর কথা।

২১৫ ধারা। এই আইনের কোন কথায় কোন ঘাটওয়ালী বা অন্য চাকরাণ তালুকের কোন অনুষঙ্গের ব্যাঘাত হইবে না, বিশেষতঃ এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যে চাকরাণ তালুক হস্তান্তর করিতে বা উইলক্রমে দান করিতে পারা যাইত না, তাহা হস্তান্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইবে না।

চাকরাণ তালুক সম্বন্ধে না খাটিবার কথা।

২১৬ ধারা। কোন রায়ত রায়তস্বরূপ আপন যোতের অংশ না হইয়া বাস্তুভূমি ভোগ করিলে, ঐ বাস্তুভূমির প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গ দেশাচার দ্বারা নিয়মিত হইবে।

বাস্তুভূমির কথা।

২১৭ ধারা। কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত স্বত্ব এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত না হইলে অথবা এই আইনের বিধানক্রমে স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরিবর্ত্তিত বা রহিত না হইলে, এই আইনের কোন কথায় তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

উদাহরণ।

কোর্ফা রায়ত কোন২ অবস্থায় দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় এই দেশাচার এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত নহে, এবং এই আইনের বিধান দ্বারা স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরিবর্ত্তিত বা রহিত করা যায় নাই; সুতরাং উক্ত দেশাচার কোন স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

১৮ শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা তামাদি বিষয়ক বিধি।

২১৮ ধারা। (১) এই আইনের ৪র্থ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত তদ্বৎ জন্য ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত করিতে ও করিতে হইবে; এবং ঐরূপ মিয়াদ কালের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত করা যায়, তাহা মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কথা না তোলা গেলেও অগ্রাহ্য হইবে।

৪ তফসীলমত মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্তের মিয়াদের কথা।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত উপস্থিত করিলে মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত বারিত হইত, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিবার স্বত্ব পুনর্জ্জীবিত হইবে না।

২১৯ ধারা। ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারা ২১৮ ধারার লিখিত মোকদ্দমা বা প্রার্থনা সম্বন্ধে খাটিবে না।

ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক আইনের কিয়দংশ ঐ মোকদ্দমা প্রভৃতিতে না খাটিবার কথা।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

২২০ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিম্বা অন্য যে কোন আইন তৎকালে প্রবল থাকে, সেই আইন অনুসারে না হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি

কসলে বে-আইনীমতে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের কথা।

(ক) কোন প্রজার যোতের ফসল ক্রোক করে, কিম্বা ক্রোক করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) এই আইনমতে নিয়মিতরূপে যে ক্রোক করা যায়, তাহার বাধা দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিয়মিতরূপে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বলপূর্ব্বক বা গোপনে স্থানান্তর করে, কিম্বা

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন যোতের ফসল কাটিতে, সংগ্রহ করিতে, সঞ্চিত করিতে, স্থানান্তর করিতে, কিম্বা প্রকারান্তরে তাহা লইয়া কার্য্য করিতে বাধা দেয়, বা দিবার উদ্যোগ করে,

তবে তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(২) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে যে কোন ব্যক্তি (১) প্রকরণের লিখিত কোন কার্য্য করিতে সহায়তা করেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারীদের কর্ম্মকারক ও প্রতিনিধিদের কথা।

ভূম্যধিকারীর কর্ম্মকারক দ্বারা কার্য্য করিবার কথা।

২২১ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে এই আইনমতে কোন ভূম্যধিকারীর উপস্থিত হইবার, প্রার্থনা করিবার বা কোন কার্য্য করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকিলে, উক্ত আদালত বা কর্ত্তৃপক্ষ প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্ম্মকারকও ঐ সকল কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনে যে প্রত্যেক নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার বা তাঁহাকে দিবার আদেশ আছে, তাহার জারী স্বীকার করিতে বা তাহা লইতে পূর্ব্বোক্তমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্ম্মকারকের উপর তাহা জারী করা গেলে, কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া গেলে, যদি নিজ ভূম্যধিকারীর উপর তাহা জারী করা যাইত কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া যাইত, তাহা হইলে যেরূপ ফল হইত, এই আইনের কার্য্যপক্ষে সেইরূপ ফল হইবে।

(৩) কর্ম্মকারক নিয়োগ করিবার কিম্বা তাঁহাকে ক্ষমতা দিবার নিদর্শনপত্র ছাড়া যে প্রত্যেক দলীল এই আইনের আদেশমতে ভূম্যধিকারীকর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত বা সার্টিফিকেটযুক্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা এতদর্থে ক্ষমতাপত্রপ্রাপ্ত তদীয় কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা স্বাক্ষরিত বা সার্টিফিকেটযুক্ত হইতে পারিবে।

একযোগী ভূম্যধিকারীদের একত্রে বা সাধারণ কর্ম্মকারকের দ্বারা কার্য্য করিবার কথা।

২২২ ধারা। দুই বা তদধিক ব্যক্তি একযোগী ভূম্যধিকারী হইলে, যাহা কিছু করিতে এই আইনমতে ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশ বা অনুমতি আছে, তাহা তাঁহারা উভয়ে বা সকলে একত্র হওয়া করিবেন কিম্বা তাঁহাদের উভয়ের বা সকলের পক্ষে কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মকারক করিবেন।

রাজস্ব কর্ম্মচারীদের ক্ষমতার কথা।

কর্ম্মচারীদের কার্য্যপ্রণালী ও ক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

২২৩ ধারা। রাজস্ব কর্ম্মচারীদের উপর এই আইনের দ্বারা বা এই আইনমতে যে কোন কর্ম্মের ভার অর্পিত হয়, সেই কর্ম্ম সম্পাদনার্থ তাঁহাদের যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধান করণার্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনসঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং ঐ বিধি দ্বারা এরূপ কোন কর্ম্মচারীর প্রতি

(ক) মোকদ্দমার বিচারকালে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন এরূপ কোন ক্ষমতা, ও

(খ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহা জরীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার ক্ষমতা, ও

(গ) জমীর শক্তি বুঝিয়া দেখিবার নিমিত্ত কোন ভূমির ফসল কাটিবার ও ঝাড়িবার ও উৎপন্ন শস্যাদি ওজন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিধির কথা।

বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২৪ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত বিধি করিবার পূর্ব্বে প্রস্তাবিত বিধির পাণ্ডুলেখ্য, যে ব্যক্তিদের তদ্দ্বারা স্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বা হাইকোর্টের প্রণীত বিধি হইলে, উক্ত গবর্ণমেণ্টের বা কোর্টের বিবেচনায় সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সম্বাদ দিবার পক্ষে যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, সেই প্রকারে ঐ বিধি প্রকাশ করা যাইবে; অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইলে, তাহা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু এরূপ প্রত্যেক পাণ্ডুলেখ্য রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডুলেখ্যের সহিত একটী নোটিস প্রকাশ করা যাইবে। প্রকাশ করণের তারিখের পর এক মাস অতীত হইবার পূর্ব্বে না হয়, উক্ত পাণ্ডুলেখ্য এরূপ যে তারিখে বা যে তারিখের পর বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে, ঐ নোটিসে সেই তারিখ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৪) ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে উক্ত পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিবেন।

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন বিধি রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, ঐ প্রকাশকরণই উক্ত বিধি যথানিয়মে প্রণীত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

যে২ জিলায় চিরকালীন বন্দোবস্ত থাকে তৎসম্বন্ধীয় বিধানের কথা।

যে জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই, সেই জিলায় যে ভূমি ভোগ হয়, তৎসম্বন্ধে না খাটিবার কথা।

২২৫ ধারা। যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কখন হয় নাই, কোন তালুকের অন্তর্গত ভূমি সেই মহালের মধ্যে থাকিলে, এই আইনের কোন কথাক্রমে, রাজস্বের নিয়ৎকালীন বন্দোবস্তের মিয়াদ ফুরাইলে, খাজানা বৃদ্ধির বাধা হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষ গবর্ণমেণ্টের

স্থানে চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিবার, বা বন্দোবস্ত দৃঢ় করিবার ক্ষমতা পাইয়া বন্দোবস্তী কার্য্যানুষ্ঠান মধ্যে বন্দোবস্তের মিয়াদ অতীত হইবার পর অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভোগ করিবার স্বত্ব স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকিলে, স্বতন্ত্র কথা।

রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত হইলে খাজানা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবার কথা।

২২৬ ধারা। যাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী ভূমির অন্তর্গত নহে, এরূপ কোন ভূমি বিনা খাজানায় কিম্বা অবধারিত খাজানায় ভোগ করিবার স্বত্ব ঐ ভূমির প্রজাকে দেওয়া গেল বলিয়া ভূম্যধিকারী পাট্টা দিলে কিম্বা অন্য কোন চুক্তি করিলে, এবং পাট্টা বা চুক্তি বলবৎ থাকিতে

(ক) ভূমির রাজস্ব উক্ত চুক্তির সম্বন্ধে প্রথম দেয় হইলে, কিম্বা

(খ) তৎসম্বন্ধে ভূমির রাজস্ব পূর্ব্বে দেয় হইয়া থাকিলেও ভূমির রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করা গেলে,

উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তিতে প্রকারান্তরের কথা সত্ত্বেও, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী ভূম্যধিকারির বা প্রজার প্রার্থনামতে আজ্ঞাক্রমে এই আইনের বিধান অনুসারে ঐ ভূমির উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবেন।

জলকর প্রভৃতি স্বত্বের কথা।

জলকর ও বনকর প্রভৃতি স্বত্বের কথা।

২২৭ ধারা। বাকী খাজানা আদায় করণার্থ মোকদ্দমায় এই আইনের যে সকল বিধান খাটে, কোন জলকর, বনকর, ফলকর প্রভৃতি স্বত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, তাহা আদায় করিবার মোকদ্দমায় যত দূর সম্ভব সেই সকল বিধান খাটিবে।

বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

২২৮ ধারা। এই আইনের কোন কথায়—

বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

(ক) এই আইনের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া যে কোন আইন রহিত করা হয় নাই, সেই আইনের নির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্তকারকদের ক্ষমতার ও কর্ম্মের,

(খ) গবর্ণমেণ্টের মহালের কিম্বা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বা রাজস্ব কর্তৃপক্ষদের অধ্যক্ষতাধীন মহালের খাজানা আদায়ের কার্য্য প্রণালীর বিধান করণার্থ কোন আইনের,

(গ) গবর্ণমেণ্টের বাকী রাজস্বের নিমিত্ত নীলামের দ্বারা প্রজাস্বত্ব অনিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত কোন আইনের,

(ঘ) মালগুজারী মহালের বাটওয়ারা সংক্রান্ত কোন আইনের, কিম্বা

(ঙ) এই আইনের দ্বারা স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে যে বিশেষ বা স্থানীয় অন্য আইন রহিত করা না যায়, তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

প্রথম তফসীল।

(২ ধারা দেখ।)

যেই আইন রহিত হইল।

বঙ্গদেশে প্রচলিত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৭৯৩ সালের ৮ আইন।	সুবেজাৎ বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যার সমস্ত জমীদার ও হজুরীতালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের সহিত সরকারের মালগুজারীর অর্থে দশসনী বন্দোবস্তের বিষয়ে যে সকল আইন ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ও ২৫ নবেম্বর এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ও তাহার পর যেই তারিখে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও চরস্ত করিবার আইন।	৫১, ৫৩, ৭৩, ৫৪, ৫৫, ৬১, ও ৬৫ ধারা।
১৮০৫ সালের ১২ আইন।	এইক্ষণে মেদিনীপুর জিলা যুক্ত পটাশপুর, কমাদিচৌর ও বগ্রী পরগনা যুক্ত কটক জিলার বন্দোবস্ত ও সরকারী রাজস্ব আদায় করণার্থ আইন	৭ ধারা।
১৮১২ সালের ৫ আইন।	ভূমির মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া এইক্ষণে চলন আছে তাহার কোন২ দাঁড়া শুধরিবার ও সারিবার নিমিত্তে আইন	২, ৩, ৯, ২৬ ও ২৭ ধারা।
১৮১২ সালের ১৮ আইন।	ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ধারার মর্ম্ম সুস্পষ্ট ও বিবরণ করিয়া লিখিবার ও ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ২ ও ৪ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৫০ আইনের ১ ও ২ ধারা রদ ও রহিত করিবার ও ঐ সকল ধারার লিখিত দাঁড়া সকলের পরিবর্ত্তে নূতন দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে আইন।	মুকুবাদ এবং ১ ও ৩ ধারা।
১৮১৯ সালের ৮ আইন।	কোন২ অধিকার সিদ্ধ হওন ও তৎসম্পর্কীয় করারদাদ সম্মত হওনের কথা স্পষ্ট করিয়া লিখনের ও জমীদারদিগের ও পত্তনী তালুকদার প্রভৃতির পরস্পর স্বত্বের বিবরণের ও জমীদারের বাকীর নিমিত্তে নীলাম হওনের মকদ্দমা নিষ্পত্তি করণের ও তাহার প্রকার ও নিয়মের বিবরণের ও বাঙ্গলা দেশের জমীদারদিগের ও তালুকদারদিগের তহসীলের দাঁড়ার মধ্যে পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট কোন২ দাঁড়ার তাৎপর্য্য স্পষ্ট করণের ও তাহার কোন২ দাঁড়া শুধরণের নিমিত্তে আইন	সম্পূর্ণ আইন।

১ম তফসীল—(চলিতেছে।)

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮২০ সালের ১ আইন।	যদি জমীদারের বাকী তাহার তালুকদারের শিরে পড়ে ও সে নিমিত্তে জমীদার তালুক নীলাম করাইবার ক্ষমতা পায়, তবে সেই নীলাম ইংরাজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের নীলামের মতে করিবার নিমিত্তে আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮২৫ সালের ১১ আইন।	চরের কি কোন নদী কি সমুদ্র স্থান ত্যাগ করণ প্রযুক্ত যে ভূমি পাওয়া যায় সেই ভূমির দাওয়ার নিষ্পত্তি যে২ হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবেক সেই২ হুকুম প্রকাশ করিবার নিমিত্তে আইন।	৪ ধারার ১ প্রকরণে "এবং ঐ বৃদ্ধি হওয়া জমি যদি কোন প্রধান মহালকারের পেটার কোন মহালকারের দখলের ভূমিতে সংলগ্ন হয়" এই২ কথা শুদ্ধ প্রকরণের শেষ পর্য্যন্ত।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮৫০ সালের ২০ আইন।	১৮১৯ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে ভূমির নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহাতে বায়নার টাকা সরকারে জব্দ করণের আইন।	যে পর্য্যন্ত রহিত হয় নাই সেই পর্য্যন্ত।
১৮৫০ সালের ৪৩ আইন।	বাঙ্গলাদেশে পত্তনী তালুকের নীলামের নিমিত্তে যে দাঁড়ার আবশ্যক আছে তাহা শুধরিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫০ সালের ৬ আইন।	মালগুজারীর বাকীর বিষয়ের সরাসরী মোকদ্দমা এবং পত্তনী তালুক ও বিক্রয়যোগ্য অন্যান্য অধিকারের নীলাম এবং খাজানার বিষয়ের সরাসরী ডিক্রীজারী করণার্থে ভূমির নীলামের বিষয়ি আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫৯ সালের ১০ আইন।	ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাদেশে খাজানা আদায় করিবার আইন সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮৬২ সালের ৬ আইন।	১৮৫৯ সালের ১০ আইন (অর্থাৎ ফোর্টউইলিয়ম রাজধানীর অধীন বঙ্গদেশের মধ্যে খাজানা আদায় করণের আইন সংশোধন করিবার আইন) সংশোধন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৫ সালের ৮ আইন।	আদালতের কিম্বা প্রচলিত দেশাচারের বলে যে২ পেটাও তালুক বিক্রয়দ্বারা কি প্রকারান্তরে হস্তান্তরীকৃত হইতে পারে তৎসম্পর্কীয় বাকী খাজানা আদায় করণোপলক্ষে তাহা বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা সংশোধনার্থ আইন।	সম্পূর্ণ আইন
১৮৬৭ সালের ৪ আইন।	মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রণীত ১৮৬২ সালের ৬ আইনের ব্যাখ্যা ও সংশোধন করিবার এবং কোন২ বিচার সিদ্ধ করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৯ সালের ৮ আইন।	ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে মোকদ্দমা হয় তাহার কার্য্যপ্রণালী সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭১ সালের ৮ আইন	বন্দোবস্তী কার্য্যকারকদের ক্ষমতা নির্দ্ধারিত ও সীমাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

দ্বিতীয় তফসীল।

[৩ (১৬) ধারা দেখ।]

১৮১৯ সালের ৮ আইনের হেতুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

"দশসালা বন্দোবস্তের তালুকদারেরা আপনাদিগের ইজারা ইত্যাদি দিতে ইচ্ছানুরূপ ক্ষমতা আছে দেখিয়া নূতন করারদারের সৃষ্টি করিয়াছে ও প্রথমতঃ তাহা বর্দ্ধমানের রাজার জমীদারীতে প্রকাশ হইয়াছে এক্ষণে অন্য স্থানেও হইতেছে ও এ অধিকারের প্রকাশ এই যে জমীদার কোন ব্যক্তিকে ইস্তমরারি জমাতে তালুক দেয় ও তাহার মুনফা যে ব্যক্তি তাহা লয় তাহার ও তাহার উত্তরাধিকারিদিগের পাওনা সর্ব্বকালের নিমিত্তে করিয়া দেয় ও তালুকদারের স্থানে মাল জামিন ও কেতার জামিন লওয়া ও না লওয়ার ক্ষমতা আপনি রাখে কেন না যদি তালুকদারকে জামিন দেওন হইতে মাফ করে তবে তাহার পরে ঐ তালুক বিক্রয়াদির দ্বারা যে ব্যক্তির হাতে যায় সে এড়াইতে পারে না বরং তাহার স্থানে লইতে পারে ও ইহা এইক্ষণকার রেওয়াজ অর্থাৎ চলনমতে জানা গেল।

"তাহার দস্তাবেজেতে নিয়মের মধ্যে ইহা লেখা থাকে যে বাকী পড়িলে সে নিমিত্তে জমীদার তাহা বিক্রয় করাইতে পারিবেক ও যদি বিক্রয়ের পণ বাকীর সংখ্যা যত তত না হয় তবে যাহা বাকী থাকে তাহা তালুকদারের শিরে থাকিবেক যে সে নিমিত্তে তাহার মাল আসবাব বিক্রয় হইতে পারে।

"এ সকল এলাকা অর্থাৎ অধিকারকে পত্তনি তালুক বলে ও তাহা লওনিয়া অনেক২ লোক এ সকল নিয়ম ও নির্ব্বন্ধে তাহা অন্য২ লোককে দেয় ও তাহারা দর পত্তনীদার কহলায় ও দরপত্তনীদার অন্যেরে দেয় ও ক্রমে এইমত। ও ইহারদিগের প্রত্যেকের দস্তাবেজ এক মজমুনে হয়।"

তৃতীয় তফসীল।—কবজ ও হিসাবের পাঠ।

(১০ ও ১১ ধারা দেখ।)

কবজের পাঠ।

১ । নম্বর
২ । সাল
৩ । গ্রামের নাম ———————— থানা ————————
৪ । প্রজার নাম
৫ । তাহার যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি) ————————
নগদী বিঘা ———————— টাকা ————————
ভাওলী বিঘা ———————— মণ ———————— বা টাকা ————————
সায়ের { বনকর ———————— টাকা। জলকর ———————— টাকা। ফলকর ———————— টাকা। }
গবর্ণমেন্টের কর ... { পথকর / পূর্ত্তকার্য্যের কর }
৬ । যাহার মারফতে দেওয়া গেল ————————
৭ । দিবার তারিখ ————————
৮ । যত টাকা দেওয়া গেল (পৃষ্ঠে বিবরণ) ———————— টাকা।
৯ । ভূস্বামীর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষর

কবজের পাঠ।

১ । নম্বর
২ । সাল
৩ । গ্রামের নাম ———————— থানা ————————
৪ । প্রজার নাম
৫ । তাহার যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি) ————————
নগদী বিঘা ———————— টাকা ————————
ভাওলী বিঘা ———————— মণ ———————— বা টাকা ————————
সায়ের { বনকর ———————— টাকা। জলকর ———————— টাকা। ফলকর ———————— টাকা। }
গবর্ণমেন্টের কর ... { পথকর / পূর্ত্তকার্য্যের কর }
৬ । যাহার মারফতে দেওয়া গেল ————————
৭ । দিবার তারিখ ————————
৮ । যত টাকা দেওয়া গেল (পৃষ্ঠে বিবরণ) ———————— টাকা
৯ । ভূস্বামীর বা ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষর

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের আইনের ৫৫ ধারার নিম্নলিখিত বিধান আছে।—

টাকা যেরূপে জমা দিতে হইবে তাহার কথা।

"৫৫ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে কিম্বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে ঐ টাকা জমা দিতে হইবে।"

"(২) প্রজা এরূপ কোন নির্দ্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে ঐ টাকা জমা দিতে পারিবেন।"

(তৃতীয় তফসীল ।—কবজ ও হিসাবের পাঠ ।)

হিসাবের পাঠ ।

১ । সাল

২ । প্রজার নাম

৩ । যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)

	বিঘা	হার	টাকা।
নগদী			
গবর্ণমেণ্টের কর			
	বিঘা	মণ	টাকা।
ভাওলী			
জলকর	...		
বনকর	...		
ফলকর	...		
		মণ	টাকা।
৪ । বৎসরের তলব	...		
৫ । পূর্ব্বং বৎসরের বাকী (বকেয়া)	...		
			টাকা।
৬ । মোট তলব (হাল ও বকেয়া)	...		
৭ । প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল { হাল তলব		...	
{ বকেয়া তলব		...	
		মণ	
৮ । শস্যে দেওয়া গেল	...		
			টাকা।

৯ । বৎসরের শেষে বাকী

১০ । ভূস্বামীর স্বাক্ষর

হিসাবের পাঠ ।

১ । সাল

২ । প্রজার নাম

৩ । যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)

	বিঘা	হার	টাকা।
নগদী			
গবর্ণমেণ্টের কর			
	বিঘা	মণ	টাকা।
ভাওলী			
জলকর	...		
বনকর	...		
ফলকর	...		
		মণ	টাকা।
৪ । বৎসরের তলব	...		
৫ । পূর্ব্বং বৎসরের বাকী (বকেয়া)	...		
			টাকা।
৬ । মোট তলব (হাল ও বকেয়া)	...		
৭ । প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল { হাল তলব		...	
{ বকেয়া তলব		...	
		মণ	
৮ । শস্যে দেওয়া গেল	...		
			টাকা

৯ । বৎসরের শেষে বাকী

১০ । ভূস্বামীর স্বাক্ষর

চতুর্থ তফসীল।

মিয়াদ।

(২১৮ ধারা দেখ।)

১ খণ্ড।—মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
১। যে নিয়ম সম্বন্ধে এরূপ স্পষ্ট বিধানাত্মক চুক্তি আছে যে ঐ নিয়মভঙ্গের দণ্ডস্বরূপ উচ্ছেদ করা যাইবে, সেই নিয়মভঙ্গহেতু তালুকদার বা রায়তকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা।	এক বৎসর	নিয়মভঙ্গের তারিখ অবধি।
২। বাকী খাজানা আদায়ের মোকদ্দমা—		
(ক) ৭৩ ধারামতে ঐ যোতের খাজানার নিমিত্ত আমানৎ করিবার পূর্ব্বে বাকী পড়িয়া থাকিলে।	ছয় মাস।	আমানতের তারিখ অবধি।
(খ) স্থলান্তরে ...	তিন বৎসর	বাঙ্গালা সন যেং স্থানে চলিত আছে সেইং স্থানে বাঙ্গালা সনের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি এবং আমলী ও ফসলী সন যেং স্থানে চলিত আছে সেইং স্থানে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি।
৩। বাদী দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তস্বরূপ ভূমির দাওয়া করিলে, উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা।	দুই বৎসর	বে-দখল হইবার তারিখ অবধি।

২ খণ্ড।—আপীল।

আপীলের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৪। এই আইনমত কোন ডিক্রী বা আজ্ঞার উপর জিলার জজ বা বিশেষ জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রী কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।
৫। এই আইনমত কালেক্টরের কোন আজ্ঞার উপর কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি

৩ খণ্ড।—প্রার্থনাপত্র।

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৬। যে স্থলে ডিক্রীমত খাতক ছলে বা বলে ডিক্রী জারী হইতে দেন নাই সেই স্থলভিন্ন এই আইনমত কিম্বা এই আইনদ্বারা রহিত করা কোন আইনমত ডিক্রী বা আজ্ঞা জারী করিবার প্রার্থনাপত্র; যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে সুদ জমে তাহা বাদে কিন্তু ঐ ডিক্রী জারী করিবার খরচা সমেত ৫০০৲ শতের অধিক টাকার নিমিত্ত ডিক্রী না হয়।	তিন বৎসর	(১) ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি; কিম্বা (২) আপীল করা গেলে, আপীল আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি কিম্বা (৩) বিচার সমালোচনা করা গেলে, সমালোচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি।

ভিন্ন ভিন্ন মত।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের রিপোর্ট হইতে আমার মত ভিন্ন।

১৮৮৩ সালের ২১ নবেম্বর অবধি কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চ্চে উহার কার্য্য শেষ হয়। প্রথমতঃ সপ্তাহে দুইবার মাত্র কমিটীর অধিবেশন হইত। কোন বিষয়ে সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইলে সভ্যদের ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে সংবাদ দিতে হইত। ২৬ জানুয়ারি তারিখে স্থির হয় যে সপ্তাহে তিন দিন ২ টা অবধি ৫ ½ পর্য্যন্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে, সংশোধন প্রস্তাবের সংবাদ অধিবেশনের পূর্ব্ব দিন সেক্রেটরীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। অধিবেশনের দিন প্রাতে সংশোধনের প্রস্তাব মেম্বরগণের নিকট প্রেরিত হইত। এইরূপ নূতন বন্দোবস্ত প্রস্তাব করার কারণ এই যে, তখনও কমিটীর হাতে অনেক কার্য্য বাকী ছিল ও সিমলা গমনের সময়ও উপস্থিত প্রায় হইয়াছিল। এই বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের নিজের২ যে অসুবিধা হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করিলেও এবং তাঁহারা এই কার্য্যে সমস্ত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন স্বীকার করিলেও সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হইতে তাঁহাদের ১০ ঘণ্টা এবং উহার বিশেষ আলোচনার্থ ৬ ঘণ্টা সময়ও প্রায় থাকিত না, আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এরূপ বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের প্রত্যেকের প্রতিই অন্যায় করা হইয়াছিল। আমার মত অবস্থার লোকের প্রতি আরও অবিচার হইয়াছিল, কারণ আমি যাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সময় পাইতাম না। ইহাতে যে কেবল মেম্বরদিগের প্রতিই অবিচার হইয়াছিল এমন নহে, যে সকল গুরুতর বিষয় লইয়া বাদানুবাদ তাহার প্রতিও অবিচার হইয়াছিল। আমি কর্ত্তব্য বিবেচনায় এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতিবাদ ফলোপধায়ক হয় নাই। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কমিটীর নিকট যে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছিল এরূপ অবস্থায় যত দূর সম্ভব তাঁহারা সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দিয়া কার্য্য করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি যত দূর সম্ভব শিষ্টতা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষাশেষি গুরুতর প্রশ্ন সমূহের মীমাংসায় অত্যন্ত ত্বরা করা হইয়াছিল। এরূপ ত্বরা অপরিহার্য্য হইলেও ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

মন্ত্রিসভার বিধি অনুসারে কমিটীর এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় কাজের কথা বিষয়ে সাক্ষীর এজাহার গ্রহণের ক্ষমতা থাকিলে ভাল হইত। কমিটী যে এই ক্ষমতার আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্ধতিসিদ্ধ না হইলেও, মান্যবর শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের পরামর্শমতে পেটাও বিলি সম্বন্ধে কমিটীতে কয়েকজন বহুদর্শী জমীদারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কমিটীর হস্তে পড়িয়া পাণ্ডুলিপির অনেক গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু উহার মূল সূত্র অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। কোন২ বিষয়ে মূল পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ ছিল তদপেক্ষা জমীদারদিগের অবস্থা অধিকতর মন্দ করা হইয়াছে। কয়েকটী ক্ষুদ্র২ বিষয়ে জমীদার ও রায়ত উভয়ের প্রতিই অপক্ষপাতে সুবিচার করা হইয়াছে। বর্ত্তমান আইনে যেরূপ আছে তাহা অপেক্ষা মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারীগণের বিলক্ষণই লাভ হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে ভূমিকর্ষক, যাহার জন্য কমিটী এত চিন্তিত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, আমার ভয় হয় যে ফলে তাহার অবস্থা বর্ত্তমান অপেক্ষা মন্দ দাঁড়াইবে। আমি এখন সমস্ত পাণ্ডুলিপির বিচার করিতে ইচ্ছা করি না এবং তজ্জন্য এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত কথায় প্রবেশ করিব না।

এই পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে আমার আপত্তির প্রধান কারণ এই২ :—

১ম।—ইহা বর্ত্তমান ও প্রাচীন ভূমিসংক্রান্ত আইনের বিরোধী। ইহা একদিকে কতকগুলি স্বত্ব অপহরণ করিতেছে ও অপরদিকে উক্ত আইনের ব্যভিচারী কতকগুলি স্বত্ব প্রদান করিতেছে। ২য়।—ইহাতে রেগুলেশন আইন সমূহের যেরূপ ব্যাখ্যা কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা আদালতের মীমাংসার বিরোধী, এবং প্রমাণরহিত ঘটনা ও বিবরণ সমূহকে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করা হইয়াছে। ৩য়।—খাজানা আদায় ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্য্যপ্রণালীর সরলতাপাদনরূপ যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এতদ্দ্বারা সুসিদ্ধ হইবে না। ৪র্থ।—ইহাতে ভূম্যধিকারী ও প্রজাপুঞ্জের মধ্যে বিবাদ ও বিসম্বাদ উৎপাদিত হইবার ও মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় দেশ প্লাবিত করিবার সম্ভাবনা। তাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি ও মঙ্গলের হানি হইবে। ৫ম।—ইহাতে বহুসংখ্যক কৃষক প্রজাকে কৃষাণ (কৃষিশ্রমজীবী) করিয়া তুলিবে। ৬ষ্ঠ।—জমীদার ও প্রজার চুক্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা উঠাইয়া দেওয়ায় ও জমীদারী কার্য্যনির্ব্বাহ ও রায়তদের কার্য্য সম্বন্ধে আদালত ও রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যকারককে মধ্যস্থ ও জিজ্ঞাসার স্থল করায়, ইহাতে কৃষকসম্প্রদায়ের উন্নতির নিদানভূত আত্মনির্ভর শক্তিকে অকর্ম্মণ্য করা হইবে, ও উহার মেরুদণ্ড বিচ্ছিন্ন করা হইবে, অর্থনীতি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর অবাধ কার্য্যের ব্যাঘাত করা হইবে, গবর্ণমেণ্টের পিতৃস্থানীয় ভাব বদ্ধমূল করা হইবে ও প্রায় প্রতিপদে মোকদ্দমারূপ গুরুতর অনিষ্টের উৎপাদন করা হইবে। গত বৎসর যখন এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয় তখন আমি এই সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে সিলেক্ট কমিটী যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে ইহার একটীরও খণ্ডন হয় নাই।

এই পাণ্ডুলিপিতে আমার যে সকল আপত্তি আছে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া আমি ইহার অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিচার করিব অথবা ইহার সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিব এরূপ প্রস্তাব করিতেছি না। আমি কেবল পাণ্ডুলিপির মূল সূত্র ও কএকটী প্রধান বিশেষ স্থলের আলোচনা করিতে চাহি।

তালুকদার।

যাঁহারা এক্ষনে তালুকদার বলিয়া গণ্য তদতিরিক্ত দুই নূতন শ্রেণীর তালুকদার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যথা, (১ম) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে সকল রায়ত তাহাদের যোতের অর্দ্ধেকের অধিক অংশ কোর্ফা বিলি করে (৩৭ ধারা), এবং (২য়) যে সকল রায়তের যোতের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক এবং যাহাদের যোতের সমস্ত বা কিয়দংশ কোর্ফা বিলি করা আছে। এরূপ স্থলে বিপরীত প্রমাণ না পাইলে প্রজাকে তালুকদার বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে (৫ ধারা ৫ প্রকরণ)। প্রথমোক্ত ব্যক্তির নাম রূপান্তরিত তালুকদার হইবে। খাজানাবৃদ্ধির দায়িত্ব ভিন্ন তালুকদার পদের সমস্ত আনুষঙ্গিক স্বত্ব তাহাতে বর্ত্তিবে। শেষোক্ত শ্রেণীর প্রজা তালুকদারদিগের সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্ত হইবে। প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধে কোন্ বিচারে যে দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব ও ক্রোকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, এবং দখলীস্বত্ববিশিস্ট রায়ত ইচ্ছা করিয়া অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্ফা বিলি করিয়াছেন বলিয়া প্রজা সম্বন্ধে জমীদারের ক্ষমতা হ্রাস করা হইল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ১০০ বিঘার অতিরিক্ত পরিমাণ যোতের দখলীস্বত্ববিশিস্ট রায়তকে তালুকদার রূপে পরিণত করা আমার মতে আরো অন্যায় হইয়াছে। তালুকদারের পদবীর কতকগুলি বিশেষ অধিকার আছে, উহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার নাই। ঐ সকল অধিকারের জন্য সাধারণতঃ জমীদারকে বিলক্ষণ দুপয়সা দেওয়া হয়। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তালুক চুক্তির শর্ত্ত অনুসারে উত্তরাধিকারযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য চিরস্থায়ী যোত, এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনু-সারে উহার খাজানার হার সুলভ হইবে, ও উহা অগ্রক্রয় স্বত্ব ও ক্রোকের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। ব্যবস্থা-পক সভার হুকুম অনুসারে ১০০ বিঘার যোতদারকে তালুকদাররূপে গণ্য করা এদেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভূমি-সংক্রান্ত আইনের অনুযায়ী বলিয়া নিশ্চয়ই কেহ তর্ক করিতে পারেন না। এই বিষয়ে ভূস্বামী শ্রেণীর স্বত্বের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।

তালুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারায় যে হারে নীলামখরিদার আদায় করিবে, তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম আছে। "মফঃসলী কোন তালুকদারের ভূমির খাজানার হার তাহারই মত অন্য ভূমির খাজানার হারেতে ধরা গেলে সে তালুকের জমার বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক এতাবতা ভূমির উৎপন্নের মুখে শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া তালুকদারের নানকর ও তালুক বুঝিয়া তহসীলের খরচা যত উচিত হয় তাহা মিনাহ হইয়া যাহা বাকী থাকে তাহা ঐ মফঃসলী তালুকের জমা ঠাহরিবেক"। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই ধারা রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু উহাতে তালুকদার ও পেটাও তালুকদারদিগের খাজানাবৃদ্ধির সীমা ও কারণ সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ নাই। কিন্তু আদালতের মীমাংসা অনুসারে নিকট-বর্ত্তি তৎসদৃশ তালুকের অধিকারী কর্ত্তৃক প্রদেয় চলিত হারের সীমা পর্য্যন্ত অথবা যে স্থলে চলিত হার সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায় না সেস্থলে আদায়ের খরচা বাদ দিয়া মোট আদায়ের শতকরা দশ টাকা অতিক্রম করিয়া না যায় এরূপ সীমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে (ফীল্ড সাহেবের ডাইজেস্ট দেখ)। আদালতের এই মীমাংসা এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্ত্তনও অনেক করা হইয়াছে, যথা, "চলিত হারের" পরি-বর্ত্তে "দেশাচারানুগত হার" লেখা হইয়াছে, কিন্তু শেষোক্ত হার নির্ণয় করা প্রথমোক্তটী নির্ণয় করা অপেক্ষা অধিক কঠিন। আদালতের মীমাংসায় তালুকদারের লাভ আদায়ের শতকরা দশ টাকার অতিরিক্ত না হয়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাঁহার লভ্য শতকরা ১০৲ টাকার ন্যূন হইবে না। ঐ শতকরা দশটাকা আবার আদায়ের নহে। আদায় বলিতে গেলে আমার মতে প্রকৃত প্রস্তাবে আদায়ের টাকা বুঝায়। সে আদায়ের শতকরা দশ টাকা তালুক-দারের লভ্য নহে, মোট জমা হইতে কেবল খরচা নহে আবার তাহার উপর আদায়ের ঝুঁকিও বাদ দিলে যাহা অব-শিষ্ট থাকে তাহার শতকরা দশটাকা অপেক্ষা তালুকদারের লাভ ন্যূন হইবে না। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, কোন দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে আদায়ের ঝুঁকির জন্য বাদ পড়ে একথা আজিও আমার কর্ণগোচর হয় নাই। পবলিক ওয়র্ক সেস ও রোড সেসের হিসাবে প্রজাদের নিকট হইতে অনাদায়ী টাকার জন্য জমীদার শতকরা কিছুমাত্র বাদ পান না। অথচ সে টাকা দেওয়ার দায়ী তাঁহারা নহেন। তাঁহারা বিনা বেতনে গবর্ণমে-ন্টের জন্য টাকা আদায় করেন মাত্র। এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে বর্ত্তমান আইনমতে তালুকদারের যে অবস্থা আছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে উহাদের অবস্থা এই পাণ্ডুলিপিতে কত ভাল করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এখনও সব হয় নাই। বর্ত্তমান আইন অনুসারে তালুকদারের খাজানা যুক্তিসঙ্গতরূপে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহাদের খাজানা পূর্ব্ববর্ত্তী খাজানা অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বর্দ্ধিত করা যাইতে পারিবে না, বর্ত্তমান আইন অনুসারে যাহা বৃদ্ধি হইবে তাহা একেবারেই দিতে হইবে; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হইবে এবং সমস্ত বৃদ্ধি পাঁচ বৎসরে দিতে হইবে; বর্ত্তমান আইন অনুসারে খাজানা বৃদ্ধির কালের সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে দশ বৎসর সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শেষোক্ত তিনটী বিধান উল্লেখের কারণ এই যে, উহাদ্বারা দৃষ্ট হইবে যে, যে জমীদার ভূমির স্বামী এবং দারুণ সূর্য্যাস্ত আইনমতে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের জন্য দায়ী, তাঁহার বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই; কিন্তু যে তালুকদারকে লোকে কোন কাজের নয় বলিয়া জানে তাহার প্রতি কত মমতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। পেটাও বিলি হতাদর করার এ উপায় কখনই প্রশস্ত নহে।

অবধারিত হারের রায়ত।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনে সর্ব্ব প্রথমে এই মর্ম্মের একটী আইনসম্মত অনুমান সন্নিবিষ্ট হয় যে, কোন মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার বিংশতি বৎসর পূর্ব্ব অবধি যদি কোন প্রজার খাজানা অপরিবর্ত্তিত থাকে, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি সেই হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করিতে

হইবে। ১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাস করার সময় এরূপ অনুমানের যতই প্রয়োজন হইয়া থাকুক না কেন, এখন যে সে প্রয়োজন নাই একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রায়তদিগের বুদ্ধি ও স্বাধীন কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং দেশের অনেক অংশে ছাপান দাখিলা দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য ১৮৫৯ সালে তাহাদিগকে খাজানা বৃদ্ধির দায় হইতে রক্ষা করা যে পরিমাণে আবশ্যক বিবেচনা করা হইয়াছিল, এক্ষণে সে পরিমাণে আবশ্যক নাই। আর একদিকে দেখিতে গেলে এই বিধান দ্বারা জমীদারের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মান্যবর শ্রীযুত রেনলড্স সাহেব খাজানা কমিশ্যনের পাণ্ডুলিপিসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে এবিষয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি অনেক লোকের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে "ইহাদ্বারা জমীদারের উপর অসঙ্গত প্রমাণের ভার অর্পিত হইয়াছে" এবং "নীলাম খরিদারের পক্ষে ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, কারণ অনেক স্থলে সে পূর্ব্ববর্ত্তী জমীদারের জমীদারী কাগজপত্রের দখল পায় না।" শ্রীযুত রেনলড্স সাহেব বলিয়াছেন যে পূর্ণিয়ার কালেক্টর বিশেষ দক্ষতা সহকারে এইমত সমর্থন করিয়াছেন, কারণ উক্ত কালেক্টরের বিশ্বাস এই যে "সমস্ত বঙ্গদেশে এমন মহাল অতি অল্পই আছে, এই অনুমান দ্বারা যাহার ভূস্বামী-স্বত্বের ক্ষতি করা হয় নাই" এই অনুমান প্রথা একবারে রহিত না করিয়া শ্রীযুত রেনলড্স সাহেব অনুরোধ করিয়াছিলেন যে আইনে এই অনুমান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ব-বর্ত্তী বিংশতি বৎসর সমান হারে খাজানা প্রদানের প্রমাণ দেওয়া স্থলেই এই অনুমানের কার্য্য সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি নীলাম খরিদারদের সম্বন্ধে আরও এই সুবিধা করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন যে এই অনুমান তাঁহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এইরূপ অনুরোধ করার সময় শ্রীযুক্ত রেনলড্স সাহেব বলিয়াছিলেন যে "ব্যবস্থাপক সভা কি নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিবেন তাহা নির্ণয় করিবার সময় ১৮৫৯ সালে যে অনুমান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কার্য্যতঃ তাহার কি ফল দাঁড়াইয়াছে প্রধানতঃ তদ্বিষয়েরই বিবেচনা করা উচিত"। এ অনুমান দ্বারা কি জমীদারের পক্ষ হইতে কোন অসঙ্গত দাবী সাধারণতঃ নিরস্ত করা হইয়াছে; না ন্যায়ানুসারে প্রজার যেরূপ অবস্থায় থাকিবার স্বত্ব ছিল না তাহাকে সেই স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে? অনেকেরই বিশ্বাস যে এই প্রশ্নের কেবল একমাত্র উত্তর হইতে পারে। যে সকল স্থলে আদালতে এই অনুমানের কথা উত্থাপিত হইয়া সফল হইয়াছে, তাহার অধিকাংশস্থলেই যে প্রজার যোত প্রকৃত প্রস্তাবে ১৭৯৩ সালের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে, যাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখ হইতে ভূমিভোগ করিয়া আসিতেছে, কেবল মাত্র তাহাদেরই জন্য অভিপ্রেত অধিকার সকল প্রদান করা হইয়াছে। যদি যথার্থই এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, যেরূপে ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব এক্ষণে হইল, তাহা করা অবিচার বোধ হয় না।

শ্রীযুত রেনলড্স সাহেব তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি কিন্তু তথাপি তাঁহার মত পূর্ব্বেও যেমত ন্যায় ও বিচার সঙ্গত ছিল এখনও তেমনিই আছে। ঐ মতের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত রেনলড্স সাহেব পূর্ব্বে যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আমি তদনুযায়ী আইন সংশোধনের কথা উত্থাপন করি। কিন্তু কমিটীর অধিকাংশসভ্য আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই, ইহা অপেক্ষা আরও পরিবর্ত্তিত করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়, উহাতে উপস্থিত পাণ্ডুলিপি পাস হওয়ার তারিখের পূর্ব্ব হইতে ঐ বিংশতি বৎসর গণনা করিবার কথা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সভ্য তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপিতে নির্দ্দিষ্ট হারে ভূমি ভোগের আনুষঙ্গিক নিম্নলিখিত স্বত্বসমূহের উল্লেখ আছে।

৬৭ ধারা।— অবধারিত খাজানায় বা অবধারিত খাজানার হারে যে রায়ত ভূমি ভোগ করে,

(ক) কোন তালুকদারের যে যে বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হয়, তাহারও আপন যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত্তমতে এই আইন সঙ্গত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, সে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, এই হেতু ভিন্ন অন্য কারণে তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

এই বিধানের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত বিংশতি বৎসর সম্পর্কীয় অনুমান একত্র করিলে, আমার মনে সত্যই এই ধারণা হয় যে, ইহাদ্বারা অনুমানের ফল পাইতে অধিকারী হউক আর নাই হউক প্রজারা আপনাদিগকে অবধারিত হারধারী রায়ত বলিয়া প্রকাশ করিতে প্রলোভিত হইবে, এবং এইরূপে জমীদারকে তাঁহার যথার্থ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিবে। জমীদার সক্ষম হইলেও মোকদ্দমায় খরচান্ত ও জ্বালাতন না হইয়া আপন স্বত্বরক্ষা করিতে পারিবেন না।

অনুমানের এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করায় ব্যবস্থাপক সভার অভিপ্রায় এই ছিল যে, উহাদ্বারা যে সকল জমীদারের কিছুতেই সঙ্কোচ নাই তাহারা যেন আপন ইচ্ছামতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমি ভোগকারী রায়তদিগের খাজানা না বাড়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু আজিও যদি এই বিধান বলবৎ রাখা যায়, তাহা হইলে এক ঝাপটে সমস্ত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে মোকররীদার বা চিরস্থায়ী তালুকদাররূপে পরিণত করিবে। ভাল ও মন্দ জমীদারের প্রতি এই বিধানের ফল আশ্চর্য্যরূপে পৃথক হইবে। যে স্থলে জমীদার মোকদ্দমা করিতে অনিচ্ছা, সহিষ্ণুতা অথবা দয়াপ্রযুক্ত বিংশবৎসর ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করেন নাই, তাঁহার যে রায়তেরা যত্নপূর্ব্বক দাখিলা গুলি রক্ষা করিয়াছে তাহারা অনায়াসেই আপনাদের দাবী প্রমাণ করিয়া দিবে। অপরন্তু যে জমীদার কখনও এরূপ আস্থা ও সদয়ভাব প্রদর্শন করেন নাই এবং সময়েং খাজানা বৃদ্ধি করিয়া প্রজাকে জ্বালাতন করিতে ও উত্যক্ত করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, তাঁহার নিশ্চয়ই বিলক্ষণ সুবিধা হইবে! ফল এই হইবে যে ভাল জমীদারের ক্ষতি হইবে ও মন্দ জমীদারের লাভ হইবে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত।

সকলেই জানে যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন হইতেই বর্ত্তমান কালের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের উৎপত্তি। কিন্তু আমি এবিষয়ের বাদানুবাদ পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি না। দ্বাদশ বৎসরের নিয়ম ২৫ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে তাহা লইয়া নাড়া চাড়া করা ন্যায্য বা বিচার মত নহে। এবিষয়ে এক্ষণে যে আইন আছে তাহার এক মাত্র দোষ এই যে জমীদার ইচ্ছা করিলে রায়তকে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে উঠাইয়া দিয়া তাহার দখলীস্বত্ব উৎপাদনের ব্যাঘাত করিতে পারেন। সকলেই স্বীকার করেন যে এরূপ প্রথা বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই। কিন্তু শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব, ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অধিকারের সপক্ষে আপন মত দৃঢ়তা সহকারে ব্যক্ত করিয়া নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে এইরূপ বিধান হয় "কোন বাসেন্দা রায়ত যে ভূমি অধিকার করে অথবা যাহার জন্য খাজানা দেয় তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব জন্মিবে, যে নিজে অথবা যাহার পূর্ব্ব পুরুষ কোন গ্রাম বা মহালে ১২ বৎসর কোন ভূমি অধিকার করিয়াছে সেই বাসেন্দা রায়ত হইবে"। আমি এই বিধান যে সুবিচারসম্মত তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। একজন লোক যে বিনা স্বত্বে ভূমি অধিকার করে, সে কোন মহালের কোন অংশে বার বৎসর ধরিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে সেই কারণ বশতঃই সমস্ত মহাল মধ্যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট অথবা বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত রায়ত হইয়া ভূমি ভোগে স্বত্ববান হইবে, এনিয়ম যে নির্দ্দোষ এবং বিচারসঙ্গত এরূপ আমি কখনই বিবেচনা করিতে পারি না। যদি দেশের কোন অংশে জমিদার রায়তকে এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে সরাইয়া দিয়া দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হওয়া রহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইন সঙ্গতরূপেই কার্য্য করিয়াছেন, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কোন ব্যবসাদার যদি তামাদি আইনমতে যে সময় অতীত হইয়া গেলে তাহার দাবীতে তামাদি ঘটনা হইবে তাহার পূর্ব্বেই দেনাদারের নামে নালিশ করে, সে অন্যায় করিয়াছে মনে করাও যেরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ এরূপ জমিদার অন্যায় করিয়াছেন বলাও ঠিক সেইরূপ। যদি এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে প্রেরণ নিবারণ করা একান্তই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে গুরুতর দণ্ড বিধান দ্বারা এরূপ কার্য্যের শাস্তি বিধান করিলে আমার মতে ভাল হইত। কিন্তু কমিটী স্থির করিলেন যে যখন মহামহিমবর শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব এবিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, তখন একথা পুনরুত্থাপন করিতে তাঁহারা সমর্থ নহেন। কিন্তু এস্থলে আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে কমিটী শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরীর মীমাংসায় যাহা বলেন তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। প্রথম পাণ্ডুলিপিতে বাসেন্দা রায়তের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধান ছিল।—

৪৫ ধারা।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়া থাকে, তবে বিপরীত ভাবের চুক্তি থাকিলেও এবং ঐকাল মধ্যে ভিন্ন২ সময়ে সেই ব্যক্তি যে ভূমি ঐরূপে ভোগ করে তাহা ভিন্ন২ হইলেও ঐব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের ও মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আবার

৫৭ ধারা।—কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পর উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, বিপরীত ভাবের চুক্তি সত্ত্বেও যৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় বা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনুসারে কমিটী বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধীয় মত বিলক্ষণরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং উহার সপক্ষে এক নূতন আইনসম্মত অনুমানের সৃষ্টি করিয়াছেন। যথাঃ—

১৫ ধারা।—(১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২৬ ধারা।—(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তরূপে পাট্টাক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা ভিন্ন২ সময়ে ভিন্ন২ হইলেও, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামে বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী, সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্য্যপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন জমী দুই বা তদধিক অংশীদার রায়তী যোতস্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ জমী ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে যতকাল রায়তস্বরূপ জমী ভোগ করে, ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

(৭) যদি কোন রায়ত ২৬ ধারামতে পুনরায় ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আমার নিবেদন এই যে, এই সমস্ত বিধান শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত। ২৫ ধারার (১) প্রকরণে যেরূপ বিহিত হইয়াছে কোন স্থলেই সেরূপ দখলের সময় বার বৎসর হইতে কমান শ্রীযুত ষ্টেট-সেক্রেটরী সাহেবের অভিপ্রায় নহে; এবং কোন স্থলেই বিরুদ্ধ প্রমাণ না দিতে পারিলে প্রত্যেক রায়তকেই দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তিনি এরূপ আইনসম্মত অনুমানের সপক্ষে মত প্রদান করেন নাই। দৃষ্ট হইবে যে শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের অভিপ্রায় এই যে "বাসেন্দা রায়ত" দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পূর্ব্ব উদ্ধৃত বিধান সকলে "বাস" কে দখলীস্বত্ব উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব, দুই বা তদধিক অংশীদারের দখলকে তাহাদের প্রত্যেকের দখলীস্বত্ব উৎপত্তির প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তৃতীয়তঃ তিনি কোন স্থলেই বলেন নাই যে যদি বাসেন্দা রায়ত তাহার যোত ছাড়িয়া দেয় ও খাজানা না দেয় তথাপি তাহাকে তৎপরবর্ত্তী এক বৎসরের জন্য বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, বরঞ্চ তিনি খাজানা দেওয়াকেই উক্ত স্বত্বের অপরিহার্য্য কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শেষতঃ শ্রীযুত ষ্টেটসেক্রেটরী সাহেব কোন স্থলেই এরূপ কথা বলেন নাই যে যদি কোন রায়ত একবার ভূমি পরিত্যাগ করে এবং পরে ক্ষতিপূরণ দিয়া আবার সেই ভূমির অধিকার পুনঃ গ্রহণ করে, তাহা হইলে যদিও সে এক বৎসরের অধিক কাল অধিকারচ্যুত ছিল তথাপি সে বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এই সমস্ত প্রস্তাব শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত এবং বাস্তবিক জমীদারের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ।

দৃষ্ট হইবে যে রায়তরূপে ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তির সেই ভূমিতে যদি ভূস্বামী বা তালুকদাররূপে একযোগে কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার দখলীস্বত্বের উৎপত্তির কোন বাধা হইবে না এবং ইজারদার হইলেও পারে সে যে জমীর ইজারা লইয়াছে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব লোপ পাইবে না। কিন্তু ভূম্যধিকারী যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহাতে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে (২৮ ধারা)। তালুকদারকে ও ইজারদারকে যে স্বত্ব প্রদান করা হইল, কোন্ নিয়মে তাহা ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হইল না, তাহা আমি পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তালুকদারও চিরস্থায়ী স্বত্ববান হইতে পারেন। কেবল মাত্র জমীদার জমীদার হইয়াছেন এই অপরাধে খরিদারের যে সাধারণ স্বত্ব থাকে তাহা পাইবেন না, ইহা আশ্চর্য্য ও বুদ্ধির অগম্য বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে আমি সাহসপূর্ব্বক রেবেনিউ বোর্ডের প্রধান মেম্বর শ্রীযুত এচ, এল, ডাম্পিয়ার সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। বাঙ্গালায় ডাম্পিয়ার সাহেবকে সকলেই রাজস্ববিষয়ে উচ্চদরের প্রামাণিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং উক্ত সাহেব এরূপ সম্মানের সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। তিনি বলেন "কোন নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে দখলীস্বত্বনামে খ্যাত কতকগুলি স্বত্ব পৃথিবীর যে কেহ ক্রয় বা অন্যোপায়ে অর্জ্জন করিতে ও ভোগ করিয়া আসিতে পারে, কেবল এক ব্যক্তি পারে না। দূরবর্ত্তী কৃষি-কর্ম্মবর্জ্জিত যে কোন মহাজন, যে মহালের ভূমি তাহার পার্শ্ববর্ত্তী মহালের জমীদার, যদি জমী তালুক ভুক্ত হয় তাহা হইলে মহালের জমীদার বাসেন্দাই হউক বা অনুপস্থিতই হউক, সেই মহালেই হউক অথবা অন্য যে কোন মহালেই হউক অবাসেন্দা তালুকদার, ঐ জমী সর্ব্বনিম্নবর্ত্তী যে পেটাও তালুকের অন্তর্ভুত তদুপরিস্থিত যে কোন তালুকের অধিকারী এরূপ স্বত্ব অর্জ্জন করিতে ও ভোগ করিতে পারিবেন। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি সর্ব্বশেষে যাহার উপর উক্ত স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে তাহার নিকট ক্রয় করিলেও উহা ভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি ভূম্যধিকারী অর্থাৎ লক্ষণ অনুসারে "যে এক বা বহু ব্যক্তির অব্যবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করে," অথবা ১৪ দফার শেষের দিকে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে বা "যে ভূস্বামীর চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে"। এই মন্তব্যের যথার্থতা এত বিশদ যে আমার আর ইহার টীকা টিপ্পনী করা আবশ্যক বোধ হয় না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় স্বত্ব।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা বিষয় এত তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা হইয়াছে। অতএব আমি ইহার বিরুদ্ধে তর্কাবলীর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না, কারণ সকলেই তাহা জানে। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহাতে জমীদার ও রায়ত উভয়েরই অনিষ্ট হইবে। জমীদারের একটী মূল্যবান স্বত্ব অন্যায়রূপে কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং তাহাদের মহালে শত্রুপক্ষীয় লোকের প্রবেশ দ্বার মুক্ত হইবে। রায়তের যেরূপ অবস্থা তাহাতে যে যোতের উপর তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করে তাহা অল্প দিবসের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া তাহারা মজুরের অবস্থায় উপনীত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই বল আর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই বল দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোত কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট যখন প্রথমে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব করেন, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট তাহা অনুমোদন করেন নাই। এই বিষয়ে মত

প্রদানার্থ ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনকে আহ্বান করা হয় এবং উক্ত আসোসিয়েশন খাজানার ডিক্রী টাকা শোধ করণার্থ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় আইনসম্মত করার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উপদেশ দে জমীদার এই উপায় অবলম্বন করিলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত একবার বিক্রয় হইল তাহা হস্তান্তরযোগ্য তালু হইল বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। তৎকালীন লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কার্য্যতঃ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলে কারণ সেক্রেটরী রেনল্ডস্ সাহেব ১৮৭৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন।

"শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কিঞ্চিৎপরিমাণে অনিচ্ছাপূর্ব্বকই আপোষ বিক্রয় বা অন্য নিয়মক্রমে দখলীস্বত্ব সাধারণতঃ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব উঠাইয়া লইতেছেন। রেবিনিউ বোর্ডের পত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই দৃষ্ট হইবে যে বহুসংখ্যক লোকের মতই এই প্রস্তাবের অনুকূল এবং শ্রীযুত লেপ্টেনে গবর্ণর সাহেব বুঝিতে পারিয়াছেন যে সময়ে সময়ে যেরূপ আশঙ্কা হয় হস্তান্তর দ্বারা সেরূপ মন্দ ফল উৎপ হইত না, এবং যাহাদের ভূমিতে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হওয়া অভিপ্রেত নয় এরূপ লোকের হস্তেও ভূমি হস্ত স্তরিত হইয়া আসিত না। তাঁহার বিশ্বাস এই যে এরূপ হস্তান্তরস্বত্ব দ্বারা জমীদার ও রায়ত উভয়েরই বিশেষ উপ কার হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জমীদার শ্রেণী সাধারণতঃ হস্তান্তর ক্ষমতা প্রদানের অত্যন্ত বিরোধী এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বিধানের ব্যবস্থা করার ঔচিত্য বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্য পাণ্ডুলিপিতে জমীদারের অনুরোধক্রমে আদালতের ডিক্রীজারী মতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় সিদ্ধ করিবার প্রস্তাব আছে। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের বিশ্বা এই যে এবিষয়ে কোন আপত্তি হইবে না।"

তাহার পর বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং জমীদারেরা ১৮৭৮ সালে যে স্বত্ব ছাড়ি দিতেছিলেন তাহা বৃথা হইল। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা অগ্রক্রয়স্ব বিষয়ক একটী নিয়মের অধীনে ব্যাপক ও একান্তসিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছু নাই যাহাতে সর্ব্বগ্রাসী ভূমিব্যবসায়ী বা দাঁওঅন্বেষী লোকের জমীদারের ক্ষতি করিয়া ভূমি ক্রয়বিক্রয় ব করিতে পারে। জমীদারকে যে পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে আমার ভয় হয় যে কার্য্যকালে তাহ সারবস্তু না হইয়া ছায়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ জমীদার যে জমীর ভূস্বামী ও যাহা আইন অনু কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না তাহার জন্য তাঁহার মূল্য দিতে হইবে। তাহার পর অন্যান্য খরিদারের সহে ডাকাডাকি করিতে হইবে এবং যদি মূল্য সম্বন্ধে রায়তের সঙ্গে তাঁহার না বনিয়া উঠে তাহা হইলে তাঁহাকে খরচান্ত করিয়া সালিশীর জন্য আদালতকে জানাইতে হইবে এবং আদালত বিচারে যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দে তাঁহাকে সেই মূল্য দিতে হইবে। যদি কোন জমীদারের অনেকসংখ্যক রায়ত বিদ্রোহী হয় ও তাহাদের যোত বিক্রয় করিবে বলিয়া ভয় দেখায়, তাহাহইলে জমীদারের যদি সমস্ত যোত কিনিবার মত ভাণ্ডারভরা টাকা ন থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত যোত দুষমন লোকের হস্তগত হওয়া কোন ক্রমেই রহিত হইতে পারে না; অতএ রায়তদের অভিপ্রায় মন্দ হইলে দখলীস্বত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা স্বীকার হওয়াতে তাহারা কার্য্যতঃ জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন করিয়া দিতে পারে। এস্থলে আর একটী বিষয় বিশেষরূপে দেখিতে হইবে। জমীদারকে খরচপত্র করিয়া আদালতের সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া মূল্য সম্বন্ধে আদালতের নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু রায়ত সে মীমাংসায় বাধ্য নহে, কারণ ৩২ ধারার ৪ প্রকরণে বলে যে যখন জমীদার রায়তকে মূল্য গ্রহণ করিতে বলেন "রায়ত হয় ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্যে উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।" অতএব জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে রায়তের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব যদিও কার্য্যতঃ সম্পূর্ণরূপে অসার, সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে আবার কৌশল করিয়া সমস্ত সম্পন্ন রায়তকে এই বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কারণ পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্ব্বক্রয়স্বত্বের নিয়ম তালুকদারের প্রতি বর্ত্তিবে না ও যে সকল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যোতের অর্দ্ধেকের অধিক কোর্ফা বিলি করে অথবা ১০০ বিঘার অধিক পরিমাণ জমী যোত রাখিয়া তাহার কিয়দংশ কোর্ফা বিলি করে, তাহার তালুকদাররূপে পরিণত হইয়াছে।

খাজানা বৃদ্ধি।

তালুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধির কথা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জমীদারের ক্ষতি করিয়া তাহা-দিগের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের যে সুখের অবস্থা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন অথবা ১৮১৯ সালের ১০ আইনমতে কখনই হয় নাই। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমি বলিতে চাহি যে এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধি করা একপ্রকার স্থগিত হইয়া রহিয়াছে, এবং এই সম্বন্ধে জমীদারদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়াই নূতন ব্যবস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাও সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে কমিটী যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে জমী-দারদিগের প্রতি সুবিচার না হইয়া এখন যে অবস্থা আছে সেই অবস্থা বদ্ধমূল হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্ত্তমান আইন অনুসারে জমীদার ও রায়তের, আদালতের বাহিরে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে চুক্তি করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে সে স্বাধীনতা একেবারে লোপ করা হই-য়াছে। ইহাতে বিধান আছে যে, যেখানে ইচ্ছামত বন্দোবস্ত হইবে সে স্থলে চারি আনার অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে না অর্থাৎ টাকায় দুই আনার অধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ সাত বৎসর সময়ের জন্য এবং টাকায় দুই আনার অধিক ও চারি আনার অনধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ পনের বৎসর সময়ের জন্য বৃদ্ধি হইবে। আদালতের বাহিরে

খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এইরূপে জমীদারের উপর বিষম অক্ষমতা আরোপ করা হইল। যে স্থলে মোকদ্দমা দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হয়, সে স্থলে যে সকল কারণে খাজানা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত হইতে পারে তাহা এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের গড়মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ) ভূম্যধিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বন্যা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আমি বেশ বলিতে পারি যে, সংশোধিত কারণাবলীতে খাজানা বৃদ্ধি সমস্যাপূরণের বিশেষ সাহায্য হইবে না। প্রথম কারণ "প্রচলিতহার" পরিষ্কার বুঝা যায় না এবং এখন এবিষয়ে যে সকল সন্দেহ ও গোলযোগ আছে তাহার কিছুই দূর হয় নাই। এই বিষয় বিশদ করার জন্যে চেষ্টা করা হয় কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট তাহার বিরোধী হন। আমার ভয় এই যে দ্বিতীয় কারণ অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মকারকেরা যে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার উপর কিছু মাত্র বিশ্বাস করা যায় না, ইহা ব্যতিরেকে গড় মূল্য নিরূপণার্থ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যে নিতান্ত সুকঠিন, বিশেষ "সেই স্থানে বা চলিত বাজারে", কমিটী তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। চলিত বাজার কে নির্ণয় করিয়া দিবে? পরে যে সকল শর্ত্ত উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তৃতীয় কারণ কার্য্যতঃ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। চতুর্থ কারণ অনুসারে যদি সুন্দররূপেও কার্য্য হয়, তথাপি উহা কদাচ কখন প্রয়োগে আসিবে।

যে সকল নিয়মে রাজস্ব কার্য্যকারক কর্ত্তৃক খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে তদারক হইবার বিধান আছে, তাহাতে কার্য্যতঃ সমস্ত ব্যাপারই রাজস্ব কার্য্যকারকের বিবেচনাধীন সম্পন্ন হইবে। উদাহরণ, প্রচলিত হার নির্ণয়জন্য রাজস্বকার্য্যকারকের উপর তত্ত্বস্থানে তদারকের উপদেশ আছে; কিন্তু কি সূত্র ধরিয়া প্রচলিত হার নির্ণয় করিবেন তাহার কিছুই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। ফল এই হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকারক ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে কার্য্য করিবেন। মূল্য বৃদ্ধিহেতুক খাজানা বৃদ্ধি করিবার এই বিধান আছে।—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সময়ান্তরে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায় আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য তাঁহা যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্য্যকর বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এরূপে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন না যে বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্ব্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মাধীনে ও ৪৮ ধারার নিয়মাধীনে সাবেক খাজানার সহিত বর্দ্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

এই সকল বিধান অনুসারে কার্য্যকরণ বিষয়ে মূল্যের তালিকার উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইবে, কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। পোলীসে উক্ত বিবরণ সংগ্রহ করে এবং পোলীস যে এবিষয়ে বড় সতর্ক হইবে তাহার আশা করা যায় না। আর সর্ব্বদাই থোকে ও খুচরা বিক্রয়ের দর মিশ্রিত থাকায় উহা হইতে নানারূপ গড় হিসাব করা যায় না, সে কথা না ধরিলেও কোন দায়িত্বাধীন কেরেণ্ডার তাহার পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয় না। যদি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তালিকা প্রস্তুত করা না হয়, (একথা শুদ্ধ ভবিষ্যৎ তালিকার প্রতিই বর্ত্তিবে)—এই সকল তালিকা বিচারালয়ে প্রকৃষ্ট ও নিশ্চিত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে। আবার এ প্রশ্ন আসিতেছে—পুরাণ মূল্যের তালিকা কিরূপে প্রস্তুত হইবে?

আরও দেখিতে হইবে যে সমস্ত শস্যের মূল্য বাজারের রকম এবং বেপারীর চুক্তি, রব ও গাদের মূল্যে পরিণত করিতে হইবে। প্রধান খাদ্য শস্যের নামোল্লেখ করার ভার স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পিত হইল। উক্ত গবর্ণমেণ্ট বিবেচনামত সময়ে ভিন্ন শস্যের নাম উল্লেখ করিতে পারেন। তামাক, ইক্ষু, তুঁত, আলু, পাট প্রভৃতি মূল্যবান উৎপন্ন দ্রব্যের বিষয়ে কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ডের টাইথস কমুটেশন আক্ট যে মূল সূত্রে প্রথিত এ নিয়মও সেই সূত্রানুযায়ী। কিন্তু আমি সাহস করিয়া নিবেদন করিতে পারি যে বিলাতের টাইথের সহিত বাঙ্গালার খাজানার কোন সৌসাদৃশ্য নাই; কারণ প্রথমোক্তটী ফসলের নির্দ্দিষ্ট অথবা সমস্ত অংশ, আর শেষোক্তটী উৎপন্নের অংশ মূলক হইলেও এক্ষণে পুরাতন নিরিখ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী টাইথের কখন বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু আইনেই বাঙ্গালার টাকায় দেয়

খাজানা বৃদ্ধিযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যে মূল সূত্র টাইনকে মুদ্রায় পরিণত করার সময় সুবিচার সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হয়, টাকায় দেয় খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে সেই মূল সূত্র কি প্রকৃষ্ট ও সুবিচার সঙ্গত হইবে? আমি যতদূর বুঝিতে পারি, বর্ত্তমান আইনমতে এই সূত্র ধরিয়া কার্য্য করা যেরূপ কঠিন পরেও তাহা অপেক্ষা কোনমতেই সহজ হইবে না। ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক উৎকর্ষসাধনহেতুক খাজানাবৃদ্ধিসম্বন্ধেও বিশেষ বিধি দ্বারা কার্য্যক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে যে আমার ভয় হয় উহার সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে না। এই কারণবশতঃ বৃদ্ধির আজ্ঞা দিবার সময় আদালতের যে সকল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবার পর ৪৬ ধারার বলে যে আদালত দেখিবেন ঐ ভূমি উচ্চতর হারে খাজানা দিতে সক্ষম হইবে কি না? যখন সকল বিষয়ই অনিশ্চিত, তখন কোন্ বুদ্ধিমান্ জমীদার উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্রসর হইবে? টাকা দিয়া তাহাতে লাভ হইবে কি না ঠিক বুঝিতে না পারিলে কেহই টাকা বাহির করিবে না। এই সম্বন্ধে আরও দুইটী কথা আছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সহিত ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের পত্র লেখালেখিদ্বারা পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল যে কোন স্থানেই বর্ত্তমান খাজানা দ্বিগুণের অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে না এবং একবার বৃদ্ধি হইলে তাহা দশ বৎসর বলবৎ থাকিবে। প্রথমকার পাণ্ডুলিপিতে এই সকল নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের পরামর্শমতে উভয় নিয়মই পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যেস্থলে প্রচলিত হার অপেক্ষা ন্যূনতা বশতঃ বৃদ্ধির চেষ্টা হয় সেস্থলে খাজানা টাকায় আটআনার অথবা শতকরা পঞ্চাশ টাকার অধিক বৃদ্ধি হইবে না, এবং যে স্থলে মূল্য বৃদ্ধি বশতঃ খাজানা বৃদ্ধির চেষ্টা হয় সে স্থলে বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বতন খাজানা হইতে টাকায় চারিআনা অথবা শতকরা পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না, আর খাজানা বৃদ্ধি হইলে তাহা পনের বৎসর চলিবে। এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে গবর্ণমেণ্টের মীমাংসা কখনই চূড়ান্ত হয় না। জমীদারেরা যতই অধিক ছাড়িয়া দিতেছেন ততই তাঁহাদের নিকট অধিক দাবী করা হইতেছে।

সহজেই বুঝা যায় যে, যে স্থলে প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্ত্তমান খাজানার ন্যূনতা বশতঃ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হয় সে স্থলে উক্ত খাজানা প্রচলিত হারের সীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়াই উচিত। কেন যে এরূপ স্থলেও শতকরা পঞ্চাশ টাকা উর্দ্ধতন সীমা নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে না। আবার যে স্থলে মূল্য বৃদ্ধি বশতঃ খাজানা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হয় এবং অনুপাত ধরিয়া বৃদ্ধি দিতে হইবে, সেস্থলে শতকরা পঁচিশ টাকা উর্দ্ধতন সীমা নির্দ্দেশ করা সুবিচারসঙ্গত নহে।

শস্যে দেয় খাজানা টাকায় পরিবর্ত্তন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ বাঙ্গালা অপেক্ষা বেহারেই অধিক খাটে; এবং আমার মান্যবর সহযোগী মহিমান্বিত দারভাঙ্গার মহারাজা নিশ্চয়ই এই বিষয়ের সমালোচনা করিবেন, অতএব আমার এবিষয়ে অধিক না বলিলেও চলে। যাহাই হউক আমার কথা এই, যে মূল সূত্র ধরিয়া পরিবর্ত্তনকার্য্য সম্পাদনের উপদেশ হইয়াছে তদ্দ্বারা বর্ত্তমান খাজানা কম হইবারই সম্ভাবনা। ঐ দুইটী সূত্র এই—

(ক) দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে,

(খ) পূর্ব্ব দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন তাহার গড় মূল্য।

এস্থলে আমার বলা উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপি উত্থাপিত হইয়াছিল, তখন বর্ত্তমান খাজানা কমান হইবে না, এইরূপ স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইন এ উভয় মতেই দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের সহিত কারবারে জমীদারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল। দখলীস্বত্বহীন প্রজা ইচ্ছাধীন প্রজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ভূম্যধিকারী ও দখলীস্বত্বহীন প্রজার সম্বন্ধ বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যদি দখলীস্বত্বহীন প্রজা কোনমতে একখণ্ড ভূমির উপর এক মুঠা বীজ ছড়াইবার যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার দখলীস্বত্বলাভ বন্ধ করিতে পারিবে না এবং পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধে যে আইনসম্মত অনুমান আছে সে তাহার সম্পূর্ণ ফল লাভ করিবে। সে যখন প্রথম আসিবে তখন জমিদারের সহিত তাহার যেরূপ খাজানা দিবার কথা থাকিবে সে তাহাই দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু রেজিস্টরী করা নিয়মপত্র ব্যতীত খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। বরং যখন জমীদার রায়তকে এরূপ নিয়মপত্র দিতে যাইবেন সে উহা অস্বীকার করিতে পারে। তাহা হইলে জমীদারকে প্রজা দূর করিবার জন্য মোকদ্দমা রুজু করিতে বাধ্য হইতে হইবে। আদালত তখন ঐ মোকদ্দমায় কি খাজানা প্রকৃষ্ট ও সুবিচারসঙ্গত তাহা স্থির করিয়া দিবেন, এবং আদালতের হুকুমমত জমীদার প্রজাকে পাঁচবৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য হইবেন; এবং যদি এই পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার পূর্ব্বেই রায়তের দখলীস্বত্ব জন্মে তাহা হইলে সে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার পাইতে সমর্থ হইবে। এইরূপে দখলীস্বত্বহীন প্রজা নাম মাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে। এই শ্রেণীর রায়তের সহিত আপনার ইচ্ছামত কারবার করিবার জমীদারের এক্ষণে যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লওয়া হইল। চুক্তিসম্বন্ধে স্বাধীনতা অবৈধ করা হইল। জমীদারকে আদালতের আজ্ঞাক্রমে পাঁচ বৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য করা হইল। এস্থলে আমার বলা উচিত যে বিচারাধীন পাট্টা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করণ হেতুকই প্রজার উচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধীয়

প্রণয়নকার বিধান সকল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিধানে এদেশে অজ্ঞাত কতকগুলি নূতন ভাবের সূত্র অন্তর্নিহিত ছিল। এপাণ্ডুলিপিতে সেগুলি থাকিলে নূতন বিবাদের মূল হইত। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে বিচারাধীন পাঁচ বৎসরের পাট্টা প্রবর্ত্তিত করায় জমীদারের প্রতি বিশেষ অবিচার করা হইয়াছে। যে বিষয়ে জমীদারেরা চিরকাল সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই বিষয়েই আদালত তাঁহাদের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া দিলেন। আর যে রায়তের সুবিধার জন্য বিচারাধীন পাট্টার হুকুম দেওয়া হইল, সে অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ও গোলযোগকারী হইতে পারে। সে মন্দ পরামর্শ দিয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রজার পালকে ক্ষেপাইয়া দিতে পারে এবং অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। ঐরূপ জমিদার অন্য প্রজার সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিলে ইহা অপেক্ষা বেশী খাজানা পাইতে পারিতেন এবং ঐরূপ খাজানা আদায়ের ভাল প্রতিভাব্য পাইতে পারিতেন। কিন্তু বিচারাধীন পাট্টায় তাঁহার সুবিধা বা স্বাধীনতা রহিল না। দখলীস্বত্বহীন রায়ত সম্বন্ধীয় বিধান সকলে জমীদারের ভূস্বামী স্বত্বের প্রতি আরো এক বিষয়ে আক্রমণ করা হইয়াছে একথা আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যে শ্রেণীর রায়তের সুবিধার জন্য এরূপ আক্রমণ হইতেছে জমির উপর তাহার কিছু মাত্র মায়া নাই সুতরাং জমীদারের অনুগ্রহ পাইতে তাহাদের কিছু মাত্র ধর্ম্মতঃ দাবী নাই।

কোর্ফা বিলি ও কোর্ফা রায়ত।

যে পাণ্ডুলিপি প্রথম উপস্থিত করা হয় তাহার এক প্রধান দোষ এই যে, যদিও উহাতে জমিদারের স্বত্ব ও অধিকার বিশেষ রূপে খর্ব্ব করা হইল, তথাপি যে প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষিকর্ষক, যাহার পরিশ্রমেই দেশে ধনাগম হয় ও সাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট ও ভূস্বামী ও পেটাও ভূস্বামীর দল আহার প্রাপ্ত হন, তাহার কার্য্যতঃ অল্পই উপকার করা হয়। মধ্যবর্ত্তী লোকের অবস্থা বিশেষরূপে উন্নত করা হইল। কিন্তু কোর্ফা রায়ত, যে প্রায়ই প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমি কর্ষণ করে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে মধ্যবর্ত্তি লোকের দয়ার উপর ফেলিয়া দেওয়া হইল। এই বিধানে যেরূপ উত্তরবিশেষ করা হয় কমিটী তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা কোর্ফা রায়তের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য নানাবিধ উপায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। তদনুসারে এই পাণ্ডুলিপিতে কোর্ফা বিলি নিয়মিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু আমার সন্দেহ এই যে, এসকল বিধান কার্য্যে পরিণত হইবে না। প্রথমতঃ যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহার যোতের অর্দ্ধেকের অধিক কোর্ফা বিলি করে সে, উহা রেজিষ্টরী হইবামাত্র, তালুকদাররূপে পরিণত হইবে। তালুকদারের অবস্থা বিশেষরূপে সুবিধাজনক। অতএব ইহাতে কোর্ফা বিলি বন্ধ হওয়া দূরে থাকুক বরং উহার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোর্ফা বিলি করে, তাহা হইলে কোর্ফা পাট্টা সাত বৎসরের অধিক কালের জন্য সিদ্ধ হইবে না, এবং উহা ভূতকালেও বলবৎ হইবে। যে কোর্ফা পাট্টা দিয়াছে তাহার অবশ্য ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ পাট্টার মিয়াদ যত অল্প হইবে তাহার লাভ তত অধিক হইবে। তৃতীয়তঃ কোর্ফা রায়তের ভূম্যধিকারী রেজিষ্টরী করা পাট্টাস্থলে নিজে যাহা দিয়া থাকেন তাহার উপর শতকরা ৫০ টাকার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না এবং অন্য স্থলে শতকরা ২৫ টাকার অধিক পাইবেন না। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে স্থলে পর২ বহুসংখ্যক মধ্যবর্ত্তী লোক আছেন, (বাকরগঞ্জে পর২ ১১ শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী লোক আছে) সেই স্থলে কিরূপে এই বিধিমতে কার্য্য চলিবে। প্রত্যেক মধ্যবর্ত্তীই কি কোর্ফা রায়তের নিকট হইতে তিনি আপন ভূম্যধিকারীকে যাহা দিয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা শতকরা ৫০ টাকা অধিক দাবী করিতে স্বত্ববান হইবেন? তাহা হইলে এই দলের সর্ব্ব শেষ ব্যক্তির, যে ব্যক্তি স্বহস্তে চাষ করে তাহার, দশা কি হইবে? চতুর্থতঃ ভূম্যধিকারী কোর্ফা রায়তকে কৃষি সম্বৎসরের শেষে ভিন্ন ও ঐ বৎসর শেষ হইবার ছয়মাস পূর্ব্বে উঠিয়া যাইবার লিখিত নোটিস দান ভিন্ন উঠাইয়া দিতে পারিবেন না। আমার ধারণা এই যে ঊর্দ্ধতন রায়ত অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্ফা বিলি করিয়াছে কিনা তাহাই লইয়া ঊর্দ্ধতন রায়তের সহিত কোর্ফা রায়তের সর্ব্বদা বিবাদ হইবে, ফল এই হইবে যে হয় কোর্ফা রায়ত নিঃশব্দে অত্যাচার সহ্য করিবা যাইবে, না হয় সর্ব্বদা মোকদ্দমা মামলা হইবে। আর আমি যত দূর বিচার করিতে পারি তাহাতে যে সকলস্থলে ঊর্দ্ধতন রায়ত তাহার যোতের অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্ফা বিলি করিবে কেবল সেইসকল স্থলেই ৮২ ধারামতে খাজানার সীমা নির্দ্ধারণ কার্য্যকর হইবে। এই জন্য সেই রায়ত আইনের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে আপনাকে সাবধানে এই সীমার মধ্যে রাখিবে। আরও ঊর্দ্ধতন রায়ত যদি আইন লঙ্ঘন করে, তাহাহইলে তাহাকে আদালতে আনায় কাহারও স্বার্থ নাই, কারণ আইন লঙ্ঘন করিলে কোনরূপ শাস্তিরই বিধান নাই। ঊর্দ্ধতন রায়ত যে রায়ত তাঁহার নিজের সর্ত্তমত জমী লইতে স্বীকার না করিবে, সেইরূপ রায়তকে ভূমি না দেওয়াই স্থির করিবা রাখিবে, এবং যখন কোন কোর্ফা রায়ত ঐ সর্ত্ত স্বীকার করে সে আর আইনপ্রদত্ত উপকারের প্রত্যাশী হইবে না। তৃতীয় ব্যক্তি আর একজন রায়ত আইনের নির্দ্দিষ্ট শর্ত্তে জমী লইতে ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু যদি ঊর্দ্ধতন রায়ত তাহাকে গ্রহণই না করিল তবে সে দাঁড়ায় কিসের জোরে। অতএব কোর্ফা বিলি নিয়মনার্থ বিধান সমূহ হয় অকার্য্যকর হইবে, না হয় অশেষ-প্রকার মোকদ্দমা মামলা উৎপাদন করিবে।

উৎকর্ষসাধন।

উৎকর্ষসাধন অধ্যায়ে ভূম্যধিকারী ও প্রজা এ উভয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে যে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে তাহা না বর্ত্তমান আইনের অনুযায়ী না দেশাচারের অনুযায়ী। বর্ত্তমান সময়ে ভূম্যধিকারীরাই প্রায় ভূমির উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে তাহারা ভূম্যধিকারীর সম্মতি ও অনুমোদন লইয়া করিয়া থাকে। কিন্তু এই অধ্যায়ে বলিতেছে যে (১) যে রায়ত অবধারিত খাজানায় জমিভোগ

করে সে আপন যোত সম্বন্ধে কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে ভূম্যধিকারী তাহাকে বাধা দিতে পারিবেন না। (২) যে স্থলে রায়তের দখলীস্বত্ব আছে সে স্থলে সেই ভূম্যধিকারীর অধীনে অন্য এক বা তদধিক যোত সম্বন্ধে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উক্ত রায়তের উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্র স্বত্ব থাকিবে। (৩) যে স্থলে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত আপন যোতে কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা করে সে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা করিয়া দিবার জন্য ভূম্যধিকারীর উপর এক নোটিস দিবে। যদি ভূম্যধিকারী তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারেন অথবা অমনোযোগ করেন তাহা হইলে রায়ত নিজেই উৎকর্ষসাধন করিয়া লইবে। এই বিধান সমূহের মর্ম্ম এই যে উহাতে ভূম্যধিকারীর ভূস্বামী স্বত্ব অস্বীকার করিয়া ভূমিতে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব কাহার এবিষয়ের মীমাংসাবভার কালেক্টরের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি রায়তকে জমির উৎকর্ষসাধন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া রাজনীতিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রধান রূপে ভূম্যধিকারীকেই উক্ত উৎকর্ষসাধনের ভার দেওয়া উচিত। অর্থ নীতি-মতে দেখিতে গেলে ভূম্যধিকারীর অনেক মূলধন থাকায় তিনিই উৎকর্ষসাধনে অধিকতর সমর্থ। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল না। তিনি উৎকর্ষসাধনের জন্য যে টাকা খরচ করিবেন, খাজানা বৃদ্ধি করিয়া তাহার মুনাফা তুলিয়া লইবেন এ আশ্বাসও তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই, কারণ খাজানা বৃদ্ধি দেওয়া না দেওয়া আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, এবং আদালত যদি দেখেন যে ঐ ভূমি খাজানা বৃদ্ধি দিতে সমর্থ তবেই বৃদ্ধির আদেশ করিবেন। আমার আশঙ্কা হয় এই সকল নিয়মের অপরিহার্য্য ফল এই হইবে যে উৎকর্ষসাধন করা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। যাহাদের উৎকর্ষসাধন করিবার সামর্থ্য নাই তাহাদের নিকট উৎকর্ষসাধনের আশা করা, ও যাহাদের সামর্থ্য আছে তাহাদের প্রতিবন্ধক দেওয়া যে কিরূপ পাকা রাজনীতি তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কৃষিবিষয়ক পরীক্ষা, আদর্শক্ষেত্র প্রভৃতির জন্য ভূমি গ্রহণ বিষয়ে ভূম্যধিকারীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই। আমাকে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনের সংশোধন চেষ্টা দেখিতে বলা হয়।

অবিভক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ।

পাণ্ডুলিপিতে জিলার জজকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে কালেক্টর অথবা স্বার্থবান যে কোন ব্যক্তি, ভূমিতে তাহার স্বত্ব না থাকিলেও, আবেদন করিলে যদি তাঁহার বোধ হয় যে (ক) সাধারণের অসুবিধা বা ব (খ) ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বের হানি হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা, কোন মহাল বা তালুকের সহাধিকারীদিগকে উহার তত্ত্বাবধারণের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন। আমি শেষ বিষয়ের কথাই প্রথমে বলিব। সহাধিকারীগণের মধ্যে বিবাদ থাকিলে অথবা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ না থাকিলে রায়তদিগের কষ্ট ও বিরক্তি হইতে পারে এ কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু কামতী খাজানা আমানতের বিধান করিয়া এ অসুবিধার প্রতিবিধান করিয়াছেন। ৭৩ ধারার (গ) প্রকরণে বলে যে যে স্থলে অনেক গুলি অংশীদারকে একযোগে খাজানা দিতে হয় এবং তাহাদিগের পক্ষ হইতে খাজানা গ্রহণের ক্ষমতা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি নিযুক্ত না থাকায় প্রজা টাকার জন্য উক্ত সহাধিকারীদিগের একযোগে রসীদ পাইতে না পারে সে স্থলে উক্ত প্রজা খাজানা আমানত করিয়া দিতে পারিবে। আরও যদি সহাধিকারীরা একযোগে অথবা সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষের দ্বারা দরখাস্ত বা মোকদ্দমা রুজু না করে তাহা হইলে সহাধিকারীরা ক্রোকের দরখাস্ত অথবা বর্দ্ধিত খাজানার জন্য মোকদ্দমা করিতে পারিবে না। এতদ্বারা দৃষ্ট হইবে যে এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা অবিভক্ত মহালের রায়তদিগের সমস্ত যুক্তিযুক্ত কষ্টের কারণ সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে। অবিভক্ত ভাবে কোন মহালের তত্ত্বাবধারণ হইলে সাধারণের যে কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি, যদি সহাধিকারীরা রাজস্ব দিতে ত্রুটি করে, তাহাদের মহাল নীলাম হইতে পারিবে। যদি তাহারা আইন অতিক্রম করে অথবা সরকারী আদেশমত কার্য্য করিতে অপারগ হয়, তাহা হইলে তাহাদের দায়িত্বের কথা বঙ্গদেশের রোড সেস্ বিষয়ক আইনের কার্য্য দৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে এবং তাহাদের শাস্তিও হইতে পারে। একজন কালেক্টর অথবা অন্য সাধারণের অসুবিধা হইতেছে মনে করিলেই সহাধিকারীরা আপন সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ হইতে কেনই বঞ্চিত হইবেন, পরিষ্কার বুঝা যায় না। আমার নিবেদন এই যে যেসকল কারণের কখনই অস্তিত্ব নাই, তাহারই ভান করিয়া ভূস্বামী ও ধনীদিগের সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণের ভার অপরের প্রতি অর্পণ করিয়া, উহাদিগের পরিশ্রম ও উৎকর্ষসাধনের উত্তেজক কারণ অপনোদন করা, প্রকৃষ্ট রাজনীতির একান্ত বিরোধী।

স্বত্বের লিপি, খাজানার বন্দোবস্ত, হারের তালিকা, ও ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করণ।

ভারতবর্ষের যে সকল ভাগে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ভূমির বন্দোবস্ত হয় তথায় অনুমানে যে ভাবে ভূমির বন্দোবস্ত হইয়া থাকে, উপরি উক্ত বিষয় সম্পত্তির অংশগুলিও সেই ভাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ব ও স্বার্থ প্রায়ই উক্তরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং এই অন্যত্র সকলের বিশেষ সম্বন্ধে যে ব স্থলে প্রজা ও ভূম্যধিকারী উভয়ের [illegible] হইবার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থলে সম্পর্কবিশিষ্ট সম্প্রদায়ের নিজ নিজ স্বার্থের উপর আইনের কার্য্য নির্ভর করিতে দেওয়াই সঙ্গত। কিন্তু এই সকল অধ্যায়ের মর্ম্ম এই যে, একদিকে ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়কেই তাঁহাদের জন্য নিজ উপায় অবলম্বন করিতে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, অপরদিকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে নিজের ইচ্ছামত সেই উপায় অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল অধ্যায়ের যে সকল বিধান আছে তাহাদের কার্য্য চলিতে আরম্ভ হইলে, আমার ভয় হয় যে দেশ মোকদ্দমা সাগরে ডুবিয়া যাইবে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার কুপ্রবৃত্তি সমূহ উত্তেজিত হইবে, মিথ্যা সাক্ষ্য ও জাল করণের দ্বার প্রকাশ্যরূপে উদ্ঘাটিত হইবে, [illegible] কাগজপত্র অনেকরূপে [illegible] হইয়া যাইবে,

এবং কৃষিজীবিরা ক্ষতি, ব্যয় ও বিপদের সাগরে পতিত হইবে। রাজস্ববিষয়ক অরীপে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিল। যখন লোকে নিজেই এই সকল বিধান বলবৎ করার জন্য আবেদন করিবে, তখন উহা দেখিয়া লওয়া তাহাদেরই কাজ. কিন্তু লোকের কোনরূপ আবেদন ব্যতিরেকে কেন যে গবর্ণমেণ্ট যাইয়া দেশের লোকের উপরি উক্ত অনিষ্ট সাধন করিবেন আমি তাহার যুক্তিযুক্ত ও সিদ্ধকার দেখিতে পাইতেছি না। আগামী দুই তিন পুরুষ মধ্যে উদ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা হইবে না এবং এই সমস্ত সময় ধরিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষত বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। যে স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত বা সরাসরী বিক্রয়ে নীলাম খরিদার নিজের অবগতির জন্য জমাবন্দীর কাগজ পায় না, স্বত্বের লিপি শুদ্ধ যদি সেই স্থলের জন্য প্রস্তুত হয়; যেস্থলে রায়তেরা ধর্ম্মঘট করিয়া খাজানা দিতে অস্বীকার করে এবং যে স্থলে রায়তদের কর্ত্তৃক অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা, যদি কেবল সেই সকল স্থলের জন্য খাজানার বন্দোবস্ত হয়; যেস্থলে জমীদারেরা নিজে আবেদন করে যদি কেবল সেই স্থলের জন্যই জমীদারের নিজ জমীর রেজিষ্টরী করা হয়; সেই সকল স্থলে পক্ষগণের দরখাস্তমত উহা মান্য ও যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের হস্তে অসীম বিবেচনার ভার দিয়া এই সকল অধ্যায়ের লক্ষ্য বিষয় যেরূপ বিস্তৃত করা হইয়াছে, তাহার সেরূপ কোন আবশ্যকতাই নাই এবং ইহাদ্বারা এত অনিষ্ট সংঘটিত হইবে যে উহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি, সুখ, ও প্রকৃত স্বার্থের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। হারের তালিকা সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, এবিষয়ে যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে দেশের অধিকাংশ স্থলেই উহা নির্ণয় করা অসাধ্য। ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, অর্থশাস্ত্রসম্মত ও সামাজিক কারণ বশতঃ একই গ্রামের মধ্যে এত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হার প্রচলিত আছে, কোন কোন গ্রামে শত শত প্রকার হার আছে, যে নমুনার হার বা এক সমান হার বা পূর্ব্বে যাহাকে পরগণা হার বলিত কোন নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্যে তাহা নির্ণয় করা আশাতীত। প্রজা ও ভূম্যধিকারী কাহারই একার্য্য দ্বারা কিছুমাত্র উপকার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য হারের তালিকা প্রস্তুত করার ও ভূম্যধিকারী এবং প্রজার উপর দিয়া তাহার খরচ উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে ভূম্যধিকারী ও প্রজা কোনরূপ আবেদন না করিলেও স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় বিধান সকল বলবৎ করিবার খরচ ভূম্যধিকারী ও প্রজার ঘাড়ে চাপান হইবে। যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে ভূমি বিশিষ্ট শ্রেণীর উপকার অপেক্ষা অপকার হইবার অধিক সম্ভাবনা, এইরূপে তাহার জন্য ভূমির উপর নূতন কর বসান হইবে।

খামার নামে অভিহিত ভূম্যধিকারীর নিজ জমী লিপিবদ্ধকরণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে উহার যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে নির্দ্দিষ্ট লক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং উহাদ্বারা সমস্ত পতিত ভূমি লক্ষণবহির্ভূত করা হইয়াছে। ১৩৮ ধারায় বলে,

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী; এবং

(খ) যে আবাদী জমী গ্রামাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পূর্ব্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কিনা, এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজজমী নহে, এই রূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারীদের কার্য্য পদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারায় খামার ভূমির নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।—

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। জানিবেক যে সুবে বেহারের মধ্যের মালিকানা জমীন এবং সুবে বাঙ্গালা ও মেদিনীপুরের জমিদার ও তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারীদিগের নিজের নানকার ও খামার ও নিজ যোত ও বেরহ ভূমিউপরের লিখিত [সাধারণ রাজস্ব হইতে লাখেরাজ ভূমির বহিষ্করণ] দাড়া সকলের বাহির আছে, ইত্যাদি।

আইনের ভাষার সহিত পাণ্ডুলিপির ভাষা তুলনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে পুরাতন আইনানুসারে জমীদারের খামার জমীতে ক্রমাগত বার বৎসর ধরিয়া চাষ করার শর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট ছিলনা। পতিত ভূমিসম্বন্ধে একথা সকলেই জানে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুরুতর খাজনা ধার্য্য করায় জমীদারের যে অপরিহার্য্য ক্ষতি হইয়াছিল তাহারই পূরণার্থ উহা জমীদারকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ক্রোক।

খাজানা আদায়ের সম্বন্ধে ক্রোকের আইনের সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও কার্য্যকর বলিয়া সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস। আমি জানি বেহারে ইহার সহায়তা অধিক পরিমাণে গৃহীত হয়। বর্ত্তমান ক্রোক আইনের সার এই যে ইহাদ্বারা শীঘ্র ও অব্যর্থ প্রতীকার হয়, কিন্তু ভূম্যধিকারীর শিরে সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত থাকে. ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে তাঁহাকে বিলক্ষণ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডুলিপি অনুসারে কোন আদালতের

দ্বারা করিতে হইবে. উহার প্রতিপদে নানাপ্রকার নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, আদালতের হুকুম জারী হইবার সময় হয়ত মাঠ হইতে শস্য অন্যত্র নীত হইয়া গিয়াছে। ইহার কার্য্য প্রণালী এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে উহা দ্বারা আর শীঘ্র প্রতীকার পাওয়া অসম্ভব। সত্বর প্রতীকারই ক্রোক আইনের মর্ম্ম হওয়া উচিত। আবার ক্রোক করিতে গেলে ভূম্যধিকারীর এত ব্যয় করিতে ও এত বিব্রত হইতে হইবে যে তিনি অগত্যা এই উপায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আমার এইরূপ বোধ হইতেছে যে এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ ক্রোকী আইনের বিধান হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অকার্য্যকর হইয়া থাকিবে; এবং তাহাতে এক্ষণে শীঘ্র খাজানা আদায় করিবার বিষয়ে জমীদারের যে একমাত্র সুবিধা আছে, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

আদালতের কার্য্যপ্রণালী।

গবর্ণমেণ্ট যে খাজানা আদায়ের প্রণালীর সরলতা সাধন করিবেন বলিয়া পুনঃ২ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমার বারং২ বলিবার প্রয়োজন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অবধি আজি পর্য্যন্ত এবিষয়ে আপনাদের কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আর উপস্থিত পাণ্ডুলিপির প্রথম সূচনা হইতে খাজানা আদায় প্রণালীর সরলতাসাধন ইহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে বাদানুবাদের সময় কমিটীও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই সকল বাদানুবাদের ফল কার্য্যতঃ আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছে। আমি এবিষয়ে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম

(১) পত্তনী কার্য্যপ্রণালী (২) গবর্ণমেণ্ট ও রাজানুপালিত মহালে এক্ষণে যে কার্য্যপ্রণালী চলিতেছে ও

(৩) বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন। আমি নিম্নে তৃতীয় উপায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।—

বাকী খাজানার জন্য মোকদ্দমা রুজু করিতে হইলে জমীদার বা খাজানাগ্রহীতা জমাওয়াশীল বাকীর কাগজ, দাখিলার মুড়ি প্রভৃতি আবশ্যক কাগজ দাখিল করিয়া এবং আবশ্যকমত প্রমাণ দিয়া আপাততঃ মোকদ্দমা খাড়া করিবেন।

তাহার পর আদালত সমন বাহির করিবেন। সমন জারী হইলে জারী হয় নাই বলিয়া সচরাচর যে আপত্তি হইয়া থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত মর্ম্মের একটী বিধান করিতে পরামর্শ দিই—

"সাধারণতঃ সমন যে ব্যক্তির নামে হয় নিজ তাঁহাকে দিয়া অথবা রেজিষ্টারী চিঠি দ্বারা পাঠাইয়া জারী করা হইবে। যদি কোনকারণ বশতঃ নিজ প্রতিবাদীর উপর সমন জারী হইতে না পারে, তাহা হইলে যে গ্রামে ঐ ভূমি অবস্থিত সেই গ্রামে উক্ত ব্যক্তির সরতহ্‌ বাসস্থানে অথবা তাহার পাঁচ মাইলের মধ্যে উহা লটকাইয়া দিতে হইবে। ঐ ভূমির মালকাছারীতে, অথবা যে ভূমির জন্য বাকী খাজানা পাওনা, তথায় অথবা তৎপরিস্থিত অন্য কোন সদর জায়গায় অথবা গ্রামের চৌকি বা চৌপালে, অথবা যে গ্রামে ঐ জমা অবস্থিত তাহার অন্য কোন সুপ্রকাশ্যস্থানে লটকাইয়া দিয়া নোটিস জারী করা যাইতে পারে। যেখানে যেমন হয় গ্রামের চৌকিদার, গ্রামের মণ্ডল, না হয় গ্রামের দুইজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী, নাহয় গ্রাম্য সব-রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে জারীর বার সাক্ষ্য লইতে হইবে।"

অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক স্থলেই উপরি উক্ত কার্য্যপ্রণালীর অন্ততঃ দুইটি অবলম্বন করিতে হইবে। এরূপ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিলে সমন জারী হয় নাই, এ আপত্তি যে মোকদ্দমার এক তরফা বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্ব্বিচার বা পুনরান্দোলনের যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া আদালতে গ্রাহ্য হইবে না

সমনে এরূপ এক নোটিস থাকিবে যে যদি জারীর তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতিবাদী হাজির না হয়, তাহা হইলে দাবীর টাকার জন্য আদালত ডিক্রী দিবেন এবং তৎক্ষণাৎ জারীর হুকুম দিবেন। আদালত প্রতিবাদী যে তারিখে হাজির হয়, তাহার আট দিনের মধ্যে উহার এজাহার লইবেন এবং বাদীকে নির্দ্দিষ্ট দিনের নোটিস দিবেন। প্রতিবাদীকে তাহার উত্তর সমর্থনের জন্য যে দিবসে তাহার এজাহার হইবে সেই দিবসে তাহার সমস্ত দলীলপত্রাদি দাখিল করিতে এবং সাক্ষী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইবে। যদি মোকদ্দমার অবস্থা এমন হয় যে উহা তৎক্ষণাৎ নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, আদালত তাহাই করিবেন; অথবা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষের সমক্ষে সেই দিনই ইসু ধার্য্য করিবেন; এবং মোকদ্দমার শুনানি ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আর এক দিন ধার্য্য করিয়া দিবেন। ঐ দিন প্রতিবাদির এজাহারের দিন হইতে এক পক্ষের অতিরিক্ত না হয়।

জারীর সম্বন্ধে কথা এই যে যদি বাকীদার, তালুকদার বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত হয়, তাহা হইলে ডিক্রী জারীক্রমে তাহার তালুক বা যোত বিক্রয় হইবে। যদি সে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে।

ডিক্রীর টাকা আমানত করিয়া না দিলে আপীল গ্রাহ্য হইবে না। খাজানাগ্রহীতা রীতিমত প্রতিভাব্য দিলে আমানতের টাকা বাহির করিয়া লইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইবেন।

কমিটীতে আমার অনেক মহামান্য সহযোগীর আমার পরামর্শিত উপায়ে সহানুভূতি আছে বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য, যে অধিকাংশ সভ্য আমার মত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলেন—

আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্য্যপদ্ধতি স্বল্পব্যয়তর ও সরলতর করিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমন জারী বরণকার্য্য ও ঐ কার্য্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইনঘটিত কোন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

যাহাই হউক, কমিটী নিম্নলিখিত নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।—

পরন্তু খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর স্বত্বঘটিত কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারায় একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন করিয়াছি। ঐ ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে ঐ খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে ঐ খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বঘটিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিস ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; ঐ তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আজ্ঞা না পাইলে বাদীর প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ ক্ষুদ্র জনের মতে যে রায়ত আপন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করে আদালতে তাহার কথা অপ্রমাণ হইলে, সে রায়তের স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, এইটি প্রকাশ করিলে প্রতিকারের পথ আরও অধিক পরিমাণে পরিষ্কার হইত, আমি সভা কমিটীকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। কমিটী যে পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে চক্রের মধ্যে চক্র, বাকী খাজানার মোকদ্দমার মধ্য স্বত্বের মোকদ্দমা, বর্দ্ধিত হইবে মাত্র; খাজানা আদায় সহজ হওয়া দূরে থাকুক উহার বিলক্ষণ বিলম্ব পড়িয়া যাইবে।

বিচারের সাধারণতঃ যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, খাজানার মোকদ্দমায় ব্যবহার করিবার সময়, আবশ্যক হইলে সে প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা কমিটী হাই কোর্টকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমার বোধ হয় এরূপ করাও যাহা, এবিষয়ের মীমাংসার ভার পরিহার করাও তাহাই। যে ব্যবস্থাপক সভা কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাপক সভা খাজানার মোকদ্দমার বিচারের শীঘ্রত্ব সম্পাদনের জন্য উপায় পরিবর্ত্তন করিতেও সমর্থ।

আমার ভরসা আছে যখন আগামি নবেম্বরে কমিটীর অধিবেশন হইবে, তখন সভ্যেরা খাজানা আদায়ের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালীকে সরল ও অধিক পরিমাণে কার্য্যকর করিবার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা না থাকাই ভূম্যধিকারীদিগের বিশেষ কষ্টের কারণ এবং ইহা না থাকাতেই রাজস্ব ও সেস সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের দাবির টাকা দিতে অনেক সময়ে তাঁহারা বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। যদি খাজানার আইন সম্বন্ধে কোনবিষয়ে সকলের মত একহয়, তবে সে এই বিষয়, এবং যখন সমস্ত আইন উলট পালট হইয়া যাইতেছে তখনও যদি ভূম্যধিকারীদিগকে তাঁহাদের যথার্থ পাওনা আদায়ের বিশেষ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে বিলক্ষণ নিন্দা হইবে।

চুক্তির স্বাধীনতা।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কার্য্যতঃ রহিত করা হইয়াছে। যে সকল বিষয় চুক্তির বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটী তাহা এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৯ ধারা)

(খ) ৩১ ধারার নির্দ্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুষঙ্গ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে ফসলী খাজানা পরিবর্ত্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দ্দিষ্ট হেতু ভিন্ন দখলী স্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্ফা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬৩ ধারা)

(চ) গোতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৯ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০ ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারী ক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

পাণ্ডুলিপি উত্থাপনের সময় আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি এই অবনতিকর প্রস্তাবের বিলক্ষণ প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের আইন সমূহে যে কেবল চুক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে এরূপ নহে, প্রকাশ্যভাবে উহার উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেও ঠিক তাহাই করা হইয়াছে। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে রায়ত আপনার বাড়ী, ঘর, ক্ষেত,

খোদাবিক্রয় বা বন্ধক দিবার সময়, তাহার ক্ষেত্রের উৎপন্ন বিক্রয় করিবার সময়, মজুর নিয়োগ করিবার সময় এবং জীবনের প্রতিদিন প্রয়োজনীয় সহস্র অন্য কার্য্য করিবার সময় স্বাধীন বলিয়া গণ্য হয়, কেবল আপন ভূম্যধিকারীর সহিত চুক্তি করিবার সময় তাহাকে কেন অসমর্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমি বিশেষ করিয়া এই বিষয় পুনর্ব্বার বিবেচনা করিতে বলি।

দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্ম্মচারী।

এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্ম্মচারী এই উভয়ের মধ্যে বিচারাধিপত্য বিভাগ হইয়াছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে, রাজস্ব কর্ম্মচারীর উপর যে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় স্পষ্টই এই যে ভারতবর্ষের উত্তরাংশে যেরূপ সব একসমান করিবার প্রণালী চলিতেছে, এবং যাহাদ্বারা ঐ অঞ্চলে মূলধনের কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়াছে এবং পরিশ্রমের প্রস্রবণ শুকাইয়া আসিয়াছে, বাঙ্গালায়ও ভূমিবন্দোবস্তের সেই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হয়, আমারও এই বোধ। কিন্তু আমি ভরসা করি যে আমার বোধ ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণ হইবে। শস্যে দেয় খাজানা মুদ্রাকারে পরিবর্ত্তনেই হউক, স্বত্বের লিপি অথবা খাজানার বন্দোবস্তেই হউক, হারের তালিকা প্রস্তুত বিষয়েই হউক, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির তত্ত্বাবধারণেই হউক, কল্পিত মাপের কাটি নির্দ্দেশ করণেই হউক, মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করণেই হউক, অথবা অন্য কোন বিষয়েই হউক, আমি যে বিষয় দেখিতে যাই দেখি যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকেই স্থিরবিন্দু করা হইয়াছে, পাণ্ডুলিপিরূপ অট্টালিকার অধিকাংশ সেই স্থিরবিন্দুর উপর নির্ভর করিতেছে। যদি রাজস্ব কর্ম্মচারীকে কার্য্য-নির্ব্বাহক অথবা শাসনকার্য্য সম্বন্ধীয় কার্য্যকারক করা হইত, তাহা হইলে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাঁহাকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এবিষয়ে বিলক্ষণ আপত্তি আছে। যে প্রণালীতে বিচারসম্বন্ধীয় কার্য্যকারককে শাসনকার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতমতে চলিতে হয়, সে প্রণালীতে সুবিচারের যত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত আর কিছুতেই নয়। এই বিষয়ে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় আইনের হেতুবাদে লর্ড কর্ণওয়ালিস যে উদার ও সমীচীনমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"যে ভূমির রাজস্বের ও তাহা উসুলের বিষয় সরকারের সহিত ভূম্যধিকারিদিগের যে বন্দোবস্ত এবং যাবতীয় ভূম্যধিকারী ও তাহাদিগের প্রজাবর্গের মধ্যে যে সকল দাওয়া ও বিরোধের মোকদ্দমা অদ্যাবধি মাল আদালতে উপস্থিত হইতেছে ও তাহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে তদনুসারে তাঁহারা আইনের মতে মাল আদালতে বসিয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার করেন ও তাঁহাদিগের কৃত নিষ্পত্তি সমস্ত যে কদ্দমার আপীল বোর্ড রেবিনিউতে ও তথা হইতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হুজুর মালের কৌন্সেলে হয় এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত ও তহসীল কালেক্টর সাহেবদিগের জিম্মা থাকিবে মাল আদালতের নেবেস্তার দীর্ঘ-মান এই সকল কারণ দৃষ্টে এই ক্ষণে ভূম্যধিকারিদিগের সম্পর্কে সরকারের দত্ত যে সকল হক্ অর্থাৎ যে সকল বস্তুতে স্বত্ব আছে তাহা স্থিরতার বিষয় নিতান্তই মনস্থির রাখিবেক না কারণ এই যে মাল আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা কখন বিরুদ্ধমতে ও কখন যথার্থ ক্রমে ও কখন উভয়ের অপ্রতুলে এতাবতা বিনা হাজিরীতে নিষ্পত্তি হইত এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তহসীলের কার্য্যের নিরবকাশেও মাল আদালতের উপস্থিত অনেক মোকদ্দমাই সবস্থা থাকিত। আর ইহাও সুন্দর জানা আছে যে কখন কালেক্টর সাহেবের দিগ হইতে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য ও তহসীলের মোকদ্দমায় আইনের অন্যথায় হুকুম হইলে অন্যায়গ্রস্তের আশা ভরসার স্থান ছিল না যে বিপক্ষ হইতে যে পীড়া পাইয়া থাকে ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বসিয়া যে হুকুম দেন তাহাতে যে অন্যায়গ্রস্ত হইয়া থাকে তাহার সংশোধন সেই কালেক্টর সাহে-বের কৃত বিচারে দেওয়ানী আদালত হইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টর সাহেবদিগ হইতে তহসীলের কার্য্যের বাহুল্য জন্য ভূম্যধিকারীদিগের সহিত তাহাদিগের তাবের প্রজা বর্গের বিবাদের যথার্থ বিচার হইতে পারিত না অতএব চাসের আধিক্যজন্য উচিত যে উপরের লিখিত সমস্ত উদ্যোগ ছাড়া ভূমির অধিকারিত্ব ও তৎসম্পর্কীত সকল স্বত্বে। টৈর্য্য কারণ উদ্যোগান্তর করা যায়। দেশাধি-পতিরকর্ত্তব্য এই যে ভূম্যধিকারীদিগের সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা অন্যথা করণের শক্তি ত্যাগ করেন এবং আদালতের সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তৃত্বভার কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি না থাকে এবং যে কালে সরকারের পাওনা মালগুজারীর আপত্তি উপস্থিত হয় তাহা যে সকল আদালতের জজ সাহেবদিগের যে প্রকারে আদালতের শক্তি সমর্পণ হয় সে সকল আদালতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের আইনের মতে উপস্থিত করিবার যোগ্য হইলে কহা যায় যে তাহাতে কোনক্রমে জজ সাহেবদিগের স্বেচ্ছাচারের বিষয় না থাকে বরং সরকারের সহিত ভূম্যধিকারীদিগের ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতির সঙ্গে তাহাদিগের তাবের প্রজাবর্গাদির বিরোধের বিচার ও নিষ্পত্তি যথার্থক্রমে ও বিনা পক্ষপাতে করিতে মনোনিবেশ রাখেন এবং ইহাও কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবেরা আপনাদিগের অর্পিত যাবৎ কর্ম্মের বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যে শক্তি রাখেন তাহা না করিতে পারেন ও করিলে তাহার জওয়াব আদালতে দেন এবং সরকারেরও প্রকৃত প্রাপ্তব্য ছাড়া কাহার স্থানে কিছু অতিরিক্ত চাহিলে কিম্বা ঐ হুজুরের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালত দায়ে উপস্থিত হইবার যোগ্য হন। এমত হইলে যে শক্তিক্রমে ভূম্যধিকারিদিগের স্বত্বের অন্যথা কিম্বা ভূমির মর্য্যাদার হানি হইতে পারে তাহা না হইতে পারিয়া অন্য সমস্ত বস্তু হইতে ভূমির অধিকারিত্ব গুরুতর হইবেক এবং যে চাসের আধিক্যে সকলের কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য্য অতিশয় হয় তন্নিমিত্ত সকল লোকেই শ্রম ও চেষ্টা বর্দ্ধিত করিবেক।"

১৭৯৩ সালে গবর্ণমেন্ট যে সকল উদার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮৪ সালে দশগুণ অধিক খাটে।

পত্তনী তালুক।

জমীদারেরা এই পাণ্ডুলিপিতে পত্তনী আইনের সন্নিবেশ সম্বন্ধে আপত্তি করেন এরূপ করিবার যে কারণ নাই তাহা নহে। তাঁহাদের মত এই যে গত পঁয়ষট্টি বৎসর ধরিয়া ঐ আইনের প্রত্যেক কথা কর্ত্তৃপক্ষকর্ত্তৃক এক প্রকার অর্থ লাভ করিয়াছে ও সেই অর্থেই চলিয়া আসিতেছে; জমীদার, পত্তনীদার, আদালত ও আমলা সকলেই উহা বেশ বুঝে; উহার ভাষার আধুনিকত্ব সম্পাদন করিতে গেলে ষাইট বৎসরের অতিরিক্ত কালের স্মৃতি ও পরম্পরাগত কথা লোপ হইবে, অতএব হাত না দিলে ভাল, এই বচনানুসারে পত্তনী আইনের বাক্য ও ব্যাখ্যা যেভাবে আছে সেইভাবে থাকিতে দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত। আমিও এই মতের অনুমোদন করি এবং আমার ইচ্ছা যে পত্তনী অধ্যায় এই পাণ্ডুলিপির বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

যে সকল সূত্র দ্বারা এই পাণ্ডুলিপি প্রধানতঃ লিখিত তাহার উপর আমার প্রধান প্রধান আপত্তিগুলি আমি তাড়াতাড়ী লিখিয়া ফেলিলাম। বিশেষবিষয় সম্বন্ধে আপত্তি করিবার সময় আমার নাই। আগামী নবেম্বরে যখন কমিটির অধিবেশন হইবে, তখন আমি সেই সকল আপত্তি উত্থাপিত করিব বাসনা রহিল।

১৮৮০ সাল ১৪ মার্চ্চ।

কৃষ্ণদাস পাল।

প্রস্তাবিত প্রজাস্বত্ববিষয়ক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন মতের মন্তব্যলিপি।

১। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়ে বিধান আছে যে, যে রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে সে,

(ক) কোন তালুকদার যে যে বিধানের নিয়মাধীন থাকেন, যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাধীন থাকিবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর লিখিত যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্ত্তক্রমে এই যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিলেই উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া দাবী করে তাহাকে তাহার যোত সম্বন্ধে সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় স্থাপিত করা হইয়াছে, যেহেতু

(ক) উক্ত রায়ত যদি তৃতীয় ব্যক্তিকে নিজ যোত হস্তান্তর করে, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী অগ্রে ক্রয় করিতে অসমর্থ হইবেন ;

(খ) যদি সে নিজ জমী এরূপে ব্যবহার করে যে উহা প্রজাস্বত্বের কার্য্যের সম্পূর্ণরূপ অনুপযোগী হয় তাহা হইলেও দখল হইতে উচ্ছেদের দায়ী হইবে না।

কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের মত এই যে, যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের খাজানা অবধারিত, তাহার অনুবন্ধ সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অনুবন্ধ হইতে স্বতন্ত্র হইবে। এবিষয়ে আমার মত অন্যরূপ।

যদি একস্থলে ভূম্যধিকারীকে অগ্রক্রয় স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপর স্থলেও তাঁহাকেও স্বত্ব দেওয়া উচিত; যদি একস্থলে ভূমিকে প্রজার কার্য্যের অনুপযুক্ত করায় রায়তের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় অপরস্থলেও সে উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

একস্থলে এরূপ হইবার অনুকূলে যত তর্ক উত্থাপিত করা যায়, অন্য স্থলেও তাহা সমানরূপে খাটে।

আমার বোধ হইতেছে অগ্রক্রয় স্বত্ব মহম্মদীয় আইনের শাখা। বেহারের হিন্দুরা পূর্ব্ব ক্রয়ের স্বত্বের দাবী করিলে, উহার ব্যবস্থা দেশাচারমত হইয়া থাকে।

আমার বোধ হয় যে কোন ব্যক্তি ভূম্যধিকারীর অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দখলীস্বত্ব খরিদ করিতে পারে, তাহার হস্ত হইতে ভূম্যধিকারীকে আত্মরক্ষার উপায় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী আইন অনুসারে পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব এই পাণ্ডুলিপির বিধানে সন্নিবিষ্ট হইল।

একস্থলে শত্রুপক্ষীয় ক্রেতা ভূম্যধিকারীকে যেরূপ ভয়ানক অসুবিধায় ফেলিতে পারে, অপর স্থলেও সেইরূপ; ক্ষেত্র নষ্ট করা সম্বন্ধেও সেইরূপ। একস্থলে তাঁহার পক্ষে এইস্বত্ব যেরূপ অনর্থক হইবে অপর স্থলেও সেই রূপ অনর্থক হইবে।

এই সকল বিধান ৮ অধ্যায়ের সহিত যোগ হইলে ফল এই হইবে, ভূম্যধিকারী উৎসন্ন যাইবে।

যখনই ভূম্যধিকারী পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব অনুসারে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব খাড়া করা হইবে।

যখনই কোন রায়ত অবধারিত হারের যোত বলিয়া আপন যোত হস্তান্তর করিতে যাইবে অথবা যদিও ভূম্যধিকারী পূর্ব্বে ক্রয় করিতে ইচ্ছা না করেন, হস্তান্তরগ্রহীতা পূর্ব্বেই পূর্ব্বক্রয় স্বত্বের ভয় করিয়া যখনই আইনের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করে, তখনই ভূম্যধিকারীকে বাধ্য হইয়া হস্তান্তরে আপত্তি করিতে হইবে। কারণ ভয় আছে যে যদি তিনি তৎক্ষণাৎ আপত্তি না করেন, তাহা হইলে সেই না করাই হস্তান্তরগ্রহীতার অবধারিতহারে চিরদিনের জন্য ভূমি ভোগের স্বত্ব স্বীকার বলিয়া গৃহীত হইবে।

যদি কমিটী আমার সংশোধন গ্রহণ করিবার উপায় দেখিতে পাইতেন এবং এই অধ্যায়ের কার্য্য মোকররী পাট্টাধীন যোতে অথবা যে সকল রায়তের স্বত্ব আদালতের ডিক্রীদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে যদিও ভূম্যধিকারিদিগের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইত না, তথাপি অনুমান খাড়া করিয়া আইনের চক্ষে ধূলি প্রদান করিবার চেষ্টায় লোককে উৎসাহ দেওয়ায় যে হানিকর ফল উৎপন্ন হইবে তাহার পরিহার করা যাইতে পারিত।

২। ৫ম অধ্যায়—কোর্ফা বিলির নিয়ম।

কোর্ফাবিলি সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়, সে বিষয়ে কমিটী অধিকাংশ সভ্যের মত হইতে সকল বিষয়েই আমার মত বিভিন্ন।

কোর্ফাবিলি বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইবে না কেবল এই উদ্দেশে কোর্ফাবিলি সম্বন্ধে বাধাজনক নিয়ম বিধানের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার বিশ্বাস এই যে, যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোর্ফাবিলি করে তাহাকে তালুকদাররূপে পরিণত করিলে ভূম্যধিকারীদিগের বিশিষ্ট স্বার্থের হানি হইবে।

আমার বিশ্বাস এই যে, কতকটা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে রক্ষা করিবার জন্য, বিশেষতঃ রায়তদিগের মধ্যে অতি দরিদ্র শ্রেণী অর্থাৎ রায়তের রায়তদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, এই প্রণালীকে তত্ত্বাবধারণাধীনে আনিবার আবশ্যকতা আছে।

কোর্ফা বিলির ক্ষমতা রায়তের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বোধ হয় হস্তান্তরের ক্ষমতা অপেক্ষা ইহা তাহার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত হঠাৎ দেনায় জড়াইয়া পড়িলে ইহাদ্বারা সে সেই দায় হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

যে সকল মজুর পরিবারের প্রতিপালনের সাহায্যার্থ অন্য কোন উপায়ে ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না, এই নিয়ম দ্বারা তাহারা ভূমি অর্জ্জন করিতে পারে।

ইহা আইনসঙ্গত। এতদিন কোর্ফা বিলি সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধাজনক নিয়ম ছিল না। আর যতই কেন বাধাজনক নিয়ম হউক না, কখনই কোর্ফা বিলি পরিত্যক্ত হইবে না।

যতদিন পর্য্যন্ত, যে সকল লোকের ভূমি আছে তাহাদের অপেক্ষা দরিদ্র আর এক শ্রেণীর লোক ভূমি পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকিবে, যতদিন যাহারা এক্ষণে ভূমি ভোগ করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা ভালরূপ ব্যবহার করিতে পারে এরূপ এক শ্রেণীর লোক থাকিবে, যতদিন ফলভোগবন্ধক হইতে কোর্ফা পাট্টার বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া না দেওয়া হইবে, ততদিন কোর্ফা বিলি চলিতে থাকিবে।

কোর্ফাপাট্টাধারীদিগকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং এখনও যখন সময় আছে এপ্রণালীকে কোন না কোন রূপ তত্ত্বাবধানে আনিতে হইবে।

এবিষয় শীঘ্রই এমত ভাবে গবর্ণমেন্টের গোচরে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে ইহার মীমাংসা পরিহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

১। ৫ম অধ্যায়—খাজানা বৃদ্ধি।

সিলেক্ট কমিটীর নিকট রিপোর্টের জন্য যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার বিধান অনুসারে বর্দ্ধিত খাজানা ভূমি হইতে মোট উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অধিক না হইলে পূর্ব্বহারের উপর টাকায় চয়আনা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত খাজানা গ্রহণের জন্য ভূম্যধিকারী প্রজার সহিত ঘরাও বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতেন।

জমির জন্য যে হার প্রদত্ত হয় তাহা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণে, প্রজার দ্বারা না হইয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে এই কারণে, চিরস্থায়ীরূপে মূল্যের বৃদ্ধি হইয়াছে এই কারণে মোকদ্দমা করিয়া ভূম্যধিকারী খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার এই নিয়ম মানিতে হইত যে বর্দ্ধিত খাজানা উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত না হয় এবং কোন স্থলেই পূর্ব্বতন খাজানার দ্বিগুণের অধিক না হয়।

ইচ্ছাপূর্ব্বক খাজানা বৃদ্ধি ও মোকদ্দমা করিয়া খাজানা বৃদ্ধি উভয় স্থলেই বর্দ্ধিত খাজানা দশ বৎসরের মত ঠিক থাকিবার কথা ছিল। সিলেক্ট কমিটীর সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে চুক্তিমত খাজানা-বৃদ্ধি কোন স্থলেই টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

ছ আনার কম বা ছ আনা পর্য্যন্ত হইলে উহা সাত বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক থাকিবে, ছ আনার অধিক হইলে পনের বৎসর পর্য্যন্ত।

কোন যোতের খাজানা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা অল্প এই কারণবশতঃ আদালতের সাহায্যে খাজানা বৃদ্ধি হইলে উহা পূর্ব্বতন হারের উপর শতকরা পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে, এবং মূল্যের চিরস্থায়ী বৃদ্ধিবশতঃ হইলে শতকরা পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

যে স্থলে কোন মোকদ্দমার দোষগুণ দেখিয়া বিচার হয়, তাহাতে বৃদ্ধি হউক আর নাই হউক, হার পনের বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক থাকিবে।

উভয় স্থলেই পঞ্চমাংশরূপ সীমা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আমি স্বীকার করি আইনমত খাজানা বৃদ্ধি করা বর্ত্তমান আইনের অপেক্ষা অনেক সহজ ব্যাপার হইয়াছে, কিন্তু আমার বিনীতভাবে নিবেদন এই যে, সীমা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব সকলেই এই কথা স্বীকার করায় খাজানাবৃদ্ধির সীমা পরিত্যাগ করা হইয়াছে, বলিয়া সীমা সঙ্কোচ ও সময় বৃদ্ধি করিয়া কমিটীর অধিকাংশ সভ্য খাজানাবৃদ্ধির উপর যে বাধা জনক নিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কারণ নাই।

ইহা অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে যে, যে প্রজাদিগকে যোত ভোগ করিবার স্বত্ব স্থায়ীরূপে দেওয়া হইয়াছে তাহারা যখন জানে যে, ভূম্যধিকারী আদালতে গেলেই অনেক উচ্চহারে ডিক্রী পাইতে পারেন, তখন তাহারা আদালতের বাহিরে অনায়াসেই খাজানা বৃদ্ধি দিতে স্বীকৃত হইবে।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা নিজে নিজে যে সকল বিষয়ে অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে, যে রাজনীতিতে সেই সকল বিষয়ের জন্য তাহাদিগকে আদালতে পাঠাইয়া দেয় আমি সে রাজনীতি অনুমোদন করি না।

ইচ্ছাপূর্ব্বক খাজানা বৃদ্ধিস্থলে কেবল এই কথা বলার আবশ্যক ছিল যে চুক্তিমত খাজানা বৃদ্ধি রেজিষ্টরী করা করারপত্র দ্বারা করিতে হইবে এবং ইহা দেখিতে হইবে যে প্রজা তাহাতে স্বীকৃত হইতে গিয়া স্বাধীনভাবে যোগ করিয়াছে

টাকায় একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা ছিল। সময়ের বিষয় চুক্তির উপর নির্ভর করিলেই হইত।

উত্তর স্থলেই পঞ্চদশ বৎসর সীমা নির্দ্দেশ করায় ভূম্যধিকারী উঁহার যত পাওনা হয় তাহার এক কড়াও আদায় করিয়া লইতে ছাড়িবেন না। আমরা রক্ষা করিবার কোন পথ রাখি নাই।

এস্থলে কমিটীর প্রতি সুবিচারের জন্য একথা বলা আবশ্যক যে নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত খাজানা অপেক্ষা অল্প হারে যোত ভোগ করণ হেতুক খাজানা বৃদ্ধির যে পরিমিত সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উঁহাদিগের লক্ষ্য কেবল মাত্র আমারও অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু আমি এখনও বিবেচনা করি যে এবিষয় আদালতের বিবেচনার উপর ফেলিয়া রাখিলেই ভাল হইত।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ বৎসর ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিয়া দিবার ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হইয়াছে। এ উভয় বিষয়েই আদালতের হস্তক্ষেপ না করাই উচিত ছিল।

৪। ৮ম অধ্যায়।—দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের কথা।

৬৫ ধারা	(১)	চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে রায়তের খাজানা পরিবর্ত্তিত হয় নাই, চিরকালের জন্য সেই খাজানায় সেই রায়ত ভূমি ভোগ করিতে পারিবে প্রথমটীর এই মর্ম্ম।
ঐ ,,	(২)	
ঐ ,,	(৩)	

দ্বিতীয়টীর মর্ম্ম এই যে, বিপক্ষ প্রমাণ না পাওয়া গেলে যে রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ বৎসর ধরিয়া এক খাজানায় ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ঐ খাজানায় ভোগ করিয়া আসিতেছে এই অনুমান হইবে।

তৃতীয়টী দ্বারা ঐ নিয়ম মুদ্রারূপে প্রাপ্ত খাজানাতেও খাটিবে।

এই পাণ্ডুলিপির উপর অন্যান্য কাগজের সহিত আমি যে মন্তব্য দাখিল করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই সকল ধারার বিধান পাণ্ডুলিপিতে তৎকালে যেরূপ ছিল তাহা হইতে আমার ভিন্নমত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম এক্ষণে যেসকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা পাঠের পরিবর্ত্তনমাত্র, সারতঃ কিছুই নহে।

কমিটীতে এই বিষয় বাদানুবাদের সময় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই সকল কথা কেন গৃহীত হইয়াছিল তৎসমর্থনার্থ একটুও যুক্তি বা চেষ্টা করা হয় নাই; উহা দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত্তের অতিক্রম করা হইয়াছে, এ উক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় নাই। এবং এমন কোন কথাই বলা হয় নাই যাহাতে আমি আমার মন্তব্যে যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহা পরিবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হই।

উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে উহা রাখিবার ওজর এই যে উহা বর্ত্তমান আইন, বর্ত্তমান আইন পরিবর্ত্তনার্থ কমিটীকে প্রবৃত্ত করিতে পারে এমন কোন যুক্তিপরম্পরা প্রদর্শিত হয় নাই এবং কখন কেমন করিয়া ও কি কি শর্ত্তে রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া হইয়াছিল একথা প্রমাণ করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে যত কঠিন রায়তের পক্ষে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণ করা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন।

আমরা দেখাইয়াছিলাম যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আনুষঙ্গিক আইনাবলীর কখনই এমন অভিপ্রায় ছিলনা যে মোকররীদার ও ইস্তমরারদার ভিন্ন অন্য কোন রায়ত অবধারিত ও অপরিবর্ত্তনীয় হারে চির দিনের জন্য ভূমি ভোগ করে।

দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে কোন শ্রেণী যে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, ঐ সকল আইনের কখনই এরূপ অভিপ্রায় ছিল না।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে বিশেষ অধিকার বিশিষ্ট একটী শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়া জমীদারদিগের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে এবং রায়তগণকে চিরদিনের জন্য অবধারিত খাজানায় ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদান করিয়া ভূস্বামীদিগকে আপন আপন মহালে বাৎসরিক বৃত্তিভোগী করিয়া তুলিয়াছে।

কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখের পরিবর্ত্তে মোকদ্দমা রুজু হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী ২০ বৎসর হইতে অনুমান চলিবে এইরূপ প্রকাশ করায় ইহাদ্বারা ক্রমাগতই নূতন স্বত্ব জন্মাইয়া দিতেছে।

এঅধিকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ভবিষ্যতে এ অধিকার অর্জ্জন করা রায়তের স্বার্থ, এবং ইহার অর্জ্জনে বাধা দেওয়া জমীদারের স্বার্থ, অতএব ইহা বর্ত্তমান আকারে পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করায়, উভয়ের স্বার্থেরই বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। ইহাতে ক্রমাগতই বিবাদ বাধিতেছে।

আমি ১৮৫৯ সালের ১০ আইন বিধিবদ্ধ করা সুবিচারসঙ্গত হয় নাই স্বীকার করিলেও বর্ত্তমান আইনের কার্য্য চলন দ্বারা যে সকল স্বত্ব জন্মিয়াছে তাহা উচ্ছেদ করাও অন্যায় ও কষ্টজনক হইবে স্বীকার করি।

যে সকল রায়ত এইরূপে স্বত্ব অর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের উপর কোনরূপ অবিচার না হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে উক্ত আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী ২০ বৎসর হইতে এই অনুমানের কার্য্য চলিবে, এক্ষণকার ন্যায় মোকদ্দমা রুজু করিবার ২০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে নহে। আমার বিনীত ভাবে নিবেদন এই যে, যদি কমিটী আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, যে সকল রায়ত অবধারিত হারে ভূমি

ভোগের স্বত্ব অর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদেরও স্বত্ব স্থির থাকিত এবং জমীদারদিগের প্রতিও প্রথম কিন্তু সুবিচার প্রদত্ত হইত। ভবিষ্যতে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইতেছে স্বীকার করা যায়; অতীত কালের আইন দ্বারা রায়তের যে সকল স্বত্ব লোপ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে অথবা নিজের অসাবধানতা ও নিজের কার্য্য দ্বারা যে সকল স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়াছে সেই সকল স্বত্ব পুনঃ প্রদানের জন্য যে পাণ্ডুলিপি পাস করা হইতেছে, সেই পাণ্ডুলিপিতে অতীতকালে শিথিল ভাবে আইন করার দোষে ভূম্যধিকারী যে সকল স্বত্বে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাও তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা সুবিচারসঙ্গত।

অতীত কালে তিনি যাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করা যদি একান্ত অসম্ভব হয়, ভবিষ্যতে যাহাতে তাঁহার রক্ষা হয় তাহাও অন্ততঃ করা উচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত্তমতে কেবল মাত্র মোকররীদার ও ইস্তমরারদার অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমতি পায়, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহা পায় নাই।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্ব্বে অবধারিত হারে বা খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের দাবী করিলে দশ-সালা বন্দোবস্তের বার বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে বাধ্য হইতে হইত। অন্যথা তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণ হইত না। অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যাহা কিছু আছে তাহার উপর উহার স্বত্ব নির্ভর করিত না, কিন্তু উক্ত বন্দোবস্তের পূর্ব্বে জমীদারের কার্য্যের উপর নির্ভর করিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিকর্ষকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মোকররীদার বা তালুকদার বা সেন্দা রায়ত, ইহাদের দীর্ঘকাল দখলজন্য স্বত্ব জন্মিয়াছিল, আর পাইকস্ত রায়ত বা ইচ্ছাধীন প্রজা। ৬৬ বৎসরের মধ্যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই সর্ব্ব প্রথম পাইকস্ত রায়তকে দখলীস্বত্ব দিবার চেষ্টা করা হয়। অন্ততঃ তাহাদের বেলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত্তে এমন কোন কথা পাওয়া যায় না যাহার উপর তাহাদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং ভূম্যধিকারীকে অনুমান খণ্ডনের আজ্ঞা করা উচিত নহে। স্বত্ব প্রমাণের ভার রায়তের উপর নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্ব্বে খাজানা দেওয়া সম্বন্ধে যত রায়তের দখলীস্বত্ব ছিল সকলের উপরই এক প্রকার ব্যবহার করা হইত অর্থাৎ সকলেই প্রচলিত হার দিবে আশা করা হইত।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাসের সম্বন্ধে যত কাগজপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া কিসের জন্য ঐ আইনে এই সকল বিধান নিবদ্ধ হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

১৮৫৭ সালে যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় তাহাতে "যে সকল বংশানুক্রমিক রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে তাহারা ঐ হারে পাট্টা পাইতে স্বত্ববান হইবে" লেখা আছে। কিন্তু পরে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে যে ২০ বৎসরের অনুমানের কথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখই নাই।

যদি ১৮৫৭ সালের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত না হইত, তাহা হইলে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণের ভার আজিও দাবিকারি রায়তের উপরই অর্পিত থাকিত।

উক্ত খসড়া আইনের যত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রীযুত স্কোন্স সাহেবই রায়তের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় বাদানুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে উক্ত স্বত্ব এই উচ্চতর ও সুগমতর যুক্তির উপর স্থাপিত যে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারের পক্ষেই চিরস্থায়ী প্রজার পক্ষে অস্থায়ী, এরূপ একতরফা বন্দোবস্ত নহে" কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ও ৬০ ধারার বিধান হইতেই এইরূপ অনুমান করায় তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। এই সকল ধারা খুলিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে প্রথমটী তালুক সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয়টীর কার্য্য চলন হইতে বেহার মুক্ত হইয়াছিল।

আমার নিবেদন এই যে, যদি কেবল মাত্র বর্ত্তমান আইন বলিয়াই আমরা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে বর্ত্তমান আইন রক্ষা করি, তাহা হইলে রায়তের উপকারার্থ আমরা অনেক স্থলে যেরূপ গিয়াছি সেরূপ বর্ত্তমান আইন ছাড়াইয়া যাওয়া কোনমতেই উচিত হয় নাই।

অনেক সময়ে যে বলা হয় যে অনুমান খণ্ডন করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে যত সহজ, রায়তের পক্ষে স্বত্ব সাব্যস্ত করা তত সহজ নহে, ইহার সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে যে সকল লোক এই কথা বলে ভূম্যধিকারীর পক্ষে এরূপ করা যে কত শক্ত তাহার কোন জ্ঞানই নাই। কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক রায়তের পক্ষে ভূম্যধিকারীর হস্তাক্ষর প্রমাণ করা অতি সহজ, কিন্তু ভূম্যধিকারীর পক্ষে যে সকল লোক লিখিতে জানে না তাহাদের দেওয়া দলীল প্রমাণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যত পুরাণ আইন আছে সকলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে রায়তের অনুকূলে দলীল লিখিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোন আইনেই ভূম্যধিকারীর অনুকূলে দলীল লিখিয়া দেওয়া রায়তের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য করিয়া দেয় নাই।

বর্ত্তমান আইনে যেস্থলে বরাবর টাকায় খাজানা দেওয়া হইতেছে সেই সকল স্থলের জন্যই বিধান আছে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে আর এক পদ অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, ঐ নিয়ম মুদ্রারূপে পরিণত খাজানায়ও খাটাইবার অভিপ্রায় হইয়াছে।

যদিও কমিটীতে আমিই একাকী এই বিষয়ে ভিন্নমত হইয়াছিলাম এবং আমার এই অবস্থা তত বাঞ্ছনীয় হয় নাই, তথাপিও এই প্রকরণ বিধিবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমাদের যত দূর বিধিবদ্ধ করা উচিত আমরা এবিষয়ে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূর গিয়া পড়িয়াছি।
এপ্রকরণ বিধিবদ্ধ করাও যাহা আর যেসকল রায়ত শস্যে খাজানা দিত ও এক্ষণে টাকায় খাজানা দেয়, তাহাদিগকে ভবিষ্যতে অবধারিত ও অপরিবর্ত্তনীয় হারে খাজানা দিয়া ভূমিভোগের স্বত্ব দেওয়াও ঠিক তাহাই।

বর্ত্তমান আইনেই ও এই সকল বিধান ভূম্যধিকারীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যতে উহা আর দশগুণ অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিবে।

যখন পাট্টা কবুলিয়ত পরস্পর দেওয়া আর আবশ্যক রহিল না, তখন রায়ত যা করে ভবিষ্যতে তাহাই হইবে।

স্বত্বের লিপি প্রস্তুতকরণ ও খাজানার বন্দোবস্ত করণের অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের উপর যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কার্য্যকর হইবে সত্য, কিন্তু এই সকল বিধান অপরিবর্ত্তিত থাকিলে আদালত সকল মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় প্লাবিত হইয়া যাইবে ও জমীদারেরা উৎসন্ন যাইবে।

ভবিষ্যতে যে সকল খাজানা মুদ্রারূপে পরিণত হইবে তাহাতেই এই সকল বিধান সীমাবদ্ধ করিয়া এবং যে তারিখ হইতে অনুমানের কাল গণনা করিতে হইবে সেই তারিখ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই ইহাদের কুফলের অল্পতা সাধন করা যাইতে পারে।

হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় সংক্রান্ত প্রকরণের উপর এই সকল বিধানের কার্য্যের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

৫। ৯ম অধ্যায়।—যোতের অংশান্তর বিভাগ।

পাণ্ডুলিপিতে বলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত ভবিষ্যতে হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং পূর্ণ যোতই হস্তান্তর যোগ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া ন্যায্য কার্য্যই করা হইয়াছে।

কোন যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

এত দিন পর্য্যন্ত হস্তান্তর করণের স্বত্ব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অনুষঙ্গের মধ্যে ছিল না। অসংখ্য স্থলে আদালত ভূমিভোগের স্বত্ব সিদ্ধ হইলেও ভূম্যধিকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হস্তান্তরগ্রহীতাকে তাহা প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। হস্তান্তরগ্রহীতার স্বত্বের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, যে এপ্রদেশের প্রতি জিলাতেই দখলীস্বত্ব ইচ্ছামত ক্রয় হইতেছে ও আদালতের ডিক্রীমত বিক্রয় হইতেছে।

কোন২ জিলায় ইহা এরূপ অবধারিত হইয়াছে, আইন বিরুদ্ধ হইলেও উহা এত বহুল পরিমাণে চলিতেছে, যে দেশাচার এক্ষণে আইনকে অতিক্রম করিয়াছে।

আইনবিরুদ্ধ হইলেও দেশাচাররূপে প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহাকে সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছেন।

এক্ষণে পূর্ণ যোতের হস্তান্তর আইনসম্মত করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধ হইলে আইনবিরুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

যোতের কিয়দংশ হস্তান্তর আইনসম্মত করার ফল মন্দ হইবে। ভূম্যধিকারীর পক্ষেও মন্দ হইবেই, রায়তের পক্ষে আরও মন্দ হইবে। কিন্তু রায়তের দ্বারা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ এবং তাহার নিজের বিরুদ্ধে সিদ্ধ প্রকাশ করিলে ক্রমে এমন একটী অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে যে এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যপ্রণালীর নিন্দা করিতেছেন পরিণামে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ও তাহা আইনসম্মত বলিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন।

ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ ও রায়তের বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইতে দেওয়ায় রায়তের হস্তান্তর করিতে কোন বাধা হইবে না, কেবলমাত্র যোতের বাজার দর অত্যন্ত কমিয়া যাইবে।

রায়তের যখন টানাটানি হইবে ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ইহা অসিদ্ধ এই কারণ বশতঃ হয়ত সে অর্দ্ধেক মূল্যে তাহার যোতের এক২ খণ্ড বিক্রয় করিতে থাকিবে।

রায়তের খণ্ডশঃ যোত বিক্রয় বন্ধ করার তিন উপায় আছে, যথা,—

যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েরই বিরুদ্ধে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা।

ভূম্যধিকারীকে এইরূপ হস্তান্তর উক্ত অংশের ইস্তফা বলিয়া গণ্য করিতে অনুমতি দেওয়া।

ভূম্যধিকারী ও রায়তের মধ্যে যে করার আছে তাহার শর্ত্ত অনুসারে যেরূপ শর্ত্ত ভঙ্গ করিলে তাহাকে সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে এরূপ শর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা।

শেষোক্তটী অত্যন্ত কার্য্যকর বলিয়া আমি উহারই অনুকূলে যুক্তিবিন্যাস করিয়াছিলাম।

৬। ১০ম অধ্যায়।

এই অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ভূম্যধিকারীর অনুরোধে, বহুসংখ্যক রায়তের অনুরোধে, অথবা বিবাদ নিবারণের জন্য সমস্ত মহালের খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারেন।

এই অধ্যায় যেরূপ আছে তদনুসারে মহালের জমাবন্দী স্থির বা নিশ্চয় করার পর তাহা দশ বৎসর সময়ের জন্য ঠিক থাকিবে। কিন্তু কিছুতেই ভূম্যধিকারীর খাজানা বৃদ্ধি করিবার দরখাস্ত বন্ধ করিবে না।

১। যেস্থলে ভূম্যধিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করেন ও বৃদ্ধির অনুমতি হয়, তথায় ইহা খাটিবে।
২। যেস্থলে আবেদন অগ্রাহ্য হয়, তথায় ইহা খাটিবে।

৩। যেস্থলে ভূম্যধিকারীর আবেদনের স্বত্ব আছে অথচ আবেদন করেন নাই, তথায় ইহা খাটিবে।

৪। যেস্থলে কিয়ৎসংখ্যক রায়তের অনুরোধে বন্দোবস্ত হইল, তথায় ইহা খাটিবে।

৫। ইহাতে যেসকল রায়ত দরখাস্তের পক্ষ নহে এরূপ সকল রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিতে হয়। জমীদার বাধ্য হইবেন, না হয়, দশের বৎসর বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিবেন।

৬। ইহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ও দখলীস্বত্বশূন্য উভয়প্রকার রায়তের পক্ষেই খাটিবে। অতএব ইহার এই ফল হইবে যে সমস্ত দখলীস্বত্বহীন রায়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

৭। ইহাতে রায়তদের যেসকল স্বত্ব নাই তাহা অর্জ্জন করিতে পারিবে বলিয়া বন্দোবস্তের দাবী করিতে তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিবে। ইহার এদিক ওদিক হইতে দিবে না।

পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ সময় ছিল তাহাই থাকা উচিত অর্থাৎ দশ বৎসর হওয়া উচিত।

যে সকল স্থলে ভূম্যধিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানা সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে, এই অধ্যায় সেই সকল স্থলেই খাটা উচিত।

ইহার দ্বারায় দখলীস্বত্বহীন রায়তের দখলীস্বত্ব অর্জ্জনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়। দিলে একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অধ্যায় অত্যাচারের যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে।

৭। ১১শ অধ্যায়—দায়।

অবশেষে যে বিষয়ে আমি কমিটীর সিদ্ধান্ত হইতে আমার মত ভিন্ন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি, তাহা ব্যবসাদারের পক্ষে এবং রায়তের পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশ যে যখন বাকী খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রী অনুসারে কোন তালুক বিক্রয় হয়, তখন প্রথমতঃ উহা রেজিষ্টরী করা দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে। কিন্তু ইহাতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত দায়মুক্ত করিয়া বিক্রীত হইতে দিতেছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, যে ব্যক্তি দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতে কোন রূপ দাবী থাকিবার দাওয়া করে, পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে পাওনা বাকী খাজানা প্রদান করিয়া এবং তদ্দ্বারা প্রথম বন্ধক স্বত্ব লাভ করিয়া আপন স্বার্থ রক্ষা করিবার অনুমতি আছে। কিন্তু ইহাতে সেই স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হইবে না।

তালুকদার ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতদারের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা উচিত কমিটীর এরূপ বিবেচনা। আমি এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত নহি।

অবধারিত হারে ভূমিভোগী রায়তেরা তালুকদারদিগের সহিত একপ্রকার বিধানের অধীন হওয়ায়, যোতদার উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ের পর অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমান খাড়া করিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় নামঞ্জুর করিবার চেষ্টা হইবে।

যে যোত বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে তাহা সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বা অবধারিত হারের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত এবিষয়ে তদারক করা আদালতের, ডিক্রীদারের, দেনাদারের, বা ক্রেতার কাহার কর্ত্তব্য হইবে, অথবা যদি কোন ক্ষতি হয়, কে ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে, পরিষ্কার বুঝা যায় না।

যে দায় রক্ষা করিতে হইবে তাহা সমস্ত যোতে বর্ত্তিবে, কেবল মাত্র একঅংশে বর্ত্তিবে না, ইহাই প্রকাশ করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু ইহার অধিক কিছুই আবশ্যক ছিল না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে এবিষয়ে রক্ষা না করায়, তাহার বাজার মস্তুদের ক্ষতি করা হইয়াছে। যে স্থলে সে অল্প সুদে টাকা ধার করিতে পারিত, সে স্থলে তাহাকে অধিক সুদ দিতে হইবে।

টি, এম, গিবন।

প্রস্তাবিত প্রজাস্বত্ববিষয়ক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্তহইতে ভিন্নমতের মন্তব্যলিপি।

পাণ্ডুলিপির বিধানসকল একণে যেরূপ সংশোধিত হইয়াছে, সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের ন্যায় আমিও সাধারণতঃ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত; কিন্তু আমার এ কথা বলা আবশ্যক যে আমার বিবেচনায় কয়েকটী বিষয়ে প্রজার স্বার্থ উপযুক্তরূপে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পাণ্ডুলিপিতে খাজানাবৃদ্ধির যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্ব্বে যে নিয়মে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রমাণের আবশ্যকতা ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র দরবৃদ্ধি প্রযুক্ত বৃদ্ধি প্রস্তাব করায় আরও সুবিধা হইয়াছে। ভূম্যধিকারীর এই বিষয়ে অনেক সুবিধা করিয়া দিলেও মূল পাণ্ডুলিপির ২৫ (ঘ) * ধারার শাসনটী তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। রায়তের দেয় খাজানার হার প্রচলিত হার অপেক্ষা ন্যূন এই কথা খাজানাবৃদ্ধির একটি হেতু বলিয়া রাখা হইয়াছে; এবং বাসেন্দা রায়ত ভিন্ন অন্য রায়তকে যখন প্রথম ভূমির দখল দেওয়া হয়, তখন ভূম্যধিকারী কত খাজানার দাবী করিবেন পাণ্ডুলিপিতে তাহার কোন সীমা নির্দ্দেশ করা হয় নাই, বাসেন্দা রায়তের সম্বন্ধেও ভূম্যধিকারী পূর্ব্বতন খাজানার শতকরা পঁচিশ টাকা বৃদ্ধি দাবী করিতে পারেন। প্রজা জমী না ছাড়িয়া যতদূর পর্য্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি দিতে পারে তাহার চরম সীমা পর্য্যন্ত খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারেন এমন বিষম শক্তি এই সকল ধারায় ভূম্যধিকারীর হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। কারণ, কৃষিযোগ্য জমী সকলই কোন না কোন সময়ে ভূম্যধিকারীর হাতে পড়িবে এবং যখন তিনি এই সকল যোত বিলি করিবার সময় অবাধে যত ইচ্ছা খাজানা লইতে পারেন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে প্রচলিত হার ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে, এবং এই হার দ্বারা যে কেবল নূতন বসান রায়তদিগেরই খাজানা নিয়মিত হইবে এরূপ নহে, সাধারণ প্রজা সম্প্রদায় মাত্রেরই খাজানা নিয়মিত হইবে। এই কারণ বশতঃ প্রচলিত হার খাজানা বৃদ্ধির কারণ বলিয়া রাখায় ভবিষ্যতে বিলক্ষণ বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় এবং উহা পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া লওয়া হয় দেখিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

এইরূপ আমার বিবেচনায় যেস্থলে ভূম্যধিকারী শস্যরূপে দেয় খাজানা মুদ্রারূপ খাজানায় পরিণত করিবার আবেদন করেন সেস্থলে প্রজার স্বার্থ সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫৩ ধারায় উপযুক্তরূপে রক্ষিত হয় নাই। এই ধারায় এইরূপ বিধান থাকা উচিত যে, প্রথমতঃ কোন স্থলেই মুদ্রারূপ খাজানা ভূম্যধিকারীর পথকর রিটর্ণে ঐ যোতের যে খাজানার উল্লেখ আছে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ভূম্যধিকারী দশবৎসর ধরিয়া যে খাজানা লইয়া আসিতেছেন তাহার গড় মূল্য ধরিয়া যদি মুদ্রারূপ খাজানা স্থির হয়, তাহা হইলে চাষকার্য্যের সমস্ত ঝুঁকি প্রজা গ্রহণ করে এবিবেচনায় তাহা হইতে বিলক্ষণ বাদ দেওয়া উচিত। খাজানার কমিশন যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট যে পাণ্ডুলিপি অর্পণ করেন, তাহাতে এরূপ বাদ দিবার বিধান করা হইয়াছিল।

আমার বোধ হয় পরিত্যাগ করণ বিষয়ক পাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারায় যেরূপ কথা যোজনা করা হইয়াছে, তাহাতে আমার বোধ হয় অপব্যবহারের দ্বার বিলক্ষণরূপে উদ্ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা। যখন রায়ত পরিত্যাগ করিয়াছে এই ওজরে তাহাকে তাহার যোত হইতে বঞ্চিত করা হয়, তখন তাহাকে দখল পুনঃপ্রাপ্তির জন্য মোকদ্দমা রুজু করিবার ক্ষমতা দেওয়ার ফল অতি অল্পই হইবে। যদি এই ধারার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে উহার কার্য্যচলন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের দখলস্থ যোতে সীমাবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতে উহা বিস্তার করার অতি অল্পই কারণ নাই, কারণ এই সকল স্থলে বাকী খাজানার নিমিত্ত যোত বিক্রয়ের ক্ষমতা দ্বারা ভূম্যধিকারীর খাজানা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৮৪ সাল ১৭ মার্চ্চ।

এচ. জে, রেনল্ড্স।

---

* এই প্রকরণে প্রকাশ করে যে, "রায়তেরা ফসলের সময় যে মূল্যে বিক্রয় করে সেই মূল্য ধরিয়া প্রধান শস্যযোগে ভূমির মোট উৎপন্নের আনুমানিক গড় বার্ষিক মূল্য যত হয়, বাঞ্ছিত খাজানা কোন স্থলে তাহার পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না।"

প্রস্তাবিত বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তি যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে ভিন্নমতাত্মকলিপি।

পাণ্ডুলিপির মূলসূত্র।

এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমার ভিন্নমত এই প্রশস্ত হেতুমূলে স্থাপন করিতে চাই যে, বঙ্গদেশের ভূমিসংক্রান্ত আইন এক্ষণে যেরূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত আছে, এই পাণ্ডুলিপির দ্বারা তদপেক্ষা দৃঢ়তর, ন্যায্যতর, কিম্বা অধিকতর সন্তোষজনক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতেছে না এবং ইহাতে দুর্ব্বলের সঙ্গ করিতে সক্ষম এরূপ সঙ্গতিপন্ন কৃষকদের হস্তে ভূমির চাষকার্য্য রক্ষিত হইবে না, অথবা ধনসঞ্চয়, বিশৃঙ্খলতার সুন্দররূপ বৃদ্ধি ও কোন কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত উৎকর্ষসাধনের উন্নতি বিষয়ে সহায়তা হইবে না। আর যেং অভিপ্রায়েই লর্ড হার্টিংটন সাহেবেরমতে এইরূপ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করণের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যায়, এই পাণ্ডুলিপিতে কেবল যে সেইং অভিপ্রায় সাধন হইতেছে না এরূপ নহে, ইহাতে বঙ্গদেশের প্রাচীন দেশাচার ও বর্ত্তমান আইন হইতেও অধিক দূরে ও সম্পূর্ণরূপ নূতন পথে যাইতে হইতেছে। উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতার সংস্কার বশতঃ এরূপ প্রণালী অবলম্বন করা পরামর্শসিদ্ধ নহে বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

[১৮৮২ সালের ১৭ আগষ্টের বিজ্ঞাপনীর ২১ প্রকরণ।]

[১৮৮২ সালের ১৭ আগষ্টের বিজ্ঞাপনীর ৯ প্রকরণ।]

ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত বর্ত্তমান আইন কিং মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করেন, ইহা বুঝা আমি কঠিন দেখিতেছি। অভিপ্রায় ও হেতুর যে বর্ণনাপত্র প্রত্যেক পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মন্ত্রিসভার সভ্যদের নিকট পাঠাইবার রীতি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইন যদিও উপকার করিয়াছে স্বীকার করা যায়, তথাপি কোনং গুরুতর বিষয়ে উহা এতদূর নিষ্ফল হইয়াছে যে বেচ্ছায়ে প্রতিযোগিতার অত্যুচ্চহারে রায়তদের স্থানে খাজানা লওয়া হইয়াছে ও জমীদারের কর্ত্তৃক অত্যাচার ঘটিয়াছে, এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালার জমীদারেরা আইনমতে যে খাজানা বৃদ্ধি করিবার অধিকারী, সেই খাজানা বৃদ্ধি পাইতে পারেন নাই, এবং আপনং বৈধ খাজানা আদায় করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে আমরা এই কথা সংগ্রহ করিতে পারি, একপক্ষে রায়তদের রক্ষা করা ও অপর পক্ষে জমীদারদের বৈধ খাজানা আদায় করিবার ও তাহা আইনমতে বৃদ্ধি করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া পাণ্ডুলিপির প্রধান উদ্দেশ্য।

শ্রীযুক্ত ইলবার্ট সাহেব যেরূপ বলেন, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ফল প্রকৃত প্রস্তাবে সেইরূপ হইয়াছে ইহা যদি দেখান যাইতে পারে (কিন্তু আমি বেচ্ছায় সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্টরূপে একথা অস্বীকার করি, এবং আমি এস্থলে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি যে, ইহার কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই।) তাহা হইলে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপির নামে যেং উদ্দেশ্য আছে বলিয়া দেখা যায়, আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেইং উদ্দেশ্য সাধনার্থ যেং ন্যায্য উপায় অবলম্বিত হইত, কোন ভূম্যধিকারী বা রায়ত তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতে পারিতেন না, এবং জমীদারদের নানা আবেদনপত্রের কোনখানিতেই এই সকল বিষয়ে যে কিছুমাত্র আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে ইহা আমি দেখিতেছি না।

পাণ্ডুলিপিতে যদি এই সকল উদ্দেশ্যেরপ্রতি দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকারে ভাল হইত, কিন্তু এই সকল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া গিয়া উক্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অত্যন্ত বিপ্লবজনকভাবের প্রকরণপরম্পরা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দৃঢ়রূপে সংরক্ষিত স্বত্বের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে, ও ভূম্যধিকারীদের মনে বহু পরিমাণে অশান্তি ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। সত্য বটে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এমন কথা কখন বলেন নাই যে, তাঁহারা ভূম্যধিকারীদিগকে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত স্বত্বে বঞ্চিত করিতে চাহেন। প্রত্যুত তাঁহারা নিয়ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূম্যধিকারীদিগকে যেং নির্দ্ধারিত স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক দেওয়া যায়, তাঁহারা কোনরূপে সেইং স্বত্বের প্রতি আক্রমণ করিতে চাহেন না। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে, কার্য্যতঃ ঐ নির্দ্দেশ বাক্য ব্যর্থ করা হইবে।

ক্ষতিপূরণ না দিয়া এক শ্রেণীকে তদীয় নির্দ্ধারিত স্বত্বে বঞ্চিত করিয়া অন্য শ্রেণীকে সেই স্বত্ব দেওয়া যাহার উদ্দেশ্য এরূপ ব্যবস্থা আমার বিবেচনায় অদ্যাপি ভারতবর্ষে বিধিবদ্ধ হয় নাই, এবং আমি বিবেচনা করি যে এরূপ ব্যবস্থা কখনও বিধিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ মত ইংলণ্ডে কোনং উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তি সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে এরূপ কোন মতের কথা শুনা যায় নাই এবং ইংলণ্ডেও অত্যুন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এবিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ আছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদিও একথা কখনও সরকারী কাগজপত্রে বলেন নাই যে, তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত করিতে চাহেন; এবং যদিও ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব তাঁহার পত্রে বিশেষরূপে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহাতে সমাজের কোন শ্রেণীর নির্দ্ধারিত স্বত্বের উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা তিনি তদ্রূপ ব্যবস্থাপনের বিরোধী, তথাপি খাজানা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি হইতে যত অসন্তোষ ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, লোকের স্বত্বসম্পর্কীয় কোন পাণ্ডুলিপি হইতে ভারতবর্ষে পূর্ব্বে কখনও তত জন্মে নাই। মনে এইরূপ ভাব জন্মিবার কারণ এই যে যদিও গবর্ণমেণ্ট মুখে এইরূপ কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ প্রকরণই বিপ্লবজনক এবং আমরা যেং সূত্রানুসারে ব্যবস্থাপনকার্য্য করি বলিয়া অনুমান হয়, সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেইং সূত্রের বিরুদ্ধ। আমি যে ভাবের উল্লেখ করিতেছি, ১৮৮৪ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট এক স্মারকলিপি প্রকাশ করায়, সেই ভাব সম্প্রতি অত্যন্ত বর্দ্ধিত ও বলবৎ হইয়াছে।

আমি এই স্মারকলিপি হইতে একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে যে মুলসূত্র গ্রথিত আছে, তাহাতে আমার বোধ হয় পাণ্ডুলিপিতে যে কোন ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তাহার মনে ইসহজে অবিশ্বাস ও অসন্তোষ জন্মিতে পারে। উক্ত অংশটি এইরূপ।—

"এই নিমিত্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বিবেচনা করেন যে, যদিও * * * আপনার পক্ষে ইতিহাস থাকা ভাল, তথাপি এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি ঐতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা * * * বর্ত্তমানের প্রয়োজনের কথার উপর অধিক নির্ভর করে। এজন্য তিনি এই পাণ্ডুলিপিতে যে সকল প্রস্তাব আছে তাহার ঐতিহাসিক সমর্থন অপেক্ষা কার্য্যকর ভাবের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিয়াছেন।"

জমিদারস্বরূপ আমাদের স্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দিষ্ট ও ব্যবস্থাপনক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহার প্রতি বোধহয় যেন দৃষ্টি না করিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এস্থলে ভাবতঃ ধরিয়া লইয়াছেন যে আমাদের স্বত্ব, ও আমি অনুমান করি রায়তদের স্বত্বও, ঐতিহাসিক গবেষণার কুজ্ঝটিকায় অস্পষ্ট দৃষ্ট হয়, সুতরাং ঐ সকল স্বত্ব সম্পর্কে যে সকল বর্ত্তমান অভাব কথিত হয়, তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অতীত প্রতিজ্ঞানুসারে প্রণীত নহে, কোন বর্ত্তমান স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মতানুসারে প্রণীত। এই হেতুতে বোধ হয় তিনি কেহ২ যাহা বর্ত্তমান প্রয়োজন জ্ঞান করেন তদনুসারে গঠিত মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং জমীদারদের নির্দ্ধারিত স্বত্বে অবহেলা করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে, আমরা জমিদারেরা বলি যে এই পাণ্ডুলিপিতে যাহাদের অত্যন্ত অধিক স্বার্থ আছে, আমরা তদ্রূপ এক শ্রেণী; এবং স্বভাবতঃ আমাদের স্বত্ববিষয়ে কেবল যে সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান লওয়া উচিত এরূপ নহে, এই স্বত্বরক্ষা করাও উচিত।

কেহ২ বিবেচনা করিতে পারেন, যদিও আমি ইহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীকার করি না, যে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধ। যদি তাহাই হয়, সাহসপূর্ব্বক এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত, এবং ভূম্যধিকারীদিগকে "উপদ্রব জন্য ক্ষতি পূরণ" দিয়া তাঁহাদিগকে স্বত্ব ত্যাগ করিবার আজ্ঞা করা উচিত। কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের গত সেপ্টেম্বর মাসের যে পত্রে ভূম্যধিকারীদের স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নের ভাল করিয়া বিচার করা হয় নাই এখন বোধ হইতেছে, এবং যাহাতে সিলেক্ট কমিটির বিবেচনা কালে বিশেষ গুরুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, সেই পত্র যে অপক্ষপাত অনুসন্ধানের ফল বলিয়া উক্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং চীফ জষ্টিস সাহেব যে সুন্দর মন্তব্যলিপিতে এবিষয়ের সমুদয় আইন সম্পর্কীয় ভাবের সম্পূর্ণরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহা যে অন্যান্য সরকারী কাগজপত্রের সহিত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা জমিদারদের সম্বন্ধে কোন ক্রমে ন্যায্য বলা যায় না।

এই পাণ্ডুলিপি খাজানার কমিশনের হস্ত হইতে যখন বহির্গত হইয়াছে তদবধি বরাবর জমিদারেরা দলবদ্ধ ভাবে ইহার সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছেন। বেহার ও বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জিলায় সভা হইয়াছিল। এই সকল সভায় পাণ্ডুলিপির বিপজ্জনক প্রকরণ গুলির উপর দোষারোপ করা হইয়াছিল, এবং সাধারণমত এইরূপ হইয়াছিল, যে পাণ্ডুলিপিতে বর্ত্তমান দেশাচার ও দেশের ভূমি সংক্রান্ত পুরাতন আইনের উপর অনর্থক হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। গত মার্চ্চ মাসে যখন রাজা শিবপ্রসাদ মন্ত্রিসভায় বলেন যে "এইরূপ পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে লোকের বিশ্বাস ও প্রত্যয় বিচলিত হইবে" তখন তিনি ভূম্যধিকারীদের মনের ভাব পরিশুদ্ধরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

এই দফার মধ্যে আমি কেবল আর এই কয়েকটি কথা বলিতে চাই যে, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সহিত যেদিন কোন নূতন জমীর বন্দোবস্ত হয় সেই দিনেই তাহাদিগকে দখলীস্বত্ব দিবার প্রস্তাব, জমিদারদিগকে তুল্য সুবিধা করিয়া না দিয়া স্বাধীন চুক্তির স্বত্ব সম্বন্ধে রায়তদের অনুকূলে প্রথম এইবার নিষেধাত্মক নিয়ম স্থাপনের প্রস্তাব, এবং ভূম্যধিকারীকে খাজানা বৃদ্ধির আরো সুবিধা করিয়া দেওয়া যে পাণ্ডুলিপির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সেই পাণ্ডুলিপিতে প্রথম এইবার শতকরা পঁচিশ টাকা খাজানাবৃদ্ধির ঊর্দ্ধসীমা করিবার প্রস্তাব, এই পাণ্ডুলিপির এই সকল সাধারণ সূত্র কেবল যে দেশের স্বীকৃত আইন ও দেশাচার হইতে অনর্থক ভিন্ন পথে যাওয়া হইতেছে এরূপ নহে, জমীদারদের নির্দ্ধারিত স্বত্বও অন্ত করা হইতেছে, জমীদারদের নিশ্চয়ই এইরূপ জ্ঞান হইবে। একটি শ্রেণী বলিয়া দেখিতে গেলে বঙ্গদেশের ও বেহারের জমীদারেরা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ভারতবর্ষীয় প্রজাদের মধ্যে অত্যন্ত রাজভক্ত এবং ইংরাজ গবর্ণমেন্টের কথা ঠিক এই প্রসিদ্ধির উপর প্রত্যয় স্থাপন করিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা বিশ্বাস করিয়াছেন যে কোন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত স্বত্বে বঞ্চিত করিতে কিম্বা তাঁহাদের কথায় বধির হইতে চাহিবেন না অথবা ইহা মনেও করিবেন না।

এরূপ অবস্থায় যাহা হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট এরূপ এক সরকারি স্মারকলিপি প্রকাশ করায় জমীদারদের স্বভাবতঃ আশঙ্কা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট গত সেপ্টেম্বর মাসের পত্রে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই২ মত অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে জমীদারদের স্বত্বসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, জমীদারেরা এমন কি কাজ করিয়াছেন যাহাতে তাঁহারা এইরূপ ব্যবহারের যোগ্য হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে যেরূপ অর্থগৃধ্নু ও বিবেক শূন্য জ্ঞান করেন তাঁহারা কি বাস্তবিক সেইরূপ অর্থগৃধ্নু ও বিবেক শূন্য? যদি তাহাই হয়, তবে ইহার প্রমাণ দেখাইবার দৃষ্টান্ত কোথায়? আমাদের নিকট কি এমন কোন স্থিতিরীতি বিষয়ক বিবরণ আছে যাহাতে দেখান যায় যে প্রতি দ্বাদশবৎসরে

প্রজাদের ভূমি পরিবর্ত্তন করা বঙ্গদেশের জমীদারদের সাধারণ রীতি ও এরূপ কোন স্থিতিরীতি ঘটিত বিবরণ আছে কি যাহাতে দেখান যায় যে দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের প্রতি এতই অত্যাচার হইয়া থাকে, যে তজ্জন্য আমাদের ব্যবস্থাপক সভায় উপদ্রব জন্য ক্ষতিপূরণ দিবার মত গ্রহণ করা ন্যায়ানুগত হয়, যদিও এইমত এদেশের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নূতন ও প্রাচীন আইন প্রণেতারা ইহার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই? বস্তুগত্যা ইহার কি কোন প্রমাণ আছে যে, বেহারে প্রতিযোগিতার অত্যুচ্চহারে খাজানা গ্রহণ ও অত্যাচার এত সাধারণ, যে তজ্জন্য ভূস্বামীদের স্বত্ব নষ্ট করা আবশ্যক?

অনেক রাজকর্ম্মচারীর মত প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের উল্লিখিতপত্রে যে রূপ বর্ণনা আছে, জমিদারেরা বাস্তবিক সেইরূপ অত্যাচারী ইহা দেখাইবার স্থিতিরীতি ঘটিত বিবরণ প্রায় বা একেবারে প্রকাশিত হয় নাই। আর আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এমন কোন পুরাতন আইন কি আছে যাহাতে দেখা যায় যে, প্রাচীন দেশাচারমতে গ্রামের সমুদয় জমীতে রায়তদের দখলীস্বত্ব থাকিত এবং জমীদারেরা নিজে যে ভূমি চাষ করিতেন তদ্ভিন্ন কোন ভূমিতে তাঁহাদের ভূস্বামীর স্বত্ব ছিল না।

সিলেক্ট কমিটীর হস্ত হইতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি যে আকারে বাহির হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় যেং বিষয়ে আমার মতভেদ ঘটিয়াছে, এক্ষণে ভিন্নং দফাবতে অধিকতর বিস্তারিত করিয়া সেইং বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে চাহি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

খাজানা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপির বাদানুবাদে আদ্যন্ত সরকারী কাগজপত্রে একথা নিয়ত প্রকাশ আছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমিদারদিগকে বা রায়তদিগকে যে স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয় তাহার কোন স্বত্ব ভঙ্গ করা গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এবিষয়ে জমীদার ও রায়ত ও গবর্ণমেন্ট সকলেই একমত। এক্ষণে এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি করিতে হইবে এই সকল স্বত্ব কি? কিন্তু এবিষয়ে অনেক মতভেদ আছে, যদিও আমি বুঝিতে পারি না যে, এইরূপ সুনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে কেমন করিয়া কোন মতভেদ ঘটিতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইনের ভাষা অতি পরিষ্কার, এবং তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে জমীদারেরা প্রকৃতপক্ষে "ভূমির মালিক" এবং কেহ কেহ যেরূপ কল্পনা করেন বোধ হয় সেরূপ খাজানা-সংগ্রাহক মাত্র নহেন।

আরো কেহ কেহ আছেন যাঁহারা ইহাও ছাড়াইয়া যান ও বলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের পূর্ব্বে জমীদার শ্রেণী ছিল না, এই সময়ের পূর্ব্বে তাঁহারা কেবল গবর্ণমেন্টের খাজানা আদায় করিতেন। এই সকল কথার উত্তরস্বরূপ আমি ইহার সঙ্গে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত দুই খানি সনন্দের অনুবাদ দিলাম। মুসলমান সম্রাটেরা বেহারের দুইটি অতি প্রাচীন রাজবংশকে ঐ সনন্দ দিয়াছিলেন। ঐ দুইখানির মধ্যে এক খান ভোজপুরের বা ডোমরাঁওর রাজবংশকে ও অন্যখান দারভাঙ্গার রাজবংশকে দেন; ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, অন্ততঃ বেহারের কোনং জমীদার বংশ কেবল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ছিল এরূপ নহে, ভারতবর্ষের কোন স্থানে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট স্থাপনের পূর্ব্বেও ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তক্রমে জমীদারদের প্রতি যেং স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ঐ বিষয়ের আইন হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় দেখিতে পাইতেছি না। ঐ অংশটি এই রূপ।—

"মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব জমীদারদিগকে স্বতন্ত্র তালুকদারদিগকে ও ভূমির অন্যান্য প্রকৃত মালিকদিগকে এই সংবাদ দিতেছেন যে তাঁহারা যে জমা দিতে করার করিয়াছেন, তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন করা যাইবে না, কিন্তু তাঁহারা ও তাঁহাদের ওয়ারিশান ও আইনমত উত্তরাধিকারিরা আপনং মহাল ঐ জমা দিয়া চিরকাল ভোগদখল করিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব আশা করেন যে ভূমির মালিকেরা সরকারী জমা চিরকালের নিমিত্ত অবধারিত হওয়ায় তাঁহাদের যে উপকার হইল তাহা বুঝিয়া এইরূপ নিশ্চয় জানে আপনাদের ভূমি চাষ করিতে যত্ন করিবেন যে নিজের উৎকৃষ্ট কার্য্যাধ্যক্ষতা ও পরিশ্রমের ফল কেবল নিজেই ভোগ করিবেন। বিলম্ব বা ওজর না করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব দেওয়া ও আপনাদের সামিলী তালুকদার ও রায়তদের প্রতি ন্যায় ও মৃদু ভাবে ব্যবহার করা ভূস্বামীদের সকল সময়ে নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং এক্ষণে যে সকল আজ্ঞা করা গেল, তাহা হইতে তাঁহারা যে উপকার প্রাপ্ত হইবেন তজ্জন্য এই সকল কর্ত্তব্য ঠিক পালন করা তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়াছে।"

স্যর জন শোর সাহেব আপনার মন্তব্যলিপিতে এইরূপ লিখিয়াছেন।—

"আমি জমীদারদিগকে ভূমির মালিক বা স্বামী জ্ঞান করি। তাঁহারা আপনং ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ ভূমির স্বামিত্ব প্রাপ্ত হন, এবং আইনমত উত্তরাধিকারী থাকিলে, রাজা ন্যায্যরূপে তাঁহাদিগকে উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিতে পারেন না কিম্বা উত্তরাধিকার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। বিক্রয় বা বন্ধকক্রমে ভূমি লইয়া কার্য্য করিবার অধিকার এই মূল স্বত্ব হইতে উদ্ভূত এবং আমরা দেওয়ানী প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ঐ অধিকারমতে জমীদারেরা কার্য্য করিতেন।"

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত প্রণেতা লর্ড কর্ণওয়ালিস ও স্যর জন শোরের এইরূপ মত, এবং তাঁহারা উভয়েই দৃঢ়তা সহকারে জমীদারদিগকে "ভূমির মালিক" বলেন। আবার যে সে লোক নয়, পিট সাহেবও এই সকল মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি শ্রীযুত ডণ্ডাস সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পত্র লিখিয়া বলেন।—

"আমি ইহা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলাম যে, বোর্ড অব কণ্ট্রোল হইতে এই ব্যবস্থা উদ্ধৃত হওয়া উচিত, আর এরূপ গুরুতর ও বিবাদীয় ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিবেচনা কালে পিট সাহেবকে আমার অংশী করিতে যত্ন করা উচিত। এই নিমিত্ত তিনি স্বয়ং আমার সহিত উইম্বলডনে দশ দিন বদ্ধ থাকিয়া কেবল ঐ কার্য্যের প্রতি মনোযোগ দিতে সম্মত হইলেন। ঐ সময়ের প্রনে-

* সাম্ভবর মহারাজার স্থানে একখান সনন্দ পাওয়া যায় নাই।

কাংশকাল চার্লস গ্রাণ্ট সাহেব আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সমুদয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনোযোগপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া পিট সাহেব সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের সহিত একমত হইলেন, দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। এই নিমিত্ত আমাদের যেরূপ ধারণা হইয়াছিল, তদনুসারে বিজ্ঞাপনী স্থির করিয়া কোর্ট অব ডিরেক্টরদের নিকট পাঠাইলাম।"

রায়তদের স্বত্বসম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এক্ষণে তাহাদিগকে যে২ স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তাহারা যে২ স্বত্বভোগ করিত, সেই২ স্বত্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন, বস্তুতঃ যথার্থ কথা বলিতে গেলে, ভূমিতে তাহাদের কোন মালিকীস্বত্ব ছিল না। তাহারা আপন২ যোত হস্তান্তর করিতে পারিত না, এবং আইনে এমন কিছু নাই, যাহাতে দেখায় যে, জমীদারের সম্মতি বিনা অবধারিত হারে রায়তের ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল। এতদ্ব্যতীত এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহাতে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী যে চাউল, গম বা অন্য সস্তা খাদ্য শস্যকে কেবল মাত্র "প্রধান শস্য" বলিয়া সংপ্রতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মূল্য দ্বারা খাজানার হার নিয়মিত হইত।

আমি এস্থলে এই বিষয়ে স্যার জন শোরের লেখা হইতে একটী অংশ উদ্ধৃত করিব।—

"কিন্তু ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বহুকাল দখল করিলে ভূমিতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু এইস্বত্বক্রমে তাহারা ভূমি বিক্রয় করিবার, কিম্বা বন্ধক দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং এই পরিমাণে উক্ত স্বত্ব মালিকীস্বত্ব হইতে স্বতন্ত্র। যথেচ্ছাচারী রাজার অধীন অন্যান্য স্বত্বের ন্যায় এই স্বত্বও অনিশ্চিত। জমীদারদের স্থানে জোর করিয়া বৃদ্ধি লওয়া গেলে রায়তদের স্থানে ঐ বৃদ্ধি চাহিবার স্বত্বক্রমে তাঁহারা কার্য্য করিয়াছেন। ভূমির মালিকত্ব কেবল জমীদারদের প্রতি ন্যস্ত আছে, ইহা যদি আমরা স্বীকার করি, তাহা হইলে রায়তেরা ঐ স্বত্ব ভূস্বামীর স্থানে প্রাপ্ত না হইলে, রায়তদের অনুকূলে আমরা এইরূপ কোন স্বত্ব স্বীকার করিতে পারি না।

"বঙ্গদেশের যে কোন জিলায় বিধি লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় খাজানা গ্রহণ করা না হয়, তথায় ভূমির খাজানা জমা হারানুসারে নিয়মিত হইয়াছে, এবং কোন২ জিলায় প্রত্যেক গ্রামের স্বতন্ত্র হার আছে। বিঘা প্রতি ভূমির উৎপন্ন ধরিয়া এই সকল হার স্থির হয়। কোন২ ভূমিতে বৎসরে দুই ফসল, কোন২ ভূমিতে তিন ফসল জন্মে। তুতগাছ, পান, তামাক ও আখ প্রভৃতি অধিকতরলাভজনক দ্রব্য হইলে, সেই পরিমাণে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয়। এই সকল হার ভূমি মাপ করিয়া অবশ্য স্থির করা হইয়া থাকিবে। এবং তোড়ল মলের বন্দোবস্ত এই সকল হারের মূল হইতে পারে। কালক্রমে ঐ আসলের উপর আবওয়াব যোগ করা হয়, পরে মূল্য নির্দ্ধারণের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয়। পর২ যেরূপ মাপ হইয়াছে, তদনুসারে হারভেদ হইয়াছে। জমী মাপ করা গেলে সাধারণতঃ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধির সহিত চলিত হার দৃঢ় করা হয়।"

এই স্থলে প্রধান শস্য বলিতে কেবল চাউল, গম ও অন্য সস্তা খাদ্য শস্য বুঝিতে হইবে, প্রধান শস্য শব্দের এইরূপ অর্থ করা হয় না। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যাইতেছে যে তৎকালে তামাক, তুত প্রভৃতি অধিকতর মূল্যবান উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বিবেচনাধীনে লওয়া হইত।

এই বিষয় সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে আমি আর এক জন উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষের লেখা হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিলাম। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই জীবিত ছিলেন। আমি লর্ড মেটকাফের উল্লেখ করিতেছি, ইহা সুবিদিত যে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসাকারী ছিলেন না। আমি নিম্নে যে স্থল উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কিন্তু তাঁহার মত এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্বারা জমীদারদিগকে ভূমিতে মালিকীস্বত্ব দেওয়া হয়।—

"আমরা আইনের দ্বারা যে সকল ভূস্বামী সৃষ্টি করিয়াছি, আমি তাঁহাদের সপক্ষ নহি, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি বিবেচনা করি, তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করা একটী বিষম ভ্রান্তি হইয়াছে ও তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া ও তাঁহাদিগকে ভূস্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আমি বিবেচনা করি আমরা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব রক্ষাকরণানন্তর যে সকল মালিকী স্বত্ব দিবার ক্ষমতা আমাদের ছিল, অর্থাৎ, যে সকল স্বত্ব পূর্ব্বে কাহারও ছিল না, সেই সকল আমরা তাঁহাদিগকে দিয়াছি। পূর্ব্ব হইতে অন্যের যে স্বামিত্ব ছিল, আমাদের নূতন সৃষ্ট ভূস্বামীদিগকে দিবার নিমিত্ত সেই স্বামিত্ব নষ্ট করিবার স্বত্ব আমাদের ছিল না। যাহা পূর্ব্বে অন্যের ছিল এরূপ একটী ক্ষেত্রও তাঁহাদিগকে আইনতঃ বা ন্যায়তঃ দিতে আমাদের ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের জমীদারীর অন্তর্গত প্রত্যেক ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের যে স্বত্ব ছিল, তাঁহাদিগকে সেই স্বত্ব দিতে পারিতাম ও দিয়াছিলাম। এবং স্থায়ী বন্দোবস্তক্রমে যাহাতে অন্যের স্বামিত্ব বা দখল ছিল না, সেই সকল ভূমিতে ও আমরা সম্পূর্ণ স্বামিত্ব প্রদান করিয়াছিলাম। এইরূপ করাতে পুরাতন চাষী মালিক ও দখলিকারদের যে সকল স্বত্ব ছিল, যদিও আমরা সেই সকল স্বত্ব রক্ষা করিতে স্বত্ববান ও বাধ্য, তথাপি উহা রক্ষা না করাতে আমাদের আপনা আপনি লজ্জিত হওয়া উচিত, তথাপি আমাদের ঐ ভূস্বামীর নিজ সম্পত্তি বলিয়া যে ভূমি নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, সেই ভূমিতে তিনি যে চাষী বসাইয়াছেন, সেই চাষী ও ভূস্বামী পরস্পর যে নিয়ম করিয়াছেন, সেই নিয়মভঙ্গ করিয়া আমাদের মনোমত অন্য নিয়ম নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী হইতে আমাদের কোন স্বত্ব নাই। * * * * * আমি আইনমত ভূস্বামীকে তাঁহার সমুদয় ন্যায্য স্বত্ব দিতে চাই। আমরা যখন ভূস্বামীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তখন তাঁহারা যে কেবল রাজস্বের শতকরা কিয়দংশ পাইবার অধিকারী থাকিবেন, কখন এরূপ অভিপ্রায় থাকা সম্ভবে না। এরূপ অভিপ্রায় ছিল যে তাঁহারা প্রকৃত ভূস্বামী হবেন এবং যে স্থলে অন্যের পূর্ব্বস্বত্বের বিঘ্ন না হয়, সেই স্থলে তাঁহারা ভূস্বামী আছেন ও তাঁহাদের ভূস্বামী থাকাই উচিত। কিন্তু যখন অন্যের স্বত্বহরণ করিবার ক্ষমতা, অর্থাৎ আইনমত ক্ষমতা আমাদের ছিল না, তখন ঐ সকল স্বত্বের কিছুই আমরা ভূস্বামী দিগকে দিই নাই; এবং আমাদের সৃষ্ট ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে পুরাতন ভূস্বামী দিগকে ও স্থায়ীস্বত্বভোগাধিকারীদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য।"

আইনঘটিত এইরূপ বিবাদীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে হাই কোর্টের জজদের, আডবোকেট জেনরল সাহেবের ও গবর্ণমেণ্টের অন্য আইন সংক্রান্ত কর্ম্মচারীদের এবং দেশের প্রধান আইন ব্যবসায়ীদের মত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। কিন্তু যে সকল সরকারী কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যেরূপ ক্ষিতিরীতি বিষয়ে, তদ্রূপ এই বিষয়েও বিশেষরূপ সন্ধান লইবার দেখিতে পাই। চিরস্থায়ীবন্দোবস্ত জমীদারদের একটী প্রধান দাঁড়াইবার স্থল, এবং এই বিষয়েও আইন সংক্রান্ত যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত পাওয়া যাইতে পারে, সিলেক্ট কমিটীর তাহা পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু এরূপ কোন মত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

পাণ্ডুলিপির ৩য় অধ্যায়।—তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

তালুকদারেরা রায়তি স্বার্থ হইতে স্বতন্ত্র ভূমিগত মালিকী স্বার্থের একাংশমাত্রে নিবদ্ধ। প্রকৃত তালুকদারদের জন্য এক্ষণে ব্যবস্থা করিবার আমি কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। তাঁহাদের স্বত্ব যথোচিত পরিমাণে নিশ্চিত; এবং একটি শ্রেণীস্বরূপ তাঁহারা অন্ততঃ আপনাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। তালুক ও পেটাও তালুক সম্বন্ধে ১৮১৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের বিধান রীতিমত পুনঃপ্রবর্তন করণ আমি বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু এই বিষয়ে মূল ব্যবহার পরিবর্তনের উপযুক্ত কারণ বা আবশ্যকতা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার মতে সমস্ত তৃতীয় অধ্যায়টি নূতন করিয়া লেখা উচিত. ১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধান অখণ্ডাকারে রাখা উচিত, এবং বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি শুদ্ধ তুলিয়া লওয়া উচিত।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন কোন রায়তকে (অর্থাৎ যাহারা কোর্ফা বিলিকরে ও যাহাদের দখলে একশত বিঘার অধিক জমা থাকে তাহাদিগকে) তালুকদারের পদে, সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে উন্নীত করায়, আমার মাননীয় সহযোগীর বিস্তারিত আপত্তির [illegible] ব্যবস্থা ঘটিত পরিবর্তন সম্বন্ধে [illegible] অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়।—যে রায়তেরা অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

ভূমির উপর গবর্ণমেণ্টের নূতন কর নির্দ্ধারণ অবধি বাকী খাজানা আদায়ের সুবিধা করা ভূম্যধিকারীরা যত কেন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া থাকুন না, এবং ভিন্ন বঙ্গদেশে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া শ্রেণীবিশেষের ভূম্যধিকারিরা যত কেন অত্যাবশ্যক জ্ঞান করুন না, আমি বলিতে পারি বঙ্গদেশের ও বেহারের জমীদারেরা এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপেক্ষা তাঁহারা বরং বর্ত্তমান অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতেও সম্মত। কিন্তু যদি আইন পরিবর্ত্তন করিতে হয় তবে ইহা ন্যায্য ও বিচারসিদ্ধ যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের নূতন যে যে বিধানে উচ্চতম কর্তৃপক্ষেরা স্বীকার করিয়াছেন জমীদারদের অন্যায় ক্ষতি হইয়াছে, সেই সেই বিধান পরিবর্ত্তিত বা রহিত করা উচিত। খাজানার একরূপ হারে বিশ বৎসর ভোগ করিলে প্রজার অনুকূলে যে অনুমান হয় তাহার উদ্দেশ্য এক্ষণে সিদ্ধ হইয়াছে বলা যাইতে পারে, কারণ যে কোন প্রজার উহার প্রতি দৃষ্টি থাকে, সে গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া অবশ্য চাকিয়া লইতে ও তাহার রক্ষাকরণার্থ যত্ন করিতে সুযোগ পাইয়াছে। অন্য কোন কথা না থাকিলেও একরূপ হওয়াতে যত কাল একরূপ খাজানা দিলে

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৪ ধারা দেখ।

একরূপ অনুমান হইবে সেই কাল বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত হইত। কিন্তু এইরূপ পরিবর্ত্তন এই কারণে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে যে বর্ত্তমান আকারে এই অনুমান বস্তুতঃ জমীদারদের নিশ্চিত ও অনুচিত ক্ষতি করিতেছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত রেনলডস সাহেব ১৮৮১ সালের ১৮ মে তারিখের আপন মন্তব্যলিপিতে যে মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, মাননীয় [illegible] বাহাদুর তাঁহার লিখিত ভিন্নমতে পূর্ব্বেই তৎপ্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। রেভিনিউ বোর্ডের পদজ্যেষ্ঠ মেম্বর ও খাজানা সংক্রান্ত কমিশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাম্পিয়র সাহেবও তাঁহার ১৮৮১ সালের ১৯ মে তারিখের মন্তব্যে তদ্রূপ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;

বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবিত সংশোধন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টের ১ বালামের ১৮১ ও ১৮২ পৃষ্ঠা।

এবং যদিও মাননীয় শ্রীযুক্ত রেনলডস সাহেব আপন মত পরিবর্ত্তন করা উচিত বোধ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ও ডাম্পিয়র সাহেব যে সকল যুক্তি উত্থাপন করেন, তাহার খণ্ডন হয় নাই। এইরূপ আইনমত অনুমানের প্রকৃত ফল রক্ষণাত্মক হয় নাই, সৃজনাত্মক হইয়াছে, অর্থাৎ যে "সকল স্বত্ব আছে কিন্তু যাহার প্রতিপোষণার্থ সম্পূর্ণরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে না, কেবল তাহাই সাব্যস্ত না করিয়া অধিকাংশ স্থলে নূতন স্বত্ব সৃষ্টি হইয়াছে।" মাননীয় শ্রীযুক্ত রেনলডস সাহেব এই যে হেতু উত্থাপন করেন কেবল যে তাহা ধরিয়াই শ্রীযুক্ত ডাম্পিয়র সাহেব অনুমান ঘটিত ধারাটি রক্ষণের দোষ দিয়াছেন এমন নহে, তিনি সাধারণ রাজনীতি ঘটিত এই হেতু দিয়াছেন যে, "পূর্ব্বে নীলাম দ্বারা নিরোনী বিক্রেতার নিকট হইতে কোন

বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবিত সংশোধন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টের ২ বালামের ৪৬০ পৃষ্ঠা।

খরিদার কোন সন্ধান পাইলে অধিকাংশ স্থলেই খরিদার জমীদারী কাগজপত্র পাইতেছেন না বলিয়া উক্ত অনুমান দ্বারা কার্য্যতঃ ইহাই নির্দ্দেশ করা হয় যে, কোন প্রজা খাজানা পরিবর্ত্তন বিনা বিশ বৎসর ভূমি ভোগ করিলে অবধারিত হারে চিরস্থায়ী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হবে।" শ্রীযুত ডাম্পিয়র সাহেব সাধারণ রাজনীতি ঘটিত হেতু দিয়া এরূপ আর একটী যুক্তি দিয়াছেন যে, "চুপ করিয়া থাকিলে আপনাদের স্বত্ব পাছে চলিয়া যায়" এই ভয়ে উক্ত বিধানহেতুক ভূম্যধিকারীদের বিশ বৎসর অন্তর খাজানা বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হয়।

পাণ্ডুলিপির ৫ম অধ্যায়।—দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

এইবিষয়ের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃত চাষী ও মধ্যবর্ত্তী প্রজা এই উভয়ের মধ্যে যে অত্যন্ত প্রভেদ আছে, ইহা আমাদের মনে রাখা আবশ্যক। যাহাতে কৃষকের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তাহাতে জাতীয় সমৃদ্ধির ও সহায়তা হয়। কিন্তু চাষীকে নিষ্পীড়ন করিয়া মধ্যবর্ত্তী প্রজা যাহা আদায় করিতে পারেন, তাহারই উপর তাঁহার সমৃদ্ধি নির্ভর করে। সুতরাং মধ্যবর্ত্তী প্রজা সমাজের অনাবশ্যক অঙ্গস্বরূপ এবং তিনি থাকাতে কেবল অবস্থাগত অসুবিধা বৃদ্ধি হয়। প্রাচীন দেশাচার কিম্বা পূর্ব্ব কালের সরকারী কাগজপত্রে যে কিছু দয়া দেখান হয়, তাহা কেবল ভূমির চাষীদের প্রতি দেখান হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত ভূমি দখল করিয়া ক্ষুদ্র ভূস্বামী হইয়া বসেন, ও আপনাদের সীমাবদ্ধ কার্য্যক্ষেত্রে জমীদারীপ্রণালীর যত কিছু দোষ ও

অপব্যবহার সম্ভব, তৎসমুদয়ের সারসংগ্রহ দেখাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি ঐরূপ দয়া দেখান হয় না। যদি আইনের মৌলিক পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তবে আমাদের কৃষিপ্রণালী হইতে এই শ্রেণীর লোকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত; কারণ "দুর্ব্বৎসর সহ্য করিতে সক্ষম, এরূপ যে সমৃদ্ধিপন্ন কৃষকদল" সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা আছে, তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই শ্রেণীর লোকেরাই বৃহত্তম প্রতিবন্ধক। কোন২ বিশেষ স্থলে কোর্ফা বিলি সিদ্ধ হইতে দিবার আবশ্যকতা স্বীকার করিতে আমি বিলক্ষণ সম্মত আছি, কিন্তু সেই সীমার বাহিরে আমি যাইতে চাহি না। যে সকল স্থলে কৃষিকার্য্যার্থে ভূমির দখল দেওয়া যায়, সেই সকল স্থলে প্রজা নিজে বা বেতনভোগী মজুরের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমির চাষ করিবেন, দখলীস্বত্ব এইরূপ নিয়মাধীন থাকে, আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাই এবং বাসেন্দা রায়ত ছাড়া অন্য কাহাকেও এইরূপে হস্তান্তর করিয়া দিবার অনুমতি দিতে চাহি না। আমি কমিটীতে যে২ সংশোধনের প্রস্তাব করি, তন্মধ্যে দুইটী এই বিষয় সম্বন্ধীয় ছিল। স্ত্রীলোক ও নাবালগ প্রভৃতির বেলা সমুদয় যোত কোর্ফা বিলি করিবার অনুমতি দান সূচক সংশোধনটী বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকৃত বাসেন্দা কৃষককে এইরূপ হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে, এই মর্ম্মের অন্য সংশোধনটী গ্রাহ্য হয় নাই।

এই কথার উত্তম প্রমাণ আছে যে, কোর্ফা বিলি করায় কৃষকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এবং কৃষিসংক্রান্ত অবস্থা ঘটিত গোলযোগ সম্বন্ধে মধ্যশ্রেণীর প্রজারা সর্ব্বাপেক্ষা দায়ী এবং যে রায়ত জমীদারের অব্যবহিত অধীনে আছে, তাহার অবস্থা কোর্ফা বা কলায়ত রায়তের অপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ অবস্থায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের দলকেই তালুকদার ও খাজানাগ্রহীতার পদে উন্নীত করিলে, এবং কৃষক ছাড়া অন্য লোকদিগকে দখলক্রমে বা প্রকারান্তরে দখলীস্বত্ব লাভ করিবার সুবিধা করিয়া দিলে, বর্ত্তমান অসুবিধা অনর্থক বৃদ্ধি করা হইবে মাত্র। রায়ত কোন একখণ্ড জমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিতে না পারে, এই নিমিত্ত যে জমীদার তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক একজমী হইতে অন্য জমীতে চালান করে (আমি বলি এরূপ রীতি থাকার প্রমাণ নাই), সেইরূপ জমীদারের স্বেচ্ছাচার হইতে রায়তকে রক্ষা করা আবশ্যক, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া দিলেই কমিটী রায়তের অনুকূলে এই অনুমান সৃষ্টি করিতে চাহেন যে যেহেতু এক্ষণে তাহারা ভূমি ভোগ করিতেছে, তাহারা অবশ্যই ১২ বৎসর ঐভূমি ভোগ করিয়া থাকিবে। এইরূপ অনুমান কৃষিসংক্রান্ত লোকদের প্রকৃত অবস্থার বিরুদ্ধ; কারণ যাহার উপর জমীদারদের কোন ক্ষমতা নাই, এরূপ নানা হেতুবশতঃ ভূমির দখল দিন২ পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই প্রদেশে বৃহৎ২ নদীতীরস্থিত ভূমিখণ্ড আছে, যেখানে নিরন্তর সিকস্তী ও পয়স্তী ঘটিতেছে; এই প্রদেশের সীমাঞ্চল স্থানে সর্ব্বত্র অদ্যাপি জঙ্গল কাটিয়া ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের প্রক্রিয়া চলিতেছে; মধ্যস্থিত জিলা সমূহে ভূমির উপর লোক সংখ্যার চাপবশতঃ পতিত ও ঘাসকর জমীর উপর চাষের আক্রমণ হইয়াছে ও প্রত্যহ হইতেছে; এরূপ বহুসংখ্যক পাইকস্ত কৃষক আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ যাহারা কোন বিশেষ স্থানে বাঁধাবাঁধী না থাকিয়া সকল দিকে আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে। অনেকস্থলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কম হওয়াতে ও অন্য উপযুক্ত হেতুতে পুরাতন রায়তেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদের যোত ইস্তফা করে; এই সকল কথার প্রতি উক্ত অনুমানে উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ইহা কি বলা যাইতে পারে যে, একজন অপক্ষপাতী ও যুক্তিযুক্ত বিচারক, মোকদ্দমার সম্ভাবিত অবস্থা সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ না পাইয়া, প্রজা অদ্য কোন ভূমি ভোগ করিতেছে, কেবল ইহা হইতে (এইরূপ অনুমান করিতে আপনাকে বাধ্য বিবেচনা করা দূরে থাকুক,) এইরূপ অনুমান করিতে পারিতেন যে উক্ত প্রজা উক্ত সমস্ত ভূমিখণ্ড কিম্বা অন্ততঃ তাহার কিয়দংশ গত বার বৎসর দখল করিয়াছে?

The Zemindari Settlement of Bengal নামক স্পষ্টরূপে জমীদারদের বিরুদ্ধে সংকলিত পুস্তকের ১ বালামের ৩৫৫-৬০, ও ৮৩ ১ পৃষ্ঠায় ইহার একটী সুন্দর উদাহরণ দৃষ্ট হইবে, তাহাতে অনেক সরকারী ও বে-সরকারী লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে।

সকল রায়তের দখলীস্বত্ব আছে, এই প্রস্তাবিত অনুমান সম্বন্ধে, আমি এখানে কএকটি স্থলের উল্লেখ করিব, যে২ স্থলে রায়তের দখলীস্বত্ব না থাকিলেও জমীদারের বা ঠিকাদারের পক্ষে এরূপ অনুমান খণ্ডন করা আমি প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি :—

১ম।—গবর্ণমেন্টের রাজস্বের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক নীলাম করা গেলে, সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যে২ স্থলে ভূম্যধিকারী দখল পান, সেই সেই স্থলে যে বাকীদার জমীদারের সম্পত্তি এইরূপে ক্রয় করা যায় সেই জমীদার প্রায়ই স্বভাবতঃ ক্রেতার শত্রু হইয়া দাঁড়ায় ও পূর্ব্ব২ সনের কাগজপত্র দিতে অস্বীকার করে। এরূপ স্থলে জমীদার কিরূপে উক্ত অনুমান খণ্ডন করিবেন?

২য়।—যে স্থলে এক মহাল দুই কিম্বা তদধিক পত্তনীদার বা ঠিকাদারকে বিলি করিয়া দেওয়া যায় সেই স্থলে ঐ মহালের অন্য পত্তনী বা ঠিকা জমিতে রায়ত যে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে না, এই অনুমান একজন পত্তনীদার কিরূপে খণ্ডন করিবে?

কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যোতের পরিমাণ এক গজ মাত্র হইলেও, সে নূতন জমি লইলে, যে দিন তাহার সহিত ঐ জমির বন্দোবস্ত হয়, সেই দিনই তাহাতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হইবে, এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে এক্ষণে আমার প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। একজন রায়ত ক্ষুদ্র এক খণ্ড ভূমি চাষ করিতে পারে বলিয়াই সে বৃহৎ২ ভূমিখণ্ড চাষ করিতে পারিবে, ইহা যুক্তিই নহে। সে কেবল কোর্ফা বিলি বা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ভূমি লইতে পারে।

আবার "মহাল" শব্দ অত্যন্ত অনির্দ্দিষ্ট। মহাল শব্দে একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বুঝাইতে পারে, অথবা দেশের বৃহৎ খণ্ড বুঝাইতে পারে। "গ্রাম" শব্দ অধিকতর সুবিধাজনক। গ্রামের নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে ও উহাতে বিশেষ স্থান বুঝায়।

দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করিবার ও তাহা অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

ইহা অতি স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, এ দেশের ভূমি সংক্রান্ত প্রাচীন ব্যবস্থাক্রমে, কোন রায়ত বা শেখ, হউক বা না হউক, তাহার রায়তি স্বার্থ বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা ছিল না। * দেশাচারক্রমে না হইলে ভূম্যধিকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করা যাইতে পারে না এই কথা বলিয়া ব্যবস্থাপকেরা ও বিচারপতিরা এই নিয়ম মান্য করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষের কথা এই বলিয়া বোধ হয় যে, দেশাচার সর্ব্বত্র চলিয়াছে, কিন্তু যে স্থিতিরীতিগত বিবরণের দোহাই দেওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক প্রামাণিক নহে, কারণ তাহাতে দেখায় না কত স্থলে হস্তান্তর হইবার পূর্ব্বে বা পরে জমীদার সম্মতি দিয়াছেন।

* " ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বহু কাল দখল করিলে ভূমিতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না, কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাহারা ভূমি বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না।" শোর সাহেবের ১৭৮৯ সালের ১৮ জুনের মন্তব্যলিপি ; হারিংটন সাহেবের Analysis নামক পুস্তকের ৩য় খণ্ডের ৪০০ পৃষ্ঠা।

এপ্রকারের কোন দেশাচার এরূপ প্রসিদ্ধ হইবে যে, সকল শ্রেণীর ও স্বার্থের সন্তোষ জন্মাইয়া ইহা বিচারালয়ে প্রমাণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হওয়া উচিত নহে। আর (১ম) হস্তান্তরযোগ্যতা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয়, ইহার বিশেষ ও উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায়, এবং (২য়) যে দেশাচার প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচলিত ও প্রবল আছে, তাহার প্রমাণ দিতে খরিদারদের অক্ষমতা হেতুক দেওয়ানী আদালতে অবিচার ঘটিবার বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত না থাকায়, সর্ব্বত্র হস্তান্তরযোগ্যতার বিধান করা অনাবশ্যক বলিয়া আমি বিবেচনা করি। এক্ষণে যেরূপ কল্পনা হইতেছে, তদনুসারে সর্ব্বত্র দখলীস্বত্ব বিস্তার করা গেলে, ভূস্বামী ও গ্রাম্য সমাজ উভয়েরই অপকার হইবে ; কারণ, যে সকল শান্ত ও মৈত্রভাবাপন্ন রায়তদিগকে রাখা ভূস্বামীর স্বার্থ, আপন ভূমিতে তাহাদিগকে রাখিবার ক্ষমতা ইহাতে আর তাঁহার থাকিতেছে না, এবং যে মহাজনেরা বা বিরোধী জমীদারেরা রায়তদের স্বত্ব ক্রয় করিতে পারে ও তাহাদের জমীতে ভিন্ন শ্রেণীর লোক বসাইয়া গ্রামে বিবাদ, মোকদ্দমা ও সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিতে পারে, সেই মহাজন বা জমীদারদের দ্বারা রায়তদের উচ্ছেদ হইবার দ্বার উদ্ঘাটিত হইতেছে।

আমি বলিতে চাহি যে, এদেশের যে প্রাচীন দেশাচারক্রমে এরূপ স্বোত্ত হস্তান্তর করিতে পারা যাইত না তাহাতে গ্রাম্য সমাজের নির্ব্বিঘ্নতা ও মঙ্গল হইবার বিশেষরূপ সম্ভাবনা ছিল, কারণ, ঐ সমাজে যাহাদের স্বার্থ ছিল না, তাহাদের তথায় বলপূর্ব্বক প্রবেশ করা এবং সাধারণতঃ ঐ সমাজের ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধ স্বার্থ স্থাপন করিয়া গ্রামের শান্তি ও সমৃদ্ধি নষ্ট করা ঐ দেশাচারবলে বহুপরিমাণে নিবারিত হইত।

দক্ষিণাপথের রায়তদের মধ্যে হস্তান্তরকরণস্বত্ব স্বীকৃত হওয়াতে যে অনিষ্টজনক ফল ফলিয়াছে ; এবং যেমহাজনদের হাতে সাঁওতালেরা পড়ে, প্রধানতঃ তাহাদের অত্যাচারহেতুক সাঁওতালদের মধ্যে যে শান্তিভঙ্গ ঘটে আমার মতের প্রতিপোষণার্থ আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই ; এবং এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে, আমার নিজ ও অন্যের জমীদারীর রায়তদিগকে মহাজন ও অন্য ভূমিব্যবসায়ীদের করুণার উপর ফেলা যে ইহার স্বাভাবিক ফল হইবে, তদ্বিরুদ্ধে আমি আপত্তি করিতে চাই।

সত্য বটে, নূতন হস্তান্তরস্বত্বদানের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভূস্বামীকে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যাহা ভূস্বামীর নিজের আছে, তিনি কেন তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন? অগ্রে ক্রয় করিবার প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধ স্বত্বে ভূস্বামীর অল্পই উপকার হইবে, এবং আমি প্রস্তাব করি যে, এইস্বত্ব যদি দেওয়াই হয়, তবে উত্তরাধিকার ক্রমে না হইয়া রায়তী স্বত্বের যে প্রত্যেক হস্তান্তর হয়, তাহাতেই এই স্বত্ব বর্ত্তাইয়া ইহা অধিকতর কার্য্যকর করা উচিত ; এবং "তালুক" সম্বন্ধেও উক্ত স্বত্ব বর্ত্তাইতে পারিলে মধ্যবর্ত্তীপ্রজাদের স্বার্থলোপ করিয়া একটি স্বতঃ কার্য্যকর যন্ত্রের বিধান করা হইবে, ইহাতে সকল পক্ষের বিশেষ মঙ্গল। অগ্রে ক্রয় করিবার অলীক স্বত্বাধীনে যাহার তাহার নিকট বিক্রয় করিবার স্বত্ব অপেক্ষা প্রকৃত-বাসেন্দা কৃষকদের নিকট স্বাধীন ভাবে বিক্রয় স্বত্ব আমার নিকট উৎকৃষ্টতর বোধ হয়। কেহ২ অনুমান করেন যে, দখলীস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য হইলে বেহারের নীলকরদের উপকার হইবে ; কিন্তু আমি তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক লোককে জানি, যাঁহারা এই প্রস্তাবের বিরোধী, এবং বঙ্গদেশের নীলকরগণ সম্পূর্ণরূপে ইহার বিরোধী।

খাজানা মুদ্রারূপে পরিবর্ত্তন করণ।

এই বিষয় বিবেচনা করার সময় আমি এই কথা প্রথম বলিতে ইচ্ছা করি যে আমার মহালে ভাওলী বা শস্যরূপ খাজানা দেওয়া রীতি নহে ; এবং আমার এমন বিবেচনাও হয় না যে উহা মুদ্রারূপ খাজানা দেওয়ার ন্যায় ঐসকল অঞ্চলে জমীদার বা কৃষকের উপযোগী হইবে। কিন্তু বেহারে এমন অনেক স্থান আছে যথায় ভাওলীই চলিত ও টাকায় খাজানা কদাচ কখন দেওয়া যায়। ঐ সকল স্থানের অবস্থা ভিন্নপ্রকার, এবং এই বিষয়ে যেরূপ কল্পনা হইতেছে তদ্রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন যদি সহসা প্রবর্ত্তিত করা যায়, তাহা হইলে সকল শ্রেণীরই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এরূপ বিষয়ে সময়ের উপর নির্ভর করাই উচিত, অতীত কালের অভিজ্ঞতার দৃষ্ট হইতেছে যে, সভ্যতা ও সমৃদ্ধির ক্রমশঃ উন্নতির সঙ্গে২ শস্যরূপে দেয় খাজানা মুদ্রারূপে প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব হঠাৎ বলপূর্ব্বক এরূপ পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করা আমি দোষের বিষয় বলি।

এবিষয়ে আমার নিজের বড় একটা ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে বেহারের জমীদারদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ আমি তাঁহাদের মত প্রকাশ করি। আমার বিবেচনায় এই সকল মত বিশেষ বিবেচনাযোগ্য।

শস্যরূপে খাজানা দেওয়ার রীতিই নিঃসন্দেহ খাজানা দিবার আদিম উপায়; এবং বেহারের অনেকাংশে ওটা যে আজিও রক্ষিত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে লোকের বর্ত্তমান অবস্থায় উহাতে নানা প্রকারে সুবিধা হয় এবং সকলেই জানে এদেশের লোক পুরাণ রীতি অনুসারে কার্য্য করিতেই অধিক ভাল বাসে। আকবরের প্রধান হিন্দু রাজস্ব সচিব রাজা তোড়রমল রায়তের খাজানা মোট উৎপন্নের এক তৃতীয়াংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আরঙ্গজীব বৃদ্ধি করিয়া অর্দ্ধেক করিয়া তুলেন। জমীদারেরা বিচালির মূল্য নির্দ্ধারণ অত্যন্ত দুষ্কর বিবেচনা করিয়া শস্যরূপ উৎপন্নের ১৬ ষোলভাগের নয় ভাগ খাজানা অবধারিত করেন এবং বিচালির সমস্ত মূল্য রায়তকে প্রদান করেন।

যেখানে দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ান্তর অবলম্বনের কোন উপায় নাই, সেখানে অজন্মার সময় উৎপন্ন যতই কম হউক না কেন উহার এক অংশ দেওয়াই কৃষকের পক্ষে স্পষ্টই সুবিধা। আর একদিক দেখিতে গেলে যে প্রজা এক সমান মুদ্রারূপ খাজানা দিতে বাধ্য, সময়ে সময়ে তাহার সমস্ত উৎপন্নের মূল্য ভূম্যধিকারীর অবধারিত টাকার দাবীর সমান হয় না। এইরূপ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট হইবে যে, যে কৃষক খাজানা শস্যে দেয় সে, যে মুদ্রারূপ খাজানা দেয়, তাহার অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ সহ্য করিতে অধিক সমর্থ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এমন বৎসর লও যাহাতে শস্য একেবারেই জন্মে নাই। ভাওলীদার আপন ভূম্যধিকারীকে সে বৎসর কিছুই দিবে না, যেহেতু উঁহার সহিত ভাগ হয় এমন শস্যই নাই। কিন্তু শস্য উৎপন্ন হউক আর নাই হউক। মুদ্রারূপ খাজানাদাতা সম্পূর্ণ বৎসরের খাজানা দিতে বাধ্য, তাহাকে হয় যে সময়ে তাহার খাজানাসঙ্গতি অত্যন্ত কম সেই সময়ে অল্প সুদে টাকা ধার করিতে বাধ্য হইতে হইবে, না হয়, ভূম্যধিকারী মোকদ্দমা রুজু করিলে তাহার খরচা ও সুদ দিতে হইবে। অতএব শস্যরূপে দেয় খাজানা পরিবর্ত্তনের বিধান বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ উহাতে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের সময় কৃষক সম্প্রদায়কে অত্যন্ত কষ্টে ফেলিবার সম্ভাবনা।

খাজানার দাবীর সময় সাধারণতঃ ফসলের সময়ের সঙ্গে এক হওয়ায় সচরাচরও দৃষ্ট হয়, যে সকল কৃষক মুদ্রারূপে খাজানা দেয়, অনেকস্থলে, যদিও এরূপ স্থল অতিবিরল, তাহাদিগকে অতি অল্পমূল্যে শস্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। এরূপ সময়ে ভাওলী প্রজাকে কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকারই করিতে হয় না।

আবার অনেক স্থলে বড় বড় চর আছে, তথায় প্রতি ফসলেই ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বিলক্ষণ হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এরূপ স্থলে জমীদার ও রায়ত উভয়ের পক্ষেই ভাওলী প্রথায় খাজানার বন্দোবস্ত করায় সুবিধা ও সুবিচার হয়।

আরও ভাওলী প্রথানুসারে বন্দোবস্তে জমীদার রায়তের সহিত ভাগ করায় প্রতিবৎসরই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, পরিমাণ, ও উৎপন্নের মূল্য বৃদ্ধির ফল পাইয়া থাকেন। যদি হ্রাস হয় তবে উভয়ের সে ক্ষতি ভাগ করিয়া লইতে হয়। এজন্য কোন পক্ষেরই বিশেষ অসন্তোষের বিশেষ কারণ থাকে না এবং জমীদারেরও খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা রুজু করিবার বিশেষ আবশ্যকতাও থাকে না।

এই পর্য্যন্ত মুদ্রারূপে পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে গেল। এই পরিবর্ত্তন কার্য্যে পরিণত করা সম্বন্ধে রাজস্ব কর্ম্মচারীই মুদ্রারূপে দেয় খাজানা অবধারিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং পাণ্ডুলিপিতে বিধান আছে যে এরূপ বন্দোবস্তের সময় তিনি নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত মুদ্রারূপ খাজানা দেখিয়া ও গত দশ বৎসরে জমীদার প্রকৃত পক্ষে যে খাজানা পাইয়াছেন তাহার গড় মূল্য ধরিয়া কার্য্য করিবেন। এই সকল নিয়ম অত্যন্ত আলগা, এবং আমরা সকলেই জানি যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভিন্ন২ কর্ম্মচারীর মত অত্যন্ত ভিন্ন২। আমার বিবেচনায় এরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে তাঁহার নিজ মতামতের মীমাংসার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত নহে এবং এসকল বিষয় ভূম্যধিকারী ও প্রজার ব্যক্তিগত চুক্তি ও পরস্পরের সম্মতি অনুসারে হইলেই ভাল হয়। জমীদারের পক্ষহইতে একথাও বলা হইয়া থাকে যে শস্যরূপে খাজানা লওয়াই জমীদারের পক্ষে লাভ, কারণ রায়তের ন্যায় তাঁহাকে ফসলের সময়েই বিক্রয় করিতে হয় না। তিনি শস্য কিছু দিন ধরিয়া রাখিয়া ফসলের সময় বাজারে না পাঠাইয়া বৎসরের যে সময়ে শস্যের মূল্য অধিক হয় এরূপ সময়েই অনেক সুবিধা করিয়া শস্য বিক্রয় করিতে পারেন। সুতরাং এইরূপ খাজানার পরিবর্ত্তনে কার্য্যতঃ জমীদারের আয় কমান হইবে, আমার বোধ হয় না যে এরূপ করা গবর্ণমেণ্টের যথার্থ অভিপ্রায়।

আমার ভরসা আছে যে আমি শীঘ্রই এবিষয় সম্বন্ধে কতক গুলি স্থিতিরীতি ঘটিত সংবাদ দিতে পারিব। ঐ গুলি এখনও আমি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই সম্বন্ধে আর এক কথা আছে। রায়তের স্বার্থের জন্য তাহা প্রকাশ করা উচিত, সে কথাটী এই।—যে স্থলে ভাওলীপ্রথা প্রচলিত আছে সে স্থলে জলসেচন কার্য্যের জন্য আবশ্যক পুর বাঁধ সকল জমীদারকে নিজের খরচে রক্ষা করিতে হয়, যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে রায়তই ইহার উপকার লাভ করে, তথাপি তাহাকে এসম্বন্ধে কোনরূপ খরচার দায়ী হইতে হয় না। কিন্তু যেস্থলে টাকায় খাজানা দিতে হয়, সেস্থলে জমীদার যদি জলসেচনকার্য্য দ্বারা ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করেন, রায়তকে খাজানা বৃদ্ধি দিতে হয় এবং স্থানীয় প্রথা অনুসারে আশা করা যায় যে বর্ত্তমান পুর বাঁধ প্রভৃতি মেরামতে রাখার খরচ জমীদারকে ও তাহাকে অংশ অনুসারে দিতে হইবে।

খাজানা বৃদ্ধি।

এই বিষয়ে ও খাজানা আদায় বিষয়ে জমীদারদিগের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া পরামর্শসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান আইনে কেবল তিনটী কারণ বশতঃ আদালতের দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করার অনুমতি আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, রায়তের ব্যয় বা পরিশ্রম ব্যতীত উৎপন্নের মূল্য অথবা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। সকলে স্বীকার করিবেন যে এই সূত্র ধরিয়া বৃদ্ধি দেওয়া ন্যায্য, কিন্তু কার্য্যকালে দৃষ্ট হইয়াছে যে এরূপ "বৃদ্ধি" আদালতে প্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব আদালত দ্বারা বৃদ্ধি এক প্রকার বন্ধই হইয়াছে। এই জন্য জমীদার ঘরাও চুক্তি দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ করাও কোনক্রমেই সহজ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জমীদার দেওয়ানী আদালত দ্বারা যে বৃদ্ধি পাইতে পারেন না, তাহা দিতে রায়তেরা নিতান্ত অনিচ্ছুক।

যাহা হউক, যে অবধি গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রত্যেক জিলার খাদ্য শস্যের সাপ্তাহিকমূল্যের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন তদবধি মূল্য বৃদ্ধি জানার উত্তম উপায় হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য আমি এই সকল মূল্যের তালিকাকে মূল্যবৃদ্ধির চূড়ান্ত প্রমাণ করার প্রস্তাবকে অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া মনে করি। এবং এইরূপ করিলে জমীদার অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বর্ত্তমান আইনের শব্দরচনা সাধারণতঃ রক্ষিত হয় এবং এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধির কারণ যেরূপ নিয়মবদ্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা না হয় আমি এই মর্ম্মে প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।

এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ কল্পনা করা হইয়াছে অনেকস্থলে তদ্ভিন্ন অন্য কারণেও ভূমির উৎকর্ষসাধন হইতে পারে। এরূপ স্থল অতি বিরল ও হয়ত প্রমাণ করা দুষ্কর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিধান না করার কোন কারণ নাই।

এই বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রধান শস্যের লক্ষণ, কেবলমাত্র সুলভ খাদ্য শস্যে সীমাবদ্ধ থাকা আমার মতে উচিত নহে।

দেশের কোনরূপ শস্যের পরিবর্ত্তন হইলে জমীদারেরা তাহার উপকার লাভ করিবে, একথা সমস্ত পুরাণ আইন এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। সার জন শোর সাহেব বলিয়াছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বেও এইরূপ দেশাচার প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান সময়েও যে সকল অঞ্চলে শস্যরূপ খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তথায় যে কেবল খাদ্য শস্যের উৎপন্ন নির্ণয় করা হয় এরূপ নহে, ইক্ষু, তামাক, পান এবং অন্যান্যপ্রকার শস্যও যাচাই করা হয়। অন্যান্য জিলাতেও যে সকল জমীতে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় ও যে সকল জমীতে অধিক মূল্যবান শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদের খাজানার হার সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

অতএব এই বিধানে আবার "নূতন করিয়া পুরাতন আইন ও দেশের সর্ব্ববাদিসম্মত দেশাচার পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া হইল।"

বিবাদীয় স্থলে পুরাতন আইনে আদালতের উপর খাজানার ন্যায্য ও উপযুক্ত হার দিবার যে ভার ছিল তাহার উপর আর এরূপ কিছু বেশী করিবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না এবং খাজানাবৃদ্ধির হার সীমাবদ্ধ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাই না। প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতকে যেরূপ অনুসন্ধান লইতে হইত, তাহাতে কোন্ হার ন্যায্য ও উপযুক্ত হইবে আদালতে তাহা জানিবার বিলক্ষণ সুবিধা হইত। এই জন্য ইহার ক্ষমতা হ্রাস করার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং উচ্চতর হার দেওয়া উচিত আদালতের বোধমত এই বিশ্বাস জন্মিলেও টাকায় চারিআনার উচ্চতর হার দেওয়া বন্ধ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

ঘরাও খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এরূপ স্থলে কোন্ বিচারে স্বাধীনভাবে চুক্তি পরিহার করা হইল, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। ঘরাও বন্দোবস্ত দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি পাওয়া জমীদারের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ স্থলে ভবিষ্যৎ বিবাদের জন্য কোনরূপ ছিদ্র থাকিবে এবং রায়ত যে চুক্তি পূর্ব্বেই স্বাক্ষর করিয়াছে কবুলিয়ৎ রেজিষ্টরী করার সময় তদনুযায়ী দায়িত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ উত্থাপনের সুযোগ পাইবে, এরূপ করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

পাণ্ডুলিপির ৯ম অধ্যায়।—এজমালী সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

মন্ত্রিসভায় উত্থাপিত আদিম পাণ্ডুলিপির অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনার ১৭ দফা হইতে এবং তাহাতে উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশ সকল হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে যে এজমালী মালিকদের কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগের বিধান করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনের কিয়দংশ ১৮৭৪ সালে রহিত করায় বর্ত্তমান আইন অর্থাৎ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৩ ধারা অনুসারে কার্য্য করা দুর্ঘট হইয়াছে বলিয়া এবিষয়ে আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। পুরাণ আইনে যে স্থলে এজমালী ভূস্বামী আছে ও যেস্থলে এরূপ এজমালী ভূস্বামিদের ব্যবহারে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, সেস্থলে ঐ সম্পত্তির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষমতা গবর্ণমেন্টকে দেওয়া আছে। এই সকল আইন ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার অনেক পূর্ব্বে পাস হইয়াছিল। উক্ত কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে শান্তিভঙ্গ গুরুতর ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব শান্তিভঙ্গ এককালে ফৌজদারী ও দেওয়ানী অপরাধ সাব্যস্ত করা আর আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় নাই। এই জন্য অপ্রচলিত আইন বলিয়া ১৮৭৪ সালে এই সকল আইন রহিত করা হয়। অতএব এই সকল কার্য্যপ্রণালী পুনরুজ্জীবিত করার পূর্ব্বে, সরকারী কার্য্যকারকেরা ও অভিযোক্তাগণ প্রকৃতপক্ষে কতদূর ১৮১২ ও ১৮২৭ সালের আইনের সহায়তা গ্রহণ করিতেন এবং তাহার কি বা ফল হইয়াছে এবিষয় অনুসন্ধান করার বিশেষ কারণ আছে। আমি এবিষয়ে কমিটীতে একটী নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি এই মাত্র উত্তর পাইয়াছিলাম যে এবিষয়ে সংবাদ অনুসন্ধান করা যাইবে এবং

অদ্যাবধি এবিষয়ে আর আমি কিছুই শুনি নাই। আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই বোধ হয় যে যখন একটা আইন অপ্রচলিত বলিয়া যথাবিহিত প্রকারে রহিত করা হইল, তখন উহা পুনরুজ্জীবিত করণের প্রস্তাব করার পূর্ব্বে ইহার স্থিতিরীতি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা আবশ্যক। আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাবের পূর্ব্বে কেবল মাত্র অনুমান বা সাধারণ সংস্কারের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। উত্তমরূপে প্রমাণ করা ও শ্রেণীবদ্ধ করা ঘটনাবলিই কেবল আইন প্রণয়ন ন্যায্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে।

আমি এই কথা না বলিয়া এবিষয় ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছি না যে, বিদ্যার ও সাম্যবাদের বহুল প্রচারের সহিত রায়তদিগের উপকারার্থ গবর্নমেণ্টের পিতৃস্থানীয় ভাব রক্ষা করার কোন আবশ্যকতা নাই। অতএব যদি এই সকল বিধান পুনঃপ্রবর্ত্তিত করা হয়, তাহা হইলে মহাল ও তালুকের ভূস্বামিগণ এমন কি পাণ্ডুলিপির সৃষ্ট নূতন তালুকদারেরাও আপনাদের সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের ভার আপীলশূন্য ভাবে জিলার জজের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইবেন। এরূপ স্থলে জজ সাহেবের ভুল সিদ্ধান্ত করার সম্ভাবনা কি এত অল্প যে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে? অথবা জজস্বরূপ তাঁহার অন্যান্য যে নানা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং যাহাতে আইনে তাঁহার বিচার চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া হাই কোর্টে আপীলের বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আজ্ঞা দ্বারা যেরূপ অনিষ্ট হইতে পারে, এস্থলে কি তদপেক্ষা কম অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে?

যখন এই বিষয়েই বলিতেছি তখন আমি বোধ হয় একথা বলিতে পারি যে তত্ত্বাবধারণের ব্যয় ও তত্ত্বাবধারকের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কোন স্থলেই তত্ত্বাবধারণের খরচ মহালের মোট আয়ের শতকরা ১২ টাকার অধিক হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করিবার কারণ এই যে কোন কোন স্থলে গবর্নমেণ্টের অধীন কোর্টঅবওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধারণের ব্যয় মোট আয়ের শতকরা ২০ টাকার অধিক হইয়াছে।

"দেশখণ্ডে দেশখণ্ডে ভাব ভিন্ন ভিন্ন, রাজশাহী ও কুচবিহারে শতকরা ২৫ টাকা হইতে (এই সকল স্থলে তত্ত্বাবধারণপ্রণালীর পুনঃ গঠনের জন্য বিশেষরূপে বলা হইয়াছে এবং সেইরূপ কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে) উড়িষ্যায় শতকরা ৫.১ টাকা। বঙ্গদেশের বার্ষিক বিজ্ঞাপনী, ১৮৭৯-৮০ সাল, ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠা।"।

এতদ্ভিন্ন আমি এই মর্ম্মে আর এক প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে সকল বা অন্ততঃ একজন ভূস্বামী আবেদন না করিলে শান্তিভঙ্গহেতু কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করার কারণ এই যে আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে এরূপ নিয়ম স্থাপিত না করিলে আমাদের নিশ্চয়ই দেখা উচিত যে সমস্ত এজমালী মহালে ও যেস্থলে অংশীদারেরা অন্যান্যকে বিরক্ত করিবার জন্য শান্তিভঙ্গ অপরাধে ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু করিয়া হারিয়া গিয়াছে সেই সকল স্থলে প্রজারা এজমালী কার্য্যাধ্যক্ষ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে। এরূপ বিষয়ে দেওয়ানী আদালত অপেক্ষা ফৌজদারী আদালত সুচারুরূপে কার্য্য করিতে পারে, কারণ শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থ ফৌজদারী আদালতের উপর যেরূপ ক্ষমতা দেওয়া আছে তাহা দেওয়ানী আদালতের উপর এক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কার্য্যকর।

সিলেক্ট কমিটীতে আমার তৃতীয় প্রস্তাব এই ছিল যে কার্য্যাধ্যক্ষ সমস্ত এজমালী ভূস্বামীদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনমতে খাজানা কম করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না। আমার মত এই যে, যাহাকে কার্য্যাধ্যক্ষের স্বার্থ কিয়ৎকালের নিমিত্ত মাত্র, যে ব্যক্তি কার্য্যকারক তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিবেন তাঁহার কার্য্য এত অধিক যে এবিষয়ের তত্ত্বাবধারণে মনোযোগ দিবার তাঁহার যথেষ্ট সময় থাকিবে না। সুতরাং প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে রায়তের খাজানা কমাইয়া দিয়া জমীদারকে বাৎসরিক আয় হইতে বঞ্চিত করিবার ও উক্ত রায়তদিগের নিকট কমিশ্যন স্বরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া নিজ উদর পূর্ণ করিবার পক্ষে কার্য্যাধ্যক্ষের চমৎকার সুবিধা হইবে। কেবল আমার মত যে এরূপ তাহা নহে, যাঁহারা কিঞ্চিত্ত যত্ন করিয়া এবিষয় আলোচনা করিয়াছেন, ভূমিসম্পত্তির তত্ত্বাবধারণে যাঁহাদের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে এবং যাঁহারা এবিষয়ে রাজপুরুষদিগের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন নাই, তাঁহারাও আমার সহিত এক মত হইবেন। এরূপস্থলে গবর্নমেণ্ট কিরূপ লোকের মধ্য হইতে কার্য্যাধ্যক্ষ সংগ্রহ করিতে পারেন? এরূপ চাকরীর যেরূপ বেতন তাহাতে গবর্নমেণ্ট যে শ্রেণী হইতে আমীন ও পুলিস ইনিস্পেক্টর নিযুক্ত করেন সেই শ্রেণী হইতেই কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। আর কে না জানে যে আমীন ও পুলিস ইনিস্পেক্টরই এদেশের একটী প্রধান বালাই। এরূপ চাকরীতে যেরূপ অল্প বেতন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে গবর্নমেণ্ট কার্য্যাধ্যক্ষ করিবার জন্য উচ্চশ্রেণীর দেশীয় ভদ্রলোক পাইবেন এরূপ ভরসা একেবারেই নাই। সাধারণতঃ এজমালী ভূস্বামীদের আয় অতি অল্প; আর আজি কালি শান্তিভঙ্গ অপরাধের ফৌজদারী দণ্ড এত অধিক যে গবর্নমেণ্ট যে বহুসংখ্যক মহালের জন্য এক জন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উপযুক্তরূপ অধিক পরিমাণে বেতন দিবেন এবং সর্ব্বদা বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

কার্য্যাধ্যক্ষের ক্ষমতা ও তাঁহার সেরেস্তার খরচ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন বিষয়ে আমি যে সকল জমীদারের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই মত যে এরূপ নিয়ম অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু এ বিষয়ে আমি যত প্রস্তাবই করিয়াছি, সিলেক্ট কমিটীতে তাহার এই মাত্র উত্তর পাইয়াছি যে হাই কোর্টকে এ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়নার্থ অনুরোধ করা হইবে। কিন্তু আমরা জমীদার, আমরা বলি যে কার্য্যাধ্যক্ষের ক্ষমতা অনির্ণীত থাকা উচিত নহে এবং ব্যবস্থাপকসভার স্পষ্টরূপে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। যদি সত্য সত্যই এরূপ বিবেচনা করা

হইয়া থাকে যে হাই কোর্ট ব্যবস্থাপক সভা হইতে এবিষয়ে অধিক অভিজ্ঞ, তাহা হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক নিশ্চয়রূপে জমীদারদিগকে প্রদত্ত আইনসঙ্গত স্বত্ব সম্বন্ধীয় ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিষয় সকলে হাই কোর্টের সঙ্গে মন্ত্রণা করা হয় নাই কেন?

পাণ্ডুলিপির ১২ অধ্যায়।—স্বত্বের লিপি।

বলা হইয়াছে যে কোন কোন মহালে জমীদারেরা উপযুক্ত কাগজপত্র রাখে না। যদি এই রূপ হয়, তাহা হইলে এরূপ জমীদারীতে জরীপ ও স্বত্বের ভালরূপ লিপি আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল মহালে কাগজপত্র নির্দ্দোষ এবং যেখানে সম্পর্ক বিশিষ্ট সকল লোকেই তাহাদের যেরূপ কাগজপত্র আছে তাহাতে সন্তুষ্ট, সেখানেও কেন যে জমীদার ও প্রজাকে জরীপের হাঙ্গাম সহ্য করিতে হইবে তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

মাপের প্রাচীন প্রণালীমতে সকল জমীদারই নিয়মিত সময়ান্তরে তাঁহাদের মহালের মাপ করেন এবং তাঁহাদের এক প্রকার না এক প্রকারের মোটা মোটি মাপের কাগজ আছে; অনেকে আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন, ইঁহারা যে আপন মহালের কেবল মাপ করেন তাহা নহে, গবর্ণমেণ্ট মহালের যেরূপ নকশা প্রস্তুত হয় প্রায় সেইরূপেই নকশা প্রস্তুত করিয়া রাখেন। তাঁহাদের কাগজপত্রে রায়তের যোতের সুক্ষ্ম পরিমাণ ও ঠিক জায়গা ও জমীর গুণ ও দেয় খাজানার হার দেখাইয়া দেয়।

অতি অল্পসংখ্যক জমীদার আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন। তাঁহারা প্রত্যেক রায়তকে তাঁহার ক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়া খাতা বহীতে তাহাদিগকে স্বাক্ষর করাইয়া লন। জমীদারের পক্ষে ইহা বড় সহজ ব্যাপার নহে। খাস মহালে গবর্ণমেণ্ট বন্দোবস্ত কার্য্যকারকের যেরূপ হাকিম্ব করণের ক্ষমতা আছে, তাঁহার সে ক্ষমতা নাই; সুতরাং তাঁহাকে বিস্তর ব্যয় করিতে হয় ও সুতরাং তাঁহার কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না।

এরূপ অবস্থায় কি বলা যাইতে পারে যে, সমস্ত দেশটা জরীপ করার আবশ্যকতা আছে? অন্ততঃ যে সকল জমীদারির নির্দ্দোষ কাগজপত্র আছে তাহাদিগকে আমার বিবেচনায় অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

আমার প্রস্তাব এই যে যদি জরীপ করিতে হয় যে সকল গ্রামে জমীদার ও রায়ত উভয়েই জরীপ হওয়া ইচ্ছা করে এমন সব গ্রামেই উহাতে হাত দেওয়া উচিত; কি বিচারে যে যাহারা ইচ্ছা করে না তাহাদের শিরেও জরীপের খরচা চাপান হয় আমি তাহা বুঝিতে পারিনা। জরীপে তাহাদের উপকার না হইয়া অনন্ত মামলা মোকদ্দমার উৎপত্তি হইবে।

১৮৭৬ সালে জমীদারদিগকে স্বত্ব রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করার জন্য আইন পাস হয়। ইহাতে যে কি পরিমাণে মোকদ্দমার উৎপত্তি হয় তাহা আমরা সকলেই জানি। যে সকল লোকের কিছুমাত্র স্বত্ব ছিল না তাহারাও কোন না কোন রূপ স্বত্ব সাব্যস্ত করাইবার জন্য অগ্রসর হইল, তাহার ফল এই হইয়াছে যে যদিও এই আইন পাস হওয়ার পর আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি অনেক মোকদ্দমার এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই। এমন অনেক জমীদার আছেন যাঁহাদের সম্পত্তিতে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট স্বত্ব থাকিলেও এরূপ মোকদ্দমায় দুষ্পরিহার্য্য চিন্তার উপর অনর্থক অনেক খরচপত্র করিতে হইয়াছে।

জমীদারেরা সমস্ত অধিবাসীর শতকরা এক জনও নহে, তাহাদের স্বত্ব রেজিষ্টরী করিতে গিয়াই এই হইল।

যদি এত অল্পসংখ্যক লোকের স্বত্ব রেজিষ্টরী করিতে আট বৎসর কালও অল্প সময় বলিয়া গণ্য হইল, তাহা হইলে প্রজার স্বত্ব রেজিষ্টরী করিতে কি তাহার দশগুন অধিক সময় লাগিবে না? বাঙ্গালা ও বেহারের প্রায় সমস্ত অধিবাসীই প্রজা। এবিষয়ে যেরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজন তাহাতে যে দীর্ঘসময় লাগিবে এই সমস্ত সময় ধরিয়া মোকদ্দমা, ব্যয়, হয়রাণ ও দুশ্চিন্তায় কি সকল শ্রেণীর লোকেরই ক্ষতি হইবে না?

এই সকল কারণে আমার বোধ হয়, যে সকল গ্রামে সম্পর্কবিশিষ্টলোকে গবর্ণমেণ্টের নিকট জরীপের প্রার্থনা করে তদ্ভিন্ন অন্য গ্রামে জরীপ প্রবর্ত্তিত করা অনাবশ্যক।

জমীদারের রেজিষ্টরী।—খামার বা নিজজমী।

আমার সুযোগ্য সহযোগী রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর তাঁহার মতভেদপ্রকাশকালে এরূপ দক্ষতা সহকারে এই বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাহাতে আমার আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কেবলমাত্র বলিব যে এবিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মত সম্পূর্ণরূপে এক।

পাণ্ডুলিপির ১৩ অধ্যায়।—ক্রোক ও খাজানা আদায়।

চারিদিক হইতে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে খাজানা আদায়ের পক্ষে এখন জমিদারদিগের যে উপায় আছে তাহা অপেক্ষা শীঘ্রকর ও অব্যর্থ উপায় হওয়া আবশ্যক এবং যে স্থলে প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া খাজানা দেওয়া বন্ধ করে সে স্থলে বর্ত্তমান আইন সম্পূর্ণরূপে অকার্য্যকর। স্যর জেমস কেয়ার্ডের ন্যায় প্রধান প্রামাণিক ব্যক্তিও যে সকল মহালে "খাজানা দিব না" বলিয়া চীৎকার একবার উঠে, তথায় জমীদারের বিভ্রাটের কথা স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের গত জানুয়ারী মাসের মন্তব্যলিপিতেও এরূপ বিভ্রাটের কথা স্বীকার করা হইয়াছে।

এই জন্য আমরা (জমিদারবর্গ) স্বভাবতঃই ভরসা করিয়াছিলাম যে এই উদ্দেশ্যে আমাদিগকে খাজানা আদায়ের পক্ষে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু আমরা এবিষয়ে অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি, এবং যদি এই পাণ্ডুলিপি এখন যে ভাবে আছে এই ভাবেই পাস হয়, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা আমাদের অবস্থা

খারাপ হইয়া পড়িবে। কারণ আমাদের আইনসঙ্গত খাজানা আদায়ের সরাসরি ও ব্যয়শূন্য উপায় বিধান না করিয়া ইহা দ্বারা কার্য্যতঃ যে ক্রোক একমাত্র নিশ্চিত, সুবিচারসঙ্গত ও ব্যয়শূন্য কার্য্যপ্রণালী আমাদের এখনও আছে, তাহা রহিত করা হইতেছে।

বর্ত্তমান আইনে বিধান আছে যে রায়তের খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার নিজের লোকের দ্বারা তাহাদের বাকী খাজানার বিবরণ লিখিয়া নোটিস জারী করিয়া শস্য ক্রোক করিতে পারেন। দেশের প্রান্তবর্ত্তী যে সকল স্থানের প্রজাবর্গের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ রাজ্যের অধীন নহে এবং এজন্য সহজেই ইংরাজদের দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিপত্য অতিক্রম করিতে পারে এবং পুর্ণিয়া জিলার অন্তর্গত কুশী দিয়াড়ার মত বিস্তীর্ণ যে সকল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রজারা অর্দ্ধ যাযাবর অবস্থায় থাকে এবং এক ফসলের অধিক কাল এক জায়গায় বাস করে না, তথায় এই এক মাত্র প্রণালী সম্ভবপর।

এরূপস্থলে এক দিনের বিলম্বে নিশ্চয় হানি হয়। যদি রায়তেরা খাজানা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে শস্য পাকিবামাত্র ক্রোক করিতে হইবে এবং খাজানা না দিয়া শস্য কাটিবার উপযুক্ত সময় তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু ফসল কাটিয়া ফেলিবা মাত্র তাহারা চিরদিনেরমত গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়।

যাহা হউক, এই পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব হইয়াছে ভবিষ্যতে ভূম্যধিকারীগণের প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা আবশ্যক এবং শস্য আদালতের সহায়তা ভিন্ন ক্রোক হইবে না। ইহাতে আদালতের কর্ম্মচারীর ক্রোক করণার্থ সেইস্থানে পঁহুছিবার পুর্ব্বে রায়তকে ফসল কাটিয়া লইয়া পলায়ন করিবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হইবে। এরূপ কার্য্যপ্রণালীতে যে জমীদারের উপর কেবল কোর্টফী ও অন্যান্য যে সকল আদালতের লোক নিয়োগ করিতেই হইবে, তাহার জন্য নূতন ও অতিরিক্ত খরচার ভার চাপান হইবে এরূপ নহে, ইহাতে আরও ফল এই হইবে যে এই যে সকল অর্দ্ধযাযাবর প্রজা শস্য কর্ত্তন হইবা মাত্র গ্রাম ত্যাগকরিয়াযায়, তাহাদের নিকট খাজানা আদায় করিবার জমীদারের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজু করাই তাঁহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় থাকিবে, কিন্তু যে রায়তের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে হইবে তিনি হয়ত সে কোথায় থাকে তাহাও জানেন না এবং যদি তাহার নামে ডিক্রী পাইতে সমর্থ হন সে ডিক্রী জারী করা প্রায় অসম্ভব হইবে।

আমার বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিবার কথা এই যে, অত্যন্ত আবশ্যক, বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে জমীদারের খাজানা আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে পাণ্ডুলিপির একটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, সিলেক্ট কমিটীর হাত দিয়া সেই পাণ্ডুলিপি এমন আকারে বাহির হইল যে ওরূপ করা দূরে থাকুক এখনও যে কষ্ট আছে তাহা বর্দ্ধিত করা হইয়াছে এবং এখন যে একটু উপায় আছে তাহাও লোপ করা হইতেছে ইহা আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হয়।

জমীদারেরাই তাহাদের অংশের গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়ী। তাহারা রায়তের নিকট ঐ রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে। তাহারা যে শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় করে এরূপ নহে। সংপ্রতি তাহাদিগকে রায়তদের নিকট হইতে রায়তের দেয় কোন কোন গবর্ণমেণ্টের কর আদায় করিতে হইতেছে, এবং যদি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিবার জন্য অবধারিত দিবসের সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহারা গবর্ণমেণ্টের পাওনা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা সরাসরি নীলামের দায়ী হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি হইতে বিচ্যুরিত হইবে। অথচ গবর্ণমেণ্টকে দিতে এক দিনের অন্যথা হইলে যাহার জন্য এত গুরুতর শাস্তি অবশ্য ভোগ করিতে হইবে রায়তদের নিকট হইতে তাহা নিশ্চয় রূপে পাইবার কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না।

এক্ষণে আইনের যে অবস্থা তাহার কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইতেছে; বর্ত্তমান আইনে দোষ আছে বলিয়া ভূস্বামী তাহার রায়তের নিকট হইতে আইনমত খাজানা আদায় করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহার নিজের কিছুমাত্র দোষ না থাকিলেও তাহার পিতৃপুরুষাগত সম্পত্তি বিক্রীত ও সে উহা হইতে বহিষ্কৃত হইতেপারে। অথচ আমি পূর্ব্বে দেখাইয়া দিয়াছি যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি আইনের সেই দোষ বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে।

যে আইনে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের অতি অল্প অংশমাত্র বাকী পড়ায় বড় বড় মহাল বিক্রীত হওয়ার বিধান করিতেছে সে আইনের আবশ্যকতা ও সুবিচার বিষয়ে আমার এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই, আমি কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দিতে ইচ্ছাকরি যে গবর্ণমেণ্ট যখন নিজের হস্তে সরাসরি বিক্রয়ের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন, তখন জমীদারকে রায়তের নিকট খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরি ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করায় জমীদারেরা গবর্ণমেণ্টের সুবিচারের অভাব হইয়াছে বলিয়া মনে করে।

নিজের মহাল অর্থাৎ খাসমহালের জন্য নিজের মত বিশেষ আইন রাখায়, গবর্ণমেণ্ট নিজেই খাজানা আদায় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের অকার্য্যকরতা স্বীকার করেন; আর যদি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এইরূপ নিয়মই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেইরূপ নিয়ম আমাদের পক্ষেও প্রয়োজন। আমার একান্ত ভরসা যে এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে বিশেষ মনোযোগের সহিত এবিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য, কারণ ইহাতে বেহারস্থ জমীদারবর্গের অধিকাংশেরই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা।

১৭শ অধ্যায়।—চুক্তির স্বাধীনতা।

জমীদার ও রায়তের মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা উঠাইয়া দিবার ও অধুনা বর্ত্তমান সমস্ত চুক্তি খণ্ডন করিয়া দিবার চেষ্টার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী, একথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। বর্ত্তমান চুক্তি যখন করা হয়, তখন গবর্ণমেণ্টের কথার ঠিক আছে বলিয়া চুক্তিকারীদের বিশ্বাস ছিল এবং গবর্ণমেণ্টও বিশেষরূপে এই সকল চুক্তি আইনসঙ্গত করিয়া এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি যে এই সকল চুক্তি হইতে যে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে বলা হয়, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ দেখান হয় নাই ; অথবা জমীদারেরা যে এইরূপ চুক্তির অসৎ ব্যবহারদ্বারা অসন্দিহান কৃষককুলের ক্ষতি করিয়াছেন তাহারও কোন প্রমাণ নাই। অতএব যতক্ষণ এরূপ অনিষ্ট যে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, এবিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ না দেওয়া হয়, ততক্ষণ পরস্পরের সম্মতি ক্রমে ও গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন অনুসারে বর্ত্তমান যে বন্দোবস্ত ন্যায্যরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, যেন তাহার এরূপ ভয়ানক ভাঙ্গাচুরা করা না হয়।

জমীদার ও রায়তের মধ্যে যত চুক্তি হইয়াছে তাহার সমস্তেই রায়তের ক্ষতি হইতেছে এই সিদ্ধান্তটী ধরিয়া লইয়াই প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপকমকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় ; কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপ অমাত্মক, কারণ অনেক স্থলে চুক্তি দ্বারা স্পষ্টরূপেই রায়তের সুবিধা হয়। রায়ত জমীদারের কথামত কাজ করায় অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়। এরূপ চুক্তিতে সম্ভবমত কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু তথাপি এগুলিও বন্ধ করা হইবে।

উপসংহার কালে এই সিলেক্ট কমিটীর মীমাংসায় আমার যে বিশেষ আপত্তি আছে, তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি ; কারণ আমার বিবেচনায় এরূপ গুরুতর বিষয়ে যাহাতে ন্যায্য সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায়, আমরা এরূপ উপযুক্ত উপকরণ পাই নাই।

যে সকল কারণের কথা বলা হইল, যাহার জন্য কেবল যে গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ভূম্যধিকারিদিগের স্বত্বের হানি করণরূপ উৎকট উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যক তাহা নহে, যাহার জন্য এমন এক অসম্পূর্ণ আইনের অবতারণা করা হইল যে গবর্ণমেণ্টের আইনের সভাসদ উক্ত উত্থাপিত করার সময় নিজেই স্বীকার করিলেন যে ইহাতে যে বর্ত্তমান কৃষক শ্রেণীর উপকারার্থ বিশেষ করিয়া এই আইন পাস করা হইবে তাহাদের লোপ হইবার এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন আইন দ্বারা রক্ষিত নহে এরূপ এক নূতন কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইবার ও আবার তৎকালীন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা উৎপাদিত অনিষ্ট সমূহের প্রতিবিধানার্থ আর এক বার সমস্ত দেশটাকে আন্দোলন ও কষ্টে নিমজ্জিত করিতে হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কারণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের নিকট পরিষ্কার প্রমাণ দেওয়া উচিত ছিল।

আমি নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিতে চাহি যে যদি ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ নির্ণয় ও তদ্বিষয়ের সুব্যবস্থা করণার্থ পাণ্ডুলিপি আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ঐ পাণ্ডুলিপি এরূপ ভাবে কল্পনা করিতে হইবে ও এরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে যে ভবিষ্যতে গোলযোগ উৎপন্ন না করিয়া চিরকালের মত এবিষয় মীমাংসা করিয়া দেয়।

আরও আমার মত এই যে অধিকাংশ বিষয়ে প্রমাণ গ্রহণ ব্যতিরেকে সিলেক্ট কমিটীতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে রীতিমত বিচার করা অসম্ভব হইয়াছিল। প্রমাণ না দেওয়ায় এবং স্থিতিরীতি বিষয়ক যথার্থ সংবাদ আমাদের নিকট না দেওয়ায়, ও ঐ সকল সংবাদের পরীক্ষা না হওয়ায়, আমাদের বাদানুবাদ সন্তোষজনক হয় নাই এবং যে মীমাংসায় উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহা উপযুক্ত প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল। দ্বারভঙ্গা।

সনন্দের অনুবাদ।

সুবা বেহারের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত আমিল, জায়গীরদার, ক্রোড়ী কার্য্যকারক ও নিজামগণ বিদিত হউন। সমস্ত লোক যাঁহার আজ্ঞাকারী সেই বাদশাহের আজ্ঞা ক্রমে উক্ত বেহার সুবার অন্তর্গত তুরুটের সরকারের ধরমপুর পরগনা ও তিরহুত সরকারের দেহাত পরগনা আনুষঙ্গিক ইনাম রসুম প্রভৃতি স্বত্বের সহিত রাজা মধু সিংহকে দৃঢ়তর করিয়া দেওয়া গেল। (রাজা মধু সিংহের জমীদারী উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি প্রাপ্ত হওয়ায়, তাহা ঐরূপ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল) নিজামতের কারপরদাজ ও কার্য্যকারকগণ ঐ রাজাকে তাঁহার রাজভক্তি যতদিন থাকে চিরস্থায়ী জমীদার স্বীকার করে, তাঁহাকে জমীদারী স্বত্বে বজায় রাখে তাঁহার সমস্ত তলবে টাকা আদায় করিয়া দেওয়া এবং যদি তিনি রাজভক্ত ও রায়তের হিতৈষী হন তবে ইহাঁর পরামর্শ লইয়া কার্য্য করে, ইহা আবশ্যক। আরও এই মহামান্য সনন্দের অনুগামী হইয়া তাহারা ইহার আজ্ঞানুসারে ঠিক ঠিক কার্য্য করিবে এবং বৎসরান্তর নবীকৃত সনন্দ দাখিল করার জন্য আহ্বান করিবে না।

অভিষেকের ৪১ বৎসরের ২৯ শাওয়াল।

ডি. ফিটজ্‌প্যাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,
Bengali Translator.

B 273—28-4-84—2,140

Numb. 2337 [২৩৩৭].

[REGISTERED No. 30.]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 13, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1989 A.

GENERAL.—*The 17th April* 1884.—Mr. W. O'Reilly, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880 in that district.

Baboo Bhobotosh Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880 in that district, *vice* Baboo Shitul Nath Bose.

Baboo Gobind Mohun Ghose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bhagulpore, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880 in that district, *vice* Mr. H. A D. Phillips.

The 19th April 1884.—Mr. R. M. Waller, Officiating Magistrate and Collector of Mymensingh, is allowed furlough for eight months, under section 50, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he availed himself of it.

The 21st April 1884.—Mr. F. E. Pillard, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sonthal Pergunnahs, is transferred to Rajmehal in that district, with effect from the date on which he joined his appointment.

The 22nd April 1884.—Baboo Nilkanto Sarkar, M.A., Lecturer in the Kishnaghur College, is appointed to act, until further orders, as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of the Furreedpore district.

The 24th April 1884.—Baboo Radhica Lal Shome, Temporary Sub-Deputy Collector, Backergunge, is allowed leave for thirty-five days, under sections 127-7 and 134, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

The 25th April 1884.—Baboo Gopal Chunder Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is transferred to Rajshahye, and is posted to the sudder station of that district.

Baboo Pran Kumar Dass, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Gya, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Baboo Monmotho Coomar Bose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is transferred to Gya, and is posted to the sudder station of that district, during the absence, on leave, of Baboo Pran Kumar Dass, or until further orders.

The 28th April 1884.—Mr. F. W. R. Cowley reported his departure from India, on furlough, on the 28th March 1884.

POLICE.—*The 21st March* 1884.—Mr. J. Lambert, C.I.E., Deputy Commissioner of Police, Calcutta, is allowed privilege leave for three months, with effect from the date on which he may avail himself of it.

The 24th April 1884.—Mr. C. S. Murray, Officiating Assistant Superintendent of Police, Rungpore, was on leave from the 29th July to the 5th August 1883, under section 134, chapter X of the Civil Leave Code.

The 28th April 1884.—Mr. C. Jennins reported his departure from India, on furlough on the 6th instant.

The 1st May 1884.—Mr. O. S. Stack, District Superintendent of Police, Midnapore, is appointed to act as Deputy Inspector-General of Police, during the absence, on leave, of Mr. E. B. Baker, or until further orders.

[*Government Gazette, 13th May* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

১২৮৯ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ১৭ আপ্রিল।—মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ, ও'রাইলী সাহেব উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শীতলনাথ বসুর পরিবর্ত্তে বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এচ, এ, ডি, ফিলিপ্‌স সাহেবের পরিবর্ত্তে ভাগলপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দমোহন ঘোষ উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ আপ্রিল।—ময়মনসিংহের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত আর, এস, ওয়ালর সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৫০ ধারা-মতে আট মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ আপ্রিল।—সাঁওতাল পরগনার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ, ই, পিকাড সাহেব উক্ত জিলার অন্তর্গত রাজমহালে স্বীয় কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি তথায় প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।—কৃষ্ণনগর কালেজের উপদেশক শ্রীযুক্ত বাবু নীলকান্ত সরকার, এম, এ, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া ফরীদপুর জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল।—বাখরগঞ্জের নিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকা-লাল সোম, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২১—৭ ও ১৩৪ ধারামতে পঁয়ত্রিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ আপ্রিল।—মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাজশাহীতে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

গয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকুমার দাস অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকুমার দাসের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাটনার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথকুমার বসু, গয়ায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।—শ্রীযুক্ত এফ, ডবলিউ, আর, কৌলী সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ্চ।—কলিকাতার পোলীসের ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুক্ত জে, লাম্বর্ট সাহেব, সি, আই, ই, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল।—রঙ্গপুরের পোলীসের একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সি, এস, মরে সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৪ ধারামতে ১৮৮৩ সালের ২৯ জুলাই অবধি ৫ আগস্ট পর্য্যন্ত ছুটী লইয়া ছিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।—শ্রীযুক্ত সি, জেনিন্স সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া এই মাসের ৬ তারিখে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—শ্রীযুক্ত ই, বি, বেকার সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেদিনীপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ও, এস, ষ্টাক সাহেব, পোলীসের ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনরলের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

ECCLESIASTICAL.—*The 26th April* 1884.—Mr. Arthur Jenson, a Missionary of the Baptist Mission at Comillah, in the district of Tipperah, is authorized, under clause 5, section 5, Act XV of 1872 to grant certificates of marriage between persons who are Native Christians.

REGISTRATION.—*The 25th April* 1884.—Baboo Mohesh Chunder Bose, Special Sub-Registrar of Burrisal, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Banamali Roy, Rural Sub-Registrar of Nalchiti, in the district of Backergunge, is appointed to act as Special Sub Registrar of Burrisal, during the absence, on leave, of Baboo Mohesh Chunder Bose, or until further orders.

The 26th April 1884.—Moulvie Mobaruck Ali, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Saran, is appointed to be *ex-officio* Special Sub-Registrar of Chuprah, in that district, during the absence, on leave, of Pundit Debi Prosad, or until further orders.

The 28th April 1884.—Baboo Pran Kissen Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pooree, is appointed to be also Sudder Sub-Registrar of Pooree, with effect from the 22nd October 1883.

Chowdhury Syed Uddin Ahmed is appointed to be Rural Sub-Registrar of Teghra (Phulwari), in the district of Monghyr, *vice* Moulvie Abdul Wahab, resigned.

EDUCATION.—*The 23rd April* 1884.—Mr C. B. Clarke, Officiating Inspector of Schools, Presidency Circle, is confirmed in that appointment.

MEDICAL.—*The 22nd April* 1884.—Assistant Surgeon Bepin Behary Gupta, in charge of the charitable dispensary at Doomraon, is allowed leave for ten days, under section 128 chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 20th February last.

The 24th April 1884.—Assistant Surgeon Rajmohun Banerjee, Second Demonstrator of Anatomy, Calcutta Medical College, is appointed to be Senior Demonstrator of Anatomy in that institution, *vice* Assistant Surgeon Gobind Chunder Chatterjee.

Assistant Surgeon Debendro Nath De is appointed to be Second Demonstrator of Anatomy in the Calcutta Medical College, *vice* Assistant Surgeon Rajmohun Banerjee.

The 26th April 1884.—Assistant Surgeon Debendro Nath Roy, Officiating Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Sealdah, is appointed to be Teacher of Chemistry and Medical Jurisprudence in that institution, *vice* Rai Kanye Lall Dey, Bahadoor, retired.

The 27th April 1884.—Baboo Umbica Churn Dutta, Second Munsif of Nelphamaree, is appointed to be a member of the Committee for the management of the Nelphamaree Dispensary, in the district of Rungpore.

The 2nd May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the charitable dispensary at Julpigoree:—

Baboo Nirmal Chunder Shingha, M.A., B.L. | Baboo Mohesh Chunder Chukerbutty.

ZOOLOGICAL GARDENS.—*The 28th April* 1884—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. F. Schiller of his appointment as member of the Committee for the management of the Zoological Gardens, Alipore.

MUNICIPAL.—*The 20th April* 1884.—Baboo Ram Chunder Mukerji, Government Pleader, is re-appointed to be a Commissioner of the Krishnaghur Municipality.

The 24th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Krishnaghur Municipality of Baboo Prosunna Coomar Bose, M.A., B.L., to be their Vice-Chairman.

Mr. T. Kenoy is appointed to be *ad-interim* Vice-Chairman of the Darjeeling Municipality.

Mr. F. Prestage is appointed to be a Commissioner of the Darjeeling Municipality.

[*Government Gazette*, 13th *May* 1884.]

ধর্ম্মকার্য্যসম্পর্কীয়।—১৮৮৪ সাল ২৬ আপ্রিল।—ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কমিল্লার বাপ্টিস্ট মিশনের মিশনরী শ্রীযুত আর্থর জেনসন সাহেব খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বি এদেশীয় ব্যক্তিদের বিবাহের সর্টিফিকট দিতে ১৮৭২ সালের ১৫ আইনের ৫ ধারার ৫ প্রকরণমতে ক্ষমতা পাইলেন।

রেজিস্টরীকরণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৫ আপ্রিল।—বরিশালের বিশেষ সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র বসু যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র বসুর ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নলছিটীর থানার সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত বাবু বনমালী রায় বরিশালের বিশেষ সব-রেজিষ্ট্রারের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।—শ্রীযুত পণ্ডিত দেবীপ্রসাদের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সারণের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী মবারক আলি স্বীয় পদোপলক্ষে উক্ত জিলার অন্তর্গত ছাপরার বিশেষ সব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।—পুরীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় ১৮৮৩ সালের ২২ অক্টোবর অবধি পুরীর সদর সব-রেজিষ্ট্রারের পদেও নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুত চৌধুরী সৈয়দ উদ্দীন আহমদ মুঙ্গের জিলার অন্তর্গত তেঘরার (ফুলবাড়ীর) থানার সব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৩ আপ্রিল।—প্রেসিডেন্সী চক্রের স্কুলসমূহের একটিং ইনিস্পেক্টর শ্রীযুত সি, বি, ক্লার্ক সাহেব সেই পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।—ডুমরাওনস্থ দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিস্টান্ট সর্জন শ্রীযুত বিপিনবেহারী গুপ্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ তারিখ অবধি ১০ দশ দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল।—আসিস্টান্ট সর্জন শ্রীযুত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে কলিকাতার মেডিকাল কালেজে ব্যবচ্ছেদন বিদ্যার দ্বিতীয় শিক্ষক আসিস্টান্ট সর্জন শ্রীযুত রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত কালেজে ব্যবচ্ছেদন বিদ্যার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

আসিস্টান্ট সর্জন শ্রীযুত রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে আসিস্টান্ট সর্জন শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ দে, কলিকাতার মেডিকাল কালেজে ব্যবচ্ছেদন বিদ্যার দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আপ্রিল।—শ্রীযুক্ত রায় কানাইলাল দে, বাহাদুর কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে শিয়ালদহস্থ ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুলে ঔষধ বিদ্যার একটিং শিক্ষক আসিস্টান্ট সর্জন শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ রায় উক্ত স্কুলে কিমীয় বিদ্যার ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা বিদ্যার শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ আপ্রিল।—নেলফামারীর দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু অম্বিকাচরণ দত্ত রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত নেলফামারীর ঔষধালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা জলপাইগুড়িস্থ দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু বিশ্বেশ্বরচন্দ্র সিংহ, এম, এ, ও বি, এল। | শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পশুপক্ষ্যাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যান বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।—শ্রীযুত এফ, শিলস সাহেব আলিপুরস্থ পশুপক্ষ্যাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যানের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

মুনিসিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ আপ্রিল।—গবর্ণমেণ্টের উকীল শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল।—কৃষ্ণনগর মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার বসু, এম, এ, ও বি, এলকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুত টি. কেনম সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে দার্জ্জিলিঙ মুনিসিপালিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এফ. প্রেস্টেজ সাহেব দার্জ্জিলিঙ মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Bhubooah Municipality, in the district of Shahabad:—

Baboo Kani Ram. | Baboo Purmanund.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Moheshpore Municipality, in the district of Jessore, of Moulvie Afsar Uddin Khan Chowdhry to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Gonesh Chunder Roy Chowdhry.
,, Modhusudan Roy Chowdhry.
Baboo Chundra Bhusan Mukerjea.
,, Kali Kishore Roy Chowdhry.

The Sub-Inspector of Police, in charge of the Moheshpore Police Station *(ex-officio.)*

The 25th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Kotrung Municipality, in the district of Hooghly, of Baboo Womesh Chandra Mittra to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Deoghur Municipality of Baboo Jagat Durlabh Bysack, Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The 26th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the municipality of Comillah:—

Baboo Rajkrishna Mukerjee, Special Sub-Registrar.
Baboo Girish Chandra Sen
Munshi Ali Ahmed.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Comillah Municipality of Mr. H. M. Weathrall to be their Vice-Chairman.

The 28th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Shahebgunge Municipality, in the district of the Sonthal Pergunnahs, of Baboo Hem Chundra Mookerjee to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Nattore Municipality, in the district of Rajshahye, of Moulvi Fuzlur Rahman Khan Chowdhury to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Nattore Municipality:—

Moulvi Russid Khan Chowdhury, Khan Bahadoor.
Baboo Beharee Lal Sanyal.
,, Kedar Nath Chowdhury.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Kandi Municipality, in the district of Moorshedabad:—

Baboo Mohendra Gopal Roy. | Baboo Khettra Mohun Mittra.

Baboo Basanta Lal Bajpayee is re-appointed to be a Commissioner of the above municipality.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Sherepore Municipality, in the district of Bogra, of Baboo Bhoirub Chunder Moitra to be their Vice-Chairman.

[*Government Gazette*, 13*th May* 1884.]

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভুবুয়া মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত কানাইরাম বাবু।	শ্রীযুত পরমানন্দ বাবু।

যশোহর জিলার অন্তর্গত মহেশপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত মৌলবী আকসর উদ্দীন খাঁ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু গণেশচন্দ্র রায় চৌধুরী।	শ্রীযুত বাবু চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়।
,, ,, মধুসূদন রায় চৌধুরী।	,, ,, কালীকিশোর রায় চৌধুরী।

মহেশপুর পোলীস থানার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত পোলীসের সব-ইনস্পেক্টর (স্বীয় পদোপলক্ষে।)

১৮৮৭ সাল ১৫ আপ্রিল।—হুগলী জিলার অন্তর্গত কোতরঙ্গ মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু উমেশচন্দ্র মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

দেওঘর মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগদ্দুর্লভ বসাককে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা কমিল্লা মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

বিশেষ সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।	শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র সেন।
	,, মুনশী আলি আহম্মদ।

কমিল্লা মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত এচ, এম, ওয়েদরঅল সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।—সাঁওতাল পরগণা জিলার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নাটোর মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত মৌলবী ফজলর রহমান খাঁ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নাটোর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত মৌলবী রসীদ খাঁ চৌধুরী, খাঁ বাহাদুর।	শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল সান্যাল।
	,, ,, কেদারনাথ চৌধুরী।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত কাঁদি মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রগোপাল রায়।	শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রমোহন মিত্র।

শ্রীযুত বাবু বসন্তলাল বাজপেয়ী উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

বগুড়া জিলার অন্তর্গত শেরপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র মৈত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

Baboo Ambica Churn Mukerjea is appointed to be a Commissioner of the Rajpore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Jagadishar Bhuttacharjee.	Baboo Saroda Prosad Mukerjea.

The Lieutenant-Governor approves the re election by the Commissioners of the above municipality of Baboo Nobin Chand Ghose to be their Vice-Chairman.

The 29th April 1884.—The following officers are appointed to be *ex-officio* members of the Committee for carrying out the provisions of Act IV (B C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879, in the town of Gurbetta, in the district of Midnapore :—

The Sub-Inspector of Police in charge of the Police Station.

The Civil Hospital Assistant in charge of the Gurbetta Dispensary.

The 30th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the municipality of Chattra, in the district of Hazareebagh :—

Munshi Goodial Sing.	Baboo Jai Narain Sarkar.
,, Mukbul Hossein.	,, Aghore Nath Chatterjee.
Baboo Poresh Chunder Datta.	,, Ramdial Ram Marwari.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Bhuddessur Municipality, in the district of Hooghly, of Baboo Rajkissen Banerjea to be their Vice Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Durbhunga Municipality :—

Baboo Brij Behary Prosad.	Baboo Mohamaya Pershad.
Mr. Harry Stuart, Examiner of Tirhoot State Railway Accounts.	Munshi Behari Lal

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Burdwan Municipality of Baboo Jagadbundhoo Mitra to be their Vice Chairman.

ROAD CESS —*The 24th April* 1884.—Mr. F. Prestage is appointed to be a member of the District Road Committee, Darjeeling.

The 2nd May 1884.—Baboo Saroda Prosad Sarkar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a Commissioner of the Jessore Municipality, *vice* Baboo Shyama Kumud Mukerjia.

The following notifications are re-published from the *Assam Gazette* :—

No. 5.—*The 24th April* 1884.—Mr. J. D. Anderson, Assistant Commissioner, made over charge of the South Sylhet sub-division to Baboo Ishan Chandra Patranavis, Extra Assistant Commissioner, and availed himself of privilege leave in the afternoon of the 3rd April 1884.

No. 7.—Mr. A. J. Primrose, Assistant Commissioner, reported his departure from India, on furlough, on the 6th April 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette* — May 1884.]

শ্রীযুত বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত রাজপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্য।	শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু নবীনচাঁদ ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা স্ব২ পদোপলক্ষে মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতানগরে ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের বিধান কার্য্যে পরিণত করণার্থ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

পোলীস থানার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত পোলীসের সব-ইনিস্পেক্টর।

গড়বেতা ঔষধালয়ের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত সিবিল হাস্পাতাল আসিষ্টাণ্ট।

১৮৮৪ সাল ১০ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হাজারীবাগ জিলার অন্তর্গত চাতরা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত মুনশী গুলদয়াল সিংহ।	শ্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ সরকার।
,, ,, মকবল হুসেন।	,, ,, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।
,, বাবু পরেশচন্দ্র দত্ত।	,, ,, রাম যাদরাম মাড়ওয়ারী।

হুগলী জিলার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দ্বারভঙ্গা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু ব্রজবিহারী প্রসাদ।	শ্রীযুত বাবু মহামায়া প্রসাদ।
ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের হিসাব পরীক্ষক শ্রীযুত হারি ষ্টুয়ার্ট সাহেব।	,, মুনশী বিহারী লাল।

বৰ্দ্ধমান মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু জগদ্বন্ধু মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।—শ্রীযুত এফ, প্রেস্টেজ সাহেব দার্জিলিঙ্গ জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—শ্রীযুত বাবু শ্যামাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ সরকার যশোহর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

৫ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল।—আসিষ্টাণ্ট কমিশনর শ্রীযুত জে, ডি, আণ্ডরসন সাহেব অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশনর শ্রীযুত বাবু ঈশানচন্দ্র পত্রনবিশের প্রতি দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া ১৮৮৪ সালের ৩ আপ্রিলের অপরাহ্নে অনুগ্রহের ছুটী গ্রহণ করিলেন।

৭ নম্বর।—আসিষ্টাণ্ট কমিশনর শ্রীযুত এ, জে, প্রিমরোস সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮৪ সালের ৬ আপ্রেলে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

ERRATUM.

The 24*th April* 1884.—In the third line of the bye-law published at page 250, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 30th January 1884, *for* "houses" *read* "hours."

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24*th April* 1884.—It is hereby notified for general information that the following gentlemen have been elected to be Commissioners of the Burdwan Municipality for the wards noted against their names :—

Baboo Gunga Narain Mittra, Medical Practitioner ...	For Ward A.
" Annoda Prosad Mookerjee, Medical Practitioner ...	For Ward B.
" Ram Lall Mookerjee, Pleader	For Ward C.
Munshi Abdool Gafoor	For Ward C.
Baboo Bani Madhub Ghose	For Ward D.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 27*th April* 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 234 of Act V (B.C.) of 1876, and on the recommendation of the Commissioners of the Bali Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor extends the provisions of sections 235 to 245, 247 to 256, 261 to 277, 283 to 288, and 294 of Part VII, Chapter II of the said Act to that municipality. The operation of section 256 will be limited to 50 feet on either side of the Grand Trunk road, wherever there is a bazar or a collection of houses, and to other parts of the municipality where there is a bazar.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 30*th April* 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of Act III (B.C.) of 1884 (The Bengal Municipal Act), the Lieutenant-Governor is pleased to direct that the said Act, III (B.C.) of 1884, shall come into force on the 1st August 1884.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 2*nd May* 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 78 of the Bengal Municipal Act, V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to sanction the levy by the Commissioners of the Bishenpore Municipality, in the district of Bankoora, under sections 78 and 134 of the Act, of a fee not exceeding Rs. 4 per annum on the registration, under section 133, of all carts kept or habitually used within the municipality, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the said municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 13*th May* 1884.]

অশুদ্ধশোধন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল।—১৮৮৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত উপবিধির দ্বিতীয় পংক্তিতে "বাড়ী" শব্দের পরিবর্ত্তে "ঘণ্টা" পাঠ করিতে হইবে।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত মহাশয়েরা আপনং নামের পার্শ্বলিখিত পল্লীতে বৰ্দ্ধমান মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে মনোনীত হইয়াছেন।

চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ মিত্র ... ... A. পল্লীতে।
" " " অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ... ... B. পল্লীতে।
উকীল " " রামলাল মুখোপাধ্যায় ... ... } C. পল্লীতে।
শ্রীযুত মুনশী আবদুল গফুর ... ... }
" বাবু বেণীমাধব ঘোষ ... ... D. পল্লীতে।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ আপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৭৪ ধারা মতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া ও বালি মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে তিনি উক্ত আইনের ২ অধ্যায়ের ৭ পরিচ্ছেদের ২০৫ অবধি ২৪৫ পর্য্যন্ত ও ২৪৭ অবধি ২৫৬ পর্য্যন্ত ও ২৬১ অবধি ২৭৭ পর্য্যন্ত ও ২৮৩ অবধি ২৮৮ পর্য্যন্ত এবং ২৯৫ ধারার বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিলেন। বাজার বা অনেকগুলি ঘর একত্র থাকিলে উত্তর-পশ্চিম দেশে যাইবার পথের প্রত্যেক পার্শ্বে ৫০ ফুট পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে এবং মুনিসিপালিটীর অন্যান্য যে স্থানে বাজার থাকে তথায় ২৫৬ ধারা কার্য্যকর হইবে।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গীয় মুনিসিপল আইন নামক ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি এই আজ্ঞা করিলেন যে, ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় উক্ত ৩ আইন ১৮৮৪ সালের ১ আগষ্ট অবধি প্রবল হইবে।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের মুনিসিপল বিষয়ক ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি, উক্ত মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে সকল গরুরগাড়ী রাখা যায় ও নিয়ত ব্যবহার হয় উক্ত আইনের ১৩৩ ধারামতে তাহা রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত উক্ত কমিশনরদের দ্বারা উক্ত আইনের ৭৮ ও ১৩৪ ধারামতে বৎসর ৪৲ টাকার অনধিক ফী আদায় করিবার অনুমতি দিতে কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

NOTIFICATION.

The 2nd May 1884.—The declaration published at page 1293, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 19th December last, authorizing the acquisition of a plot of land by the Dinagepore Municipality for burying night-soil, is hereby cancelled.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 20th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Chittagong Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a municipal road in the villages of Thamakumandi, Madarbari, and Shujakatgar, in the town of Chittagong, it is hereby declared that for the above purpose four pieces of land, measuring in all, more or less, 2 bigahs 13 cottahs 11½ dhoors of standard measurement, are required

The four plots of land are bounded as follows:—

Plot (a).—On the north and south by the paddy-fields of mouzah Thamakumandi; on the east by the Henderson's Folly road; and on the west by the Thamakumandi road.

Plot (b).—On the north by the Strand road; on the south by the Karnafuli river; on the east by the godown belonging to Mr. Determes; and on the west by the garden belonging to Nityananda Rai.

Plot (c).—On the north by the municipal land and noabad; on the south by the lands of Dag No. 49.3; on the east by the river Karnafuli; and on the west by the municipal road and lands of dag No. 499 k.

Plot (d).—On the north by the Strand road; on the south by the river Karnafuli; on the east by Mr. Determes' godown; and on the west by the godown of Shariatulla.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal

DECLARATION

The 30th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a pucca drain along the new Chowk road in the city of Patna, pergunnah Azimabad, in the district of Patna, it is hereby declared that for the above purpose six plots of land, measuring, more or less, 2 cottahs of local measurement, are required.

The boundaries of the plots are as follows:—

Plot No. 1.

On the North.—A lane;
On the South.—Plot No. 2,
On the East.—The house of Mallicjee Moharaj, and
On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 2.

On the North.—Plot No. 1;
On the South.—A lane;
On the East.—The house of Mokoond Lal and Gocool Chand; and
On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 3.

On the North.—A lane;
On the South.—Plot No. 4;
On the East.—The waste land of Gocool Chand; and
On the West.—The new Chowk road.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—সিঙ্গা পুতিগার জন্যে দিনাজপুর মুনিসিপালিটী কর্ত্তৃক এক খণ্ড ভূমি গ্রহণের আদেশসূচক যে বিজ্ঞাপন গত ১৫ ডিসেম্বরের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১২০৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যায় তাহা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২০ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ চট্টগ্রাম নগরের অন্তর্গত থমকুমণ্ডি খাদারবাড়ী ও শুল্কাকাটগড় গ্রামে মুনিসিপল পথ করিবার জন্য চট্টগ্রাম মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ২।।৩ কাঠা ১১।। ধুর পরিমিত চারি খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত চারি খণ্ড ভূমির সীমা এই২,—

A খণ্ড।—উত্তর ও দক্ষিণ সীমা থমকুমণ্ডি মৌজার ধান্যের ক্ষেত, পূর্ব্ব সীমা হেওরসনের ফলি পথ এবং পশ্চিম সীমা থমকুমণ্ডি পথ।

B খণ্ড।—উত্তর সীমা নদীর ধারের পথ, দক্ষিণ সীমা কর্ণফুলি নদী, পূর্ব্ব সীমা ডিটরমেস সাহেবের গুদাম, এবং পশ্চিম সীমা নিত্যানন্দ রায়ের বাগান।

C খণ্ড।—উত্তর সীমা মুনিসিপল জমি ও নয়াবাদ, দক্ষিণ সীমা ৪৯৯১ নং দাগের জমি, পূর্ব্ব সীমা কর্ণফুলি নদী, ও পশ্চিম সীমা মুনিসিপল পথ ও ৪৯৯৪ নং দাগের জমি।

D খণ্ড।—উত্তর সীমা নদীর ধারের পথ, দক্ষিণ সীমা কর্ণফুলি নদী, পূর্ব্ব সীমা ডিটরমেস সাহেবের গুদাম ও পশ্চিম সীমা শরিয়তুল্লাব গুদাম।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগনার পাটনা শহরে নূতন চকের পথের ধারে পাকা নর্দ্দমা করিবার জন্যে পাটনা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে স্থানীয় মাপের ন্যূনাধিক /২ কাঠা পরিমিত ছয় খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত প্রত্যেক খণ্ডের সীমা এই২,—

১ নং খণ্ড।

উত্তর সীমা।—এক গলিপথ।
দক্ষিণ সীমা।—২নং খণ্ড।
পূর্ব্ব সীমা।—মালাইজী মহারাজের বাড়ী, এবং
পশ্চিম সীমা।—নূতন চকের পথ।

২ নং খণ্ড।

উত্তর সীমা।—১নং খণ্ড।
দক্ষিণ সীমা।—এক গলি পথ।
পূর্ব্ব সীমা।—মুকুন্দলালের ও গোকুলচাঁদের বাড়ী। এবং
পশ্চিম সীমা।—নূতন চকের পথ।

৩ নং খণ্ড।

উত্তর সীমা।—একগলি পথ।
দক্ষিণ সীমা।—৪নং খণ্ড।
পূর্ব্ব সীমা।—গোকুলচাঁদের পতিত জমি। এবং
পশ্চিম সীমা।—নূতন চকের পথ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

Plot No. 4.

On the North.—Plot No. 3;
On the South.—Plot No. 5;
On the East.—The houses of Luchoo Baboo, Bulakee Lal Must, Jankey, Nathuee, and Rampersad; and
On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 5.

On the North.—Plot No. 4;
On the South.—A bye-lane;
On the East.—The waste land of Munnee; and
On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 6.

On the North.—A bye-lane;
On the South.— Ditto;
On the East.—The house of Rahmutoolah; and
On the West.—The new Chowk road.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land required is filed in the office of the Commissioners for public inspection.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated the 3rd May 1884.

From—Bombay.	To—Calcutta.
From—General Secretary.	To—Secretary.

RESIDENT, Aden, telegraphs. Telegram begins:—A telegram to the following effect has been received from the British Consul-General, Cairo, on account of plague near Baghdad.—Quarantine of observation in Egypt for 24 hours on all arrivals from Bussorah, with prohibition to embark in Egypt personal effects, manufactures, rugs, and carpets. Disinfection obligatory for all susceptible merchandise. Telegram ends. Resident further telegraphs:—B quarantine rules will be enforced against Persian Gulf, pending sanction.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated 7th May 1884.

To—Calcutta.	From—Bombay.
To—Bengal.	From—General Secretary.

My telegram, 3rd May. Government of India have sanctioned enforcement of B quarantine rules at Aden against vessels from Persian Gulf. Letter follows.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated 7th May 1884.

To—Calcutta.	From—Bombay.
To—Bengal.	From—General Secretary.

RESIDENT, Aden, telegraphs. Message begins:—A telegram to the following effect ha been received from British Consul-General at Cairo. Telegram begins:—Singapore, Point

[*Government Gazette, 13th May* 1884.]

৪ নং খণ্ড।

উত্তর সীমা —৩নং খণ্ড ।
দক্ষিণ সীমা । —৫নং খণ্ড ।
পূর্ব্ব সীমা ।—লচু বাবু, বলাকি লাল মণ্ড, জানকী, নাথনী ও রামপ্রসাদের বাড়ী । এবং
পশ্চিম সীমা ।—নূতন চকের পথ ।

৫ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা ।—৪নং খণ্ড ।
দক্ষিণ সীমা ।—এক উপগলি পথ ।
পূর্ব্ব সীমা ।—মন্দির পণ্ডিত জমি । এবং
পশ্চিম সীমা ।—নূতন চকের পথ ।

৬ নং খণ্ড।

উত্তর সীমা ।—এক উপগলি পথ ।
দক্ষিণ সীমা । — ঐ ঐ
পূর্ব্ব সীমা ।—রহমতুল্লার বাড়ী । এবং
পশ্চিম সীমা ।—নূতন চকের পথ ।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

প্রয়োজনীয় ভূমির নক্সা সাধারণের দেখিবার জন্যে কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে ।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী ।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায় ।

বোম্বাইর,
সাধারণ সেক্রেটরী সাহেবের টেলিগ্রাম ।

১৮৮৪ সাল ৩ মে ।

এদনের রেসিডেণ্ট সাহেব তারযোগে এইরূপ খবর দিয়াছেন ।—"বোগদাদের নিকট প্লেগ হওয়ায়, কাইরোস্থ ব্রিটিষ কন্সাল জেনরল সাহেবের স্থানে নিম্নলিখিত মর্ম্মের টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে ।—বসোরা হইতে যে সকল জাহাজ আইসে, মিসরে সেই সকল জাহাজের উপর ২৪ ঘণ্টার নজরবন্দী কারান্টাইন স্থাপিত হইয়াছে, এবং মিসরে সঙ্গের জিনিষ, শিল্প দ্রব্যাদি, রগ ও গালিচা প্রভৃতি উঠাইতে নিষেধ করা হইয়াছে । রোগসঞ্চারক্ষম সকল বাণিজ্য দ্রব্যের রোগসঞ্চারশক্তি নিবারণ করিতে হইবে ।" রেসিডেণ্ট সাহেব আরো টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে অনুমতির অপেক্ষায় পারস্য উপসাগর হইতে আগত জাহাজের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত কারান্টাইন বিধি প্রবল করা যাইবে ।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী ।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায় ।

বোম্বাইর,
সাধারণ সেক্রেটরী সাহেবের টেলিগ্রাম ।

১৮৮৪ সাল ৭ মে ।

আমার ৩ মে তারিখের টেলিগ্রাম দেখ । পারস্য উপসাগর হইতে যে সকল জাহাজ আইসে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এদনে সেই সকল জাহাজের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত কারান্টাইন বিধি প্রবল করিবার অনুমতি দিয়াছেন ।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী ।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায়,

বোম্বাইর,
সাধারণ সেক্রেটরী সাহেবের টেলিগ্রাম ।

১৮৮৪ সাল ৭ মে ।

এদনের রেসিডেণ্ট সাহেব তারযোগে এই খবর দিয়াছেন ।—"কাইরোস্থ ব্রিটিষ কন্সাল জেনরল সাহেবের স্থানে পশ্চাল্লিখিত মর্ম্মের টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে । "এদনে যেরূপ ব্যবস্থা করা

Galle, Colombo, and Persia in quarantine here till they take measures as at Aden. Saigon declared in quarantine as infected. Telegram ends. B rules will be enforced against the ports named. Message ends.

A. P. MacDonnell,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1990 A.

The 22nd April 1884.—Baboo Nilkanto Sarkar Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Furreedpore, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 25th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Moulvie Naziruddin Mohamed of his appointment of Honorary Magistrate of the Hooghly Municipal Bench.

The 30th April 1884.—Moulvie Syed Mahomed Israil, Deputy Magistrate, Kooshtea, is vested with the power to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

Grant of Leave to Munsifs.—*The 2nd May* 1884.—Baboo Suresh Chundra Ghose, Munsif of Meherpore, in the district of Nuddea, is allowed leave for one month, under section 73, rule 1, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

The 3rd May 1884.—Baboo Srigopal Chatterjee, Munsif of Jhenidah, in the district of Jessore, is allowed leave for two months, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

F. B. Peacock,
Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 6th May 1884.

No. 193.—Mr. R. S. J. Routh, Assistant Engineer, first grade, Tirhoot State Railway, passed the Lower Standard Examination in Hindustani on the 3rd March 1884.

No. 194.—Mr. J. C. Wyatt, Assistant Engineer, first grade, Dacca and Mymensingh State Railway, reported his return, on the forenoon of the 23rd ultimo, from the privilege leave granted him in notification No. 152 of the 31st March 1884.

No. 195.—*Promotion.*—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions in the Engineer Establishment of the Public Works Department :—

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. M. J. J. P. Norman.	Executive Engineer, fourth grade.	Executive Engineer, third grade.	24th April 1884	*Sub. pro tem.*
Mr. A. E. Behrmann...	Assistant Engineer, first grade.	Executive Engineer, fourth grade.	24th ditto ...	Temporary.

[*Government Gazette,* 13*th May* 1884.]

হইয়াছে, যাবৎ সিঙ্গাপুরে, পাইন্ট ডি গলে, কলম্বোতে ও পারস্য দেশে তদ্রূপ ব্যবস্থা করা না যায়, তাবৎ ঐ সকল স্থানের বিরুদ্ধে এখানে কারান্টাইন ধার্য্য হউক। রোগাক্রান্ত বন্দরা দেশের সম্বন্ধেও কারান্টাইন নির্দ্দেশ করা গেল' যেহ বন্দরের উল্লেখ হইল, তাহাদের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত নিয়ম প্রবল করা যাইবে।"

এ, পি, মাকডনেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

১১১০ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১১ আপ্রিল।—ফরীদপুরের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নীলকান্ত সরকার তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ আপ্রিল।—শ্রীযুত মৌলবী নাজিরুদ্দীন মহম্মদ হুগলীর মুনিসিপাল বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল।—কুষ্টীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ ইব্রাহিম ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৬০ ধারার লিখিত অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮৪ সাল ১ মে।—নদীয়া জিলার অন্তর্গত মেহেরপুরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু সুরেশচন্দ্র ঘোষ অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩ মে।—যশোহর জিলার অন্তর্গত ঝিনিদহের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়, অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারার ১ প্রকরণমতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।

১১৩ নম্বর।—ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত আর, এস, জে, রুথ, সাহেব ১৮৮৪ সালের ৩ মার্চ্চে নিম্নতর কষ্টিনতে হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১১৪ নম্বর।—ঢাকা ও ময়মনসিংহ ষ্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে, সি, ওয়াইয়েট সাহেব ১৮৮৪ সালের ৩১ মার্চ্চের ১৫২নং বিজ্ঞাপনমতে যে অনুগ্রহের ছুটী পান তাহা হইতে গত মাসের ২৩ তারিখের পূর্ব্বাহ্ণে স্বীয় প্রত্যাগমনের রিপোর্ট করেন।

১১৫ নম্বর।—পদবৃদ্ধির কথা।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের ইঞ্জিনিয়র সিরিশ্‌তায় নিম্নলিখিত পদবৃদ্ধি করিলেন।

নাম।	যে পদ হইতে।	যে পদে।	তারিখ।	পদ বৃদ্ধির ভাব।
শ্রীযুত এম, জে, জে, পি, বর্ম্মান সাহেব	চতুর্থ শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের	তৃতীয় শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের	১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল	চিরকালীন স্থায়ী।
শ্রীযুত এ, ই, বেহর্ম্মন্ সাহেব	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের	চতুর্থ শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের	১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল	চিরকালীন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

No. 196.—*Leave.*—Mr. H. O. Walling, Assistant Engineer, second grade, Chittagong Division, is granted three months' leave to study the native language, under chapter II, para. 27 of the Public Works Code, with effect from the 15th instant, or from such subsequent date as he may avail himself of the same.

No. 197.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that extra land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the head cut, section II of the Sarun Canal scheme, in the villages of Tewari Matihania and Sapya, pergunnah Kuari, district Sarun, it is hereby declared that for the above purpose additional strips of land, varying from 45 to 105 feet in width, and situated between the fifth and sixth miles of the said cut, and measuring, more or less, 43 bigahs 6 cottah and 13 dhoors of the standard measurement, are required within the aforesaid villages.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 198.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that extra land is required to be taken up by Government at the public expense, viz. for construction of embankments for the newly constructed Dhanai sluice, at the village of Dewapur, pergunnah Dhungsi, district Sarun, it it hereby declared that for the above purpose two strips of land measuring, more or less, 1 bigah 13 cottahs and 5 dhoors of the standard measurement, are required within the aforesaid village.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

CIVIL BUILDINGS.

The 6th May 1884.

No. 199.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the site of the Small Cause Court building at Munshigunge, in the village of Munshigunge, thana Munshigunge, zillah Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 bigahs 18 cottahs 8 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the site of the double Munsif's Court and a tank, on the east and south by the khal, and on the west by the Keedu Sing's garden, is required within the aforesaid village of Munshigunge.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 202.—*Posting.*—With reference to Government of India, Public Works Department, notification No. 104 of the 2nd instant, Mr. F. K. Cunliffe, Storekeeper, class III of the Superior Revenue Establishment of State Railways, is posted to the Tirhoot State Railway

G. F. E. S. NEILL, *Major*, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. D.

১৯৬ নম্বর।—ছুটী।—চট্টগ্রাম খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এচ, ও, ওয়ালিং সাহেব এদেশীয় ভাষাভ্যাস করণার্থে এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি পবলিক ওর্কস বিধিপুস্তকের ২ অধ্যায়ের ২৭ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৯৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত কুয়ারি পরগনার তেওয়ারী মাটিহানিয়া ও সপায়া গ্রামে সারণ খাল প্রণালীর দ্বিতীয় ভাগের প্রধান নালার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ঐ২ গ্রামে উক্ত নালার পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাইলের মধ্যস্থিত ৪৫ অবধি ১০৫ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ৪৩।১ কাঠা ১৩ ধুর পরিমিত আর কএক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৯৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত মকসি পরগনার দেবপুর গ্রামে নূতন প্রস্তুত ধনাই জল কপাটের বাঁধ প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ১।।৩ কাঠা ৫ ধুর পরিমিত দুইখণ্ড ভূমি প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

সিবিল অট্টালিকা বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।

১৯৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুনশীগঞ্জ থানার মুনশীগঞ্জ গ্রামে মুনশীগঞ্জের ছোট আদালতের বাড়ী করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল, পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত উক্ত মুনশীগঞ্জ গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ২৮৩।। ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্তভূমির উত্তর সীমা ছুট মুনসেফের আদালত ঘর ও পুষ্করিণী, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা খাল, এবং পশ্চিম সীমা কাদু সিংহের বাগান।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২০২ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের এই মাসের ২ তারিখের ১০৪ নম্বর বিজ্ঞাপন উপলক্ষে ষ্টেট রেলওয়ে সমূহের সুপিরিয়র রেবিনিউ ষ্টাবলিশমেণ্টের তৃতীয় শ্রেণীর ষ্টোর কীপর শ্রীযুত এফ, কে, কর্নলিফ সাহেব ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়েতে অবস্থাপিত হইলেন।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর, এস, এন, সি।
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

পঞ্চম খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন উক্ত মান্যবর সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৭ মার্চ্চ তারিখে অনুমোদন করায়, তাহা ১৮৮৪ সালের ১১ আপ্রেল তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮৪ সালের ২ আইন।

কলিকাতার ট্রামওয়ে বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন সংশোধনার্থ আইন।

হেতুবাদ।

১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপল আইনসংগ্রহ নামক আইনের নির্দ্দিষ্ট নগরের স্থানসীমার মধ্যে কলিকাতার যেই অংশ নাই, তন্মধ্যে ট্রামওয়ে প্রস্তুত করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া ও তাহার কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা করা এবং তাহার সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষতা, তত্ত্বাবধান ও কর্ত্তৃত্বের উপযুক্ত বিধান করা বাঞ্ছনীয়; এবং পূর্ব্বোক্ত ঐ কার্য্যের নিমিত্ত কলিকাতার ট্রামওয়ে বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন সংশোধন করা আবশ্যক। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।—

আইনের অর্থকরণ ও আরম্ভের কথা।

১ ধারা। এই আইন "কলিকাতার ট্রামওয়ে বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের" সহিত পঠিত ও তাহার অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে।

আর এই আইন যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সহিত কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়, সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে।

"কলিকাতা" শব্দের অর্থ।

২ ধারা। "কলিকাতা" শব্দে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানী হাইকোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিকারের স্থানীয় সীমান্তর্গত সমুদয় স্থান বুঝাইবে; কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মধ্যে যে স্থান ধরা গিয়াছে তাহা বুঝাইবে না।

নগরের স্থানসীমার বাহিরে ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা গেলে, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন হইবার কথা।

৩ ধারা। কলিকাতার মধ্যে যে সকল ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা গিয়াছে, কিন্তু যাহা ১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপল আইনসংগ্রহ নামক আইনের নির্দ্দিষ্ট নগরের স্থানসীমার বাহিরে অবস্থিত, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষতা, ব্যবস্থা ও কর্ত্তৃত্বের অধীন থাকিবে; এবং ১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপল আইনসংগ্রহ নামক আইনের নির্দ্দিষ্ট নগরের স্থানসীমার মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে উক্ত ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা গেলে, কলিকাতার ট্রামওয়ে বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের বিধানমতে সমবায়িত

সমাজ যে সকল স্বত্ব, ক্ষমতা, কর্ত্তব্য ও শক্তিক্রমে কার্য্য করিতেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে সেই সকল স্বত্ব, ক্ষমতা, কর্ত্তব্য ও শক্তিক্রমে কার্য্য করিবেন।

নগরের সীমার বহিঃস্থ ট্রামওয়ে সম্বন্ধে সমবায়িত সমাজের কর্ত্তৃত্ব না থাকিবার কথা।

৪ ধারা। ১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপল আইনসংগ্রহ নামক আইনের নির্দ্দিষ্ট নগরের সীমার বাহিরে যে কোন ট্রামওয়ে বা ট্রামওয়ের যে কোন অংশ প্রস্তুত করা যায়, তৎসম্বন্ধে সমবায়িত সমাজকে কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব, ক্ষমতা বা শক্তি দেওয়া যাহাতে হয়, এরূপ ভাবে এই আইনের কোন কথার অর্থ করিতে হইবে না।

যে সকল ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা গিয়াছে তৎসম্বন্ধে আইনের ভূতকাল পক্ষে ফল হইবার কথা।

৫ ধারা। উক্ত কলিকাতার ট্রামওয়ে বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের ৪ ধারামতে যে কোন নোটিস প্রকাশ করা আবশ্যক তাহা প্রকাশ করিতে কোন ত্রুটি বা অনিয়ম হইলেও, এই আইন প্রবল হইবার পূর্ব্বে যে কোন ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা গিয়া থাকে, সেই ট্রামওয়ে সম্বন্ধে এই আইনের ও কলিকাতার ট্রামওয়ে বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের বিধান খাটিবে।

সি, এচ, ব্রাইলী,
ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিস্টাণ্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 13, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্তিহার প্রভৃতি।

রাগী বা মাড়ুয়া ও চীনা।			কথেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ।			লবণ। (৪০ সেরের মণের থোকে বিক্রয়ের দর)			জিলা।
টাকায় যত পাওয়া যায়।																		
এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	
																		পূর্ব্বদিকস্থ জিলা।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	মণ	মণ	মণ	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	...	...	...	...	..	৷৮	৷৭	৷৪॥	২৷০	২৷০	২৲	৷২॥	৷১॥	২৷	৩৵০	৩৵০	৩৶০	ঢাকা।
...	...	...	...	...	...	৷৭	৷৭	৷৬	৩৲	৩৲	৩৲	৷২	৷২	৷২	৩৵০	৩৶০	...	ফরিদপুর।
...	...	...	...	...	...	৷৭	৷৭	৷৮	৩৲	৩৲	৩৲	৷৩	৷৩	৷৩	২৷৶০	২৷৶০	২৷৶০	বাখরগঞ্জ।
...	...	...	...	...	...	৷২॥	৷৩॥	৷৬	...	...	...	৷১॥	৷২৶	৷২	৩৵০	৩৵০	৩৷৴০	ময়মনসিংহ।
...	...	...	...	...	...	৷২	৷৩	৷৬	...	...	..	৷০	৷০	৴৯	৪৲	৪৲	৪৲	চট্টগ্রাম।
.	...	...	...	...	...	৷২	৷২	৷৩	...	..	..	৷০	৷০	৷০	৩৷৵০	৩৷৵০	৩৷৵০	নওয়াখালী।
..	...	..	...	...	...	৷৪॥	৷৪৶	৷৩৷	..	...	...	৷২৷	৷২৷	৷২৷	৩৶০	৩৶০	৩৶	ত্রিপুরা।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	৮৲	৮৲	৮৲	৴৮	৴৮	৴৮	৪॥০	৪॥০	...	চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ।
...	...	...	...	...	...	৷৪	৷৪	৷২	...	...	...	৷১	৷১	৷১	৩৷০	৩৷০	৩৷০	ত্রিপুরা পর্ব্বত।
																		বেহার।
...	...	...	॥৫	॥৫	৮২	॥৮॥	৷৪॥	॥৯॥	২৷০	২৷০	৩৷০	॥০॥	৷০	৷০॥	২৸৵	২৮৵০	৩৲	পাটনা।
...	...	...	...	...	...	॥০৷	॥১॥	॥৩	৪॥০	৪॥০	৪॥০	৷১	৷১	৷২	৩৷০	৩৷০	৩৷০	গয়া।
...	...	...	॥৫	॥৫	-	॥৪	॥৪	॥৮-॥৯	৩৲	৩৲	৩॥০	৷২	৷২	৷২॥	৩৴০	৩৴০	৩৴০	শাহাবাদ।
..	॥২॥	৮৫	...	॥০৸৶	১৲	॥১৮৶	॥০	॥৪	৪৷০	৪॥০	৪৲	৷১৲	৷২৵	৷১	৩০	৩৻৯	৩॥৶	দারভাঙ্গা।
...	..	...	৷৮	॥০	৸৮	৷৯	॥০	॥৩	৩॥০	৩॥০	৩॥০	৷২	৷২	৷২	৩৷০	৩৶৬	৩৷০	মজফ্ফরপুর।
॥৩	॥৪	৮২	॥১৷	॥৩৷	৸৩	॥০	॥০	॥৮	৪৲	৪৲	৪৲	৷১	৷১	৷১	৩৷৴০	৩৷৴০	৩৷৵০	সারণ।
..	...	..	॥১	॥২	১৲১	॥০	॥০	॥৬	..	...	..	৷১॥	৷১॥	৷১॥	৩৷৵০	৩৷৶	৩৵৬	চাম্পারণ।
...	...	...	॥২৷৶	॥৩৲	৷১॥	॥৭৸৶	॥৪৸৵	॥৭৸৵	৩৲৬	৩৲২	৩৲৬	৷২৷	৷২॥৴	৷১৸৴	৩৵৬	২৸৶১০	৩৶৪	মুঙ্গের।
...	..	...	॥০৶	॥০৶	৸২৸৴	॥০৸৴	॥০৶	॥৫৷	৪৲৪	৩৸১॥	৩৲৬-॥	৷২॥০	৷২॥৵	৷২॥৵	৩৲	৩৲	৩৲৬	ভাগলপুর।

ব। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইং।—আড়ঙ্গাবাদে ৷১৮ সের, নবদহে ৷০ সের।
ভ। ঐ ঐ।—বক্সারে ৷১॥ সের ও ভবুয়ায় ৷১ সের।
ম। ঐ ঐ।—মধুবনীতে ৷১ সের ও তাজপুরে ৷১ সের।
য। হাজীপুর মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ৷২ সের।
য১। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইং।—সিউয়ানে ৷১ সের ও গোপালগঞ্জে ৷২ সের।
য২। মফঃস্বলে লবণের খুজরা দর টাকায় ৷০ সের অবধি ৷২ সের পর্য্যন্ত।
য৩। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইং।—বেগুসরায়ে ৷১ সের ও জমুইয়ে ৷১৷ সের।
য৪। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইং।—বাঁকায় ৷২ সের, মদ্ধেপুরায় ৷০ সের ও সুপোলে ৷১ সের।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

৮০ তোলার সেরের হিসাবে

নম্বর	জিলা।	গম।			যব।			ভাল চাউল।			সামান্য চাউল			কলু ও বাজরা।			চোলম ও জোয়ার।		
		এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ
	বেহার।																		
		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা
৩৫	পূর্ণিয়া ..	য৫ ।৬	।৮	।৮	...	...	...	।৩	।৩	।৬	।৪	।৪	।৭	...	...	...	...	...	...
৩৬	মালদহ ..	।।০	।।২	।৮	.	...	...	।১।।	।১	।৪	।৪	'৪	।৭	...	...	...	...	...	...
৩৭	সাঁওতাল পরগণা।	য৬ ।৬	।৬	।৪	..	...	...	।৩	।২	।৬	।৬	।৬	।।২	...	...	...	...	...	...
	উড়িষ্যা।																		
৩৮	কটক	।৯।।৶	।৯।।৩	।৫৸	...	...	...	।৩৶	।৩৵	।৫৸	*।৯।।৶	।৯।।৶	।।৬।০	...	..	...	...	...	...
৩৯	পুরী ...	।৩৶	।৪।৶	।৩৵	..	...	...	।৫৸	।৫৸	।।৬।	।।১।।০	।।৩।।৵	৸২।'	...	...	..	..	...	...
৪০	বালেশ্বর ...	য৭ ৮	।৮	।৪	।১	।১	...	।৬	।৮	।৬	।।১	।।১	৸২	...	..	.	...	...	...
	ছোট নাগপুর। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্টী।																		
৪১	হাজারীবাগ...	য৮ ।৪	।৪	।৮	।৫	।৬	।।০	।০	।০	।০	।৪	।৪	।৭	...	...	...	...	...	...
৪২	লোহারডগা ...	।৬	।৬	।৭	।।০	।।০	।।৪	।৪	।৪	।।০	।৮	।৮	।।৪	...	...	...	...	...	...
৪৩	সিংহভুম ...	।৮	।৮	।।৪	।।৪	।।৪	৸২	।।০	।।০	৸২	।।৪	।।৪	৸৬	...	...	...	...	...	...
৪৪	মানভূম ...	য৯ ।৪।।	।৪	।৫	।।৪	।।৬	।।৮	।৬	।৬	।৮	।।৩।।	।।১	।।৭	...	...	...	...	...	...

* মফঃসলে সামান্য চাউলের খুজরা দর টাকায় ।।১ সের অবধি ৸১।।৴ সের পর্য্যন্ত।

য৫। কৃষ্ণগঞ্জ মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ৴৯ সের, ও অররিয়া মহকুমার অন্তর্গত রাণীগঞ্জে ।২ সের।

য৬। রাজমহল ও গোবিন্দপুরে লবণের খুজরা দর টাকায় ।১ সের।

কলিকাতা।
১৮৮৪ সাল, ৬ মে।

টাকায় যত পাওয়া যায়।															৮০ সেরের মণের থোকে বিক্রয়ের দর।			
রাগী বা মাড়ওয়া ও চীনা।			জনেরা।			ছোলা।			কালাখিকাষ্ঠ।			লবণ।			লবণ।			
এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	জিলা।
																		বেহার।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	...	...	...	...	...	।৮	।৯	।।০	৪/	৪/	৪/	।০।।	।০।।	।০	৩।।৶০	৩।০	৩।।৵০	পুরুলিয়া।
...	...	...	...	..	...	।।৪	।।২	।।২	৪/	৪/	৩।।০	।১	।১।।	।১	৩।।০	৩।৵	৩।।/০	মালদহ।
...	...	...	।৯	।৮	৸০	।৮	।৭	।।০	৫/	৫/	৫/	।০	।২	।১	৩৶০	৩।০	৩।৵০	সাঁওতাল পরগণা।
																		উড়িষ্যা।
।০।।	।০।।	।৩।৵	...	...	...	।।৩।।৶	।।৪৸৶	।।৩।৶	২/	২/	২/	।৪	।৪	।৪	২৸০	২৸০	২৸০	কটক।
...	...	...	...	...	...	।।১	।।১	।৯।।৶	২।।০	২।০	২।।৶	।৬	।৬	।৪	২।৶	২।৶০	২।।৶০	পুরী।
...	...	...	...	...	...	।৩	।৪	।৪	৩/	৩/০	৩/	।০।।	।০	।০।।	৩।।০	৩।।০	৩।৵	বালেশ্বর।
																		ছোট নাগপুর। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্টী।
।।০	।।০	।।৭	।৬	।৬	।।১	।৬	।৬	।৮	৮/	৮/	৬/	।০	।০	।১	৩৸৬	৩।।৯	৩।৶০	হাজারীবাগ।
।।৮	।।৮	৸০	।৮	।৮	।।৬	।৬	।৬	।৫	৩/	৩/	৩/	।০।।	।০।।	/৯	৩।।/০	৩।।/০	৪৵০	লোহারডগা।
...	...	...	...	...	...	।৫	।৫	।।৪	৪/	৪/	৪/	/৮	/৮	/৮	৪৲	৪৲	৪৲	সিংহভুম।
...	...	...	...	...	...	।৮	।৭	।৮	৩/	৪/	৩/	।০।।	।০।।	।০।।	৩।।০	৩।০	৩।৵০	মানভুম।

য৭। ভদ্রকে লবণের খুচরা দর টাকায় /৮ সের।

য৮। ছত্রয় লবণের খুচরা দর টাকায় ।১ সের ও থরকদিহায় ।১।। সের।

য৯। রঘুনাথপুরে লবণের খুচরা দর টাকায় ।২ সের ও বড়বাজারে ও গোবিন্দপুরে ।১ সের।

সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখের পূর্ব্ব

৪০ সেরের

নম্বর	বন্দর।	গম।			যব।			ভাল চাউল।			মাঝামা চাউল।			কম্বু ও বাজরা।		
		এই সপ্তাহের ফিরিস্তি	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের ফিরিস্তি	গত বৎসরের এই সপ্তাহের ফিরিস্তি	এই সপ্তাহের ফিরিস্তি	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের ফিরিস্তি	গত বৎসরের এই সপ্তাহের ফিরিস্তি	এই সপ্তাহের ফিরিস্তি	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের ফিরিস্তি	গত বৎসরের এই সপ্তাহের ফিরিস্তি	এই সপ্তাহের ফিরিস্তি	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের ফিরিস্তি	গত বৎসরের এই সপ্তাহের ফিরিস্তি	এই সপ্তাহের ফিরিস্তি	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের ফিরিস্তি	গত বৎসরের এই সপ্তাহের ফিরিস্তি
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	কলিকাতা ...	২।৵	১॥০	২।/০	২৲	২।০	১৸৶০	৪।০	৫৲	৩।/	৩৲	৩৲	২।০	২৸০	২৶০	২।
২	সেরাজগঞ্জ ...	২৶	২।০	১৸০	...	...	...	৪।০	৪।০	৪৲	২।৶	২।।১	২॥/	...	...	...
৩	ঢাকা ...	২।০	২।৶০	২৸০	২॥০	২৶	১॥০	৩৶	৩৲	২।৶০	২৸০	২৸০	২৲	..	...	...
৪	নারায়ণগঞ্জ ...	...	...	...	...	..	...	২।৶০	২॥৵	২৶	২॥০	২॥০	২৲	...	...	...
৫	চট্টগ্রাম ...	২।০	২।০	২৲	...	...	...	৩৶০	৩৲	২৸৶	২॥০	২।০	২৲	...	...	...
৬	পাটনা ...	১।১০	১॥/০	২৶০	১॥০	১॥০	১৶০	২।/	২।/	২॥৶০	২॥৶০	২॥৶০	২৲	...	...	...
৭	বালেশ্বর ...	২৲	২৲	২৸০	৩৶	৩৶০	...	২।৶	২৶	২॥৵	১৸/	১৸০	১।০	...	...	...
৮	পুরী ...	..	...		..	.	.	..	...	...	১॥/০	১॥/০	১।০	...	...	...
৯	কটক ...	১৸৶০	১৸৶	২।/০	...	.	...	৩৲	৩৲	২।/	১৸৶	১৸৶	১॥০	.	...	...

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল ৬ মে।

[*Government Gazette*, 13*th May* 1884.]

দুই সপ্তাহ অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ থোকে বিক্রয়ের বাজার দর।

দ্রব্যের দর।

চোলম ও জোয়ার।			রাগী বা মাড়ওয়া ও চীনা।			অড়েরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ।			বন্দর।
এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
২৲	২৲	১৸০	...	...	...	...	২৲	১৷৷৵০	২৵০	২৵০	২৵০	।৩	।৵৩	।৵৩	২৸০	২৸০	২৸০	কলিকাতা।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২।৵০	২৸০	২৵০	...	...	...	৩৲৬	৩৲৬	৩৲	সেরাজগঞ্জ।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৵০	২।০	২৸০	।৵০	।৵০	।৵৩	৩৵০	৩৵০	৩৵০	ঢাকা।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২।০	২।০	২৷০	।৵০	।৵০	।৵০	৩৲	৩৲	৩৲	নারায়ণগঞ্জ।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	৩৵০	৩৲	২৷০	...	...	...	৪৲	৪৲	৪৲	চট্টগ্রাম।
...	...	...	...	...	...	১।৵৯	১।৵৯	১৶০	১৷	১।৵৩	১।৴০	।৴০	।৴০	।৴০	২৸৵	২৸৵০	৩৲	পাটনা।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২৸০	২৸০	২৸০	।০	।০	।৴৪	৩৷০	৩৷০	৩৷০	বালেশ্বর।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	২।৵০	২।৵০	২৷৵০	পুরী।
...	...	...	৩৷।০	৩৷৵০	৩৲	...	...	...	১৷৴	১৷৴	১৷০	৷০	৷০	৷০	২৸০	২৸০	২৸০	কটক।

সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

[Government Gazette, 13th May 1884.]

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জেলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ১ আইনের বিধানমতে ১৮১৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নের লিখিত তালুকাদি ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকীপড়া রাজস্ব ও রোডছেছ ও পবলিক ওয়ার্ক ছেছ আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ৯ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ২৮ জ্যৈষ্ঠ রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাক্সবাজার সব-ডিবিসনের এলাকাধীন।

তৌজির নম্বর।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।		মোট।	মন্তব্য।
			রাজস্ব।	ছেছ।	রাজস্ব।	ছেছ।		
২২। / ২৫।	মৌজে ইননী থানে টেকনাফ তালুক নছরত আলি চৌং ...	খোদ ...	৮৯৭।।০	২০৮৬	৪৩৮।।৬	০	৪৩৮।।৬	সম্পূর্ণ তালুকা নিলাম হইবে।
৪৪ / ১৩৬১	মৌং টেকনাফ থানে টেকনাফ তাং শ্রীমতী থাউ চৌং ...	খোদ ...	১২১৭৭	৭৯/০	৬১৩৭	২৬।/৬	৬৩৯।/৬	ঐ
১৫৫ / ১৩৮	মৌং রাজারকুল থানে রামু তালুক সেরমস্ত খাঁ ...	দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গং।	১১০১।।৬	১৫৮।/	৩০৩।/৬	৪৪/৬	৩৪৭।✓	ঐ
২০৪ / ৪৬৯	মৌং মিঠাছরি থানে রামু ইজারা শ্রীমতী লতিফা খাতুন নাবালগের পক্ষে আছাদ আলি খাঁ।	নিং আছাদ আলি খাঁ।	১১৮৩।৶০	১১২/৬	৪২০৲	৩৭।।✓৬	৪৫৭।।✓৬	ঐ
২৯৯ / ২৮৬	মৌং বারপাকিয়া থানে চকরিয়া তাং বিবি ইসহাক ...	নিং দেওয়ান আলি সদাগর।	৬৮৭।।/৩	২৯৫৶/	৪৩০৲	১৯৬।।	৬২৬।।০	ঐ
৩৩৪ / ১৪৬০	মৌং পেকুয়া থানে চকরিয়া তালুক কজল আলি ...	খোদ ...	২৫১২৲	১০৯।৶৬	২০৪২৲	৭১৶✓	২১১৪৶০	ঐ

C. A. SAMUELIS, *Offg. Collector, Chittagong.*

জিলা ময়মনসিং।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৭ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৭ সাল ২১ মেই মোং ১২৯১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ বুধবার তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮৭। ৭ এপ্রেল।

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
২৬ নং	পং নশিরুজীয়াল জমিদারি হিস্যা ।১০ আনা মধ বেজাবেতা তালুক ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরিজামোহন চৌধুরী গয়রহ।	৭১১৯৲	৮২৯৵৯	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	ঐ ঐ ১৮৭৬। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনাকান্দা ৲১৮।৶ কাগ হিস্যা।	আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ।	১৬৶০	•	•
	ঐ ঐ ঐ কি চান্দীনাকান্দা হিস্যা ৲১০৶৫।। ভিন।	জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ ...	৸০	•	•
	তপে রণভাওয়াল।				
১১৬ নং	ভাং নেওয়াজআলী হিস্যা ॥০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি হিস্যা।	দীননাথ চক্রবর্ত্তী মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী গয়রহ।	১২৭১৶০	৪২৸৶	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে কন্যামণ্ডল গয়রহ ৩৩ মৌজার ।০ আনা হিস্যা।	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৩৪১৬৷৴৩	•	•
	ঐ ঐ ঐ ...	প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী ...	৩৪১৬৷৴৩	•	•
	ঐ ঐ ঐ ...	দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ...	৩৪১৬৷৴৩	•	•
	ঐ ঐ ঐ ...	কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৩১১৬৷৶৩	•	•
	তপে হাজরাদি।				
১২৪ নং	পাএন্দাবেগ হিস্যা ৸৶৬।।= ক্রান্তী ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে এজমালি।	মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরী দীননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	১০০৩৸০	১২।/৮	এজমালি অংশ নিলাম হইবেক।
	ঐ ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ।৶০ আনা নগর হাজরাদির ।৶১৬ গণ্ডা।	জগতকিশোর আচার্য্য চৌধুরী নাবালগ।	২৬৫।।৶০	•	•
	ঐ ঐ চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা /১৫ গণ্ডা ও নগর হাজরাদির /১৯ গণ্ডা ও বীর মসুয়ার ৸৶০ আনা।	[illegible]কিশোর রায় চৌধুরী ...	১১৬৸৴	•	•
	তপে সীংধা দরজিবাজুর মোতালক ১৫১ নং জমিদারি।	ছৈয়দ আবদুল্লা অধ্যক্ষপক্ষে জামিনা আক্তর খাতুন।	২১৭৩৸৶০	১২।/০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
	তপে হাজরাদী।				
২১২৯ নং	ভাং কৃষ্ণরাম দত্ত গয়রহ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	দীননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	৩৩১৮৴৫	•	•
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৶১০ আনা।	বিশ্বেশ্বরী দাস্যা ...	২৫০৸/০	৪৭।।০	খারিজ হিস্যা নিলাম।
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	রামকিশোর গঙ্গোপাধ্যায় গয়রহ।	১০১৪।।৶৭	•	•

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১১ মে।]

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
	দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।				
৫০৭১ নং	তপে রণভাওয়াল। চর চারিপাড়া সুবর্ণপুর ওরফে কামাবিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ।	৭৪৭৮১০ পাই	১১।৶০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
৫০৮৫ নং	পং ময়মনসিংহ বীল ছলঙ্গী ...	রাজা হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী গয়রহ।	৫৮৩৭	২০।/০	ঐ
৫১৭৪ নং	পং ছশেনশাহী চর জেলুয়ামারি ...	দীননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭৪৲	২২৭৲	ঐ
৫২৪৯ নং	পরগনে পুখরিয়া চর গাবমারা ...	রামসখী দেব্যা চৌধুরাণী পতির নাম দুর্গাপ্রসাদ খাঁ ও মহারাণী শরত্সুন্দরী দেবী গয়রহ।	৫৯১৮৸০ মালিকানা ৬৫৮৲	১৪৯৫।০ মালিকানা ১৬৭৲	ঐ

G. E. MANISTY,
Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারায় জানাইতেছি যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকা ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড় ও পবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ৮৮৪ইং ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ৩ আষাঢ় রোজ সোমবার জেলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে দেওয়া যাইবেক ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহল নওয়াবাদ।

নম্বর সার্কেল	নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				রাজস্ব।	সেস।	রাজস্ব	সেস	মোট	
৭৭৩	৬৩৫ / ২৫৫৭৮	থানে সাতকানিয়া। মৌজে কাঞ্চননগর তালুক রণু দেব্যা।	মিং অখিল চন্দ্র রায় গং।	৮৯০৸৶৮	১৪৮।।৩	৩৩৪৲	৪৯।।০	৩৮৩।।০	সম্পূর্ণ তালুকা নিলাম হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 3th May 1884.

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collector.

[*Government Gazette,* 13*th May* 1884.]

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনীয়া জেলাস্থ নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ কিস্তির সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ২৩ জুন মোতাবেক ১২৯১ সালের ১০ অষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরির কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

তৌজি নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের সদর জমা।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ্চ কিস্তির বাকী।
৬	পরগনে আগরপাড়া কিসমত অগরপাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১৬৬৯।৶৬	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারা অনুসারে স্বতন্ত্র হিসাবের ১ হিস্যা সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৵ আনা।	১৩৫৬।৶২	৩।৩
২৮	পং ঝিলকি কিং কেড়াগাছি।	রাজমোহন রায় চৌধুরী	৫৮৩৲৪	সম্পূর্ণ মহাল ...	৫৮৩৲৪	১৭৩৲১০৸
২৯	পং খালিসখালি কিং খালিসখালি	কৈলাসকামিনী দেব্যা দিগর।	৮৯৭৸১১	ঐ ...	৮৯৭৸১১	১৩০৸১১
৩৪	পং হিলকি কিং সঙ্করপুর।	মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	১২৬৲৪	৫ হিস্যা আনন্দমোহন ঘোষ রকম ⁄১২ গণ্ডা।	১২৬৶০	৩৩।৴১
৬৭	পং তালিবপুর কিং তালিবপুর।	গোবিন্দমোহন বসু দিগর।	৫৬৯৲৬	১ হিস্যা ...	৪৭৪৶১	১১৩৲৪
৭২	পং দাতিয়া কিং কিং দাতিয়া।	চন্দ্রকুমার রায় দিগর ...	৪৭৩২২।৴৬।	সম্পূর্ণ মহাল ...	৪৭৩২২।৴৬।	১৯০৸৶৯।
১০৮	পং বুড়ন কিং বাবুলিয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ..	৫১১৫৲	৩ হিস্যা মুনশী আগ্যাবদ্দীন আহাম্মদ রকম ⁄১২ গণ্ডা।	৫১১।০	৩৶৫
১১১	পং বাজিতপুর কিং বাজিতপুর।	লোকনাথ ভঞ্জ চৌধুরী দিগর।	২৯২১।।৴১১	২ হিস্যা লোকনাথ ভঞ্জ চৌধুরী রকম ।৮৸৫ দন্তি।	৫৮৯।৴৮	৯।৴৩
১২৫	পং বুড়ন কিং বৈকারি।	থাকমণি চৌধুরাণী দিগর	৭১২।৶১১৸	সম্পূর্ণ মহাল ...	৭১২।৶১১৸	৬১।৶৭৸
১২৭	পং তালুকা কিং তালুকা।	রাজকুমার ঘোষ দিগর...	১৪৯৬৩৸৶৮	১ হিস্যা মেহেরউল্লা চৌধুরী দিগর রকম ৲৮৸⁄১১।⁄১৫	৮৫৩।৴৮	২৫৸⁄৭।।
১৩২	পং বুড়ন কিং ভাগুড়িয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	২০৩২২।৩	২ হিস্যা ২২।০ আনা...	১০১৩৬৴৯	৶৫৸
১৩৯	পং মলই কি মলই।	পার্ব্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২৯৭২।৴১১।।	২ হিস্যা মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২৯৭৶৩	৮৭৬৸৶৪
১৫৯	পং সর্পরাজপুর কিং রামভাঙ্গা।	ভুবনমোহন মজুমদার দিগর।	৫৪৯৸৴৮	১ হিস্যা ভুবনমোহন মজুমদার ২২।০ আনা।	১৩৭।৶৫	৬১৴০।।
১৬৬	পং সুন্দরবন কিং ১৬৫ নং লাট আসুনি রমজাননগর।	জহিরদ্দি সরদার দিগর	১৮৮৪৲	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৮৮৪৲	১৪০০৲৩
১৯১	পং মলই কিং হাজরাকাঠি।	পার্ব্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	৮৯০৶১০	৪ হিস্যা রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর সাং সাতথিরা।	৮৯৲৫	৩২৶০।।

KHOOLNA COLLECTOR'S OFFICE, *The 6th May 1884.*

F. H. BARROW, *offg. Collector.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

কালেক্টরী জেলা রংপুর।

বাঁকীর ফর্দ্দ সন ১২৯০ সাল বাঙ্গালার লাগাএদ কিস্তী ফালগুন মোতাবেক ১৮৮৪ সালে লাগাএদ কিস্তী ফেব্রুয়ারি তলবের ২৮ মার্চ্চ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এবং তদপরে ভিন্ন ভিন্ন জেলার কালেক্টরীর হুণ্ডী দ্বারা আদায় হইয়া যাহা বাঁকী আছে তাহা ১৮৮৫। ২১ জুন মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় শনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশ্যরূপে নিলাম হইবেক, ইতি।

তৌজির নম্বর।	মহালের নাম ও পরগনা।	মালিক।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
৫৭	বড়াবাড়ী ও গয়রহ মৌজা চাকলে কাজির হাট।	শ্যামকুমার দাস, বামাসুন্দরী দাস্যা কুঞ্জমোহন চাকি, তারামণি দাস্যা চন্দ্র গোবিন্দ দাস,	৫১৫৷৶০	৷৶১০	বামাসুন্দরী দাস্যার ১১৮৸৶৯ পাই সদর জমার অংশ তাহার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
১৩৭	রামনগর মৌজা চাকলে কাজির হাট	সৌদামিনী দাস্যা	১৩৪১৸৶১	৪৯৮৷৶৪	
২২১	খোর্দ্দ মুরাদপুর ও গয়রহ মৌজা পং পএরাবন্দ	জানকীবল্লভ সেন, আছরা বেগম, রাহতমেছা ছাবেরা খাতুন, ও ছবিয়ল আলম আবুল হোসেন চৌধুরী ওরফ ভোমা মিঞা ও দুলা মিঞা।	২৫০২৸৶৫৷৷	৫৩০৷৷৶৮	
২২০	খামার কুরসা ও গয়রহ পং পএরাবন্দ।	খাজে এনাএতুল্লা চৌধুরী, জহিমমেছা চৌধুরাণী মহম্মদ সেজামুদ্দিন খাঁ চৌধুরী।	২৫০৫৬৸৶১১	১৮২৲৯	খাজে এনাএতুল্লা চৌধুরীর বিশেষ ১ নম্বরে হিসাব পৃথক যাহার সদর জমা ১০৯৬।৵৬ পাই ঐ অংশ ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
২৪৯	চক দুর্গাপুর ও গয়রহ মৌজা পং সরহাট্টা।	খএরমেছা বিবি চৌধুরাণী এনাতুল্লা মিঞা খাউরাণী বিবি চৌধুরাণী, জিনাতুন্না চৌধুরী খুসিয়মেছা বিবি জওন বিবি চৌধুরাণী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বেঙ্গল ক্যনাল লাহিড়ী ম্যানেজার মেহালউদ্দিন, মহম্মদ নেজামউদ্দিন মহাম্মদ চৌধুরী, আমিরমেছা বিবি স্বয়ং ও অলিউচি পক্ষে আবদুললতিফ চৌধুরী নাবালগ।	১৮৯২৸৶৮	১৪৷৷৶৮	গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাধীনের অংশ যাহার সদর জমা ৪৩১।৵০ পাই ও যাহার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ্বাদে অপরাপর অংশ বাকী।
৬৯৭	আলিগাঁও পং	চন্দ্রশিখর রায়, গোপালচন্দ্র রায়, রাজলক্ষ্মী চৌধুরাণী, ঈশানচন্দ্র চৌধুরী, ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার পক্ষে কোঙর চন্দ্রকিশোর রায় নাবালগ, ক্ষমাময়ী চৌধুরাণী কুড়ামু সরকার।	৫৯৮১৸৴১৷৷	২০৸৶৪	কুড়ান সরকারের নিজাংশ ৶০ তিন আনা ঐ অংশ বাকী

RUNGPORE COLLECTORATE,
The 30*th April* 1884.

H. J. NEWBERY,
offg. Collector.

[*Government Gazette,* 13*th May* 1884.]

বাকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ।

জিলা দিনাজপুরের কালেক্টরি।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা দিনাজপুরের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারী এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমাধার্য্য হওয়া মহাল।

নম্বর তৌজির।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হইবেক।	মন্তব্য।
১৩০ নং	মৌজে চারখণ্ডা গয়রহ পরগনে শিলাহবাড়ী।	কাত্যায়নী দেব্যা, জয়কিশোর চৌধুরীপ্রভৃতি।	১৬৯১৮৬৮	৯৯৯৮১	পুরামহাল নীলাম হইবেক।
২৩৭ নং	মৌজে দৌতপুর গয়রহ পরগনে রাজনগর।	তারকনাথ চৌধুরী, জয়েশ্বরী চৌধুরাণী উর্ফে পদ্মে মোহনলাল চৌধুরীপ্রভৃতি।	৪৬৬০॥১	৪৮৩॥৮	এই মহালের মধ্যে লালমোহন চৌধুরীর ৶০ আনা অংশ যাহার ৫৮২॥/০ আনা সদর জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারানুসারে পৃথক আছে তাহা বাদে বক্রী ৸৶০ আনা অংশ যাহার ৪০৭৭৸৶১ পাই সদর জমা হয় ঐ এজমালী অংশ বাকী পড়ায় তাহই নীলাম হইবেক।
২৬৩ নং	মৌজে গোবিন্দপুর গয়রহ পরগনে ঘোড়াঘাট।	দীননাথ মজুমদার ও গোলোকনাথ মজুমদার প্রভৃতি।	৬৭৯৬॥৶৩	২৫১৲৭	মৌজে কেন্দুল ও গোবিন্দপুর বাদে এই মহালের গোলোকনাথ মজুমদারের /৪— ক্রান্তী অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ধারামত হিসাব পৃথক হইয়া ৫১৩৶৫ পাই সদর জমা ধার্য্য আছে ঐ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২৫১৴১	ঐ মত দীননাথ মজুমদারের হিসাব পৃথক থাকা ন/৪— ক্রান্তী অংশের ৫১৩৶৫ পাই জমা ধার্য্য আছে ঐ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২৫১৲৩	ঐ মত কালীসুন্দরী দেব্যার /৪— ক্রান্তী অংশ পৃথক হিসাব হইয়া ৫১৩৶৫ পাই জমা ধার্য্য আছে ঐ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
৩৭৬ নং	মৌজে দাউদপুর গয়রহ পরগনে শীলাহবাড়ী।	চন্দ্রকান্ত সরকার রুদ্রকান্ত সরকার প্রভৃতি।	৬৫৮৶১॥	১৫৭৲	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।
৮৬১ নং	মৌজে মাজিরপুর গয়রহ পরগনে সন্তোষ।	ভগিরথী চৌধুরাণী	৬৬৯।৶১	৪৬৪৲	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।

DINAGEPORE COLLECTORATE,
The 6th May 1884.

A. C. TUTE,
offg. Collector.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs.* 4, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 8, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 16, *ans.* 8.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs.* 5, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 10, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 20.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 *oz.* tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪৷৷০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮৷৷০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬৷৷০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫৷৷০ টাকা, ৮ আউন্স টীন ১০৷৷০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ৷৷০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৷৷০ বার আনা, ডাকমাশুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবান্ধা সিন্‌কোনা।

লাল সিন্‌কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেণ্টের কারখানায় প্রস্তুত নূতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানা বান্ধে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৷৷০ বার আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. *Price Rs.* 24; *packing and postage Re.* 1-12.

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtolah Street, Calcutta.

[*Government Gazette*, 13*th May* 1884.]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., L.L.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট-কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পালের শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিল্‌ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে ;—

মফঃসলে ।

		টাকা	
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲	
ডাকমাশুল	,,	২৷৷০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	,,	৪৲	
ডাকমাশুল	,,	১৲	
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য		৷০	
ডাকমাশুল		৴০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৴০	৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠাপ্রতি আর এক২ আনা ।
ডাকমাশুল		৴০	

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না ।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং চোফ সেক্রেটরী ।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal,

The 12th *December* 1882.

NOTE—*Rates for Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half ,, ...	10

Casual advertisements.—4 annas per line.

[*Government Gazette, 13th May* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টান্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই ঃ—

				টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	...	...	...	২০৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা „ „	...	...	...	১০৲
খণ্ডং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি		...	...	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভায় আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড ওয়েষ্ট টৌনহালের সন্নিকটস্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্যে শ্রীযুত এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 316—9 5 84— 800

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ১৩ মে।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত।]

সিলেক্ট কমিটী কর্তৃক স্থিরীকৃত পাণ্ডুলিপি সমেত উক্ত কমিটীর নিম্নলিখিত রিপোর্ট আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় ১৮৮৪ সালের ১৪ মার্চ তারিখে উপস্থিত করা হয়।—

সিলেক্ট কমিটীর নিম্নলিখিত ব্যক্তি আমাদিগের নিকট বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনার্থ অর্পিত হইয়াছিল। আমরা ঐ পাণ্ডুলিপি ও এতৎসংযুক্ত তফসীলের উল্লিখিত কাগজপত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রথমস্থলীয় রিপোর্ট প্রেরণ করিতেছি।

২। আমরা পাণ্ডুলিপিখানি নূতন করিয়া গঠন করত এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে আমাদিগের অধিকাংশ ব্যক্তির মতে যে সকল পরিবর্ত্তন উপযুক্ত বোধ হইয়াছে তাহা সন্নিবেশ করিয়াছি। কিন্তু এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলিয়া আমাদের বোধ হয়। আগামি নবেম্বর মাসে আমরা এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কার্য্যে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইব। আমরা পাণ্ডুলিপি খানিকে যেরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছি তাহা এই সময়ের মধ্যে অধিকতর সমালোচনের নিমিত্তে পুনঃ প্রকাশিত হয়, ইহাই আমাদিগের পরামর্শ।

৩। এই রিপোর্টখানি প্রথমস্থলীয় বলিয়া কমিটীর কএকজন সভ্য যত দিন এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত শেষ রিপোর্ট মন্ত্রিসভায় অর্পিত না হয় ততদিন কোন২ বিষয় সম্বন্ধে আপন২ মত প্রকাশ করিবেন না এই কথা লিপিবদ্ধ থাকে এইরূপ ইচ্ছা করেন। কমিটীর নিষ্পত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে সাধারণতঃ কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তির মত প্রকাশ করিতেছি এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

৪। এই পাণ্ডুলিপি খানিতে যে ভিন্ন২ শ্রেণীর প্রজার কথা আছে তাহাদিগের বর্ণনা করিবার নিমিত্তেই এই অধ্যায়টি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে মূল পাণ্ডুলিপিতে অবধারিত খাজানার ভূমিভোগকারি রায়তদিগকে যেরূপ তালুকদার শ্রেণীর অন্তর্গত অন্যতর শ্রেণী বলিয়া গণ্য করা গিয়াছিল তাহা না করিয়া এক্ষণে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে বিবেচনা করা গিয়াছে। ইহাও দেখা যাইবে যে "সামান্য রায়ত" এই কথার পরিবর্ত্তে "দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত" এই কথা প্রয়োগ করা গিয়াছে। প্রথমোক্ত কথাটি ভ্রমাত্মক নাম বলিয়া ইহার প্রতি ন্যায্য আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। পরিশেষে

Bengal Tenancy Bill.

ইহাও দ্রষ্টব্য যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে মধ্যস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অন্তর্গত নহে এরূপ বাস্তুভূমির রায়তদের উল্লেখমাত্র নাই। অধিকতর বিবেচনার পর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের সম্বন্ধে কোন বিধান সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয় বোধ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে যত দূর সন্ধান জানা আবশ্যক আপাততঃ আমাদিগের তত দূর জানা নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এতদ্দেশের ভিন্ন ২ অংশে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের যোত সম্বন্ধে নিয়মের এত দূর বিভিন্নতা আছে, যে মূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায় রক্ষা করিতে হইলে তদন্তর্গত কএকটি বিষয়ের সংশোধন করা আবশ্যক হইত। কিন্তু অধিকতর সন্ধান না জানা পর্য্যন্ত আমরা কি আকারে ঐ সংশোধন করিতে হইবে ইহা বলিতে সমর্থ নহি। আমাদিগের ভরসা যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক সন্ধান জানাইবেন।

৫। তালুকদার ও রায়তদিগের মধ্যে প্রভেদবিষয়ক ধারাটিতে আমরা ঐ প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষণ নির্দ্দেশ না করিয়া বরং তাহাদিগের বর্ণনা করিতে যত্ন পাইয়াছি। যে সকল স্থল উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদসূচক সীমারেখার নিকটে অবস্থিত, সেই সকল স্থলে আদালতসমূহের পথ প্রদর্শনার্থে বিধি প্রণয়ন করা উচিত ইহা স্বীকার করিলেও, আমাদিগের মত এই যে ইহার কোন শ্রেণীর দৃঢ় রূপে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা দূর না হইয়া বরং তাহার সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬। অবধারিত হারে জমী ভোগ করিবার স্বত্ব বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির (১৪—১৭) ধারাগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৮ম অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে; ঐ অধ্যায়ের কথা বলিবার সময়ে তাহাদিগের বিশেষ উল্লেখ করা যাইবে। যে সকল জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে তদন্তর্গত স্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ২০ ধারাটিকে অতিরিক্ত বিধিবিষয়ক অধ্যায়ে স্থাপন করা গিয়াছে।

৭। চুক্তি কি দেশাচারক্রমে যে স্থলে তালুকের খাজানা বৃদ্ধির বিধান করা হয় নাই, আদালত সেই স্থলে যে বিধি অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন ৭ ধারার অন্তর্গত ৩ উপধারায় তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা এই উপধারার নতুন পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিয়াছি। এক্ষণে কেবল এই বিধান করা গেল, আদালত তালুকদারকে সত্ত্বের শতকরা দশভাগের কম দিবেন না এবং খাজানা নির্ণয় করিবার সময় যে অবস্থায় তালুকের সৃষ্টি হয়, তালুকের অধিকারী যে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন ও আদায় করিবারে যে খরচ ও ঝুঁকি কর তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বের খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না এবং দশবৎসর অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, এই বিধানটি আমরা স্পর্শ করি নাই।

৮। ৩৬ ধারায় পত্তনী তালুকের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে উপক্রমণিকা অধ্যায়ের মধ্যে এবং সরাসরী নীলাম সংক্রান্ত ৪২ ধারাটি যে অধ্যায়ে ঐ বিষয়ের কথা আছে তাহার মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে। এই দুইটি ধারাভিন্ন পত্তনী তালুক বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির সমস্ত বিশেষ বিধানই এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করা গেল।

৯। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার রেজিস্টরীকরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমরা যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছি তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটী বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

(১) ১৫ ধারার (১) উপধারায় একটী বর্দ্ধিত বিধি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিধিক্রমে ভূম্যধিকারী খাজানা বাকী থাকিলে তালুকের হস্তান্তর রেজিস্টরী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) মূল পাণ্ডুলিপির ২৭ (২) ধারার (খ) প্রকরণক্রমে রেজিস্টরী করিবার প্রার্থনা করিতে বিলম্ব হইলে দণ্ডস্বরূপ যে অতিরিক্ত ফী দেয় হইত তাহা রহিত করা গিয়াছে এবং যে স্থলে তালুকদারকর্ত্তৃক কোন খাজানা দেয় না হয় [১৫ (২) ধারা], তথায় ২৲ টাকা ফী দিতে হইবে ইহা নির্দ্দেশ করিয়া একটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

(৩) ১৮ ধারায় একটি উপধারা যোগ করা হইয়াছে। তাহার বিধান এই যে কোন ব্যক্তি হস্তান্তর কি উত্তরাধিকারক্রমে কোন তালুকের স্বত্ববান হইলে যাবৎ ঐ হস্তান্তর কি উত্তরাধিকার রেজিস্টরী করা না হয় কিম্বা ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ প্রথমোক্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা খাজানা আদায় করিতে পারিবে না।

(৪) এবং রেজিস্টরী বহীর লেখার নকল প্রদান বিষয়ক ধারাটী (এক্ষণকার ২১ ধারা) সংশোধন করা গিয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক আনার অন্যূন বা এক টাকার অনধিক যে ফী ধার্য্য করেন প্রত্যেক খণ্ড নকল দিবার জন্য সেই ফী দিতে হইবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১০। হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা তালুকদারদের প্রতি যেই নিয়ম বর্ত্তে তাহা অবধারিত হারে ভূমিভোগকারী বাসেন্দা রায়তের প্রতিও বর্ত্তিবে ইহা বিধান করিয়া ঐ নিয়ম গুলির সমতা বিধান করিয়াছি। এই শ্রেণীর রায়তদিগকে (ক) রেজিষ্টরী করা পাট্টাক্রমে কি আদালত কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত অধিকার বলে ভূমি ভোগকারী রায়ত এবং (খ) আইনবিহিত অনুমানক্রমে ভূমি ভোগকারী রায়ত এই দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমোক্ত শ্রেণীর রায়তদিগকে তালুকদারদের সহিত ও শেষোক্ত শ্রেণীর রায়তদিগকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সহিত সমান করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১১। রায়তের স্বত্ব ও দখলীস্বত্ব লাভসম্বন্ধে এই অধ্যায়ের মূল নিয়ম গুলির কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের পরিবর্ত্তনের মধ্যে আমাদের কেবল যে গুলির কথা বলা আবশ্যক, তাহাই বলা যাইবে।

বর্দ্ধমানের মহারাজা প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের যেরূপ সুবৃহৎ মহাল আছে, সেইরূপ এক একটি মহালের সমুদায় অংশেই বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব প্রচলিত করিলে যে অসুবিধা ঘটিতে পারে, তৎপ্রতি আমাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সকল বিশেষ স্থলে মহালের আয়তনের পরিবর্ত্তে রাজস্বসংক্রান্ত কি শাসনকার্য্যসম্বন্ধীয় কোনরূপ সুবিদিত দেশখণ্ড ধরিলে সুবিধা হইতে পারে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট এমত বিবেচনা করেন কি না জানিতে বাঞ্ছা করি।

১২। এই অধ্যায়ের [শেষ উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে মহাল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে "১৭৯৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবধি" কোন সময়ের মধ্যে বাটওয়ারা হইলে বাটওয়ারা সত্ত্বেও মূল মহাল একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে, ২৭ ধারার (খ) প্রকরণের এই বিধানের প্রতি সভ্যগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। উল্লিখিত তারিখ স্থির করিবার কারণ এই যে, প্রায় ঐ সময়াবধি বাটওয়ারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কাগজপত্রাদি পাইবার যুক্তিসঙ্গতরূপ আশা আছে, এইরূপ বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু ঠিক পূর্ব্বে কোনসময়ে ঐ তারিখ স্থির করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে অধিকতর বিবেচনা আবশ্যক, সুতরাং যে কএকটি কথাতে ঐ সময় সূচিত হয় তাহার নিম্নে একটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে আমরা এই আদেশ করিলাম।

১৩। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমে আমরা বাসেন্দা রায়তের লক্ষণ নির্দ্দেশক ২৬ ধারায় (২) সংখ্যক একটি উপধারা সংযোগ করিয়াছি। এই উপধারার বিধান এই যদি ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমিভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমিভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে। বঙ্গপ্রভৃতি দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় এইরূপ অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। ইহাতে মোকদ্দমার কার্য্যের সরলতা বিধান করিবে, অথচ কোন স্থলে ইহা ঠিক না থাকিলে ভূম্যধিকারী অনায়াসে ইহার খণ্ডন করিতে পারিবেন।

১৪। কোন ব্যক্তি এক বৎসরের অনধিক কালের জন্য কোন গ্রাম কি মহালের অন্তর্গত কোন জোত হইতে বেদখল থাকিলেই যে বাসেন্দারায়তের স্বত্ব হারাইবে না আমরা মূল পাণ্ডুলিপির এই বিধানের [২৬ (১) ধারা] মর্ম্ম অব্যাহত রাখিয়াছি এবং ইহাতে একটি [(৭) উপধারা] প্রকরণ যোগ করিয়াছি। উপধারাটির মর্ম্ম এই ২১ ধারাক্রমে [এই ধারার কথা পরে ১৬ দফায় দেখ] যদি সেই ব্যক্তি কোন জমীতে পুনর্ব্বার দখল প্রাপ্ত হয়, তবে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দারায়তস্বরূপ গণ্য হইতে থাকিবে।

১৫। যে কারণে স্বত্বনিমজ্জন বিষয়ক অধ্যায়টি পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা পরে বিবৃত হইবে। উক্ত অধ্যায়টি উঠাইয়া দেওয়াতে যাহাতে বুঝিবার ভুল না হয়, এই নিমিত্ত আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি ধারা (২৮ ধারা) সন্নিবেশ করা আবশ্যকীয় বোধ করিলাম। এই ধারার বিধান এই যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের ভূম্যধিকারী ক্রয় করিয়া বা প্রকারান্তরে উক্ত রায়তের স্বার্থপ্রাপ্ত হইলে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু এই বিধানের কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৬। মূল পাণ্ডুলিপির ৪৮ ধারায় দানক্রমে দখলীস্বত্বলাভের বিধান ছিল, আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি, এবং ঐ পাণ্ডুলিপির ৫৯ ধারার ব্যাখ্যাত খামার শব্দের অর্থমধ্যে যেই শ্রেণীর জমী

গণ্য তাহাতে দখলীস্বত্ব লাভ বিষয়ক ঐ ধারাটির পরিবর্ত্তে আর একটি ধারা (৩০ ধারা) দিয়াছি। শেষোক্ত ধারায় সামান্যতঃ এই বিধান করা গিয়াছে যে উক্ত সকল শ্রেণীর জমী মিয়াদী পাট্টা ক্রমে কিম্বা সন বসন পাট্টাক্রমে ভোগ করা গেলে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলীস্বত্ব জন্মিবে না।

১৭। যাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী না হয় রায়ত এরূপে ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন, আমরা ইহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছি [৩২ ধারা, (ক) প্রকরণ] যে তিনি দেশাচারের বিরুদ্ধে ঐ ভূমিস্থিত বৃক্ষ কাটিতে পারিবেন না।

১৮। ভূম্যধিকারীর অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটি এক্ষণে " হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা " এই শীর্ষকের নিম্নে স্থাপিত হইল। আমরা এই পরিচ্ছেদে [৩২ (৪) ধারায়] বিধান করিয়াছি যে ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে মূল্যস্থির হইবার কি আদালত কর্ত্তৃক ধার্য্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে ঐ মূল্য দিবার প্রস্তাব করিবেন। আমরা আরো এই ধারায় কএকটি কথা যোগ করিয়াছি, তৎক্রমে ভূম্যধিকারী ক্রয় করিবার দাওয়া করিলে রায়ত ইচ্ছা করিলে ঐ ভূমি নিজে রাখিতে পারিবেন।

১৯। আরো আমরা ঐ ধারায় (৫) সংখ্যক একটি উপধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত ঐ ধারার বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা পাইলে ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ঐ বিক্রয় ব্যর্থ হইবে।

২০। দখলীস্বত্ব উইলক্রমে দান করা গেলে মূল পাণ্ডুলিপির ৫৫ ধারাক্রমে ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহা অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। আমারা ঐ ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২১। দখলীস্বত্ব দান সম্বন্ধে আমাদিগের বিশ্বাস এই যে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দান উইলক্রমে করা হইবে অথবা প্রকৃত বিক্রয় দান বলিয়া কল্পনা করা হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় কেবল শেষোক্ত শ্রেণীর দান সম্বন্ধেই ভূম্যধিকারিদিগের হিতার্থে কোন না কোন সংরক্ষণোপায়ের প্রয়োজন। রেজিষ্টরী করা দলীলক্রমে দান করিতে হইবে এবং ঐ দলীলের এক খণ্ড প্রতিলিপি অবিলম্বে ভূম্যধিকারীকে দিতে হইবে। তাহা হইলে দান প্রকৃত নহে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস করিবার কোন হেতু থাকিলে তিনি ঐ দানের প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইবেন। আমাদিগের বিবেচনায় পূর্ব্বোক্তরূপ বিধান করিলে ভূম্যধিকারীর যথেষ্ট সংরক্ষণোপায় হইবে। পরন্তু আমরা বিবাহ বিষয়ে নিষিদ্ধ সম্পর্কের কোন ব্যক্তির প্রতি মুসলমান কর্ত্তৃক দান স্থলে ঐ দান পূর্ব্বোক্ত বিধান হইতে মুক্ত করিয়াছি, কারণ তদ্রূপ দান সচরাচর উইলক্রমে দানের পরিবর্ত্তে করা হইয়া থাকে (৩৫ ধারা)।

২২। পরিশেষে বক্তব্য এই যে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব আমরা কেবল ভূম্যধিকারী, চিরস্থায়ী তালুকদার ও তাঁহারা অন্য যে তালুকদারদিগকে ঐ স্বত্বানুযায়ি কার্য্য করিতে অনুমতি দেন তাঁহাদিগের প্রতিই প্রদান করিয়া একটি ধারা (৩৬) যোগ করিয়াছি। কারণ আমাদিগের বিবেচনায় ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বার্থবিশিষ্ট উপরিস্থ ভূম্যধিকারীর বিনা অনুমতিতে কিয়ৎকালীন কোন তালুকদার পূর্ব্বোক্ত স্বত্বানুযায়ি কোন কার্য্য করিলে অনেক অসুবিধা ও গোলযোগ ঘটিতে পারে। ঐ অসুবিধা ও গোলযোগ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

২৩। মূল পাণ্ডুলিপির ৫৬ ধারার প্রতি বিশেষ আপত্তি করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে, ভূম্যধিকারী কোন ভূমিতে দখলীস্বত্বলাভ করিলে পরে যদি কোন রায়ত ঐ ভূমি লয় তবে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব জন্মিবে। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২৪। আমরা ৫৭ ধারাটিও উঠাইয়া দিয়াছি। ইহাতে এই বিধান ছিল যে, কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারক্রমে ভূমিতে দখলীস্বত্বলাভ করিলে সে বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব লাভ করিবে। আমাদিগের বিবেচনায় ২৬ (৪) ধারাক্রমে এই ধারার উদ্দেশ্য যথেষ্টরূপ সাধিত হইবে।

২৫। এই অধ্যায়ের পর পরিচ্ছেদের নাম " কোর্ফাবিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা "। এই পরিচ্ছেদটি নূতন। কৃষক নহে এরূপ ব্যক্তিরা যাহাতে লাভাশয়ে দখলীস্বত্ব ক্রয় না করে এই উদ্দেশে এবং রায়তের কোর্ফা রায়তকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের কৃত কএকটি প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া ইহা প্রণীত হইয়াছে। আমাদিগের বক্তব্য এই যে এই স্থলে যে সকল বিধান সন্নিবেশিত হইল শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি তদ্দ্বারা কেবল অংশতঃ সাধিত হইতে পারে। কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় ৭ম অধ্যায়ে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্যান্য বিধান দৃষ্ট হইবে। এই বিষয়ের কথা শীঘ্রই বলা যাইবে।

২৬। ৫ম অধ্যায়ের এই পরিচ্ছেদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিধানগুলিই প্রধান।

১ম।—কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার যোতের যে অংশ কোর্ফা বিলি করে, তাহা তদীয় যোতের অর্দ্ধেকের অধিক হইলে, তালুকদারদের রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় যে আইন উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করেন, সেই আইনমতে ঐ রায়ত তালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টরে আপনাকে রেজিষ্টরী করাইলে তালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার ফল এই হইবে যে ঐ রায়তের কোর্ফা রায়তেরাও বর্ত্তমান কিম্বা ভাবী দখলীস্বত্বের অধিকারী রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৩৭ ধারা)

২য়।—কোন রায়ত আপনার যোত কি যোতের কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিলে ঐরূপ বিলি করিবার দরপাট্টা সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না। (৩৮ ধারা)

এই বিধানগুলি অপর কএকটি বিধানের দ্বারা সংকোচিত হইয়াছে। শেষোক্ত বিধানের মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি প্রধান।

১ম।—কোন রায়ত বয়স হেতুক বা স্ত্রীলোক বলিয়া বা পীড়াবশতঃ বা দুর্ভাগ্যক্রমে কি নির্দ্দিষ্ট কএকটি কারণে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায় চাস করিতে অক্ষম হইয়া আপন যোত কোর্ফাবিলি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার ঐ কার্য্যের প্রতি উক্ত সকল বিধান বর্ত্তিবে না, ও

২য়।—যদি কোন রায়ত পূর্ব্বোক্তমতে তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যে শর্ত্তে ও যে নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিত এক্ষণেও সেই শর্ত্তে ও নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার ভূমধিকারীর স্বত্ব অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

২৭। এই বিধান গুলি লইয়া বিলক্ষণ মতভেদ হইয়াছিল। এক পক্ষে ভূম্যধিকারীর সহিত ও অপর পক্ষে তাহার নিজের কোর্ফা প্রজার সহিত রায়তের যে সকল আইনবিহিত সম্বন্ধ আছে তাহার নিজের কৃত কার্য্যক্রমে ঐ সম্বন্ধের কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে দিলে যে অসুবিধা হইবে আমরা তাহা অবগত আছি। এই পরিবর্ত্তন আবার যে নিয়ম অনুসরণ করিয়া সূচিত হওয়া আবশ্যক, তাহা সুনির্দ্দিষ্ট নহে এবং তাহা অবধারণ করা কঠিন। আবার কৃষকদিগের অবস্থা বিবেচনায় অনেক স্থলেই ঐ নিয়ম না খাটিবার বিধান আছে, সুতরাং বিষয়টি বিলক্ষণ জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল আপত্তি সত্ত্বেও আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই কোর্ফা বিলি বিষয়ক প্রথাটি সীমাবদ্ধ করণোপলক্ষে নিম্নলিখিত উপায়াপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সকলেই স্বীকার করেন যে এই প্রথাটি এক কালে নিষেধ করা অসম্ভব। কোন রায়ত আপন যোত কোর্ফা বিলি করিলে যদি তাহার খাজানা বাকী পড়ে, তবে ঐ যোত তালুকের ন্যায় সরাসরী নীলামক্রমে বিক্রয় হইতে পারিবে এবং কোর্ফা প্রজারা দখলীস্বত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ বিধান করা গেল। কোর্ফা বিলি প্রথা একবার প্রচলিত হইলে তাহা ফলোপধায়িরূপে নিবারণ করা যে অতীব কঠিন, এই সকল বিধান হইতে তাহার স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। ইহা দৃষ্ট হইবে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্ত্তিত হইলেও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বলিয়া তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তালুকদার বলিয়া গণ্য হওয়াতে তালুকদারদের যোত যেরূপ সরাসরীমতে নীলাম হইতে পারে ও তাহাদের যেরূপ অন্য দায় ও স্বত্ব থাকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদেরও তাহাই থাকিবে। ভূম্যধিকারী অগ্রে ক্রয় করিতে পারিবেন এই বিধান হইতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরাও তালুকদারদিগের ন্যায় মুক্ত থাকিবেন। কিন্তু যাবৎ ঐ রায়তের নাম রেজিস্টরী করা না যায় এই সকল বিধানের মধ্যে কোনটিই বলবৎ হইবে না। আমাদিগের বিবেচনায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্ত্তিত হইলে যে সকল জটিল সম্পর্ক সৃষ্ট হয় সামান্য খাজানার মোকদ্দমায় আদালতের প্রতি সেই সকল অবধারণ করিবার ভার অর্পণ করিলে অতীব কষ্টকর হইবে। কেবল স্থানীয় গবর্ণমেন্টই ঐ সকল সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া রেজিস্টরী করিলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। স্থানীয় গবর্ণমেন্টও ইহা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

২৮। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধানগুলির আমরা আকারগত ও বস্তুগত বহুল পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

আমরা হারের তালিকা অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধানগুলি স্থানান্তরিত করিয়া স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত বিষয়ক অধ্যায়ের পরে ঐ অধ্যায় স্থাপন করা গেল। চুক্তিক্রমে বা আদালতে মোকদ্দমা করিয়া সাধারণতঃ যে রূপে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় এই স্থলে কেবল তাহারই কথা বলা যাইতেছে।

২৯। উপস্থিত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা চুক্তি সত্ত্বেও ঐ চুক্তি রেজিস্টরী করা না হইলে বৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। ৪১ ধারাক্রমে নিম্নলিখিত বিধিগুলি তদ্রূপ চুক্তির প্রতি বর্ত্তিবে।—

(১)—খাজানা এরূপে বৃদ্ধি করিতে হইবে না যে তাহা রায়তের পূর্ব্বদের খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হয়।

(২)—চুক্তিপত্রে অন্যূন সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(৩)—বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বের বা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অর্থাৎ শতকরা ১২৷৷০ টাকার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অন্যূন পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(৪)—রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ এই ধারামত চুক্তিপত্র রেজিষ্টরী করিবার পূর্ব্বে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত স্বাধীনভাবে তাহা করিতেছে এই২ কথা জানিয়া লইবেন। ইহা দৃষ্ট হইবে যে ধারাটি সংশোধন করায় এক্ষণে এই দাঁড়াইয়াছে যে রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষকে চুক্তি অনুমোদন করিবার ও তাহা উচিত ও ন্যায্য ইহা বুঝিয়া লইবার পরিবর্ত্তে এক্ষণে কেবল ইহাই বুঝিয়া লইতে হইবে যে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত।

৩০। ৪২ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে জমী মুক্তারূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্ব্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত তথাকার কোন বাসেন্দা রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা বৃদ্ধি করিয়া দিবার রেজিষ্টরী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব্ব প্রজা যে খাজানা দিতেন উক্ত রায়ত ঐ জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না এবং তদ্রূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্ব্বোল্লিখিত বিধি বর্ত্তিবে।

৩১। মোকদ্দমাক্রমে খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে আমাদের উদ্দেশ্য এই ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়ের প্রতি বস্তুতঃই ন্যায্য হয় এইরূপ কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়া একটি কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিতে হইবে যাহাতে বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে বহুবিস্তৃত ও সুকঠিন সন্ধান জানিবার প্রয়োজন হইবে না। এই প্রয়োজন থাকাতেই খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত বর্ত্তমান আইনটি ভূম্যধিকারীদিগের হস্তে অকর্ম্মণ্য যন্ত্র স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

এই অভিপ্রায়ে যেং হেতুতে খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম (৪৩ ধারা)।—

(ক)—দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ)—সেই স্থানের বা চলিত বাজারে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ)—ভূম্যধিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ)—রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বন্যা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

৩২। অনুসন্ধানক্রমে অবগত হওয়া গিয়াছিল যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট কেবল বিশেষ বিশেষ স্থানের নিমিত্তই হারের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে যে সংবাদ অবগত হইতে পারিলে ঐ শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া আদালত খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত বিধি খাটাইতে পারেন, আদালতের নিকট সেই সংবাদ উপস্থিত করণার্থ আমাদিগের নিকট অন্য কোন সাধারণ উপায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। খাজানাবৃদ্ধির আইনসম্মত এই হেতুটি এককালে ত্যাগ করণ প্রতি জমীদারেরা আপত্তি করেন, এবং ইহা পূর্ব্বপ্রচলিত আইনের অন্যতম বিধান ছিল বলিয়া রক্ষিত হইল। এই হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে যে স্থলে ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন বশতঃ উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়, যে অনুসন্ধান ও রেজিষ্টরী করণকার্য্যের বিধান পরে করা গিয়াছে তদ্দ্বারা ঐ খাজানা বৃদ্ধি করণ পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। কিন্তু বন্যা দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে এই হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে, আমাদিগের আশঙ্কা এই এতাবৎকাল যে অসুবিধা বশতঃ অর্থাৎ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্ব্বে কিরূপ ছিল তাহার প্রমাণাভাবে খাজানাবৃদ্ধির এই হেতুটি কার্য্যকর হইত না, এইক্ষণেও সেই অসুবিধা বিদ্যমান থাকিবে।

৩৩। পক্ষান্তরে মূল্যবৃদ্ধির হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মূল্যের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিলে, ঐ কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। এস্থলে ইহা বলা উচিত প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্যের তালিকায় যে ভূমির খাজানা লইয়া বিবাদ তাহাতে যে বিশেষ কোন ফসল জন্মিয়াছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া মূল্যের সাধারণতঃ বৃদ্ধি কি হ্রাস সূচিত হইতেছে ইহাই দেখিতে হইবে। জষ্টিস শ্রীযুক্ত ফিল্ড সাহেব কৃত আইন সংগ্রহ পুস্তকের ২৫০ ও তৎপরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় যে রূপ বিবৃত হইয়াছে অর্থাৎ ইংলণ্ডে গড় মূল্যের যে নিয়ম ধরিয়া উৎপন্ন শস্যের দশমাংশের পরিবর্ত্তে মুদ্রাযোগে দেয় কর স্থির করা যায় এখানেও মূল্যের তালিকা লইয়া সেই নিয়মে কার্য্য করিতে হইবে ইহাই আমাদিগের অভিপ্রায়।

৩৪। কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন যে শস্যের মূল্যবৃদ্ধিস্থলে অনুপাতের বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে, মূল্যবৃদ্ধিজন্য আবাদ করিবার খরচ বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কতক টাকা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। আপাততঃ আমরা এই বিষয়ে রায়তকে রক্ষা করিবার ভার খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত অন্য যে সকল নিয়ম প্রণীত হইয়াছে তাহার প্রতি, বিশেষতঃ ৪৮ ধারার প্রতি, অর্পণ করিলাম। ঐ ধারার বিধান এই— যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হয় আদালত কোন মোকদ্দমায় এরূপ খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না। কিন্তু এই অধ্যায়ে যে সকল পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে তাহা জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমালোচিত হইলে এই বিষয়টি অধিকতররূপে বিবেচিত হইবে।

৩৫। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইবার হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করণ পক্ষে যে অসুবিধা অনুভূত হয়, বর্দ্ধিত খাজানা গড় বাৎসরিক মোট উৎপন্নের এক পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না এই প্রস্তাবেও সেই অসুবিধা সম্ভাবে অনুভূত হয়। কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তিরই মত এই যে প্রত্যেক স্থলেই গড় বাৎসরিক মোট উৎপন্ন অর্থাৎ প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের পরিমাণ অবধারণ করা একরূপ অসম্ভব। এই প্রস্তাবটির মূল নিয়মের প্রতিও গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। আমরা এই কারণে মূল পাণ্ডুলিপির ৭৫ (ঘ) ধারার পূর্ব্বোক্ত ভাবের বিধানটি উঠাইয়া দিয়াছি ও তৎপরিবর্ত্তে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত আর একটি নিয়মের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত প্রথম হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিলে টাকা প্রতি আট আনার অর্থাৎ শতকরা ৫০ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারা যাইবে না; ২য় কিম্বা ৪র্থ হেতুতে খাজানাবৃদ্ধি করিলে টাকা প্রতি চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না; এবং (৪৮ ধারা) আদালত কোন স্থলেই অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হইলে, খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না, আমরা এই সকল বিধান করিলাম।

৩৬। একই শ্রেণীর দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা প্রচলিত যে হারে খাজানা দেয় সেই হারের সীমা পর্য্যন্তই খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে, এই সম্বন্ধে আমরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ২০ ধারা অবলম্বন করিয়া ৪৪ ধারায় একটি প্রকরণ (গ) সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণে, যেং স্থলে দেশাচারমতে রায়তের জাতির বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক, সেইং স্থলের বিধান করা হইয়াছে।

৩৭। ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমরা দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য কোন বিধি প্রণয়ন না করিয়া কেবল এই মাত্র বিধান করিলাম যে [৪৬ (খ) ধারা] কতদূর পর্য্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি করিতে দেওয়া যাইবে ইহা নিরূপণ করণার্থে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধন দ্বারা ভূমির উৎপন্নের মূল্য যতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;

(৩) উৎকর্ষসাধন কার্য্যে লাগাইতে হইলে চাষ করিতে কত খরচ পড়ে;

(৪) উক্ত ভূমির বর্ত্তমান খাজানা কত ও উচ্চতর খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

বহুকাল পূর্ব্বের কথা লইয়া কষ্টকর অনুসন্ধান পরিহারার্থে আমরা [৪৬ (ক) ধারায়] বিধান করিয়াছি যে উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করা না গেলে অর্থাৎ ৯ম অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে রেজিষ্টরী করা না গেলে, আদালত খাজানাবৃদ্ধি দিবেন না। উক্ত বিধি সকল এরূপ ভাবে প্রণীত হইয়াছে দৃষ্ট হইবে যে তৎক্রমে আবশ্যক সকল সংবাদই উপযুক্তমতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৮। বন্যাদ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হেতুতে খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে খাজানা সংক্রান্ত কমিশ্যন যে মূলবিধির প্রস্তাব করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমাদিগের গৃহীত বিধিটি প্রণীত হইয়াছে। ঐ বিধির মর্ম্ম এই যে [৪৭ (গ) ধারা] ভূম্যধিকারী ভূমির উৎপন্নের নিট বৃদ্ধির মূল্যের অর্দ্ধেকের অধিক পাইবেন না।

৩৯। ক্রমাগত খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করণ বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭৮ ধারাটি (৫০ ধারা) এক্ষণে প্রচলিত হার অপেক্ষা কমহারে খাজানা দেওয়া হইতেছে কিম্বা মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এইহেতুতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার প্রতিই বর্ত্তিবে; পরন্তু ঐ নিয়মটি এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধির যে মোকদ্দমা দোষ গুণ বিচারের পর ডিসমিস হইয়াছে ও যে মোকদ্দমায় খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে এই উভয়ের প্রতি বর্ত্তিবে, ও একবার খাজানাবৃদ্ধি করা গেলে পনের বৎসর গত না হইলে আবার খাজানাবৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না। পূর্ব্বে দশ বৎসর গত হইলেই খাজানাবৃদ্ধি করা যাইতে পারিত।

৪০। যে ২ হেতুতে খাজানা কমাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে (৫১ধারা) তাহা নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।—অর্থাৎ

(ক)—যোতের জমী রায়তের দোষ ব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা ঐ রূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া স্থায়িরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং

(খ)—ঐ স্থানে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

ইহার প্রত্যেক স্থলেই আদালত যত দূর উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪১। মূল্যের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করণ সম্বন্ধীয় সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫২ধারাটী মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত উক্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারা হইতে কতক বিষয়ে বিভিন্ন। এস্থলে কেবল একটি পরিবর্ত্তনের কথা বলা আবশ্যক, অর্থাৎ এই নূতন ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান উভয় কালের নিমিত্তই মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট গত বার বৎসর নিয়মিতরূপে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া উক্ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই তালিকা গুলি সংশোধন করিয়া কোন স্থানের শস্যাদির মূল্য সম্বন্ধে উহাদিগকে বিশ্বাসযোগ্য লিখিত প্রমাণস্বরূপ করিয়া তুলিতে পারিলে, মূল্যবৃদ্ধির হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করণ সময়ে আদালতের কার্য্যের বিশিষ্টরূপ সরলতা সাধিত হইবে।

৪২। পশুচারণ ভূমির খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৮০ ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া গেল, কারণ পশুচারণের নিমিত্তে প্রজাবিশেষকে ভূমি খাজানা করিয়া দেওয়া অতীব বিরল, সুতরাং এই বিষয়ে বিধির প্রয়োজন নাই।

৪৩। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা শস্যরূপে বা ফসল অনুসারে যে খাজানা দিবেন তাহার সীমা নির্দ্দেশকারী মূল পাণ্ডুলিপির ৮১ ধারাটিও উঠাইয়া দেওয়া গেল; কারণ, এবিষয়ে স্থানীয় রীতি অতিশয় জটিল দৃষ্ট হইল। ফসল বিভাগ করিবার পূর্ব্বে নানা উপলক্ষ করিয়া উহা হইতে সচরাচর অনেক অংশ বাদ দেওয়া হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে কোন দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য বিধি নির্দ্দেশ করিলে আদালতের ভ্রান্তি ঘটিয়া অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

৪৪। শস্যরূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করণ বিষয়ক (৫৩) ধারাটি মধ্য প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ১৮ ধারা অবলম্বনে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজার মধ্যে যে কেহ নির্দ্দিষ্ট কএক জন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট খাজানা রূপান্তরিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত যে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ঐ প্রার্থনা করা যায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আরও মুদ্রাযোগে কত খাজানা দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করণার্থে পুরাতন ধারা অপেক্ষা নূতন ধারায় বিবেচনামত কার্য্য করিবার অধিকতর অবসর প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই বিধান করা গিয়াছে যে ঐ খাজানা নির্ণয় করণকালীন পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্ব্ব দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৫। মূল পাণ্ডুলিপির ৮৯ ধারায় এই বিধান ছিল, ঐ পাণ্ডুলিপির অভিহিত "সামান্য রায়ত" অর্থাৎ দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত তদীয় ভূম্যধিকারীর সহিত কৃত নিয়মানুসারে সময়েং যে খাজানা ধার্য্য হয় ১১৯ ধারার বিধান অর্থাৎ তাহার দেয় অত্যুচ্চ খাজানা মোট উৎপন্নের গড় বার্ষিক মূল্যের পাঁচ আনার অধিক হইবে না এই বিধান প্রবল মানিয়া সেই খাজানা দিবে। আমরা যে কারণে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরদের খাজানা বৃদ্ধি স্থলে এইপ্রকার অত্যুচ্চ খাজানা ধার্য্য করিবার প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছি, এই স্থলেও সেই কারণে তদ্রূপ প্রস্তাব ত্যাগ করিবার মানস করি। দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা ধার্য্য করিবার চুক্তি সম্বন্ধে অন্য কোন নিয়ম করা কর্ত্তব্য কি না এক্ষণে ইহাই কথা হইতেছে। আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এরূপ কোন নিয়ম নির্দ্দেশ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব সংশোধিত পাণ্ডুলিপিক্রমে ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েই এই বিষয়ে স্বাধীন রহিলেন। কেবলমাত্র (৫৭ ধারায়) এই বিধান করা গেল কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে রেজিষ্টরী করা নিয়মপত্র ভিন্ন কিম্বা এই অধ্যায়ের যে কএকটি ধারার কথা শীঘ্রই বলা যাইবে তদুল্লিখিত প্রকারে না হইলে ঐ রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৪৬। যেং হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ক ৫৮ ধারায় আমরা একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি। ঐ প্রকরণানুসারে উক্ত রায়তকে প্রথমবার রেজিষ্টরী করা পাট্টাক্রমে ভূমির দখল দেওয়া গেলে পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু আমরা পরবর্ত্তী (৫৯) ধারায় বিধান করিয়াছি যে মিয়াদ অতীত হইবার অন্যূন ছয় মাস থাকিতে রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৪৭। আমরা দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দিবার বিধান সম্বন্ধীয় প্রকরণটি উঠাইয়া দিতে স্থির করিয়াছি এবং তৎপরিবর্ত্তে (৬০ ধারায়) এই বিধান করিয়াছি যে বর্দ্ধিত খাজানা দিতে অসম্মত এইহেতু ধরিয়া দখলীস্বত্বশূন্য কোন রায়তের নামে উচ্ছেদ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন। ঐ রায়তের পাঁচবৎসর কাল উক্ত খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার অধিকার থাকিবে এবং তাহার পর প্রথম পাট্টার মিয়াদ অতীত হইলে যেং নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত ইতিমধ্যে তাহার দখলীস্বত্ব না জন্মিলে সেই নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

৭ম অধ্যায়।

কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৮। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপন জোতের অর্দ্ধেক কোর্ফা বিলি করাতে তালুকদাররূপে পরিণত হইলে, তাহার কোর্ফা প্রজারা রায়তদের স্বত্ব ও সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী হইবে আমরা পূর্ব্বেই (২৬ ও ২৭ দফায়) পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত এই নূতন বিধানের উল্লেখ করিয়াছি। যে কোর্ফা রায়তেরা এই বিধানের উপকারের অধিকারী নহে, উপস্থিত অধ্যায়ক্রমে তাহাদের কিয়ৎপরিমাণে রক্ষণোপায় লাবিত হইবে।

৬২ ধারার বিধান এই যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া যে কোন কোর্ফা রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূম্যধিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টরী করা পাট্টা বা নিদর্শনপত্রক্রমে কোর্ফা রায়তদের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার।

আর ৬৩ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্যূন ছয় মাস থাকিতে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কোন কোর্ফা রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে পর তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

৪৯। এই অধ্যায়ের প্রথমেই তালুকদার ও রায়তদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করণবিষয়ক স্বত্ব সম্বন্ধে বিধান আছে। এই বিধানগুলি তালুকদার সম্বন্ধীয় মূল অধ্যায়ের প্রথম ভাগহইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে সকল পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে তাহার একটির কথা এস্থলে বলা আবশ্যক। ৬৪ ধারার অন্তর্গত (২) উপধারায় একটি প্রকরণ সংযোগ করা গিয়াছে। ইহার বিধান এই যদি চিরস্থায়ী তালুক কি অবধারিত হারে ভোগকৃত প্রজাস্বত্ব রেজিষ্টরী করিতে হইবে বলিয়া পরে কোন আইন প্রণীত হয়, তবে যে সকল প্রজাস্বত্ব নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিষ্টরী করা না হয়, তাহার প্রতি বিশ বৎসর ভোগ ঘটিত সুবিদিত অনুমানটি বর্ত্তিবে না। আমরা অবগত হইয়াছি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকসভায় পূর্ব্বোক্ত ভাবের রেজিষ্টরী করণ প্রথা প্রচলিত করণার্থে শীঘ্রই আইনের এক খানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় আছে। যদি ঐ পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে বাবস্থা গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত অনুমানের কথাটি অপরিবর্ত্তিত থাকাতে ভূম্যধিকারীদের যে কষ্ট হয় বলিয়া তাঁহারা আক্ষেপ করিয়া থাকেন ঐ আইন ও পূর্ব্বোক্ত প্রকরণক্রমে অন্ততঃ অবধারিত হারে ভোগকৃত প্রজাস্বত্বসম্বন্ধে সেই কষ্টের উত্তমরূপ প্রতিকার হইবে। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত হইবার পরেও ঐ অনুমান আর খাটিবে না (পরবর্ত্তী ৭৭ দফা দেখ)।

৫০। কোন তালুকের অন্তর্গত ভূমির সহিত ভূমি যোজিত হওয়াতে ঐ তালুকের খাজানার টাকা যোগ করিবার সময়ে লভ্য, ঝুঁকি ও আদায়ের খরচা বলিয়া শত করা ত্রিশ টাকা ধরিয়া দিতে হইবে মূলপাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারার উল্লিখিত দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য এই বিধিটি তুল্যভাবের ৬৬ (২) ধারা হইতে উঠাইয়া দিয়া আমরা কেবল এই মাত্র বিধান করিলাম যে, তালুকদার আপনার তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্ববান আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

৫১। আমরা খাজানার কিস্তি বিষয়ক (৬৭) ধারা হইতে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৮ ধারা সংযুক্ত কিয়ৎপরিমাণে জটিল উপবিধিটি অনাবশ্যক বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছি।

৫২। আমরা ৬৮ ধারায় একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি যে তাঁহারা পরীক্ষার্থে প্রজাকে পোষ্টাল মণিঅর্ডরক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। আমাদিগের বিবেচনায় টাকা দিবার এই প্রণালীটি কোন কোন স্থলে সুবিধা জনক বোধ হইতে পারে।

৫৩। আমরা ৭০ ও ৭১ ধারায় প্রজাকে দেয় খাজানার রবজে ও হিসাবে যে সকল বিষয় লিখিতে হইবে তাহা দৃঢ় রূপে নির্দ্দেশ না করিয়া তফসীলে ঐ দলীলের পাঠ দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি সুবিধা বোধ হইলে তাহা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৪। আমরা ৭০ (৪) ধারায় মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত তুল্য ভাবের [১০০ (৪) ধারার] বিধানের দৃঢ়তা শিথিল করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে এই বিধান করা গেল, যে প্রত্যেক রবজে সারতঃ আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে তাহা যে তারিখে দেওয়া যায় সেই তারিখ পর্য্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ায় সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া গণ্য না হইয়া "বিপরীত দর্শান না গেলে" এইরূপ অনুমান হইবে।

৫৫। খাজানা আমানত করা গেলে তাহা ফিরাইয়া লইবার প্রার্থনাপত্রে যাহাতে কোর্ট ফী না লাগে তাহার বিধান করিবার নিমিত্তে কেহ২ আমাদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় বোধ করি; কিন্তু শাসনকার্য্যসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষদিগের এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহাদিগের হস্তেই ইহার ভার রাখা হইল।

৫৬। যে যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে, বাকী খাজানার নিমিত্ত সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করিবার বিধান বিষয়ক (৭৮) ধারার একটি উপধারা সংযোগ করিয়া আমরা, বিশেষ কারণ থাকিলে আদালত খাজানা দিবার নির্দ্দিষ্টকাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন, আদালতের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৭। ভাওলী যোতের উৎপন্ন ফসল বিভাগ বা বাচাই করণার্থে কালেক্টর সাহেব কোন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম। স্বার্থবিশিষ্ট অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে এবং অন্য যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মতে ঐরূপ কার্য্য করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব তাহা করিতে পারিবেন। [৮১ (২) ধারা]

৫৮। যে কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করা যায় তাঁহার প্রদত্ত রিপোর্টের উপর কালেক্টর সাহেব সকল স্থলেই যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, তাঁহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিয়া এই বিধান করিলাম যে পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিলে তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে। [৮২ (৪) ও (৫) ধারা] মূল পাণ্ডুলিপিক্রমে পক্ষদিগকে প্রথম স্থলেই উপকার লাভার্থে দেওয়ানী আদালতে যাইতে হইত, এক্ষণে যে কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা আমাদিগের বিবেচনায় অধিকতর সরল ও সুবিধাজনক।

৫৯। মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার পরিবর্ত্তে আমরা পার্শ্বলিখিত ধারাটি সন্নিবেশ করিয়াছি

শস্যের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

৮৩ ধারা। (১) উৎপন্ন ফসল বাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(২) উৎপন্ন ফসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে যাবৎ উহা বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় স্থলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষি কার্য্যের নির্দ্দিষ্টকালে ফসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে ফসলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি প্রজা ফসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাহার বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শস্য সংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শস্য সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে যত বাচাই হয়, ফসল তত হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

যেস্থলে উৎপন্ন বাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়, সেস্থলে ফসলের দখল সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব ও দায়ের বিষয়ে এই ধারায় সংক্ষেপে প্রকৃষ্টরূপ বিধান করা গিয়াছে

মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার দণ্ড বিষয়ক বিধানটি এই স্থলে গৃহীত হইল না, কারণ ১৯ শ অধ্যায়ের (১৭০ ধারা) মধ্যে দণ্ড বিষয়ক সাধারণ যে প্রকরণ সন্নিবেশ করা গিয়াছে তাহাতেই উক্ত বিষয়ের যথেষ্ট বিধান দৃষ্ট হইবে।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

৬০। আমরা একটি নূতন ধারা (৮৮) সন্নিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে, রায়ত অবধারিত খাজানায় কিম্বা অবধারিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিলে, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে বাধা দিতে পারিবেন না।

৬১। আমরা ৮৯ (৩) ধারায় সংকীর্ণ যথাযোগ্য রায়ত ও তদীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে

(ক) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে ও

(খ) কোন বিশেষ কার্য্য উৎকর্ষসাধন কি না এতৎ সম্বন্ধে,

কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি তাহা চূড়ান্তরূপ নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৬২। উৎকর্ষসাধন ঘটিত বিবাদের সহজে নিষ্পত্তি হইতে পারিবার নিমিত্ত আমরা মধ্যপ্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৮০ ধারা অবলম্বন করিয়া একটি ধারা (৯২) প্রণয়ন করিয়াছি। এই ধারার বিধান এই যে কোন ভূম্যধিকারী কি প্রজা যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে কোন রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং কোন বিষয় এরূপ লিপিবদ্ধ করা গেলে পক্ষদের মধ্যে পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য হয় তাহাতে ঐ লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে গ্রাহ্য হইতে পারিবে। ৩৭ দফায় লিখিত মত ভূম্যধিকারী কৃত উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করিবার বিধান করিয়াও আমরা একটি ধারা (৯১) প্রণয়ন করিলাম।

৬৩। মূল পাণ্ডুলিপির ১২৯ (৪) ধারার বিধান এই ছিল, যদি ইহা দেখান না যায়, যে ভূম্যধিকারী রায়তকে উৎকর্ষসাধন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং আপনি তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তবে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারার পরিবর্ত্তে আমরা একটি উপধারা [৯৩ (৪) ধারা] সন্নিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখ অর্থাৎ উক্ত পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। ঐ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্ব্বে কোন উৎকর্ষসাধন করা গেলে এই ধারা তাহার প্রতি ভূতকাল সম্পর্কে বর্ত্তিবার পক্ষে ইহাতে বাধা হইবে।

৬৪। উৎকর্ষসাধনের নিমিত্তে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যে টাকা দেয় হয় তাহা নিরূপণকালে আদালত-কর্ত্তৃক যেং বিষয় বিবেচিত হইবে, আমরা ৯৪ ধারায় কিয়ৎপরিমাণে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি। নূতন যে কথাগুলি সংযোগ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি গুরুতর অর্থাৎ উৎকর্ষসাধনের ফল যত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তদ্বিবেচনায় ঐ উৎকর্ষসাধনের অবস্থার প্রতি এবং "ভূমি কৃষি কার্য্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যত কাল অবর্দ্ধিত খাজানায় উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন" সেই কালের প্রতি আদালতের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৬৫। মধ্য প্রদেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৩৩ ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা প্রজা কর্ত্তৃক ইস্তফা করণ বিষয়ক (৯৫) ধারাটি নূতন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছি এবং কোনং লোকের এই বিষয়ে একটি ভ্রান্ত সংস্কার আছে বলিয়া তাহার দূরীকরণার্থে একটি উপধারা (৫) যোগ করিয়া স্পষ্টরূপে বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত আপন যোত ইস্তফা করিলে, ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া উহা কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

৬৬। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যে রায়ত আপন যোত পরিত্যাগ করিয়াছে কিন্তু ঐ যোত যে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে ইহা নির্ব্বিঘ্ন রূপে ধরিয়া লইতে পারা যায় কি না এবং উহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দেওয়া যায় কি না ভূম্যধিকারী ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারেন না। এইরূপস্থলে যে অসুবিধা অনুভূত হয় আমরা পার্শ্বলিখিত ধারা প্রণয়ন করিয়া তাহা নিরাকৃত করিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

> ৯৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোটিস না দিয়া ও খাজানা যেমন দেনা হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ত্যাগ করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন যোত আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে কৃষি বৎসরে ঐরূপ ত্যাগ করিয়া যায়, ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর অতীত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।
>
> পরিত্যাগের কথা।
>
> (২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিত্যক্ত জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।
>
> (৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত হইলে, ছয়মাস অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহাদের ক্ষতি পূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্ত্ত ন্যায্য বোধ করেন, সেই শর্ত্তে দখল ফিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৬৭। কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না এই বিষয়ঘটিত ৯৯ ধারায় আমরা নিম্নলিখিত স্থল বর্জ্জিত স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিকস্তী কি পৈবস্তীহেতুক বৎসরং পরিবর্ত্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে চাষের ভূমির পরিমাণ বৎসরং পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া অন্যপ্রকারে খরিদার হন এবং খরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

৬৮। মাপের কৃষ্টি বিষয়ক ১০১ ধারায় আমরা একটি উপধারা সন্নিবেশ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি স্থানীয় তদন্ত লইবার পর কোন স্থানে যে বা যের মানদণ্ড ব্যবহৃত হয় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি এবং ঐরূপে যে নির্দ্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে এই বিধান করিয়াছি। আমাদিগের বিবেচনায় ইহাতে মূল পাণ্ডুলিপির ১৩৮ ধারার আর প্রয়োজন থাকিতেছে না, অতএব ঐ ধারাটি আমরা উঠাইয়া দিলাম। ভূমি মাপ করণ বিষয়ক অন্যান্য বিধান স্বত্বের লিপিসম্বন্ধীয় ১০ম অধ্যায়ের মধ্যে দৃষ্ট হইবে।

৬৯। কোন মহাল কিম্বা তালুকের সহাধিকারিদের পক্ষে কার্য্য করণার্থে কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগ বিষয়ক এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পরিচ্ছেদে আমরা একটি ধারা (১০৯) সংযোগ করিয়া হাই কোর্টের প্রতি কার্য্যাধ্যক্ষদের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৭০। স্বত্বনিমজ্জন বিষয়ক ধারাটি আমরা ত্যাগ করিয়াছি। ঐ ধারাটি থাকিলে দখলীস্বত্ব ভূম্যধিকারীর হস্তে রক্ষিত হওয়াতে তদীয় প্রজাদিগকে কোন রায়তের অবস্থায় পতিত হইতে হয়, সুতরাং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি প্রণেতৃগণের যাহা বিশেষ লক্ষ্য স্থল তদ্বিবেচনায় ঐ ধারাটি আমাদিগের মতে বিশেষ আপত্তিযোগ্য। আবার ঐ ধারাটি রক্ষিত হইলে উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও যে কোন ব্যক্তির ঐ ধারা ক্রমে সম্পত্তিসংক্রান্ত আইনের জটিলতা ঘটাইবার প্রচুর ও যথেচ্ছ ক্ষমতা থাকে। ঐ জটিলতায় প্রতারণার সহায়তা হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সাধারণ উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলেও ঐ ধারাটির প্রতি গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।

আমাদিগের বিবেচনায় এই পাণ্ডুলিপির উপস্থিত প্রয়োজন দখলীস্বত্বসম্বন্ধীয় অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত (২৮) ধারার বিধানক্রমেই যথেষ্টরূপে সাধিত হইবে। এই ধারার কথা পূর্ব্বেই (১৫ দফায়) আমরা বলিয়াছি। মাননীয় জষ্টিস শ্রীযুত ফিলড সাহেব এই বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদিগের এই সংস্কার হইয়াছে যে স্বত্বনিমজ্জনঘটিত প্রস্তাবটি কিয়ৎপরিমাণে উপস্থিত আইনের ন্যায্য অধিকারের বহির্ভূত।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

৭১। উপরি উক্ত দুইটী বিষয় লইয়া মূল পাণ্ডুলিপিতে যে দুইটী অধ্যায় ছিল তাহা এক অধ্যায়ের মধ্যে সংগ্রহ করা এবং সহজতর বিষয়টীর অর্থাৎ স্বত্বের লিপি বিষয়ক কথা প্রথমে বলা আমরা সুবিধা বোধ করিলাম।

৭২। স্বত্বের লিপি না থাকায় জন সাধারণে কখনং, বিশেষতঃ কোন মহাল কি তালুক নীলামক্রমে বলপূর্ব্বক বিক্রয় করা গেলে যে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করেন তিনি যে অসুবিধা অনুভব করেন, আমাদিগের বোধ হয় যে ১১২ সংখ্যক নূতন ধারাক্রমে তাহা দূরীকৃত হইবে। এই ধারাক্রমে বিশেষ কএকটী নিয়মাধীনে ভূস্বামী কি তালুকদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

৭৩। ইহা দৃষ্ট হইবে যে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে গুরুতর একটী পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপির ১২শ অধ্যায়মত সকল স্থলেই, অর্থাৎ, লিপিমধ্যে যে কথা ধরিতে হইবে তাহা লইয়া বিবাদ থাকুক বা না থাকুক, সরাসরী কার্য্যবিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সকলস্থলেই একই ফল হইত অর্থাৎ লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গেলেই তাহা দৃষ্টিমাত্রই শুদ্ধ বলিয়া অনুমান করা যাইত, কিন্তু দেওয়ানী আদালতে তাহার গুরুতর প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। পক্ষান্তরে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে স্বত্বের লিপি প্রথমেই প্রকাশিত হইবার বিধান করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিবার অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গিয়া থাকিলে কি ধরিবার প্রস্তাব করা গেলে যদি তাহার প্রতিবাদ করা হয়, তবে রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারীকে দেওয়ানী আদালতের নিয়মিত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে ঐ বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত লইতে হইবে এবং তাঁহার কৃত নিষ্পত্তি ডিক্রীর ন্যায় প্রবল হইবে। বিশেষ যে জজ তদ্রূপ সকল আপীল শুনিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হন ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রথমতঃ তাঁহারই নিকট আপীল হইতে পারিবে ও পরে দ্বিতীয় আপীল সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাধীনে হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে। সুতরাং লিপির বর্ণিত কোন কথা লইয়া বিবাদ হইলে, সকল স্থলেই বিবাদের বিষয়টি যে সকল কথার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তাহার ন্যায় গণ্য হইবে। লিপি প্রথমে প্রকাশ করণের পর আপত্তি উত্থাপিত করণের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে স্থলে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যায়, লিপির বর্ণিত কথা সেই স্থলে অবিসংবাদিত বলিয়া চিহ্নিত করা যাইবে এবং মূল পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবিত মতে যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায় তাবৎ শুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে। উক্ত সকল কার্য্য বহু বিস্তারে সংঘটিত হইবে বিবেচ্য ও এবং স্বত্বের লিপি যতদূরেই প্রকাশিত হউক না কেন স্বার্থযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে তাঁহার সম্বন্ধে ঐ লিপির মধ্যে

যে কথা ধরা যায় তাহার যথার্থ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা লিপির অন্তর্গত অবিসংবাদিত কথাগুলি যত দূর প্রামাণিক হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তদপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হইলাম না।

৭৪। যে কার্য্যকে "খাজানার বন্দোবস্ত" বলা হইয়াছে তাহাতে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করণ এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা ও তালুকদারেরা অবধারিত খাজানায় না হইয়া অন্যপ্রকারে ভূমি ভোগ করিলে ভূম্যধিকারী বা প্রজা উভয়ে যে সকল খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার প্রার্থনা করেন সেই সকল খাজানার বন্দোবস্ত বুঝাইবে।

কোন যোতের খাজানার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে কি না এবং করা যাইতে পারিলে কত টাকায় তাহা নিরূপণ করিতে হইবে এইগুলি বড় জটিল ভাবের প্রশ্ন এবং দুইটি বিভিন্ন পর্য্যায়ের যুক্তির উপর স্থাপিত। প্রথমতঃ প্রজা সম্বন্ধের অস্তিত্ব, ভূমির পরিমাণ প্রজার স্বত্ব ও যে নিয়মে তিনি ভূমি ভোগ করেন এইরূপ অনেক বিষয়ঘটিত প্রস্তাবের উপর পূর্ব্বোক্তপ্রশ্ন গুলির নিষ্পত্তি নির্ভর করে। ঐ প্রশ্নের মধ্যে আইনঘটিত এমন নানা কথা থাকিবার সম্ভাবনা যাহা সন্তোষজনক ভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইলে পরিশেষে উচ্চতম বিচারালয়ে আপীল হইবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ঐ প্রশ্নগুলির অর্থনীতি-ঘটিত অনেক বিষয়ের সহিত অর্থাৎ ভিন্ন সময়ে প্রচলিত দর, ও এবং উৎকর্ষসাধনের ফল প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে প্রথম স্থলেই হউক আর আপীল ক্রমেই হউক স্থানীয় তদন্ত না হইলে এবং বিচার্য্য বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন এই সকল বিষয় লইয়া যথাযথ কার্য্য করা যাইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত দুইটি বিষয় স্বতন্ত্র করিয়া যাহাতে প্রত্যেকটি বিশেষ ব্যক্তি কর্ত্তৃক চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইবার প্রকৃষ্ট বিধান করা যাইতে পারে ইহাই আমাদিগের বিবেচনা স্থল হইয়াছিল। এই প্রশ্নের যে মীমাংসা মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহা ঐ পাণ্ডুলিপির ১৬০ ধারায় দৃষ্ট হইবে। স্বত্বের লিপি সংক্রান্ত কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে যে পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে এবং অনেক বিশেষতঃ বিচারপটু ও স্থানীয় কৃষিকার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী বিশেষ জজস্বরূপ নিযুক্ত হইবেন পাণ্ডুলিপির উল্লিখিত এই বিধানক্রমে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের অধিকতর সন্তোষজনক উত্তর পাইবার পক্ষে সহায়তা হইবে বোধ হয়। আমরা একণে এই প্রস্তাব করি যে, যে খাজানার বন্দোবস্ত করা যায় কি বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা যায় তৎসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী স্বত্বের লিপির অন্তর্গত কোন কথা-ঘটিত বিবাদের ন্যায় উক্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, ও পরে ঐ সমগ্র বিষয়ের আপীল বিশেষ জজের নিকট হইতে পারিবে এবং স্বত্বের লিপির অন্তর্গত যে কথা বিবেচনায় খাজানার বন্দোবস্ত করা গিয়াছে হাই কোর্ট দ্বিতীয় আপীলে সেই কথা উপলক্ষে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা না করিলে ঐ নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত হইবে। এইস্থলে হাই কোর্ট নূতন করিয়া খাজানা নিরূপণ করিয়া দিতে পারিবেন, কিন্তু জমাবন্দীর লিখিত অন্যান্য খাজানাদৃষ্টে তাহা করিতে হইবে। অর্থাৎ খাজানা অত্যধিক কি অত্যল্প করিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে কেবল এই হেতুতেই হাই কোর্টে দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিবে না কিন্তু আইনঘটিত বিষয়ে বুঝিবার ভুল হইয়াছে বলিয়া, যথা বিশেষ জজ কোন যোতের মধ্যে প্রকৃতই যত জমী আছে তদপেক্ষা অধিক কি অল্প জমী আছে ধরিয়াছেন এই প্রকার হেতুতে দ্বিতীয় আপীল করা যায় বলিয়া দ্বিতীয় আপীল রুজু হইলে ও আপীলকারী কৃতকার্য্য হইলে, হাই কোর্ট খাজানার হার পরিবর্ত্তন না করিয়া স্থলবিশেষে খাজানা কমাইয়া কি বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৫। আমরা ১২০ ধারায় বিধান করিয়াছি যে পূর্ব্বকথিত ধারাক্রমে কোন যোতের খাজানার টাকা ধার্য্য করাইবার নিমিত্ত কোন ভূম্যধিকারীর প্রার্থনা করিবার স্বত্ব থাকিলে, যোতের যে খাজানা তাঁহার প্রার্থনামতে ধার্য্য কিম্বা নির্ণীত হয়, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন কিম্বা যোতের পরিমাণ বৃদ্ধিহেতুক না হইলে, পনের বৎসর কালমধ্যে তাহা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৭৬। খরচ দিতে হইবার বিধান বিষয়ক ১২২ ধারাটি একণে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করণ ও খাজানার বন্দোবস্তকরণ এই উভয় বিষয়ের প্রতিই বর্ত্তান গেল।

৭৭। এই অধ্যায়ের আর একটি বিধানের অর্থাৎ ১১১ সংখ্যক নূতন ধারাটির বিধানের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। বিধানটি এই। কোন প্রজার স্বত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে অবধারিত খাজানায় বিশ বৎসর ভূমি ভোগ করিলে যে অনুমান করা গিয়া থাকে বলিয়া সকলেই অবগত আছেন তাহা আর খাটিবে না।

১১শ অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

৭৮। এই অধ্যায়ের লিখিত বিষয় বিবেচনা করিবার সময়ে আমরা বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অভি-প্রায়ানুসারে কার্য্য করিয়াছি। যে সকল তদন্ত লওয়া হইয়াছে তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে খাজানার হারের মধ্যে বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে বলিয়া অনেক স্থলেই কোন বৃহৎ দেশখণ্ডে খাটিতে পারে হারের এমন সাধারণ তালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক খাজানার সাধারণ

বন্দোবস্ত করণের প্রস্তাব অপেক্ষা তৎকর্তৃক বিশেষ২ স্থানের নিমিত্ত হারের উক্তরূপ তালিকা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট এইরূপ বিবেচনা করেন। প্রথমোক্ত স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারী স্বয়ং যে ভূমি লইয়া বিবাদ তথায় যাইয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে তিনি কেবল যে সকল সাধারণ বৃত্তান্ত অনুসরণ করিয়া আদালতের কার্য্য করিতে হইবে সেই গুলিই নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন। আদালতের সম্মুখে যে বিবাদের স্থল উপস্থিত করা যায় আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারীদের নিরূপিত সাধারণ বৃত্তান্ত গুলি সেই স্থলে খাটাইবেন। অতএব দুই একটি সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা এই কার্য্যপদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছি। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে ইহার যেরূপ গুরুত্ব ছিল এক্ষণে তাহা আর থাকিবে না।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজজমীর কথা লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

৭৯। খামার বা জেরাতভূমি সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্নটির মীমাংসা করিতে গিয়া আমরা দুইটি বিভিন্ন কার্য্যপদ্ধতির বিধান করিয়াছি।—অর্থাৎ—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারি কর্ত্তৃক তদ্রূপ ভূমির জরিপ ও রেজিষ্টরী করণ;

(খ) স্বার্থযুক্ত ভূম্যধিকারি অথবা প্রজার প্রার্থনামতে তদন্ত করণ।

বহুবিস্তৃত দেশ সম্বন্ধে এই বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া তথায় প্রথমোক্ত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে। শেষোক্ত পদ্ধতি কেবল বিশেষ কোন ভূমি খণ্ড লইয়া বিবাদ থাকিলে ঐবিবাদস্থলে খাটিবে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমে দুই কার্য্যপদ্ধতিই সমভাবে দেশের যে কোন অংশে খাটাইতে পারা যাইবে এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। এই শ্রেণীর ভূমির বর্ণনায় আমরা বঙ্গদেশ ও বেহারদেশের মধ্যে কোন প্রভেদ করি নাই। কিন্তু আমরা আদেশ করিয়াছি যে প্রত্যেক স্থলেই দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন২ শ্রেণী ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারী ভূম্যধিকারীর নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা বিধান করিলেও যে২ স্থল স্পষ্টতঃই পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত নহে সেই২ স্থলে কার্য্য করণার্থে কএকটি বিধি প্রণয়ন করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যে ধারায় এই সকল বিধি আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি।

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জামদ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুরদ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী গ্রাম্যাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজজমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পূর্ব্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

৮০। এই অধ্যায়গত যে২ পরিবর্ত্তনের প্রতি আমাদিগের মতে মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক তাহা এই২।—

(ক) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত মোকদ্দমা করিতে হইলে যে কোর্ট ফী দিতে হয় ক্রোকের দরখাস্তেও তাহাই দিতে হইবে, মূল পাণ্ডুলিপির ১৬৭ (২) সংখ্যক এই ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) উৎপন্নশস্য গোলাজাত করা গেলে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

(গ) যাবৎ ক্রোক করণের আদেশ প্রচার কি জারী করা না যায় উৎপন্ন শস্য স্থানান্তর করা যাইবে না, কোন২ স্থলে আদালতের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। [১৪: (৩) ও (৪) ধারা]

(ঘ) যে ফসল গোলাজাত করা যাইতে পারে, তাহা ক্ষেত্রে থাকিতে বিক্রয় করা যাইবে না, ১৪৭ ধারায় ইহার স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে।

(ঙ) কোন ব্যক্তির সপক্ষে মূল পাণ্ডুলিপির ১৮২ ধারামতে অপরাধ করা গেলে, বিশেষ ২ স্থলে ঐ ব্যক্তির অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এই বিষয়ের বিধান সংক্রান্ত ঐ পাণ্ডুলিপির ১৮৬ ধারাটি ত্যাগ করা গিয়াছে।

(চ) পক্ষান্তরে, উক্ত অপরাধের সহায়তাকারিদের দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ১৯ শ অধ্যায়ের প্রথম ধারায় স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে, এবং ১৫৮ ধারায় ইহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে এই অধ্যায়ের বলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে এবং ঐ স্থলে এই অধ্যায়ের বিধান ন্যায্যরূপে না বর্ত্তিলে তিনি যে ব্যক্তিরা তাঁহার বিরুদ্ধে আদালতকে চালিত করিয়াছিল তাহাদিগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়া উক্ত অনিষ্টের প্রতিকার করিতে পারিবেন।

(ছ) মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৭ ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই অধ্যায়ের কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিতেন; এই ধারাটি ত্যাগ করা গিয়াছে।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

৮১। মূল পাণ্ডুলিপির ১৯১ অবধি ১৯৭ পর্য্যন্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কার্য্যপদ্ধতির অধিকার হইতে আমরা দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ও ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা মুক্ত করিয়াছি।

৮২। রাজধানী নগরের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই ১৫৯ সংখ্যক একটি ধারা সন্নিবেশ করিয়াছি। এই ধারাক্রমে হাই কোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেন্টের সম্মতি লইয়া ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে মোকদ্দমায় দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কোন অংশ বর্ত্তিবে নাকি বিশেষ কোন নিয়মাধীনে বর্ত্তিবে ইহা প্রকাশ করণার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, হাই কোর্টের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে। নূতন আইন অনুসারে আদালত সমূহে কিরূপ কার্য্য চলে এই বিষয়ে ভূয়োদর্শন লাভ হইলে, হাই কোর্টের প্রতি প্রদত্ত উক্ত ক্ষমতানুসারে এরূপ ভাবে কার্য্য করা যাইতে পারিবে, যাহাতে কার্য্যপদ্ধতির অধিকতর সরলতা সাধিত হইবে, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস।

৮৩। আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্য্যপদ্ধতি সংক্ষেপতর ও সরলতর করিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া, আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমন জারীকরণকার্য্য ও ঐ কার্য্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদির বিরুদ্ধে আইনঘটিত কোন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

৮৪। পরন্তু খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর স্বত্বঘটিত কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে, তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারায় একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন করিয়াছি। ঐ ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে ঐ খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে ঐ খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বঘটিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক ভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিস ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; ঐ তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আজ্ঞা না পাইলে বাদির প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

৮৫। আমরা আরও ১৬৫ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যদি কোন খাজানার মোকদ্দমায় প্রতিবাদী স্বীকার করে যে তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে কিন্তু যত টাকা পাওনা তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে, তবে আদালত সাধারণতঃ যত টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হয় তত টাকা আদালতে দিতে আদেশ করিবেন।

৮৬। আমরা ১৭৩ ধারায় বিধান করিয়াছি যে বাদী কোন অনধিকার প্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদির দখলে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণেয় উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়।

৮৭। মূল পাণ্ডুলিপির ২০৭ ধারার বিধানক্রমে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজা ইঁহাদের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তি প্রজাস্বত্বের ভাব ও অনুষঙ্গ নিরূপণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিতেন। ইহার পরিবর্ত্তে আমরা ১৭৪ ধারায়, পক্ষদিগের মধ্যে যে কেহ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন, এই

অধিকতর সরল ও সুসঙ্গত কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছি। এবং যে আদালতের নিকট ঐ প্রার্থনা করা যায় সেই আদালতের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি যে উচিত বোধ করিলে ঐ আদালত রাজস্ব কর্ম্মচারীর প্রতি কোন বিষয়ের স্থানীয় তদন্ত লইবার নিমিত্ত আদেশ করিতে পারিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্তে সরাসরী নীলামের বিধি।

৮৮। আমরা ভূম্যধিকারিদের যেরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়াছি তদনুসারে পত্তনী তালুকের নীলাম সংক্রান্ত আইনের বিধানগুলির কোন বস্তুগত পরিবর্ত্তন করি নাই, কেবল আকার লইয়া ও ক্ষুদ্র২ বিষয়ে কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছি। সংশোধিত বিধানগুলি এক্ষণে তফসীল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত করা গেল। ঐ বিধান গুলি লইয়াই এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ হইয়াছে।

৮৯। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি মাত্র ধারা আছে। ঐ ধারার বিধান এই যে, পত্তনী তালুক ভিন্ন কোন তালুক সরকারী রেজিষ্টরে রেজিষ্টরী করিবার বিধান আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যেরূপ পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করেন সেইরূপ পরিবর্ত্তন সহকারে এই অধ্যায়ের সকল বিধান উক্ত সকল তালুক সম্বন্ধে খাটিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

৯০। ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কতদূর পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ করা উচিত কএকটি বিষয় সম্পর্কে এই গুরুতর প্রশ্নটির মীমাংসা পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত ঐ২ বিষয় সম্বন্ধীয় ধারায় দৃষ্ট হইবে (খাজানা ধার্য্য করণার্থ চুক্তির বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী ২৯, ৩০, ও ৪৮ দফা দেখ)। কিন্তু চুক্তিক্রমে আইনের বিধান হইতে মুক্তিলাভ করিবার ক্ষমতা সংকোচ করণার্থে যে২ নিয়ম করা আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির মতে আবশ্যক, আমরা তাহার অনেক গুলিই এই অধ্যায়ের প্রথমে একটি ধারায় সংগ্রহ করা সুবিধাজনক বোধ করিলাম।

যে২ বিষয় চুক্তির সীমার বহির্ভূত করা গেল তাহা নিম্নে দৃষ্ট হইবে।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্বলাভ (২৪, ২৫, ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নির্দ্দিষ্ট দখলীস্বত্বের অনুষঙ্গ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে ফসলী খাজানা পরিবর্ত্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দ্দিষ্ট হেতু ব্যতিরেকে দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্ফা রায়তকে উচ্ছেদ করণ-বিষয়ে এই পাণ্ডুলিপিতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬১ ধারা)।

(চ) খোদের ভূমি করিয়া খাইবাতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯ ৯০, ও ৯৩ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (১৪৮ ধারা)।

৯১। স্থায়ী মোকররী পাট্টা দিবার প্রথা সম্বন্ধে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে আমরা এই অধ্যায়ে ১১১ সংখ্যক একটি নূতন ধারা সন্নিবেশ করিয়া এই বিধান করিয়াছি যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে সেই মহালে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মানুসারে কায়েমী মকররী পাট্টা দিতে ভূম্যধিকারীর বাধা হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৯২। আমাদিগের বাদানুবাদের মধ্যে সর্ব্বস্থলেই স্বীকার করা গিয়াছে যে ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত যে পাট্টা দেওয়া যায় সেই পাট্টাক্রমে ভোগকৃতভূমি, চর ও দেয়াড়া ভূমি ও উঠবন্দী ও চাস হাসিলী প্রথানুসারে গৃহীত ভূমি সম্বন্ধে বিশেষ বিধান আবশ্যক। উক্ত সকল প্রকারের ভূমি সম্বন্ধে যেরূপ বিশেষ বিধান করা আমাদিগের নিকট আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল তাহা এই অধ্যায়ের পশ্চাৎলিখিত তিনটী ধারায় দৃষ্ট হইবে।

৯৩। ২১২ ধারার বিধান এই যে, এই আইনের কোন কথাক্রমে পতিত ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণার্থ কোন চুক্তির ব্যাঘাত হইবে না।

৯৪। ২১৩ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে, যে রায়ত চর বা দেয়াড়া ভূমি ভোগ করে সে তাহা ক্রমাগত বারবৎসর ভোগ না করিলে ঐ ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিবে না এবং যাবৎ ঐ দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহারও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয় সে সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে। কিন্তু আদালত অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গণ্য হইবে না। তাহা হইলে এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

৯৫। পরিশেষে ২১৪ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে "উঠবন্দী" প্রণালী ও "চাস হাসিলী" প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালীমতে কোন ভূমি ভোগ করা গেলে, দেশাচারানুগত বা প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে ঐ ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

৯৬। এ দফার পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে স্থলে কোন রায়ত রায়তস্বরূপ আপন যোতের অংশ না হইয়া খামারভূমি ভোগ করে সেই স্থলের বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায়টি আমরা ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডুলিপির মধ্যে তদ্রূপ প্রজাস্বত্বের উল্লেখ না থাকিলে লোকের বুঝিবার ভুল হইতে পারে বলিয়া আমরা ১১৬ সংখ্যক একটি ধারা সন্নিবেশ করিয়া এইরূপ স্পষ্ট বিধান করা ভাল বোধ করিলাম যে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গ দেশাচার দ্বারা নিয়মিত হইবে।

১৮শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা তামাদি বিষয়ক বিধি।

৯৭। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যে জমী তাহার আপন যোতের অন্তর্গত সেই জমীর পুনর্ব্বার দখল পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা করিলে ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে মিয়াদের কাল যুক্তিসঙ্গতমত অল্প করিয়া ধার্য্য করা উচিত, আমরা এরূপ বিবেচনা করি। মধ্য প্রদেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ৮১ ধারার প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা যে তারিখে তদ্রূপ প্রজাকে উচ্ছেদ করা যায় তদবধি দুই বৎসর কাল মিয়াদের কাল ধার্য্য করিয়াছি। যে মোকদ্দমা পূর্ব্বেই তামাদি হইয়া গিয়াছে, যাহাতে তাহার হেতু পুনরুত্থাপিত না হয় এই জন্য একটী উপবিধি সংযোগ করিয়াছি।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

৯৮। আমরা ভূম্যধিকারীর প্রতি আপন কর্ম্মকারক দ্বারা কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান বিষয়ক ২২১ ধারার বিধান কিয়ৎ পরিমাণে প্রসারিত করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপির নির্দ্দিষ্ট "ভূম্যধিকারী" শব্দের লক্ষণ সত্ত্বেও কোন ২ ব্যক্তির এই বিষয়ে ভ্রান্তি থাকাতে তাহা অপনোদন করণার্থে আমরা ২২২ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া স্পষ্ট বিধান করিয়াছি যে দুই বা তদধিক ব্যক্তি একজমালী ভূম্যধিকারী হইলে, তাঁহারা উভয়ে বা সকলে একত্র হইয়া কার্য্য করিবেন কিন্তু তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তাহার দ্বারা কার্য্য করাইবেন।

৯৯। আমাদিগের বাদানুবাদ কালে এমন অনেক কথা উঠিয়াছিল যাহার সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতীত হইল যে আমাদিগের নিকট অর্পিত কাগজ পত্রাদিতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তদপেক্ষা অধিকতর সংবাদ না থাকিলে আমরা ঐ কথাগুলির যথোপযুক্ত মীমাংসা করিতে সমর্থ হইব না। ইহার মধ্যে কতক গুলি কথা সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও হাই কোর্টের পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিব।

প্রধান কথাগুলি এই২।—

(১) ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে জল সেচনের নিমিত্ত নালা কাটাইবার, জল বিতরণ করিবার ও ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করণার্থে রাজস্ব কর্ম্মচারীর প্রতি ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কি না, ও বাঞ্ছনীয় হইলে কিরূপ বিধান করিতে হইবে।

(২) খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার যাহাতে শীঘ্র হয় এই অভিপ্রায়ে বিধি প্রণয়ন করিয়া কি প্রকারান্তরে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কোন পরিবর্ত্তন করা বাঞ্ছনীয় কি না, বিশেষতঃ যে স্থলে অধিকসংখ্যক রায়ত কেহ কাহার অধীন না হইয়া ভূমিভোগ করে সেই স্থলে ভূম্যধিকারীর প্রতি একই আবেদনপত্রক্রমে তাহাদের বিরুদ্ধে বাকী খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কি না।

(৩) একতর্ফা ডিক্রী দেওয়া গেলে, পুনর্ব্বার বিচার হইবার দাওয়া করিবার যে স্বত্ব আছে, তাহার সংকোচ করণার্থে অনিষ্ট উৎপাদন না করিয়া কোন বিধান করা যাইতে পারে কি না। প্রতিবাদীর নিকট সমন পঁহুছে নাই কিম্বা কোন বিশিষ্ট হেতুবশতঃ প্রতিবাদী উপস্থিত হইতে পারে নাই কোন বিচারপতি স্ববোধমতে ইহা বুঝিতে না পারিলে তিনি পুনর্ব্বার বিচার হইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন আমরা ইহা অবগত আছি; কিন্তু আমাদিগের নিকট ইহা কথিত হইয়াছে যে উপযুক্তমতে সমনজারী অস্বীকার করাই এক্ষণে পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আদালতও প্রতিবাদীকৃত পূর্ব্বোক্ত আপত্তি সহজেই গ্রাহ্য করেন। বিলম্ব সংঘটন ও আপন প্রাপ্য আদায় করিতে গিয়া ভূম্যধিকারীকে অনর্থক ব্যয়গ্রস্ত করাই যে কার্য্যের উদ্দেশ্য, ইহাতে সেই কার্য্যেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

প্রতিবাদী ডিক্রীর টাকা আমানত না করিলে একতর্ফা মোকদ্দমার পুনর্ব্বার বিচার হইবে না আমাদিগের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু আমাদিগের যে সংবাদ জানা ছিল তদ্দৃষ্টে ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম যে হাই কোর্টের মানাবর জজ সাহেবদের বিবেচনার্থ প্রস্তাবটি অর্পিত হউক।

(৪) আমাদিগের নিকট প্রায় ঐরূপ ভাবের আর একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে, প্রস্তাবটি এই— বাকীখাজানার মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে, তিনি ডিক্রীর টাকা আমানত না করিলে ঐ ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করিতে পাইবেন না। এই প্রস্তাব সম্বন্ধেও জজ সাহেবদের মত জানিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

(৫) যে সকল স্বাধীন তালুকের রাজস্ব গবর্ণমেণ্টের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে বন্দোবস্ত হইলেও ঐ তালুকের অধিকারীরা জমীদারের দ্বারা ঐ রাজস্ব দেন, সেই সকল তালুক সম্বন্ধে সরাসরী নীলাম সংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী খাটিতে পারে কি না এই বিষয়ে আমরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মত জানিতে বাঞ্ছা করি। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ঐ সকল তালুকের কথা সরকারী রেজিস্টরে নাই। পত্তনী সম্বন্ধীয় সংশোধিত কার্য্যপ্রণালী উক্ত সকল তালুকের প্রতি বর্ত্তান হউক এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল।

(৬) খাজানা মুক্ত তালুকের অধিকারীদের নিকট পথকর ও পবলিক ওর্কসকরের টাকা বাকী পড়িলে ঐ টাকা আদায় করণসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যপ্রণালী বর্ত্তাইবার নিমিত্ত ঐরূপ ভাবের একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বিষয়টিও আমরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পরামর্শের নিমিত্ত অর্পণ করিব স্থির করিয়াছি।

(৭) যেং নিয়মাধীনে বাস্তুভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধে অধিকতর সংবাদ লইবার আবশ্যকতার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (পূর্ব্ববর্ত্তী ৪ দফা দেখ)

(৮) আমরা উঠবন্দী ও হালহাসিলী জমা সম্বন্ধে দেশাচারানুগত নিয়মাদি রক্ষণ করিয়া তাহা বিশেষমতে বর্ত্তাইয়াছি। অন্য নামে খ্যাত তদ্রূপ জমা সম্বন্ধেও উক্ত সকল নিয়মাদি রক্ষণ করা উচিত কি না এবং চট্টগ্রাম খণ্ডে যে বিশেষ নিয়মে ভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধেও বিশেষমতে কোন দেশাচারাদি রক্ষণ করা আবশ্যক কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।

(৯) আর জমাজমা ও গোরা খোতের হস্তান্তরযোগ্য দখলীস্বত্বের ন্যায় অন্য কোন স্বত্ব অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় ধারার বিধান হইতে মুক্ত করণার্থে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।

(১০) পরিশেষে গত বারবৎসর কালের মধ্যে যে সকল মূল্যের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সেই গুলির শুদ্ধতা সম্পর্কে উৎকর্ষসাধন করা যাইতে পারে কি না এবং প্রধানতঃ ঐ সকল মূল্যের উপর নির্ভর করিয়া খাজানা বৃদ্ধির নিয়ম করিলে কি ফল সম্ভাবনা এই বিষয়ে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ জানিতে ইচ্ছা করি।

১০০। মূল পাণ্ডুলিপির প্রকাশ করণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার আজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপে পালিত হইয়াছে।—

ইংরেজী ভাষায়।

গেজেট।				তারিখ।
ইণ্ডিয়া গেজেট	...	...	...	১৮৮৩ সালের ৩, ১০, ও ১৭ মার্চ।
কলিকাতা গেজেট	...	...	...	১৮৮৩ সালের ৭, ১৪, ও ২১ মার্চ।

দেশীয় ভাষায়।

প্রদেশ।				ভাষা।				তারিখ।
বঙ্গদেশ	...	...	...	বাঙ্গালা	...	...	...	১৮৮৩ সাল ২৪ আপ্রিল।
				হিন্দী	...	...	...	১৮৮৩ সাল ৪ মে।
				উড়িয়া	...	...	...	১৮৮৩ সাল ১৭ মে।

১০১। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক্ষণকার সংশোধিত আকারে পাণ্ডুলিপির পুনর্ব্বার প্রকাশ করা উচিত ইহাই আমাদিগের মত।

এস, সি, বেলী।	টি, ডবলিউ, গিবন।*
সিবর্স টমসন।	আমীর আলী।
সি, পি, ইলবার্ট।	ডবলিউ ডবলিউ, হণ্টর।
জি, এচ, পি, ইবান্স।	এচ, রেনলড্‌স। *
জে ডবলিউ, কুইণ্টন।	

কমিটীর মন্ত্রণার ফল এই রিপোর্টে যথাযথরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি ইহাতে স্বাক্ষর করিলাম, কিন্তু পাণ্ডুলিপির মূল নিয়মের ও তদন্তর্গত অনেক কথার প্রতি আমার আপত্তি আছে, সুতরাং ভিন্নমতসূচক একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য লিখিলাম।

কৃষ্ণদাস পাল।

পাণ্ডুলিপির মূল নিয়ম সমূহের প্রতি আমার সম্পূর্ণ আপত্তি আছে। মাননীয় বাবু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন সেই নিয়মাধীনে ও রীতি অনুসারে এই রিপোর্টে আমি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য ইহাই আমার বিশ্বাস বলিয়া এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিলাম।

দারভঙ্গা।

১৮৮৪ সাল ১৩ই মার্চ।

---

* কোন২ বিষয়ে আপত্তি থাকিল।

তফসীল।

রাজস্ব ও কৃষি সংক্রান্ত কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১ লা মে তারিখের ৪৮৪—১১৬ R. নং আফিসের স্মারকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই জুলাই তারিখের ১৮২৭—৬৪৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৮ই জুলাই তারিখের ১৮৭৬—৬৬৯ L. R. নং পত্র ও তৎসহিত-পত্র [৩ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে জুলাই তারিখের ১৯২৮—৬৯৪ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই আগষ্ট তারিখের ২১৭৯—৭৮৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৫ নং কাগজ পত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখের ৫৮৬ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৬ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের ৬৮৬ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৭ নং কাগজপত্র]।

মানাবর শ্রীযুত টি, এম, গিবন সাহেবের মন্তব্যাবলি [৮ নং কাগজপত্র]।

পূর্ব্ব বাঙ্গালার ভূম্যধিকারীদের ১৮৮৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের আবেদন ও তৎসহিত মন্তব্যাবলি [৯ নং কাগজপত্র]।

দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ বাহাদুরের ১৮৮৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২১ নং পত্র [১০ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৮২২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১১ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের ৯১২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১২ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১লা অক্টোবর তারিখের ১০২১ T. R নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৩ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখের ১০৮৩ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৪ নং কাগজ পত্র]।

রাজস্ব ও কৃষি সংক্রান্ত কার্য্য বিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১০ ই অক্টোবর তারিখের ৯৬৪ R. নং আফিসের স্মারকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১৫ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১১১৭ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৬ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখের ১১৮০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৭ নং কাগজপত্র]।

কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখের পত্র [১৮ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখের ১২৯৯ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৯ নং কাগজপত্র]।

কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ৩ রা নবেম্বর তারিখেরপত্র [২০ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের ২৩২১—৪৩৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২১ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের ২৩৮৯—৮৬১ পত্র ও তৎসহিতপত্র [২২ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের ২৩৯৫—৮৬৩ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৩ নং কাগজপত্র]।

উড়িষ্যার জনসাধারণ সভার কমিটীর ১৮৮৩ সালের ১লা নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [২৪ নং কাগজপত্র]।

উত্তরপাড়ার শ্রীযুত বাবু রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৫ নং কাগজপত্র]

ত্রিহুতের ভূম্যধিকারীদের সভার অবৈতনিক সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই নবেম্বর তারিখের ১১ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৬ নং কাগজপত্র]

শ্রীযুত বাবু কিশোরী লাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের পত্র [২৭ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গ ও বেহারদেশের ভূম্যধিকারীদের সদর কমিটীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখের ১১৮ নং পত্র ও তৎসহিত পত্র [২৮ নং কাগজপত্র]।

রাজস্ব ও কৃষিসংক্রান্ত কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ১০৬৪ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [২৯ নং কাগজপত্র]।

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত সেরপুরের কএকজন জমিদার, তালুকদার, ও মধ্যবর্ত্তি ভূম্যধিকারিদের ১৮৮০ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [৩০ নং কাগজপত্র]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ২৬৭০—৯৫৪ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩১ নং কাগজ পত্র]

ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান সভার সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের ১২৩ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩২ নং কাগজপত্র]।

রাজশাহীর ভূম্যধিকারীদের কমিটীর সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৩ নং কাগজপত্র]।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের ২ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [৩৪ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের ২৭৮৯ - ১০০১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৫ নং কাগজপত্র]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের ১৮২—৪৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৬ নং কাগজপত্র]

ভাগলপুর শাখা ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের সভার নির্দ্ধারণাবলি [৩৭ নং কাগজপত্র]।

ভাগলপুরের ভূম্যধিকারী সভার সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ৯ জানুয়ারি তারিখের ১০৬ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৮ নং কাগজ পত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখের ২২৭—৬৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৯ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫৪০—২৩১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪০ নং কাগজপত্র]।

ত্রিহুতের ভূম্যধিকারীদের সভার অবৈতনিক সেক্রেটরীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫ নং পত্র ও তৎসহিত পত্র [৪১ নং কাগজপত্র]

২ নম্বর।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইনের পাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজানা বৃদ্ধির কথা

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমিভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

সাধারণ।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৭ম অধ্যায়।

কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

১২শ অধ্যায়

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৫শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্তে ডিক্রীমত বিক্রয়ের বিধি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কএকটী আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক কএকটী আইন সংশোধন ও সংগ্রহ করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

১ ধারা। সংক্ষেপ নাম। (১) এই আইন "বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে;

আরম্ভ। (২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদর্থে যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে। অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে।

স্থানীয় ব্যাপ্তি। (৩) কলিকাতা নগর ও উড়িষ্যা খণ্ড ছাড়া এবং তফসীলে লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তফসীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দ্দিষ্ট তফসীলে লেখা প্রদেশ ছাড়া বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তিবে; এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তাইতে পারিবেন।

২ ধারা। রহিত হইবার কথা। (১) যে যে দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তে, সেই সেই দেশে ইহার প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইনগুলি রহিত হইল।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তান যায়, তৎকালে ঐ সকল আইনের মধ্যে যে যে আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের কিয়দংশ মাত্র বর্ত্তান গেলে, তন্মধ্যে যে যে আইন ঐ অংশের সহিত অসঙ্গত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে রহিত হইবে।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত করা যায়, কোন আইনে বা দলীলে সেই আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা এই আইনের বা তদ্বিষয়ক এই আইনের অংশবিশেষের উল্লেখ জ্ঞান করিয়া অর্থ করিতে হইবে।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া সেই স্বত্ব প্রভৃতি পুনর্জ্জীবিত হইবে না।

৩ ধারা। অর্থকরণের কথা। বিষয় বিবেচনায় বা পূর্ব্বাপর কথায় ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর মালগুজারী ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যে যে সাধারণ রেজিষ্টর প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই২ রেজিষ্টরের কোন রেজিষ্টরে একই নম্বরের মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, "মহাল" শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে।

কিন্তু ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারার (১) প্রকরণের (গ) দফামতে কোন তালুক রেজিষ্টরী করা গেলে, তাহা এই লক্ষণের মর্ম্মানুযায়ী মহাল বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) "ভূস্বামী বা জমীদার" শব্দে কোন মহালের মালিকস্বরূপ এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাহার নিকট ঐ ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতে দায়ী কিম্বা বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দায়ী থাকিত, "প্রজা" শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৪) যে এক বা বহু ব্যক্তির অব্যবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, "ভূম্যধিকারী" শব্দে সেই এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যবহার বা দখল নিমিত্ত আপন ভূম্যধিকারীকে মুদ্রা বা শস্য যোগে প্রজার যাহা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, "খাজানা" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৬) খাজানা সম্বন্ধে "দেওয়া" "দিতে" ও "দেওন" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, "অর্পণ করা," "অর্পণ করিতে," ও "অর্পণ করণ" ইত্যাদি বুঝাইবে।

(৭) এক পাট্টাক্রমে বা এক প্রজাস্বত্বের অধীনে কোন ভূম্যধিকারীর কোন প্রজা যে বা যেং ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, "জোত" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

(৮) "কৃষি বৎসর" বলিতে যেখানে বাঙ্গালা সন চলিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফসলী বা আমলী সন চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং যেখানে কৃষিকার্য্যার্থ অন্য কোন সন চলিত থাকে, সেখানে সেই সন বুঝাইবে।

(৯) ১৭৯৩ সালে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" বলিতে তাহা বুঝাইবে।

(১০) "হস্তান্তর" শব্দে ইচ্ছাপূর্ব্বক কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় ও বন্ধক ও দানও বুঝাইবে।

(১১) "উত্তরাধিকার" শব্দে অকৃতচরমপত্র ও চরমপত্রানুযায়ী অর্থাৎ উইল বিনা ও উইলমত উভয় প্রকার উত্তরাধিকারই বুঝাইবে।

(১২) কোন ব্যক্তি আপনার নাম লিখিতে না পারাতে চেরাসহী করিলে, "স্বাক্ষরিত" শব্দে "চেরাসহী করা" বুঝাইবে। এই শব্দে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নামের "মোহরাঙ্কিত"ও বুঝাইবে।

(১৩) "নির্দ্দিষ্ট" শব্দে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বুঝাইবে।

(১৪) "কালেক্টর" শব্দে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা এই আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত অন্য কোন কার্য্যকারক বুঝাইবে।

(১৮) এই আইনের কোন বিধানে "রাজস্ব কর্ম্মচারী" শব্দ থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিধানমত রাজস্ব কর্ম্মচারীর ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত যে কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করেন উক্ত শব্দে সেই কর্ম্মচারী বুঝাইবে।

(১৯) "পত্তনী তালুক" শব্দে এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের বর্ণিত প্রকারের তালুক বুঝায়, এবং সেই তফসীলের উল্লিখিত দরপত্তনী ও অন্যান্য তদ্রূপ তালুকও তদন্তর্গত।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক কথা।

৪ ধারা। এই আইনের কার্য্যপক্ষে নিম্নলিখিত কএক শ্রেণীর প্রজা থাকিবে, যথা,—

(১) তালুকদার, পেটাও তালুকদারেরা ইহার অন্তর্গত;

(২) রায়ত; এবং

(৩) কোর্ফা রায়ত, অর্থাৎ, যে প্রজারা সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে রায়তের অধীনে ভূমি ভোগ করে;

আর নিম্নলিখিত কএক শ্রেণীর রায়ত, যথা,—

(ক) যে রায়তেরা অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করে,—যাহারা অবধারিত খাজানায় কিম্বা অবধারিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করে, এই কথায় তাহাদিগকে বুঝাইবে;

(খ) দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়তদের ভোগকৃত ভূমিতে দখলীস্বত্ত্ব আছে; এবং

(গ) দখলীস্বত্ত্বশূন্য রায়ত, অর্থাৎ যে রায়তদের ঐরূপ দখলী স্বত্ত্ব নাই।

তালুকদার ও রায়ত শব্দের অর্থ।

৫ ধারা। (১) যে ব্যক্তি খাজানা আদায় করিবার স্বত্ত্ব ভূস্বামির স্থানে বা অন্য কোন তালুকদারের স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছেন, "তালুকদার" বলিতে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যাঁহারা ঐরূপ স্বত্ত্ব পাইয়াছেন, তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীদিগকে ও যাঁহারা ৩৭ ধারামতে তালুকদার বলিয়া গণ্য হইবেন সেই ব্যক্তিদিগকেও বুঝাইবে।

(২) যে ব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গদ্বারা, বা বেতনভোগী চাকরদ্বারা কিম্বা অংশীদের সাহায্যে ভূমির চাষ করিবার নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিয়াছেন, "রায়ত" শব্দে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যে ব্যক্তিরা ঐরূপে ভূমি গ্রহণ করেন তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীরাও ৩৭ ধারার নিয়মাধীনে ঐ শব্দে বাচ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন ভূস্বামীর বা তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ না করিলে, তাহাকে রায়ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(৪) কোন প্রজা তালুকদার কি রায়ত, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দেশাচারের প্রতি;

(খ) যে রায়তেরা আপনাদের যোতের অর্দ্ধেকের অধিক কোর্ফা বিলি করে, তাহাদের সম্বন্ধীয় ৩৭ ধারার বিধানের প্রতি; এবং

(গ) প্রথম প্রাপ্তির সময়ে প্রজাস্বত্ত্বের ভাবের প্রতি, অর্থাৎ, ঐ স্বত্ত্ব খাজানা আদায় করিবার বা ভূমির চাষ করিবার স্বত্ত্ব ছিল, ইহার প্রতি।

(৫) কোন যোতের পরিমাণ ন্যূনমত ১০০ বিঘার অধিক হইলে, এবং উহার সমস্ত বা নিম্নমহল পেটাও বিলি করা গেলে, যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ প্রজা তালুকদার বলিয়া অনুমান হইবে।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজানা বৃদ্ধির কথা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে কোন২ স্থলেমাত্র তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবার কথা।

৬ ধারা। (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে, নিম্নলিখিতরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহার খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না, অর্থাৎ,

(ক) যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ঐ তালুক ভোগ করা যায়, তিনি দেশাচারক্রমে, কিম্বা যে যে নিয়ম মত অধীনে ঐ তালুক ভোগ হয় তদনুসারে, তাহার খাজানা বৃদ্ধি করিতে স্বত্ত্ববান, অথবা

(খ) ঐ তালুকদার আপনার খাজানা কমাইয়া লইয়া দাবীকৃত বর্দ্ধিত খাজানা দিতে দায়ী হইয়াছেন, এবং ভূমি হইতে ঐ খাজানা তোলা যাইতে পারে।

(২) শিকস্তী হওয়াতে কিম্বা রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত বা কোম্পানিদের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইনের বিধানমতে ভূমি গৃহীত হওয়াতে কোন তালুকদারের খাজানা কমাইয়া দেওয়া গেলে, ঐ কমান এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী কমান বলিয়া গণ্য হইবে না।

তালুকের খাজানা বৃদ্ধির সীমার কথা।

৭ ধারা। (১) যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, সেই স্থলে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন চুক্তি থাকিলে তাহা মানিয়া ঐ খাজানা নিকটস্থ তদ্রূপ তালুক যাঁহারা ভোগ করেন, তাঁহারা দেশাচারানুগত যে হারে খাজানা দেন সেই হার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(২) যেস্থলে তদ্রূপ দেশাচারানুগত হার নাই, সেই স্থলে উক্তরূপ চুক্তি মানিয়া আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য জ্ঞান করেন, সেই সীমা পর্য্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(৩) যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, ইহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত তালুকদারের মোট যত খাজানা পাওনা হয়, তাহা হইতে খাজানা আদায় করিবার খরচ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাঁহাকে তাহার শতকরা দশ ভাগের কম লভ্য দিবেন না, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(ক) যে অবস্থায় তালুকের সৃষ্টি হয়, যথা, তালুকের অন্তর্গত ভূমি কিম্বা তাহার অধিকাংশ তালুকদারের কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীদের দ্বারায় ও খরচে প্রথম চাষ করা হইয়াছিল কি না;

(খ) তালুকদার বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন কি না;

(গ) আদায় করিবার খরচ ও ঝুঁকি।

(৪ উক্ত তালুকদার আপন তালুকের অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ আপনি দখল করিলে, অথবা ঐ ভূমির কোন অংশ খাজানামুক্ত করিয়া বা উপকারার্থ সামান্য খাজানায় দিলে, ঐ অংশের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা হিসাব করিয়া পূর্ব্বোক্ত মোট খাজানার মধ্যে ধরিতে হইবে।

বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানার দ্বিগুণের অধিক না হইবার কথা।

৮ ধারা। যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, সেই স্থলে পূর্ব্ব ধারামতে যে বর্দ্ধিত খাজানা ধার্য্য করা যায়, তাহা পূর্ব্বদের খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না।

খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৯ ধারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে একবারে খাজানা বৃদ্ধি করিলে কষ্ট হইবে, তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে, খাজানা বৃদ্ধি ক্রমেং করা যাইবে, অর্থাৎ যাবৎ খাজানা বৃদ্ধির ঊর্দ্ধ সীমায় উপস্থিত হওয়া না যায়, পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমেং বৎসর বৎসর খাজানা বৃদ্ধি হইবে।

খাজানা একবার বর্দ্ধিত হইলে দশ বৎসর পরিবর্ত্তিত হইতে না পারিবার কথা।

১০ ধারা। কোন তালুকদারের খাজানা আদালত দ্বারা কিম্বা চুক্তিক্রমে বৃদ্ধি করা গেলে, যে তারিখে বৃদ্ধি করা যায়, আদালত সেই তারিখের পর দশ বৎসর মধ্যে ঐ খাজানা আর বৃদ্ধি করিবেন না।

তালুকের অন্যান্য অনুষঙ্গের কথা।

চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারাদির কথা।

১১ ধারা। প্রত্যেক চিরস্থায়ী তালুক, রেজিষ্টরী করণ সম্বন্ধে এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারিবে।

চিরস্থায়ী তালুকদারকে উচ্ছেদ করিতে না পারিবার কথা।

১২ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারী এই উভয়ের মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত্তক্রমে এই আইনের বিধানসঙ্গত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে উক্ত তালুকদারকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, এইরূপ হেতু বিনা উক্ত তালুকদারকে তদীয় ভূম্যধিকারী উচ্ছেদ করিবেন না।

পত্তনী তালুকের কথা।

পত্তনীদারের পেটাও বিলি করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩ ধারা। পত্তনী তালুকদার এই আইনের বিধান মানিয়া আপনার তালুকের বা তাহার কোন অংশের অন্তর্গত ভূমির বিলি করিতে পারিবেন।

পত্তনী তালুকের ভূম্যধিকারি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার স্থানে জামিন চাহিবার কথা।

১৪ ধারা। (১) ইচ্ছাপূর্ব্বক কিম্বা ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা পত্তনী তালুক হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী খাজানা দিবার ও তালুকের অন্যান্য নিয়ম পালন করিবার সম্বন্ধে উক্ত তালুকের অর্দ্ধ বৎসরের খাজানা পরিমিত মাতব্বর জামিন হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার নিকট চাহিতে পারিবেন।

(২) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, যদি ভূম্যধিকারী এই ধারামতে ক্রেতার স্থানে জামিন চাহেন, এবং চাহিবার তারিখ অবধি এক মাস মধ্যে ঐ জামিন না দেওয়া হয়, তবে যত দিন জামিন দেওয়া না হয়, তত দিন ভূম্যধিকারী হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে বাদ রাখিয়া উক্ত তালুক ক্রোক করিয়া দখল করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামত ক্রোক থাকিবার কালে ভূম্যধিকারী পেটাও তালুকদার কিম্বা রায়তদের স্থানে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইতে ক্রোক করিবার খরচ, আদায়ের খরচ, ও আপনার পাওনা খাজানা কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট টাকা ক্রেতার পক্ষে ন্যাস স্বরূপ রাখিবেন।

(৪) ঐরূপে যে খাজানা আদায় হয়, তাহাতে ক্রোকের খরচ, আদায়ের খরচ এবং ভূম্যধিকারির প্রাপ্য খাজানা দিতে না কুলাইলে, যত টাকা ন্যূন হয় তজ্জন্য ক্রেতা দায়ী থাকিবেন, এবং ভূম্যধিকারী তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারামতে কোন হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা যে জামিন দিবার প্রস্তাব করেন ভূম্যধিকারী তাহা অগ্রাহ্য করিলে, হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা অগ্রাহ্য করিবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে উক্ত জামিন গ্রহণার্থ ভূম্যধিকারির প্রতি আদেশসূচক আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং আদালত প্রস্তাবিত জামিন উপযুক্ত বলিয়া বুঝিলে ঐরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহা না বুঝিলে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত কোন আজ্ঞার উপর আপীল চলিবে না।

রেজিষ্টরী করিবার কথা।

ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিতে হইবার কথা।

১৫ ধারা। (১) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর বা উক্ত তালুকের উত্তরাধিকার ঘটিলে, হস্তান্তরকর্ত্তা ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা একত্র কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি ভূম্যধিকারীর নিকটে যদি প্রার্থনা করেন, এবং প্রার্থক পশ্চাৎনির্দ্দিষ্ট ফী দেন, তবে ভূম্যধিকারী পত্তনী তালুক হইলে পূর্ব্ব ধারার বিধান মানিয়া উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবেন।

কিন্তু কোন তালুকের খাজানা বাকী থাকিলে, ভূম্যধিকারী যদি উচিত বোধ করেন, তবে তাহার হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত প্রার্থনাপত্রে যে ফী দিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিতরূপ হইবে, যথা,—

(ক) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে হইলে, উক্ত তালুকের বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা দুই টাকা ফী দিতে হইবে। কিন্তু ঐরূপ কোন ফী এক টাকার কম কিম্বা এক শত টাকার অধিক হইবে না।

(খ) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে না হইলে, দুই টাকা ফী দিতে হইবে।

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতির কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবেন ; এবং তিনি তাহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক শত টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, সেই টাকা তাঁহার স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী তালুক উহার নিজ

খাজানার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

বাকী খাজানার ডিক্রীভিন্ন অন্য ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১১ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্ব্বে ক্রেতার প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট রেজিষ্টরী করণের ফী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থে ১২ ধারামত বিধিক্রমে আর যে ফী নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অবিলম্বে নীলামের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন। নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিষ্টরী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিষ্টরী করণের ফী পাওয়া গিয়াছে, এবং রেজিষ্টরী করা হইলে চাহিবামাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য্য করিবেন।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুক উহার নিজ বাকী

খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টরী করিবার কথা।

খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী এতদর্থে তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও ও কোন ফী দেওয়া না গেলেও, উক্ত হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিবেন।

১৮ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে

রেজিষ্টরী না করিবার ফলের কথা।

নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিষ্টরী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরকর্ত্তাকে ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে হস্তান্তর হওয়ার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিষ্টরী করা না হয়, কিম্বা ১২ ধারামত বিধির আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে কোন চিরস্থায়ী তালুকের স্বত্ববান হন, তিনি তালুকদারস্বরূপ তাঁহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

১৯ ধারা। (১) পূর্ব্ব কএক ধারামতে ভূম্যধিকারী

ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা।

যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাহা রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরকর্ত্তা বা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্ব্বক রেজিষ্টরী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যান্য পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবেন। ঐ নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কেন রেজিষ্টরী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ন্যায় ফল হইবে।

(৪) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা

রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূম্যধিকারীর প্রার্থনার কথা।

কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া পূর্ব্ব কএক ধারামতে যাহা রেজিষ্টরী হইবার যোগ্য এরূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটিবার পর ছয় মাসের মধ্যে যদি রেজিষ্টরী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত ফী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিষ্টরী করা হইবে না ও তাঁহারা বা তিনি ফী দিবেন না নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত ফী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করিবার ন্যায় ফল হইবে, এবং ঐরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ফী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৪) পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারীর রেজিষ্টরী বহীর লেখার নকল দিবার কথা।

২১ ধারা। পূর্ব্ব কএক ধারামতে কোন তালুকের হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টরী করা গেলে, যে ব্যক্তির প্রতি বা যাহার দ্বারা উক্ত তালুক বা তাহার কোন অংশ হস্তান্তর করা যায়, তিনি কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত তালুকের উত্তরাধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তি রেজিষ্টরী বহীতে উক্ত তালুক সংক্রান্ত যে কথা লেখা থাকে, তাহার যত খান নকল সময়ে২ চাহেন, ভূম্যধিকারীর স্থানে যথার্থ নকল বলিয়া ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরযুক্ত তত খান নকল পাইতে পারিবেন; কিন্তু সময়ে২ এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক আনার অন্যূন বা এক টাকার অনধিক যে ফী ধার্য্য করেন, এরূপ প্রত্যেক খণ্ড নকলের জন্য তিনি ভূম্যধিকারীকে সেই ফী দিবেন।

রেজিষ্টরী করণ সম্বন্ধে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

২২ ধারা। (১) পূর্ব্ব কএক ধারামতে যে সকল রেজিষ্টরী বহী রাখিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত ও এই আইনসম্মত বিধিক্রমে সময়ে২ সেই সকল রেজিষ্টরী বহীর পাঠ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, এবং সাধারণতঃ রেজিষ্টরী করিবার সম্বন্ধে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইবে তাহা নিরূপণ করিতে পারিবেন।

(২) (১) প্রকরণমত কোন বিধি প্রণয়ন কালে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই বিধান করিতে পারিবেন, যে উক্ত বিধি লঙ্ঘন হইলে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অনুবন্ধের কথা।

২৩ ধারা। অবধারিত খাজানার বা অবধারিত খাজানার হারে যে রায়ত ভূমি ভোগ করে,

(ক) কোন তালুকদারের যেং বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হয়, তাহারও আপন যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেইং বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত্তক্রমে এই আইনসম্মত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, সে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, এইহেতু ভিন্ন অন্য কারণে তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবেন না।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

সাধারণ।

বর্ত্তমান দখলীস্বত্ব চলিত থাকিবার কথা।

২৪ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে আইনের বলে কিম্বা দেশাচারক্রমে কিম্বা প্রকারান্তরে কোন ভূমিতে যে রায়তের দখলীস্বত্ব থাকে, এই আইন প্রচলিত হইলে সেই রায়তের উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব থাকিবে।

বাসেন্দা রায়তদের দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার কথা।

২৫ ধারা। (১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলী স্বত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

বাসেন্দা রায়ত শব্দের অর্থ।

২৬ ধারা। (১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তস্বরূপ পাট্টাক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে, কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে, তাহা ভিন্ন২ সময়ে ভিন্ন২ হইলেও, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামে বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্য্যপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন জমী দুই বা তদধিক অংশীদার রায়তী যোতস্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ জমী ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে যতকাল রায়তস্বরূপ জমী ভোগ করে, তত কাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

(৭) যদি কোন রায়ত ১৯ ধারামতে পুনর্বার ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

গ্রাম ও মহাল শব্দের অর্থকরণের কথা।

২৭ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব কএক ধারার কার্য্যপক্ষে,

(ক) গ্রাম শব্দে রাজস্বসংক্রান্ত জরীপের গ্রামের মানচিত্রে একই বহিঃসীমার মধ্যে যে স্থান ধরা যায় সেই স্থান বুঝাইবে এবং যদি মানচিত্র হইতে দেখা যায় যে বাহিরের কোন স্থান ঐ গ্রামের অংশ, তবে তাহাও বুঝাইবে; ও ঐরূপ মানচিত্র প্রস্তুত না হইয়া থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্বার্থবিশিষ্ট সকল ব্যক্তিকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত যাহা উপযুক্ত বিবেচনা করেন এরূপ নোটিস দিয়া স্থানীয় তদন্ত লইলে পর এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন কার্য্যকারক যে স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থান বুঝাইবে।

(খ) যে স্থলে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে বা পরে ১৮৭৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিনাবধি এক বা অধিক বাটওয়ারা হওযাতে দুই বা তদধিক মহাল সৃষ্ট হয়, সেই স্থলে ঐরূপ বাটওয়ারা না হইলে ঐ সকল যে মহালের অংশস্বরূপ হইত, সেই মূল মহালের অন্তর্গত স্থান একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে।

ভূম্যধিকারী দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার ফলের কথা।

২৮ ধারা। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের ভূম্যধিকারী ক্রয় করিয়া বা প্রকারান্তরে ঐ রায়তের স্বার্থ প্রাপ্ত হইলে, দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে; কিন্তু এই ধারার কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

একমালী মালিক ও ইজারদারদের সম্বন্ধে বিশেষ বিধানের কথা।

২৯ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করিলে, ঐ ভূমিতে ভূস্বামী বা তালুকদারস্বরূপ তাহার একমালী স্বার্থ আছে বলিয়া কেবল এই কারণে তাহার উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার বাধা হইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি খাজানার ইজারদারস্বরূপ কোন ভূমি ভোগ করিলে ঐ ভোগহেতুক তৎসম্বন্ধে এই ধারামত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে পর সেই ভূমি ইজারা লইয়া ভোগ করিলে, ঐ দখলীস্বত্ব হারাইবে না।

খামার জমী সংরক্ষণের কথা।

৩০ ধারা। ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বঙ্গদেশে খামার, নিজ বা নিজযোত নামে এবং বেহারে জেরাত, নিজ, সের বা কামাত নামে যে ভূমি খ্যাত, কএক সনের মিয়াদী পাট্টাক্রমে কিম্বা সন বসন পাট্টাক্রমে সেই ভূমি ভোগ করা গেলে, এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলীস্বত্ব জন্মিবে না।

দখলী স্বত্বের অনুষঙ্গের কথা।

৩১ ধারা। কোন ভূমি সম্বন্ধে কোন রায়তের দখলী স্বত্ব থাকিলে, নিম্নলিখিত বিধানগুলি বর্ত্তিবে, অর্থাৎ,

(ক) যাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্বসংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী না হয় এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন, কিন্তু দেশাচারের বিরুদ্ধে বৃক্ষ কাটিতে পারিবেন না।

(খ) তিনি এই আইনের বিধানমতে ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন।

(গ) তিনি উপযুক্ত ও ন্যায্য হারে খাজানা দিবেন

(ঘ) (১) যাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্বসংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী হয় এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিয়াছেন, অথবা

(২) তিনি এই আইনের বিধানসঙ্গত এরূপ এক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন যাহা ভঙ্গ হইলে, তদীয় ভূম্যধিকারির সহিত তাঁহার যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্ত্তানুসারে তাঁহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে;

এই হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার যে ডিক্রী হয়, সেই ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে উক্ত ভূমি হইতে তাঁহার ভূম্যধিকারী তাঁহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

(ঙ) তিনি এই আইন অনুসারে আপন যোত ইস্তফা করিতে পারিবেন।

(চ) এই আইনক্রমে ভূম্যধিকারির যে সকল স্বত্ব রক্ষিত হইল, তাহা মানিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের ভূমিগত স্বার্থ, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা বা উইলক্রমে দান করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইলক্রমে দান করা যাইতে পারিবে।

(ছ) তিনি এই আইনের বিধান মানিয়া উক্ত ভূমি বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিতে পারিবেন।

(জ) তাঁহার ভূমিগত স্বার্থসম্বন্ধে তিনি উইল না করিয়া মরিলে অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় তাহার উত্তরাধিকার ঘটিবে; কিন্তু তিনি যে দায়ভাগ ব্যবস্থার অধীন সেই ব্যবস্থামতে যে কোন স্থলে তাঁহার অন্য সম্পত্তি রাজার প্রাপ্ত বর্ত্তে, সেই স্থলে তাঁহার দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা।

দখলীস্বত্ব ইচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয় করিলে ভূম্যধিকারির অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

৩২ ধারা। (১) রায়তের দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিবার স্বত্ব তদীয় ভূম্যধিকারীর অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের নিয়মাধীন থাকিবে।

(২) অগ্রে ক্রয় করিবার যে স্বত্ব ভূম্যধিকারীর আছে, তদনুসারে কর্ম্ম করিতে তাঁহাকে সমর্থ করিবার নিমিত্ত, রায়ত ভূম্যধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিবার কল্পনা করিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে আদালত বা কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করণার্থ আপন অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস দাখিল করিবেন। যে ব্যক্তির নিকট যে শর্ত্তে তিনি উক্ত স্বত্ব বিক্রয় করিতে চাহেন এবং উক্ত স্বত্ব কিছু (যদি কোন) দায়যুক্ত থাকে ঐ নোটিসে তাহা লিখিবেন, এবং যে তারিখে নোটিস দাখিল করেন সেই তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ গত না হওয়া পর্য্যন্ত বিক্রয় করা বন্ধ রাখিবেন।

(৩) যে আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্য্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে ঐ নোটিস অবিলম্বে ভূম্যধিকারির উপর জারী করাইবেন।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী রায়তের স্থানে দখলীস্বত্ব ক্রয় করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূম্যধিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে ঐ স্বত্ব ক্রয় করা যাইবে, অথবা তাঁহারা মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী এতদর্থে দেওয়ানী আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য ধার্য্য করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূম্যধিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্ত্তৃক ধার্য্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে ঐ মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত হয় ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্যে উক্ত ভূম্যধিকারির নিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূম্যধিকারী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ঐ বিক্রয় ব্যর্থ হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যতজন আসেসর উপযুক্ত বোধ করেন, এই ধারামত দখলীস্বত্বের মূল্য ধার্য্য করিবার নিমিত্ত তত জন আসেসর সঙ্গে লইতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি ঐ বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং ঐ আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্ব্বাচনপ্রণালী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূম্যধিকারীর অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীক্রমে দখলী স্বত্ব নীলাম হয় এবং দুই বা ততধিক ব্যক্তি কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন ও তন্মধ্যে এক জন ভূম্যধিকারী হন, তবে ঐ ডাক ভূম্যধিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করা গেলে ভূম্যধিকারীর বন্ধকগ্রহীতার স্থান লইবার স্বত্বের কথা।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎসম্বন্ধে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূম্যধিকারী উক্ত একমাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা মোকদ্দমার বাদিকে দিবেন, ভূম্যধিকারিকে বাদির স্থানে দণ্ডায়মান হইবার অধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিবেন এবং ভূম্যধিকারির অনুকূলে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূম্যধিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও মোকদ্দমার বাদী থাকিলে, যেরূপ ফল হইত সেইরূপ ফল হইবে।

দখলী স্বত্বদানবিষয়ে নিয়মের কথা।

৩৫ ধারা। (১) রেজিষ্টরী করা নিদর্শনপত্রক্রমে দান করা না গেলে, ভূমিগত দখলীস্বত্বদান ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিষ্টরী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ফী দেওয়া না গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিবেন না।

(৩) এরূপ কোন দান রেজিষ্টরী করা গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ রেজিষ্টরী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্ত্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিবাহবিষয়ে নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটিবে না।

পূর্ব্ব কএক ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারী শব্দের অর্থের কথা।

৩৬ ধারা। পূর্ব্ব চারি ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারী শব্দে কেবল

(ক) যে ভূস্বামীর অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভূস্বামীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী তালুকদারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই তালুকদারকে বুঝাইবে; কিন্তু এরূপস্থলে আবশ্যক যে, উক্ত তালুকদার ভূস্বামীর বা কোন চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূস্বামীর কিম্বা স্থলবিশেষে চিরস্থায়ী তালুকদারের স্থানে ঐ২ ধারার কার্য্যপক্ষে ভূম্যধিকারীর স্বত্বক্রমে কর্ম্ম করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হন।

কোর্ফা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে রায়তেরা কোর্ফা বিলি করে তাহাদের তালুকদারের পরিগণিত হইবার কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার যোতের যে অংশ কোর্ফা বিলি করে, তাহা তদীয় যোতের অর্দ্ধেকের অধিক হইলে, তালুকদারদের রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত যে কোন আইন বিধিবদ্ধ হয়, সেই আইনমতে ঐ রায়ত তালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টরে আপনাকে রেজিষ্টরী করাইলে, এই আইনের মর্ম্মানুযায়ী তালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু (ক) বয়স হেতুক, স্ত্রীলোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা সৈনিক বা গাহস্থ্য চাকরীতে বা তীর্থযাত্রায় যাওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, যে কোন ব্যক্তি চাষ করিতে অক্ষম হইয়া আপনার অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপ-

নার যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করে, তাহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার বলে তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যে২ শর্ত্তে ও যে২ নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিত, সেই২ শর্ত্তে ও সেই২ নিয়মাধীনে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার বলে যে কোন ব্যক্তি তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার যোতের কোর্ফা বিলি করা অংশ ঐ যোতের অর্দ্ধেকের অধিক আর না থাকিলে, সেই ব্যক্তি আবার রায়তে পরিবর্ত্তিত হয় না।

দরপাট্টার কালের নিয়মের কথা।

৩৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিলে, ঐরূপ বিলি করিবার দরপাট্টা সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না।

কিন্তু (ক) কোন রায়ত বয়ঃকহেতুক, স্ত্রীলোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা সৈনিক বা গার্হস্থ্য চাকরীতে কিম্বা তীর্থযাত্রার্থ যাওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, চাষ করিতে অক্ষম হইলে, আপনার অক্ষমতা কালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্ফা বিলি করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইবে না, কিম্বা বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে দরপাট্টা দেওয়া গেলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি সাত বৎসর কাল গণনা করা যাইবে।

খাজানা বৃদ্ধির কথা।

উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিষয়ক অনুমানের কথা।

৩৯ ধারা। যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয়, দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট কোন রায়তের যৎকালে যে খাজানা দিতে হয়, তাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান হইবে।

মুদ্রারূপ খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে নিষেধের কথা।

৪০ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রারূপ (নগদী) খাজানা দিলে, তাহার খাজানা এই আইনের বিধানমতে না হইলে, প্রকারান্তরে বৃদ্ধি করা যাইবে না।

রেজিষ্টরী করা চুক্তিক্রমে খাজানা বৃদ্ধি করিবার কথা।

৪১ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হয়, তাহা রেজিষ্টরী করা চুক্তিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।—

(ক) খাজানা এরূপে বৃদ্ধি করিতে হইবে না যে, তাহা রায়তের পূর্ব্বদেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হয়।

(খ) চুক্তিপত্রে অন্যূন সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(গ) বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্ব বা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অন্যূন পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত তাহা করিতে সক্ষম ও সম্মত ও তাহার মর্ম্ম বুঝে, রেজিষ্টরী করণের কর্ত্তৃপক্ষ এই ধারামত চুক্তিপত্র রেজিষ্টরী করিবার পূর্ব্বে এই২ কথা জানিয়া লইবেন।

পুনর্ব্বার বিলি করিবার বেলা খাজানা বৃদ্ধির কথা।

৪২ ধারা। (১) যে জমী মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্ব্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত তথাকার কোন বাসেন্দা রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা বৃদ্ধি করিয়া দিবার রেজিষ্টরী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব্ব প্রজা যে খাজানা দিতেন, উক্ত রায়ত ঐ জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না।

(২) এইরূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্ব্বধারার বিধান বর্ত্তিবে।

মোকদ্দমা দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করিবার কথা।

৪৩ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রা যোগে খাজানা দিয়া যে যোত ভোগ করে, সেই যোতের ভূম্যধিকারী এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে নিম্ন লিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেইস্থানের বা চলিত বাজারে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ) ভূম্যধিকারির দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বন্যাদ্বারা বৃদ্ধিত হইয়াছে।

প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধিসম্বন্ধীয় বিধান।

৪৪ ধারা। প্রচলিত হারের কমহারে খাজানা দেওয়া হয়, এইহেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,

(ক) বৃদ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় আট আনার অধিক হইবে না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনায় স্থানীয় তদন্ত ব্যতিরেকে খাজানার প্রচলিত হার সন্তোষজনকরূপে জানা যাইতে না পারে, তবে তদর্থে বিধি করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে ক্ষমতা দেন, তদ্বারা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত লওয়া হয় আদালত এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(গ) কোন রায়তের যে হারে খাজানা দিতে হইবে, এই ধারামতে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, যদি ইহা প্রমাণ না হয় যে, হার নির্ণয় করিবার সময়ে দেশাচার-ক্রমে জাতি বিচার করা হয়, তবে তাহার জাতি-বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে, দেশাচারক্রমে কোন প্রকারের রায়তেরা অনুকূল হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে, তবে দেশাচার অনুসারে খাজানার হার নির্ণয় করা যাইবে।

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হার নির্ণয় করিতে হইলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতুক যত টাকা খাজানা বৃদ্ধি করিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাহা বিবেচনাধীনে লইতে হইবে না।

মূল্য বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধিসম্বন্ধীয় বিধি।

৪৫ ধারা। মূল্য বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সময়ান্তরে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য, অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্য্যকর বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এরূপে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন না যে, বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্ব্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মাধীনে ও ৪৮ ধারার নিয়মাধীনে সাবেক খাজানার সহিত বর্দ্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ক বিধি।

৪৬ ধারা। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,—

(ক) এই আইন অনুসারে উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করা না গেলে, আদালত খাজানা বৃদ্ধি দিবেন না।

(খ) যে পরিমাণে খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধনদ্বারা যতদূর ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;

(৩) ঐ উৎকর্ষসাধন কার্য্যে লাগাইতে হইলে, চালন করিতে কত খরচ পড়ে, এবং

(৪) উক্ত ভূমির বর্ত্তমান খাজানা কত ও উক্ত ভূমির খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

(গ) আদালত নিয়মাধীনে ডিক্রী করিতে পারিবেন, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক ফল না ফলিলে, ডিক্রী পুনরালোচনা ও পুনর্ব্বিবেচনা সাপেক্ষ রাখিতে পারিবেন।

বন্যাজনিত উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৭ ধারা। বন্যাজনিত উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধির দাওয়া করা গেলে,

(ক) যে বৃদ্ধি কিয়ৎকালীন বা নৈমিত্তিক মাত্র, আদালত তাহা বিবেচনা করিবেন না।

(খ) বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

(গ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণে খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা এরূপে বৃদ্ধি করিবেন না, যাহাতে ভূমির উৎপন্নের নিট বৃদ্ধির মূল্যের অর্দ্ধেকের অধিক ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হয়।

খাজানাবৃদ্ধি উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপ হইবার কথা।

৪৮ ধারা। যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হয়, আদালত কোন মোকদ্দমায় এরূপ খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না।

ক্রমেং খাজানা বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৪৯ ধারা। যে আদালত খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী করেন, সেই আদালত যদি বিবেচনা করেন যে পূর্ণ পরিমাণে অবিলম্বে ডিক্রী প্রবল করিলে রায়তের কষ্ট হইবে, তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে ঐ বৃদ্ধি ক্রমেং করা যাইবে, অর্থাৎ, যত দূর খাজানা বৃদ্ধি করিবার ডিক্রী হয়, বৎসরং ক্রমেং খাজানা বৃদ্ধি করিয়া পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসরে ততদূর বৃদ্ধি করা যাইবে।

ক্রমাগত খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথা।

৫০ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হইতেছে, এই হেতু ধরিয়া, কিম্বা মূল্য বৃদ্ধিহেতু ধরিয়া কোন যোতের খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী পনর বৎসরের মধ্যে ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পর চুক্তিক্রমে ঐ যোতের খাজানা বৃদ্ধি করা গিয়া থাকে, কিম্বা যদি উক্ত পনের বৎসরের মধ্যে ৫৩ ধারামতে খাজানার রূপপরিবর্ত্তন করা গিয়া থাকে, অথবা এই আইনমতে কিম্বা এই আইন দ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে পূর্ব্বোক্ত কোন হেতু বা অন্য কোন হেতু ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিবার কিম্বা দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

(২) এই ধারার কোন কথাক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭৩ ধারার বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে না।

খাজানা কমাইবার কথা।

খাজানা কমাইবার কথা।

৫১ ধারা। (১) মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত নিম্নলিখিত হেতু ধরিয়া আপনার খাজানা কমাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং যোতের জমী কম হইয়া গেলে, পরে যে বিধান করা গিয়াছে, সেই বিধানের স্থল ছাড়া প্রকারান্তরে পারিবেন না, অর্থাৎ;

(ক) যোতের জমী রায়তের দোষ ব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা ঐরূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া স্থায়িরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিম্বা,

(খ) ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

(২) এই ধারামতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, আদালত যত দূর উপযুক্ত বা ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মূল্যের অর্থাৎ দরের তালিকার কথা।

প্রধান২ শস্যের মূল্যের তালিকার কথা।

৫২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে যে স্থান নির্দ্দেশ করেন, সেই২ স্থানে যে২ প্রধান খাদ্য শস্য জন্মে, প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে বৎসরের যে বা যে২ সময় ধার্য্য করেন, সেই বা সেই২ সময়ে সেই২ শস্যের ফসলের সময়ের বাজার দরের তালিকা প্রস্তুত করিবেন, এবং অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত তাহা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(২) কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ পাইলে, ঐ গবর্ণমেণ্ট অতীত যে কাল উপযুক্ত বোধ করেন, সেই কাল সম্বন্ধে কোন স্থানের ঐরূপ মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) উক্ত মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদিত বা সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৪) ঐরূপ কোন মূল্যের তালিকা উক্তরূপে প্রকাশ করা গেলে, উহা যে সময় সম্বন্ধীয় হয়, সেই সময়ে উক্ত স্থানে প্রচলিত মূল্যের সম্বন্ধে এই অধ্যায়মত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে নিশ্চয় প্রমাণ হইবে।

(৫) কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে কোন মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবার ১৫ দিন পূর্ব্বে উহা যে স্থান সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানের মধ্যে সচরাচর নোটিস যেরূপে প্রকাশ করা যায়, সেইরূপে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং ঐ স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্ত ১৫ দিনের মধ্যে ঐ তালিকার বিরুদ্ধে কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া কোন আপত্তি দিলে, তিনি তাহা ঐ তালিকার সহিত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

শস্যরূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

৫৩ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোন যোতের নিমিত্ত শস্যরূপে কিম্বা শস্যের কিয়দংশের আনুমানিক মূল্য ধরিয়া কিম্বা শস্যভেদে ভিন্ন২ হারে অথবা কিয়ৎপরিমাণে এইরূপ এক প্রণালীতে ও কিয়ৎপরিমাণে অন্য প্রণালীতে খাজানা দিলে, রায়ত বা তদীয় ভূম্যধিকারী ঐ খাজানা মুদ্রারূপ খাজানায় পরিবর্ত্তিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) এই প্রার্থনা কালেক্টর সাহেবের বা মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট, কিম্বা ১০ অধ্যায়মতে যে কোন কর্ম্মচারী খাজানার বন্দোবস্ত করেন, তাঁহার নিকট, কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্ম্মচারীর নিকট, করা যাইতে পারিবে।

(৩) ঐ প্রার্থনাপত্র পাইলে যত টাকা মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হইবে, উক্ত কর্ম্মচারী তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন এবং এই আজ্ঞা করিবেন। যে, রায়ত শস্যরূপে বা পূর্ব্বোক্তরূপ অন্য প্রকারে আপনার খাজানা না দিয়া ঐরূপ নির্ণীত টাকা দিবেন।

(৪) উহা নির্ণয় করিবার সময়ে উক্ত কর্ম্মচারী এই২ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্ব্ব দশ বৎসর ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন, তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

(৫) ঐ আজ্ঞা লিখিয়া করিতে হইবে, এবং উহা যে২ হেতু ধরিয়া করা যায়, ও যে সময়াবধি উহা ফলবৎ হইবে, উহাতে তাহা লেখা থাকিবে; এবং রাজস্ব কর্ম্মচারীরা অন্য যে২ আজ্ঞা করেন, তাহার উপর যে প্রকারে আপীল হইতে পারে, ঐ আজ্ঞার উপরও সেই প্রকারে আপীল হইতে পারে।

(৬) কেহ প্রার্থনাপত্রের বিরোধী হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী হেতু নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যে কর্ম্মচারীরা ৫২ ধারামত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি;

(খ) কোন স্থানে এই অধ্যায়ের কার্য্যার্থে কোন্‌-কোন্‌ খাদ্য শস্য প্রধান শস্য বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা স্থির করিবার বিধি; এবং

(গ) ৪১ ও ৪২ ধারামতে যে কার্য্যকারকেরা চুক্তি রেজিষ্টরী করেন, তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্ব শূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

এই অধ্যায় খাটিবার কথা।

৫৫ ধারা। যে রায়তদের দখলীস্বত্ব না থাকে, ও দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত বলিয়া এই আইনে যাহাদের উল্লেখ আছে, এই অধ্যায় তাঁহাদের সম্বন্ধে খাটিবে।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের প্রথমস্থলীয় খাজানার কথা।

৫৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাহাকে দখল দিবার সময়ে তাহার সহিত ভূম্যধিকারীর যে খাজানার নিয়ম হয়, তাহার সেই খাজানা দিতে হইবে।

খাজানা বৃদ্ধির নিয়মের কথা।

৫৭ ধারা। রেজিষ্টরী করা নিয়মপত্র কিম্বা ৬০ ধারামত নিয়মপত্রক্রমে না হইলে, কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

যে যে হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৫৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।—

(ক) সে বাকী খাজানা দেয় নাই, এই হেতু ধরিয়া।

(খ) উক্ত রায়ত ভূমি এইরূপে ব্যবহার করিয়াছে, যাহাতে উহা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় কার্য্যের অনুপযোগী হয়, অথবা সে এই আইনসঙ্গত এরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ করিলে তাহার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া।

(গ) রেজিষ্টরী করা পাট্টাক্রমে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

(ঘ) ৬০ ধারামতে ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজানা ধার্য্য হইয়াছে, উক্ত রায়ত সেই খাজানা দিবার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছে; কিম্বা ঐ খাজানা দিয়া যে মিয়াদ পর্য্যন্ত সে ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ববান, সেই মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

৫৯ ধারা। মিয়াদ অতীত হইবার অন্যূন ছয় মাস থাকিতে, রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে, পাট্টার মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

খাজানা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

৬০ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী বর্দ্ধিত খাজানা দিবার নিয়মপত্র রায়তের নিকট অর্পণ না করিলে, এবং রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিতে অস্বীকার না করিলে, খাজানা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রায়তের উপর জারী করিবার নিমিত্ত এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে আদালত বা কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কার্য্যকারক অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ রায়তের উপর তাহা জারী করাইবেন; এবং তাহা ঐ রূপে জারী করা গেলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রায়তের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র জারী করা যায়, সেই রায়ত যদি তাহা সম্পাদন করে, এবং যে আফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আফিসে দাখিল করে, তবে পরবর্ত্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র ফলবৎ হইবে।

(৪) কোন রায়ত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কার্য্যকারকের আফিসে উহা ঐ রূপে দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্য্যকারক উহা উক্ত রূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিস নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রায়ত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, সে এই ধারার কার্য্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট যে নিয়মপত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে, এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ যোতের যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, আদালত তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৭) ঐ রূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচ বৎসর কাল ঐ খাজানা দিয়া আপন যোত দখল করিয়া থাকিতে স্বত্ববান্ থাকিবে; কিন্তু উক্তকাল গত হইলে, যদি সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে পূর্ব্বধারার লিখিত নিয়মানুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) ঐরূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(৯) যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত রায়তেরা গড়ে যে খাজানা দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু সাবেক খাজানার উপর টাকায় আটআনার অধিক বৃদ্ধি দিবেন না।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে, যে কৃষি বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি উহা ফলবৎ হইবে।

"দখল দেওয়া" শব্দের অর্থ।

৬১ ধারা। কোন রায়তের দখলে ভূমি থাকিলে, ঐ দখল চলিবার নিমিত্ত পাট্টা লিখিয়া দেওয়া গেলে, যদিও তাহাকে দখল দেওয়া গেল, পাট্টায় এই মর্ম্মের কথা লেখা থাকে, তথাপি এই

অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে ঐ পাট্টাক্রমে তাহাকে দখল দেওয়া গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

৭ম অধ্যায়।

কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

কোর্ফা রায়তের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা।

৬২ ধারা। মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া যে কোন কোর্ফা রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূম্যধিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টরী করা পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্ফা রায়তের দেয় খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না,।

কোর্ফা রায়তদিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

৬৩ ধারা। কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্যূন ছয়মাস থাকিতে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কোন কোর্ফা রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত নোটিস জারী করা না গেলে পর, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

খাজানা অবধারিত থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।

৬৪ ধারা। (১) কোন তালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, যোতের পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এই হেতু বিনা ঐ খাজানা বা খাজানার হার বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

(২) কোন তালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীরা যাহা মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিশবৎসর মধ্যে পরিবর্ত্তিত হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়াআসিতেছেন, এই আইনমত কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ইহার প্রমাণ হইলে, যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি ঐ খাজানায় বা খাজানার হারে তাঁহারা উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ থাকে যে, স্থানবিশেষে অবধারিত খাজানায় বা অবধারিত খাজানার হারে প্রজাস্বত্ব বা কোন শ্রেণীর প্রজাস্বত্ব থাকিলে, তাহা উক্ত আইনের দ্বারা বা তৎক্রমে নির্দ্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্ব্বে রেজিষ্টরী করিতে হইবে, তবে ঐ স্থানে যে কোন প্রজাস্বত্ব বা স্থল বিশেষে উক্ত শ্রেণীর যে কোন প্রজাস্বত্ব রেজিষ্টরী করা হয় নাই, তৎসম্বন্ধে ঐ তারিখের পর পূর্ব্বোক্ত অনুমান খাটিবে না।

(৩) কোন রায়ত ভূমির উৎপন্নের অবধারিত অংশ বা অবধারিত অংশের মূল্য খাজানাস্বরূপ দিয়া থাকিলে, যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বৎসর বৎসর বিভিন্ন হইয়াছে বলিয়া কিম্বা রায়ত ও ভূম্যধিকারী উভয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত খাজানার পরিবর্ত্তে অবধারিত টাকা খাজানাস্বরূপ ধার্য্য করা গিয়াছে বলিয়া কেবল এই কারণে ঐ খাজানা বা খাজানার হার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(৪) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে কোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক করা গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত মিশাইয়া এক যোত করা গেলে, রায়তের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার কার্য্য হইবার কোন বিঘ্ন হইবে না।

(৫) কএক বৎসর মিয়াদে ভূমি ভোগ হইলে কিম্বা ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামতে প্রজাস্বত্ব শেষ হইতে পারিলে, এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না।

খাজানার পরিমাণ ও ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে অনুমানের কথা।

৬৫ ধারা। কোন প্রজার খাজানার পরিমাণসম্বন্ধে কিম্বা কোন কৃষি বৎসরে সে যেং নিয়মে ভূমিভোগ করে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষি বৎসরে যে খাজানা দিয়া যেং নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিয়াছে, বিপরীত দর্শান না গেলে, সেই খাজানা দিয়া সেইং নিয়মে সে ভূমি ভোগ করে এইরূপ অনুমান হইবে।

পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইলে খাজানার পরিবর্ত্তনের কথা।

পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইলে খাজানার পরিবর্ত্তনের কথা।

৬৬ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রজা (ক) পূর্ব্বে যৎপরিমাণ ভূমির জন্য খাজানা দিয়াছেন, মাপ করিয়া তদধিক যত ভূমি থাকা প্রমাণ হয়, উক্ত ভূমির জন্য তাঁহার অতিরিক্ত খাজানা দিতে হইবে, এবং

(খ) শিকস্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে যোতের পরিমাণ কম হইলে, উক্ত প্রজা খাজানা কমাইতে স্বত্ববান হইবেন; কিন্তু যদি প্রমাণ হয়, যে নষ্ট ভূমি পৈবস্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে তাঁহার যোতে যোজিত হইয়াছিল, এবং ঐরূপ যোগ হওয়াতে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় নাই, তবে এই বিধি খাটিবে না।

(২) খাজানায় যে টাকা যোগ করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই শ্রেণীর প্রজাদের যে হারে খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি এবং তালুকদারের বেলা তিনি আপনার তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্ববান্ তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৩) যোতের মোট বার্ষিক মূল্যের যত হ্রাস ঘটে, তাহা পূর্ব্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়, খাজানার যত টাকা কমাইতে হইবে, তাহা পূর্ব্বদের খাজানার সেই অংশ হইবে, কিম্বা নষ্ট ভূমির বার্ষিক মূল্যের সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরিমাণ হ্রাস হয়, তাহা যোতের পূর্ব্ব পরিমাণের যে অংশ খাজানার যত টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বদের খাজানার সেই অংশ হইবে।

খাজানা দিবার কথা।

৬৭ ধারা। (১) তালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে যেরূপ নিয়ম থাকে, তদ্রূপ কিস্তিক্রমে তদ্রূপ তারিখে তালুকদারের দেয় মুদ্রারূপ খাজানা দেওয়া যাইবে; নিয়ম না থাকিলে, দেশাচারমত কিস্তিক্রমে ও তারিখে দেওয়া যাইবে; এবং নিয়ম কিম্বা দেশাচার না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে কোন স্থানের নিমিত্ত যে২ কিস্তি ও তারিখ নির্দ্দিষ্ট করেন, সেই২ কিস্তিক্রমে সেই২ তারিখে দেওয়া যাইবে।

খাজানার কিস্তির কথা।

(২) কোন রায়তের বা কোর্ফা রায়তের যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে বার্ষিক খাজানার অংশস্বরূপ যে২ কিস্তি ও বৎসরে চারির অনধিক যে২ তারিখ নির্দ্দেশ করেন, সেই২ কিস্তিক্রমে ও সেই২ তারিখে সেই খাজানা নিয়মক্রমে কিম্বা নিয়ম না থাকিলে দেশাচারক্রমে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই বিধির বিধানাধীনে দেওয়া যাইবে।

(৩) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রচলিত দেশাচার, ফসলের সময় এবং ভূমির রাজস্ব দিতে হইবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৪) এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা যে কৃষি বৎসরে কলবৎ হইবে সেই কৃষি বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অন্যূন তিন মাস থাকিতে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে।

৬৮ ধারা। (১) প্রত্যেক কিস্তি যে তারিখে দেয় হয়, সেই তারিখের সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে প্রজা ঐ কিস্তির টাকা দিবেন।

খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা।

(২) এই আইনমতে যে২ স্থলে প্রজা আপন খাজানা আমানত করিতে পারে, সেই২ স্থল ছাড়া ভূম্যধিকারীর গ্রাম্য কাছারীতে কিম্বা তদর্থে ভূম্যধিকারী অন্য যে সুবিধামত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রজাকে পোষ্টাল মনিঅর্ডরক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৩) খাজানার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দেয় হয়, সেই সময়ে বা তৎপূর্ব্বে যথাবিধি দেওয়া না গেলে, তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরের কিম্বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে ঐ টাকা জমা দিতে হইবে।

টাকা যেরূপে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা।

(২) প্রজা ঐরূপ কোন নির্দ্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা জমা দিতে পারিবেন।

কবজ ও হিসাবের কথা।

৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীকে খাজানার হিসাবে টাকা দিলে যত টাকা দেন, উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত তত টাকার লিখিত কবজ উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে তৎক্ষণাৎ পাইতে তাঁহার স্বত্ব আছে।

ভূম্যধিকারীকে টাকা দিলে প্রজার কবজ পাইবার স্বত্বের কথা।

(২) ভূম্যধিকারী উক্ত কবজের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

(৩) এই আইনের ৩য় তফসীলে কবজের যে পাঠ দেওয়া গেল, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে যে২ বিশেষ কথা লিখিত থাকে, কবজে ও অনুলিপিতে সেই২ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

(৪) যে প্রত্যেক কবজে সারতঃ এই ধারার আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে, বিপরীত দর্শান না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পর্য্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া অনুমান হইবে।

৭১ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত প্রজার যত খাজানা দিতে হইবে, তৎসমস্ত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভূম্যধিকারী স্বীকার করিলে, ঐ বৎসর অবসান হইবার তিন মাসের মধ্যে ঐ প্রজা বিনা খরচে আপন ভূম্যধিকারীর স্থানে উক্ত ভূম্যধিকারির স্বাক্ষরিত পূর্ণনিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কবজ পাইবার অধিকারী হইবেন।

বৎসরের শেষে প্রজার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি বা হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারের কথা।

(২) ভূম্যধিকারী ঐ কথা স্বীকার না করিলে, প্রজা চারিআনা ফী দিলে ঐ বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে এই আইনের তৃতীয় তফসীলের পাঠে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে যে২ বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎসম্বলিত হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাতেও ঐরূপ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে।

৭২ ধারা। (১) প্রজা কোন খাজানা দিলে, যদি ভূম্যধিকারী তাঁহাকে ৭০ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা সম্বলিত কবজ দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা খাজানা দিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদালত যাহা উচিত বোধ করেন সেইরূপ দণ্ডের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অনুলিপি না রাখিলে দণ্ডের কথা।

(২) যদি ভূম্যধিকারী প্রজার দাওয়ামতে ৭১ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন বৎসরের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্ররূপ কবজ বা হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে বৎসরের কবজ বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বৎসর প্রজা ভূম্যধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদালত যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত দণ্ডের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রজা পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী উক্ত কোন ধারার আদেশমত কবজের বা বিবরণপত্রের অনুলিপি বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাঁহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খাজানা আমানত করিবার কথা।

রাজকীয় কার্য্যালয়ে খাজানা আমানত করিবার দরখাস্তের কথা।

৭৩ ধারা। (১) নিম্নলিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

(ক) যে স্থলে প্রজা খাজানার নিমিত্ত টাকা দিবার প্রস্তাব করেন এবং ভূম্যধিকারী তাহা লইতে বা তজ্জন্য কবজ দিতে অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজা এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার খাজানা যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি বিবাদ বা বিদ্বেষ বশতঃ তাহা লইতে বা তন্নিমিত্ত কবজ দিতে ইচ্ছুক হইবেন না;

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সহাংশীদারদিগকে সংসৃষ্টভাবে দিতে হয়, এবং প্রজা তন্নিমিত্ত সহাংশীদারদের সংসৃষ্ট কবজ পাইতে না পারেন, এবং কোন ব্যক্তি তাঁহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া থাকেন; কিম্বা

(ঘ) যে স্থলে কোন্ ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার স্বত্বাধিকারী এবিষয়ে প্রজার প্রকৃত সন্দেহ থাকে;

সেই স্থলে

যোত যে স্থানের মধ্যে থাকে, সেই স্থানের নিমিত্ত এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ যে কর্ম্মচারিকে নিযুক্ত করেন, প্রজা তৎকালীন পাওনা সমুদয় টাকা তাঁহার আফিসে আমানত করিবার অনুমতি পাইবার নিমিত্ত লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে হেতুতে দরখাস্ত করা যায়, ঐ দরখাস্তে তাহার বর্ণনা থাকিবে এবং (ঘ) স্থলে যে ব্যক্তিকে শেষবার খাজানা দেওয়া হয়, তাঁহার নাম, ও এক্ষণে যে বা যে২ ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন, তাঁহার বা তাঁহাদের নাম দিতে হইবে। তাহাতে প্রজা স্বাক্ষর করিবেন, অথবা মোকদ্দমার বৃত্তান্ত তিনি স্বয়ং না জানিলে, যিনি জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ বিধিক্রমে আট আনার অনধিক যে ফী দিবার আজ্ঞা করেন, সেই ফী তৎসঙ্গে পাঠাইতে হইবে।

যে খাজানা আমানত করা যায় রাজকীয় কর্ম্মচারী তাহার রসীদ দিবে ঐ রসীদ নিজ নিষ্কৃতিপত্র হইবার কথা।

৭৪ ধারা। (১) যে কর্ম্মচারির নিকট পূর্ব্বধারামত দরখাস্ত করা যায় যদি তাঁহার বোধ হয় যে দরখাস্তকারী উক্ত ধারামতে খাজানা আমানত করিবার অধিকারী, তবে খাজানা লইয়া তন্নিমিত্ত আপন সরকারী মোহরযুক্ত রসীদ দিবেন।

(২) উক্ত কর্ম্মচারী উচিত বোধ করিলে, খাজানা লইবার পূর্ব্বে, পূর্ব্বধারার আদেশমত বর্ণনায় যে ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা প্রজার দেয় যে খাজানা পূর্ব্বোক্তরূপে আমানত করা যায় তৎসম্বন্ধে নিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কার্য্যকর হইবে। উক্ত খাজানা

পূর্ব্ব ধারার (ক) প্রকরণের স্থল হইলে যে ব্যক্তির নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা যায় সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যাঁহাকে খাজানা দিতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে নাম লেখা থাকে সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে সংসৃষ্টভাবে সহাংশীদারেরা, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে খাজানা পাইবার স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি,

গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হইত, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে উক্ত রসীদ কার্য্যকর হইবে।

আমানত পাইবার নোটিসের কথা।

৭৫ ধারা। (১) যে কর্ম্মচারী আমানত লন তিনি তাহা প্রাপ্ত হইবার নোটিস আপন আফিসের কোন সুপ্রকাশ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া দিবেন। ঐ নোটিসে সমুদয় প্রয়োজনীয় বৃত্তান্তের বর্ণনা থাকিবে।

(২) পূর্ব্বোক্তমতে যে তারিখে নোটিস লাগাইয়া দেওয়া যায় সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে পরবর্ত্তী ধারামতে আমানতের টাকা কাহাকেও দেওয়া না গেলে, যে প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ টাকা পাইবার দাওয়া বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত কর্ম্মচারী বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিনা খরচায় আমানত পাইবার নোটিস জারী করাইবেন।

আমানতী টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা।

৭৬ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্ম্মচারির বিবেচনায় আমানতের টাকা পাইবার অধিকারী বলিয়া বোধ হয়, তিনি তাহাকে ঐ টাকা দিতে পারিবেন, অথবা উচিত বোধ করিলে যে ব্যক্তির এরূপ অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ঐ টাকা রাখিতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আদেশ করিলে, পোষ্টাল মণিঅর্ডর করিয়া ঐ টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে কোন আমানত করা যায় সেই তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বে এই ধারামতে কোন টাকা দেওয়া না গেলে, যদি আমানতকারী প্রার্থনা করেন ও যে কর্ম্মচারির নিকট খাজানা আমানত করা যায় তাঁহার দত্ত রসীদ ফিরাইয়া দেন, তবে দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবের আজ্ঞা না থাকিলে আমানতী টাকা আমানতকারীকে ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব্ব কএক ধারামতে আমানত গ্রহণকারী কোন কর্ম্মচারী যাহা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের

বিরুদ্ধে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করা যাইবে না ; কিন্তু এই ধারামতে ঐরূপ কোন আমানতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় ঐ টাকা পাইবার স্বত্বাধিকারী কোন ব্যক্তির তাঁহার স্থানে ঐ টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন কথাক্রমে হইবে না।

বাকী খাজানার কথা।

খাজানা হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রথম দায় হইবার কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের খাজানা উহার প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

(২) ভূম্যধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি টাকার ডিক্রী পাইয়া ঐ ডিক্রী জারীক্রমে প্রজার স্বত্ব, অধিকার ও স্বার্থ নীলাম করিলে, উক্ত প্রজার স্থানে ভূম্যধিকারির যে খাজানা পাওনা থাকে, উক্ত নীলামের উৎপন্ন টাকা হইতে ভূম্যধিকারী প্রথমে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু (১) প্রকরণমতে ভূম্যধিকারীর যে দাবী থাকে, এই স্বত্বক্রমে তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

যে যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করিবার কথা।

৭৮ ধারা। (১) যে কোন যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যেখানে বাঙ্গালা সন চলিত থাকে সেখানে ঐ সনের শেষে, কিম্বা যে খানে ফসলী বা আমলী সন চলিত থাকে সেখানে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ভূম্যধিকারী উক্ত বাকী খাজানা আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বা না থাকুন এবং কোন চুক্তির শর্ত্তক্রমে উক্ত প্রজাকে বাকী খাজানা নিমিত্ত উচ্ছেদ করিতে স্বত্ববান হউন বা না হউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় বাদির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে তাহাতে বাকী খাজানার টাকা ও তদুপরি সুদ পাওনা হইলে ঐ সুদ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিম্বা পঞ্চদশ দিনে আদালত বন্ধ থাকিলে আদালত যে দিনে পুনর্ব্বার খোলে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচা আদালতে দেওয়া গেলে, ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

বাকী খাজানার সুদের কথা।

৭৯ ধারা। বাকী খাজানার সুদের হার ধার্য্য করিবার সময়ে আদালত প্রচলিত প্রথার ও পক্ষদের মধ্যে কোন নিয়ম হইয়া থাকিলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; কিন্তু যে কৃষি বৎসরে বাকী পড়ে, সেই বৎসরের অবসানাবধি মোকদ্দমা উপস্থিত করণ পর্য্যন্ত সামান্যতঃ বৎসর শতকরা বার টাকা হারে সুদের ডিক্রী দিবেন।

যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা খাজানা না দেওয়া গেলে কিম্বা অন্যায়রূপে প্রতিবাদির নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে, হানিপূরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৮০ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আনীত কোন মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে প্রতিবাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা তাহার দেয় খাজানা দিতে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিয়াছে, তবে খাজানা ও খরচা বলিয়া যত টাকা ডিক্রী হয় তদতিরিক্ত আদালত যত টাকা খাজানার ডিক্রী হয় তাহার শতকরা ২৫ টাকার অনধিক যত হানিপূরণ উপযুক্ত বোধ করেন বাদির তত হানিপূরণের টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পরিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে হানিপূরণের আজ্ঞা হইলে, সুদের ডিক্রী হইবে না।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আনীত কোন মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে বাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, তবে বাদী যে মোট টাকার দাওয়া করে তাহার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা হানিপূরণস্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ফসলী বা ভাওলীখাজানার কথা।

ফসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত আজ্ঞার কথা।

৮১ ধারা। যে স্থলে উৎপন্ন যাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়,

(ক) সেই স্থলে যাচাই বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত সময়ে যদি ভূম্যধিকারী বা প্রজা স্বয়ং বা কর্ম্মকারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উপেক্ষা করেন, কিম্বা

(খ) উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বা মূল্য বা বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,

তবে কালেক্টর কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং কালেক্টর খরচ বলিয়া যত টাকা দিবার আজ্ঞা করেন উক্ত পক্ষ সেই টাকা আমানত করিলে, ঐ ফসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত যে কর্ম্মচারিকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মতে ঐরূপ আজ্ঞা করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব ঐরূপ প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করিলে, যাবৎ যাচাই বা বিভাগ না হয়, তাবৎ আজ্ঞাদারা ফসল স্থানান্তর করা নিষেধ করিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা গেলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮২ ধারা। (১) কালেক্টর পূর্ব্ব ধারামতে কোন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিলে, আপন বিবেচনামতে উক্ত কর্ম্মচারীর প্রতি এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে তিনি অন্য কোন ব্যক্তিদিগকে আসেসরস্বরূপ আপনার সহিত লন এবং আসেসর লওয়া গেলে উক্ত আসেসরদের সংখ্যা, যোগ্যতা ও নির্ব্বাচন প্রণালী সম্বন্ধে এবং যাচাই বা বিভাগ করণ কালে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন

করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে আদেশ দিতে পারিবেন; এবং উক্ত কর্ম্মচারী সেই আদেশ অনুসারে কার্য্য করিবেন।

(২) উক্ত কর্ম্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিবার পূর্ব্বে যে সময়ে ও স্থানে যাচাই বা বিভাগ করা যাইবে তাহার নোটিস ভূম্যধিকারীকে ও প্রজাকে দিবেন, কিন্তু ভূম্যধিকারী বা প্রজা নিজে বা কম্মকারকদ্বারা উপস্থিত না হইলে, তিনি এক তরফা কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(৩) উক্ত কর্ম্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিলে, আপন কার্য্যানুষ্ঠানের রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট পাঠাইবেন।

(৪) কালেক্টর উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং উভয় পক্ষকে তাহাদের কথা শুনিবার সুযোগ দিয়া কোন তদন্ত আবশ্যক বোধ করিলে সেই তদন্তের পর উক্ত রিপোর্টের উপর যে আজ্ঞা ন্যায্য বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিবেন।

(৫) কালেক্টর উচিত বোধ করিলে, পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্তরূপ নিয়ম সাপেক্ষ থাকিয়া, তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে।

(৬) উক্ত কর্ম্মচারী যাচাই অর্থাৎ দানাবন্দী করিলে, দানাবন্দী বা যাচাইর কাগজপত্র জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে রক্ষিত হইবে।

শস্যের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

৮৩ ধারা। (১) উৎপন্ন ফসল যাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(২) উৎপন্ন ফসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, যাবৎ উহা বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত ফসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় স্থলেই ভূম্যধিকারির পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষিকার্য্যের নিয়মিত কালে ফসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে ফসলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি প্রজা ফসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শস্যসংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শস্য সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে যত যাচাই হয়, ফসল তত হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারির পরিবর্ত্তন হইলে খাজানার দায়ের কথা।

হস্তান্তরের নোটিস না পাইয়া পূর্ব্ব ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দেওয়া যায়, তজ্জন্য ভূম্যধিকারির স্বার্থগ্রহীতার নিকট প্রজার দায়ী না হইবার কথা।

৮৪ ধারা। (১) কোন প্রজার ভূম্যধিকারির স্বার্থ হস্তান্তর করা গেলে, হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা পাওনা হয়, তাহা যে ভূম্যধিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, সেই ভূম্যধিকারীকে দেওয়া গেলে, যদি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা প্রজাকে হস্তান্তর হইবার নোটিস না দিয়া থাকেন, তবে ঐ প্রজা উক্ত খাজানার নিমিত্ত হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার নিকট দায়ী হইবে না।

(২) যে ভূম্যধিকারির স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, তাঁহাকে একাধিক প্রজা খাজানা দিলে, যদি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রজাদের নিকট এক সাধারণ নোটিস প্রচার করেন, তাহা এই ধারার কার্য্যপক্ষে উপযুক্ত নোটিস হইবে।

আইনবিরুদ্ধ কর প্রভৃতির কথা।

আবওয়াব প্রভৃতি আইনবিরুদ্ধ হইবার কথা।

৮৫ ধারা। প্রকৃত খাজানার অতিরিক্ত আবওয়াব, মাথট কিম্বা তদ্রূপ অন্য নাম দিয়া প্রজাদের উপর যে কোন কর ধার্য্য করা যায়, তাহা আইনবিরুদ্ধ হইবে, এবং এরূপ কর দিবার সমুদয় শর্ত্ত ও নিয়ম অসিদ্ধ হইবে।

দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রজার খাতে ভূম্যধিকারী অন্যায় করিয়া লইলে দণ্ডের কথা।

৮৬ ধারা। প্রচলিত কোন বিশেষ আইনক্রমে না হইলে, আইনমতে যে খাজানা দেয়, তদতিরিক্ত প্রজার খাতে কোন টাকা বা তাহার ভূমির উৎপন্নের কোন অংশ ভূম্যধিকারী অন্যায় করিয়া গ্রহণ করিলে, উক্ত প্রজা ঐরূপ গ্রহণ করিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে ঐরূপে গৃহীত টাকার বা উৎপন্নের মূল্যের অতিরিক্ত পাঁচ শত টাকার অনধিক আদালত দণ্ডস্বরূপ যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত টাকা, কিম্বা যাহা ঐরূপে অন্যায় করিয়া লওয়া যায়, তাহার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণ পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে, সেই পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক টাকা ভূম্যধিকারির নিকট পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

"উৎকর্ষসাধন" শব্দের অর্থ।

৮৭ ধারা। (১) এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন রায়তের যোতের সম্বন্ধে "উৎকর্ষসাধন" শব্দ ব্যবহৃত হইলে যে কোন কার্য্য দ্বারা যোতের জমাই মূল্য বৃদ্ধি হয়, যাহা উক্ত যোতের উপযোগী এবং উহা যে উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যসঙ্গত, এবং যাহা যোতের উপর করা না গেলেও সাক্ষাৎসম্বন্ধে উহার উপকারার্থ করা যায়, কিম্বা করিবার পর সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ যোতের উপকারজনক করা যায়, সেই কার্য্য বুঝাইবে।

(২) বিপরীত দর্শান না গেলে, নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী উৎকর্ষ সাধন বলিয়া অনুমান হইবে,—

(ক) কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত কিম্বা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত মনুষ্যের ও গবাদির ব্যবহার নিমিত্ত জলসঞ্চয়, যোগান বা বিতরণ করণার্থ কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন;

(খ) জলসেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্য্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কিম্বা যে পতিত ভূমি আবাদ করা যাইতে পারে, তাহার জলনিঃসরণ কিম্বা নদী বা অন্য জল হইতে উদ্ধার করণ, কিম্বা জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করণ, কিম্বা জলজনিত ক্ষয় বা অন্য হানি নিবারণ;

(ঘ) কৃষিকার্য্যার্থ ভূমির আবাদ বা পরিষ্কার করণ কিম্বা তাহা ঘেরা বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন;

(ঙ) পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্য নূতন করিয়া বা পুনঃসংস্কার করা, অথবা তাহার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করা; ও

(চ) আবশ্যক বাটীর ঘর সমেত রায়ত ও তদীয় পরিবারের উপযোগী বাসগৃহ নির্ম্মাণ।

(৩) কিন্তু রায়ত কোন যোতে যে কার্য্য করেন, তদ্দ্বারা স্বীয় ভূম্যধিকারীর মহালের বা তালুকের মূল্য বিশেষরূপে কম হইয়া পড়িলে, ঐ কার্য্য এই আইনের অভিপ্রায়মত উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

৮৮ ধারা। রায়ত অবধারিত খাজানায় কিম্বা অবধারিত খাজানার হারে ভূমিভোগ করিলে, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহার যোতের সম্বন্ধে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে তাহাকে ভূম্যধিকারীস্বরূপ বাধা দিতে পারিবেন না।

অবধারিত হারে ভূমিভোগ করা গেলে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৮৯ ধারা। (১) কোন রায়তের যোতে তাহার দখলীস্বত্ব থাকিলে, রায়ত বা ভূম্যধিকারী নিজে উৎকর্ষসাধন করিতে সম্মত আছেন, এই হেতু বিনা রায়ত বা ভূম্যধিকারীস্বরূপ উক্ত যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে অপর পক্ষকে বাধা দিতে পারিবেন না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বের কথা।

(২) যদি রায়ত ও ভূম্যধিকারী উভয়েই একই উৎকর্ষসাধন করিতে চাহেন, তবে উক্ত ভূম্যধিকারীর অধীন অন্য এক বা অধিক যোত তদ্দ্বারা স্পৃষ্ট না হইলে, রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্র স্বত্ব থাকিবে।

(৩) রায়ত ও তাহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে

(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বসম্বন্ধে, কিম্বা

(খ) কোন বিশেষকার্য্য উৎকর্ষসাধন কিনা, এতৎসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে,

কালেক্টর সাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

৯০ ধারা। (১) দখলীস্বত্বশূন্য কোন রায়ত আপনার ও স্বীয় পরিবারের নিমিত্ত আবশ্যক বাটীর ঘর সমেত উপযুক্ত বাসগৃহ প্রস্তুত করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্তমতে কিম্বা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে না হইলে আপনার যোতসম্বন্ধে স্বীয় ভূম্যধিকারীর অনুমতি না লইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন না।

দখলীস্বত্বশূন্য যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।

(২) স্বীয় ভূম্যধিকারীর অনুমতির প্রয়োজন না থাকিলে, যে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত আপন যোত সম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করিতে পারিতেন তিনি উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশ করিয়া তাঁহাকে অনুরোধপত্র দিতে বা দেওয়াইতে পারিবেন, এবং ভূম্যধিকারী ঐ অনুরোধ পালন করিতে অক্ষম হইলে, বা উপেক্ষা করিলে, আপনি ঐ উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন।

৯১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী আইনমতে যে উৎকর্ষসাধন করেন, কিম্বা যাহা আইনমতে তাঁহার খরচে করা যায়, কিম্বা যাহা করিতে তিনি প্রজাকে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া রেজিষ্টরী করাইতে পারিবেন

ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করিবার কথা।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যেরূপ আদেশ করেন, প্রার্থনাপত্র সেইরূপ পাঠে লিখিতে হইবে, ও তাহাতে সেইরূপ সন্ধান থাকিবে, ও সেই প্রকারে স্থানীয় তদন্তের দ্বারা বা অন্যোপায়ে তাহার সত্যতা নির্ণয় করা যাইবে।

(৩) যে কর্ম্মচারী প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হন, তিনি,

(ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে উৎকর্ষসাধন হইলে, এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি,

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকর্ষসাধন হইলে, উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবার তারিখ অবধি,

১২ বার মাসের মধ্যে প্রার্থনা করা না গেলে, তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৯২ ধারা। (১) কোন যোতের ভূম্যধিকারী বা প্রজা তৎসম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যদি তিনি এরূপ বিবেচনা না করেন যে, ঐ প্রার্থনা করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা এরূপ দেখা না যায় যে, ঐ বিষয় কোন দেওয়ানী আদালতে তদন্তাধীনে রহিয়াছে, তবে উক্ত কর্ম্মচারী উভয় পক্ষের সমক্ষে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবার প্রার্থনার কথা।

(২) এই ধারামতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা গেলে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কিম্বা তাঁহাদের অধীন দাওয়াদার ব্যক্তিদের মধ্যে পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য হয়, তাহাতে ঐ লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

১৩ ধারা। (১) যে কোন রায়তকে তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, সেই রায়ত বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারী এই আইন অনুসারে যে সকল উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য পূর্ব্বে ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হইয়া থাকিলে, উক্ত রায়ত ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন আদালত কোন রায়তকে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা করিলে, যদি এই ধারামতে উক্ত রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দেয় হয়, তবে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা নিরূপণ করিবেন, এবং রায়তের ঐ টাকা পাইবার নিয়মাধীনে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা করিবেন।

(৩) যেস্থলে কোন বিশেষ সুবিধা পাইবেন বলিয়া রায়ত ক্ষতিপূরণ বিনা উৎকর্ষসাধন করিতে চুক্তি করিয়া, বা পাট্টা লইয়া তদনুসারে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, এবং উক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই স্থলে এই ধারামতে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার দাওয়া করা যাইতে পারিবে না।

(৪) ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৫) কোন উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই ধারামতে যে ক্ষতিপূরণের আজ্ঞা করিতে হইবে, সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়ার্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যত জন আসেসর উপযুক্ত বোধ করেন, তত জন আসেসর আপন সঙ্গে লইবার নিমিত্ত আদালতের প্রতি আজ্ঞা করিয়া এবং আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্ব্বাচনপ্রণালী স্থির করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ের রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

যে বিধিক্রমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার কথা।

১৪ ধারা। (১) উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত পূর্ব্ব ধারামতে যে ক্ষতিপূরণ দিবার আজ্ঞা করিতে হইবে, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে, এই২ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে,—

(ক) যোতের জমার মূল্য বা উৎপন্ন বা উৎপন্নের মূল্য উৎকর্ষসাধন দ্বারা যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই পরিমাণের প্রতি;

(খ) উৎকর্ষসাধনের অবস্থার প্রতি ও তাহার ফল যত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তাহার প্রতি;

(গ) উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে যে পরিশ্রম ও মূলধন লাগে তৎপ্রতি;

(ঘ) ঐ উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে ভূম্যধিকারী কোনরূপে খাজানা হ্রাস বা ক্ষমা করিলে বা রায়তকে অন্য কোন সুবিধা করিয়া দিলে, তৎপ্রতি; এবং

(ঙ) ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যতকাল অবর্দ্ধিত খাজানায় উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন, সেই কালের প্রতি।

(২) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইলে, ভূম্যধিকারী ও রায়ত উচিত বোধ করিলে, এইরূপ সম্মতি দিতে পারিবেন যে সম্পূর্ণরূপে মুদ্রাযোগে প্রদত্ত না হইয়া উহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অন্য কোনরূপে প্রদত্ত হইবে।

ইস্তফা ও পরিত্যাগ করিবার কথা।

ইস্তফা করিবার কথা।

১৫ ধারা। (১) কোন রায়ত পাট্টা বা অন্য নিয়মপত্রক্রমে অবধারিত কালের নিমিত্ত বাধ্য না থাকিলে, কোন কৃষি বৎসরের শেষে আপন যোতের স্বত্ব ও স্বার্থ ইস্তফা করিতে পারিবে।

(২) কিন্তু ইস্তফা করিলেও যদি সে ইস্তফা করিবার অন্যূন তিন মাস থাকিতে ইস্তফা করিবার আপন অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস আপন ভূম্যধিকারীকে না দিয়া থাকে, তবে ইস্তফা করিবার তারিখের পরবর্ত্তি কৃষিবৎসরের নিমিত্ত ঐ রায়ত উক্ত যোতের খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(৩) নিম্নলিখিত স্থলে যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, উক্ত নোটিস ঐরূপে দেওয়া হইয়াছিল, এই ধারার কার্য্যপক্ষে আদালত এই অনুমান করিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যদি রায়ত ইস্তফা করিবার পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরে সেই ভূম্যধিকারীর স্থানে সেই গ্রামে নূতন যোত লয়;

(খ) যে কৃষি বৎসরের শেষে ইস্তফা করা হয়, সেই বৎসর শেষ হইবার অন্যূন তিন মাস থাকিতে যদি রায়ত ইস্তফা করা যোত যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামে আর বাস না করে;

(গ) যদি ইস্তফা করিবার পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের কোন সময়ে ভূম্যধিকারী নিজে অন্য কোন প্রজাকে ঐ যোত বা উহার কোন অংশ জমা করিয়া দেন কিম্বা চাষ করেন।

(৪) রায়ত উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোত বা তাহার কোন অংশ যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে থাকে, সেই আদালতের দ্বারা নোটিস জারী করাইতে পারিবেন।

(৫) কোন রায়ত আপন যোত ইস্তফা করিলে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া উহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

পরিত্যাগের কথা।

১৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোটিস না দিয়া ও খাজানা যেমন দেনা হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ত্যাগ করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তিদ্বারা আপন যোত আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে কৃষিবৎসরে ঐরূপ ত্যাগ করিয়া যায় ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর অতীত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজাকে জমা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিত্যক্ত জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা, দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত হইলে, ছয় মাস অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্ত ন্যায্য বোধ করেন, সেই শর্তে দখল ফিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যোতের অংশ করিবার কথা।

৯৭ ধারা। যে প্রজার যোত হস্তান্তরযোগ্য, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা আপনার যোতের অন্তর্গত ভূমির কিয়দংশমাত্র এরূপে হস্তান্তর বা উইল করিতে পারিবেন না, যাহাতে হস্তান্তর বা উইলক্রমে গ্রহীতা ঐ অংশ পৃথক যোতস্বরূপ উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট ভোগ করিতে পারেন।

যোতের অংশ হস্তান্তরযোগ্য না হইবার কথা।

উচ্ছেদের কথা।

৯৮ ধারা। ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে কোন প্রজাকে তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে উচ্ছেদ না হইবার কথা।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

৯৯ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী এই ধারার ও, কোন চুক্তি থাকিলে, তাহার বিধান মানিয়া স্বয়ং কিম্বা এতদর্থে তাঁহার স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন মহালের বা তালুকের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা মাপ করিতে পারিবেন।

ভূম্যধিকারির ভূমি মাপিবার স্বত্বের কথা।

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না। কেবল নিম্নলিখিত স্থলে এই নিয়ম খাটিবে না, যথা—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিকস্তী পৈবস্তী হেতুক বৎসর২ পরিবর্ত্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যেস্থলে বৎসর২ চাষের ভূমির পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া অন্য প্রকারে খরিদার হন, এবং খরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) উক্ত দশ বৎসর শেষ মাপের তারিখ অবধি গণনা করা যাইবে, ঐ মাপ এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেই হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক।

১০০ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী পূর্ব্বধারামতে যে ভূমি মাপ করিতে পারেন তাহা মাপ করিতে চাহিলে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে দেওয়ানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে প্রজা উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির সীমা দেখাইয়া দিবে।

প্রজা উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিবে, আদালতের এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

(২) যদি প্রজা উক্ত আজ্ঞামতে কার্য্য করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে যে সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রজার প্রতি আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আদেশমতে ভূমির সীমার ও মাপের যে মানচিত্র বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে, পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

১০১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব কর্ম্মকারীর আজ্ঞাক্রমে ভূমির যে মাপ হয়, তাহা যে মাপে কল্পিমত এক বিঘাতে ১৪,৪০০ বর্গ ফুট হয়, সেই গবর্ণমেণ্টের মাপ অনুসারে হইবে।

মাপের কাঠির কথা।

(২) উভয় পক্ষের স্বত্ব ভিন্নরূপ কোন স্থানীয় মাপ অনুসারে নিরূপিত হইলে, গবর্ণমেণ্টের মাপ উক্ত মোকদ্দমার কাগজপত্রে স্থানীয় মাপে পরিণত করা যাইবে।

(৩) কোন স্থানে যে বা যেহ মাপদণ্ড ব্যবহৃত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় তদন্ত লইবার পর তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে নির্দ্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে, শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষের কথা।

১০২ ধারা। কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারিগণ যদি তাহার কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে একমত না হন, এবং সেই কারণে

(ক) সাধারণের অসুবিধা কিম্বা

(খ) ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়,

কেন সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ করিতে পারিবার কথা।

তবে জিলার জজ সাহেব (ক) চিহ্নিত স্থলে কালেক্টরের এবং (খ) চিহ্নিত স্থলে ঐ মহালে বা তালুকে যাহার কোন স্বার্থ থাকে, এরূপ কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে কেন উক্ত সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন না, ইহার কারণ দর্শাইবার আদেশসূচক নোটিস তাঁহাদের সকলের উপর জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারী যে স্বার্থের দাওয়া করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ তাঁহার দখলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালের সহাধিকারী হইলে তাঁহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিস্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজিস্টরী করা না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

১০৩ ধারা। যদি পূর্ব্ব ধারামত নোটিস জারী হইবার পর এক মাসের মধ্যে উক্ত মহাধিকারিগণ পূর্ব্বোক্তরূপ কারণ দেখাইতে না পারেন, তবে জিলার জজ সাহেব তাঁহাদিগকে একজন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার আদেশসূচক আজ্ঞা দিতে পারিবেন; এবং ঐ আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে যে কোন মহাধিকারী উপস্থিত হন নাই, ঐ আজ্ঞার নকল তাঁহার উপর জারী করা যাইবে।

কারণ দর্শান না গেলে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করণার্থ তাঁহাদিগকে আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১০৪ ধারা। পূর্ব্ব ধারামত আজ্ঞা হইবার পর এক মাসের অন্যূন যে সময় জিলার জজ সাহেব এতদর্থে ধার্য্য করিয়া দেন সেই সময়ের মধ্যে অথবা উক্ত ধারার আদেশমতে উক্ত আজ্ঞা জারী করা হইয়া থাকিলে, ঐরূপ জারী করিবার পর ঐরূপ সময়ের মধ্যে যদি মহাধিকারীগণ একজন সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত না করেন, এবং জিলার জজ সাহেবের অনুমতির নিমিত্ত ঐ নিয়োগের প্রস্তাব না দেন, তবে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে অসন্তোষজনক প্রভেদ বন্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে, জিলার জজ সাহেবকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া না গেলে, তিনি

আজ্ঞা পালিত না হইলে কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) যে স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস উক্ত মহালের বা তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার লইতে সম্মত হন সেই স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস দ্বারা ঐ মহালের বা তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা করিবার আদেশ দিতে পারিবেন; কিম্বা

(খ) যে কোন স্থলে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১০৫ ধারা। কোন স্থানের অন্তর্গত যে সকল মহালের ও তালুকের নিমিত্ত পূর্ব্ব ধারার (খ) প্রকরণমতে এক জন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়, সেই সকল মহালের ও তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা করণার্থ উক্ত স্থানের নিমিত্ত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং কোন ব্যক্তিকে ঐরূপে নিযুক্ত করা গেলে, জিলার জজ সাহেব উক্ত প্রকরণমতে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু কোন মহালসম্বন্ধে যদি জজ সাহেব মহাধিকারিগণের এক জনকে কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন, তবে এই বিধি খাটিবে না।

পূর্ব্ব ধারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থলের কার্য্য করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

১০৬ ধারা। যে কোন স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস ১০৪ ধারামতে কোন মহালের বা তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করেন, সেই স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের যে সমস্ত বিধান স্থাবর সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্পর্কীয় হয়, সেই সমস্ত বিধান উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে খাটিবে।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে খাটিবার কথা।

১০৭ ধারা। (১) জিলার জজ সাহেব সময়ে২ যেরূপ আদেশ করেন, ১০৪ ধারার (খ) প্রকরণমতে নিযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ পারিশ্রমিকস্বরূপ সেইরূপ অবধারিত বেতন কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষরূপে তিনি যে টাকা আদায় করেন, সেই টাকার সেইরূপ শতকরা প্রাপ্ত হইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষের প্রতি যে২ বিধান বর্ত্তিবে তাহার কথা।

(২) জিলার জজ সাহেব যেরূপ জামিন দিবার আদেশ করেন, উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ যথাবিধি আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার সেইরূপ জামিন দিবেন।

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে, মহাধিকারীরা সংসৃষ্টভাবে যে সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিতেন, তিনি জিলার জজ সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে কার্য্যাধ্যক্ষতা নিমিত্ত সেই সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন, এবং মহাধিকারীরা ঐরূপ কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন না।

(৪) তিনি জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞানুসারে লভ্য সংগ্রহ কার্য্য করিবেন ও তাহা বণ্টন করিয়া দিবেন।

(৫) তিনি রীতিমত হিসাব রাখিবেন, এবং মহাধিকারীদিগকে বা তাঁহাদের কোন জনকে উক্ত হিসাব দেখিতে ও তাহার নকল লইতে দিবেন।

(৬) উক্ত জিলার জজ সাহেব যে সময়ের ও যে পাঠে আজ্ঞা করেন, তিনি সেই সময়ে ও সেই পাঠে আপনার হিসাব পাস করিবেন।

(৭) ভূস্বামীরা ১১২ ধারামতে যে কোন প্রার্থনা করিতে পারিতেন, তিনি সেই প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(৮) জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।

১০৮ ধারা। কোন মহাল বা তালুক কোর্ট অব-ওয়ার্ডসের কার্য্যাধ্যক্ষতাধীনে স্থাপন করা গেলে, কিম্বা ১০৪ ধারামতে তন্নিমিত্ত একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা গেলে, যদি জিলার জজ সাহেবের এইরূপ হৃদ্বোধ জন্মে, যে সাধারণের অসুবিধা বা ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি বিনা মহাধিকারিদের দ্বারা কার্য্যাধ্যক্ষতা চলিবে, তবে তিনি যে কোন সময়ে মহাধিকারিদিগকে উক্ত মহালের বা তালুকের কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

মহাধিকারিগণকে কার্য্যাধ্যক্ষতা ভার প্রত্যর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

১০৯ ধারা। হাই কোর্ট সময়ে২ পূর্ব্বকথিত ধারামত কার্য্যাধ্যক্ষদের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

স্বত্বের লিপির কথা।

স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১১০ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এবং পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে ঐরূপ অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে সময়ের স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারি কর্ত্তৃক কোন স্থানের সমুদয় প্রজাদের বা কোন শ্রেণীর প্রজাদের স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করা যাইবে।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি পূর্ব্বে গ্রহণ না করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ,—

(ক) যে স্থলে ভূম্যধিকারী কিম্বা ভূম্যধিকারীদের বা প্রজাদের অনেকাংশ লোকে উক্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করেন, এবং খরচ দিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশমত টাকা আমানত করেন, সেই স্থলে;

(খ) যে স্থলে ঐরূপ লিপি প্রস্তুত করিলে, সাধারণতঃ প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যে গুরুতর বিবাদ আছে, বা হইবার সম্ভাবনা, তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ হইতে পারে, সেই স্থলে; এবং

(গ) যে স্থলে গবর্ণমেণ্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস যাহার মালিক বা কার্য্যাধ্যক্ষ, এরূপ কোন মহালের বা তালুকের মধ্যে উক্ত স্থান অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই স্থলে।

(৩) এই ধারামত কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন রাজকীয় গেজেটে দেওয়া গেলে, তাহাই উক্ত আজ্ঞা যথাবিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

যে২ বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তাহার কথা।

১১১ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞায় তাহা নির্দ্দেশ করা যাইবে, ও নিম্নলিখিত সমুদয় বা কতকগুলি তন্মধ্যে থাকিতে পারিবে, অর্থাৎ,—

(ক) প্রত্যেক প্রজার নাম;

(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি তালুকদার কি অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারি রায়ত কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত কি কোর্ফা রায়ত;

(গ) তিনি যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা;

(ঘ) তদীয় ভূম্যধিকারির নাম;

(ঙ) দেয় খাজানা;

(চ) চুক্তিক্রমে কি আদালতের আজ্ঞাক্রমে কি প্রকারান্তরে হউক যে প্রকারে উক্ত খাজানা ধার্য্য হইয়া থাকে তাহা।

(ছ) খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে, যে সময়ে ও যে ক্রমে বৃদ্ধি হয় তাহা।

(জ) কোন বিশেষ নিয়মে প্রজা ভূমি ভোগ করিলে তাহা।

ভূস্বামীর বা তালুকদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর বিশেষকথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

১১২ ধারা। ভূস্বামী বা তালুকদার প্রার্থনা করিলে ও যত টাকা খরচ দিবার আদেশ হয় তাহা আমানত করিলে, এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধি মানিয়া ও তদনুসারে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কোন মহাল বা তালুক বা তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে পূর্ব্ব ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

লিপি প্রকাশ করিবার কথা।

১১৩ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ লিপি সম্পূর্ণ করিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যে প্রকারে ও যত কাল প্রকাশ করিবার আদেশ দেন, সেই প্রকারে ও ততকাল ঐ লিপির পাণ্ডুলেখ্য ঐ স্থানে প্রকাশ করাইবেন, এবং উক্ত কালমধ্যে ঐ লিপির কোন লেখা সম্বন্ধে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(২) উক্ত কাল অতীত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারী উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে স্থির করিয়া ফেলিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যে প্রকারে প্রকাশ করিবার আদেশ করেন, সেই প্রকারে উহা ঐ স্থানে প্রকাশ করাইবেন; এবং উক্ত লিপি যে এই অধ্যায়মতে যথাবিধি প্রস্তুত করা গিয়াছে ঐরূপ প্রকাশকরণই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

লিপির লেখা সম্বন্ধে বিবাদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৪ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে রাজস্ব কর্ম্মচারী তাহাতে কোন কথা লিখিবার প্রস্তাব করিলে বা লিখিলে যদি তাহার শুদ্ধতাসম্বন্ধে বিবাদ উত্থিত হয়, তবে রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ বিবাদ গ্রহণ করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে মোকদ্দমার বিচার করিবার যে কার্য্য প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধি মানিয়া উক্ত কার্য্যপক্ষে সেই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন, এবং তাঁহার নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

রাজস্ব কর্ম্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীলের কথা।

১১৫ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামত রাজস্ব কর্ম্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীল শুনিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বিশেষ জজ বলিয়া নিযুক্ত করিবেন।

(২) পূর্ব্ব ধারামত রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিষ্পত্তির উপর বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে; এবং আপীলসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে, তাহা উক্ত আপীলসম্বন্ধে যতদূর খাটিতে পারে খাটিবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থমতে বিশেষ জজ হাই কোর্টের অধীন আদালত হইলে যেরূপ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মাধীনে তাঁহার নিষ্পত্তির উপর হাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

ঐ লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ না থাকে তাহা অনুমানমত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবার কথা।

১১৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে লিপি প্রস্তুত করা যায় তাহাতে যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ আছে ও যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই, ইহা পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

(২) উক্ত লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

খাজানা ধার্য্য হইবার বিধি।

খাজানা ধার্য্য করণার্থ রাজস্ব কর্ম্মচারীদের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১১৭ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উচিত বোধ করিলে, পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে এইরূপ আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত সমুদয় প্রজার বা কোন শ্রেণীর প্রজার খাজানা, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে সময়েং যে রাজস্ব কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের দ্বারা ধার্য্য হইবে।

কিন্তু ঐরূপ আজ্ঞা করা বাঞ্ছনীয়, স্থানীয় তদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এইরূপ হৃদ্বোধ না জন্মিলে, উক্ত গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ আজ্ঞা করিবেন না।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ,

(ক) যে কোন স্থলে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিতে এই অধ্যায়মতে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীর প্রতি আদেশ করা যায়, এবং

(খ) যে স্থলে কোন স্থান সম্বন্ধে রাজস্ব ধার্য্য হইতেছে।

(৩) এই ধারামতে রাজকীয় গেজেটে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, উক্ত বিজ্ঞাপনই উক্ত আজ্ঞা যথাবিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে, এবং কোন আজ্ঞা ঐরূপে বিজ্ঞাপিত হইলে, তাহা যতকাল ঐরূপে বিজ্ঞাপিত আজ্ঞাক্রমে রহিত না হয়, ততকাল প্রবল থাকিবে।

(৪) কোন প্রজাদের সম্বন্ধে এই ধারামত আজ্ঞা প্রবল থাকিতে, কোন দেওয়ানী আদালত এই আইনমতে উক্ত প্রজাদের কাহারও খাজানা বৃদ্ধি বা কম করিবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

খাজানা ধার্য্য করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৮ ধারা। (১) কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী এই অধ্যায়মতে খাজানা ধার্য্য করিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, ১১১ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কথা ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দিলে সেই অন্য কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) (১) প্রকরণমত লিপিতে উক্ত কর্ম্মচারী কোন কথা লিখিয়া থাকিলে বা লিখিবার প্রস্তাব করিলে, তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে, পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে বিবাদ উত্থিত হইলে, ১১৪ ও ১১৫ ধারার বিধান খাটিবে।

(৩) যে তালুকের খাজানা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে সেই তালুক হইলে, কিম্বা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যোত হইলে, ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে উক্ত কর্ম্মচারী তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন।

(৪) যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায় এই কার্য্যের নিমিত্ত তিনি বর্ত্তমান খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন, এবং খাজানা ধার্য্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ এই আইনে যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৫) (৩) ও (৪) প্রকরণমত সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উক্ত কর্ম্মচারী, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধি মানিয়া, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিবেন এবং ঐরূপ প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাঁহার নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৬) ঐরূপ প্রত্যেক নিষ্পত্তির উপর ১১২ ধারামতে নিযুক্ত বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে। তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু তাহা এই নিয়মের অধীন থাকিবে যে, এই ধারার (২) প্রকরণমত দ্বিতীয় আপীলে যদি হাই কোর্ট, যে সকল বিশেষ কথা ধরিয়া কোন যোতের খাজানা ধার্য্য হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন কথা সম্বন্ধে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট ঐ যোতের নিমিত্ত নূতন খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ধার্য্য করিবার বেলা একই জমাবন্দীর মধ্যে সেই শ্রেণীর অন্যান্য যোতের যেরূপ খাজানা এই ধারামতে নির্ণীত বা ধার্য্য হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া চলিবেন।

(৭) রাজস্ব কর্ম্মচারী যে সকল বিশেষ কথা লিখিতে ও যে খাজানা ধার্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন, সেই সকল বিশেষ কথা ও খাজানা লিখিলে ও ধার্য্য করিলে, তিনি এক বা একাধিক জমাবন্দীর পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিবেন। তিনি যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করেন ও খাজানা ধার্য্য করিলে যত টাকা খাজানা ধার্য্য করেন তাহা উক্ত জমাবন্দীতে দেখাইতে হইবে।

(৮) জমাবন্দী ১১৩ ধারার মর্ম্মানুযায়ী লিপি হইলে, ১১৩ ধারা তৎসম্বন্ধে যেরূপ খাটিত, এই ধারামত প্রত্যেক জমাবন্দী সম্বন্ধেও সেইরূপ খাটিবে এবং এই ধারার (১) প্রকরণমতে ঐরূপ কোন জমাবন্দীতে যে সকল কথা লেখা যায় তৎসম্বন্ধে ১১৬ ধারা খাটিবে।

যে সময়ে খাজানার পরিবর্ত্তন বলবৎ হইবে তাহার কথা।

১১৯ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে কোন খাজানা পরিবর্ত্তন করা গেলে, জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পরবর্ত্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ পরিবর্ত্তন বলবৎ হইবে।

ধার্য্যকরা খাজানা যতকাল অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, তাহার কথা।

১২০ ধারা। ১১৮ ধারার (৩) প্রকরণমতে কোন যোতের খাজানার টাকা ধার্য্য করাইবার নিমিত্ত কোন ভূম্যধিকারীর প্রার্থনা করিবার স্বত্ব থাকিলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন কিম্বা যোতের পরিমাণ পরিবর্ত্তন হেতুক

না হইলে এই অধ্যায়মতে যোতের যে খাজানা নির্ণীত বা ধার্য্য হয়, তাহা জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার তারিখ অবধি পনের বৎসর কাল মধ্যে বৃদ্ধি করা যাইবে না।

অতিরিক্ত বিধানের কথা।

এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠানে যে খরচ পড়ে তাহার কথা।

১২১ ধারা। একজন ভূম্যধিকারীর, কিম্বা অনেক ভূম্যধিকারীর ও প্রজার প্রার্থনামতে, কিম্বা প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে গুরুতর বিবাদ নিষ্পত্তি বা নিবারণ করিবার উদ্দেশে, এই অধ্যায়মতে কোন আজ্ঞা করা গেলে, কেবল এই অধ্যায়ের বিধান সফল করিতে নিযুক্ত সমুদয় কর্ম্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্ম্মচারীরা আপন রাজকীয় কর্ম্মাতিরিক্ত উক্ত বিধান সফল করিতে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বেতনের যে অংশ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ ধার্য্য করেন, সেই অংশ সমেত উক্ত বিধান কোন স্থানে সফল করিতে গবর্ণমেণ্টের যে সমুদয় খরচ পড়ে, তাহা ঐ স্থানের যে ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের খাজানা এই অধ্যায়মতে ধার্য্য বা নির্ণীত হয়, তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক স্থলে সমুদয় অবগতিক বিবেচনায় যেরূপ হারাহারীমতে স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ হারাহারীমতে দিবেন, এবং কোন ব্যক্তির ঐরূপ খরচের যে হারাহারীমত অংশ দিতে হয়, তাহা তাঁহার দেনা বাকী রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে, অবধার্য্য খাজানা সম্বন্ধীয় অনুমান না খাটিবার কথা।

১২২ ধারা। কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে ১১১ ধারার (খ) প্রকরণের লিখিত বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে পর ৬৪ ধারামত অনুমান তৎসম্বন্ধে খাটিবে না।

---

১১ শ অধ্যায়।

হারের তালিকাবিষয়ক বিধি।

তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারিবার কথা।

১২৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীকে এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত আমেনেরদের সাহায্যে কোন স্থানের জন্য এইরূপ একটী তালিকা প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দিতে পারিবেন, যাহাতে উক্ত স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায়মতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের দেয় খাজানার হার দেখান যাইবে।

তালিকায় যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

১২৪ ধারা। উক্ত তালিকায় এই এই কথা লেখা থাকিবে, যথা,

(ক) ভূমির প্রকৃতি, অবস্থান, জলসেচনের উপায় ও তদ্রূপ অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় যে কএক শ্রেণীর ভূমির জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাজানার হার ধার্য্য করা আবশ্যক হয় তাহা; এবং

(খ) ঐরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমি যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা ভোগ করে, উপযুক্ত ও ন্যায়মতে তাহাদের দেয় খাজানার হার।

যে বিধি অনুসারে খাজানার হার ধার্য্য করিতে হইবে তাহার কথা।

১২৫ ধারা। ১২৪ ধারামতে কোন শ্রেণীর ভূমির খাজানার হার ধার্য্য করিবার সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে,।—

(ক) তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে উক্ত শ্রেণীর ভূমির জন্য দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা সাধারণতঃ যে হারে খাজানা দিয়া থাকে, তৎপ্রতি;

(খ) যে সময়ে হার ধার্য্য হয় সেই সময়ে ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য ছিল, অথবা উক্ত সময় কিম্বা সেই সময়ের গড় মূল্য সহজে জানা যাইতে না পারিলে, অন্য যে সময় তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্য্যকর বোধ হয়, সেই সময়ে যে গড় মূল্য ছিল, তাহার প্রতি;

(গ) যে সময়ে তালিকা প্রস্তুত করা যায় সেই সময়ে ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য থাকে তাহার প্রতি; এবং

(ঘ) নিম্নলিখিত বিধির প্রতি, অর্থাৎ, যদি প্রধান২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধিহেতুক কোন শ্রেণীর ভূমির খাজানার হার বৃদ্ধি করা যায়, তবে পূর্ব্ব গড় মূল্যের সহিত বর্দ্ধিত গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পুরাতন হারের সহিত নূতন হারের তদপেক্ষা উচ্চতর অনুপাত থাকিবে না, এই বিধির প্রতি।

কিন্তু কোন শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত ধার্য্য করা হার বর্ত্তমান হার অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

তালিকার স্থানীয় প্রকাশ করণের কথা।

১২৬ ধারা। উক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারী ঐ তালিকা প্রস্তুত করিলে, উহা যে স্থান সম্পর্কীয় হয়, সেই স্থানের প্রচলিত দেশীয় ভাষায় তিনি, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত স্থানে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন।

রাজস্ব কর্ম্মচারীর আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে পারিবার কথা।

১২৭ ধারা। তালিকার কোন লেখাসম্বন্ধে কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে তিনি ঐরূপ প্রকাশ করিবার পর এক মাস মধ্যে উক্ত রাজস্ব কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন; এবং রাজস্ব কর্ম্মচারী আমেনেরদের সাহায্যে ঐরূপ আপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং তালিকা পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিতে পারিবেন।

তালিকা ঊর্দ্ধতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষদের নিকট পাঠাইবার কথা।

১২৮ ধারা। উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আপত্তি করা না গেলে অথবা আপত্তি করা গেলেও তাহার নিষ্পত্তি হইলে পর, রাজস্ব কর্ম্মচারী খণ্ডের কমিশনর সাহেবের দ্বারা রেবিনিউ বোর্ডে উক্ত তালিকা অনুমোদনের নিমিত্ত পাঠাইবেন, এবং তৎসঙ্গে আপনার কার্য্যবিবরণ, প্রত্যেক বিষয়ে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহার হেতু লিখিয়া রিপোর্ট ও যে২ আপত্তির দরখাস্ত পাওয়া গিয়া থাকে তাহাও পাঠাইবেন।

১২৯ ধারা। রেবিনিউ বোর্ড যে প্রকারে উচিত বোধ করেন, পূর্ব্ব ধারামতে প্রেরিত তালিকা সেই প্রকারে সংশোধন করিতে পারিবেন এবং তৎসঙ্গে যে কোন আপত্তি পাঠান যায় বা পরে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন, অথবা অতিরিক্ত অনুসন্ধানের নিমিত্ত মোকদ্দমা ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

তাহা হইলে রেবিনিউ বোর্ডের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৩০ ধারা। বোর্ড কোন তালিকা অনুমোদন করিলে, উহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইবে। উক্ত গবর্ণমেণ্ট যে কোন লিখিত আপত্তি প্রাপ্ত হন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে পর, যে কোন রূপে উচিত বোধ করেন, উহা সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং উচিত বোধ করিলে এইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন, যে উক্ত তালিকা বা সংশোধিত তালিকা যে স্থানে বর্ত্তিবে সেই স্থানের নির্দ্দেশ সহিত রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তালিকা প্রকাশ করিবার কথা।

১৩১ ধারা। কোন স্থান সংক্রান্ত তালিকা পূর্ব্ব ধারামতে যে তারিখে উক্তরূপে প্রকাশ করা যায় সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে, এবং প্রকাশ করিবার সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পনের বৎসরের অন্যূন বা ত্রিশ বৎসরের অনধিক যত কাল প্রবল থাকিবার আদেশ করেন, তত কাল প্রবল থাকিবে।

তালিকা যত কাল প্রবল থাকিবে তাহার কথা।

১৩২ ধারা। ১৩০ ধারামতে তালিকা প্রকাশ করা গেলে তাহা এই আইনমত আদালতীনিক কার্য্যে নিম্নলিখিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রমাণস্বরূপ হইবে, অর্থাৎ,—

তালিকা সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবার কথা।

(১) তালিকা প্রস্তুত করিবার কার্য্য এই আইন অনুসারে যথানিয়মে করা হইয়াছে; এবং

(২) এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত তালিকায় যে হার দৃষ্ট হয়, তাহা উক্ত তালিকা যে স্থানে বর্ত্তে, সেই স্থানের অন্তর্গত ঐ শ্রেণীর ভূমির জন্য দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের দেয় উপযুক্ত ও ন্যায্য হার।

১৩৩ ধারা। কোন স্থানের নিমিত্ত হারের তালিকামাত্র প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত সমুদয় কর্ম্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্ম্মচারীরা আপনার সরকারী কর্ম্মাতিরিক্ত উহা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বেতনের যেরূপ অংশ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং নিরূপণ করেন, সেইরূপ অংশ সমেত ঐ তালিকা প্রস্তুত করিতে গবর্ণমেণ্টের যে খরচ পড়ে, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং যেরূপ হারাহারীমতে স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ হারাহারীমতে উক্ত স্থানের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা ও ভূম্যধিকারীরা দিবেন; এবং কোন ব্যক্তির উক্ত খরচের হারাহারীমত যে অংশ দিতে হইবে, তাহা তাঁহার দেনা বাকী ভূমির রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

তালিকা প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়ে তাহা যেরূপে দিতে হইবে তাহার কথা।

১৩৪ ধারা। পূর্ব্ব কএক ধারামতে কোন স্থানে কোন তালিকা প্রবল থাকিলে, উক্ত স্থানের অন্তর্গত যে যোত কোন দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া ভোগ করে, সেই যোতের ভূম্যধিকারী তৎকালে দেয় খাজানা এই বলিয়া বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যে তালিকার নির্দ্দিষ্ট হারে যে খাজানা দেয় হয় উহা তদপেক্ষা কম। তাহা হইলে আদালত তালিকার নির্দ্দিষ্ট হারানুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু

যেখানে তালিকা প্রবল থাকে সেখানে খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমার কথা।

১ম।—রায়ত কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারী ভূমি ভোগ করিতে আরম্ভ করিবার পরে ভূমিতে বা ভূমিসম্বন্ধে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত যদি যোতের অন্তর্গত কোন ভূমির খাজানা এই ধারামতে উচ্চতর হারে ধার্য্য করিতে হয়, এবং উক্ত পরিবর্ত্তন না ঘটিলে যদি তাহা এই ধারামতে নিম্নতর হারে ধার্য্য করা যাইত, তবে নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে, যথা;—

(ক) যদি কেবল রায়তের বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে ঐ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তবে আদালত নিম্নতর হারে ঐ ভূমির খাজানা ধার্য্য করিবেন;

(খ) যদি অংশতঃ ভূম্যধিকারির কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে, এবং অংশতঃ রায়তের কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে ঐ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তবে আদালত মোকদ্দমার সমুদয় ভাবগতিক বিবেচনায় যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, উচ্চতর হার ও নিম্নতর হারের মধ্যবর্ত্তী এরূপ হারে উক্ত ভূমির খাজানা ধার্য্য করিবেন; এবং

(গ) ভূম্যধিকারির বা রায়তের কিম্বা তাঁহাদের কাহারও স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে উক্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যদি ইহার প্রমাণ না হয়, তবে আদালত উচ্চতর ও নিম্নতর হারের অন্তরের অর্দ্ধেকের সহিত নিম্নতর হার যোগ করিয়া সেই হারে উক্ত ভূমির খাজানা ধার্য্য করিবেন।

২য়।—এই ধারামতে যে হার খাটে, চুক্তি বা দেশাচারক্রমে কিম্বা কোন ন্যায্য কারণে রায়ত তদপেক্ষা নিম্নতর হারে ভোগ করিবার অধিকারী ইহা প্রমাণ করিলে, আদালত নিম্নতর হারে খাজানা ধার্য্য করিবেন।

৩য়।—এই ধারামতে খাজানাবৃদ্ধির যে সকল ডিক্রী হয়, তৎপ্রতি ৪৯ ধারা বর্ত্তিবে; এবং খাজানা প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই হেতু কিম্বা মূল্যবৃদ্ধি হেতু ধরিয়া ৫ অধ্যায়মত খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমা হইলে যেরূপ হইত, সেইরূপ এই ধারামত সমুদয় খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমার প্রতি ৫০ ধারা বর্ত্তিবে।

উদাহরণ।

(ক) কোনং প্রকারের ভূমির জন্য তালিকায় এইরূপ হার লিখিত আছে,—

কূপ হইতে ভূমিতে জলসেচন করা গেলে ... একর প্রতি ৪ টাকা।

ঐরূপে জলসেচন করা না গেলে... একর প্রতি ২ টাকা।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আহমদ, বলরাম, চন্দ্র ও দীননাথের যোত, ঐপ্রকারের ভূমি। ঐ২ যোতের অন্তর্গত কূপ হইতে তাহাতে জলসেচন হয়।

আহমদের যোতের কূপ পুরাতন, প্রজাস্বত্বসৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে আছে। বলরামের যোতের কূপ প্রজাস্বত্বসৃষ্টি হইবার পর ভূম্যধিকারী প্রস্তুত করাইয়াছেন। চন্দ্রের যোতের কূপ রায়ত প্রস্তুত করাইয়াছেন। দীননাথের যোতের কূপ ভূম্যধিকারী ও রায়ত প্রত্যেক পরিশ্রম ও মালমশলার কিয়দংশ দিয়া প্রস্তুত করাইয়াছেন। আহমদ ও বলরামের যোতের খাজানা একর প্রতি ৪৲ টাকা হারে, চন্দ্রের যোতের খাজানা একর প্রতি ২৲ টাকা হারে, এবং দীননাথের যোতের খাজানা ২৲ টাকা ও ৪৲ টাকা এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে হার আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই হারে ধার্য্য করিতে হইবে।

(খ) কোন এক প্রকারের ভূমির নিমিত্ত তালিকায় যে হার লিখিত আছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপ ;—

কোন নদীর শাখা হইতে উক্ত ভূমিতে

জল সেচন করা গেলে ...একর প্রতি ৪৲ টাকা

ঐরূপে জল সেচন করা না গেলে ... একর প্রতি ২৲ টাকা

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ঈশান ও মাধবের যোতের ভূমি উক্ত প্রকারের, এবং তাহাতে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ রূপ জল সেচন করা যাইত না, কিন্তু ঐ সময়ে নিকটস্থ একটা নদীর গতি পরিবর্ত্তন হওয়াতে ঐ যোতের পার্শ্বে নূতন একটী নদীশাখা হয়। ঈশান পঞ্চাশ বৎসর আপনার যোত দখল করিতেছেন, মাধব ত্রিশ বৎসর মাত্র। ঈশানের যোতের খাজানা ২৲ টাকা হারে এবং মাধবের যোতের খাজানা ৪৲ টাকা হারে ধার্য্য করিতে হইবে।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

ভূস্বামীর নিজ জমী জরীপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

১৩৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ এইরূপ আদেশসূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ১০ ধারার মর্ম্মানুযায়ী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া যে সকল জমী থাকে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী তাহা জরীপ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন।

ভূস্বামী বা প্রজার প্রার্থনামতে নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কর্ম্মচারীর ক্ষমতার কথা।

১৩৬ ধারা। ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া কোন জমী কথিত হইলে, উক্ত জমীর ভূস্বামীর বা কোন প্রজার প্রার্থনামতে ও খরচের যত টাকা আবশ্যক হয়, তিনি সেই টাকা আমানত করিলে, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধি মানিয়া ও তদনুসারে উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, ইহা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৩৭ ধারা। কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে, ১১৩, ১১৪, ১১৫ ও ১১৬ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি।

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজ যোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী, এবং

(খ) যে আবাদী জমী গ্রাম্যাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজ যোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পূর্ব্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; কিন্তু যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

যে২ স্থলে ক্রোকের দরখাস্ত করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

১৩৯ ধারা। কোন রায়তের বা কোর্ফা রায়তের ভূম্যধিকারীর বাকী খাজানা পাওনা হইলে, ও এক বৎসরের অধিক কাল পাওনা হইয়া না থাকিলে, এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী কোন জামীন না লইয়া থাকিলে, উক্ত ভূম্যধিকারী আইনমতে অন্য যে প্রতিকার পাইতে পারেন, তদতিরেক দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়া এই প্রার্থনা করিতে পারিবেন, যে উক্ত আদালত ঐ কৃষকের দখলে যাহা আছে,

(ক) এরূপ যে কোন শস্য বা ভূমির অন্য উৎপন্ন ঐ যোতে কাটা বা তোলা না হইয়া থাকে, ও

(খ) এরূপ যে কোন শস্য বা ভূমির অন্য উৎপন্ন উক্ত যোতে জন্মিয়াছে, এবং কাটা বা তোলা গিয়া ঐ যোতে বা শস্য মাড়িবার স্থানে, কিম্বা (ক্ষেত্রেই হউক বা বাটীতেই হউক) শস্য মাড়াই প্রভৃতি করিবার স্থানে রাখা হইয়াছে,

তাহা ক্রোক করিয়া উক্ত বাকী খাজানা আদায় করেন।

কিন্তু

(১) ভূমি রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমত অর্থকরণানুযায়ী ভূম্যধিকারীর বা কার্য্যাধ্যক্ষের কিম্বা তদীয় বন্ধকগ্রহীতার নাম ও যে

ভূমি সম্বন্ধে বাকী খাজানা পাওনা হয় সেই ভূমিতে তাঁহার স্বার্থের পরিমাণ যদি উক্ত আইনের বিধানমতে রেজিস্টরী করা না হইয়া থাকে, তবে তৎকর্ত্তৃক, কিম্বা

(২) পূর্ব্ব কৃষি বৎসরে যোতের নিমিত্ত দেয় খাজানার অতিরিক্ত যে কোন টাকা লিখিত চুক্তিমতে কিম্বা এই আইনমত বা এতদ্দ্বারা রহিত করা কোন আইনমত কার্য্যানুষ্ঠানক্রমে দিতে না হয়, সেই টাকা আদায়ের নিমিত্ত; কিম্বা

(৩) যোতের যে কোন অংশ প্রজা ভূম্যধিকারীর লিখিত সম্মতি লইয়া পেটাও বিলি করিয়াছে, সেই অংশের উৎপন্ন সম্বন্ধে,

এই ধারামতে দরখাস্ত করা যাইবে না।

যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।

১৪০ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামত প্রত্যেক দরখাস্তে এই এই বিশেষ কথা লিখিত থাকিবে,—

(ক) যে যোত সম্বন্ধে বাকী খাজানার দাওয়া হয় তাহা এবং তাহার সীমা অথবা তাহা যাহাতে চেনা যায় এরূপ অন্যান্য বৃত্তান্ত;

(খ) প্রজার নাম;

(গ) যে কালের বাকী খাজানার দাওয়া হয়, তাহা;

(ঘ) যত টাকা বাকী খাজানা এবং তাহার উপর সুদের দাওয়া থাকিলে, সেই সুদ, এবং পূর্ব্ব কৃষি বৎসরে প্রজার দেয় খাজানা অপেক্ষা অধিক টাকার দাওয়া করা গেলে, যে চুক্তি বা, স্থল বিশেষে, আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমে ঐ টাকা দেয় হয়, তাহা;

(ঙ) যে উৎপন্ন ক্রোক করিতে হইবে, তাহার ভাব ও আনুমানিক মূল্য;

(চ) যে স্থানে উহা পাওয়া যাইবে, তাহা কিম্বা উহা চিনিবার নিমিত্ত অন্য যেং বৃত্তান্ত প্রচুর হয়, তাহা; এবং

(ছ) উহা জমীতে থাকিলে বা সংগ্রহ করা না হইয়া থাকিলে, যে সময়ে উহা কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, সেই সময়।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে আবেদনপত্রে যেরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হয়, পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যেক দরখাস্তে সেই রূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হইবে; এবং ঐরূপ সত্যপাঠযুক্ত দরখাস্তে যদি এরূপ কোন কথা থাকে, যাহা সত্যপাঠকারী ব্যক্তি মিথ্যা বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন, কিম্বা যাহা সত্য বলিয়া জানেন না বা বিশ্বাস করেন না, তবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার বা প্রস্তুত করিবার দণ্ডবিষয়ক তৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে, সেই আইনের বিধানানুসারে ঐ ব্যক্তির দণ্ড হইতে পারিবে।

দরখাস্ত পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৪১ ধারা। (১) দরখাস্তকারী পূর্ব্ব ধারামতে দরখাস্ত দাখিল করিবার সময়ে দরখাস্তের কার্য্য পক্ষে সাক্ষ্যস্বরূপ কোন দলীল আবশ্যক বিবেচনা করিলে, তাহা উক্ত আদালতে দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) আদালত উচিত বোধ করিলে দরখাস্তকারিকে পরীক্ষা করিতে পারিবেন, ও যত দূর সাধ্য অবিলম্ব করিয়া দরখাস্ত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবেন, কিম্বা তাঁহার প্রতিপোষণার্থ অধিকতর সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত দরখাস্তকারীর প্রতি অনুমতি দিতে পারিবেন।

(৩) আদালত (২) প্রকরণমতে দরখাস্ত অবিলম্বে গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে না পারিলে, যদি উচিত বোধ করেন, দরখাস্তের লিখিত শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কিম্বা দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবার অপেক্ষায় ঐ শস্য স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৪) যে সময়ে উৎপন্ন শস্য কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, তাহার অনেক কাল পূর্ব্বে ঐ শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা করা গেলে, আদালত যত কাল উচিত বোধ করেন তত কাল ঐ আজ্ঞা জারী করণ স্থগিত রাখিতে পারিবেন, এবং উচিত বোধ করিলে ক্রোকের আজ্ঞা জারী হইবার অপেক্ষায় ঐ শস্য স্থানান্তর করা নিষেধ করিয়া আর এক আজ্ঞা করিতে পারিবেন

ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কথা।

১৪২ ধারা। পূর্ব্ব ধারামতে দরখাস্ত গ্রাহ্য করা গেলে, আদালত উল্লিখিত উৎপন্ন শস্যাদি অথবা ঐ শস্যাদির যে অংশ উচিত বোধ করেন, সেই অংশ ক্রোক করিবার নিমিত্ত একজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিবেন; এবং ঐ উৎপন্ন শস্যাদি যেখানে থাকে, উক্ত কর্ম্মচারী সেইস্থানে গিয়া আপনি ঐ শস্যাদি লইয়া অথবা আপনার পক্ষে তাহা অন্য কোন ব্যক্তির জিম্মায় রাখিয়া এবং হাই কোর্ট সেই সম্বন্ধে যে বিধি করেন, তদনুসারে ক্রোকের বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ঐ উৎপন্ন শস্যাদি ক্রোক করিবেন।

কিন্তু যে উৎপন্ন শস্যাদির ভাব বিবেচনায় তাহা সাঞ্চত করিয়া রাখা যায় না, সেই শস্যাদি কাটিবার বা সংগ্রহ করিবার যোগ্য হইবার পূর্ব্বে বিশ দিনের ন্যূন কোন সময়ে এই ধারামতে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

দাবীপত্র ও হিসাব জারী করিবার কথা।

১৪৩ ধারা। (১) ক্রোককারী কর্ম্মচারী ক্রোক করিবার সময়ে পাওনা বাকী খাজানার ও ক্রোক করিবার খরচের দাবীপত্র লিখিয়া বাকীদারের উপর জারী করিবেন, এবং যেং হেতুতে ক্রোক করা যায়, তাহা দর্শাইয়া ঐ সঙ্গে এক হিসাব দিবেন।

(২) যে স্থলে ক্রোককারী কর্ম্মচারী এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, যে বাকীদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ক্রোককৃত সম্পত্তির মালিক, সেই স্থলে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপরও দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল জারী করিবেন।

(৩) দাবীপত্র ও হিসাব লেখা হইলে যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে, নিজ তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে সেই ব্যক্তি পলাইলে বা গোপনে থাকিলে, কিম্বা অন্য কারণে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে না পারিলে, তিনি সচরাচর যে বাটীতে বাস করেন সেই বাটীর বহির্দ্বারে উক্ত কর্ম্মচারী উক্ত দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল লাগাইয়া দিবেন।

১৪৪ ধারা। (১) এই ধারামতে ক্রোক হইলে তাহাতে কার শস্যাদি কাটিতে বা তুলিতে বা গোলাজাত করিতে কিম্বা তাহা উপযুক্তরূপে রক্ষা করণার্থ অন্য যে কোন কার্য্য করা আবশ্যক হয়, তাহা করিতে কোন ব্যক্তির বাধা হইবে না।

শস্যাদি কর্ত্তন প্রভৃতি করিবার যত্নের কথা।

(২) যে ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করিবার স্বত্ব থাকে যথাকালে সেই ব্যক্তির ত্রুটি হইলে, ক্রোককারী কর্ম্মচারী ক্রোককৃত ক্ষেত্রস্থ ফসল বা অসংগৃহীত শস্যাদি পাকিলে কাটাইবেন বা সংগ্রহ করাইবেন, এবং গোলা প্রভৃতি যে স্থান ঐ অর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তথায় কিম্বা নিকটস্থ অন্য কোন সুবিধামত স্থানে ঐ ফসল প্রভৃতি সঞ্চিত করিয়া রাখিবেন, কিম্বা তাহা উপযুক্তমতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য যাহা কিছু আবশ্যক হয় তাহা করিবেন

(৩) উভয় স্থলেই ক্রোককৃত সম্পত্তি ক্রোককারী কর্ম্মচারীর জিম্মায় কিম্বা তিনি এতদর্থে অন্য যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, সেই ব্যক্তির জিম্মায় থাকিবে।

১৪৫ ধারা। (১) ক্রোক করিবার সমুদয় খরচা সমেত দাবীর টাকা অবিলম্বে শোধ করা না গেলে, সম্পত্তি ক্রোককারী কর্ম্মচারী ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন। তাহাতে ক্রোককৃত সম্পত্তির বিশেষ বৃত্তান্ত এবং যে দাবীর জন্য তাহা ক্রোক করা যায়, তাহা লেখা যাইবে, এবং এই সম্বাদ দেওয়া যাইবে, যে তিনি ক্রোক করিবার পর তিন দিনের কম না হয় কিম্বা সাত দিনের অধিক না হয়, এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে কোন স্থানে ক্রোককৃত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিবেন।

দাবী শোধ করা না গেলে নীলামের ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার কথা।

কিন্তু ক্রোককৃত শস্যের বা দ্রব্যের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারিলে কিন্তু সঞ্চিত না হইয়া থাকিলে, নীলামের দিন এরূপে ধার্য্য করিতে হইবে যাহাতে ঐ দিনের পূর্ব্বে ঐ শস্যাদি সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়।

(২) যে ভূমির বাকী খাজানার দাওয়া হয়, সেই ভূমি যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামের কোন সুপ্রকাশ্য স্থানে ঐ ঘোষণাপত্র লাগাইয়া দেওয়া হইবে।

১৪৬ ধারা। ক্রোক করা দ্রব্য যেখানে থাকে সেই স্থানে নীলাম করা যাইবে, কিম্বা যদি ক্রোককারী কর্ম্মচারীর এরূপ মত হয়, যে নিকটস্থ সাধারণের গমনাগমনের স্থানে নীলাম হইলে, অধিকতর মূল্য পাইবার সম্ভাবনা, তবে সেই স্থানে নীলাম হইবে।

নীলাম হইবার স্থানের কথা।

১৪৭ ধারা। (১) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন দ্রব্যের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারে, তাহা কাটিয়া বা তুলিয়া সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে বিক্রয় করা যাইবে না।

ক্ষেত্রস্থ শস্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।

(২) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন দ্রব্যের ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না, সেই সকল ফসল প্রভৃতি কাটিবার বা তুলিবার পূর্ব্বে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে; এবং ক্রেতা নিজে কিম্বা এতদর্থে তাঁহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উক্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া ঐ ফসল প্রভৃতির রক্ষা করিতে ও তাহা কাটিতে বা তুলিতে গেলে, যাহা কিছু আবশ্যক হয়, তাহা করিতে স্বত্ববান হইবেন।

১৪৮ ধারা। নীলামকারক কর্ম্মচারী যাহা পরামর্শসিদ্ধ জ্ঞান করেন, তদ্রূপ এক বা অধিক লাটে উক্ত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে; এবং ক্রোক ও নীলাম করিবার খরচা সমেত দাবীর টাকা উক্ত সম্পত্তির কতদংশ বিক্রয় দ্বারা শোধ করা গেলে, তৎক্ষণাৎ অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে ক্রোক উঠাইয়া লওয়া যাইবে।

যে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহার কথা।

১৪৯ ধারা। উক্ত সম্পত্তি নীলামে চড়ান গেলে, যদি নীলামকারক কর্ম্মচারীর বিবেচনায় তাহার ন্যায্য মূল্য ডাক না হয়, এবং ঐ সম্পত্তির মালিক অথবা তাঁহার পক্ষে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি পরদিন পর্য্যন্ত কিম্বা, নীলামের স্থানে হাট হইয়া থাকিলে, পরবর্ত্তী হাটের দিন পর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা করেন, তবে উক্ত দিন পর্য্যন্ত নীলাম বন্ধ থাকিবে, এবং সেই দিন উক্ত সম্পত্তির নিমিত্ত যে কোন মূল্য ডাক হউক না কেন বিক্রয় কার্য্য সম্পূর্ণ করা যাইবে।

বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা।

১৫০ ধারা। প্রত্যেক লাটের মূল্য নীলামের সময়ে, কিম্বা নীলামকারক কর্ম্মচারী তৎপরে যত শীঘ্র দিবার আদেশ করেন, দেওয়া যাইবে; এবং ঐরূপে টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত সম্পত্তি পুনর্ব্বার নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

ক্রয়ের টাকা দিবার কথা।

১৫১ ধারা। সমস্ত ক্রয়ের টাকা দেওয়া গেলে, নীলামকারক কর্ম্মচারী ক্রেতাকে এক সর্টিফিকেট দিবেন। ক্রেতা যে সম্পত্তি ক্রয় করিলেন, এবং যে মূল্য দিলেন, ঐ সর্টিফিকেটে তাহা লেখা থাকিবে।

ক্রেতাকে যে সর্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

১৫২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে টাকা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে নীলামকারক কর্ম্মচারী ক্রোকের ও নীলামের খরচ দিবেন। এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে বিধি প্রণয়ন করিবেন, সেই বিধির নির্দ্দিষ্ট খরচের হারানুসারে উক্ত খরচ ধরা যাইবে।

নীলামের উৎপন্ন টাকা যেরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।

(২) যে বাকী খাজানার জন্যে ক্রোক হয়, নীলামের দিন পর্য্যন্ত তাহার সুদ সমেত সেই বাকী খাজানা শোধ করিতে অবশিষ্ট টাকা প্রয়োগ করা যাইবে; এবং কিছু উদ্বর্ত্ত থাকিলে যে ব্যক্তির সম্পত্তি নীলাম হয় সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

উক্ত কর্ম্মচারীদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।

১৫৩ ধারা। এই আইনমতে সম্পত্তি নীলামকারক কর্ম্মচারীদিগকে এবং তাঁহাদের নিযুক্ত বা অধীন সকল ব্যক্তিকে নিষেধ করা যাইতেছে, যে তাঁহারা উক্ত কর্ম্মচারীদের নীলাম করা কোন সম্পত্তি নিজে বা অন্যের দ্বারা ক্রয় করিবেন না।

নীলামের পূর্ব্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

১৫৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত ক্রোক করিবার পরে এবং ক্রোক করা সম্পত্তির নীলাম হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে যদি বাকীদার কিম্বা ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক বাকীদার না হইলে তিনি, যে আদালত ক্রোকের আজ্ঞা দেন, সেই আদালতে কিম্বা ক্রোককারী কর্ম্মচারীর হস্তে ১৪৩ ধারামতে জারী করা দাবীপত্রের নির্দ্দিষ্ট টাকা ও উক্ত দাবীপত্র জারী করা গেলে পর যে সকল খরচা পড়িয়া থাকে, তাহা আমানত করেন, তবে উক্ত আদালত কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত কর্ম্মচারী তাহার রসীদ দিবেন, এবং ঐ ক্রোক তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লওয়া যাইবে।

(২) ক্রোককারী কর্ম্মচারী ঐরূপ আমানত পাইলে, টাকা তৎক্ষণাৎ উক্ত আদালতে দিবেন।

(৩) যিনি বাকীদার নহেন, ক্রোক করা সম্পত্তির এরূপ মালিককে এই ধারামতে রসীদ দেওয়া গেলে, যে বাকী খাজানার নিমিত্ত ক্রোক করা যায়, সেই বাকী খাজানার জন্য পরবর্ত্তী কোন দাওয়া হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন।

(৪) ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক ক্রোকের বৈধতার প্রতিবাদ করিয়া তজ্জন্য হানি পূরণ পাইবার দাওয়া করিয়া দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া না থাকিলে, এই ধারামতে আমানত করিবার তারিখ অবধি এক মাস গত হইলে পর আদালত ক্রোকের দরখাস্তকারীকে আমানতী টাকা হইতে তাঁহার পাওনা টাকা দিবেন।

(৫) কোন অধস্তন প্রজা এই ধারামতে টাকা আমানত করিলে, ভূম্যধিকারী তাহা লইয়াছেন বলিয়া কেবল এই কারণে তিনি তাঁহার প্রজার জোত বা তাহার কোন অংশ পেটাও বিলি করিতে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

পেটাও প্রজা আপন পাওনাদার জন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

১৫৫ ধারা। (১) ঊর্দ্ধতন প্রজার ত্রুটি হেতুক যে কোন অধস্তন প্রজার সম্পত্তি এই অধ্যায়মতে বৈধভাবে ক্রোক করা যায়, তিনি পূর্ব্ব ধারামতে কোন টাকা দিলে, তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দিতে হয়, সেই খাজানা হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং সেই ভূম্যধিকারী বাকীদার না হইলে, তিনি তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে ঐরূপে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পর্য্যন্ত না পঁহুছে তাবৎ এইরূপ চলিবে।

(২) কোন অধস্তন প্রজা পূর্ব্ব ধারামতে কোন টাকা দিলে, এই ধারামতে উক্ত টাকার যে কোন অংশ কাটিয়া লন যাই, বাকীদারের স্থানে তাহা আদায় করণার্থ তাঁহার যে মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই স্বত্বের বিঘ্ন হইবে না।

ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিরোধের কথা।

১৫৬ ধারা। ভূমি পেটাও বিলি করা গেলে, যদি একই সম্পত্তিক্রোককারী ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে এই অধ্যায়মতে বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে ঊর্দ্ধতন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব প্রবল হইবে।

যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা।

১৫৭ ধারা। এই অধ্যায়মতে দত্ত ক্রোকের আজ্ঞা এবং ক্রোকের বিষয়ীভূত সম্পত্তি আটক বা বিক্রয় করণার্থ কোন দেওয়ানী আদালতের দত্ত আজ্ঞা, এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, ক্রোকের আজ্ঞা প্রবল হইবে; কিন্তু উক্ত আজ্ঞাক্রমে ঐ সম্পত্তি নীলাম করা গেলে, নীলামের উৎপন্ন উদ্বর্ত্ত টাকা যে আদালত আটক বা বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দেন, সেই আদালতের অনুমতি বিনা ১৫২ ধারামতে উক্ত সম্পত্তির মালিককে দেওয়া যাইবে না।

অন্যায় ক্রোকের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার কথা।

১৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন আদেশ করেন, তাহার উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু যেস্থলে ১৩৯ ধারামতে দরখাস্ত করিবার অনুমতি নাই সেই স্থলে ১৪০ ধারামতে দরখাস্ত হওয়াতে যাহার সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

ভূম্যধিকারী ও প্রজার মোকদ্দমায় বর্ত্তাইতে হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্ত্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।

১৫৯। (১) হাই কোর্ট সময়ে২ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে এইরূপ আদেশসূচক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন যে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিশেষ কোন অংশ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা বলিয়া কোন মোকদ্দমার প্রতি কিম্বা ঐরূপ বিশেষ কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে না, কিম্বা বিধির নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন সহকারে বর্ত্তিবে।

(২) ঐরূপে প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাধীনে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন ঐরূপ সকল মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে।

আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বিচারাধিপত্যের কথা।

১৬০ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদিগের মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ থাকে, তাহার দখল পাইবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

উপস্থিত হয়, তাহার হেতু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের কার্য্যপক্ষে সেই দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(২) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদালত ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে, ঐ যোতের দখল পাইবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবে।

নায়েব বা গোমস্তাদের স্বীকৃত মোক্তার হইবার কথা।

১৬১ ধারা। কোন ভূম্যধিকারীর যে কোন নায়েব বা গোমস্তা ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তিনি ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অর্থমতে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বীকৃত মোক্তার বলিয়া গণ্য হইবেন। যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, বা উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উক্ত ভূম্যধিকারী উপস্থিত থাকিলেও এইরূপ হইবে।

মোকদ্দমার বিশেষ রেজিষ্টরের কথা।

১৬২ ধারা। উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৮ ধারার উল্লিখিত বিশেষ বৃত্তান্ত উক্ত ধারায় নির্দ্দিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিষ্টরে না লিখিয়া বিশেষ এক রেজিষ্টরে লিখিতে হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে সময়ে২ যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন, সেই পাঠে প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত ঐ বিশেষ রেজিষ্টর রাখিবেন।

খাজানার মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৬৩ ধারা। খাজানা আদায় করিবার মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে।—

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১২১ অবধি ১২৭ পর্য্যন্ত ধারা ও ১২৯ ধারা ও ৩০৫ ধারা ও ৩২০ অবধি ৩২৫ গ পর্য্যন্ত ধারা ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় খাটিবে না।

(খ) আবেদনপত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার লিখিত বিশেষ কথার অতিরিক্ত প্রজার ভোগকৃত ভূমির অবস্থান ও নাম ও পরিমাণ ও সীমা লিখিতে হইবে, অথবা বাদী পরিমাণ বা সীমা দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্ত্তে চিনিবার উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে।

(গ) কেবল ইস্যু ধার্য্য করিবার নিমিত্ত সমন দেওয়া উচিত, আদালতের এরূপ মত না হইলে, ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমায় মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া যাইবে।

(ঘ) প্রতিবাদীর উপর সমন জারী করিতে হইলে, যদি আদালত আদেশ করেন তবে অন্য কোন প্রকারে জারী করিবার অতিরিক্ত বা পরিবর্ত্তে প্রতিবাদির নামে শিরোনামা দিয়া ও ভারতবর্ষীয় ডাকঘর বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইনের ৩য় খণ্ডমতে রেজিষ্টরী করিয়া পত্রদ্বারা ডাকযোগে সমন পাঠাইয়া তাহা জারী করা যাইতে পারিবে।

(ঙ) আদালতের অনুমতি বিনা বর্ণনাপত্র দাখিল করা যাইবে না।

(চ) আপীলের অনুমতি থাকুক বা না থাকুক, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৮৯ ধারায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা খাটিবে।

(ছ) বাকীখাজানার নিমিত্ত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে ঐ ডিক্রী জারী করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(জ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩২ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন ভূম্যধিকারী বাকী খাজানার যে ডিক্রী পান সেই ডিক্রী যাঁহাকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায়, তাঁহার প্রতি ভূম্যধিকারির ভূমিগত স্বার্থ বর্ত্তিয়া না থাকিলে তিনি ঐ ডিক্রীজারী করিবার দরখাস্ত করিবেন না।

তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যে টাকা দেনা আছে স্বীকার করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।

১৬৪ ধারা। (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে বাদীর নিকট নহে, তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট ঐ খাজানা দিতে হইবে, তবে আদালত যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ ঐ উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে, আদালত ঐ টাকা লইবার নোটিশ অবিলম্বে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন।

(৩) ঐ তৃতীয় ব্যক্তি নোটিস প্রাপ্ত হইবার তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থ আজ্ঞা না পাইলে, বাদীর প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

(৪) বাদীকে (৩) প্রকরণমতে যে টাকা দেওয়া যায়, তাঁহার স্থানে তাহা পাইবার স্বত্ব কোন ব্যক্তির থাকিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে ঐ স্বত্বের নিস্ব হইবে না।

ভূম্যধিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।

১৬৫ ধারা। যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, খাজানার বাবদ তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে পাওনা টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার দাওয়া হইয়াছে, তবে আদালত, যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ দেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ ঐ উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

কিস্তিক্রমে টাকা দিবার বিধানের কথা।

১৬৬ ধারা। পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিতে দায়ী হইলে, যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ঐ টাকা কিস্তিক্রমে দিবার আজ্ঞা করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে আদালত যে কিস্তির টাকা দিবার আদেশ করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার উত্তর গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

আদালতের রসীদ দিবার কথা।

১৬৭ ধারা। উক্ত দুই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিলে, আদালত প্রতিবাদীকে রসীদ দিবেন; এবং বাদী বা স্থলবিশেষে তৃতীয় ব্যক্তি রসীদ দিলে, তাহাতে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে উক্ত বাকী খাজানার নিমিত্ত নিষ্কৃতি হইত, ঐরূপে যে রসীদ দেওয়া যায়, তাহাতেও সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে নিষ্কৃতি হইবে।

খাজানার মোকদ্দমায় আপীলের কথা।

১৬৮ ধারা। কোন স্থলে ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় বিরুদ্ধ দাওয়াবিশিষ্ট পক্ষদের মধ্যে ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত কিম্বা ভূমিগত কোন স্বার্থ সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের কিম্বা কোন প্রজার খাজানা বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন করিবার স্বত্ব সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হইলে;

(ক) যে স্থলে জিলার জজ সাহেব কিম্বা আডিশ্যনাল জজ কিম্বা সবর্ডিনেট জজ ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা একশত টাকার অধিক না হয়, কিম্বা

(খ) যে স্থলে এই ধারামতে চূড়ান্ত বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যকারক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়,

সেই স্থলে খাজানা পাইবার নিমিত্ত ভূম্যধিকারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, ঐ মোকদ্দমায় প্রথমতঃ বা আপীলে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা হয়, তাহার উপর আপীল চলিবে না।

কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে উক্ত বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারকের আইনমতে যে ক্ষমতা নাই, তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়াছেন, কিম্বা তাঁহার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়াছেন, কিম্বা আপন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে গিয়া বে-আইনীমতে বা গুরুতর অনিয়মসহকারে কার্য্য করিয়াছেন, তবে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা সম্বন্ধে এই ধারা খাটে, কোন মোকদ্দমায় পূর্ব্বোক্তরূপ কোন বিচারসম্পর্কীয় কার্য্যকারক তদ্রূপ ডিক্রী বা আজ্ঞা দিলে, জিলার জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার নথী তলব করিতে পারিবেন; এবং যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী যে তারিখ অবধি বলবৎ হইবে তাহার কথা।

১৬৯ ধারা। কৃষি বৎসরের প্রথম আট মাস মধ্যে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সেই মোকদ্দমায় এই আইনমতে খাজানাবৃদ্ধি করিবার ডিক্রী হইলে, সামান্যতঃ পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি তাহা বলবৎ হইবে এবং কৃষি বৎসরের শেষ চারি মাসে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে ঐরূপ ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী সামান্যতঃ আগামী কৃষি বৎসরের পরবর্ত্তী বৎসরের প্রারম্ভাবধি বলবৎ হইবে। কিন্তু যে তারিখ অবধি ডিক্রী বলবৎ হইবে, বিশেষ কারণে ইহার পরেও সেই তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের বাধা হইবে না।

সম্পত্তি নষ্ট হইবার প্রতিকারের কথা।

১৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা এরূপে ভূমি ব্যবহার করিয়াছে, যাহাতে তাহা প্রজাস্বত্বসংক্রান্ত কার্য্যের অনুপযোগী হয়, কিম্বা এরূপ কোন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ হইলে, ভূম্যধিকারির সহিত তাহার যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে. এই হেতু ধরিয়া কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে হানি বা নিয়ম ভঙ্গ হয়, তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারিলে যদি ভূম্যধিকারী ঐ প্রতিকার করিবার নিমিত্ত প্রজাকে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং কোন স্থলে উক্ত হানি বা নিয়ম ভঙ্গের যুক্তিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত প্রজা যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ আদেশ পালন না করিয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে নতুবা নহে।

(২) এইরূপ কোন মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর অনুকূলে যে ডিক্রী দেওয়া যায়, তাহাতে হানি বা নিয়মভঙ্গ জন্য যুক্তিসিদ্ধমতে বাদীকে যে হানিপূরণ দেয় হয়, তাহার টাকার পরিমাণ এবং আদালতের বিবেচনায় উক্ত হানি বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য কি না এই কথা প্রকাশ থাকিবে, এবং প্রতিবাদী যে সময়ের মধ্যে ঐ টাকা বাদীকে দিতে পারিবেন, ও উক্ত হানি বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করা গেলে, যে সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন, উক্ত ডিক্রীতে সেই সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে

(৩) (২) প্রকরণমতে আদালত যে সময় নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়ের বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময়ের বা (স্থলবিশেষে) বর্দ্ধিত সময়ের মধ্যে যদি প্রতিবাদী ডিক্রীর নির্দ্দিষ্ট ক্ষতিপূরণের টাকা দেন, এবং হানি বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের সন্তোষমতে সেই হানি বা নিয়মভঙ্গের প্রতিকার করেন, তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

যে রায়তদিগকে উচ্ছেদ করা যায়, শস্য ও বপনার্থে প্রস্তুত ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্বের কথা।

১৭১ ধারা। যে প্রত্যেক রায়তকে কোন যোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে।—

(ক) উক্ত রায়ত ঐ যোতের অন্তর্গত কোন ভূমিতে আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্ব্বে শস্য বপন বা রোপণ করিয়া থাকিলে, তিনি ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামতে, হয় উক্ত শস্য রক্ষা ও সংগ্রহ করণার্থ ঐ ভূমি দখলে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন, নয় উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আজ্ঞামত ঐ শস্যের মূল্য ভূম্যধিকারীর স্থানে পাইতে পারিবেন।

(খ) রায়ত আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্ব্বে আপন যোতের অন্তর্গত কোন ভূমি বপনার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে শস্য বপন বা রোপণ না করিয়া থাকিলে, উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আজ্ঞামতে উক্ত ভূমি প্রস্তুত করিতে

তাহার যে পরিশ্রম ও মূলধন লাগিয়াছে, তাহার মূল্য ও ঐ মূল্যের যুক্তিসিদ্ধ সুদ তিনি উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে পাইতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূম্যধিকারী কোন রায়তের উচ্ছেদ নিমিত্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করিলে পর উক্ত রায়ত স্থানীয় রীতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই ধারামতে উক্ত ভূমি দখলে রাখিতে কিম্বা তজ্জন্য টাকা পাইতে স্বত্ববান হই-বেন না।

(ঘ) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রায়-তকে কোন ভূমি দখলে রাখিতে দিলে, যত কাল তিনি দখলে রাখিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি ব্যবহার ও দখলকরণার্থ উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালত যেরূপ খাজানা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রায়ত ঐ ভূম্যধিকারীকে সেইরূপ খাজানা দিবেন।

উচ্ছেদ করিবার আনু-ষ্ঠানিক কার্য্যে পরস্পরের দাওয়ার নিষ্পত্তি হইবার কথা।

১৭২ ধারা। (১) উচ্ছেদ করিবার সমুদয় মোক-দ্দমার ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যে এই আইনমতে প্রজা ও ভূম্যধিকারী বলিয়া প্রজার বিরুদ্ধে ভূম্যধিকারীর কিম্বা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে প্রজার যে সকল দাওয়া থাকে, আদালত তাহার অনুসন্ধান লইয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) আদালত যদি দেখিতে পান, যে প্রজা বলিয়া প্রজাকে ভূম্যধিকারীর যে টাকা দিতে হয়, সেই টাকা ভূম্যধিকারী বলিয়া ভূম্যধিকারীকে প্রজার যে টাকা দিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক, তবে উচ্ছেদের ডিক্রী বা আজ্ঞা হইলে, ও ঐ অতিরিক্ত টাকা দিবার সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন বন্দোবস্ত না হইয়া থাকিলে, যে সময়ের মধ্যে উহা আদালতে দিতে হইবে, উক্ত ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় সেই সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিবেন; এবং

উক্ত টাকা ঐরূপে দেওয়া না গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে অস্বীকার করিবেন।

উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবার কথা।

১৭৩ ধারা। বাদী কোন অনধিকারপ্রবেশকারীকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, যদি উচিত বোধ করেন তবে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর দখলে যে ভূমি থাকে, সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের বিবেচনায় উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়। তাহা হইলে আদালত ঐরূপ প্রতিকার দিতে পারিবেন।

প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গ নিরূপণ করিবার প্রার্থনার কথা।

১৭৪ ধারা। (১) প্রজার ভোগকৃত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে আদালতের থাকে, সেই আদালত ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিরূপণ করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা;

(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি তালুকদার কি অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারী রায়ত কি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত কি কোর্ফা রায়ত, এবং তালুকদার হইলে, তাঁহার খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে কি না; এবং

(গ) যে সময়ে প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে তাঁহার যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনায় উহার মধ্যে কোন বিষয় স্থানীয় তদন্ত বিনা সন্তোষজনকরূপে নিরূপণ করা যাইতে না পারে, তবে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে আদেশ করেন, তিনি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত লন।

(৩) এই ধারামত কোন প্রার্থনার উপর যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে ও তাহার উপর ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারিবে।

১৪শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রীমতে বিক্রয়ের বিধি।

দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতার কথা।

১৭৫ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোত তাহার বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় করা গেলে "সংরক্ষিত স্বার্থ" বলিয়া এই অধ্যায়ে যেং স্বার্থ নির্দ্দেশ করা গেল সেইং স্বার্থ মানিয়া এবং "দায়" বলিয়া এই অধ্যায়ে যেং স্বার্থ নির্দ্দেশ করা গেল, তাহা অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া, ক্রেতা ঐ যোত গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু (ক) তদর্থে পরে যে স্থলের উল্লেখ করা গেল সেই স্থল না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমত রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ঐরূপে অসিদ্ধ করা যাইবে না;

(খ) অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই অধ্যায়ের আদেশমতে কার্য্য করিতে হইবে।

সংরক্ষিত স্বার্থের কথা।

১৭৬ ধারা। নিম্নলিখিত স্বার্থগুলি এই অধ্যায়ের অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ বলিয়া গণ্য হইবে।—

(ক) যে কোন পেটাও তালুক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে আছে, তাহা;

(খ) যে কোন পেটাও তালুক কোন চলিত মিয়াদ-কালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উক্ত বন্দোবস্তের মিয়াদ পর্য্যন্ত অবধারিত খাজানা দায়ী তালুক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা;

(গ) যে ভূমির উপর বাসগৃহ, কারখানা, কিম্বা অন্যরূপ স্থায়ী ইমারতাদি নির্ম্মিত হইয়াছে, কিম্বা স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুষ্করিণী, খাল, ভজনালয়, শ্মশান বা গোরস্থান করা গিয়াছে, সেই ভূমির পাট্টাই স্বত্ব;

(ঘ) দখলী স্বত্ব;

(ঙ) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে যাহা ন্যায্য ও যুক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; এবং

(চ) যে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে যোত বিক্রয় হয় সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারী যাহা সৃষ্টি করিতে প্রজাকে স্পষ্ট বাক্যে লিখিয়া অনুমতি দিয়াছেন, এরূপ কোন স্বত্ব বা স্বার্থ।

"দায়" ও "রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" শব্দের অর্থ।

১৭৭ ধারা। এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে,

(ক) কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে "দায়" শব্দ ব্যবহৃত হইলে, প্রজা আপন যোতের উপর কিম্বা আপন স্বার্থ সঙ্কোচ করিয়া যে কোন দাওয়া, পেটাও প্রজাস্বত্ব, স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগস্বত্ব বা অন্য স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ও যাহা পূর্ব্ব ধারার অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ নহে, তাহা বুঝাইবে।

(খ) দেনা বাকী খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে যে যোত বিক্রয় হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই যোত সম্বন্ধে "রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়" এই শব্দ ব্যবহৃত হইলে, রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমতে যে কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করা গিয়াছে, এবং যাহার নকল বাকী খাজানা পাওনা হইবার পূর্ব্বে অন্যূন তিন মাস থাকিতে পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা গিয়াছে, সেই নিদর্শনপত্রক্রমে যে কোন দায় সৃষ্টি করা হইয়া থাকে, সেই দায় বুঝাইবে।

যোতের নীলাম হইবার প্রার্থনাপত্রের কথা।

১৭৮ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩৫ ধারামতে ডিক্রী জারীক্রমে উক্ত যোত ক্রোক ও নীলাম হইবার প্রার্থনা করিলে, উক্ত যোতের বার্ষিক খাজানার বর্ণনাপত্র ও উক্ত যোত চিরস্থায়ী তালুক হইলে, ৩য় অধ্যায়মতে রক্ষিত রেজিষ্টরের যে অংশ ঐ তালুক সম্বন্ধীয় হয়, সেই অংশের নকল দাখিল করিবেন।

নীলাম হইবার বিজ্ঞাপনসূচক ঘোষণাপত্রের কথা।

১৭৯ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামত কোন প্রার্থনাপত্রক্রমে কোন যোতের নীলাম হইবার আজ্ঞা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৭ ধারামতে যে ঘোষণাপত্র দেওয়া যায়, তাহাতে উক্ত ধারার উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দ্দেশ করিবার অতিরিক্ত এই২ কথা বিজ্ঞাপিত হইবে,—

(ক) তালুক হইলে, যে টাকা ডাক হয়, তাহাতে যদি ডিক্রীর টাকা ও খরচা দিতে কুলায়, তবে উক্ত তালুক প্রথমে রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং উক্ত দায়সম্বলিত বিক্রীত হইবে; নতুবা ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ তালুক নীলাম করা যাইবে, ঐ দিনের নোটিস যথাবিধি দিতে হইবে; এবং

(খ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হইলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত যোত বিক্রীত হইবে।

(২) উক্ত আইনের ২৮৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ ঘোষণা করা যাইবে। তদ্ভিন্ন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে সময়ে২ যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে।

রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত তালুক বিক্রয়ের ও তাহার ফলের কথা।

১৮০ ধারা। (১) কোন তালুক নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন পূর্ব্ব ধারামতে দেওয়া গেলে, উহা রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং নীলামের খরচা সমেত ডিক্রী ও খরচার টাকা দিতে যাহাতে কুলায়, তত টাকা ডাক হইলে, উক্ত তালুক ঐরূপ দায়সম্বলিত বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার উক্ত তালুকের উপর রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ভিন্ন যে কোন দায় থাকে, তাহা ১৮৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত তালুক বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

১৮১ ধারা। (১) পূর্ব্ব ধারামতে যে কোন তালুক নীলামে চড়ান যায়, তন্নিমিত্ত যত টাকা পর্য্যন্ত ডাক হয়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ডিক্রীর ও খরচার টাকা দিতে যদি না কুলায়, এবং তজ্জন্য যদি ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ তালুক বিক্রয় করিতে চাহেন, তবে নীলামকারী কর্ম্মচারী নীলাম স্থগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারামতে নূতন ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা জানান হইবে, যে নীলাম স্থগিত করিবার তারিখ অবধি পনের দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, ঐ ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ঐ তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উক্ত তালুকের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

অবধারিত হারের যোতের প্রতি পূর্ব্ব কএক ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা।

১৮২ ধারা। যে যোতের অবধারিত খাজানা বা খাজানার হার থাকে, তাহা তালুক হইলে, তৎপ্রতি পূর্ব্ব কএক ধারা যেরূপ বর্ত্তিত সেইরূপ বর্ত্তিবে।

সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

১৮৩ ধারা। (১) ১৭৯ ধারামতে কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উহা নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোতের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

পূর্ব্ব কএক ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য্যে প্রণালীর কথা।

১৮৪ ধারা। (১) কোন খরিদদার পূর্ব্ব কএক ধারামতে কোন দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ঐ দায় অসিদ্ধ করিতে চাহিলে, তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টরের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত দিয়া এই প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন, যে উক্ত কালেক্টর ঐ দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মর্ম্মের নোটিস দায়-ধারীর উপর জারী করিবেন।

(২) এতদর্থে রেবিনিউ বোর্ড যে ফী ধার্য্য করেন, উক্ত নোটিস জারী করিবার নিমিত্ত সেই ফী ঐরূপ প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন নোটিস জারী করিবার দরখাস্ত এই ধারার নির্দ্দিষ্টমতে কোন কালেক্টরের নিকট করা গেলে, তিনি তদনুসারে নোটিস জারী করাইবেন, এবং যে তারিখে ঐ নোটিস জারী হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত পূর্ব্ব কএক ধারামতে তালুক বলিয়া গণ্য হয় এরূপ আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

১৮৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোতের কিম্বা বিশেষ কোন শ্রেণীর দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোতের দেনা খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত নীলামে চড়াইবার পূর্ব্বে রেজিষ্টরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়-সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া উক্তরূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল থাকিলে, ঐ স্থানের অন্তর্গত সমুদয় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত কিম্বা, স্থলবিশেষে, উক্ত বিশেষ শ্রেণীর দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোত এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব কএক ধারামত নীলামের কার্য্যপক্ষে সর্ব্বতোভাবে তালুকের ন্যায় গণ্য হইবে।

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়াযাহা করিতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধির কথা।

১৮৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগ সময়ে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ২৯৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিধির পরিবর্ত্তে নিম্ন-লিখিত বিধি পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ,

(ক) ঐ যোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীদারের যে খরচ হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খরচের টাকা দেওয়া যাইবে।

(খ) তাহার পর যে ডিক্রী জারী করাতে নীলাম হয়, সেই ডিক্রীক্রমে ডিক্রীদারের যত টাকা পাওনা হয়, তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত কিন্তু মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার তারিখ অবধি ছয় মাসের অনধিক কাল পর্য্যন্ত উক্ত যোত সম্বন্ধে যে কোন খাজানা ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া থাকে, ঐ উদ্বৃত্ত টাকাহইতে তাঁহাকে সেই খাজানা দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা দিবার পরও উদ্বৃত্ত থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় করণাবধি দুই মাস অতীত হইলে, ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীমত খাতক (গ) প্রকরণমত খাজানা বলিয়া ডিক্রীদারের কোন টাকা পাইবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ উত্থাপন করিলে, আদালত ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, এবং ঐ নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলেই কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই, যোত ক্রোক হইতেমুক্ত হইবারকথা।

১৮৭ ধারা। (১) কোন যোতের দেনা বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে ঐ যোত ক্রোক করা গেলে, তৎ-সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্য্যন্ত ধারা খাটিবে না।

(২) ঐরূপ কোন ডিক্রীজারীক্রমে কোন যোত নীলাম হইবার আজ্ঞা করা গেলে, যদি নীলাম খরিদদা-রের ডাক গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে ডিক্রীমত খরচা ও নীলাম করিবার খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া না যায়, কিম্বা আদালতের বাহিরে ডিক্রীর টাকা শোধ করা হইয়াছে, এই হেতু দেখাইয়া যদি ডিক্রীদার উক্ত যোত মুক্ত করণার্থ দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম করা গেলে, ঐ নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে কোন ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথা-ক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, তাহা কোনং স্থলে উক্ত যোতের বন্ধকী ঋণ হইবার কথা।

১৮৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে কোন যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দে-ওয়া যায়, সেই যোতে যদি কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা ঐরূপ নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থ আবশ্যক টাকা আদালতে দিলে,

(ক) ঐরূপে তিনি যে টাকা দেন, তাহা শতকরা ১২৲ টাকা সুদ সহিত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তজ্জন্য উক্ত যোত তাঁহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে;

(খ) তাঁহার বন্ধক বাকী খাজানার দায় ছাড়া উক্ত যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং

(গ) যাবৎ উক্ত ঋণ পাওনা সুদসমেত শোধ করা না হয়, তাবৎ তিনি বন্ধকগ্রহীতাস্বরূপ উক্ত যোতের দখল লইতে ও উহা দখলে রাখিতে স্বত্ববান হইবেন।

(২) ঐরূপ কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন প্রতিকার পাইবার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

অধস্তন প্রজা আদালতে টাকা দিলে তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

১৮৯ ধারা। বাকীদার উর্দ্ধতন প্রজার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীক্রমে এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, এবং নীলাম হইলে যে অধস্তন প্রজার স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে পারে, সেই অধস্তন প্রজা নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দিলে, তাহার নিমিত্ত আইনে অন্য যে প্রতিকারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে তাঁহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি ঐরূপে প্রদত্ত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূম্যধিকারী বাকীদার না হইলে, তিনিও ঐরূপে তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে ঐরূপ কর্ত্তিত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পর্য্যন্ত না পঁহুছে তাবৎ এইরূপ চলিবে।

নীলামে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও ডিক্রীমত খাতকের না পারিবার কথা।

১৯০ ধারা। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৯৪ ধারায় প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, যে ডিক্রীজারীক্রমে এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম হয়, সেই ডিক্রীদার আদালতের অনুমতি বিনা ঐ যোত ডাকিতে বা ক্রয় করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপে যে যোত নীলাম হয়, ডিক্রীমত খাতক তাহা ডাকিবেন না বা ক্রয় করিবেন না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারার কার্য্য না হইবার কথা।

১৯১ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারা এই অধ্যায়মত কোন নীলাম সম্বন্ধে খাটিবে না।

দায়সৃষ্টিকারী কোন২ নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিবার কথা।

১৯২ ধারা। ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ ভাগে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, হস্তান্তরযোগ্য কোন যোতের উপর যাহাতে দায় সৃষ্টি হয়, এরূপ কোন নিদর্শনপত্র এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং উক্ত রেজিষ্টরী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিষ্টরী করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কার্য্যকারকের নিকট রেজিষ্টরী করণার্থ উপস্থিত করা যায়, তবে তাহা উক্ত আইনমতে রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত গৃহীত হইবে।

ভূম্যধিকারীকে দায়ের নোটিস দিবার কথা।

১৯৩ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রজার সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রক্রমে উক্ত যোতের উপর কোন দায় সৃষ্টি হয়, কোন কার্য্যকারক এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিলে, উক্ত প্রজার প্রার্থনামতে কিম্বা যে ব্যক্তির অনুকূলে ঐ দায় সৃষ্টি হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনামতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে ফী ধার্য্য করেন, তাহা তাঁহার স্থানে পাইলে, ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের সপ্তম ভাগে সমন জারী করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই প্রণালীতে ভূম্যধিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের নকল জারী করাইয়া তাঁহাকে উক্ত দায়ের নোটিস দিবেন।

---

১৬ শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।

পত্তনী তালুক নীলামের কথা।

ভূস্বামীর সরাসরী নীলামদ্বারা পত্তনীদারের স্থানে বাকী খাজানা আদায়ের কথা।

১৯৪ ধারা। নিজ ভূস্বামীর স্থানে প্রাপ্ত পত্তনী তালুকের পাওনা খাজানা দিতে ত্রুটি হইলে, ভূস্বামী আইনমতে অন্য যে প্রতিকার পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত কএক ধারায় যে বিধি আছে, তদনুসারে উক্ত তালুকের সরাসরী নীলামে হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

বৎসরের প্রারম্ভে নীলামের দরখাস্ত করিবার কথা।

১৯৫ ধারা। (১) বৈশাখ মাসের ১ম দিনে, অর্থাৎ, যে বৎসরের খাজানা বাকী হয়, তাহার পরবৎসরের প্রারম্ভে, ভূস্বামী কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত দিতে পারিবেন। পূর্ব্ব ধারায় যে২ তালুকের উল্লেখ হইল, তাহার সমুদয় বা কোন তালুক সম্বন্ধে অতীত বৎসরের হিসাবে ভূস্বামীর যত বাকী টাকা পাওনা থাকে, ঐ দরখাস্তে তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

(২) তাহা হইলে ঐ দরখাস্ত কালেক্টরী কাছারীর কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও তৎসঙ্গে এই নোটিস থাকিবে যে, যে টাকার দাওয়া হয়, তাহা জ্যৈষ্ঠ মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে দেওয়া না গেলে, বাকীদারদের তালুক ঐ টাকা শোধ করণার্থে উক্ত তারিখে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

(৩) ভূস্বামী ঐরূপ আর এক খান নোটিস আপন সদর কাছারীতে লাগাইয়া দিবেন, এবং স্থলবিশেষে নোটিসের যে অংশ খাটে, সেই অংশের নকল বা উদ্ধৃত লিপি পাঠাইয়া যে কাছারীতে ঐ তালুকের প্রধান কার্য্য চলে, সেই কাছারীতে কিম্বা বাকীদারের তালুকের অন্তীতে যে প্রধান নগর বা গ্রাম থাকে, তথায় উক্তরূপে প্রচার করাইবেন।

(৪) এই ধারামতে যে২ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার পালন নিমিত্ত কেবল ভূস্বামী দায়ী থাকিবেন।

নোটিস জারী করিবার কথা।

১৯৬ ধারা। (১) মফঃসলে যে নোটিস পাঠাইবার আজ্ঞা হইল, তাহা একজন পেয়াদা যাইয়া জারী করিবে। ঐ পেয়াদা তন্নিমিত্ত উক্ত বাকীদারের কিম্বা তাহার কার্য্যাধ্যক্ষের রসীদ লইয়া আসিবে; অথবা উহা পাইতে না পারিলে, ঐ নোটিস ঐ স্থানে আনিয়া প্রচার করা হইয়াছে, ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ তন্নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী তিনজন ভদ্রজাতীয় লোকের স্বাক্ষর লইয়া আসিবে।

(২) উক্ত গ্রামের লোকে সাক্ষ্যস্বরূপ আপ-নাদের নাম স্বাক্ষর করিতে আপত্তি বা অস্বীকার করিলে, উক্ত পেয়াদা নিকটস্থ মুনসেফের আফিসে কিম্বা মুনসেফ না থাকিলে, নিকটস্থ পোলীস থানায় যাইবে, এবং ঐ নোটিস যে যথাবিধি প্রচারিত হইয়াছে, এবিষয়ে তথায় ইচ্ছাপূর্ব্বক শপথ করিবে। এই মর্ম্মের এক সর্টিফিকেটে উক্ত কার্য্যকারকেরা স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া ঐ পেয়াদাকে দিবেন।

(৩) উক্ত রসীদের বা সাক্ষ্যের মর্ম্ম বুঝিয়া যদি দেখা যায় যে, বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্বে কোন সময়ে নোটিস প্রচার করা হইয়াছে, তবে নির্দ্দিষ্ট তারিখে নীলাম চালাইবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট হইবে।

বৎসরের মাঝখানে নীলামের দরখাস্তের কথা।

১৯৭ ধারা। বৎসরের মাঝখানে কার্ত্তিক মাসের ১ তারিখে ভূস্বামী আশ্বিন মাসের শেষপর্য্যন্ত চলিত সনের খাজানার হিসাবে যে বাকী টাকা পাওনা থাকে, তাহার বর্ণনাপত্র সহিত ঐরূপ দরখাস্ত করিতে পারিবেন, এবং বাকীদারদের তালুক বিক্রয় হইবার কথা উক্তরূপে প্রচার করাইতে পারিবেন। যত টাকা বাকী থাকিবার ইস্তাহার দেওয়া যায়, যদি অগ্রহায়ণ মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে তৎসমস্ত দেওয়া না যায়, অথবা কার্ত্তিক মাসের তলবসমেত ঐ টাকার মধ্যে এত দেওয়া না হয়, যাহাতে উক্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি কার্ত্তিক মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত কিস্তিবন্দী অনুসারে ভূস্বামীর মোট তলবের চারি আনার কম বাকী থাকে, তবে উক্ত তারিখে নীলাম হইবে।

তালুকদার তলব সম্বন্ধে আপত্তি করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৯৮ ধারা। (১) কোন তালুকদারের নিকট বাকী খাজানা পাওনা আছে বলিয়া কথিত হইলে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব কএক ধারামতে নোটিস দেওয়া গেলে, উক্ত তালুক নীলামের নিমিত্ত ঐ নোটিসে যে তারিখ ধার্য্য থাকে, সেই তারিখের পূর্ব্বে কোন সময়ে তালুকদার তলবের সমস্ত বা কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত দিতে পারিবেন।

(২) কালেক্টর (১) প্রকরণমতে দরখাস্ত পাইলে, ভূস্বামীর নিকট সমন দিবেন, তাহাতে সমনের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও তারিখে উপস্থিত হইতে এবং নীলাম কেন স্থগিত রাখা যাইবে না, অথবা স্থল বিশেষে কেন তলবের টাকা কমান যাইবে না, ইহার কারণ দেখাইতে ভূস্বামীর প্রতি আদেশ থাকিবে; এবং কালেক্টর সাধ্য হইলে উভয় পক্ষের কথা কিম্বা তন্মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের কথা শুনিবেন, ও তাঁহাদের মধ্যে যেং বিষয়ের বিবাদ থাকে, নীলামের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে তাহার মীমাংসা করিবেন।

(৩) নীলামের নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে যদি কালেক্টর এইরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকীর দাওয়া হয়, তাহার কোন অংশই পাওনা নাই, তবে তিনি ভূস্বামীর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন।

(৪) যদি উক্ত সময়ের পূর্ব্বে তিনি নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকীর দাওয়া হয়, তাহার অংশ বিশেষ পাওনা নাই, তবে তিনি তদনুসারে তলব কমাইয়া দিবেন; এবং তাঁহার নিষ্পত্তি এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠান পক্ষে চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে সকল স্থলের বিধান (৩) ও (৪) প্রকরণে নাই, সেই সকল স্থলে তালুকদারের দরখাস্ত নামঞ্জুর করা যাইবে; কিন্তু নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে তাঁহার যে স্বত্ব থাকে, ঐরূপ নামঞ্জুর করাতে সেই স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

বাকী টাকা আমানত করা না গেলে তালুক নীলাম হইবার কথা।

১৯৯ ধারা। পূর্ব্ব ধারার বিধানের স্থল না হইলে, যে তালুক সম্বন্ধে পূর্ব্ব কএক ধারামতে নোটিস দেওয়া গিয়াছে, সেই তালুক নোটিসের নির্দ্দিষ্ট তারিখে নীলাম করা যাইবে; কিন্তু পূর্ব্ব দিনের সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে তলবের টাকা অথবা পূর্ব্ব ধারামতে ঐ টাকা কমান গেলে, সেই কমান টাকা ভূম্যধিকারীকে দিবার নিমিত্ত বাকীদার বা অন্য কোন ব্যক্তি কালেক্টরী কাছারীতে আমানত করিলে, নীলাম হইবে না।

নীলাম হইলে, যেং নিয়ম মানিতে হইবে, তাহার কথা।

২০০ ধারা। (১) পূর্ব্বে কাছারীতে যে নোটিস লাগাইয়া দেওয়া যায়, নীলামের সময়ে তাহা নামাইয়া ফেলিতে হইবে, এবং লাটগুলি নোটিসে যে ক্রমে লেখা থাকে, সেই ক্রমানুসারে পরং ডাকা যাইবে।

(২) যে প্রত্যেক লাট সম্বন্ধে ইস্তাহার দেওয়া যায় তাহার বাকীর হিসাবে নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত যেং টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিশেষ বর্ণনাপত্রের সহিত ও মফঃসলে যে নোটিস প্রচার করিবার আদেশ দেওয়া যায়, তাহার রসীদ বা সর্টিফিকেট সহিত ভূস্বামীর পক্ষীয় এক ব্যক্তি নীলামে উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) যে বর্ণনাপত্র দাখিল করা যায়, যাবৎ তাহা দেখিয়া লওয়া না হয় ও তাহা হইতে উক্ত বৎসরের বাকী থাকা নির্ণয় করা না হয় এবং যাবৎ নোটিস দিবার রসীদ পাঠ করা না হয়, তাবৎ কোন লাট নীলামে চড়ান যাইবে না। যে প্রত্যেক লাটের নীলাম হয়, তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র রুবকারী করিয়া সেই রুবকারীতে এই সকল নিয়ম পালিত হইবার কথা লিখিত হইবে।

(৪) কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিনে যে দরখাস্ত দেওয়া যায়, সেই দরখাস্তমতে নীলাম হইলে, নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত তলবের চারি আনার অধিক বাকী আছে, ইহা দেখিতে পাইবার নিমিত্ত বাকীদারের কিস্তিবন্দীও দাখিল করিতে হইবে; এবং ইহা নির্ণয় করা না গেলে, নীলাম হইবে না।

(৫) এইরূপে যে সকল কাগপত্র দেখাইতে হইবে, তাহার শুদ্ধতা ও অনন্যতা সম্বন্ধে কেবল ভূস্বামী দায়ী থাকিবেন; এবং যে কার্য্যকারক নীলাম করেন, তিনি নীলাম ন্যায্য ও প্রকাশ্যরূপে হওয়া ছাড়া এবং তাঁহার উপদেশার্থে এই অধ্যায়ে যেং বিধি নির্দ্দেশ করা গেল তাহা পালিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে দায়ী থাকিবেন না।

নীলামের কার্য্য যেরূপে চালাইতে হইবে তাহার কথা।

২০১ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে তালুকের সমস্ত নীলাম সরকারী কাছারীতে হইবে।

(২) যে ব্যক্তির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ডাক হয়, ভূমি তাঁহার নিকট বিক্রয় করা যাইবে, এবং বাকীদার ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তি অবাধে ডাকিতে পারিবেন।

(৩) লাটের ডাক মঞ্জুর হইবামাত্র ক্রয়ের টাকার শতকরা ১৫ টাকা দিতে হইবে।

(৪) যে কার্য্যকারক নীলামের কার্য্য চালান, তাঁহার হৃদ্বোধমতে যাবৎ প্রত্যয় না জন্মে যে, যত টাকা আমানত করিতে হইবে তাহা তদর্থে হাতে আছে কিম্বা দুই ঘণ্টার মধ্যে দাখিল করা যাইবে, তাবৎ তিনি কোন ডাক গ্রাহ্য করিতে কিম্বা যিনি ডাকেন এরূপ কোন ব্যক্তির নামে কোন লাট ফেলিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৫) নীলাম হইবার পর দুই ঘণ্টার মধ্যে শতকরা পনের টাকা নগদ দেওয়া না গেলে কিম্বা তত্তুল্য মূল্যের গবর্ণমেণ্ট সিকুরিটী দাখিল করা না গেলে, উক্ত লাট ঐ দিনেই পুনর্ব্বার নীলাম করা যাইবে।

(৬) ক্রয়ের টাকার অবশিষ্টাংশ অষ্টম দিবসের দুই প্রহরের মধ্যে দেওয়া না গেলে, জিলার সদর কোর্টের বাজারে ঢেঁড়রা দিয়া নীলাম ঘোষণা করিয়া পর দিনে অর্থাৎ প্রথম নীলাম অবধি নবম দিবসে পুনর্ব্বার নীলাম হইবার নোটিস দেওয়া যাইবে।

(৭) তাহা হইলে উক্ত লাট প্রথম খরিদারের ঝুঁকিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনর্ব্বার নীলাম করা যাইবে। প্রথম খরিদার শতকরা পনের টাকা হিসাবে অগ্রিম যে টাকা দিয়াছিলেন তাহা দণ্ড হইবে এবং দ্বিতীয় বার নীলাম করিয়া যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা পূর্ব্ব নীলামের টাকা অপেক্ষা যত টাকা কম হয় তত টাকার জন্যেও দায়ী থাকিবেন। দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারী করিবার যে প্রণালী আছে, সেই প্রণালী-মতে ঐ কমতী টাকা আদায় করা যাইবে।

(৮) আমানত করা যে টাকা দণ্ড হয়, তাহা হইতে নীলামের খরচ দেওয়া যাইবে; এবং যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা গবর্ণমেণ্টে জমা দেওয়া যাইবে।

২০২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে কোন তালুকের খরিদার ক্রয়ের সমস্ত টাকা দিলে, কালেক্টর তাঁহাকে ঐ টাকা দিবার সার্টিফিকেট দিবেন।

খরিদারের স্বত্বের কথা।

(২) তাহা হইলে তালুকদার কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্ব্বাধিকারীদের মধ্যে কেহ কিম্বা তাঁহার বা তাঁহাদের অধীন কোন দাওয়াদার ঐ তালুকের উপর যে সকল দায়, দাবী, পেটাও প্রজাস্বত্ব, স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ব এবং অন্যান্য স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ করণার্থ ১৮৪ ধারায় যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রণালীমতে অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত খরিদার উক্ত তালুক প্রাপ্ত হইবেন। নিম্নলিখিত কএকটী স্বত্বসম্বন্ধে এই বিধি খাটিবে না,—

(ক) দখলী স্বত্ব;

(খ) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে যাহা ন্যায্য ও যুক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; কিম্বা

(গ) যে লিখিত নিদর্শনপত্রক্রমে তালুকের সৃষ্টি হয়, তাহাতে স্পষ্ট বাক্যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, সেই ক্ষমতাক্রমে সৃষ্ট কোন স্বত্ব বা স্বার্থ।

২০৩ ধারা। এই অধ্যায়মত কোন তালুকের খরিদার তৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব ধারামত সার্টিফিকেট পাইলে, এবং ৩য় অধ্যায়মতে তাঁহার প্রতি তালুক হস্তান্তর হইবার কথা রেজিষ্টরী করা গেলে, তাঁহাকে তালুক দখল দিবার নিমিত্ত তিনি কালেক্টরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কালেক্টর তাঁহাকে তালুকের দখল দেওয়াইবেন; এবং ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে যে দেওয়ানী আদালত খরিদারকে দখল দেন, সেই আদালতের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যেং ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, কালেক্টর সেই সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

খরিদারকে দখল দিবার কথা।

২০৪ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন তালুক নীলাম হইবার ইস্তাহার দেওয়া গেলে যদি কোন ব্যক্তির ঐ তালুকে এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে এবং তিনি নীলাম নিবারণার্থ ১৯৯ ধারামতে আবশ্যক টাকা কালেক্টরী কাছারীতে আমানত করেন, তবে ১৮৮ ধারার বিধান খাটিবে; এবং যদি ঐ ব্যক্তি তালুকদারের দরপত্তনি প্রজা হন, তবে ১৫ অধ্যায়মতে যে মোতে নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, উক্ত তালুক সেই মোতে হইলে এবং নীলাম নিবারণার্থে উক্ত টাকা আদালতে দেওয়া গেলে, ১৮৯ ধারার বিধান যেরূপে খাটিত, সেইরূপে খাটিবে।

নীলাম বন্ধ করিতে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে সেই ব্যক্তির আমানত করা টাকা আদায় করিবার কথা।

২০৫ ধারা। (১) এই অধ্যায়ের বিধানের আশ্রয়ে কোন তালুক নীলাম করা গেলে কিন্তু উক্ত নীলাম এই আইনের বিধানক্রমে সিদ্ধ না হইলে, তাহাতে যে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তিনি নীলাম অসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ও তাহাতে তাঁহার যে হানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্ত, যে ভূস্বামীর প্রার্থনামতে নীলাম হয় তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন।

নীলাম অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার কথা।

(২) তালুকের খরিদারকে মোকদ্দমার এক পক্ষ করিতে হইবে; এবং নীলাম অসিদ্ধ হইলে তাঁহার যে কোন হানি হয়, তজ্জন্য তিনি উক্ত মোকদ্দমায় ভূস্বামীর স্থানে ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

২০৬ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন তালুক বিক্রয় করা গেলে, ঐ তালুকে যে কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা খরিদার ২০২ ধারামতে অসিদ্ধ করিতে পারেন, তিনি নীলাম দ্বারা তাঁহার যে হানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্ত নীলামের তারিখ অবধি দুই মাসের মধ্যে বাকীদারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

নীলাম হওয়াতে যে ব্যক্তির স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে পারে তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা।

কিন্তু বাকীদারের অধস্তন কোন প্রজার স্থানে নীলামের সময়ে কোন বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ঐ প্রজা এইরূপ কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন না।

নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া যাহা২ করিতে হইবে, তাহার কথা।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া নিম্নলিখিতমতে কার্য্য করিতে হইবে, যথা,—

(ক) এই অধ্যায়ের বিধান ফলবৎ করণার্থ যে কোন অতিরিক্ত সেরেস্তা রাখা আবশ্যক হয়, তাহার খরচ কুলাইবার নিমিত্ত শতকরা এক টাকা করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ কাটিয়া লইয়া গবর্ণমেণ্টের হিসাবে জমা দেওয়া যাইবে।

(খ) যে বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইয়াছে তাহা (সুদসমেত ও তালুক নীলাম করাইতে যে সকল খরচ পড়িয়াছে তাহা সমেত) ইহার পর ভূম্যধিকারীকে দেওয়া যাইবে।

(গ) (ক) ও (খ) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে পর উদ্বৃত্ত থাকিলে, যে কার্য্যকারক নীলাম কার্য্য চালান, তিনি তাহা অবিলম্বে কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় পাঠাইবেন। ২০৬ ধারাতে যাঁহারা ক্ষতিপূরণের ডিক্রী পান, তাঁহাদের দাওয়া শোধ করিবার নিমিত্ত ঐ উদ্বর্ত্ত টাকা নীলামের তারিখ অবধি দুই মাস গত না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত খাজানাখানায় আমানত করিয়া রাখিতে হইবে, এবং উক্ত কালের মধ্যে ঐ ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যাবৎ ঐ সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ উক্ত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

(ঘ) যে উদ্বর্ত্ত টাকা (গ) প্রকরণমতে রাখা যায়, তাহা হইতে প্রথমতঃ ২০৬ ধারামতে বাকীদারের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়া থাকিলে, ঐ ডিক্রীর টাকা দিতে হইবে। উদ্বর্ত্ত টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে দিতে না কুলাইলে, যাহার যত টাকার ডিক্রী থাকে, তদনুসারে ডিক্রীদারদের মধ্যে ঐ টাকা হারাহারীমতে বন্টন করিয়া দেওয়া যাইবে।

(ঙ) উক্ত উদ্বর্ত্ত টাকার কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা বাকীদারকে দেওয়া যাইবে।

(২) যে টাকা (গ) প্রকরণমতে আমানত রাখা যায়, যে কোন ব্যক্তির তাহাতে স্বার্থ থাকে, তিনি আমানতী টাকার পরিবর্ত্তে যাহার সুদ চলে, এরূপ গবর্ণমেণ্ট সিকুরিটী রাখিয়া উক্ত টাকা সমস্ত কিম্বা তাহার কোন অংশ ফিরাইয়া লইতে পারিবেন। শেষে যে গবর্ণমেণ্ট গেজেট পাওয়া যায়, তাহাতে যে ডিস্কৌণ্টের বা প্রিমিয়মের হার দেখা যায়, সেই হারে উক্ত সিকুরিটী লওয়া যাইবে।

রবিবার ও বন্ধের দিন বিষয়ক বিধানের কথা।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট কোন দিন রবিবার বা বন্ধের দিন হইলে, ঐ দিনে এই অধ্যায়মতে যাহা কিছু করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকে, তাহা তাহার পরদিন রবিবার বা বন্ধের দিন না হইলে করা যাইতে পারিবে।

অন্যান্য তালুক নীলামের কথা।

অন্যান্য রেজিষ্টরী করা তালুক সম্বন্ধে এই অধ্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া খাটিবার কথা।

২০৯ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব কএক ধারামতে যে সকল তালুক নীলাম করা যাইতে পারে, তদ্ভিন্ন কোন তালুক সরকারী রেজিষ্টরে রেজিষ্টরী করিবার বিধান আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে সময়ে২ যেরূপ পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করেন, সেইরূপ পরিবর্ত্তন সহকারে ঐ সকল ধারা উক্তরূপে রেজিষ্টরী করা তালুক সম্বন্ধে খাটিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

চুক্তির বিরুদ্ধে যে২ বিধান ফলবৎ হইবে তাহার কথা।

২১০ ধারা। প্রকারান্তরের চুক্তি থাকিলেও নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে এই আইনের বিধান ফলবৎ হইবে, যথা,—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নির্দ্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুষঙ্গ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে ফসলী খাজানা পরিবর্ত্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দ্দিষ্ট হেতু বিনা দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্ফা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬১ ধারা)।

(চ) যোতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯৩ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

কায়েমী মকররী পাট্টার কথা।

২১১ ধারা। যে স্থানের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই স্থানে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মানুসারে কায়েমী মকররী পাট্টা দিতে ভূম্যধিকারীর বাধ্য হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

২১২ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে পতিত ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণার্থ কোন চুক্তির ব্যাঘাত হইবে না।

কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের চুক্তির কথা।

২১৩ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, যে প্রকারের জমী চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত, অর্থাৎ সামান্যতঃ বন্যা দ্বারা যে ভূমির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধন হইতে পারে, যে রায়ত সেই ভূমি ভোগ করে, সেই রায়ত তাহা ক্রমাগত বার বৎসর ভোগ না করিলে ঐ ভূমিতে দখলী স্বত্ব লাভ করিবে না, এবং যাবৎ ঐ দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহার ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয়, তাহার যোতের নিমিত্ত সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

চর ও দেয়াড়া জমীর কথা।

(২) কিন্তু ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আদালত নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গণ্য হইবে না। তাহা হইলে, এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

২১৪ ধারা। "উঠবন্দী" প্রণালী ও "হাল হাসিলী" প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালীমতে কোন ভূমি ভোগ করা গেলে, দেশাচারানুগত বা প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে ঐ ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

উঠবন্দী ও হালহাসিলী প্রণালীর কথা।

২১৫ ধারা। এই আইনের কোন কথায় কোন ঘাটওয়ালী বা অন্য চাকরাণ তালুকের কোন অনুষঙ্গের ব্যাঘাত হইবে না. বিশেষতঃ এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যে চাকরাণ তালুক হস্তান্তর করিতে বা উইলক্রমে দান করিতে পারা যাইত না, তাহা হস্তান্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইবে না।

চাকরাণ তালুক সম্বন্ধে না খাটিবার কথা।

২১৬ ধারা। কোন রায়ত রায়তস্বরূপ আপন যোতের অংশ না হইয়া বাস্তুভূমি ভোগ করিলে, ঐ বাস্তুভূমির প্রজাস্বত্বের অনুষঙ্গ দেশাচার দ্বারা নিয়মিত হইবে।

বাস্তু ভূমির কথা।

২১৭ ধারা। কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত স্বত্ব এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত না হইলে অথবা এই আইনের বিধানক্রমে স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরিবর্ত্তিত বা রহিত না হইলে, এইআইনের কোন কথায় তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

উদাহরণ।

কোর্ফা রায়ত কোনং অবস্থায় দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় এই দেশাচার এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত নহে, এবং এই আইনের বিধান দ্বারা স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরিবর্ত্তিত বা রহিত করা যায় নাই; সুতরাং উক্ত দেশাচার কোন স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

১৮ শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা তামাদি বিষয়ক বিধি।

২১৮ ধারা। (১) এই আইনের ৪র্থ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত তত্তৎ জন্য ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত করিতেও করিতে হইবে; এবং ঐরূপ মিয়াদ কালের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত করা যায়, তাহা মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কথা না তোলা গেলেও অগ্রাহ্য হইবে।

৪ তফসীলমত মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্তের মিয়াদের কথা।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত উপস্থিত করিলে মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত বারিত হইত, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিবার স্বত্ব পুনর্জ্জীবিত হইবে না।

২১৯ ধারা। ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারা ২১৮ ধারার লিখিত মোকদ্দমা বা প্রার্থনা সম্বন্ধে খাটিবে না।

ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক আইনের কিয়দংশ ঐ মোকদ্দমা প্রভৃতিতে না খাটিবার কথা।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

২২০ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিম্বা অন্য যে কোন আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইন অনুসারে না হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি

ফসলে বে-আইনীমতে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের কথা।

(ক) কোন প্রজার যোতের ফসল ক্রোক করে কিম্বা ক্রোক করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) এই আইনমতে নিয়মিতরূপে যে ক্রোক করা যায়, তাহার বাধা দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিয়মিতরূপে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বলপূর্ব্বক বা গোপনে স্থানান্তর করে, কিম্বা

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন যোতের ফসল কাটিতে, সংগ্রহ করিতে, সঞ্চিত করিতে, স্থানান্তর করিতে, কিম্বা প্রকারান্তরে তাহা লইয়া কার্য্য করিতে বাধা দেয়, বা দিবার উদ্যোগ করে,

তবে তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(২) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে যে কোন ব্যক্তি (১) প্রকরণের লিখিত কোন কার্য্য করিতে সহায়তা করেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারীদের কর্ম্মকারক ও প্রতিনিধিদের কথা।

ভূম্যধিকারীর কর্ম্মকারক দ্বারা কার্য্য করিবার কথা।

২২১ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে এই আইনমতে কোন ভূম্যধিকারীর উপস্থিত হইবার, প্রার্থনা করিবার বা কোন কার্য্য করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকিলে, উক্ত আদালত বা কর্ত্তৃপক্ষ প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্ম্মকারকও ঐ সকল কর্ম্ম করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনে যে প্রত্যেক নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার বা তাঁহাকে দিবার আদেশ আছে, তাহার জারী স্বীকার করিতে বা তাহা লইতে পূর্ব্বোক্তমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্ম্মকারকের উপর তাহা জারী করা গেলে, কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া গেলে, যদি নিজ ভূম্যধিকারীর উপর তাহা জারী করা যাইত কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া যাইত, তাহা হইলে যেরূপ ফল হইত, এই আইনের কার্য্যপক্ষে সেইরূপ ফল হইবে।

(৩) কর্ম্মকারক নিয়োগ করিবার কিম্বা তাঁহাকে ক্ষমতা দিবার নিদর্শনপত্র ছাড়া যে প্রত্যেক দলীল এই আইনের আদেশমতে ভূম্যধিকারীকর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত বা সার্টিফিকেটযুক্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা এতদর্থে ক্ষমতাপত্রপ্রাপ্ত তদীয় কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা স্বাক্ষরিত বা সার্টিফিকেটযুক্ত হইতে পারিবে।

একাংশী ভূম্যধিকারীদের একত্রে বা সাধারণ কর্ম্মকারকের দ্বারা কার্য্য করিবার কথা।

২২২ ধারা। দুই বা তদধিক ব্যক্তি একাংশী ভূম্যধিকারী হইলে, যাহা কিছু করিতে এই আইনমতে ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশ বা অনুমতি আছে, তাহা তাঁহারা উভয়ে বা সকলে একত্র হইয়া করিবেন কিম্বা তাঁহাদের উভয়ের বা সকলের পক্ষে কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মকারক করিবেন।

রাজস্ব কর্ম্মচারীদের ক্ষমতার কথা।

কর্ম্মচারীদের কার্য্য-প্রণালী ও ক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

২২৩ ধারা। রাজস্ব কর্ম্মচারীদের উপর এই আইনের দ্বারা বা এই আইনমতে যে কোন কর্ম্মের ভার অর্পিত হয়, সেই কর্ম্ম সম্পাদনার্থ তাঁহাদের যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধান করণার্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনসঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং ঐ বিধি দ্বারা ঐরূপ কোন কর্ম্মচারীকে

প্র. ৩

(ক) মোকদ্দমার বিচারকালে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন এরূপ কোন ক্ষমতা, ও

(খ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহা জরীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার ক্ষমতা; ও

(গ) জমীর শক্তি বুঝিয়া দেখিবার নিমিত্ত কোন ভূমির ফসল কাটিবার ও ঝাড়িবার ও উৎপন্ন শস্যাদি ওজন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিধির কথা।

বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২৪ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত বিধি করিবার পূর্ব্বে প্রস্তাবিত বিধির পাণ্ডুলেখ, যে ব্যক্তিদের তদ্দ্বারা স্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বা হাই কোর্টের প্রণীত বিধি হইলে, উক্ত গবর্ণমেণ্টের বা কোর্টের বিবেচনায় সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সম্বাদ দিবার পক্ষে যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, সেই প্রকারে ঐ বিধি প্রকাশ করা যাইবে; অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইলে, তাহা নির্দ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু ঐরূপ প্রত্যেক পাণ্ডুলেখ্য রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডুলেখ্যের সহিত একটী নোটিস প্রকাশ করা যাইবে। প্রকাশ করণের তারিখের পর এক মাস অতীত হইবার পূর্ব্বে না হয়, উক্ত পাণ্ডুলেখ্য এরূপ যে তারিখে বা যে তারিখের পর বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে, ঐ নোটিসে সেই তারিখ নির্দ্দিষ্ট থাকে।

(৪) ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে উক্ত পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিবেন।

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন বিধি রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, ঐ প্রকাশ করণই উক্ত বিধি যথাবিধানে প্রণীত হইবার নিশ্চয় প্রমাণ হইবে।

যে জিলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকে তৎসম্বন্ধীয় বিধানের কথা।

যে জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই, সেই জিলায় যে ভূমি ভোগ হয়, তৎসম্বন্ধে না খাটিবার কথা।

২২৫ ধারা। যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কখন হয় নাই, কোন তালুকের অন্তর্গত ভূমি সেই মহালের মধ্যে থাকিলে, এই আইনের কোন কথাক্রমে, রাজস্বের নির্দ্দিষ্টকালীন বন্দোবস্তের মিয়াদ ফুরাইলে, খাজানা বৃদ্ধির বাধা হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব কর্ত্তৃপক্ষ গবর্ণমেণ্টের

স্থানে চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিবার, বা বন্দোবস্ত দৃঢ় করিবার ক্ষমতা পাইয়া বন্দোবস্তী কার্য্যানুষ্ঠান মধ্যে বন্দোবস্তের মিয়াদ অতীত হইবার পর অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভোগ করিবার স্বত্ব স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকিলে, স্বতন্ত্র কথা।

রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত হইলে খাজানা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবার কথা।

২২৬ ধারা। যাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী ভূমির অন্তর্গত নহে, এরূপ কোন ভূমি বিনা খাজানায় কিম্বা অবধারিত খাজানায় ভোগ করিবার স্বত্ব ঐ ভূমির প্রজাকে দেওয়া গেল বলিয়া ভূম্যধিকারী পাট্টা দিলে কিম্বা অন্য কোন চুক্তি করিলে, এবং পাট্টা বা চুক্তি বলবৎ থাকিতে

(ক) ভূমির রাজস্ব উক্ত ভূমির সম্বন্ধে প্রথম দেয় হইলে, কিম্বা

(খ) তৎসম্বন্ধে ভূমির রাজস্ব পূর্ব্বে দেয় হইয়া থাকিলেও ভূমির রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করা গেলে,

উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তিতে প্রকারান্তরের কথা সত্ত্বেও, কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী ভূম্যধিকারির বা প্রজার প্রার্থনামতে আজ্ঞাক্রমে এই আইনের বিধান অনুসারে উক্ত ভূমির উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবেন।

জলকর প্রভৃতি স্বত্বের কথা।

ঘাসকর ও বনকর প্রভৃতি স্বত্বের কথা।

২২৭ ধারা। বাকী খাজানা আদায় করণার্থ মোকদ্দমায় এই আইনের যে সকল বিধান খাটে, কোন ঘাসকর, বনকর, জলকর প্রভৃতি স্বত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, তাহা আদায় করিবার মোকদ্দমায় যত দূর সম্ভব সেই সকল বিধান খাটিবে।

বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

২২৮ ধারা। এই আইনের কোন কথায়—

বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

(ক) এই আইনের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া যে কোন আইন রহিত করা হয় নাই, সেই আইনের নির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্ত কার্য্যকারকদের ক্ষমতার ও কর্ম্মের,

(খ) গবর্ণমেণ্টের মহালের কিম্বা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বা রাজস্ব কর্তৃপক্ষদের অধ্যক্ষতাধীন মহালের খাজানা আদায়ের কার্য্য প্রণালীর বিধান করণার্থ কোন আইনের,

(গ) গবর্ণমেণ্টের বাকী রাজস্বের নিমিত্ত নীলাম দ্বারা প্রজাস্বত্ব অনিষ্টকরণ সংক্রান্ত কোন আইনের,

(ঘ) মালগুজারী মহালের বাটওয়ারা সংক্রান্ত কোন আইনের, কিম্বা

(ঙ) এই আইনের দ্বারা স্পষ্টতঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে যে বিশেষ বা স্থানীয় অন্য আইন রহিত করা না যায়, তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

প্রথম তফসীল।

(২ ধারা দেখ।)

যেং আইন রহিত হইল।

বঙ্গদেশে প্রচলিত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৭৯৩ সালের ৮ আইন।	সুবেবাং বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যার সমস্ত জমীদার ও স্বতন্ত্রতালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের সহিত সরকারের মালগুজারীর অর্থে দশশনী বন্দোবস্তের বিষয়ের যে সকল আইন ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ও ২৫ নবেম্বর এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ও তাহার পর যেং তারিখে নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও চলন্ত করিবার আইন।	৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬৩, ও ৬৫ ধারা।
১৮০৫ সালের ১২ আইন।	এইক্ষণে মেদিনীপুর জিলাভুক্ত পটাশপুর, কমারদিচৌর ও বগ্‌ড়ী পরগনাযুক্ত কটক জিলার বন্দোবস্ত ও সরকারী রাজস্ব আদায় করণার্থ আইন	৭ ধারা।
১৮১২ সালের ৫ আইন।	ভূমির মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া এইক্ষণে চলন আছে তাহার কোনং দাঁড়া শুধরিবার ও সারিবার নিমিত্তে আইন	২, ৩, ৪, ২৬ ও ২৭ ধারা।
১৮১২ সালের ১৮ আইন।	ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ধারার মর্ম্ম সুস্পষ্ট ও বিবরণ করিয়া লিখিবার ও ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৩ ও ৪ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৫০ আইনের ৩ ও ৪ ধারা রদ ও রহিত করিবার ও ঐ সকল ধারার লিখিত দাঁড়া সকলের পরিবর্ত্তে নূতন দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে আইন।	মুখবন্ধ এবং ২ ও ৩ ধারা।
১৮১৯ সালের ৮ আইন।	কোনং অধিকার সিদ্ধ হওন ও তৎসম্পর্কীয় করারদাদ সঙ্গত হওনের কথা স্পষ্ট করিয়া লিখনের ও জমীদারদিগের ও পত্তনী তালুকদার প্রভৃতির পরস্পর স্বত্বের বিবরণের ও জমীদারের বাকীর নিমিত্তে নীলাম হওনের নকশা নির্দিষ্ট করণের ও তাহার প্রকার ও নিয়মের বিবরণের ও বাঙ্গালা দেশের জমীদারদিগের ও তালুকদারদিগের তহসীলের দাঁড়ার মধ্যে পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট কোনং দাঁড়ার তাৎপর্য্য স্পষ্ট করণের ও তাহার কোনং দাঁড়া শুধরণের নিমিত্তে আইন	সম্পূর্ণ আইন।

১ম তফসীল—(চলিতেছে।).

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮২০ সালের ১ আইন।	যদি জমীদারের বাকী তাহার তালুকদারের শিরে পড়ে ও সে নিমিত্তে জমীদার তালুক নীলাম করাইবার ক্ষমতা পায়, তবে সেই নীলাম ১৮১৯ সালের ৮ আইনের নীলামের মতে হওনের নিমিত্তে আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮২৫ সালের ১১ আইন।	চরের কি কোন নদী কি সমুদ্র স্থান ত্যাগ করণ প্রযুক্ত যে ভূমি পাওয়া যায় সেই ভূমির দাওয়ার নিষ্পত্তির হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবেক সেইং হুকুম প্রকাশ করিবার নিমিত্তে আইন।	৪ ধারার ১ প্রকরণে "এবং এই বৃদ্ধি হওয়া জমি যদি কোন প্রধান মহালকারের পেটায় কোন মহালকারের দখলের ভূমিতে সংলগ্ন হয়" এইং কথা ছুট প্রকরণের শেষ পর্য্যন্ত।

বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮৬২ সালের ৬ আইন।	১৮৫৯ সালের ১০ আইন (অর্থাৎ কোর্টউইলিয়ম রাজধানীর অধীন বঙ্গদেশের মধ্যে খাজানা আদায় করণের আইন সংশোধন করিবার আইন) সংশোধন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৫ সালের ৮ আইন।	কাগজপত্রের কিম্বা প্রচলিত দেশাচারের বলে যে পেটাও তালুক বিক্রয়দ্বারা কি প্রকারান্তরে হস্তান্তরীকৃত হইতে পারে তৎসম্পর্কীয় বাকী খাজানা আদায় করণোপলক্ষে তাহা বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা সংশোধনার্থ আইন।	সম্পূর্ণ আইন
১৮৬৭ সালের ৪ আইন।	মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রচলিত ১৮৬২ সালের ৬ আইনের ব্যাখ্যা ও সংশোধন করিবার এবং কোনং বিচার সিদ্ধ করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৯ সালের ৮ আইন।	ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে মোকদ্দমা হয় তৎসংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালী সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭৯ সালের ৮ আইন	বন্দোবস্তী কার্য্যকারকদের ক্ষমতা নির্দ্ধারিত ও সীমাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেলে।
১৮৫০ সালের ২৫ আইন।	১৮১৯ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে ভূমির নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহাতে বায়নার টাকা সরকারে জব্দ করণের আইন।	যে পর্য্যন্ত রহিত হয় নাই সেই পর্য্যন্ত।
১৮৫০ সালের ৪৩ আইন।	বাঙ্গালাদেশে পত্তনী তালুকের নীলামের নিমিত্তে যে দাঁড়ার আবশ্যক আছে তাহা শুধরিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫[illegible] সালের [illegible] আইন।	মালগুজারীর বাকীর বিষয়ের সরাসরী মোকদ্দমা এবং পত্তনী তালুক ও বিক্রয়যোগ্য অন্যান্য অধিকারের নীলাম এবং খাজানার বিষয়ের সরাসরী ডিক্রীজারী করণার্থে ভূমির নীলামের বিষয়ে আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫৯ সালের ১০ আইন।	কোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গালাদেশে খাজানা আদায় করিবার আইন সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

দ্বিতীয় তফসীল।

[৩ (১৬) ধারা দেখ।]

১৮১৯ সালের ৮ আইনের কেতাবান হইতে উদ্ধৃত।

"দশসালা বন্দোবস্তের তালুকদারেরা আপনাদিগের ইজারা ইত্যাদি দিতে ইচ্ছানুরূপ ক্ষমতা আছে দেখিয়া নূতন করারদারের সৃষ্টি করিয়াছে ও প্রথমতঃ তাহা বর্দ্ধমানের রাজার জমীদারীতে প্রকাশ হইয়াছে এক্ষণে অন্য স্থানেও হইতেছে ও এ অধিকারের প্রকার এই যে জমীদার কোন ব্যক্তিকে ইস্তমরারি অর্থাৎ তালুক দেয় ও তাহার মুনফা যে ব্যক্তি তালুক লয় তাহার ও তাহার উত্তরাধিকারিদিগের পাওনা সর্ব্বকালের নিমিত্তে করিয়া দেয় ও তালুকদারের স্থানে মাল জামিন ও হেজার জামিন লওয়া ও না লওয়ার ক্ষমতা আপনি রাখে কেননা যদি তালুকদারকে জামিন দেওন হইতে মাফ করে তবে তাহার পরে ঐ তালুক বিক্রয়াদির দ্বারা যে ব্যক্তির হাতে যায় সে এড়াইতে পারে না বরং তাহার স্থানে লইতে পারে ও ইহা এইক্ষণকার রেওয়াজ অর্থাৎ চলনমতে জানা গেল।

"তাহার দস্তাবেজেতে নিয়মের মধ্যে ইহা লেখা থাকে যে বাকী পড়িলে সে নিমিত্তে জমীদার তাহা বিক্রয় করাইতে পারিবেক ও যদি বিক্রয়ের পণ বাকীর সংখ্যা যত তত না হয় তবে যাহা বাকী থাকে তাহা তালুকদারের শিরে থাকিবেক সে সে নিমিত্তে তাহার মাল আসবাব বিক্রয় হইতে পারে।

"ঐ সকল এলাকা অর্থাৎ অধিকারকে পত্তনি তালুক বলে ও তাহা লওনিয়া অনেকং লোক ঐ সকল নিয়ম ও নির্ব্বন্ধে তাহা অন্যং লোককে দেয় ও তাহারা দর পত্তনীদার কহলায় ও সরপত্তনীদার অন্যেরে দেয় ও ক্রমে এইরূপ। ও ইহারদিগের প্রত্যেকের দস্তাবেজ এক মজমুনে হয়।"

তৃতীয় তফসীল।—কবজ ও হিসাবের পাঠ।

(৭০ ও ৭১ ধারা দেখ।)

কবজের পাঠ।

১ নম্বর
২। সাল
৩। গ্রামের নাম ———————— থানা ————————
৪। প্রজার নাম
৫। তাহার যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি) ————————
নগদী বিঘা ———————— টাকা ————————
ভাওলী বিঘা ———————— মণ ———————— বা টাকা ————————

সায়ের { বনকর ———————— টাকা। জলকর ———————— টাকা। ফলকর ———————— টাকা। }

গবর্ণমেণ্টের কর ... { পথকর, পূর্ত্তকার্য্যের কর }

৬। যাহার মারফতে দেওয়া গেল ————————
৭। দিবার তারিখ ————————
৮। যত টাকা দেওয়া গেল (পৃষ্ঠে বিবরণ) ———————— টাকা।
৯। ভূস্বামীর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষর

কবজের পাঠ।

১। নম্বর
২। সাল
৩। গ্রামের নাম ———————— থানা ————————
৪। প্রজার নাম
৫। তাহার যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি) ————————
নগদী বিঘা ———————— টাকা ————————
ভাওলী বিঘা ———————— মণ ———————— বা টাকা ————————

সায়ের { বনকর ———————— টাকা। জলকর ———————— টাকা। ফলকর ———————— টাকা। }

গবর্ণমেণ্টের কর ... { পথকর, পূর্ত্তকার্য্যের কর }

৬। যাহার মারফতে দেওয়া গেল ————————
৭। দিবার তারিখ ————————
৮। যত টাকা দেওয়া গেল (পৃষ্ঠে বিবরণ) ———————— টাকা
৯। ভূস্বামীর বা ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষর

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইনের ৬৯ ধারার নিম্নলিখিত বিধান আছে।—

"৬৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে কিম্বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে ঐ টাকা জমা দিতে হইবে।"

টাকা যেরূপে জমা দিতে হইবে তাহার কথা।

"(২) প্রজা ঐরূপ কোন নির্দ্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে ঐ টাকা জমা দিতে পারিবেন।"

হিসাবের পাঠ ।

১ । সাল

২ । প্রজার নাম

৩ । যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)

বিঘা … হার … টাকা ।

নগদী

গবর্ণমেন্টের কর

বিঘা … মণ … টাকা ।

ভাওলী

জলকর …

বনকর …

ফলকর …

মণ … টাকা ।

৪ । বৎসরের তলব …

৫ । পূর্ব্ব২ বৎসরের বাকী (বকেয়া) …

টাকা ।

৬ । মোট তলব (হাল ও বকেয়া) …

৭ । প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল { হাল তলব … ; বকেয়া তলব … }

মণ

৮ । শস্যে দেওয়া গেল …

টাকা ।

৯ । বৎসরের শেষে বাকী

১০ । ভূস্বামীর স্বাক্ষর

হিসাবের পাঠ ।

১ । সাল

২ । প্রজার নাম

৩ । যোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)

বিঘা … হার … টাকা ।

নগদী

গবর্ণমেন্টের কর

বিঘা … মণ … টাকা ।

ভাওলী

জলকর …

বনকর …

ফলকর …

মণ … টাকা ।

৪ । বৎসরের তলব …

৫ । পূর্ব্ব২ বৎসরের বাকী (বকেয়া) …

টাকা ।

৬ । মোট তলব (হাল ও বকেয়া) …

৭ । প্রত্যেকের হিসাবে দেওয়া গেল { হাল তলব … ; বকেয়া তলব … }

মণ

৮ । শস্যে দেওয়া গেল …

টাকা

৯ । বৎসরের শেষে বাকী

১০ । ভূস্বামীর স্বাক্ষর

চতুর্থ তফসীল।

মিয়াদ।

(২১৮ ধারা দেখ।)

১ খণ্ড।—মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
১। যে নিয়ম সংক্রে এরূপ স্পষ্ট বিধানাত্মক চুক্তি আছে যে ঐ নিয়মভঙ্গের দণ্ডস্বরূপ উচ্ছেদ করা যাইবে, সেই নিয়মভঙ্গহেতু তালুকদার বা রায়তকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা।	এক বৎসর	নিয়মভঙ্গের তারিখ অবধি।
২। বাকী খাজানা আদায়ের মোকদ্দমা—		
(ক) ৭৩ ধারামতে ঐ যোতের খাজানার নিমিত্ত আমানৎ করিবার পূর্ব্বে বাকী পড়িয়া থাকিলে।	ছয় মাস	আমানতের তারিখ অবধি।
(খ) স্থলান্তরে ...	তিন বৎসর	বাঙ্গালা সন যেং স্থানে চলিত আছে সেইং স্থানে বাঙ্গালা সনের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি এবং আমলী ও ফসলী সন যেং স্থানে চলিত আছে সেইং স্থানে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি।
৩। বাদী দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তস্বরূপ ভূমির দাওয়া করিলে, উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা।	দুই বৎসর	বে-দখল হইবার তারিখ অবধি।

২ খণ্ড।—আপীল।

আপীলের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে:
৪। এই আইনমত কোন ডিক্রী বা আজ্ঞার উপর জিলার জজ বা বিশেষ জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রী কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।
৫। এই আইনমত কালেক্টরের কোন আজ্ঞার উপর কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি

৩ খণ্ড।—প্রার্থনাপত্র।

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৬। যে স্থলে ডিক্রীমত খাতক ছলে বা বলে ডিক্রী জারী হইতে দেন নাই সেই স্থলভিন্ন এই আইনমত কিম্বা এই আইনদ্বারা রহিত করা কোন আইনমত ডিক্রী বা আজ্ঞা জারী করিবার প্রার্থনাপত্র; যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে সুদ জমে তাহা বাদে কিন্তু ঐ ডিক্রী জারী করিবার খরচা সমেত ৫০০৲ শতের অধিক টাকার নিমিত্ত ডিক্রী না হয়।	তিন বৎসর	(১) ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি; কিম্বা (২) আপীল করা গেলে, আপীল আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি কিম্বা (৩) বিচার সমালোচনা করা গেলে, সমালোচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি।

ভিন্ন ভিন্ন মত।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের রিপোর্ট হইতে আমার মত ভিন্ন।

১৮৮৩ সালের ২১ নবেম্বর অবধি কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৪ সালের ১৩ মার্চ্চে উহার কার্য্য শেষ হয়। প্রথমতঃ সপ্তাহে দুইবার মাত্র কমিটীর অধিবেশন হইত। কোন বিষয়ে সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইলে সভ্যদের ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে সংবাদ দিতে হইত। ২৬ জানুয়ারি তারিখে স্থির হয় যে সপ্তাহে তিন দিন ২ টা অবধি ৫½ পর্য্যন্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে, সংশোধন প্রস্তাবের সংবাদ অধিবেশনের পূর্ব্ব দিন সেক্রেটরীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। অধিবেশনের দিন প্রাতে সংশোধনের প্রস্তাব মেম্বরগণের নিকট প্রেরিত হইত। এইরূপ নূতন বন্দোবস্ত প্রস্তাব করার কারণ এই যে, তখনও কমিটীর হাতে অনেক কার্য্য বাকী ছিল ও সিমলা গমনের সময়ও উপস্থিত প্রায় হইয়াছিল। এই বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের নিজের২ যে অসুবিধা হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করিলেও এবং তাঁহারা এই কার্য্যে সমস্ত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন স্বীকার করিলেও সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হইতে তাঁহাদের ১০ ঘণ্টা এবং উহার বিশেষ আলোচনার্থ ৬ ঘণ্টা সময়ও প্রায় থাকিত না, আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এরূপ বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের প্রত্যেকের প্রতিই অন্যায় করা হইয়াছিল। আমার মত অবস্থার লোকের প্রতি আরও অবিচার হইয়াছিল, কারণ আমি যাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সময় পাইতাম না। ইহাতে যে কেবল মেম্বরদিগের প্রতিই অবিচার হইয়াছিল এমন নহে, যে সকল গুরুতর বিষয় লইয়া বাদানুবাদ তাহার প্রতিও অবিচার হইয়াছিল। আমি কর্ত্তব্য বিবেচনায় এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতিবাদ ফলোপধায়ক হয় নাই। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কমিটীর নিকট যে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছিল এরূপ অবস্থায় যত দূর সম্ভব তাঁহারা সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দিয়া কার্য্য করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি যত দূর সম্ভব শিষ্টতা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষাশেষি গুরুতর প্রশ্ন সমূহের মীমাংসায় অত্যন্ত ত্বরা করা হইয়াছিল। এরূপ ত্বরা অপরিহার্য্য হইলেও ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

মন্ত্রিসভার বিধি অনুসারে কমিটীর এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় কাজের কথা বিষয়ে সাক্ষীর এজাহার গ্রহণের ক্ষমতা থাকিলে ভাল হইত। কমিটী যে এই ক্ষমতার আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্ধতিসিদ্ধ না হইলেও, মান্যবর শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের পরামর্শমতে পেটাও বিলি সম্বন্ধে কমিটীতে কয়েকজন বহুদর্শী জমীদারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কমিটীর হস্তে পড়িয়া পাণ্ডুলিপির অনেক গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু উহার মূল সূত্র অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। কোন২ বিষয়ে মূল পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ ছিল তদপেক্ষা জমীদারদিগের অবস্থা অধিকতর মন্দ করা হইয়াছে। কয়েকটী ক্ষুদ্র২ বিষয়ে জমীদার ও রায়ত উভয়ের প্রতিই অপক্ষপাতে সুবিচার করা হইয়াছে। বর্ত্তমান আইনে যেরূপ আছে তাহা অপেক্ষা মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারীগণের বিলক্ষণই লাভ হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে ভূমিকর্ষক, যাহার জন্য কমিটী এত চিন্তিত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, আমার ভয় হয় যে ফলে তাহার অবস্থা বর্ত্তমান অপেক্ষা মন্দ দাঁড়াইবে। আমি এখন সমস্ত পাণ্ডুলিপির বিচার করিতে ইচ্ছা করি না এবং তজ্জন্য এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত কথায় প্রবেশ করিব না।

এই পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে আমার আপত্তির প্রধান কারণ এই২ :—

১ম।—ইহা বর্ত্তমান ও প্রাচীন ভূমিসংক্রান্ত আইনের বিরোধী। ইহা একদিকে কতকগুলি স্বত্ব অপহরণ করিতেছে ও অপরদিকে উক্ত আইনের ব্যভিচারী কতকগুলি স্বত্ব প্রদান করিতেছে। ২য়।—ইহাতে রেগুলেশন আইন সমূহের যেরূপ ব্যাখ্যা কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা আদালতের মীমাংসার বিরোধী, এবং প্রমাণরহিত ঘটনা ও বিবরণ সমূহকে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করা হইয়াছে। ৩য়।—খাজানা আদায় ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্য্যপ্রণালীর সরলতাপাদনরূপ যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এতদ্দ্বারা সুসিদ্ধ হইবে না। ৪র্থ।—ইহাতে ভূম্যধিকারী ও প্রজাপুঞ্জের মধ্যে বিবাদ ও বিসম্বাদ উৎপাদিত হইবার ও মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় দেশ প্লাবিত করিবার সম্ভাবনা। তাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি ও মঙ্গলের হানি হইবে। ৫ম।—ইহাতে বহুসংখ্যক কৃষক প্রজাকে কৃষাণ (কৃষিশ্রমজীবী) করিয়া তুলিবে। ৬ষ্ঠ।—জমীদার ও প্রজার চুক্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা উঠাইয়া দেওয়ায় ও জমীদারী কার্য্যনির্ব্বাহ ও রায়তদের কার্য্য সম্বন্ধে আদালত ও রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্যকারককে মধ্যস্থ ও জিজ্ঞাসার স্থল করায়, ইহাতে কৃষকসম্প্রদায়ের উন্নতির নিদানভূত আত্মনির্ভর শক্তিকে অকর্ম্মণ্য করা হইবে, ও উহার মেরুদণ্ড বিচ্ছিন্ন করা হইবে, অর্থনীতি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর অবাধ কার্য্যের ব্যাঘাত করা হইবে, গবর্ণমেন্টের পিতৃস্থানীয় ভাব বদ্ধমূল করা হইবে ও প্রায় প্রতিপদে মোকদ্দমারূপ গুরুতর অনিষ্টের উৎপাদন করা হইবে। গত বৎসর যখন এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয় তখন আমি এই সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে সিলেক্ট কমিটী যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে ইহার একটীরও খণ্ডন হয় নাই।

এই পাণ্ডুলিপিতে আমার যে সকল আপত্তি আছে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া আমি ইহার অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিচার করিব অথবা ইহার সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিব এরূপ প্রস্তাব করিতেছি না। আমি কেবল পাণ্ডুলিপির মূল সূত্র ও কএকটী প্রধান বিশেষ স্থলের আলোচনা করিতে চাহি।

তালুকদার।

যাঁহারা এক্ষণে তালুকদার বলিয়া গণ্য তদতিরিক্ত দুই নূতন শ্রেণীর তালুকদার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যথা, (১ম) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে সকল রায়ত তাহাদের যোতের অর্দ্ধেকের অধিক অংশ কোর্ফা বিলি করে (৩৭ ধারা), এবং (২য়) যে সকল রায়তের যোতের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক এবং যাহাদের যোতের সমস্ত বা কিয়দংশ কোফা বিলি করা আছে। এরূপ স্থলে বিপরীত প্রমাণ না পাইলে প্রজাকে তালুকদার বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে (৫ ধারা ৫ প্রকরণ)। প্রথমোক্ত ব্যক্তির নাম রূপান্তরিত তালুকদার হইবে। খাজানাবৃদ্ধির দায়িত্ব ভিন্ন তালুকদার পদের সমস্ত আনুষঙ্গিক স্বত্ব তাহাতে বর্ত্তিবে। শেষোক্ত শ্রেণীর প্রজা তালুকদারদিগের সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্ত হইবে। প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধে কোন্ বিচারে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব ও ক্রোকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ইচ্ছা করিয়া অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্ফা বিলি করিয়াছেন বলিয়া প্রজা সম্বন্ধে জমীদারের ক্ষমতা হ্রাস করা হইল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ১০০ বিঘার অতিরিক্ত পরিমাণ যোতের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে তালুকদার রূপে পরিণত করা আমার মতে আরো অন্যায় হইয়াছে। তালুকদারের পদবীর কতকগুলি বিশেষ অধিকার আছে, উহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার নাই। ঐ সকল অধিকারের জন্য সাধারণতঃ জমীদারকে বিলক্ষণ ভূপয়সা দেওয়া হয়। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তালুক চুক্তির শর্ত্ত অনুসারে উত্তরাধিকারযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য চিরস্থায়ী যোত, এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহার খাজানার হার সুলভ হইবে, ও উহা অগ্রক্রয় স্বত্ব ও ক্রোকের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। ব্যবস্থাপক সভার হুকুম অনুসারে ১০০ বিঘার যোতদারকে তালুকদাররূপে গণ্য করা এদেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভূমি-সংক্রান্ত আইনের অনুযায়ী বলিয়া নিশ্চয়ই কেহ তর্ক করিতে পারেন না। এই বিষয়ে ভূস্বামী শ্রেণীর স্বত্বের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে।

তালুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারায় যে হারে নীলামখরিদার আদায় করিবে, তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম আছে। "মফঃসলী কোন তালুকদারের ভূমির খাজানার হার তাহারই মত অন্য ভূমির খাজানার হারেতে ধরা গেলে সে তালুকের জমার বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক এতাবতা ভূমির উৎপন্নের মুখে শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া তালুকদারের নানকর ও তালুক বুঝিয়া তহসীলের খরচা যত উচিত হয় তাহা মিনাহ হইয়া যাহা বাকী থাকে তাহা ঐ মফঃসলী তালুকের জমা ঠাহরিবেক"। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই ধারা রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু উহাতে তালুকদার ও পেটাও তালুকদারদিগের খাজানাবৃদ্ধির সীমা ও কারণ সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ নাই। কিন্তু আদালতের মীমাংসা অনুসারে নিকট-বর্ত্তি তৎসদৃশ তালুকের অধিকারী কর্ত্তৃক প্রদেয় চলিত হারের সীমা পর্য্যন্ত অথবা যে স্থলে চলিত হার সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায় না সেস্থলে আদায়ের খরচা বাদ দিয়া মোট আদায়ের শতকরা দশ টাকা অতিক্রম করিয়া না যায় এরূপ সীমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে (ফীল্ড সাহেবের ডাইজেষ্ট দেখ)। আদালতের এই মীমাংসা এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্ত্তনও অনেক করা হইয়াছে, যথা, "চলিত হারের" পরিবর্ত্তে "দেশাচারানুগত হার" লেখা হইয়াছে, কিন্তু শেষোক্ত হার নির্ণয় করা প্রথমোক্তটী নির্ণয় করা অপেক্ষা অধিক কঠিন। আদালতের মীমাংসায় তালুকদারের লাভ আদায়ের শতকরা দশ টাকার অতিরিক্ত না হয়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাঁহার লভ্য শতকরা ১০৲ টাকার ন্যূন হইবে না। ঐ শতকরা দশটাকা আবার আদায়ের নহে। আদায় বলিতে গেলে আমার মতে প্রকৃত প্রস্তাবে আদায়ের টাকা বুঝায়। সে আদায়ের শতকরা দশ টাকা তালুকদারের লভ্য নহে, মোট জমা হইতে কেবল খরচা নহে আবার তাহার উপর আদায়ের ঝুঁকিও বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার শতকরা দশটাকা অপেক্ষা তালুকদারের লাভ ন্যূন হইবে না। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, কোন দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে আদায়ের ঝুঁকির জন্য বাদ পড়ে একথা আজিও আমার কর্ণগোচর হয় নাই। পবলিক ওয়র্ক সেস ও রোড সেসের হিসাবে প্রজাদের নিকট হইতে অনাদায়ী টাকার জন্য জমীদার শতকরা কিছুমাত্র বাদ পান না। অথচ সে টাকা দেওয়ার দায়ী তাঁহারা নহেন। তাঁহারা বিনা বেতনে গবর্ণমেণ্টের জন্য টাকা আদায় করেন মাত্র। এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে বর্ত্তমান আইনমতে তালুকদারের যে অবস্থা আছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে উহাদের অবস্থা এই পাণ্ডুলিপিতে কত ভাল করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এখনও সব হয় নাই। বর্ত্তমান আইন অনুসারে তালুকদারের খাজানা যুক্তিসঙ্গতরূপে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহাদের খাজানা পূর্ব্ববর্ত্তী খাজানা অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বর্দ্ধিত করা যাইতে পারিবে না। বর্ত্তমান আইন অনুসারে যাহা বৃদ্ধি হইবে তাহা একেবারেই দিতে হইবে; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হইবে এবং সমস্ত বৃদ্ধি পাঁচ বৎসরে দিতে হইবে; বর্ত্তমান আইন অনুসারে খাজানা বৃদ্ধির কালের সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে দশ বৎসর সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শেষোক্ত তিনটী বিধান উল্লেখের কারণ এই যে, উহাদ্বারা দৃষ্ট হইবে যে, যে জমীদার ভূমির স্বামী এবং দারুণ সূর্য্যাস্ত আইনমতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের জন্য দায়ী, তাঁহার বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই; কিন্তু যে তালুকদারকে লোকে কোন কাজের নয় বলিয়া জানে তাহার প্রতি কত মমতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। পেটাও বিলি হতাদর করার এ উপায় কখনই প্রশস্ত নহে।

অবধারিত হারের রায়ত।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনে সর্ব্ব প্রথমে এই মর্ম্মের একটী আইনসম্মত অনুমান সন্নিবিষ্ট হয় যে, কোন মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার বিংশতি বৎসর পূর্ব্ব অবধি যদি কোন প্রজার খাজানা অপরিবর্ত্তিত থাকে, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি সেই হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করিতে

(৫) কোন জমী দুই বা তদধিক অংশীদার রায়তী যোতস্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ জমী ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে যতকাল রায়তস্বরূপ জমী ভোগ করে, ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

(৭) যদি কোন রায়ত ২৬ ধারামতে পুনরায় ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আমার নিবেদন এই যে, এই সমস্ত বিধান শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত। ২৫ ধারার (২) প্রকরণে যেরূপ বিহিত হইয়াছে কোন স্থলেই সেরূপ দখলের সময় বার বৎসর হইতে কমান শ্রীযুত ষ্টেট-সেক্রেটরী সাহেবের অভিপ্রায় নহে; এবং কোন স্থলেই বিরুদ্ধ প্রমাণ না দিতে পারিলে প্রত্যেক রায়তকেই দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তিনি এরূপ আইনসম্মত অনুমানের সপক্ষে মত প্রদান করেন নাই। দৃষ্ট হইবে যে শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের অভিপ্রায় এই যে "বাসেন্দা রায়ত" দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পূর্ব্ব উদ্ধৃত বিধান সকলে "বাস" কে দখলীস্বত্ব উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব, দুই বা তদধিক অংশীদারের দখলকে তাহাদের প্রত্যেকের দখলীস্বত্ব উৎপত্তির প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তৃতীয়তঃ তিনি কোন স্থলেই বলেন নাই যে যদি বাসেন্দা রায়ত তাহার যোত ছাড়িয়া দেয় ও খাজানা না দেয় তথাপি তাহাকে তৎপরবর্ত্তী এক বৎসরের জন্য বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, বরঞ্চ তিনি খাজানা দেওয়াকেই উক্ত স্বত্বের অপরিহার্য্য কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শেষতঃ শ্রীযুত ষ্টেটসেক্রেটরী সাহেব কোন স্থলেই এরূপ কথা বলেন নাই যে যদি কোন রায়ত একবার ভূমি পরিত্যাগ করে এবং পরে ক্ষতিপূরণ দিয়া আবার সেই ভূমির অধিকার পুনঃ গ্রহণ করে, তাহা হইলে যদিও সে এক বৎসরের অধিক কাল অধিকারচ্যুত ছিল তথাপি সে বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এই সমস্ত প্রস্তাব শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত এবং বাস্তবিক জমীদারের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ।

দৃষ্ট হইবে যে রায়তরূপে ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তির সেই ভূমিতে যদি ভূস্বামী বা তালুকদাররূপে একযোগে কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার দখলীস্বত্বের উৎপত্তির কোন বাধা হইবে না এবং ইজারদার হইলেও পরে সে যে জমীর ইজারা লইয়াছে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব লোপ পাইবে না। কিন্তু ভূম্যধিকারী যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহাতে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে (২৮ ধারা)। তালুকদারকে ও ইজারাদারকে যে স্বত্ব প্রদান করা হইল, কোন্ নিয়মে তাহা ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হইল না, তাহা আমি পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তালুকদারও চিরস্থায়ী স্বত্ববান হইতে পারেন। কেবল মাত্র জমীদার জমীদার হইয়াছেন এই অপরাধে খরিদারের যে সাধারণ স্বত্ব থাকে তাহা পাইবেন না, ইহা আশ্চর্য্য ও বুদ্ধির অগম্য বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে আমি সাহসপূর্ব্বক রেবেনিউ বোর্ডের প্রধান মেম্বর শ্রীযুত এচ, এল, ডাম্পিয়ার সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। বাঙ্গালায় ডাম্পিয়ার সাহেবকে সকলেই রাজস্ববিষয়ে উচ্চদরের প্রামাণিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং উক্ত সাহেব এরূপ সম্মানের সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। তিনি বলেন "কোন নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে দখলীস্বত্বনামে খ্যাত কতকগুলি স্বত্ব পৃথিবীর যে কেহ ক্রয় বা অন্যোপায়ে অর্জ্জন করিতে ও ভোগ করিয়া আসিতে পারে, কেবল এক ব্যক্তি পারে না। দূরবর্ত্তী কৃষি-কর্ম্মবর্জ্জিত যে কোন মহাজন, যে মহালের ভূমি তাহার পার্শ্ববর্ত্তী মহালের জমীদার, যদি জমী তালুক ভুক্ত হয় তাহা হইলে মহালের জমীদার বাসেন্দাই হউক, অনুপস্থিতই হউক, সেই মহালেই হউক অথবা অন্য যে কোন মহালেই হউক অবাসেন্দা তালুকদার, ঐ জমী সর্ব্বনিম্নবর্ত্তী যে পেটাও তালুকের অন্তর্ভূত তদুপরিস্থিত যে-কোন তালুকের অধিকারী এরূপ স্বত্ব অর্জ্জন করিতে ও ভোগ করিতে পারিবেন। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি সর্ব্বশেষে যাহার উপর উক্ত স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে তাহার নিকট ক্রয় করিলেও উহা ভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি ভূম্যধিকারী অর্থাৎ লক্ষণ অনুসারে "যে এক বা বহু ব্যক্তির অব্যবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করে," অথবা ১৪ দফার শেষের দিকে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে বা "যে ভূস্বামীর চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগকরে"। এই মন্তব্যের যথার্থতা এত বিশদ যে আমার আর ইহার টীকা টিপ্পনী করা আবশ্যক বোধ হয় না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় স্বত্ব।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা হইয়াছে। অতএব আমি ইহার বিরুদ্ধে তর্কাবলীর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না, কারণ সকলেই তাহা জানে। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহাতে জমীদার ও রায়ত উভয়েরই অনিষ্ট হইবে। জমীদারের একটী মূল্যবান স্বত্ব অন্যায়রূপে কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং তাহাদের মহালে শত্রুপক্ষীয় লোকের প্রবেশ দ্বার মুক্ত হইবে। রায়তের যেরূপ অবস্থা তাহাতে যে যোতের উপর তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করে তাহা অল্প দিবসের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া তাহারা মজুরের অবস্থায় উপনীত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই বল আর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই বল দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোত কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট যখন প্রথমে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব করেন, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা অনুমোদন করেন নাই। এই বিষয়ে মত

প্রদানার্থ ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনকে আহ্বান করা হয় এবং উক্ত আসোসিয়েশন খাজানার ডিক্রীর টাকা শোধ করণার্থ দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় আইনসম্মত করার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উপদেশ দেন জমীদার এই উপায় অবলম্বন করিলে যে দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট যোত একবার বিক্রয় হইল তাহা হস্তান্তরযোগ্য তালুক হইল বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। তৎকালীন লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কার্য্যতঃ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ সেক্রেটরী রেনল্ড্‌স সাহেব ১৮৭৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন।

"শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কিঞ্চিৎপরিমাণে অনিচ্ছাপূর্ব্বকই আপোষ বিক্রয় বা অন্য নিয়মক্রমে দখলীস্বত্ব সাধারণতঃ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব উঠাইয়া লইতেছেন। রেবিনিউ বোর্ডের পত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই দৃষ্ট হইবে যে বহুসংখ্যক লোকের মতই এই প্রস্তাবের অনুকূল এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব বুঝিতে পারিয়াছেন যে সময়ে সময়ে যেরূপ আশঙ্কা হয় হস্তান্তর দ্বারা সেরূপ মন্দ ফল উৎপন্ন হইত না, এবং যাহাদের ভূমিতে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হওয়া অভিপ্রেত নয় এরূপ লোকের হস্তেও ভূমি হস্তান্তরিত হইয়া আসিত না। তাঁহার বিশ্বাস এই যে এরূপ হস্তান্তরস্বত্ব দ্বারা জমীদার ও রায়ত উভয়েরই বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জমীদার শ্রেণী সাধারণতঃ হস্তান্তর ক্ষমতা প্রদানের অত্যন্ত বিরোধী; এবং মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বিধানের ব্যবস্থা করার ঔচিত্য বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্য পাণ্ডুলিপিতে জমীদারের অনুরোধক্রমে আদালতের ডিক্রীজারীমতে দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় সিদ্ধ করিবার প্রস্তাব আছে। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের বিশ্বাস এই যে এবিষয়ে কোন আপত্তি হইবে না।"

তাহার পর বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং জমীদারেরা ১৮৭৮ সালে যে স্বত্ব ছাড়িয়া দিতেছিলেন তাহা বৃথা হইল। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা অগ্রক্রয়স্বত্ব বিষয়ক একটী নিয়মের অধীনে ব্যাপক ও একান্তসিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছুই নাই যাহাতে সর্ব্বগ্রাসী ভূমিব্যবসায়ী বা দাঁওঅন্বেষী লোকের জমীদারের ক্ষতি করিয়া ভূমি ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করিতে পারে। জমীদারকে যে পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে আমার ভয় হয় যে কার্য্যকালে তাহা সারবস্তু না হইয়া ছায়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ জমীদার যে জমীর ভূস্বামী ও যাহা আইন অনুসারে কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না তাহার জন্য তাঁহার মূল্য দিতে হইবে। তাহার পর অন্যান্য খরিদদারের সঙ্গে ডাকাডাকি করিতে হইবে এবং যদি মূল্য সম্বন্ধে রায়তের সঙ্গে তাঁহার না বনিয়া উঠে তাহা হইলে তাঁহাকে খরচান্ত করিয়া সালিশীর জন্য আদালতকে জানাইতে হইবে এবং আদালত বিচারে যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দেন তাঁহাকে সেই মূল্য দিতে হইবে। যদি কোন জমীদারের অনেকসংখ্যক রায়ত বিদ্রোহী হয় ও তাহাদের যোত বিক্রয় করিবে বলিয়া ভয় দেখায়, তাহাহইলে জমীদারের যদি সমস্ত যোত কিনিবার মত ভাণ্ডারভরা টাকা না থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত যোত দুষমন লোকের হস্তগত হওয়া কোন ক্রমেই রহিত হইতে পারে না; অতএব রায়তদের অভিপ্রায় মন্দ হইলে দখলীস্বত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা স্বীকার হওয়াতে তাহারা কার্য্যতঃ জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন করিয়া দিতে পারে। এস্থলে আর একটী বিষয় বিশেষরূপে দেখিতে হইবে। জমীদারকে খরচপত্র করিয়া আদালতের সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া মূল্য সম্বন্ধে আদালতের নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু রায়ত সে মীমাংসায় বাধ্য নহে, কারণ ৩২ ধারার ৪ প্রকরণে বলে যে যখন জমীদার রায়তকে মূল্য গ্রহণ করিতে বলেন ' রায়ত হয় ঐ ভূমি বিক্রয় করিতে নিরস্ত হইবেন, নয় ঐ মূল্যে উক্ত ভূমাধিকারীর নিকট ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।" অতএব জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে রায়তের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব যদিও কার্য্যতঃ সম্পূর্ণরূপে অসার, সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে আবার কৌশল করিয়া সমস্ত সম্পন্ন রায়তকে এই বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কারণ পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্ব্বক্রয়স্বত্বের নিয়ম তালুকদারের প্রতি বর্ত্তিবে না ও যে সকল দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়ত যোতের অর্দ্ধেকের অধিক কোর্ফা বিলি করে অথবা ১০০ বিঘার অধিক পরিমাণ জমী যোত রাখিয়া তাহার কিয়দংশ কোর্ফা বিলি করে, তাহারা তালুকদাররূপে পরিণত হইয়াছে।

খাজানা বৃদ্ধি।

তালুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধির কথা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জমীদারের ক্ষতি করিয়া তাহাদিগের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের যে সুখের অবস্থা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন অথবা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে কখনই হয় নাই। দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমি বলিতে চাহি যে এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধি করা একপ্রকার স্থগিত হইয়া রহিয়াছে, এবং এই সম্বন্ধে জমীদারদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়াই নূতন ব্যবস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাও সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে কমিটী যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে জমীদারদিগের প্রতি সুবিচার না হইয়া এখন যে অবস্থা আছে সেই অবস্থা বদ্ধমূল হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্ত্তমান আইন অনুসারে জমীদার ও রায়তের, আদালতের বাহিরে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে চুক্তি করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে সে স্বাধীনতা একেবারে লোপ করা হইয়াছে। ইহাতে বিধান আছে যে, যেখানে ইচ্ছামত বন্দোবস্ত হইবে সে স্থলে চারি আনার অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে না অর্থাৎ টাকায় দুই আনার অধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ সাত বৎসর সময়ের জন্য এবং টাকায় দুই আনার অধিক ও চারি আনার অনধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ পনের বৎসর সময়ের জন্য বৃদ্ধি হইবে। আদালতের বাহিরে

হইবে। ১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাস করার সময় এরূপ অনুমানের যতই প্রয়োজন হইয়া থাকুক না কেন, এখন যে সে প্রয়োজন নাই একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রায়তদিগের বুদ্ধি ও স্বাধীন কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং দেশের অনেক অংশে ছাপান দাখিলা দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য ১৮৫৯ সালে তাহাদিগকে খাজানা বৃদ্ধির দায় হইতে রক্ষা করা যে পরিমাণে আবশ্যক বিবেচনা করা হইয়াছিল, এক্ষণে সে পরিমাণে আবশ্যক নাই। আর একদিকে দেখিতে গেলে এই বিধান দ্বারা জমীদারের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মান্যবর শ্রীযুত রেনল্‌ডস্ সাহেব খাজানা কমিশ্যনের পাণ্ডুলিপিসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে এবিষয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি অনেক লোকের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে "ইহাদ্বারা জমীদারের উপর অসঙ্গত প্রমাণের ভার অর্পিত হইয়াছে" এবং "নীলাম খরিদারের পক্ষে ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, কারণ অনেক স্থলে সে পূর্ব্ববর্ত্তী জমীদারের জমীদারী কাগজপত্রের দখল পায় না।" শ্রীযুত রেনলড্‌স সাহেব বলিয়াছেন যে পূর্ণিয়ার কালেক্টর বিশেষ দক্ষতা সহকারে এইমত সমর্থন করিয়াছেন, কারণ উক্ত কালেক্টরের বিশ্বাস এই যে "সমস্ত বঙ্গদেশে এমন মহাল অতি অল্পই আছে, এই অনুমান দ্বারা যাহার ভূস্বামী-স্বত্বের ক্ষতি করা হয় নাই।" এই অনুমান প্রথা একবারে রহিত না করিয়া শ্রীযুত রেনল্‌ড্‌স সাহেব অনুরোধ করিয়াছিলেন যে আইনে এই অনুমান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ব-বর্ত্তী বিংশতি বৎসর সমান হারে খাজানা প্রদানের প্রমাণ দেওয়া স্থলেই এই অনুমানের কার্য্য সীমাবদ্ধ হওয় উচিত। তিনি নীলাম খরিদারদের সপক্ষে আরও এই সুবিধা করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন যে এই অনুমান তাঁহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এইরূপ অনুরোধ করার সময় শ্রীযুক্ত রেনল্‌ডস্ সাহেব বলিয়াছিলেন যে "ব্যবস্থাপক সভা কি নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিবেন তাহা নির্ণয় করিবার সময় ১৮৫৯ সালে যে অনুমান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কার্য্যতঃ তাহার কি ফল দাঁড়াইয়াছে প্রধানতঃ তদ্বিষয়েরই বিবেচনা করা উচিত"। এ অনুমান দ্বারা কি জমীদারের পক্ষ হইতে কোন অসঙ্গত দাবী সাধারণতঃ নিরস্ত করা হইয়াছে; না ন্যায়ানুসারে প্রজার যেরূপ অবস্থায় থাকিবার স্বত্ব ছিল না তাহাকে সেই স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে? অনেকেরই বিশ্বাস যে এই প্রশ্নের কেবল একমাত্র উত্তর হইতে পারে। যে সকল স্থলে আদালতে এই অনুমানের কথা উত্থাপিত হইয়া সফল হইয়াছে, তাহার অধিকাংশস্থলেই যে প্রজার যোত প্রকৃত প্রস্তাবে ১৭৯৩ সালের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে, যাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখ হইতে ভূমিভোগ করিয়া আসিতেছে, কেবল মাত্র তাহাদেরই জন্য অভিপ্রেত অধিকার সকল প্রদান করা হইয়াছে। যদি যথার্থই এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, যেরূপে ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব এক্ষণে হইল, তাহা করা অবিচার বোধ হয় না।

শ্রীযুত রেনল্‌ডস্ সাহেব তাঁহারমত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি. কিন্তু তথাপি তাঁহার মত পূর্ব্বেও যেমত ন্যায় ও বিচার সঙ্গত ছিল এখনও তেমনিই আছে। ঐ মতের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত রেনল্‌ডস্ সাহেব পূর্ব্বে যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আমি তদনুযায়ী আইন সংশোধনের কথা উত্থা-পন করি। কিন্তু কমিটীর অধিকাংশসভ্য আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই, ইহা অপেক্ষা আরও পরিবর্ত্তিত করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়, উহাতে উপস্থিত পাণ্ডুলিপি পাস হওয়ার তারিখের পূর্ব্ব হইতে ঐ বিংশতি বৎসর গণনা করিবার কথা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সভ্য তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপিতে নির্দ্দিষ্ট হারে ভূমি ভোগের আনুষঙ্গিক নিম্নলিখিত স্বত্বসমূহের উল্লেখ আছে।

১৭ ধারা।— অবধারিত খাজানায় বা অবধারিত খাজানার হারে যে রায়ত ভূমি ভোগ করে,

(ক) কোন তালুকদারের যে যে বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হয়, তাহারও আপন যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত্তমতে এই আইন সঙ্গত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, সে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, এই হেতু ভিন্ন অন্য কারণে তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

এই বিধানের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত বিংশতি বৎসর সম্বন্ধীয় অনুমান একত্র করিলে, আমার মনে সত্যই এই ধারণা হয় যে, তদ্দ্বারা অনুমানের ফল পাইতে অধিকারী হউক আর নাই হউক প্রজারা আপনাদিগকে অবধারিত হারধারী রায়ত বলিয়া প্রকাশ করিতে প্রলোভিত হইবে, এবং এইরূপ জমীদারকে তাহার যথার্থ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিবে। জমীদার সক্ষম হইলেও মোকদ্দমার খরচান্ত ও জ্বালাতন না হইয়া আপন স্বত্বরক্ষা করিতে পারিবেন না।

অনুমানের এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করায় ব্যবস্থাপক সভার অভিপ্রায় এই ছিল যে, উহাদ্বারা যে সকল জমীদারের কিছুতেই সঙ্কোচ নাই তাহারা যেন আপন ইচ্ছামতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমি ভোগকারী রায়তদিগের খাজানা না বাড়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু আজিও যদি এই বিধান বলবৎ রাখা যায়, তাহা হইলে এক ঝাপটে সমস্ত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে মোকররীদার বা চিরস্থায়ী তালুকদাররূপে পরিণত করিবে। ভাল ও মন্দ জমীদারের প্রতি এই বিধানের ফল আশ্চর্য্যরূপে পৃথক হইবে। যে স্থলে জমীদার মোকদ্দমা করিতে অনিচ্ছা, সহিষ্ণুতা অথবা দয়াপ্রযুক্ত বিশবৎসর ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করেন নাই, তাঁহার যে রায়তেরা যত্নপূর্ব্বক দাখিলা গুলি রক্ষা করিয়াছে তাহারা অনায়াসেই আপনাদের দাবী প্রমাণ করিয়া দিবে। অপরন্তু যে জমীদার কখনও এরূপ আস্থা ও সদয়ভাব প্রদর্শন করেন নাই এবং সময়েং খাজানা বৃদ্ধি করিয়া প্রজাকে জ্বালাতন করিতে ও উত্যক্ত করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, তাহার নিশ্চয়ই বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। ফল এই হইবে যে ভাল জমীদারের ক্ষতি হইবে ও মন্দ জমীদারের লাভ হইবে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত।

সকলেই জানে যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন হইতেই বর্ত্তমান কালের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের উৎপত্তি। কিন্তু আমি এবিষয়ের বাদানুবাদ পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি না। দ্বাদশ বৎসরের নিয়ম ২৫ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে তাহা লইয়া নাড়া চাড়া করা ন্যায্য বা বিচার-মত নহে। এবিষয়ে এক্ষণে যে আইন আছে তাহার এক মাত্র দোষ এই যে জমীদার ইচ্ছা করিলে রায়তকে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে উঠাইয়া দিয়া তাহার দখলীস্বত্ব উৎপাদনের ব্যাঘাত করিতে পারেন। সকলেই স্বীকার করেন যে এরূপ প্রথা বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই। কিন্তু শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব, ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অধিকারের সপক্ষে আপন মত দৃঢ়তা সহকারে ব্যক্ত করিয়া নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে এইরূপ বিধান হয় "কোন বাসেন্দা রায়ত যে ভূমি অধিকার করে অথবা যাহার জন্য খাজানা দেয় তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব জন্মিবে, যে নিজে অথবা যাহার পূর্ব্ব পুরুষ কোন গ্রাম বা মহালে ১২ বৎসর কোন ভূমি অধিকার করিয়াছে সেই বাসেন্দা রায়ত হইবে"। আমি এই বিধান যে সুবিচারসম্মত তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। একজন লোক যে বিনা স্বত্বে ভূমি অধিকার করে, সে কোন মহালের কোন অংশে বার বৎসর ধরিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে সেই কারণ বশতঃই সমস্ত মহাল মধ্যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট অথবা বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত রায়ত হইয়া ভূমি ভোগে স্বত্ববান হইবে, এনিয়ম যে নির্দ্দোষ এবং বিচারসঙ্গত এরূপ আমি কখনই বিবেচনা করিতে পারি না। যদি দেশের কোন অংশে জমিদার রায়তকে এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে সরাইয়া দিয়া দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হওয়া রহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইন সঙ্গতরূপেই কার্য্য করিয়াছেন, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কোন ব্যবসাদার যদি তামাদি আইনমতে যে সময় অতীত হইয়া গেলে তাহার দাবীতে তামাদি ঘটনা হইবে তাহার পূর্ব্বেই দেনাদারের নামে নালিশ করে, সে অন্যায় করিয়াছে মনে করাও যেরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ এরূপ জমিদার অন্যায় করিয়াছেন বলাও ঠিক সেইরূপ। যদি এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে প্রেরণ নিবারণ করা একান্তই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে গুরুতর দণ্ড বিধান দ্বারা এরূপ কার্য্যের শাস্তি বিধান করিলে আমার মতে ভাল হইত। কিন্তু কমিটী স্থির করিলেন যে যখন মহামহিমবর শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব এবিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, তখন একথা পুনরুত্থাপন করিতে তাঁহারা সমর্থ নহেন। কিন্তু এস্থলে আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে কমিটী শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরীর মীমাংসায় যাহা হয় না তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। প্রথম পাণ্ডুলিপিতে বাসেন্দা রায়তের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধান ছিল।—

৪৫ ধারা।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়া থাকে, তবে বিপরীত ভাবের চুক্তি থাকিলেও এবং ঐকাল মধ্যে ভিন্ন২ সময়ে সেই ব্যক্তি যে ভূমি এরূপে ভোগ করে তাহা ভিন্ন২ হইলেও ঐব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের ও মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আবার

৪৭ ধারা।—কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পর উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, বিপরীত ভাবের চুক্তি সত্ত্বেও যৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় বা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনুসারে কমিটী বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধীয় মত বিলক্ষণরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং উহার সপক্ষে এক নূতন আইনসম্মত অনুমানের সৃষ্টি করিয়াছেন। যথাঃ—

২৫ ধারা।—(১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২৬ ধারা।—(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্ব্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তরূপে পাট্টাক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্য্যাপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা ভিন্ন২ সময়ে ভিন্ন২ হইলেও, এই ধারার কার্য্যাপক্ষে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামে বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী, সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্য্যাপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এইরূপে জমীদারের উপর বিষম অক্ষমতা আরোপ করা হইল। যে স্থলে মোকদ্দমা দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হয়, সে স্থলে যে সকল কারণে খাজানা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত হইতে পারে তাহা এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের গড়মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

(গ) ভূম্যধিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বন্যা দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আমি বেশ বলিতে পারি যে, সংশোধিত কারণাবলীতে খাজানা বৃদ্ধি সমস্যাপূরণের বিশেষ সাহায্য হইবে না। প্রথম কারণ "প্রচলিতহার" পরিষ্কার বুঝা যায় না এবং এখন এবিষয়ে যে সকল সন্দেহ ও গোলযোগ আছে তাহার কিছুই দূর হয় নাই। এই বিষয় বিশদ করার জন্যে চেষ্টা করা হয় কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট তাহার বিরোধী হন। আমার ভয় এই যে দ্বিতীয় কারণ অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মকারকেরা যে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার উপর কিছু মাত্র বিশ্বাস করা যায় না, ইহা জানিয়াশুনিয়াও গড় মূল্য নিরূপণার্থ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যে নিতান্ত সুকঠিন, বিশেষ "সেই স্থানে বা চলিত বাজারে", কমিটী তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। চলিত বাজার কে নির্ণয় করিয়া দিবে? পরে যে সকল শর্ত্ত উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তৃতীয় কারণ কার্য্যতঃ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। চতুর্থ কারণ অনুসারে যদি সুন্দররূপেও কার্য্য হয়, তথাপি উহা কদাচ তখন প্রয়োগে আসিবে।

যে সকল নিয়মে রাজস্ব কার্য্যকারক কর্ত্তৃক খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে তদারক হইবার বিধান আছে, তাহাতে কার্য্যতঃ সমস্ত ব্যাপারই রাজস্ব কার্য্যকারকের বিবেচনাধীন সম্পন্ন হইবে। উদাহরণ, প্রচলিত হার নির্ণয়জন্য রাজস্বকার্য্যকারকের উপর তত্তৎস্থানে তদারকের উপদেশ আছে; কিন্তু কি সূত্র ধরিয়া প্রচলিত হার নির্ণয় করিবেন তাহার কিছুই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। ফল এই হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকারক ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে কার্য্য করিবেন। মূল্য বৃদ্ধিহেতুক খাজানা বৃদ্ধি করিবার এই বিধান আছে।—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সময়ান্তরে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায় আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া সাধ্য ও কার্য্যকর বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এরূপে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন না যে বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি-আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্ব্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া যায়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ-বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মাধীনে ও ৪৮ ধারার নিয়মাধীনে সাবেক খাজানার সহিত বর্দ্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

এই সকল বিধান অনুসারে কার্য্যকরণ বিষয়ে মূল্যের তালিকার উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইবে, কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। পোলীসে উক্তবিবরণ সংগ্রহ করে এবং পোলীস যে এবিষয়ে বড় সতর্ক হইবে তাহার আশা করা যায় না। প্রায় সর্ব্বদাই থোকে ও খুচরা বিক্রয়ের দর মিশ্রিত থাকায় উহা হইতে সাধারণ গড় হিসাব করা যায় না সে কথা না ধরিলেও কোন দায়িত্ববিশিষ্ট লোকের দ্বারা তাহার পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয় না। যদি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তালিকা প্রস্তুত করা না হয়, (একথা শুদ্ধ ভবিষ্যৎ তালিকার প্রতিই বর্ত্তিবে)—এই সকল তালিকা বিচারালয়ে প্রকৃষ্ট ও সিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে। আবার এই প্রশ্ন আসিতেছে—পুরাণ মূল্যের তালিকা কিরূপে প্রস্তুত হইবে?

আরো দেখিতে হইবে যে সমস্ত শস্যের মূল্য বাঙ্গালার চাউলের এবং বেহারের ভুট্টা, যব ও গমের মূল্যে পরিণত করিতে হইবে। প্রধান খাদ্য শস্যের নামোল্লেখ করার ভার স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পিত হইল। উক্ত গবর্ণমেণ্ট বিবেচনামত সময়ে ভিন্ন২ শস্যের নাম উল্লেখ করিতে পারেন। তামাক, ইক্ষু, তুঁত, আলু, পাট প্রভৃতি মূল্যবান উৎপন্ন দ্রব্যের বিষয়ে কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ডের টাইদস কমুটেশন আক্ট যে মূল সূত্রে প্রথিত এ নিয়মও সেই সূত্রানুযায়ী। কিন্তু আমি সাহস করিয়া নিবেদন করিতে পারি যে বিলাতের টাইদের সহিত বাঙ্গালার খাজানার কোন সৌসাদৃশ্য নাই; কারণ প্রথমোক্তটী ফসলের নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ দশম অংশ, আর শেষোক্তটী উৎপন্নের অংশ মূলক হইলেও এক্ষণে পুরাতন নিরিখ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী টাইদের কখন বৃদ্ধি হয় না; কিন্তু আইনেই বাঙ্গালার টাকার দেয়

খাজানা বৃদ্ধিযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যে মূল সূত্র টাইদকে মুদ্রায় পরিণত করার সময় সুবিচার সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হয়, টাকার দের খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে সেই মূল সূত্র কি প্রকৃষ্ট ও সুবিচার সঙ্গত হইবে? আমি যতদূর বুঝিতে পারি, বর্ত্তমান আইনমতে এই সূত্র ধরিয়া কার্য্য করা যেরূপ কঠিন পরেও তাহা অপেক্ষা কোনমতেই সহজ হইবে না। ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক উৎকর্ষসাধনহেতুক খাজানাবৃদ্ধিসম্বন্ধেও বিশেষ বিধি দ্বারা কার্য্যক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে যে আমার ভয় হয় উহার সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে না। এই কারণবশতঃ বৃদ্ধির আজ্ঞা দিবার সময় আদালতের সে সকল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবার পর ৪৬ ধারার বলে যে আদালত দেখিবেন ঐ ভূমি উচ্চতর হারে খাজানা দিতে সক্ষম হইবে কি না? যখন সকল বিষয়ই অনিশ্চিত, তখন কোন্ বুদ্ধিমান্ জমীদার উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্রসর হইবে? টাকা দিয়া তাহাতে লাভ হইবে কি না ঠিক বুঝিতে না পারিলে কেহই টাকা বাহির করিবে না। এই সম্বন্ধে আরও দুইটী কথা আছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সহিত ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পত্র লেখালেখিদ্বারা পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল যে কোন স্থানেই বর্ত্তমান খাজানা দ্বিগুণের অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে না এবং একবার বৃদ্ধি হইলে তাহা দশ বৎসর বলবৎ থাকিবে। প্রথমকার পাণ্ডুলিপিতে এই সকল নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্ত্তমান গবর্ণমেন্টের পরামর্শমতে উভয় নিয়মই পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যেস্থলে প্রচলিত হার অপেক্ষা ন্যূনতা বশতঃ বৃদ্ধির চেষ্টা হয় সেস্থলে খাজানা টাকায় আটআনার অথবা শত করা পঞ্চাশ টাকার অধিক বৃদ্ধি হইবে না, এবং যে স্থলে মূল্য বৃদ্ধি বশতঃ খাজানা বৃদ্ধির চেষ্টা হয় সে স্থলে বর্দ্ধিত খাজানা পূর্ব্বতন খাজানা হইতে টাকায় চারিআনা অথবা শত করা পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না, আর খাজানা বৃদ্ধি হইলে তাহা পনের বৎসর চলিবে। এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে গবর্ণমেন্টের মীমাংসা কখনই চূড়ান্ত হয় না। জমীদারেরা যতই অধিক ছাড়িয়া দিতেছেন ততই তাঁহাদের নিকট অধিক দাবী করা হইতেছে।

সহজেই বুঝা যায় যে, যে স্থলে প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্ত্তমান খাজানার ন্যূনতা বশতঃ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হয় সে স্থলে উক্ত খাজানা প্রচলিত হারের সীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়াই উচিত। কেন যে এরূপ স্থলেও শতকরা পঞ্চাশ টাকা ঊর্দ্ধতন সীমা নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে না। আবার যে স্থলে মূল্য বৃদ্ধি বশতঃ খাজানা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হয় এবং অনুপাত ধরিয়া বৃদ্ধি দিতে হইবে, সেস্থলে শতকরা পঁচিশ টাকা ঊর্দ্ধতন সীমা নির্দ্দেশ করা সুবিচারসঙ্গত নহে।

শস্যে দেয় খাজানা টাকায় পরিবর্ত্তন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ বাঙ্গালা অপেক্ষা বেহারেই অধিক খাটে; এবং আমার মান্যবর সহযোগী মহিমান্বিত দ্বারভঙ্গার মহারাজা নিশ্চয়ই এই বিষয়ের সমালোচনা করিবেন, অতএব আমার এবিষয়ে অধিক না বলিলেও চলে। যাহাই হউক আমার কথা এই, যে মূল সূত্র ধরিয়া পরিবর্ত্তনকার্য্য সম্পাদনের উপদেশ হইয়াছে তদ্দ্বারা বর্ত্তমান খাজানা কম হইবারই সম্ভাবনা। ঐ দুইটী সূত্র এই—

(ক) দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে,

(খ) পূর্ব্ব দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন তাহার গড় মূল্য।

এস্থলে আমার বলা উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপি উত্থাপিত হইয়াছিল, তখন বর্ত্তমান খাজানা কমান হইবে না, এইরূপ স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন এবং ১৮১৯ সালের ১০ আইন এ উভয় মতেই দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের সহিত কারবারে জমীদারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল। দখলীস্বত্বহীন প্রজা ইচ্ছাধীন প্রজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ভূম্যধিকারী ও দখলীস্বত্বহীন প্রজার সম্বন্ধ বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যদি দখলীস্বত্বহীন প্রজা কোনমতে একখণ্ড ভূমির উপর এক মুঠা বীজ ছড়াইবার যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার দখলীস্বত্বলাভ বন্ধ করিতে পারিবে না এবং পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধে যে আইনসম্মত অনুমান আছে সে তাহার সম্পূর্ণ ফল লাভ করিবে। সে যখন প্রথম আসিবে তখন জমিদারের সহিত তাহার যেরূপ খাজানা দিবার কথা থাকিবে সে তাহাই দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু রেজিষ্টরী করা নিয়মপত্র ব্যতীত খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। বরং যখন জমীদার রায়তকে এরূপ নিয়মপত্র দিতে যাইবেন সে উহা অস্বীকার করিতে পারে। তাহা হইলে জমীদারকে প্রজা দূর করিবার জন্য মোকদ্দমা রুজু করিতে বাধ্য হইতে হইবে। আদালত তখন ঐ যোতের কি খাজানা প্রকৃষ্ট ও সুবিচারসঙ্গত তাহা স্থির করিয়া দিবেন, এবং আদালতের হুকুমমত জমীদার প্রজাকে পাঁচবৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য হইবেন; এবং যদি এই পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার পূর্ব্বেই রায়তের দখলীস্বত্ব জন্মে তাহা হইলে সে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার পাইতে স্বত্ববান হইবে। এইরূপে দখলীস্বত্বহীন প্রজা নাম মাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে। এই শ্রেণীর রায়তের সহিত আপনার ইচ্ছামত কারবার করিবার জমীদারের এক্ষণে যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লওয়া হইল। চুক্তিসম্বন্ধে স্বাধীনতা অবৈধ করা হইল। জমীদারকে আদালতের আজ্ঞাক্রমে পাঁচ বৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য করা হইল। এস্থলে আমার বলা উচিত যে বিচারাধীন পাট্টা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করণ হেতুকই প্রজার উচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধীয়

প্রণয়কার বিধান সকল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিধানে এদেশে অজ্ঞাত কতকগুলি নূতন ভাবের সূত্র অন্তর্নিহিত ছিল। এপাণ্ডুলিপিতে সেগুলি থাকিলে নূতন বিবাদের মূল হইত। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে বিচারাধীন পাঁচ বৎসরের পাট্টা প্রবর্ত্তিত করায় জমীদারের প্রতি বিশেষ অবিচার করা হইয়াছে। যে বিষয়ে জমীদারেরা চিরকাল সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই বিষয়েই আদালত তাঁহাদের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া দিলেন। আর যে রায়তের সুবিধার জন্য বিচারাধীন পাট্টার হুকুম দেওয়া হইল, সে অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত ও গোলযোগকারী হইতে পারে। সে মন্দ পরামর্শ দিয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রজার পালকে ক্ষেপাইয়া দিতে পারে এবং অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। হয়ত জমিদার অন্য প্রজার সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিলে ইহা অপেক্ষা বেশী খাজানা পাইতে পারিতেন এবং হয়ত খাজানা আদায়ের ভাল প্রতিভাবা পাইতে পারিতেন। কিন্তু বিচারাধীন পাট্টায় তাঁহার সুবিধা বা স্বাধীনতা রহিল না। দখলীস্বত্বহীন রায়ত সম্বন্ধীয় বিধান সকলে জমীদারের ভূস্বামী স্বত্বের প্রতি আরো এক বিষয়ে আক্রমণ করা হইয়াছে একথা আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যে শ্রেণীর রায়তের সুবিধার জন্য এরূপ আক্রমণ হইতেছে জমির উপর তাহার কিছু মাত্র দাবী নাই সুতরাং জমীদারের অনুগ্রহ পাইতে তাহাদের কিছু মাত্র ধর্ম্মতঃ দাবী নাই।

কোর্ফা বিলি ও কোর্ফা রায়ত।

যে পাণ্ডুলিপি প্রথম উপস্থিত করা হয় তাহার এক প্রধান দোষ এই যে, যদিও উহাতে জমিদারের স্বত্ব ও অধিকার বিশেষ রূপে খর্ব্ব করা হইল, তথাপি যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকর্ষক, যাহার পরিশ্রমেই দেশে ধনাগম হয় ও সাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট ও ভূস্বামী ও পেটাও ভূস্বামীর দল আহার প্রাপ্ত হন, তাহার কার্য্যতঃ অস্পষ্ট উপকার করা হয়। মধ্যবর্ত্তী লোকের অবস্থা বিশেষরূপে উন্নত করা হইল। কিন্তু কোর্ফা রায়ত, যে প্রায়ই প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমি কর্ষণ করে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে মধ্যবর্ত্তি লোকের দয়ার উপর ফেলিয়া দেওয়া হইল। এই বিধানে যেরূপ উত্তরবিশেষ করা হয় কমিটী তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা কোর্ফা রায়তের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য নানাবিধ উপায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। তদনুসারে এই পাণ্ডুলিপিতে কোর্ফা বিলি নিয়মিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু আমার সন্দেহ এই যে, এসকল বিধান কাযে পরিণত হইবে না। প্রথমতঃ যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহার যোতের অর্দ্ধেকের অধিক কোর্ফা বিলি করে সে, উহা রেজিষ্টরী হইবামাত্র, তালুকদাররূপে পরিণত হইবে। তালুকদারের অবস্থা বিশেষরূপ সুবিধাজনক। অতএব ইহাতে কোর্ফা বিলি বন্ধ হওয়া দূরে থাকুক বরং উহার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোর্ফা বিলি করে, তাহা হইলে কোর্ফা পাট্টা সাত বৎসরের অধিক কালের জন্য সিদ্ধ হইবে না, এবং উহা মৃতকালেও বলবৎ হইবে। সে কোর্ফা পাট্টা দিয়াছে তাহার অবশ্য ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ পাট্টার মিয়াদ যত অল্প হইবে তাহার লাভ তত অধিক হইবে। তৃতীয়তঃ কোর্ফা রায়তের ভূম্যধিকারীরে ষ্টরী করা পাট্টাস্থলে নিজে যাহা দিয়া থাকেন তাহার উপর শতকরা ৫০ টাকার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না এবং অন্য স্থলে শতকরা ২৫ টাকার অধিক পাইবেন না। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে স্থলে পরম্পর বহুসংখ্যক মধ্যবর্ত্তী লোক আছেন, (বাকরগঞ্জে পরম্পর ১৩ শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী লোক আছে) সেই স্থলে কিরূপে এই বিধিমতে কার্য্য চলিবে। প্রত্যেক মধ্যবর্ত্তীই কি কোর্ফা রায়তের নিকট হইতে তিনি আপন ভূম্যধিকারীকে যাহা দিয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা শতকরা ৫০ টাকা অধিক দাবী করিতে স্বত্ববান হইবেন? তাহা হইলে এই দলের সর্ব্ব শেষ ব্যক্তির, যে ব্যক্তি স্বহস্তে চাষ করে তাহার, দশা কি হইবে? চতুর্থতঃ ভূম্যধিকারী কোর্ফা রায়তকে কৃষি সম্বৎসরের শেষে ভিন্ন ও ঐ বৎসর শেষ হইবার ছয়মাস পূর্ব্বে উঠিয়া যাইবার লিখিত নোটিস দান ভিন্ন উঠাইয়া দিতে পারিবেন না। আমার ধারণা এই যে ঊর্দ্ধতন রায়ত অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্ফা বিলি করিয়াছে কিনা তাহাই লইয়া ঊর্দ্ধতন রায়তের সহিত কোর্ফা রায়তের সর্ব্বদা বিবাদ হইবে, ফল এই হইবে যে হয় কোর্ফা রায়ত নিঃশব্দে অত্যাচার সহ্য করিয়া যাইবে, না হয় সর্ব্বদা মোকদ্দমা মামলা হইবে। আর আমি যত দূর বিচার করিতে পারি তাহাতে যে সকলস্থলে ঊর্দ্ধতন রায়ত তাহার যোতের অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্ফা বিলি করিবে কেবল সেইসকল স্থলেই ৬২ ধারাতে খাজানার সীমা নির্দ্ধারণ কার্য্যকর হইবে। এই জন্য সেই রায়ত আইনের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে আপনাকে সাবধানে এই সীমার মধ্যে রাখিবে। আরও ঊর্দ্ধতন রায়ত যদি আইন লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তাহাকে আদালতে আনায় কাহারও স্বার্থ নাই, কারণ আইন লঙ্ঘন করিলে কোনরূপ শাস্তিরই বিধান নাই। ঊর্দ্ধতন রায়ত যে রায়ত তাহার নিজের শর্ত্তমত জমী লইতে স্বীকার না করিবে, সেইরূপ রায়তকে ভূমি না দেওয়াই স্থির করিয়া রাখিবে, এবং যখন কোন কোর্ফা রায়ত ঐ শর্ত্ত স্বীকার করে সে আর আইনপ্রদত্ত উপকারের প্রত্যাশী হইবে না। তৃতীয় ব্যক্তি আর একজন রায়ত আইনের নির্দ্দিষ্ট শর্ত্তে জমী লইতে ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু যদি ঊর্দ্ধতন রায়ত তাহাকে গ্রহণই না করিল তবে সে দাঁড়ায় কিসের জোরে। অতএব কোর্ফা বিলি নিয়মনার্থ বিধান সমূহ হয় অকার্য্যকর হইবে, না হয় অশেষপ্রকার মোকদ্দমা মামলা উৎপাদন করিবে।

উৎকর্ষসাধন।

উৎকর্ষসাধন অধ্যায়ে ভূম্যধিকারী ও প্রজা এ উভয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে যে, পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে তাহা না বর্ত্তমান আইনের অনুযায়ী না দেশাচারের অনুযায়ী। বর্ত্তমান সময়ে ভূম্যধিকারীরাই প্রায় ভূমির উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে তাহারা ভূম্যধিকারীর সম্মতি ও অনুমোদন লইয়া করিয়া থাকে। কিন্তু এই অধ্যায়ে বলিতেছে যে (১) যে রায়ত অবধারিত খাজানার জমিভোগ

করে সে আপন যোত সম্বন্ধে কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে ভূম্যধিকারী তাহাকে বাধা দিতে পারিবেন না। (২) যে স্থলে রায়তের দখলীস্বত্ব আছে সে স্থলে সেই ভূম্যধিকারীর অধীনে অন্য এক বা তদধিক যোত সম্বন্ধে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উক্ত রায়তের উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্র স্বত্ব থাকিবে। (৩) যে স্থলে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত আপন যোতে কোনরূপ উৎকর্ষ সাধন করিতে ইচ্ছা করে সে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা করিয়া দিবার জন্য ভূম্যধিকারীর উপর এক নোটিস দিবে। যদি ভূম্যধিকারী তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারেন অথবা অমনোযোগ করেন তাহা হইলে রায়ত নিজেই উৎকর্ষসাধন করিয়া লইবে। এই বিধান সমূহের মর্ম্ম এই যে উহাতে ভূম্যধিকারীর ভূস্বামী স্বত্ব অস্বীকার করিয়া ভূমিতে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব কাহার এবিষয়ের মীমাংসার ভার কালেক্টরের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি রায়তকে জমির উৎকর্ষসাধন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া রাজনীতিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রথম কল্পে ভূম্যধিকারীকেই উক্ত উৎকর্ষসাধনের ভার দেওয়া উচিত। অর্থ নীতি-মতে দেখিতে গেলে ভূম্যধিকারীর অনেক মূলধন থাকায় তিনিই উৎকর্ষসাধনে অধিকতর সমর্থ। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল না। তিনি উৎকর্ষসাধনের জন্য যে টাকা খরচ করিবেন, খাজানা বৃদ্ধি করিয়া তাহার মুনাফা তুলিয়া লইবেন এ আশ্বাসও তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই, কারণ খাজানা বৃদ্ধি দেওয়া না দেওয়া আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, এবং আদালত যদি দেখেন যে ঐ ভূমি খাজানা বৃদ্ধি দিতে সমর্থ তবেই বৃদ্ধির আদেশ করিবেন। আমার আশঙ্কা হয় এই সকল নিয়মের অপরিহার্য্য ফল এই হইবে যে উৎকর্ষসাধন করা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। যাহাদের উৎকর্ষসাধন করিবার সামর্থ্য নাই তাহাদের নিকট উৎকর্ষসাধনের আশা করা, এবং যাহাদের সামর্থ্য আছে তাহাদের প্রতিবন্ধক দেওয়া যে কিরূপ পাকা রাজনীতি তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কৃষিবিষয়ক পরীক্ষা, আদর্শক্ষেত্র প্রভৃতির জন্য ভূমি গ্রহণ বিষয়ে ভূম্যধিকারীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই। আমাকে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনের সংশোধন চেষ্টা দেখিতে বলা হয়।

অবিভক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ।

পাণ্ডুলিপিতে জিলার জজকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে কালেক্টর অথবা স্বার্থবান যে কোন ব্যক্তি, ভূমিতে তাহার স্বত্ব না থাকিলেও, আবেদন করিলে যদি তাঁহার বোধ হয় যে (ক) সাধারণের অসুবিধা বা ব (খ) ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বের হানি হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা, কোন মহাল বা তালুকের সহাধিকারীদিগকে উহার তত্ত্বাবধারণের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন। আমি শেষ বিষয়ের কথাই প্রথমে বলিব। সহাধিকারীগণের মধ্যে বিবাদ থাকিলে অথবা সাধারণ কার্য্যকারক না থাকিলে রায়তদিগের কষ্ট ও বিরক্তি হইতে পারে এ কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু কমিটী খাজানা আমানতের বিধান করিয়া এ অসুবিধার প্রতিবিধান করিয়াছেন। ৭৩ ধারার (গ) প্রকরণে বলে যে যে স্থলে অনেক গুলি অংশীদারকে একযোগে খাজানা দিতে হয় এবং তাহা-দিগের পক্ষ হইতে খাজানা গ্রহণের ক্ষমতা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি নিযুক্ত না থাকায় প্রজা টাকার জন্য উক্ত সহাধিকারীদিগের একযোগে রসীদ পাইতে না পারে সে স্থলে উক্ত প্রজা খাজানা আমানত করিয়া দিতে পারিবে। আরও যদি সহাধিকারীরা একযোগে অথবা সাধারণ কার্য্যকারকের দ্বারা দরখাস্ত বা মোকদ্দমা রুজু না করে তাহা হইলে সহাধিকারীরা ক্রোকের দরখাস্ত অথবা বর্দ্ধিত খাজানার জন্য মোকদ্দমা করিতে পারিবে না। এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইবে যে এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা অবিভক্ত মহালের রায়তদিগের সমস্ত যুক্তিযুক্ত কষ্টের কারণ সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে। অবিভক্ত ভাবে কোন মহালের তত্ত্বাবধারণ হইলে সাধারণের যে কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি, যদি সহাধিকারীরা রাজস্ব দিতে ত্রুটি করে, তাহাদের মহাল নীলাম হইতে পারিবে। যদি তাহারা আইন অতিক্রম করে অথবা সরকারী আদেশমত কার্য্য করিতে অপারগ হয়, তাহা হইলে তাহাদের দায়িত্বের কথা বঙ্গদেশের রেজিষ্টরী বিষয়ক আইনের কার্য্য দৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে এবং তাহাদের শাস্তিও হইতে পারে। এজন্য কালেক্টর অথবা জজ সাধারণের অসুবিধা হইতেছে মনে করিলেই সহাধিকারীরা আপন সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ হইতে কেনই বঞ্চিত হইবেন, পরিষ্কার বুঝা যায় না। আমার নিবেদন এই যে যেসকল কারণের কখনই অস্তিত্ব নাই, তাহারই ভাণ করিয়া ভূস্বামী ও ধনীদিগের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিয়া, উহাদিগের পরিশ্রম ও উৎকর্ষসাধনের উত্তেজক কারণ অপনোদন করা প্রকৃত রাজনীতির একান্ত বিরোধী।

স্বত্বের লিপি, খাজানার বন্দোবস্ত, হারের তালিকা, ও ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করণ।

ভারতবর্ষের যে সকল ভাগে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বৎসরান্তে ভূমির বন্দোবস্ত হয় তথায় অধুনা যে ভাবে ভূমির ব্যবস্থা হইয়া থাকে, উপরি উক্ত বিষয় সম্পর্কীয় অধ্যায়গুলিও সেই ভাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ব ও স্বার্থ প্রায়ই উত্তমরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং এই অধ্যায় সকলের বিষয় সম্বন্ধে যে যে স্থলে প্রজা ও ভূম্যধিকারীতে বিবাদ হইবার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থলে সম্পর্কবিশিষ্ট সম্প্রদায়ের নিজ নিজ স্বার্থের উপর আইনের কার্য্য নির্ভর করিতে দেওয়াই সজ্ঞানসম্মত। কিন্তু এই সকল অধ্যায়ের মর্ম্ম এই যে, একদিকে ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়কেই তাহাদের জন্য বিহিত উপায় অবলম্বন করিতে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, অপরদিকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে নিজের ইচ্ছামত সেই উপায় অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল অধ্যায়ে যে সকল বিধান আছে তাহাদের কার্য্য চলিতে আরম্ভ হইলে, আমার ভয় হয় যে দেশ মোকদ্দমা সাগরে ডুবিয়া যাইবে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার কুপ্রবৃত্তি সমূহ উত্তেজিত হইবে, মিথ্যা সাক্ষ্য ও জাল করণের দ্বার প্রকাশ্যরূপে উদ্ঘাটিত হইবে, অধীনস্থ আমলারা অশেষরূপে অত্যন্ত জঘন্য হইয়া যাইবে,

এবং কৃষিজীবিরা ক্ষতি, ব্যয় ও বিপদের সাগরে পতিত হইবে। রাজস্ববিষয়ক জরীপে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিল। যখন লোকে নিজেই এই সকল বিধান বলবৎ করার জন্য আবেদন করিবে, তখন ইহা দেখিয়া লওয়া তাহাদেরই কাজ, কিন্তু লোকের কোনরূপ আবেদন ব্যতিরেকে কেন যে গবর্ণমেন্ট যাইয়া দেশের লোকের উপরি উক্ত অনিষ্ট সাধন করিবেন আমি তাহার যুক্তিযুক্ত ও সিদ্ধ কারণ দেখিতে পাইতেছি না। আগামী দুই তিন পুরুষ মধ্যে উদ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা হইবে না এবং এই সমস্ত সময় ধরিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষত বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। যে স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত বা সরাসরী বিক্রয়ে নীলাম খরিদার নিজের অবগতির জন্য জমাবন্দীর কাগজ পায় না, স্বত্বের লিপি শুদ্ধ যদি সেই স্থলের জন্য প্রস্তুত হয়; যেস্থলে রায়তেরা ধর্ম্মঘট করিয়া খাজানা দিতে অস্বীকার করে এবং যে স্থলে রায়তদের কর্ত্তৃক অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা, যদি কেবল সেই সকল স্থলের জন্য খাজানার বন্দোবস্ত হয়; যেস্থলে জমীদারেরা নিজে আবেদন করে যদি কেবল সেই স্থলের জন্যই জমীদারের নিজ জমীর রেজিষ্টরী করা হয়; সেই সকল স্থলে পক্ষগণের দরখাস্তমত উহা ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের হস্তে অসীম বিবেচনার ভার দিয়া এই সকল অধ্যায়ের লক্ষ্য বিষয় যেরূপ বিস্তৃত করা হইয়াছে, তাহার সেরূপ কোন আবশ্যকতাই নাই এবং ইহাদ্বারা এত অনিষ্ট সংঘটিত হইবে যে উহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি, সুখ, ও প্রকৃত স্বার্থের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। হারের তালিকা সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, এবিষয়ে যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে দেশের অধিকাংশ স্থলেই উহা নির্ণয় করা অসাধ্য। ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, অর্থশাস্ত্রসম্মত ও সামাজিক কারণ বশতঃ একই গ্রামের মধ্যে এত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হার প্রচলিত আছে, কোন কোন গ্রামে শত শত প্রকার হার আছে, যে নমুনার হার বা এক সমান হার বা পূর্ব্বে যাহাকে পরগনা হার বলিত কোন নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্যে তাহা নির্ণয় করা আশাতীত। প্রজা ও ভূম্যধিকারী কাহারই একার্য্য দ্বারা কিছুমাত্র উপকার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য হারের তালিকা প্রস্তুত করার ও ভূম্যধিকারী এবং প্রজার উপর দিয়া তাহার খরচ উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে ভূম্যধিকারী ও প্রজা কোনরূপ আবেদন না করিলেও স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় বিধান সকল বলবৎ করিবার খরচ ভূম্যধিকারী ও প্রজার ঘাড়ে চাপান হইবে। যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে ভূমিবিশিষ্ট শ্রেণীর উপকার অপেক্ষা অপকার হইবার অধিক সম্ভাবনা, এইরূপে তাহার জন্য ভূমির উপর নূতন কর বসান হইবে।

খামার নামে অভিহিত ভূম্যধিকারীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে উহার যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে নির্দ্দিষ্ট লক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং উহাদ্বারা সমস্ত পতিত ভূমি লক্ষণবহির্ভূত করা হইয়াছে। ১৩৮ ধারায় বলে,

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী; এবং

(খ) যে আবাদী জমী গ্রাম্যাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ্চ মাসের ২ তারিখের পূর্ব্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কিনা, এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজজমী নহে, এই রূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্ম্মচারীদের কার্য্য পদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারায় খামার ভূমির নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।—

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। জানিবেক যে সুবে বেহারের মধ্যের মালিকানা জমীন এবং সুবে বাঙ্গালা ও মেদনীপুরের জমিদার ও তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারীদিগের নিজের নানকার ও খামার ও নিজ যোত ওগয়রহ ভূমিউপরের লিখিত [সাধারণ রাজস্ব হইতে লাখেরাজ ভূমির বহিষ্করণ] দাড়া সকলের বাহির আছে, ইত্যাদি।

আইনের ভাষার সহিত পাণ্ডুলিপির ভাষা তুলনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে পুরাতন আইনানুসারে জমীদারের খামার জমীতে ক্রমাগত বার বৎসর ধরিয়া চাষ করার শর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট ছিলনা। পতিত ভূমিসম্বন্ধে একথা সকলেই জানে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুরুতর খাজনা ধার্য্য করায় জমীদারের যে অপরিহার্য্য ক্ষতি হইয়াছিল তাহারই পূরণার্থ উহা জমীদারকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ক্রোক।

খাজানা আদায়ের সম্বন্ধে ক্রোকের আইনের সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও কার্য্যকর বলিয়া সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস। আমি জানি বেহারে ইহার সহায়তা অধিক পরিমাণে গৃহীত হয়। বর্ত্তমান ক্রোক আইনের সার এই যে ইহাদ্বারা শীঘ্র ও অব্যর্থপ্রতীকার হয়, কিন্তু ভূম্যধিকারীর শিরে সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত থাকে; ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে তাঁহাকে বিলক্ষণ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডুলিপি অনুসারে ক্রোক আদালতের

দ্বারা করিতে হইবে, উহার প্রতিপদে নানা প্রকার নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, আদালতের হুকুম জারী হইবার সময় হয়ত মাঠ হইতে শস্য অন্যত্র নীত হইয়া গিয়াছে। ইহার কার্য্য প্রণালী এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে উহ দ্বারা আর শীঘ্র প্রতীকার পাওয়া অসম্ভব। সত্বর প্রতীকারই ক্রোক আইনের মর্ম্ম হওয়া উচিত। আবার ক্রোক করিতে গেলে ভূম্যধিকারীর এত ব্যয় করিতে ও এত বিরক্ত হইতে হইবে যে তিনি অগত্যা এই উপায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আমার এইরূপ বোধ হইতেছে যে এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ ক্রোকী আইনের বিধান হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অকার্য্যকর হইয়া থাকিবে; এবং তাহাতে একণে শীঘ্র খাজানা আদায় করিবার বিষয়ে জমীদারের যে একমাত্র সুবিধা আছে, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

আদালতের কার্য্যপ্রণালী।

গবর্ণমেন্ট যে খাজানা আদায়ের প্রণালীর সরলতাপাদন করিবেন বলিয়া পুনঃ২ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমার বার২ বলিবার প্রয়োজন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অবধি আজি পর্য্যন্ত এবিষয়ে আপনাদের কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আর উপস্থিত পাণ্ডুলিপির প্রথম সূচনা হইতে খাজানা আদায় প্রণালীর সরলতাপাদন ইহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে বাদানুবাদের সময় কমিটীও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হতেছি যে এই সকল বাদানুবাদের ফল কার্য্যতঃ আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছে। আমি এবিষয়ে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম।

(১) পত্তনী কার্য্যপ্রণালী (২) গবর্ণমেন্ট ও রাজানুপালিত মহালে একণে যে কার্য্য প্রণালী চলে তাহা ও

(৩) বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন। আমি নিম্নে তৃতীয় উপায়ের বিস্তারিত বিবরণ দতেছি।—

বাকী খাজানার জন্য মোকদ্দমা রুজু করিতে হইলে জমীদার বা খাজানাগ্রহীতা জমাওয়াশীল বাকীর কাগজ, দাখিলার মুড়ি প্রভৃতি আবশ্যক কাগজ দাখিল করিয়া এবং আবশ্যকমত প্রমাণ দিয়া আপাততঃ মোকদ্দমা খাড়া করিবেন।

তাহার পর আদালত সমন বাহির করিবেন। সমন জারী হইলে জারী হয় নাই বলিয়া সচরাচর যে আপত্তি হইয়া থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত মর্ম্মের একটী বিধান ক তে পরামর্শ দিই—

"সাধারণতঃ সমন যে ব্যক্তির নামে হয় নিজ তাঁহাকে দিয়া অথবা রেজিষ্টরী চিঠি দ্বারা পাঠাইয়া জারী করা হইবে। যদি কোনকারণ বশতঃ নিজ প্রতিবাদীর উপর সমন জারী হইতে না পারে, তাহা হইলে যে গ্রামে ঐ ভূমি অবস্থিত সেই গ্রামে উক্ত ব্যক্তির নবতই বাসস্থানে অথবা তাহার পাঁচ মাইলের মধ্যে উহা লটকাইয়া দিতে হইবে। ঐ ভূমির মালকাছারীতে, অথবা যে ভূমির জন্য বাকী খাজানা পাওনা, তথায় অথবা তত্পরিস্থিত অন্য কোন সদর জায়গায় অথবা গ্রামের চৌকি বা চৌপালে, অথবা যে গ্রামে ঐ জমী অবস্থিত তাহার অন্য কোন সুকাপ্রশস্থান লটকাইয়া দিয়া নোটিস জারী করা যাইতে পারে। যেখানে যেমন হয় গ্রামের চৌকিদার, গ্রামের মণ্ডল, না হয় গ্রামের দুইজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী, না হয় গ্রাম্য সব-রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে জারী হবার সাক্ষ্য লইতে হইবে।"

অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক স্থলেই উপরি উক্ত কার্য্যপ্রণালীর অন্ততঃ দুইটি অবলম্বন করিতে হইবে। এরূপ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিলে সমন জারী হয় নাই, এ আপত্তি যে মোকদ্দমার এক তরফা বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্বিচার বা পুনরান্দোলনের যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া আদালতে গ্রাহ্য হইবে না

সমনে, এরূপ এক নোটিস থাকিবে যে যদি জারীর তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতিবাদী হাজির না হয়, তাহা হইলে দাবীর টাকার জন্য আদালত ডিক্রী দিবেন এবং তৎক্ষণাৎ জারীর হুকুম দিবেন। আদালত প্রতিবাদী যে তারিখে হাজির হয়, তাহার আট দিনের মধ্যে উহার এজাহার লইবেন এবং বাদীকে নির্দ্দিষ্ট দিনের নোটিস দিবেন। প্রতিবাদীকে তাহার উত্তর সমর্থনের জন্য যে দিবসে তাহার এজাহার হইবে সেই দিবসে তাহার সমস্ত দলীলপত্রাদি দাখিল করিতে এবং সাক্ষী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইবে। যদি মোকদ্দমার অবস্থা এমন হয় যে উহা তৎক্ষণাৎ নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, আদালত তাহাই করিবেন; অথবা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষের সমক্ষে সেই দিনই ইসু ধার্য্য করিবেন; এবং মোকদ্দমার শুনানি ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আর এক দিন ধার্য্য করিয়া দিবেন। ঐ দিন প্রতিবাদির এজাহারের দিন হইতে এক পক্ষের অতিরিক্ত না হয়।

জারীর সম্বন্ধে কথা এই যে যদি বাকীদার, তালুকদার বা দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়ত হয়, তাহা হইলে ডিক্রী জারীক্রমে তাহার তালুক বা যোত বিক্রয় হইবে। যদি সে দখলস্বত্ব না রায়ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে।

ডিক্রীর টাকা আমানত করিয়া না দিলে আপীল গ্রাহ্য হইবে না। খাজানাগ্রহীতা রীতিমত প্রতিভাব্য দিলে আদালতের টাকা বাহির করিয়া লইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইবেন।

কমিটীতে আমার অনেক মহামান্য সহযোগীর আমার পরামর্শমত উপায়ে সহানুভূতি আছে বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য, যে অধিকাংশ সভ্য আমার মত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলেন—

আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্য্যপদ্ধতি স্বল্পতর ও সরলতর করিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমন জারীকরণকার্য্য ও ঐ কার্য্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইনঘটিত কোন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

যাহাই হউক, কমিটী নিম্নলিখিত নূতন বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।—

পরন্তু খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর স্বত্বঘটিত কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আমরা ১৮৪ ধারার একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন করিয়াছি। ঐ ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে ঐ খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে ঐ খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বঘটিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিস ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; ঐ তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আজ্ঞা না পাইলে বাদীর প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ ক্ষুদ্র জনের মতে যে রায়ত আপন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করে আদালতে তাহার কথা অপ্রমাণ হইলে, সে রায়তের স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, এইটি প্রকাশ করিলে প্রতিকারের পথ আরও অধিক পরিমাণে পরিষ্কার হইত, আমি ইহা কমিটীকে দেখাইয়াও দিয়াছিলাম। কমিটী যে পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে চক্রের মধ্যে চক্র, বাকী খাজানার মোকদ্দমার মধ্যে স্বত্বের মোকদ্দমা, বর্দ্ধিত হইবে মাত্র; খাজানা আদায় সহজ হওয়া দূরে থাকুক উহার বিলক্ষণ বিলম্ব পড়িয়া যাইবে।

বিচারের সাধারণতঃ যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, খাজানার মোকদ্দমায় ব্যবহার করিবার সময়, আবশ্যক হইলে সে প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা কমিটী হাই কোর্টকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমার বোধ হয় এরূপ করাও যাহা, এবিষয়ের মীমাংসার ভার পরিহার করাও তাহাই। যে ব্যবস্থাপক সভা কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাপক সভা খাজানার মোকদ্দমার বিচারের শীঘ্রত্ব সম্পাদনের জন্য উহার পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ।

আমার ভরসা আছে যখন আগামি বৎসরে কমিটীর অধিবেশন হইবে, তখন সভ্যেরা খাজানা আদায়ের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালীকে সরল ও অধিক পরিমাণে কার্য্যকর করিবার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা না থাকাই ভূম্যধিকারীদিগের বিশেষ কষ্টের কারণ এবং ইহা না থাকাতেই রাজস্ব ও সেস সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের দাবির টাকা দিতে অনেক সময়ে তাঁহারা বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। যদি খাজানার আইন সম্বন্ধে কোনবিষয়ে সকলের মত একহয়, তবে সে এই বিষয়, এবং যখন সমস্ত আইন উলট পালট হইয়া যাইতেছে তখনও যদি ভূম্যধিকারীদিগকে তাঁহাদের যথার্থ পাওনা আদায়ের বিশেষ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে বিলক্ষণ নিন্দা হইবে।

চুক্তির স্বাধীনতা।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কার্য্যতঃ রহিত করা হইয়াছে। যে সকল বিষয় চুক্তির বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটী তাহা এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্বলাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)

(খ) ৩১ ধারার নির্দ্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুষঙ্গ।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে ফসলী খাজানা পরিবর্ত্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দ্দিষ্ট হেতু ভিন্ন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্ফা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬৩ ধারা)

(চ) গোচের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতিপুরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০ ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারী ক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

পাণ্ডুলিপি উত্থাপনের সময় আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি এই অবনতিকর প্রস্তাবের বিলক্ষণ প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের আইন সমূহে যে কেবল চুক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে এরূপ নহে, প্রকাশ্যভাবে উহার উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেও ঠিক তাহাই করা হইয়াছে। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে রায়ত আপনার বাড়ী, ঘর, ক্ষেত,

খোদা বিক্রয় বা বন্ধক দিবার সময়, তাহার ক্ষেত্রের উৎপন্ন বিক্রয় করিবার সময়, মজুর নিযোগ করিবার সময় এবং জীবনের প্রতিদিন প্রয়োজনীয় সহস্র অন্য কার্য্য করিবার সময় স্বাধীন বলিয়া গণ্য হয়, কেবল আপন ভূম্যধিকারীর সহিত চুক্তি করিবার সময় তাহাকে কেন অসমর্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমি বিশেষ করিয়া এই বিষয় পুনর্ব্বার বিবেচনা করিতে বলি।

দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্ম্মচারী।

এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্ম্মচারী এই উভয়ের মধ্যে বিচারাধিপত্য বিভাগ হইয়াছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে, রাজস্ব কর্ম্মচারীর উপর যে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় স্পষ্টই এই যে ভারতবর্ষের উত্তরাংশে যেরূপ সব একসমান করিবার প্রণালী চলিতেছে, এবং যাহাদ্বারা ঐ অঞ্চলে মূলধনের কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়াছে এবং পরিশ্রমের প্রস্রবণ শুকাইয়া আসিয়াছে, বাঙ্গালায়ও ভূমিবন্দোবস্তের সেই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হয়, আমারত এই বোধ। কিন্তু আমি ভরসা করি যে আমার বোধ ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণ হইবে। শস্যে দেয় খাজানা মুদ্রারূপে পরিবর্ত্তনেই হউক, স্বত্বের লিপি অথবা খাজানার বন্দোবস্তেই হউক, হারের তালিকা প্রস্তুত বিষয়েই হউক, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির তত্ত্বাবধারণেই হউক, কল্পিত মাপের কাটি নির্দ্দেশ করণেই হউক, মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করণেই হউক, অথবা অন্য কোন বিষয়েই হউক, আমি যে বিষয়ই দেখিতে যাই দেখি যে রাজস্ব কর্ম্মচারীকেই স্থিরবিন্দু করা হইয়াছে, পাণ্ডুলিপিরূপ অট্টালিকার অধিকাংশ সেই স্থিরবিন্দুর উপর নির্ভর করিতেছে। যদি রাজস্ব কর্ম্মচারীকে কার্য্যনির্ব্বাহক অথবা শাসনকার্য্য সম্বন্ধীয় কার্য্যকারক করা হইত, তাহা হইলে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাঁহাকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এবিষয়ে বিলক্ষণ আপত্তি আছে। যে প্রণালীতে বিচারসম্বন্ধীয় কার্য্যকারককে শাসনকার্য্যনির্ব্বাহক গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতমতে চলিতে হয়, সে প্রণালীতে সুবিচারের যত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত আর কিছুতেই নয়। এই বিষয়ে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় আইনের হেতুবাদে লর্ড কর্ণওয়ালিস যে উদার ও সমীচীনমত প্রকাশ করিয়াছেন; আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"যে ভূমির রাজস্বের ও তাহা উশুলের বিষয় সরকারের সহিত ভূম্যধিকারিদিগের যে বাদানুবাদ এবং যাবতীয় ভূম্যধিকারী ও তাহাদিগের প্রজাবর্গের সঙ্গে যে সকল দাওয়া ও বিরোধের মোকদ্দমা অদ্যাবধি মাল আদালতে উপস্থিত হইতেছে ও তাহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে তদনুসারে তাঁহারা জজের মতে মাল আদালতে বসিয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার করেন ও তাঁহাদিগের কৃত নিষ্পত্তি সমস্ত মোকদ্দমার আপীল বোর্ড রেবিনিউতে ও তথা হইতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুরে মালের কৌন্সেলে হয় এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত ও তহসীল কালেক্টর সাহেবদিগের জিম্মা থাকিলে মাল আদালতের সেরেস্তার দীপ্তিমান এই সকল কারণ দৃষ্টে এই ক্ষণে ভূম্যধিকারিদিগের সম্পর্কে সরকারের দত্ত যে সকল হক্ অর্থাৎ যে সকল বস্তুতে স্বত্ব আছে তাহা স্থিরতার বিষয়ে নিতান্তই মনস্থির রাখিবেক না কারণ এই যে মাল আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা কখন বিরুদ্ধমতে ও কখন যথার্থ ক্রমে ও কখন উভয়ের অপ্রত্যক্ষে এতাবতা বিনা হাজিরীতে নিষ্পত্তি হইত এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তহসীলের কার্য্যের নিরবকাশেও মাল আদালতের উপস্থিত অনেক মোকদ্দমাই মবস্থুব থাকিত। আর ইহাও সুন্দর জানা আছে যে কখন কালেক্টর সাহেবের দিগ হইতে ভূমির রাজস্ব দার্য্য ও তহসীলের মোকদ্দমায় আইনের অন্যথায় হুকুম হইলে অন্যায়গ্রস্তের আশা ভরসার স্থান ছিল না যে বিপক্ষ হইতে যে পীড়া পাইয়া থাকে ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বসিয়া যে হুকুম দেন তাহাতে যে অন্যায়গ্রস্ত হইয়া থাকে তাহার সংশোধন সেই কালেক্টর সাহেবের কৃত বিচারে দেওয়ানী আদালত হইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টর সাহেবের দিগ হইতে তহসীলের কার্য্যের বাহুল্য জন্য ভূম্যধিকারীদিগের সহিত তাহাদিগের তাবের প্রজা বর্গের বিবাদেও যথার্থ বিচার হইতে পারিত না অতএব চাসের আধিক্যজন্য উচিত যে উপরের লিখিত সমস্ত উদ্যোগ ছাড়া ভূমির অধিকারিত্ব ও তৎসংক্রান্ত সকল স্বত্বের স্থৈর্য্য কারণ উদ্যোগান্তর করা যায়। দেশাধিপতির কর্ত্তব্য এই যে ভূম্যধিকারীদিগের সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা অন্যথা করণের শক্তি ত্যাগ করেন এবং মাল আদালতের সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তৃত্বভার কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি না থাকে এবং যে কালে সরকারের পাওনা মালগুজারীর আপত্তি উপস্থিত হয় তাহা যে সকল আদালতের জজ সাহেবদিগের যে প্রকারে আদালতের শাসন সমর্পণ হয় সে সকল আদালতে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনের মতে উপস্থিত করিবার যোগ্য হইলে করা যায় যে তাহাতে কোনক্রমে জজ সাহেবদিগের স্বেচ্ছাচারের বিষয় না থাকে বরং সরকারের সহিত ভূম্যধিকারীদিগের ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতির সঙ্গে তাহাদিগের তাবের প্রজাবর্গাদির বিরোধের বিচার ও নিষ্পত্তি যথার্থক্রমে ও বিনা পক্ষপাতে করিতে মনোনিবেশ রাখেন এবং ইহাও কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবেরা আপনাদিগের অর্পিত যাবৎ কর্ম্মের বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যে শক্তি রাখেন তাহা না করিতে পারেন ও করিলে তাহার জওয়াব আদালতে দেন এবং সরকারেরও প্রকৃত প্রাপ্তব্য ছাড়া কাহার স্থানে কিছু অতিরিক্ত চাহিলে কিম্বা ঐ হজুরের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালত দায়ে উপস্থিত হইবার যোগ্য হন। এমত হইলে যে শক্তিক্রমে ভূম্যধিকারিদিগের স্বত্বের অন্যথা কিম্বা ভূমির মর্য্যাদায় হানি হইতে পারে তাহা না হইতে পারিয়া অন্য সমস্ত বস্তু হইতে ভূমির অধিকারিত্ব গুরুতর হইবেক এবং যে চাসের আধিক্যে সকলের কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য্য অতিশয় হয় তন্নিমিত্ত সকল লোকেই শ্রম ও চেষ্টা বহুপ্রচলিত করিবেক।"

১৭৯৩ সালে গবর্ণমেণ্ট যে সকল উদার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮৩ সালে দশগুণ অধিক খাটে।

পত্তনী তালুক।

জমীদারেরা এই পাণ্ডুলিপিতে পত্তনী আইনের সন্নিবেশ সম্বন্ধে আপত্তি করেন। এরূপ করিবার যে কারণ নাই তাহা নহে। তাঁহাদের মত এই যে গত পঁয়ষট্টি বৎসর ধরিয়া ঐ আইনের প্রত্যেক কথা কর্ত্তৃপক্ষকর্ত্তৃক এক প্রকার অর্থ লাভ করিয়াছে ও সেই অর্থেই চলিয়া আসিতেছে; জমীদার, পত্তনীদার, আদালত ও আমলা সকলেই উহা বেশ বুঝে; উহার ভাষার আধুনিকত্ব সম্পাদন করিতে গেলে ষাইট বৎসরের অতিরিক্ত কালের স্মৃতি ও পরম্পরাগত কথা লোপ হইবে, অতএব হাত না দিলে ভাল, এই বচনানুসারে পত্তনী আইনের বাক্য ও ব্যাখ্যা যেভাবে আছে সেইভাবে থাকিতে দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত। আমিও এই মতের অনুমোদন করি এবং আমার ইচ্ছা যে পত্তনী অধ্যায় এই পাণ্ডুলিপির বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

যে সকল সূত্র ধরিয়া এই পাণ্ডুলিপি প্রধানতঃ লিখিত তাহার উপর আমার প্রধান প্রধান আপত্তিগুলি আমি তাড়াতাড়ী লিখিয়া ফেলিলাম। বিশেষবিষয় সম্বন্ধে আপত্তি করিবার সময় আমার নাই। আগামী সংবৎসরে যখন কমিটির অধিবেশন হইবে, তখন আমি সেই সকল আপত্তি উত্থাপিত করিবার বাসনা রহিল।

১৮৮৩ সাল ১৪ মার্চ্চ।

কৃষ্ণদাস পাল।

প্রস্তাবিত প্রজাস্বত্ববিষয়ক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন মতের মন্তব্যলিপি।

১। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়ে বিধান আছে যে, যে রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে সে,

(ক) কোন তালুকদার যে যে বিধানের নিয়মাধীন থাকেন, যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাধীন থাকিবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর লিখিত যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্ত্তরূপে এই যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে সেই নিয়ম ভঙ্গ করিলেই উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া দাবী করে তাহাকে তাহার যোত সম্বন্ধে সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় স্থাপিত করা হইয়াছে, যেহেতু

(ক) উক্ত রায়ত যদি তৃতীয় ব্যক্তিকে নিজ যোত হস্তান্তর করে, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী অগ্রে ক্রয় করিতে অসমর্থ হইবেন;

(খ) যদি সে নিজ জমী এরূপে ব্যবহার করে যে উহা প্রজাস্বত্বের কার্য্যের সম্পূর্ণরূপ অনুপযোগী হয় তাহা হইলেও দখল হইতে উচ্ছেদের দায়ী হইবে না।

কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের মত এই যে, যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের খাজানা অবধারিত, তাহার অধিকার সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অধিকার হইতে স্বতন্ত্র হইবে। এবিষয়ে আমার মত অন্যরূপ।

যদি একস্থলে ভূম্যধিকারীকে অগ্রক্রয় স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপর স্থলেও তাঁহাকে ঐ স্বত্ব দেওয়া উচিত; যদি একস্থলে ভূমিকে প্রজার কার্য্যের অনুপযুক্ত করায় রায়তের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় অপরস্থলেও সে উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

একস্থলে এরূপ হইবার অনুকূলে যত তর্ক উত্থাপিত করা যায়, অন্য স্থলেও তাহা সমানরূপে খাটে।

আমার বোধ হইতেছে অগ্রক্রয় স্বত্ব মহম্মদীয় আইনের শাখা। বেহারের হিন্দুরা পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্বের দাবী করিলে, উহার ব্যবস্থা দেশাচারমত হইয়া থাকে।

আমার বোধ হয় যে কোন ব্যক্তি ভূম্যধিকারীর অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দখলীস্বত্ব খরিদ করিতে পারে, তাহার হস্ত হইতে ভূম্যধিকারীকে আত্মরক্ষার উপায় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী আইন অনুসারে পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব এই পাণ্ডুলিপির বিধানে সন্নিবিষ্ট হইল।

একস্থলে শত্রুপক্ষীয় ক্রেতা ভূম্যধিকারীকে যেরূপ ভয়ানক অসুবিধায় ফেলিতে পারে, অপর স্থলেও সেইরূপ; ক্ষেত্র নষ্ট করা সম্বন্ধেও সেইরূপ। একস্থলে তাঁহার পক্ষে এইস্বত্ব যেরূপ অনর্থক হইবে অপর স্থলেও সেই রূপ অনর্থক হইবে।

এই সকল বিধান ৮ অধ্যায়ের সহিত যোগ হইলে ফল এই হইবে, ভূম্যধিকারী উৎসন্ন যাইবে।

যখনই ভূম্যধিকারী পূর্ব্বক্রয়ের স্বত্ব অনুসারে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব খাড়া করা হইবে।

যখনই কোন রায়ত অবধারিত হারের যোত বলিয়া আপন যোত হস্তান্তর করিতে থাকিবে অথবা যদিও ভূম্যধিকারী পূর্ব্বে ক্রয় করিতে ইচ্ছা না করেন, হস্তান্তরগ্রহীতা পূর্ব্বেই পূর্ব্বক্রয় স্বত্বের ভয় করিয়া যখনই আইনের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করে, তখনই ভূম্যধিকারীকে বাধ্য হইয়া হস্তান্তরে আপত্তি করিতে হইবে। কারণ ভয় আছে যে যদি তিনি তৎক্ষণাৎ আপত্তি না করেন, তাহা হইলে শেষ না করায় হস্তান্তরগ্রহীতার অবধারিতহারে চিরদিনের জন্য ভূমি ভোগের স্বত্ব স্বীকার বলিয়া গৃহীত হইবে।

যদি কমিটী আমার সংশোধন গ্রহণ করিবার উপায় দেখিতে পাইতেন এবং এই অধ্যায়ের কার্য্য মোকররী পাট্টাধীন যোতে অথবা যে সকল রায়তের স্বত্ব আদালতের ডিক্রীদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে যদিও ভূম্যধিকারিদিগের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইত না, তথাপি অনুমান খাড়া করিয়া আইনের চক্ষে ধূলি প্রদান করিবার চেষ্টায় লোককে উৎসাহ দেওয়ায় যে হানিকর ফল উৎপন্ন হইবে তাহার পরিহার করা যাইতে পারিত।

২। ৫ম অধ্যায়—কোর্ফা বিলির নিয়ম।

কোর্ফাবিলি সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়, সে বিষয়ে কমিটী অধিকাংশ সভ্যের মত হইতে সকল বিষয়েই আমার মত বিভিন্ন।

কোর্ফাবিলি বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইবে না কেবল এই উদ্দেশে কোর্ফাবিলি সম্বন্ধে বাধ্যতাজনক নিয়ম বিধানের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার বিশ্বাস এই যে, যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোর্ফাবিলি করে তাহাকে তালুকদাররূপে পরিণত করিলে ভূম্যধিকারীদিগের বিশিষ্ট স্বার্থের হানি হইবে।

আমার বিশ্বাস এই যে, কতকটা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষতঃ রায়তদিগের মধ্যে অতি দরিদ্র শ্রেণী অর্থাৎ বর্গাদার রায়তদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, এই প্রণালীকে তত্ত্বাবধারণাধীনে আনিবার আবশ্যকতা আছে।

কোর্ফা বিলির ক্ষমতা রায়তের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বোধ হয় হস্তান্তরের ক্ষমতা অপেক্ষা ইহা তাহার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত হঠাৎ দেনায় জড়াইয়া পড়িলে উহা দ্বারা সে সেই দায় হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

যে সকল মজুর পরিবারের প্রতিপালনের সাহায্যার্থ অন্য কোন উপায়ে ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না, এই নিয়ম দ্বারা তাহারা ভূমি অর্জ্জন করিতে পারে।

উক্ত আইনানুসারে। এতদিন কোর্ফা বিলি সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধাজনক নিয়ম ছিলনা। আর যতই কেন বাধাজনক নিয়ম হউক না, কখনই কোর্ফা বিলি পরিত্যক্ত হইবে না।

যতদিন পর্য্যন্ত, যে সকল লোকের ভূমি আছে তাহাদের অপেক্ষা দরিদ্র আর এক শ্রেণীর লোক ভূমি পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকিবে, যতদিন যাহারা এক্ষণে ভূমি ভোগ করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা ভালরূপ ব্যবহার করিতে পারে এরূপ এক শ্রেণীর লোক থাকিবে, যতদিন ফলভোগবন্ধক হইতে কোর্ফা পাট্টার বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া না দেওয়া হইবে, ততদিন লোক গোপনে চলিতে থাকিবে।

কোর্ফাপাট্টাধারীদিগকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং এখনও যখন সময় আছে এই প্রণালীকে কোন না কোন রূপ তত্ত্বাবধানে আনিতে হইবে।

এবিষয় শীঘ্রই এমত ভাবে গবর্ণমেন্টের গোচরে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে ইহার মীমাংসা পরিহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

৩। ৫ম অধ্যায়—খাজানা বৃদ্ধি।

সিলেক্ট কমিটীর নিকট রিপোর্টের জন্য যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার বিধান অনুসারে বর্দ্ধিত খাজানা ভূমি হইতে মোট উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অধিক না হইলে পূর্ব্বকার হারের উপর টাকায় ছয়আনা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত খাজানা গ্রহণের জন্য ভূম্যধিকারী প্রজার সহিত ঘর ও বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতেন।

আমার জন্য যে হার এক্ষণে দেওয়া যায় তাহা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণে, প্রজার দ্বারা না হইয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে এই কারণে, চিরস্থায়ীরূপে মূল্যের বৃদ্ধি হইয়াছে এই কারণে মোকদ্দমা করিয়া ভূম্যধিকারী খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার এই নিয়ম মানিতে হইত যে বর্দ্ধিত খাজানা উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত না হয় এবং কোন স্থলে পুরাতন খাজানার দ্বিগুণের অধিক না হয়।

ইচ্ছাপূর্ব্বক খাজানা বৃদ্ধি ও মোকদ্দমা করিয়া খাজানা বৃদ্ধি উভয় স্থলেই বর্দ্ধিত খাজানা দশ বৎসরের মত ঠিক থাকিবার কথা ছিল। সিলেক্ট কমিটীর সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে চুক্তিমত খাজানা-বৃদ্ধি কোন স্থলেই টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

দু আনার কম বা দু আনা পর্য্যন্ত হইলে উহা সাত বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক থাকিবে, দু আনার অধিক হইলে পনের বৎসর পর্য্যন্ত।

কোন যোতের খাজানা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা অল্প এই কারণবশতঃ আদালতের সাহায্যে খাজানা বৃদ্ধি হইলে উহা পুরাতন হারের উপর শতকরা পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে, এবং মূল্যের চিরস্থায়ী বৃদ্ধিবশতঃ হইলে শতকরা পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

যে স্থলে কোন মোকদ্দমার দোষগুণ দেখিয়া বিচার হয়, তাহাতে বৃদ্ধি হউক আর নাই হউক, হার পনের বৎসর পর্য্যন্ত ঠিক থাকিবে।

উভয় স্থলে পঞ্চমাংশরূপ সীমা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আমি স্বীকার করি আইনমত খাজানা বৃদ্ধি করা বর্ত্তমান আইনের অপেক্ষা অনেক সহজ ব্যাপার হইয়াছে, কিন্তু আমার বিনীতভাবে নিবেদন এই যে, সীমা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব সকলেই এ কথা স্বীকার করায় খাজানা বৃদ্ধির সীমা পরিত্যাগ করা হইয়াছে, বলিয়া সীমা সঙ্কোচ ও সময় বৃদ্ধি করিয়া কমিটীর অধিকাংশ সভ্য খাজানাবৃদ্ধির উপর যে বাধাজনক নিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কারণ নাই।

ইহা অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে যে, যে প্রজাদিগকে যোত ভোগ করিবার স্বত্ব স্থায়ীরূপে দেওয়া হইয়াছে তাহারা যখন জানে যে, ভূম্যধিকারী আদালতে গেলেই অনেক উচ্চহারে ডিক্রী পাইতে পারেন, তখন তাহারা আদালতের বাহিরে অনায়াসেই খাজানা বৃদ্ধি দিতে স্বীকৃত হইবে।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা নিজে নিজে যে সকল বিষয়ে অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে, যে রাজনীতিতে সেই সকল বিষয়ের জন্য তাহাদিগকে আদালতে পাঠাইয়া দেয় আমি সে রাজনীতি অনুমোদন করি না।

ইচ্ছাপূর্ব্বক খাজানা বৃদ্ধিস্থলে কেবল এই কথা বলার আবশ্যক ছিল যে চুক্তিমত খাজানা বৃদ্ধি রেজিষ্টরী করা করারপত্র দ্বারা করিতে হইবে এবং ইহা দেখিতে হইবে যে প্রজা তাহাতে স্বীকৃত হইতে গিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়াছে।

টাকার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা ছিল। সময়ের বিষয় চুক্তির উপর নির্ভর করিলেই হইত।

উভয় স্থলেই পঞ্চদশ বৎসর সীমা নির্দ্দেশ করায় ভূম্যধিকারী তাঁহার যত পাওনা হয় তাহার এক কড়াও না দায় করিয়া লইতে ছাড়িবেন না। আমরা রক্ষা করিবার কোন পথ রাখি নাই।

এস্থলে কমিটীর প্রতি সুবিচারের জন্য একথা বলা আবশ্যক যে নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত খাজানা অপেক্ষা অল্প হারে যোত ভোগ করণ হেতুক খাজানা বৃদ্ধির যে সকলমত সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উঠাইয়া লওয়া কেবল মাত্র আমারই অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু আমি এখনও বিবেচনা করি যে এবিষয় আদালতের বিবেচনার উপর ফেলিয়া রাখিলেই ভাল হইত।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ বৎসর ধরিয়া খাজানা বৃদ্ধি করিয়া দিবার ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হইয়াছে। এ উভয় বিষয়েই আদালতের হস্ত পদ বন্ধন না করাই উচিত ছিল।

৪। ৮ম অধ্যায়।—দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের কথা।

৬৪ ধারা (১) ⎫ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে রায়তের খাজানা পরিবর্ত্তিত হয়
ঐ ,, (২) ⎬ নাই, চিরকালের জন্য সেই খাজানায় সেই রায়ত ভূমি ভোগ করিতে
ঐ ,, (৩) ⎭ পারিবে প্রথমটীর এই মর্ম্ম।

দ্বিতীয়টীর মর্ম্ম এই যে, বিপক্ষ প্রমাণ না পাওয়া গেলে যে রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ বৎসর ধরিয়া এক খাজানায় ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ঐ খাজানায় ভোগ করিয়া আসিতেছে এই অনুমান হইবে।

তৃতীয়টী দ্বারা এ নিয়ম মুদ্রারূপে পরিণত খাজানাতেও খাটিবে।

এই পাণ্ডুলিপির উপর অন্যান্য কাগজের সহিত আমি যে মন্তব্য দাখিল করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই সকল ধারার বিধান পাণ্ডুলিপিতে তৎকালে যেরূপ ছিল তাহা হইতে আমার ভিন্নমত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম এক্ষণে যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা পাঠের পরিবর্ত্তনমাত্র, সারতঃ কিছুই নহে।

কমিটীতে এই বিষয় বাদানুবাদের সময় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই সকল কথা কেন গৃহীত হইয়াছিল তৎসমর্থনার্থ একটুও যুক্তি বা চেষ্টা করা হয় নাই; উহা দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত্তের অতিক্রম করা হইয়াছে, এ উক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় নাই। এবং এমন কোন কথাই বলা হয় নাই যাহাতে আমি আমার মন্তব্যে যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহা পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত হই।

উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে উহা রাখিবার ওজর এই যে উহা বর্ত্তমান আইন, বর্ত্তমান আইন পরিবর্ত্তনার্থ কমিটীকে প্রবৃত্ত করিতে পারে এমন কোন যুক্তিপরম্পরা প্রদর্শিত হয় নাই এবং কখন কেমন করিয়া ও কি কি শর্ত্তে রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া হইয়াছিল একথা প্রমাণ করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে যত কঠিন রায়তের পক্ষে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণ করা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন।

আমরা দেখাইয়াছিলাম যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আনুষঙ্গিক আইনাবলীর কখনই এমন অভিপ্রায় ছিল না যে মোকররীদার ও ইস্তমরারদার ভিন্ন অন্য কোন রায়ত অবধারিত ও অপরিবর্ত্তনীয় হারে চিরদিনের জন্য ভূমি ভোগ করে।

দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে কোন শ্রেণী যে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, ঐ সকল আইনের কখনই এরূপ অভিপ্রায় ছিল না।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন দখলীস্বত্ত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে বিশেষ অধিকার বিশিষ্ট একটী শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়া জমীদারদিগের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে এবং রায়তগণকে চিরদিনের জন্য অবধারিত খাজানায় ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদান করিয়া ভূস্বামীদিগকে আপন আপন মহালে বাৎসরিক বৃত্তিভোগী করিয়া তুলিয়াছে।

কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখের পরিবর্ত্তে মোকদ্দমা রুজু হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী ২০ বৎসর হইতে অনুমান চলিবে এইরূপ প্রকাশ করায় ইহাদ্বারা ক্রমাগতই নূতন স্বত্ব জন্মাইয়া দিতেছে।

এঅধিকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ভবিষ্যতে এ অধিকার অর্জ্জন করা রায়তের স্বার্থ, এবং ইহার অর্জ্জনে বাধা দেওয়া জমীদারের স্বার্থ, অতএব ইহা বর্ত্তমান আকারে পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করায়, উভয়ের স্বার্থেরই বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। তাহাতে ক্রমাগতই বিবাদ বাধিতেছে।

আমি ১৮৫৯ সালের ১০ আইন বিধিবদ্ধ করা সুবিচারসঙ্গত হয় নাই স্বীকার করিলেও বর্ত্তমান আইনের কার্য্য চলন দ্বারা যে সকল স্বত্ব জন্মিয়াছে তাহা উচ্ছেদ করাও অন্যায় ও কষ্টজনক হইবে স্বীকার করি।

যে সকল রায়ত এইরূপে স্বত্ব অর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের উপর কোনরূপ অবিচার না হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে উক্ত আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী ২০ বৎসর হইতে এই অনুমানের কার্য্য চলিবে, এক্ষণকার ন্যায় মোকদ্দমা রুজু করিবার ২০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে নহে। আমার বিনীত ভাবে নিবেদন এই যে, যদি কমিটী আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, যে সকল রায়ত অবধারিত হারে ভূমি

ভোগের স্বত্ব অর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদেরও স্বত্ব স্থির থাকিত এবং "জমীদারদিগের প্রতিও প্রথম কিছু সুবিচার প্রদত্ত হইত। ভবিষ্যতে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইতেছে স্বীকার করা যায়; অতীত কালের আইন দ্বারা রায়তের যে সকল স্বত্ব লোপ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে অথবা নিজের অসাবধানতা ও নিজের কার্য্য দ্বারা যে সকল স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়াছে সেই সকল স্বত্ব পুনঃ প্রদানের জন্য যে পাণ্ডুলিপি পাস করা হইতেছে, সেই পাণ্ডুলিপিতে অতীতকালে শিথিল ভাবে আইন করার দোষে ভূম্যধিকারী যে সকল স্বত্বে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাও তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা সুবিচারসঙ্গত।

অতীত কালে তিনি যাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করা যদি একান্ত অসম্ভব হয়, ভবিষ্যতে যাহাতে তাঁহার রক্ষা হয় তাহাও অন্ততঃ করা উচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত্তমতে কেবল মাত্র মোকররীদার ও ইস্তমরারদার অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমতি পায়, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহা পায় নাই।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্ব্বে অবধারিত হারে বা খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের দাবী করিলে দশসালা বন্দোবস্তের বার বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে বাধ্য হইতে হইত। অন্যথা তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণ হইত না। অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যাহা কিছু আছে তাহার উপর উহার স্বত্ব নির্ভর করিত না, কিন্তু উক্ত বন্দোবস্তের পূর্ব্বে জমীদারের কার্য্যের উপর নির্ভর করিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিকর্ষকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মোকররীদার বা তালুকদার বাসেন্দা রায়ত, ইহাদের দীর্ঘকাল দখলজন্য স্বত্ব জন্মিয়াছিল, আর পাইকস্ত রায়ত বা ইচ্ছাধীন প্রজা। ৬৬ বৎসরের মধ্যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই সর্ব্ব প্রথম পাইকস্ত রায়তকে দখলীস্বত্ব দিবার চেষ্টা করা হয়; অন্ততঃ তাহাদের বেলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্ত্তে এমন কোন কথা পাওয়া যায় না যাহার উপর তাহাদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং ভূম্যধিকারীকে অনুমান খণ্ডনের আজ্ঞা করা উচিত নহে। স্বত্ব প্রমাণের ভার রায়তের উপর নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্ব্বে খাজানা দেওয়া সম্বন্ধে যত রায়তের দখলীস্বত্ব ছিল সকলের উপরই একপ্রকার ব্যবহার করা হইত অর্থাৎ সকলেই প্রচলিত হার দিবে আশা করা হইত।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাসের সম্বন্ধে যত কাগজপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া কিসের জন্য ঐ আইনে এই সকল বিধান নিবদ্ধ হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

১৮৫৭ সালে যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় তাহাতে "যে সকল বংশানুক্রমিক রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে তাহারা ঐ হারে পাট্টা পাইতে স্বত্ববান হইবে" লেখা আছে। কিন্তু পরে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে যে ২০ বৎসরের অনুমানের কথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখই নাই।

যদি ১৮৫৭ সালের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত না হইত, তাহা হইলে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণের ভার আজিও দাবিকারি রায়তের উপরই অর্পিত থাকিত।

উক্ত খসড়া আইনের যত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রীযুত স্মোক্স সাহেবই রায়তের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় বাদানুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে উক্ত স্বত্ব এই উচ্চতর ও সুগমতর যুক্তির উপর স্থাপিত যে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারের পক্ষেই চিরস্থায়ী প্রজার পক্ষে অস্থায়ী, এরূপ একতরফা বন্দোবস্ত নহে" কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ও ৬০ ধারার বিধান হইতেই এইরূপ অনুমান করায় তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। এই সকল ধারা খুলিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে প্রথমটী তালুক সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয়টীর কার্য্য চলন হইতে বেহার মুক্ত হইয়াছিল।

আমার নিবেদন এই যে, যদি কেবল মাত্র বর্ত্তমান আইন বলিয়াই আমরা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে বর্ত্তমান আইন রক্ষা করি, তাহা হইলে রায়তের উপকারার্থ আমরা অনেক স্থলে যেরূপ গিয়াছি সেরূপ বর্ত্তমান আইন ছাড়াইয়া যাওয়া কোনমতেই উচিত হয় নাই।

অনেক সময়ে যে বলা হয় যে অনুমান খণ্ডন করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে যত সহজ, রায়তের পক্ষে স্বত্ব সাব্যস্ত করা তত সহজ নহে, ইহার সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে যে সকল লোক এই কথা বলে ভূম্যধিকারীর পক্ষে এরূপ করা যে কত শক্ত তাহার কোন জ্ঞানবোধই নাই। কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক রায়তের পক্ষে ভূম্যধিকারীর হস্তাক্ষর প্রমাণ করা অতি সহজ, কিন্তু ভূম্যধিকারীর পক্ষে যে সকল লোক লিখিতে জানে না তাহাদের দেওয়া দলীল প্রমাণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। বহু পুরাণ আইন আছে সকলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে রায়তের অনুকূলে দলীল লিখিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোন আইনেই ভূম্যধিকারীর অনুকূলে দলীল লিখিয়া দেওয়া রায়তের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য করিয়া দেয় নাই।

বর্ত্তমান আইনে যেস্থলে বরাবর টাকায় খাজানা দেওয়া হইতেছে সেই সকল স্থলের জন্যই বিধান আছে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে আর এক পদ অধিক অগ্রসর হওয়ায় প্রস্তাব হইয়াছে, ঐ নিয়ম মুদ্রারূপে পরিণত খাজানায়ও খাটাইবার অভিপ্রায় হইয়াছে।

যদিও কমিটীতে আমিই একাকী এই বিষয়ে ভিন্নমত হইয়াছিলাম এবং আমার এই অবস্থা তত বাঞ্ছনীয় হয় নাই, তথাপিও এই প্রকরণ বিধিবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমাদের যত দূর বিধিবদ্ধ করা উচিত আমরা এবিষয়ে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূর গিয়া পড়িয়াছি। এপ্রকরণ বিধিবদ্ধ করাও যাহা আর যেসকল রায়ত শস্যে খাজানা দিত ও এক্ষণে টাকায় খাজানা দেয়, তাহাদিগকে ভবিষ্যতে অবধারিত ও অপরিবর্ত্তনীয় হারে খাজানা দিয়া ভূমিভোগের স্বত্ব দেওয়াও ঠিক তাহাই।

বর্ত্তমান আইনেই ত এই সকল বিধান ভূম্যধিকারীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যতে উহা আর দশগুণ অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিবে।

যখন পাট্টা কবুলিয়ত পরস্পর দেওয়া আর আবশ্যক রহিল না, তখন রায়ত যা করে ভবিষ্যতে তাহাই হইবে।

স্বত্বের লিপি প্রস্তুতকরণ ও হারের বন্দোবস্ত করণের অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের উপর যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কার্য্যকর হইবে সত্য, কিন্তু এই সকল বিধান অপরিবর্ত্তিত থাকিলে আদালত সকল মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় প্লাবিত হইয়া যাইবে ও জমীদারেরা উৎসন্ন যাইবে।

ভবিষ্যতে যে সকল খাজানা মুদ্রারূপে পরিণত হইবে তাহাতেই এই সকল বিধান সীমাবদ্ধ করিয়া এবং যে তারিখ হইতে অনুমানের কাল গণনা করিতে হইবে সেই তারিখ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই ইহাদের কুফলের অল্পতা সাধন করা যাইতে পারে।

হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় সংক্রান্ত প্রকরণের উপর এই সকল বিধানের কার্য্যের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

৫। ৯ম অধ্যায়।—যোতের অবান্তর বিভাগ।

পাণ্ডুলিপিতে বলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত ভবিষ্যতে হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং পূর্ণ যোতই হস্তান্তর যোগ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া ন্যায্য কার্য্যই করা হইয়াছে।

কোন যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

এত দিন পর্য্যন্ত হস্তান্তর করণের স্বত্ব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অনুষঙ্গের মধ্যে ছিল না। অসংখ্য স্থলে আদালত ভূমিভোগের স্বত্ব ক্রীত হইলেও ভূম্যধিকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হস্তান্তরগ্রহীতাকে তাহা প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। হস্তান্তরগ্রহীতার স্বত্বের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, যে এপ্রদেশের প্রতি জিলাতেই দখলীস্বত্ব ইচ্ছামত বিক্রয় হইতেছে ও আদালতের ডিক্রীমত বিক্রয় হইতেছে।

কোন২ জিলায় ইহা এরূপ অবধারিত হইয়াছে, আইনবিরুদ্ধ হইলেও ইহা এত বহুল পরিমাণে চলিতেছে, যে দেশাচার এক্ষণে আইনকে অতিক্রম করিয়াছে।

আইনবিরুদ্ধ হইলেও দেশাচাররূপে প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহাকে সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছেন।

এক্ষণে পূর্ণ যোতের হস্তান্তর আইনসম্মত করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধ হইলে আইনবিরুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

যোতের কিয়দংশ হস্তান্তর আইনসম্মত করার ফল মন্দ হইবে। ভূম্যধিকারীর পক্ষেও মন্দ হইবেই, রায়তের পক্ষে আরও মন্দ হইবে। কিন্তু রায়তের পার্শ্বে ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ এবং তাহার নিজের বিরুদ্ধে সিদ্ধ প্রকাশ করিলে ক্রমে এমন একটী অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে যে এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যপ্রণালীর নিন্দা করিতেছেন পরিণামে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ও তাহা আইনসম্মত বলিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন।

ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অসিদ্ধ ও রায়তের বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইতে দেওয়ায় রায়তের হস্তান্তর করিতে কোন বাধা হইবে না, কেবলমাত্র যোতের বাজার দর অত্যন্ত কমিয়া যাইবে।

রায়তের যেমন টানাটানি হইবে ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ইহা অসিদ্ধ এই কারণ বশতঃ হয়ত সে অর্দ্ধেক মূল্যে তাহার যোতের এক২ খণ্ড বিক্রয় করিতে থাকিবে।

রায়তের খণ্ডশঃ যোত বিক্রয় বন্ধ করার তিন উপায় আছে, যথা,—

যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েরই বিরুদ্ধে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা।

ভূম্যধিকারীকে এইরূপ হস্তান্তর উক্ত অংশের ইস্তফা বলিয়া গণ্য করিতে অনুমতি দেওয়া।

ভূম্যধিকারী ও রায়তের মধ্যে যে করার আছে তাহার শর্ত্ত অনুসারে যেরূপ শর্ত্ত ভঙ্গ করিলে তাহাকে সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে এরূপ শর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা।

শেষোক্তটী অত্যন্ত কার্য্যকর বলিয়া আমি উহারই অনুকূলে যুক্তিবিন্যাস করিয়াছিলাম।

৬। ১০ম অধ্যায়।

এই অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ভূম্যধিকারীর অনুরোধে, বহুসংখ্যক রায়তের অনুরোধে, অথবা বিবাদ নিবারণের জন্য সমস্ত মহালের খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারেন।

এই অধ্যায় যেরূপ আছে তদনুসারে মহালের জমাবন্দী স্থির বা নিশ্চয় করার পর তাহা পনের বৎসর সময়ের জন্য ঠিক থাকিবে। কিন্তু কিছুতেই ভূম্যধিকারীর খাজানা বৃদ্ধি করিবার দরখাস্ত বন্ধ করিবে না।

১। যেস্থলে ভূম্যধিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করেন ও বৃদ্ধির অনুমতি হয়, তথায় ইহা খাটিবে।

২। যেস্থলে আবেদন অগ্রাহ্য হয়, তথায় ইহা খাটিবে।

৩। যেস্থলে ভূম্যধিকারীর আবেদনের স্বত্ব আছে অথচ আবেদন করেন নাই, তথায় ইহা খাটিবে।

৪। যেস্থলে কিয়ৎসংখ্যক রায়তের অনুরোধে বন্দোবস্ত হইল, তথায় ইহা খাটিবে।

৫। ইহাতে যেসকল রায়ত দরখাস্তের পক্ষ নহে এরূপ সকল রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিতে হয় জমীদার বাধ্য হইবেন, না হয়, পনের বৎসর বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিবেন।

৬। ইহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ও দখলীস্বত্বশূন্য উভয়প্রকার রায়তের পক্ষেই খাটিবে। অতএব ইহার এই ফল হইবে যে সমস্ত দখলীস্বত্বহীন রায়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

৭। ইহাতে রায়তদের যেসকল স্বত্ব নাই তাহা অর্জ্জন করিতে পারিবে বলিয়া বন্দোবস্তের দাবী করিতে তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিবে। ইহার এদিক ওদিক হইতে দিবে না।

পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ সময় ছিল তাহাই থাকা উচিত অর্থাৎ দশ বৎসর হওয়া উচিত।

যে সকল স্থলে ভূম্যধিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানা সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে, এই অধ্যায় সেই সকল স্থলেই খাটা উচিত।

ইহার দ্বারায় দখলীস্বত্বহীন রায়তের দখলীস্বত্ব অর্জ্জনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়। দিলে একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অধ্যায় অত্যাচারের যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে।

৭। ১৩শ অধ্যায়—দায়।

অবশেষে যে বিষয়ে আমি কমিটীর সিদ্ধান্ত হইতে আমার মত ভিন্ন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি, তাহা ব্যবসাদারের পক্ষে এবং রায়তের পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশ যে যখন বাকী খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রী অনুসারে কোন তালুক বিক্রয় হয়, তখন প্রথমতঃ উহা রেজিষ্টরী করা দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে। কিন্তু ইহাতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত দায়মুক্ত করিয়া বিক্রীত হইতে দিতেছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যে ব্যক্তি দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতে কোন রূপ দাবী থাকিবার দাওয়া করে, পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে পাওনা বাকী খাজানা প্রদান করিয়া এবং তদ্দ্বারা প্রথম বন্ধক স্বত্ব লাভ করিয়া আপন স্বার্থ রক্ষা করিবার অনুমতি আছে। কিন্তু ইহাতে সেই স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হইবে না।

তালুকদার ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতদারের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা উচিত কমিটীর এইরূপ বিবেচনা। আমি এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত নহি।

অবধারিত হারে ভূমিভোগী রায়তেরা তালুকদারদিগের সহিত একপ্রকার বিধানের অধীন হওয়ায়, যোতদার উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ের পর অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমান খাড়া করিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় নামঞ্জুর করিবার চেষ্টা হইবে।

যে যোত বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে তাহা সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বা অবধারিত হারের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত এবিষয়ে তদারক করা আদালতের, ডিক্রীদারের, দেনাদারের, বা ক্রেতার কাহার কর্ত্তব্য হইবে, অথবা যদি কোন ক্ষতি হয়, কে ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে, পরিষ্কার বুঝা যায় না।

যে দায় রক্ষা করিতে হইবে তাহা সমস্ত যোতে বর্ত্তিবে, কেবল মাত্র একাংশে বর্ত্তিবে না, ইহাই প্রকাশ করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু ইহার অধিক কিছুই আবশ্যক ছিল না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে এবিষয়ে রক্ষা না করায়, তাহার বাজার সম্ভ্রমের ক্ষতি করা হইয়াছে। যে স্থলে সে অল্প সুদে টাকা ধার করিতে পারিত, সে স্থলে তাহাকে অধিক সুদ দিতে হইবে।

টি, এম, গিবন।

প্রস্তাবিত প্রজাস্বত্ববিষয়ক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্তহইতে ভিন্নমতের মন্তব্যলিপি।

পাণ্ডুলিপির বিধানসকল এক্ষণে যেরূপ সংশোধিত হইয়াছে, সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের ন্যায় আমিও সাধারণতঃ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত; কিন্তু আমার এ কথা বলা আবশ্যক যে আমার বিবেচনায় কয়েকটী বিষয়ে প্রজার স্বার্থ উপযুক্তরূপে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পাণ্ডুলিপিতে খাজানাবৃদ্ধির যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্ব্বে যে নিয়মে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রমাণের আবশ্যকতা ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র দরবৃদ্ধি প্রযুক্ত বৃদ্ধি প্রস্তাব করায় আরও সুবিধা হইয়াছে। ভূম্যধিকারীর এই বিষয়ে অনেক সুবিধা করিয়া দিলেও মূল পাণ্ডুলিপির ৭৫ (ঘ) * ধারার শাসনটী তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। রায়তের দেয় খাজানার হার প্রচলিত হার অপেক্ষা ন্যূন এই কথা খাজানাবৃদ্ধির একটি হেতু বলিয়া রাখা হইয়াছে; এবং বাসেন্দা রায়ত ভিন্ন অন্য রায়তকে যখন প্রথম ভূমির দখল দেওয়া হয়, তখন ভূম্যধিকারী কত খাজানার দাবী করিবেন পাণ্ডুলিপিতে তাহার কোন সীমা নির্দ্দেশ করা হয় নাই, বাসেন্দা রায়তের সম্বন্ধেও ভূম্যধিকারী পূর্ব্বতন খাজানার শতকরা পঁচিশ টাকা বৃদ্ধি দাবী করিতে পারেন। প্রজা জমী না ছাড়িয়া যতদূর পর্য্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি দিতে পারে তাহার চরম সীমা পর্য্যন্ত খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারেন এমন বিষম শক্তি এই সকল ধারায় ভূম্যধিকারীর হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। কারণ, জমিগুলি নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে ভূম্যধিকারীর হাতে পড়িবে এবং যখন তিনি এই সকল জোত বিলি করিবার সময় অবাধে যত ইচ্ছা খাজানা লইতে পারেন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে প্রচলিত হার ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে, এবং এই হার দ্বারা যে কেবল নূতন বন্দোবস্ত রায়তদিগেরই খাজানা নিয়মিত হইবে এরূপ নহে, সাধারণ প্রজা সম্প্রদায় মাত্রেরই খাজানা নিয়মিত হইবে। এই কারণ বশতঃ প্রচলিত হার খাজানা বৃদ্ধির কারণ বলিয়া রাখায় ভবিষ্যতে বিলক্ষণ বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় এবং উহা পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া লওয়া হয় দেখিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

এইরূপ আমার বিবেচনায় যেস্থলে ভূম্যধিকারী শস্যরূপে দেয় খাজানা মুদ্রারূপ খাজানায় পরিণত করিবার আবেদন করেন সেস্থলে প্রজার স্বার্থ সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫৩ ধারায় উপযুক্তরূপে রক্ষিত হয় নাই। এই ধারায় এইরূপ বিধান থাকা উচিত যে, প্রথমতঃ কোন স্থলেই মুদ্রারূপ খাজানা ভূম্যধিকারীর পথকর বিষয়ে ঐ জোতের যে খাজানার উল্লেখ আছে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ভূম্যধিকারী দশবৎসর ধরিয়া যে খাজানা লইয়া আসিতেছেন তাহার গড় মূল্য ধরিয়া যদি মুদ্রারূপ খাজানা স্থির হয়, তাহা হইলে চাষকার্য্যের সমস্ত ঝুঁকি প্রজা গ্রহণ করে এবিবেচনায় তাহা হইতে বিলক্ষণ বাদ দেওয়া উচিত। খাজ.নার কমিশন যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট যে পাণ্ডুলিপি অর্পণ করেন, তাহাতে এরূপ বাদ দিবার বিধান করা হইয়াছিল।

আমার বোধ হয় পরিত্যাগ করণ বিষয়ক পাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারায় যেরূপে কথা যোজনা করা হইয়াছে, তাহাতে আমার বোধ হয় অপব্যবহারের দ্বার বিলক্ষণরূপে উদ্ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা। যখন রায়ত পরিত্যাগ করিয়াছে এই ওজরে তাহাকে তাহার জোত হইতে বঞ্চিত করা হয়, তখন তাহাকে দখল পুনঃপ্রাপ্তির জন্য মোকদ্দমা রুজু করিবার ক্ষমতা দেওয়ার ফল অতি অল্পই হইবে। যদি এই ধারার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে উহার কার্য্যকলাপ দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের দখলস্থ জোতে সীমাবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোতে উহা বিস্তার করার অতি অল্পমাত্রও কারণ নাই, কারণ এই সকল স্থলে বাকী খাজানার নিমিত্ত জোত বিক্রয়ের ক্ষমতা দ্বারা ভূম্যধিকারীর খাজানা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৮৩ সাল ১৭ মার্চ্চ। এচ, জে, রেনল্‌ড্‌স।

---

* এই শব্দের প্রকাশ করে যে, "রায়তেরা ফসলের সময় যে মূল্যে বিক্রয় করে সেই মূল্য ধরিয়া প্রধান শস্যযোগে ভূমির যে উৎপন্নের আনুমানিক গড় বার্ষিক মূল্য হয় তাহা, বর্দ্ধিত খাজানা কোন স্থলে তাহার পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না।"

প্রস্তাবিত বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তি যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে ভিন্নমতাত্মকলিপি।

পাণ্ডুলিপির মূলসূত্র।

এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমার ভিন্নমত এই প্রশস্ত হেতুমূলে স্থাপন করিতে চাই যে, বঙ্গদেশের ভূমিসংক্রান্ত আইন এক্ষণে যেরূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত আছে, এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা তদপেক্ষা দৃঢ়তর, ন্যায্যতর, কিম্বা অধিকতর সন্তোষজনক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতেছে না এবং ইহাতে দুর্বলের মঙ্গ করিতে সক্ষম এরূপ সম্পত্তিপন্ন কৃষকদের হস্তে ভূমির চাষকার্য্য রক্ষিত হইবে না, অথবা ধনসঞ্চয়, বিশৃঙ্খলতার সুন্দররূপ বৃদ্ধি ও কোন কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত উৎকর্ষসাধনের উন্নতি বিষয়ে সহায়তা হইবে না। আর যেং অভিপ্রায়েই লর্ড হার্টিংটন সাহেবেরমতে এইরূপ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করণের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যায়, এই পাণ্ডুলিপিতে কেবল যে সেইং অভিপ্রায় সাধন হইতেছে না এরূপ নহে, ইহাতে বঙ্গদেশের প্রাচীন দেশাচার ও বর্ত্তমান আইন হইতেও অধিক দূরে ও সম্পূর্ণরূপ নূতন পথে যাইতে হইতেছে। উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতার সংস্কার বশতঃ এরূপ প্রণালী অবলম্বন করা পরামর্শসিদ্ধ নহে বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

১৮৮২ সালের ১৭ আগষ্টের বিজ্ঞাপনীর ২১ প্রকরণ।

১৮৮২ সালের ১৭ আগষ্টের বিজ্ঞাপনীর ৯ প্রকরণ।

ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত বর্ত্তমান আইন কিং মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেন্ট পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করেন, ইহা বুঝা আমি কঠিন দেখিতেছি। অভিপ্রায় ও হেতুর যে বর্ণনাপত্র প্রত্যেক পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মন্ত্রিসভার সভ্যদের নিকট পাঠাইবার রীতি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইন যদিও উপকার করিয়াছে স্বীকার করা যায়, তথাপি কোনং গুরুতর বিষয়ে উহা এতদূর নিষ্ফল হইয়াছে যে বেআরে প্রতিযোগিতার অত্যাচারে রায়তদের স্থানে খাজানা লওয়া হইয়াছে ও জমীদারের কর্ত্তৃক অত্যাচার ঘটিয়াছে, এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালার জমীদারেরা আইনমতে যে খাজানা বৃদ্ধি করিবার অধিকারী, সেই খাজানা বৃদ্ধি পাইতে পারেন নাই, এবং আপনং বৈধ খাজানা আদায় করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে আমরা এই কথা সংগ্রহ করিতে পারি, একপক্ষে রায়তদের রক্ষা করা ও অপর পক্ষে জমীদারদের বৈধ খাজানা আদায় করিবার ও তাহা আইনমতে বৃদ্ধি করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া পাণ্ডুলিপির প্রধান উদ্দেশ্য।

শ্রীযুত ইলবার্ট সাহেব যেরূপ বলেন, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ফল প্রকৃত প্রস্তাবে সেইরূপ হইয়াছে ইহা যদি দেখান যাইতে পারে। (কিন্তু আমি বেআর সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধসহকারে একথা অস্বীকার করি, এবং আমি এস্থলে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি যে, ইহার কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই।) তাহা হইলে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপির নামে যেং উদ্দেশ্য আছে বলিয়া দেখা যায়, আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেইং উদ্দেশ্য সাধনার্থ যেং ন্যায্য উপায় অবলম্বিত হইত, কোন ভূম্যধিকারী বা রায়ত তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতে পারিতেন না; এবং জমীদারদের নানা আবেদনপত্রের কোনখানীতেই এই সকল বিষয়ে যে কিছুমাত্র আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে ইহা আমি দেখিতেছি না।

পাণ্ডুলিপিতে যদি এই সকল উদ্দেশ্যেরপ্রতি দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকারে ভাল হইত, কিন্তু এই সকল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া গিয়া উক্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অত্যন্ত বিপ্লবজনকভাবের প্রকরণপরম্পরা সন্নিবিষ্ট হওয়াছে, তাহাতে দৃঢ়রূপে সংরক্ষিত স্বত্বের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে, ও ভূম্যধিকারীদের মনে বহু পরিমাণে অশান্তিও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। সত্য বটে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এমন কথা কখন বলেন নাই যে, তাঁহারা ভূম্যধিকারীদিগকে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত স্বত্বে বঞ্চিত করিতে চাহেন। প্রত্যুত তাঁহারা নিরত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূম্যধিকারীদিগকে যেং নির্দ্ধারিত স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক দেওয়া যায়, তাঁহারা কোনরূপে সেইং স্বত্বের প্রতি আক্রমণ করিতে চাহেন না। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে, কার্য্যতঃ ঐ নির্দ্দেশ বাক্য ব্যর্থ করা হইবে।

ক্ষতিপূরণ না দিয়া এক শ্রেণীকে তদীয় নির্দ্ধারিত স্বত্বে বঞ্চিত করিয়া অন্য শ্রেণীকে সেই স্বত্ব দেওয়া যাহার উদ্দেশ্য এরূপ ব্যবস্থা আমার বিবেচনায় অদ্যাপি ভারতবর্ষে বিধিবদ্ধ হয় নাই, এবং আমি বিবেচনা করি যে এরূপ ব্যবস্থা কখনও বিধিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ মত ইংলণ্ডে কোনং উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তি সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে এরূপ কোন মতের কথা শুনা যায় নাই এবং ইংলণ্ডেও অগ্রগন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এবিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ আছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট যদিও একথা কখনও সরকারী কাগজপত্রে বলেন নাই যে, তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত করিতে চাহেন; এবং যদিও ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব তাঁহার পত্রে বিশেষরূপে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহাতে সমাজের কোন শ্রেণীর নির্দ্ধারিত স্বত্বের উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা তিনি তদ্রূপ ব্যবস্থাপনের বিরোধী, তথাপি খাজানা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি হইতে যত অসন্তাব ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, লোকের স্বত্বসম্পর্কীয় কোন পাণ্ডুলিপিহইতে ভারতবর্ষে পূর্ব্বে কখনও তত জন্মে নাই। মনে এইরূপ ভাব জন্মিবার কারণ এই যে যদিও গবর্ণমেন্ট মুখে এইরূপ কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ প্রকরণই বিপ্লবজনক এবং আমরা যেং সূত্রানুসারে ব্যবস্থাপনকার্য্য করি বলিয়া অনুমান হয়, সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেইং সূত্রের বিরুদ্ধ। আমি যে ভাবের উল্লেখ করিতেছি, ১৮৮৪ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এক স্মারকলিপি প্রকাশ করায়, সেই ভাব সম্প্রতি অত্যন্ত বর্দ্ধিত ও বলবৎ হইয়াছে।

আমি এই স্মারকলিপি হইতে একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে যে মূলসূত্র গ্রথিত আছে, তাহাতে আমার বোধ হয় পাণ্ডুলিপিতে যে কোন ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তাহার মনে ইসম্বন্ধে অবিশ্বাস ও অসন্তোষ জন্মিতে পারে। উক্ত অংশটি এইরূপ।—

"এই নিমিত্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বিবেচনা করেন যে, যদিও * * * আপনার পক্ষে ইতিহাস থাকা ভাল তথাপি এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি ঐতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা * * * বর্ত্তমানের প্রয়োজনের কথার উপর অধিক নির্ভর করে। এজন্য তিনি এই পাণ্ডুলিপিতে যে সকল প্রস্তাব আছে তাহার ঐতিহাসিক সমর্থন অপেক্ষা কার্য্যকর ভাবের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিয়াছেন।"

জমিদারস্বরূপ আমাদের স্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দিষ্ট ও ব্যবস্থাপনক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহার প্রতি বোধহয় যেন দৃষ্টি না করিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এস্থলে স্বভাবতঃ ধরিয়া লইয়াছেন যে আমাদের স্বত্ব, ও আমি অনুমান করি রায়তদের স্বত্বও, ঐতিহাসিক গবেষণার কুজ্‌ঝটিকায় অস্পষ্ট দৃষ্ট হয়, সুতরাং ঐ সকল স্বত্ব সম্পর্কে যে সকল বর্ত্তমান অভাব কথিত হয়, তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অতীত প্রতিজ্ঞানুসারে প্রণীত নহে, কোন বর্ত্তমান স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মতানুসারে প্রণীত। এই হেতুতে বোধ হয় তিনি কেহ২ যাহা বর্ত্তমান প্রয়োজন জ্ঞান করেন তদনুসারে গঠিত মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং জমীদারদের নির্দ্ধারিত স্বত্বে অবহেলা করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে, আমরা জমিদারেরা বলি যে এই পাণ্ডুলিপিতে যাহাদের অত্যন্ত অধিক স্বার্থ আছে, আমরা তদ্রূপ এক শ্রেণী; এবং স্বভাবতঃ আমাদের স্বত্ববিষয়ে কেবল যে সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান লওয়া উচিত এরূপ নহে, এই স্বত্বরক্ষা করাও উচিত।

কেহ২ বিবেচনা করিতে পারেন, যদিও আমি ইহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীকার করি না, যে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধ। যদি তাহাই হয়, সাহসপূর্ব্বক এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত, এবং ভূম্যধিকারীদিগকে "উপদ্রব জন্য ক্ষতি পূরণ" দিয়া তাঁহাদিগকে স্বত্ব ত্যাগ করিবার আজ্ঞা করা উচিত। কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের গত সেপ্টেম্বর মাসের যে পত্রে ভূম্যধিকারীদের স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নের ভাল করিয়া বিচার করা হয় নাই এখন বোধ হইতেছে, এবং যাহাতে সিলেক্ট কমিটীর বিবেচনা কালে বিশেষ গুরুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, সেই পত্র যে অপক্ষপাত অনুসন্ধানের ফল বলিয়া উক্ত কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং চীফ জষ্টিস সাহেব যে সুন্দর মন্তব্যলিপিতে এবিষয়ের সমুদয় আইন সম্পর্কীয় ভাবের সম্পূর্ণরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহা যে অন্যান্য সরকারী কাগজপত্রের সহিত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা জমিদারদের সম্বন্ধে কোন ক্রমে ন্যায্য বলা যায় না।

এই পাণ্ডুলিপি খাজানার কমিশনের হস্ত হইতে যখন বহির্গত হইয়াছে তদবধি বরাবর জমিদারেরা দলবদ্ধভাবে ইহার সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছেন। বেহার ও বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জিলায় সভা হইয়াছিল। এই সকল সভায় পাণ্ডুলিপির বিপদজনক প্রকরণ গুলির উপর দোষারোপ করা হইয়াছিল, এবং সাধারণমত এইরূপ হইয়াছিল, যে পাণ্ডুলিপিতে বর্ত্তমান দেশাচার ও দেশের ভূমি সংক্রান্ত পুরাতন আইনের উপর অনর্থক হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। গত মার্চ্চ মাসে যখন রাজা শিবপ্রসাদ মন্ত্রিসভায় বলেন যে "এরূপ পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে লোকের বিশ্বাস ও প্রত্যয় বিচলিত হইবে" তখন তিনি ভূম্যধিকারীদের মনের ভাব পরিশুদ্ধরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

এই দফার মধ্যে আমি কেবল আর এই কয়েকটি কথা বলিতে চাই যে, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সহিত যে দিন কোন নূতন জমীর বন্দোবস্ত হয় সেই দিনেই তাহাদিগকে দখলীস্বত্ব দিবার প্রস্তাব, জমিদারদিগকে তুল্য সুবিধা করিয়া না দিয়া স্বাধীন চুক্তির স্বত্ব সম্বন্ধে রায়তদের অনুকূলে প্রথম এইবার নিষেধাত্মক নিয়ম স্থাপনের প্রস্তাব, এবং ভূম্যধিকারীকে খাজানা বৃদ্ধির আরো সুবিধা করিয়া দেওয়া যে পাণ্ডুলিপির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সেই পাণ্ডুলিপিতে প্রথম এইবার শতকরা পঁচিশ টাকা খাজানাবৃদ্ধির উর্দ্ধসীমা করিবার প্রস্তাব, এই পাণ্ডুলিপির এই সকল সাধারণ সূত্র কেবল যে দেশের স্বীকৃত আইন ও দেশাচার হইতে অনর্থক ভিন্ন পথে যাওয়া হইতেছে এরূপ নহে, জমীদারদের নির্দ্ধারিত স্বত্বও বদ্ধ করা হইতেছে, জমীদারদের নিশ্চয়ই এইরূপ জ্ঞান হইবে। একটি শ্রেণী বলিয়া দেখিতে গেলে বঙ্গদেশের ও বেহারের জমীদারেরা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ভারতবর্ষীয় প্রজাদের মধ্যে অত্যন্ত রাজভক্ত এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কথা ঠিক এই প্রসিদ্ধির উপর প্রত্যয় স্থাপন করিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা বিশ্বাস করিয়াছেন যে কোন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত স্বত্বে বঞ্চিত করিতে কিম্বা তাঁহাদের কথার বহির হইতে চাহিবেন না অথবা ইহা মনেও করিবেন না।

এরূপ অবস্থায় যাহা হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট এরূপ এক সরকারি স্মারকলিপি প্রকাশ করায় জমীদারদের স্বভাবতঃ আশঙ্কা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট গত সেপ্টেম্বর মাসের পত্রে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই২ মত অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে জমীদারদের স্বত্বসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, জমীদারেরা এমন কি কাজ করিয়াছেন যাহাতে তাঁহারা এইরূপ ব্যবহারের যোগ্য হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে যেরূপ অর্থগৃধ্নু ও বিবেক শূন্য জ্ঞান করেন তাঁহারা কি বাস্তবিক সেইরূপ অর্থগৃধ্নু ও বিবেক শূন্য? যদি তাহাই হয়, তবে ইহার প্রমাণ দেখাইবার বৃত্তান্ত কোথায়? আমাদের নিকট কি এমন কোন স্থিতিরীতি বিষয়ক বিবরণ আছে যাহাতে দেখান যায় যে প্রতি দ্বাদশবৎসরে

প্রজাদের ভূমি পরিবর্ত্তন করা বঙ্গদেশের জমীদারদের সাধারণ রীতি ও এরূপ কোন স্থিতিরীতি ঘটিত বিবরণ আছে কি যাহাতে দেখান যায় যে দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের প্রতি এতই অত্যাচার হইয়া থাকে, যে তজ্জন্য আমাদের ব্যবস্থাপক সভায় উপদ্রব জন্য ক্ষতিপূরণ দিবার মত গ্রহণ করা ন্যায়ানুগত হয়, যদিও এইমত এদেশের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নূতন ও প্রাচীন আইন প্রণেতারা ইহার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই? বস্তুগত্যা ইহার কি কোন প্রমাণ আছে যে, বেহারে প্রতিযোগিতায় অত্যুচ্চহারে খাজানা গ্রহণ ও অত্যাচার এত সাধারণ, যে তজ্জন্য ভূস্বামীদের স্বত্ব নষ্ট করা আবশ্যক?

অনেক রাজকর্ম্মচারীর মত প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের উল্লিখিতপত্রে যে রূপ বর্ণনা আছে, জমিদারেরা বাস্তবিক সেইরূপ অত্যাচারী ইহা দেখাইবার স্থিতিরীতি ঘটিত বিবরণ প্রায় বা একেবারে প্রকাশিত হয় নাই। আর আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এমন কোন পুরাতন আইন কি আছে যাহাতে দেখা যায় যে, প্রাচীন দেশাচারমতে গ্রামের সমুদয় জমীতে রায়তদের দখলীস্বত্ব থাকিত এবং জমীদারেরা নিজে যে ভূমি চাষ করিতেন তদ্ভিন্ন কোন ভূমিতে তাঁহাদের ভূস্বামীর স্বত্ব ছিল না।

সিলেক্ট কমিটীর হস্ত হইতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি যে আকারে বাহির হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় যেং বিষয়ে আমার মতভেদ ঘটিয়াছে, এক্ষণে ভিন্নং দফাগতে অধিকতর বিস্তারিত করিয়া সেইং বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে চাহি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

খাজানা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপির বাদানুবাদে আদ্যন্ত সরকারী কাগজপত্রে একথা নিয়ত প্রকাশ আছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমিদারদিগকে বা রায়তদিগকে যে স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয় তাহার কোন স্বত্ব ভঙ্গ করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এবিষয়ে জমীদার ও রায়ত ও গবর্ণমেণ্ট সকলেই একমত। এক্ষণে এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি করিতে হইবে এই সকল স্বত্ব কি? কিন্তু এবিষয়ে অনেক মতভেদ আছে, যদিও আমি বুঝিতে পারি না যে, এইরূপ সুনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে কেমন করিয়া কোন মতভেদ ঘটিতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইনের ভাষা অতি পরিষ্কার, এবং তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে জমীদারেরা প্রকৃতপক্ষে "ভূমির মালিক" এবং কেহ কেহ যেরূপ কল্পনা করেন বোধ হয় সেরূপ খাজানা-সংগ্রাহক মাত্র নহেন।

আরো কেহ কেহ আছেন যাঁহারা ইহাও ছাড়াইয়া যান ও বলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের পূর্ব্বে জমীদার শ্রেণী ছিল না, এই সময়ের পূর্ব্বে তাঁহারা কেবল গবর্ণমেণ্টের খাজানা আদায় করিতেন। এই সকল কথার উত্তরস্বরূপ আমি ইহার সঙ্গে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত দুই খানি* সনদের অনুবাদ দিলাম। মুসলমান সম্রাটেরা বেহারের দুইটি অতি প্রাচীন রাজবংশকে ঐ সনদ দিয়াছিলেন। ঐ দুইখানির মধ্যে এক খান ভোজপুরের বা ডোমরাঁওর রাজবংশকে ও অন্যখান দ্বারভাঙ্গার রাজবংশকে দেন; ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, অন্ততঃ বেহারের কোনং জমীদার বংশ কেবল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ছিল এরূপ নহে, ভারতবর্ষের কোন স্থানে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের পূর্ব্বেও ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ক্রমে জমীদারদের প্রতি যেং স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ঐ বিষয়ের আইন হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় দেখিতে পাইতেছি না। ঐ অংশটি এই রূপ।—

"সর্ব্বপ্রধানাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব জমীদারদিগকে স্বাধীন তালুকদারদিগকে ও ভূমির অন্যান্য প্রকৃত মালিকদিগকে এই সংবাদ দিতেছেন যে তাঁহারা যে জমা দিতে করার করিয়াছেন, তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন করা যাইবে না, কিন্তু তাঁহারা ও তাঁহাদের ওয়ারিশানও আইনমত উত্তরাধিকারিরা আপনং মহাল ঐ জমা দিয়া চিরকাল ভোগদখল করিতে পারিবেন। শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব আশা করেন যে ভূমির মালিকেরা সরকারী জমা চিরকালের নিমিত্ত অবধারিত হওয়ায় তাঁহাদের যে উপকার হইল তাহা বুঝিয়া এইরূপ নিশ্চয় জানে, আপনাদের ভূমি চাষ করিতে যত্ন করিবেন যে নিজের উৎকৃষ্ট কার্য্যাধ্যক্ষতার ও পরিশ্রমের ফল কেবল নিজেই ভোগ করিবেন। বিলম্ব বা ওজর না করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব দেওয়া ও আপনাদের সাধিনী তালুকদার ও রায়তদের প্রতি সততা ও মমতা সহকারে ব্যবহার করা ভূস্বামীদের সকল সময়ে নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং এক্ষণে যে সকল আজ্ঞা করা গেল, তাহা হইতে তাঁহারা যে উপকার প্রাপ্ত হইবেন তজ্জন্য এই সকল কর্ত্তব্য ঠিক পালন করা তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়াছে।"

সার জন শোর সাহেব আপনার মন্তব্যলিপিতে এইরূপ লিখিয়াছেন।—

"আমি জমীদারদিগকে ভূমির মালিক বা স্বামী জ্ঞান করি। তাঁহারা আপনং ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে উত্তরাধিকারী স্বত্বে ঐ ভূমির স্বামিত্ব প্রাপ্ত হন, এবং আইনমত উত্তরাধিকারী থাকিলে, রাজা ন্যায্যরূপে তাঁহাদিগকে উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিতে পারেন না কিম্বা উত্তরাধিকার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। বিক্রয় বা বন্ধকক্রমে ভূমি লইয়া কার্য্য করিবার অধিকার এই মূল স্বত্ব হইতে উদ্ভূত, এবং আমরা দেওয়ানী প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ঐ অধিকারমতে জমীদারেরা কার্য্য করিতেন।"

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত প্রণেতা লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সার জন শোরের এইরূপ মত, এবং তাঁহারা উভয়েই দৃঢ়তা সহকারে জমীদারদিগকে "ভূমির মালিক" বলেন। আবার যে সে লোক নয়, পিট সাহেবও এই সকলমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি শ্রীযুত ডণ্ডাস সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পত্র লিখিয়া বলেন।—

"আমি ইহা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলাম যে, বোর্ড অব কণ্ট্রোল হইতে এই ব্যবস্থা উদ্ভূত হওয়া উচিত, আর এরূপ গুরুতর ও বিবাদীয় ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিবেচনা কালে পিট সাহেবকে আমার অংশী করিতে যত্ন করা উচিত। এই নিমিত্ত তিনি স্বয়ং আমার সহিত উইম্বলডনে দশ দিন বদ্ধ থাকিয়া কেবল ঐ কার্য্যের প্রতি মনোযোগ দিতে সম্মত হইলেন। ঐ সময়ের অনে-

---

* মালাবর মহারাজার স্থানে একখান সনদ পাওয়া যায় নাই।

কাপ্তেন চার্লস গ্রাণ্ট সাহেব আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সমুদয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনোযোগপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া সি সাহেব সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের সহিত একমত হইলেন, দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। এই নিমিত্ত আমাদের যেরূপ ধারণা হইয়াছিল, তদনুসারে বিজ্ঞাপনী স্থির করিয়া কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট পাঠাইলাম।"

রায়তদের স্বত্বসম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এক্ষণে তাহাদিগকে যেং স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তাহারা যেং স্বত্বভোগ করিত, সেইং স্বত্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন, বস্তুতঃ যথার্থ কথা বলিতে গেলে, ভূমিতে তাহাদের কোন মালিকীস্বত্ব ছিল না। তাহারা আপনং যোত হস্তান্তর করিতে পারিত না, এবং আইনে এমন কিছু নাই, যাহাতে দেখায় যে, জমীদারের সম্মতি বিনা অবধারিত হারে রায়তের ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল। এতদ্ব্যতীত এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহাতে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী যে চাউল, গম বা অন্য সস্তা খাদ্য শস্যকে কেবল মাত্র "প্রধান শস্য" বলিয়া সংপ্রতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মূল্য দ্বারা খাজানার হার নিয়মিত হইত।

আমি এস্থলে এই বিষয়ে স্যর জন শোরের লেখা হইতে একটী অংশ উদ্ধৃত করিব।—

"কিন্তু ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বহুকাল দখল করিলে, ভূমিতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাহারা ভূমি বিক্রয় করিবার, কিম্বা বন্ধক দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং এই পরিমাণে উক্ত স্বত্ব মালিকীস্বত্ব হইতে স্বতন্ত্র। যথেচ্ছাচারী রাজার অধীন অন্যান্য স্বত্বের ন্যায় এই স্বত্বও অনিশ্চিত। জমীদারদের স্থানে জোর করিয়া বৃদ্ধি লওয়া গেলে রায়তদের স্থানে ঐ বৃদ্ধি চাহিবার স্বত্বক্রমে তাঁহারা কার্য্য করিয়াছেন। ভূমির মালিকত্ব কেবল জমীদারদের প্রতি ন্যস্ত আছে, ইহা যদি আমরা স্বীকার করি, তাহা হইলে রায়তেরা ঐ স্বত্ব ভূস্বামীর স্থানে প্রাপ্ত না হইলে, রায়তদের অনুকূলে আমরা এইরূপ কোন স্বত্ব স্বীকার করিতে পারি না।

"বঙ্গদেশের যে কোন জিলায় বিধি লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় খাজানা গ্রহণ করা না হয়, তথায় ভূমির খাজানা জানা হারানুসারে নিয়মিত হইয়াছে, এবং কোনং জিলায় প্রত্যেক গ্রামের স্বতন্ত্র হার আছে। কিম্বা প্রতি ভূমির উৎপন্ন ধরিয়া এই সকল হার স্থির হয়। কোনং ভূমিতে বৎসরে দুই ফসল, কোনং ভূমিতে তিন ফসল জন্মে। তুতগাছ, পান, তামাক ও আখ প্রভৃতি অধিকতরলাভজনক দ্রব্য হইলে, সেই পরিমাণে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয়। এই সকল হার ভূমি মাপ করিয়া অবশ্য স্থির করা হইয়া থাকিবে। এবং তোড়ল মলের বন্দোবস্ত এই সকল হারের মূল হইতে পারে। কালক্রমে ঐ আসলের উপর আবওয়াব যোগ করা হয়, পরে মূল্য নির্দ্ধারণের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয়। পরং যেরূপ মাপ হইয়াছে, তদনুসারে হার ভেদ হইয়াছে। জমী মাপ করা গেলে সাধারণতঃ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধির সহিত চলিত হার দৃঢ় করা হয়।"

এই স্থলে প্রধান শস্য বলিতে কেবল চাউল, গম ও অন্য সস্তা খাদ্য শস্য বুঝিতে হইবে, প্রধান শস্য শব্দের এইরূপ অর্থ করা হয় না। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যাইতেছে যে তৎকালে তামাক, তুত প্রভৃতি অধিকতর মূল্যবান্ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বিবেচনাধীনে লওয়া হইত।

এই বিষয় সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে আমি আর একজন উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষের লেখা হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিলাম। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই জীবিত ছিলেন। আমি লর্ড মেটকাফের উল্লেখ করিতেছি; ইহা সুবিদিত যে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসাকারী ছিলেন না। আমি নিম্নে যে স্থল উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কিন্তু তাঁহার মত এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্বারা জমীদারদিগকে ভূমিতে মালিকীস্বত্ব দেওয়া হয়।—

"আমরা আইনেরদ্বারা যে সকল ভূস্বামীর সৃষ্টি করিয়াছি, আমি তাঁহাদের সপক্ষ নহি, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি বিবেচনা করি, তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করা একটী বিষম ভ্রান্তি হইয়াছে ও তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া ও তাঁহাদিগকে ভূস্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আমি বিবেচনা করি আমরা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব রক্ষাকরণানন্তর যে সকল মালিকী স্বত্ব দিবার ক্ষমতা আমাদের ছিল, অর্থাৎ, যে সকল স্বত্ব পূর্ব্বে কাহারও ছিল না, সেই সকল আমরা তাঁহাদিগকে দিয়াছি। পূর্ব্ব হইতে অন্যের যে স্বামিত্ব ছিল, আমাদের নূতন সৃষ্ট ভূস্বামীদিগকে দিবার নিমিত্ত সেই স্বামিত্ব নষ্ট করিবার স্বত্ব আমাদের ছিল না। যাহা পূর্ব্বে অন্যের ছিল এরূপ একটী ক্ষেত্রও তাঁহাদিগকে আইনমতে বা ন্যায্যরূপে দিতে আমাদের ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের জমীদারীর অন্তর্গত প্রত্যেক ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের যে স্বত্ব ছিল, তাঁহাদিগকে সেই স্বত্ব দিতে পারিতাম ও দিয়াছিলাম। এবং স্থায়ী বন্দোবস্তক্রমে যাহাতে অন্যের স্বামিত্ব বা দখল ছিল না, সেই সকল ভূমিতে ও আমরা সম্পূর্ণ স্বামিত্ব প্রদান করিয়াছিলাম। এই রূপ করাতে পুরাতন চাষীমালীক ও দখলীকারদের যে সকল স্বত্ব ছিল, যদিও আমরা সেই সকল স্বত্ব রক্ষা করিতে স্বত্ববান ও বাধ্য ও যদিও উহা রক্ষা না করাতে আমাদের আপনা আপনি লজ্জিত হওয়া উচিত, তথাপি আমাদের ঐ ভূস্বামীর নিজ সম্পত্তি বলিয়া যে ভূমি নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, সেই ভূমিতে তিনি যে চাষী বসাইয়াছেন, সেই চাষী ও ভূস্বামী পরস্পর যে নিয়ম করিয়াছেন, সেই নিয়মভঙ্গ করিয়া আমাদের মনোমত অন্য নিয়ম নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী হইতে আমাদের কোন স্বত্ব নাই। * * * * * আমি আইনমত ভূস্বামীকে তাঁহার সমুদয় ন্যায্য স্বত্ব দিতে চাই। আমরা যখন ভূস্বামী দিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তখন তাঁহারা যে কেবল রাজস্বের শতকরা কিয়দংশ পাইবার অধিকারী থাকিবেন, কখন এরূপ অভিপ্রায় থাকা সম্ভবে না। এরূপ অভিপ্রায় ছিল যে, তাঁহারা প্রকৃত ভূস্বামী হইবেন এবং যে স্থলে অন্যের পূর্ব্বস্বত্বের বিঘ্ন না হয়, সেই স্থলে তাঁহারা ভূস্বামী আছেন ও তাঁহাদের ভূস্বামী থাকাই উচিত। কিন্তু যখন অন্যের স্বত্বহরণ করিবার ক্ষমতা, অর্থাৎ আইনমত ক্ষমতা আমাদের ছিল না, তখন ঐ সকল স্বত্বের কিছুই আমরা ভূস্বামী দিগকে দিই নাই; এবং আমাদের সৃষ্ট ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে পুরাতন ভূস্বামী দিগকে ও স্থায়ীস্বত্বভোগাধিকারীদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য।"

আইনঘটিত এই রূপ বিবাদীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে হাই কোর্টের জজদের, আডবোকেট জেনরল সাহেবের ও গবর্ণমেণ্টের অন্য আইন সংক্রান্ত কর্ম্মচারীদের এবং দেশের প্রধান আইন ব্যবসায়ীদের মত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। কিন্তু যে সকল সরকারী কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যেরূপ স্থিতিরীতি বিষয়ে, তদ্রূপ এই বিষয়েও বিশেষরূপ সম্বাদাভাব দেখিতে পাই। চিরস্থায়ীবন্দোবস্ত জমীদারদের একটী প্রধান দাঁড়াইবার স্থল, এবং এই বিষয়েও আইন সংক্রান্ত যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত পাওয়া যাইতে পারে, সিলেক্ট কমিটীর তাহা পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু এরূপ কোন মত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

পাণ্ডুলিপির ৩য় অধ্যায়।—তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

তালুকদারেরা রায়তি স্বার্থ হইতে স্বতন্ত্র ভূমিগত মালিকী স্বার্থের একাংশমাত্রে নিবদ্ধ। প্রকৃত তালুকদারদের জন্য এক্ষণে ব্যবস্থা করিবার আমি কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। তাঁহাদের স্বত্ব যথোচিত পরিমাণে নিশ্চিত; এবং একটি শ্রেণীস্বরূপ তাঁহারা অন্ততঃ আপনাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। তালুক ও পেটাও তালুক সম্বন্ধে ১৮১৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের বিধান রীতিমত পুনঃপ্রবর্তন করণ আমি বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু এই বিষয়ে মূল ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের উপযুক্ত কারণ না থাকাতে তা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার মতে সমস্ত তৃতীয় অধ্যায়টি নূতন করিয়া লেখা উচিত, ১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধান অখণ্ডাকারে রাখা উচিত, এবং বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের প্রাসঙ্গিক বিধান গুলি শুদ্ধ তুলিয়া লওয়া উচিত।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন কোন রায়তকে (অর্থাৎ যাহার কোর্ফা বিলিকরে ও যাহাদের দখলে একশত বিঘার অধিক জমা থাকে তাহাদিগকে) তালুকদারের পদে, সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে উন্নীত করায়, আমার মান্যবর সহযোগীর বিস্তারিত ব্যাখ্যামতে মূল ব্যবস্থা ঘটিত পরিবর্ত্তনের অন্যায্যতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়।—যে রায়তেরা অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

ভূমির উপর গবর্ণমেণ্টের নূতন কর নির্দ্ধারণ অবধি বাকী খাজানা আদায়ের সুবিধা করা ভূম্যধিকারীরা যত কেন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া থাকুন না, এবং নিম্নবঙ্গদেশে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া শ্রেণীবিশেষের ভূম্যধিকারিরা যত কেন অত্যাবশ্যক জ্ঞান করুন না, আমি বলিতে পারি বঙ্গদেশের ও বেহারের জমীদারেরা এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপেক্ষা তাঁহারা বরং বর্ত্তমান অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতেও সম্মত। কিন্তু যদি আইন পরিবর্ত্তন করিতে হয় তবে ইহা ন্যায্য ও বিচারসিদ্ধ যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের নূতন যে যে বিধানে উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষেরা স্বীকার করিয়াছেন জমীদারদের অন্যায় ক্ষতি হইয়াছে, সেই সেই বিধান পরিবর্ত্তিত বা রহিত করা উচিত। খাজানার একরূপ হারে বিশ বৎসর ভোগ করিলে প্রজার অনুকূলে যে অনুমান হয় তাহার উদ্দেশ্য এক্ষণে সিদ্ধ হইয়াছে বলা যাইতে পারে; কারণ যে কোন প্রজার ইহার প্রতি দৃষ্টি থাকে, সে গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া কবজ চাহিয়া লইতে ও তাহার রক্ষাকরণার্থ যত্ন করিতে সুযোগ পাইয়াছে। অন্য কোন কথা না থাকিলেও এরূপ হওয়াতে যত কাল একরূপ খাজানা দিলে এরূপ অনুমান হইবে সেই কাল বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত হইত। কিন্তু এইরূপ পরিবর্ত্তন এই কারণে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে যে বর্ত্তমান আকারে এই অনুমান বশতঃ জমীদারদের নিশ্চিত ও অনুচিত ক্ষতি হইতেছে।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৩ ও ৪ ধারা দেখ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত রেনলডস সাহেব ১৮৮১ সালের ১৮ মে তারিখের আপন মন্তব্যলিপি তে যে মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, মান্যবর রায় বাহাদুর তাঁহার লিখিত ভিন্নমতে পূর্ব্বেক তৎপ্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। রেবিনিউ বোর্ডের পদজ্যেষ্ঠ মেম্বর ও খাজানা সংক্রান্ত কমিশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাম্পিয়র সাহেবও তাঁহার ১৮৮১ সালের ১৯ মে তারিখের মন্তব্যে তদ্রূপ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; এবং যদিও মান্যবর শ্রীযুক্ত রেনলডস সাহেব আপন মত পরিবর্ত্তন করা উচিত বোধ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ও ডাম্পিয়র সাহেব যে সকল যুক্তি উত্থাপন করেন, তাহার খণ্ডন হয় নাই। এইরূপ আইনমত অনুমানের প্রকৃত ফল রক্ষণাত্মক হয় নাই, সৃজনাত্মক হইয়াছে, অর্থাৎ যে "সকল স্বত্ব আছে কিন্তু যাহার প্রতিপোষণার্থ সম্পূর্ণরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে না, কেবল তাহাই সাব্যস্ত না করিয়া অধিকাংশ স্থলে নূতন স্বত্ব সৃষ্টি হইয়াছে" মান্যবর শ্রীযুক্ত রেনলডস সাহেব এই যে হেতু উত্থাপন করেন কেবল যে তাহা ধরিয়াই শ্রীযুক্ত ডাম্পিয়র সাহেব অনুমান ঘটিত ধারাটি রক্ষণের দোষ দিয়াছেন এমন নহে, তিনি সাধারণ রাজনীতি ঘটিত এই হেতু ধরিয়াছেন যে, "বলপূর্ব্বক নীলাম দ্বারা বিরোধী বিক্রেতার নিকট হইতে কোন খরিদার কোন মহাল পাইলে অধিকাংশ স্থলেই খরিদার জমীদারী কাগজপত্র পাইতে পারে না বলিয়া উক্ত অনুমান দ্বারা কার্য্যতঃ ইহাই নির্দ্দেশ করা হয় যে, কোন প্রজা খাজানা পরিবর্ত্তন বিনা বিশ বৎসর ভূমি ভোগ করিলে অবধারিত হারে চিরস্থায়ী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।" শ্রীযুক্ত ডাম্পিয়র সাহেব সাধারণ রাজনীতি ঘটিত হেতু ধরিয়া এইরূপ আর একটী যুক্তি দিয়াছেন যে, "চুপ করিয়া থাকিলে আপনাদের স্বত্ব পাছে চলিয়া যায়" এই ভয়ে উক্ত বিধানহেতুক ভূম্যধিকারীদের বিশ বৎসর অন্তর খাজানা বৃদ্ধি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হয়।

বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবিত সংশোধন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টের ১ বালামের ১৮১ ও ১৮২ পৃষ্ঠা।

বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবিত সংশোধন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টের ২ বালামের ৪৬০ পৃষ্ঠা।

পাণ্ডুলিপির ৫ম অধ্যায়।—দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

এইবিষয়ের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃত চাষী ও মধ্যবর্ত্তী প্রজা এই উভয়ের মধ্যে যে অত্যন্ত প্রভেদ আছে, ইহা আমাদের মনে রাখা আবশ্যক। যাহাতে কৃষকের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তাহাতে জাতীয় সমৃদ্ধির ও সভ্যতা হয়। কিন্তু চাষীকে নিষ্পীড়ন করিয়া মধ্যবর্ত্তী প্রজা যাহা আদায় করিতে পারেন, তাহারই উপর তাঁহার সমৃদ্ধি নির্ভর করে। সুতরাং মধ্যবর্ত্তী প্রজা সমাজের অনাবশ্যক অঙ্গস্বরূপ এবং তিনি থাকাতে কেবল অবস্থাগত অসুবিধা বৃদ্ধি হয়। প্রাচীন দেশাচার কিম্বা পূর্ব্ব কালের সরকারী কাগজপত্রে যে কিছু দয়া দেখান হয়, তাহা কেবল ভূমির চাষীদের প্রতি দেখান হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত ভূমি দখল করিয়া ক্ষুদ্র ভূস্বামী হইয়া বসেন, ও আপনাদের সীমাবদ্ধ কার্য্যক্ষেত্রে জমীদারীপ্রণালীর যত কিছু দোষ ও

অপব্যবহার সত্ত্বেও, তৎসমুদয়ের সারসংগ্রহ দেখাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি ঐরূপ দয়া দেখান হয় না। যদি আইনের মৌলিক পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তবে আমাদের কৃষিপ্রণালী হইতে এই শ্রেণীর লোকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত; কারণ "দুর্ব্বৎসর সহ্য করিতে অক্ষম, এরূপ যে সর্ব্বনিম্ন কৃষকদল" সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা আছে, তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই শ্রেণীর লোকেরাই বৃহত্তম প্রতিবন্ধক। কোনও বিশেষ স্থলে কোর্ফা বিলি সিদ্ধ হইতে দিবার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াও আমি বিলক্ষণ সম্মত আছি, কিন্তু সেই সীমার বাহিরে আমি যাইতে চাহি না। যে সকল স্থলে কৃষিকার্য্যার্থ ভূমির দখল দেওয়া যায়, সেই সকল স্থলে প্রজা নিজে বা বেতনভোগী মজুরের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমির চাষ করিবেন, দখলীস্বত্ব এইরূপ নিয়মাধীন থাকে, আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাই এবং বাসেন্দা রায়ত ছাড়া অন্য কাহাকেও এইরূপে হস্তান্তর করিয়া দিবার অনুমতি দিতে চাহি না। আমি কমিটীতে যে সংশোধনের প্রস্তাব করি, তন্মধ্যে দুইটী এই বিষয় সম্বন্ধীয় ছিল। স্ত্রীলোক ও নাবালগ প্রভৃতির বেলা সমুদয় যোত কোর্ফা বিলি করিবার অনুমতি দান সূচক সংশোধনটী বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকৃত বাসেন্দা কৃষককে এইরূপ হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে, এই মর্ম্মের অন্য সংশোধনটী গ্রাহ্য হয় নাই।

এক কথার উত্তম প্রমাণ আছে যে, কোর্ফা বিলি করায় কৃষকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এবং কৃষিসংক্রান্ত অবস্থা ঘটিত গোলযোগ সম্বন্ধে মধ্যশ্রেণীর প্রজারা সর্ব্বাপেক্ষা দায়ী এবং যে রায়ত জমীদারের অব্যবহিত অধীনে আছে, তাহার অবস্থা কোর্ফা বা কলায়ত রায়তের অপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ অবস্থায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের দলকে তালুকদার ও শাজানা গ্রহীতার পদে উন্নীত করিলে, এবং কৃষক ছাড়া অন্য লোকদিগকে দখলক্রমে বা প্রকারান্তরে দখলীস্বত্ব লাভ করিবার সুবিধা করিয়া দিলে, বর্ত্তমান অসুবিধা অনর্থক বৃদ্ধি করা হইবে মাত্র। রায়ত কোন একখণ্ড ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিতে না পারে, এই নিমিত্ত যে জমীদার তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক এক জমী হইতে অন্য জমীতে চালান করে (আমি বলি এরূপ রীতি থাকার প্রমাণ নাই), সেইরূপ জমীদারের স্বেচ্ছাচার হইতে রায়তকে রক্ষা করা আবশ্যক, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া সিলেক্ট কমিটী রায়তের অনুকূলে এই অনুমান সৃষ্টি করিতে চাহেন যে যেহেতু এক্ষণে তাহারা ভূমি ভোগ করিতেছে, তাহারা অবশ্যই ১২ বৎসর ঐ ভূমি ভোগ করিয়া থাকিবে। এইরূপ অনুমান কৃষিসংক্রান্ত লোকদের প্রকৃত অবস্থার বিরুদ্ধ; কারণ যাহার উপর জমীদারদের কোন ক্ষমতা নাই, এরূপ নানা হেতুবশতঃ ভূমির দখল দিনং পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই প্রদেশে বৃহৎ২ নদীতীরস্থিত ভূমিখণ্ড আছে, যেখানে নিয়ত শিকস্তী ও পয়স্তী ঘটিতেছে; এই প্রদেশের সীমান্তস্থ স্থানে সর্ব্বত্র অদ্যাপি জঙ্গল কাটিয়া ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের প্রক্রিয়া চলিতেছে; মধ্যাস্থিত জিলা সমূহে ভূমির উপর লোক সংখ্যার চাপবশতঃ পতিত ও ঘাসকর জমীর উপর চাষের আক্রমণ হইয়াছে ও প্রত্যহ হইতেছে; এরূপ বহুসংখ্যক পাইকস্ত কৃষক আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ যাহারা কোন বিশেষ স্থানে বাঁধাবাঁধী না থাকিয়া সকল দিকে আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে। অনেকস্থলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কম হওয়াতে ও অন্য উপযুক্ত হেতুতে পুরাতন রায়তেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদের যোত ইস্তফা করে; এই সকল কথার প্রতি উক্ত অনুমানে উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ইহা কি বলা যাইতে পারে যে, একজন অপক্ষপাতী ও যুক্তিযুক্ত বিচারক, মোকদ্দমার সম্ভাবিত অবস্থা সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ না পাইয়া, প্রজা অদ্য কোন ভূমি ভোগ করিতেছে, কেবল ইহা হইতে (এইরূপ অনুমান করিতে আপনাকে বাধ্য বিবেচনা করা দূরে থাকুক,) এইরূপ অনুমান করিতে পারিতেন যে উক্ত প্রজা উক্ত সমস্ত ভূমিখণ্ড কিম্বা অন্ততঃ তাহার কিয়দংশ গত বার বৎসর দখল করিয়াছে?

The Zemindari Settlement of Bengal নামক স্পষ্টরূপে জমীদারদের বিরুদ্ধে সংকলিত পুস্তকের ১ বালামের ৩৫৭-৬০, ও ৮ ও ৯ পৃষ্ঠায় ইহার একটী সুন্দর উদাহরণ দৃষ্ট হইবে, তাহাতে অনেক সরকারী ও বে-সরকারী লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে।

সকল রায়তের দখলীস্বত্ব আছে, এই প্রস্তাবিত অনুমান সম্বন্ধে, আমি এখানে কএকটি স্থলের উল্লেখ করিব, যে২ স্থলে রায়তের দখলীস্বত্ব না থাকিলেও জমীদারের বা ঠিকাদারের পক্ষে এরূপ অনুমান খণ্ডন করা আমি প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি।—

১ম।—গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক নীলাম করা গেলে, সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যে২ স্থলে ভূম্যধিকারী দখল পান, সেই সেই স্থলে যে বাকীদার জমীদারের সম্পত্তি এইরূপে ক্রয় করা যায় সেই জমীদার প্রায়ই স্বভাবতঃ ক্রেতার শত্রু হইয়া দাঁড়ায় ও পূর্ব্বং সনের কাগজপত্র দিতে অস্বীকার করে। এরূপ স্থলে জমীদার কিরূপে উক্ত অনুমান খণ্ডন করিবেন?

২য়।—যে স্থলে এক মহাল দুই কিম্বা ততোধিক পত্তনীদার বা ঠিকাদারকে বিলি করিয়া দেওয়া যায় সেই স্থলে ঐ মহালের অন্য পত্তনী বা ঠিকা জমিতে রায়ত যে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে না, এই অনুমান একজন পত্তনীদার কিরূপে খণ্ডন করিবে?

কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যোতা পরিমাণ এক গণ্ডা মাত্র হইলেও, সে নূতন জমি লইলে, যে দিন তাহার সহিত ঐ জমির বন্দোবস্ত হয়, সেই দিন তাহাতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হইবে, এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে এক্ষণ আমার অনুরুদ্ধ হইতে হইতেছে। একজন রায়ত ক্ষুদ্র একখণ্ড ভূমি চাষ করিতে পারে বলিয়াই সে বৃহৎ২ ভূ-খণ্ড চাষ করিতে পারিবে, ইহা যুক্তিই নহে। সে কেবল কোর্ফা বিলি বা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ভূমি লইতে পারে।

আবার "মহাল" শব্দ অনেক অনির্দ্দিষ্ট। মহাল শব্দে একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বুঝাইতে পারে, অথবা দেশের বৃহৎ অংশ বুঝাইতে পারে। "গ্রাম" শব্দ অধিকতর সুবিধাজনক। গ্রামের নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে ও উহাতে বিশেষ স্থান বুঝায়।

দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করিবার ও তাহা অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

ইহা অতি স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, এ দেশের ভূমি সংক্রান্ত প্রাচীন ব্যবস্থাক্রমে, কোন রায়ত দখলী হউক বা না হউক, তাহার পায়ত স্বার্থ বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা ছিল না।* দেশাচার ক্রমে না হইলে ভূম্যধিকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করা যাইতে পারে না এই কথা বলিয়া ব্যবস্থাপকেরা ও বিচারপতিরা এই নিয়ম মান্য করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষের কথা এই বলিয়া বোধ হয় যে, দেশাচার সর্ব্বত্র চলিয়াছে, কিন্তু যে স্থিতিরীতিগত বিবরণের দোহাই দেওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক প্রাসঙ্গিক নহে, কারণ তাহাতে দেখান না কত স্থলে হস্তান্তর হইবার পূর্ব্বে বা পরে জমীদার সম্মতি দিয়াছেন।

* "ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বহু কাল দখল করিলে ভূমিতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না, কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাহারা ভূমি বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না।" শোর সাহেবের ১৭৮৯ সালের ১৮ জুনের মন্তব্যলিপি ; হারিংটন সাহেবের Analysis নামক পুস্তকের ৩য় বালামের ৪০৪ পৃষ্ঠা।

এপ্রকারের কোন দেশাচার এরূপ প্রসিদ্ধ হইবে যে, সকল শ্রেণীর ও স্বার্থের সন্তোষ জন্মাইয়া ইহা বিচারালয়ে প্রমাণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হওয়া উচিত নহে। আর (১ম) হস্তান্তরযোগ্যতা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয়, ইহার বিশেষ ও উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায়, এবং (২য়) যে দেশাচার প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচলিত ও প্রবল আছে, তাহার প্রমাণ দিতে খরিদারদের অক্ষমতা হেতুক দেওয়ানী আদালতে অবিচার ঘটিবার বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত না থাকায়, সর্ব্বত্র হস্তান্তরযোগ্যতার বিধান করা অনাবশ্যক বলিয়া আমি বিবেচনা করি। এক্ষণে যেরূপ কল্পনা হইতেছে, তদনুসারে সর্ব্বত্র দখলীস্বত্ব বিস্তার করা গেলে, ভূস্বামী ও গ্রাম্য সমাজ উভয়েরই অপকার হইবে; কারণ, যে সকল শান্ত ও মৈত্রভাবাপন্ন রায়তদিগকে রাখা ভূস্বামীর স্বার্থ, আপন ভূমিতে তাহাদিগকে রাখিবার ক্ষমতা ইহতে আর তাঁহার থাকিতেছে না, এবং যে মহাজনেরা বা বিবেচক জমীদারেরা রায়তদের স্বত্ব ক্রয় করিতে পারে ও তাহাদের জমীতে ভিন্ন শ্রেণীর লোক বসাইয়া গ্রামে বিবাদ, গোলযোগ ও সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিতে পারে, সেই মহাজন বা জমীদারদের দ্বারা রায়তদের উচ্ছেদ হইবার দ্বার উদ্ঘাটিত হইতেছে।

আমি বলিতে চাহি যে, এদেশের যে প্রাচীন দেশাচারক্রমে ঐরূপ যোত হস্তান্তর করিতে পারা যাইত না তাহাতে গ্রাম্য সমাজের নির্ব্বিঘ্নতা ও মঙ্গল হইবার বিশেষরূপ সম্ভাবনা ছিল, কারণ, ঐ সমাজে যাহাদের স্বার্থ ছিল না, তাহাদের তথায় বলপূর্ব্বক প্রবেশ করা এবং সাধারণতঃ ঐ সমাজের ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধ স্বার্থ স্থাপন করিয়া গ্রামের শান্তি ও সমৃদ্ধি নষ্ট করা ঐ দেশাচারবলে বহুপরিমাণে নিবারিত হইত।

দক্ষিণাপথের কৃষকদের মধ্যে হস্তান্তরকরণস্বত্ব স্বীকৃত হওয়াতে যে অনিষ্টজনক ফল ফলিয়াছে; এবং যে মহাজনদের হাতে সাঁওতালেরা পড়ে, প্রধানতঃ তাহাদের অত্যাচারহেতুক সাঁওতালদের মধ্যে যে শান্তিভঙ্গ ঘটে আমার মতের প্রতিপোষণার্থ আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই; এবং এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে, আমার নিজ ও অন্যের জমীদারীর রায়তদিগকে মহাজন ও অন্য ভূমিব্যবসায়ীদের করুণার উপর ফেলা যে ইহার স্বাভাবিক ফল হইবে, তদ্বিরুদ্ধে আমি আপত্তি করিতে চাই।

সত্য বটে, নূতন হস্তান্তরস্বত্বদানের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভূস্বামীকে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যাহা ভূস্বামীর নিজের আছে, তিনি কেন তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন? অগ্রে ক্রয় করিবার প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধ স্বত্বে ভূস্বামীর অল্পই উপকার হইবে, এবং আমি প্রস্তাব করি যে, এইস্বত্ব যদি দেওয়াই হয়, তবে উত্তরাধিকারক্রমে না হইয়া রায়তী স্বত্বের যে প্রত্যেক হস্তান্তর হয়, তাহাতেই এই স্বত্ব বর্ত্তাইয়া ইহা অধিকতর কার্য্যকর করা উচিত; এবং "তালুক" সম্বন্ধেও উক্ত স্বত্ব বর্ত্তাইতে পারিলে মধ্যবর্ত্তীপ্রজাদের স্বার্থলোপ করিয়া একটি স্বতঃ কার্য্যকর যন্ত্রের বিধান করা হইবে, ইহাতে সকল পক্ষের বিশেষ মঙ্গল। অগ্রে ক্রয় করিবার অলীক স্বত্বাধীনে, যাহার তাহার নিকট বিক্রয় করিবার স্বত্ব অপেক্ষা প্রকৃত-বাসেন্দা কৃষকদের নিকট স্বাধীন ভাবে বিক্রয় বরং আমার নিকট উৎকৃষ্টতর বোধ হয়। কেহ২ অনুমান করেন যে, দখলীস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য হইলে বেহারের নীলকরদের উপকার হইবে; কিন্তু আমি তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক লোককে জানি, যাঁহারা এই প্রস্তাবের বিরোধী, এবং বঙ্গদেশের নীলকরগণ সম্পূর্ণরূপে ইহার বিরোধী।

খাজানা মুদ্রারূপে পরিবর্ত্তন করণ।

এই বিষয় বিবেচনা করার সময় আমি এই কথা প্রথম বলিতে ইচ্ছা করি যে আমার মহালে ভাওলী বা শস্যরূপ খাজানা দেওয়া রীতি নহে; এবং আমার এমন বিবেচনাও হয় না যে উহা মুদ্রারূপ খাজানা দেওয়ার ন্যায় ঐসকল অঞ্চলে জমীদার বা কৃষকের উপযোগী হইবে। কিন্তু বেহারে এমন অনেক স্থান আছে যথায় ভাওলীই চলিত ও টাকার খাজানা কদাচ কখন দেওয়া যায়। ঐ সকল স্থানের অবস্থা ভিন্নপ্রকার, এবং এই বিষয়ে যেরূপ কল্পনা হইতেছে তদ্রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন যদি সহসা প্রবর্ত্তিত করা যায়, তাহা হইলে সকল শ্রেণীরই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এরূপ বিষয়ে সময়ের উপর নির্ভর করাই উচিত, অতীত কালের অভিজ্ঞতায় দৃষ্ট হইতেছে যে, সভ্যতা ও সমৃদ্ধির ক্রমশঃ উন্নতির সঙ্গে শস্যরূপে দেয় খাজানা মুদ্রারূপে স্বতই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব হঠাৎ বলপূর্ব্বক এরূপ পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করা আমি দোষের বিষয় বলি।

এবিষয়ে আমার নিজের বড় একটা ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে বেহারের জমীদারদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ আমি তাঁহাদের মত প্রকাশ করি। আমার বিবেচনায় এই সকল মত বিশেষ বিবেচনাযোগ্য।

শস্যরূপে খাজানা দেওয়ার রীতিই নিঃসন্দেহ খাজানা দিবার আদিম উপায়; এবং বেহারের অনেকাংশে উহা যে আজিও রক্ষিত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে লোকের বর্ত্তমান অবস্থায় উহাতে নানা প্রকারে সুবিধা হয় এবং সকলেই জানে এদেশের লোক পুরাণ রীতি অনুসারে কার্য্য করিতেই অধিক ভাল বাসে। আকবরের প্রধান হিন্দু রাজস্ব সচিব রাজা তোড়রমল রায়তের খাজানা মোট উৎপন্নের এক তৃতীয়াংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আরঙ্গজীব বৃদ্ধি করিয়া অর্দ্ধেক করিয়া তুলেন। জমীদারেরা বিচালির মূল্য নির্দ্ধারণ অত্যন্ত দুরূহ বিবেচনা করিয়া শস্যরূপ উৎপন্নের ৯/১৬ ষোলভাগের নয় ভাগ খাজানা অবধারিত করেন এবং বিচালির সমস্ত মূল্য রায়তকে প্রদান করেন।

যেখানে দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ান্তর অবলম্বনের কোন উপায় নাই, সেখানে অজন্মার সময় উৎপন্ন যতই কম হউক না কেন উহার এক অংশ রক্ষা করাই কৃষকের পক্ষে স্পষ্টই সুবিধা। আর একদিক দেখিতে গেলে যে প্রজা এক সমান মুদ্রারূপ খাজানা দিতে বাধ্য, সময়ে সময়ে তাহার সমস্ত উৎপন্নের মূল্য ভূম্যধিকারীর অবধারিত টাকার দাবীর সমান হয় না। এইরূপ বিবেচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, যে কৃষক খাজানা শস্যে দেয় সে, যে মুদ্রারূপ খাজানা দেয়, তাহার অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ সহ্য করিতে অধিক সমর্থ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এমন বৎসর লও যাহাতে শস্য একেবারেই জন্মে নাই। ভাওলীদার আপন ভূম্যধিকারীকে সে বৎসর কিছুই দিবে না, যেহেতু তাঁহার সহিত ভাগ হয় এমন শস্যই নাই। কিন্তু শস্য উৎপন্ন হউক আর নাই হউক। মুদ্রারূপ খাজানাদাতা সম্পূর্ণ বৎসরের খাজানা দিতে বাধ্য, তাহাকে হয় যে সময়ে তাহার বাণিজ্যসম্ভ্রম অত্যন্ত কম সেই সময়ে অধিক সুদে টাকা ধার করিতে বাধ্য হইতে হইবে, না হয়, ভূম্যধিকারী মোকদ্দমা রুজু করিলে তাহার খরচা ও সুদ দিতে হইবে। অতএব শস্যরূপে দেয় খাজানা পরিবর্ত্তনের বিধান বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ উহাতে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের সময় কৃষক সম্প্রদায়কে অত্যন্ত কষ্টে ফেলিবার সম্ভাবনা।

খাজানার দাবীর সময় সাধারণতঃ ফসলের সময়ের সঙ্গে এক হওয়ার সচরাচরও দৃষ্ট হয়, যে সকল কৃষক মুদ্রারূপে খাজানা দেয়, অনেকস্থলে, যদিও এরূপ স্থল অতিবিরল, তাহাদিগকে অতি অল্পমূল্যে শস্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। এরূপ সময়ে ভাওলী প্রজাকে কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকারই করিতে হয় না।

আবার অনেক স্থলে বড় বড় চর আছে, তথায় প্রতি ফসলেই ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বিলক্ষণ হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এরূপ স্থলে জমীদার ও রায়ত উভয়ের পক্ষেই ভাওলী প্রথায় খাজানার বন্দোবস্ত করায় সুবিধা ও সুবিচার হয়।

আরও ভাওলী প্রথানুসারে বন্দোবস্তে জমীদার রায়তের সহিত ভাগ করায় প্রতিবৎসরই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, পরিমাণ, ও উৎপন্নের মূল্য বৃদ্ধির ফল পাইয়া থাকেন। যদি হ্রাস হয় তবে উভয়ের সে ক্ষতি ভাগ করিয়া লইতে হয়। এজন্য কোন পক্ষেরই বিশেষ অসন্তোষের বিশেষ কারণ থাকে না এবং জমীদারেরও খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা রুজু করিবার বিশেষ আবশ্যকতাও থাকে না।

এই পর্য্যন্ত মুদ্রারূপে পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে গেল। এই পরিবর্ত্তন কার্য্যে পরিণত করা সম্বন্ধে রাজস্ব কর্ম্মচারীই মুদ্রারূপে দেয় খাজানা অবধারিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং পাণ্ডুলিপিতে বিধান আছে যে এরূপ বন্দোবস্তের সময় তিনি নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত মুদ্রারূপ খাজানা দেখিয়া ও গত দশ বৎসরে জমীদার প্রকৃত-পক্ষে যে খাজানা পাইয়াছেন তাহার গড় মূল্য ধরিয়া কার্য্য করিবেন। এই সকল নিয়ম অত্যন্ত আলগা, এবং আমরা সকলেই জানি যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভিন্ন২ কর্ম্মচারীর মত অত্যন্ত ভিন্ন২। আমার বিবেচনায় এরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাজস্ব কর্ম্মচারীকে তাঁহার নিজ মতামতক মীমাংসার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত নহে এবং এসকল বিষয় ভূম্যধিকারী ও প্রজার ব্যক্তিগত চুক্তি ও পরস্পরের সম্মতি অনুসারে হইলেই ভাল হয়। জমীদারের পক্ষহইতে একথাও বলা হইয়া থাকে যে শস্যরূপে খাজানা লওয়াই জমীদারের পক্ষে লাভ, কারণ রায়তের ন্যায় তাঁহাকে ফসলের সময়েই বিক্রয় করিতে হয় না। তিনি শস্য কিছু দিন ধরিয়া রাখিয়া ফসলের সময় বাজারে না পাঠাইয়া বৎসরের যে সময়ে শস্যের মূল্য অধিক হয় এরূপ সময়েই অনেক সুবিধা করিয়া শস্য বিক্রয় করিতে পারেন। সুতরাং এইরূপ খাজানার পরিবর্ত্তনে কার্য্যতঃ জমীদারের আয় কমান হইবে, আমার বোধ হয় না যে এরূপ করা গবর্ণমেন্টের যথার্থ অভিপ্রায়।

আমার ভরসা আছে যে আমি শীঘ্রই এবিষয় সম্বন্ধে কতক গুলি স্থিতিরীতি ঘটিত সংবাদ দিতে পারিব। ঐ গুলি এখনও আমি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই সম্বন্ধে আর এক কথা আছে। রায়তের স্বার্থের জন্য তাহা প্রকাশ করা উচিত, সে কথাটী এই।—যে স্থলে ভাওলীপ্রথা প্রচলিত আছে সে স্থলে জলসেচন কার্য্যের জন্য আবশ্যক ধুর বাঁধ সকল জমীদারকে নিজের খরচে রক্ষা করিতে হয়, যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে রায়ত ইহার উপকার লাভ করে, তথাপি তাহাকে এসম্বন্ধে কোনরূপ খরচার দায়ী হইতে হয় না। কিন্তু যেস্থলে টাকার খাজানা দিতে হয়, সেস্থলে জমীদার যদি জলসেচনকার্য্য দ্বারা ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করেন, রায়তকে খাজানা বৃদ্ধি দিতে হয় এবং স্থানীয় প্রথা অনুসারে আশা করা যায় যে বর্ত্তমান ধুর বাঁধ প্রভৃতি মেরামতে রাখার খরচ জমীদারকে ও তাহাকে অংশ অনুসারে দিতে হইবে।

খাজানা বৃদ্ধি।

এই বিষয়ে ও খাজানা আদায় বিষয়ে জমীদারদিগের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া পরামর্শসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান আইনে কেবল তিনটী কারণ বশতঃ আদালতের দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করার অনুমতি আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, রায়তের ব্যয় বা পরিশ্রম ব্যতীত উৎপন্নের মূল্য অথবা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। সকলে স্বীকার করিবেন যে এই সূত্র ধরিয়া বৃদ্ধি দেওয়া ন্যায্য, কিন্তু কার্য্যকালে দৃষ্ট হইয়াছে যে এরূপ "বৃদ্ধি" আদালতে প্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব আদালত দ্বারা বৃদ্ধি এক প্রকার বন্ধই হইয়াছে। এই জন্য জমীদার বরাও চুক্তি দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ করাও কোনক্রমেই সহজ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জমীদার দেওয়ানী আদালত দ্বারা যে বৃদ্ধি পাইতে পারেন না, তাহা দিতে রায়তেরা নিতান্ত অনিচ্ছুক।

যাহাহউক, যে অবধি গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রত্যেক জিলার খাদ্য শস্যের সাপ্তাহিকমূল্যের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন তদবধি মূল্য বৃদ্ধি জানার উত্তম উপায় হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য আমি এই সকল মূল্যের তালিকাকে মূল্যবৃদ্ধির চূড়ান্ত প্রমাণ করার প্রস্তাবকে অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া মনে করি। এবং এইরূপ করিলে জমীদার অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বর্ত্তমান আইনের শব্দরচনা সাধারণতঃ রক্ষিত হয় এবং এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধির কারণ যেরূপ নিয়মবদ্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা না হয় আমি এই মর্ম্মে প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।

এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ কল্পনা করা হইয়াছে অনেকস্থলে তদ্ভিন্ন অন্য কারণেও ভূমির উৎকর্ষসাধন হইতে পারে। এরূপ স্থল অতি বিরল ও হয়ত প্রমাণ করা দুষ্কর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিধান না করার কোন কারণ নাই।

এই বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রধান শস্যের লক্ষণ, কেবলমাত্র মূলত খাদ্য শস্যে সীমাবদ্ধ থাকা আমার মতে উচিত নহে।

দেশের কোনরূপ শস্যের পরিবর্ত্তন হইলে জমীদারেরা তাহার উপকার লাভ করিবে, একথা সমস্ত পুরাণ আইন এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। স্যার জন শোর সাহেব বলিয়াছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বেও এইরূপ দেশাচার প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান সময়েও যে সকল অঞ্চলে শস্যরূপ খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তথায় যে কেবল খাদ্য শস্যের উৎপন্ন নির্ণয় করা হয় এরূপ নহে, ইক্ষু, তামাক, পান এবং অন্যান্যপ্রকার শস্যও যাচাই করা হয়। অন্যান্য জিলাতেও যে সকল জমীতে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় ও যে সকল জমীতে অধিক মূল্যবান শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদের খাজানার হার সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

অতএব এই বিধানে আবার "নূতন করিয়া পুরাতন আইন ও দেশের সর্ব্ববাদিসম্মত দেশাচার পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া হইল।"

বিবাদীয় স্থলে পুরাতন আইনে আদালতের উপর খাজানার ন্যায্য ও উপযুক্ত হার দিবার যে ভার ছিল তাহার উপর আর এরূপ কিছু বেশী করিবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না এবং খাজানাবৃদ্ধির হার সীমাবদ্ধ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাই না। প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতকে যেরূপ অনুসন্ধান লইতে হইত, তাহাতে কোন্ হার ন্যায্য ও উপযুক্ত হইবে আদালতে তাহা জানিবার বিলক্ষণ সুবিধা হইত। এই জন্য ইহার ক্ষমতা হ্রাস করার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং উচ্চতর হার দেওয়া উচিত আদালতের কর্ত্তব্যমত এই বিশ্বাস জন্মিলেও টাকায় চারিআনার উচ্চতর হার দেওয়া বন্ধ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

বরাও খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এরূপ স্থলে কোন্ বিচারে স্বাধীনভাবে চুক্তি পরিহার করা হইল, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। বরাও বন্দোবস্ত দ্বারা খাজানা বৃদ্ধি পাওয়া জমীদারের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ স্থলে ভবিষ্যৎ বিবাদের জন্য কোনরূপ স্থির থাকিবে এবং রায়ত যে চুক্তি পূর্ব্বেই স্বাক্ষর করিয়াছে কবুলিয়ৎ রেজিষ্টরী করার সময় তদনুযায়ী দায়িত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ উত্থাপনের সুযোগ পাইবে, এরূপ করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

পাণ্ডুলিপির ৯ম অধ্যায়।—এজমালী সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

মন্ত্রিসভায় উত্থাপিত আদিম পাণ্ডুলিপির অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনার ১৭ দফা হইতে এবং তাহাতে উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশ সকল হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে যে এজমালী মালিকদের কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগের বিধান করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনের কিয়দংশ ১৮৭৪ সালে রহিত করার বর্ত্তমান আইন অর্থাৎ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারা অনুসারে কার্য্য করা দুর্ঘট হইয়াছে বলিয়া এবিষয়ে আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। পুরাণ আইনে যে স্থলে এজমালী ভূস্বামী আছে ও যেস্থলে এরূপ এজমালী ভূস্বামিদের ব্যবহারে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, সেস্থলে ঐ সম্পত্তির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষমতা গবর্ণমেন্টকে দেওয়া আছে। এই সকল আইন ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার অনেক পূর্ব্বে পাস হইয়াছিল। উক্ত কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে শান্তিভঙ্গ গুরুতর ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব শান্তিভঙ্গ এককালে ফৌজদারী ও দেওয়ানী অপরাধ সাব্যস্ত করা আর আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় নাই। এই জন্য অপ্রচলিত আইন বলিয়া ১৮৭৪ সালে এই সকল আইন রহিত করা হয়। অতএব এই সকল কার্য্যপ্রণালী পুনরুজ্জীবিত করার পূর্ব্বে, সরকারী কার্য্যকারকেরা ও অভিযোক্তাগণ প্রকৃতপক্ষে কতদূর ১৮১২ ও ১৮২৭ সালের আইনের সহায়তা গ্রহণ করিতেন এবং তাহার কি বা ফল হইয়াছে এবিষয় অনুসন্ধান করার বিশেষ কারণ আছে। আমি এবিষয়ে কমিটীতে একটী নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি এই মাত্র উত্তর পাইয়াছিলাম যে এবিষয়ে সংবাদ অনুসন্ধান করা যাইবে এবং

অদ্যাবধি এবিষয়ে আর আমি কিছুই শুনি নাই। আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই বোধ হয় যে যখন একটা আইন অপ্রচলিত বলিয়া যথাবিহিত প্রকারে রহিত করা হইল, তখন উহা পুনরুজ্জীবিত করণের প্রস্তাব করার পূর্ব্বে ইহার স্থিতিরীতি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা আবশ্যক। আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাবের পূর্ব্বে কেবল মাত্র অনুমান বা সাধারণ সংস্কারের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। উত্তমরূপে প্রমাণ করা ও শ্রেণীবদ্ধ করা ঘটনাবলিই কেবল আইন প্রণয়ন ন্যায্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে।

আমি এই কথা না বলিয়া এবিষয় ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছি না যে, বিদ্যার ও সাম্যবাদের বহুল প্রচারের সহিত রায়তদিগের উপকারার্থ গবর্ণমেন্টের পিতৃস্থানীয় ভাব রক্ষা করার কোন অবশ্যকতা নাই। অতএব যদি এই সকল বিধান পুনঃপ্রবর্ত্তিত করা হয়, তাহা হইলে মহাল ও তালুকের ভূস্বামিগণ এমন কি পাণ্ডুলিপির সৃষ্ট নূতন তালুকদারেরাও আপনাদের সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের ভার আপীলশূন্য ভাবে জিলার জজের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইবেন। এরূপ স্থলে জজ সাহেবের ভুল সিদ্ধান্ত করার সম্ভাবনা কি এত অল্প যে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে? অথবা জজস্বরূপ তাঁহার অন্যান্য যে নানা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং যাহাতে আইনে তাঁহার বিচার চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া হাই কোর্টে আপীলের বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আজ্ঞা দ্বারা যেরূপ অনিষ্ট হইতে পারে, এস্থলে কি তদপেক্ষা কম অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে?

যখন এই বিষয়েই বলিতেছি তখন আমি বোধ হয় একথা বলিতে পারি যে তত্ত্বাবধারণের ব্যয় ও তত্ত্বাবধারকের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কোন স্থলেই তত্ত্বাবধারণের খরচ মহালের মোট আয়ের শতকরা ১২ টাকার অধিক হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করিবার কারণ এই যে কোন কোন স্থলে গবর্ণমেন্টের অধীন কোর্টঅবওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধারণের ব্যয় মোট আয়ের শতকরা ২০ টাকার অধিক হইয়াছে।

"দেশখণ্ডে দেশখণ্ডে হার ভিন্ন ভিন্ন, রাজশাহী ও কুচবিহারে শতকরা ২৫ টাকা হইতে (এই সকল স্থলে তত্ত্বাবধারণপ্রণালীর পুনঃ গঠনের জন্য বিশেষরূপে বলা হইয়াছে এবং সেইরূপ কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে) উড়িষ্যায় শতকরা ৫.১ টাকা [বঙ্গদেশের বার্ষিক বিজ্ঞাপনী, ১৮৭৯-৮০ সাল, ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠা]"।

এতদ্ভিন্ন আমি এই মর্ম্মে আর এক প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে সকল বা অন্ততঃ একজন ভূস্বামী আবেদন না করিলে শান্তিভঙ্গহেতু কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করার কারণ এই যে আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে এরূপ নিয়ম স্থাপিত না করিলে আমাদের নিশ্চয়ই দেখা উচিত যে সমস্ত এজমালী মহালে ও যেস্থলে রায়তেরা জমীদারকে বিরক্ত করিবার জন্য শান্তিভঙ্গ অপরাধে ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু করিয়া হারিয়া গিয়াছে সেই সকল স্থলে প্রজারা এজমালী কার্য্যাধ্যক্ষ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে। এরূপ বিষয়ে দেওয়ানী আদালত অপেক্ষা ফৌজদারী আদালত সুচারুরূপে কার্য্য করিতে পারে, কারণ শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থ ফৌজদারী আদালতের উপর যেরূপ ক্ষমতা দেওয়াআছে তাহা দেওয়ানী আদালতের উপর এক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কার্য্যকর।

সিলেক্ট কমিটীতে আমার তৃতীয় প্রস্তাব এই ছিল যে কার্য্যাধ্যক্ষ সমস্ত এজমালী ভূস্বামীদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনমতে খাজানা কম করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না। আমার মত এই যে, গ্রামে কার্য্যাধ্যক্ষের স্বার্থ কিয়ৎকালের নিমিত্ত মাত্র, যে গবর্ণমেন্ট কার্য্যকারক তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিবেন তাঁহার কার্য্য এত অধিক যে এবিষয়ের তত্ত্বাবধারণে মনোযোগ দিবার তাঁহার যথেষ্ট সময় থাকিবে না। সুতরাং প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে রায়তের খাজানা কমাইয়া দিয়া জমীদারকে বাৎসরিক আয় হইতে বঞ্চিত করিবার ও উক্ত রায়তদিগের নিকট কমিশন স্বরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া নিজ উদর পূর্ণ করিবার পক্ষে কার্য্যাধ্যক্ষের চমৎকার সুবিধা হইবে। কেবল আমার মত যে এরূপ তাহা নহে, যাঁহারা কিঞ্চিত যত্ন করিয়া এবিষয় আলোচনা করিয়াছেন, ভূমি সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণে যাঁহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে এবং যাঁহারা এবিষয়ে রাজপুরুষদিগের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন নাই, তাঁহারাও আমার সহিত একমত হইবেন। এরূপস্থলে গবর্ণমেন্ট কিরূপ লোকের মধ্য হইতে কার্য্যাধ্যক্ষ সংগ্রহ করিতে পারেন? এরূপ চাকরীর যেরূপ বেতন তাহাতে গবর্ণমেন্ট যে শ্রেণী হইতে আমীন ও পুলিস ইনিস্পেক্টর নিযুক্ত করেন সেই শ্রেণীহইতেই কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। আর কে না জানে যে আমীন ও পুলিস ইনিস্পেক্টরই এদেশের একটী প্রধান বালাই? এরূপ চাকরীতে যেরূপ অল্প বেতন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে গবর্ণমেন্ট কার্য্যাধ্যক্ষ করিবার জন্য উচ্চ শ্রেণীর দেশীয় ভদ্রলোক পাইবেন এরূপ ভরসা একেবারেই নাই। সাধারণতঃ এজমালী ভূস্বামীদের আয় অতি অল্প; আর আজি কালি শান্তিভঙ্গ অপরাধের ফৌজদারী দণ্ড এত অধিক যে গবর্ণমেন্ট যে বহুসংখ্যক মহালের জন্য এক জন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উপযুক্তরূপ অধিক পরিমাণে বেতন দিবেন এবং সর্ব্বদা বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

কার্য্যাধ্যক্ষের ক্ষমতা ও তাঁহার সেরেস্তার খরচ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন বিষয়ে আমি যে সকল জমীদারের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই মত যে এরূপ নিয়ম অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু এ বিষয়ে আমি যত প্রস্তাবই করিয়াছি, সিলেক্ট কমিটীতে তাহার এই মাত্র উত্তর পাইয়াছি যে হাই কোর্টকে এ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়নার্থ অনুরোধ করা হইবে। কিন্তু আমরা জমীদার, আমরা বলি যে কার্য্যাধ্যক্ষের ক্ষমতা অনির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত নহে এবং ব্যবস্থাপকসভার স্পষ্টরূপে তাহা নির্ণয় করিয়া দেওয়া উচিত। যদি সত্য সত্যই এরূপ বিবেচনা করা

হইয়া থাকে যে হাই কোর্ট ব্যবস্থাপক সভা হইতে এবিষয়ে অধিক অভিজ্ঞ, তাহা হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক নিশ্চয়রূপে জমীদারদিগকে প্রদত্ত আইনসঙ্গত স্বত্ব সম্বন্ধীয় ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিষয় সকলে হাই কোর্টের সঙ্গে মন্ত্রণা করা হয় নাই কেন ?

পাণ্ডুলিপির ১২ অধ্যায়।—স্বত্বের লিপি।

বলা হইয়াছে যে কোন কোন মহালে জমীদারেরা উপযুক্ত কাগজপত্র রাখে না। যদি এই রূপ হয়, তাহা হইলে এরূপ জমীদারীতে জরীপ ও স্বত্বের ভালরূপ লিপি আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল মহালে কাগজপত্র নির্দ্দোষ এবং যেখানে সম্পর্ক বিশিষ্ট সকল লোকেই তাহাদের যেরূপ কাগজপত্র আছে তাহাতে সন্তুষ্ট, সেখানেও কেন যে জমীদার ও প্রজাকে জরীপের হাঙ্গাম সহ্য করিতে হইবে তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

মাপের প্রাচীন প্রণালীমতে সকল জমীদারই নিয়মিত সময়ান্তরে তাঁহাদের মহালের মাপ করেন এবং তাঁহাদের এক প্রকার না এক প্রকারের মোটা মোটি মাপের কাগজ আছে; অনেকে আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন, ইঁহারা যে আপন মহালের কেবল মাপ করেন তাহা নহে, গবর্ণমেন্ট মহালের যেরূপ নকশা প্রস্তুত হয় প্রায় সেইরূপেই নকশা প্রস্তুত করিয়া রাখেন। তাঁহাদের কাগজপত্রে রায়তের যোতের সূক্ষ্ম পরিমাণ ও ঠিক জায়গা ও জমীর গুণ ও দেয় খাজানার হার দেখাইয়া দেয়।

অতি অল্পসংখ্যক জমীদার আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন। তাঁহারা প্রত্যেক রায়তকে তাঁহার ক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ ইত্যাদি দুরাইয়া দিবা খণ্ড খণ্ডে তাহাদিগকে স্বাক্ষর করাইয়া লন। জমীদারের পক্ষে ইহা বড় সহজ ব্যাপার নহে। খাস মহালে গবর্ণমেন্ট বন্দোবস্ত কারকের যেরূপ হাজির করণের ক্ষমতা আছে, তাঁহার সে ক্ষমতা নাই; সুতরাং তাঁহাকে বিস্তর ব্যয় করিতে হয় ও সুতরাং তাঁহার কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না।

এরূপ অবস্থায় কি বলা যাইতে পারে যে, সমস্ত দেশটা জরীপ করার আবশ্যকতা আছে? অন্ততঃ যে সকল জমীদারির নির্দ্দোষ কাগজপত্র আছে তাহাদিগকে আমার বিবেচনায় অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

আমার প্রস্তাব এই যে যদি জরীপ করিতে হয় সে সকল গ্রামে জমীদার ও রায়ত উভয়েই জরীপ হওয়া ইচ্ছা করে এমন সব গ্রামেই উহাতে হাত দেওয়া উচিত; কি বিচারে যে যাহারা ইচ্ছা করে না তাহাদের শিরেও জরীপের খরচা চাপান হয় আমি তাহা বুঝিতে পারিনা। জরীপে তাহাদের উপকার না হইয়া অনন্ত মামলা মোকদ্দমার উৎপত্তি হইবে।

১৮৭৬ সালে জমীদারদিগকে স্বত্ব রেজিস্টরী করিতে বাধ্য করার জন্য আইন পাস হয়। ইহাতে যে কি পরিমাণে মোকদ্দমার উৎপত্তি হয় তাহা আমরা সকলেই জানি। যেসকল লোকের কিছুমাত্র স্বত্ব ছিল না তাহারাও কোন না কোন রূপ স্বত্ব সাব্যস্ত করাইবার জন্য অগ্রসর হইল, তাহার ফল এই হইয়াছে যে যদিও এই আইন পাস হওয়ার পর আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি অনেক মোকদ্দমার এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই। এমন অনেক জমীদার আছেন যাঁহাদের সম্পত্তিতে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট স্বত্ব থাকিলেও এরূপ মোকদ্দমায় দুষ্পরিহার্য্য চিন্তার উপর অনর্থক অনেক খরচপত্র করিতে হইয়াছে।

জমীদারেরা সমস্ত অধিবাসীর শতকরা এক জনও নহে, তাহাদের স্বত্ব রেজিস্টরী করিতে গিয়াই এই হইল।

যদি এত অল্পসংখ্যক লোকের স্বত্ব রেজিস্টরী করিতে আট বৎসর কালও অল্প সময় বলিয়া গণ্য হইল, তাহাহইলে প্রজার স্বত্ব রেজিস্টরী করিতে কি তাহার দশগুন অধিক সময় লাগিবে না? বাঙ্গালা ও বেহারের প্রায় সমস্ত অধিবাসীই প্রজা। এবিষয়ে যেরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজন তাহাতে যে দীর্ঘসময় লাগিবে এই সমস্ত সময় ধরিয়া মোকদ্দমা, ব্যয়, হয়রাণ ও দুশ্চিন্তায় কি সকল শ্রেণীর লোকেরই ক্ষতি হইবে না?

এই সকল কারণে আমার বোধ হয়, যে সকল গ্রামে সম্পর্কবিশিষ্টলোকে গবর্ণমেণ্টের নিকট জরীপের প্রার্থনা করে তদ্ভিন্ন অন্য গ্রামে জরীপ প্রবর্ত্তিত করা অনাবশ্যক।

জমীদারের রেজিস্টরী।—খামার বা নিজজমী।

আমার সুযোগ্য সহযোগী রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর তাঁহার মতভেদপ্রকাশকালে এরূপ দক্ষতা সহকারে এই বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাহাতে আমার আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কেবলমাত্র বলিব যে এবিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মত সম্পূর্ণরূপে এক।

পাণ্ডুলিপির ১৩ অধ্যায়।—ক্রোক ও খাজানা আদায়।

চারিদিক হইতে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে খাজানা আদায়ের পক্ষে এখন জমিদারদিগের যে উপায় আছে তাহা অপেক্ষা শীঘ্রকর ও অব্যর্থ উপায় হওয়া আবশ্যক এবং যে স্থলে প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া খাজানা দেওয়া বন্ধ করে সে স্থলে বর্ত্তমান আইন সম্পূর্ণরূপে অকার্য্যকর। স্যর জেমস কেয়ার্ডের ন্যায় প্রধান প্রামাণিক ব্যক্তিও যে সকল মহালে "খাজানা দিব না" বলিয়া চীৎকার একবার উঠে, তথায় জমীদারের বিভ্রাটের কথা স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের গত জানুয়ারী মাসের মন্তব্যলিপিতেও এরূপ এবিভ্রাটের কথা স্বীকার করা হইয়াছে।

এই জন্য আমরা (জমিদারবর্গ) স্বভাবতঃই ভরসা করিয়াছিলাম যে এই উদ্দেশ্যে আমাদিগকে খাজানা আদায়ের পক্ষে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু আমরা এবিষয়ে অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি, এবং যদি এই পাণ্ডুলিপি এখন যে ভাবে আছে এই ভাবেই পাস হয়, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা আমাদের অবস্থা

খারাপ হইয়া পড়িবে। কারণ আমাদের আইনসঙ্গত খাজানা আদায়ের সরাসরি ও ব্যয়শূন্য উপায় বিধান না করিয়া ইহা দ্বারা কার্য্যতঃ যে ক্রোক একমাত্র নিশ্চিত, সুবিচারসঙ্গত ও ব্যয়শূন্য কার্য্যপ্রণালী আমাদের এখনও আছে, তাহা রহিত করা হইতেছে।

বর্ত্তমান আইনে বিধান আছে যে রায়তের খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার নিজের লোকের দ্বারা তাহাকে বাকী খাজানার বিবরণ লিখিয়া নোটিস জারী করিয়া শস্য ক্রোক করিতে পারেন। দেশের প্রান্তবর্ত্তী যে সকল স্থানের প্রজাবর্গের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ রাজের অধীন নহে এবং এজন্য সহজেই ইংরাজদের দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিপত্য অতিক্রম করিতে পারে এবং পুর্ণিয়া জিলার অন্তর্গত কুশী দিয়াড়ার মত বিস্তীর্ণ যে সকল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রজারা অর্দ্ধ যাযাবর অবস্থায় থাকে এবং এক ফসলের অধিক কাল এক জায়গায় বাস করে না, তথায় এই এক মাত্র প্রণালী সম্ভবপর।

এরূপস্থলে এক দিনের বিলম্বে বিস্তর হানি হয়। যদি রায়তেরা খাজানা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে শস্য পাকিবামাত্র ক্রোক করিতে হইবে এবং খাজানা না দিয়া শস্য কাটিবার উপযুক্ত সময় তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু ফসল কাটিয়া ফেলিবা মাত্র তাহারা চিরদিনের মত গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়।

যাহা হউক, এই পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব হইয়াছে ভবিষ্যতে ভূম্যধিকারীগণের প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা আবশ্যক এবং শস্য আদালতের সহায়তা ভিন্ন ক্রোক হইবে না। ইহাতে আদালতের কর্ম্মচারীর ক্রোক করণার্থ সেইস্থানে পঁহুছিবার পুর্ব্বে রায়তকে ফসল কাটিয়া লইয়া পলায়ন করিবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হইবে। এরূপ কার্য্যপ্রণালীতে যে জমীদারের উপর কেবল কোর্টফী ও অন্যান্য যে সকল আদালতের লোক নিয়োগ করিতেই হইবে, তাহার জন্য নূতন ও অতিরিক্ত খরচার ভার চাপান হইবে এরূপ নহে, ইহাতে আরও ফল এই হইবে যে এই যে সকল অর্দ্ধ যাযাবর প্রজা শস্য কর্ত্তন হইবা মাত্র গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়, তাহাদের নিকট খাজানা আদায় করিবার জমীদারের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজু করাই তাঁহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় থাকিবে, কিন্তু যে রায়তের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে হইবে তিনি হয়ত সে কোথায় থাকে তাহাও জানেন না এবং যদি তাহার নামে ডিক্রী পাইতে সমর্থ হন সে ডিক্রী জারী করা প্রায় অসম্ভব হইবে।

আমার বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিবার কথা এই যে, অত্যন্ত আবশ্যক, বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে জমীদারের খাজানা আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে পাণ্ডুলিপির একটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, সিলেক্ট কমিটীর হাত দিয়া সেই পাণ্ডুলিপি এমন আকারে বাহির হইল যে ওরূপ করা দূরে থাকুক এখনও যে কষ্ট আছে তাহা বর্দ্ধিত করা হইয়াছে এবং এখন যে একটু উপায় আছে তাহাও লোপ করা হইতেছে ইহা আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হয়।

জমীদারেরাই তাহাদের অংশের গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়ী। তাহারা রায়তের নিকট ঐ রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে। তাহারা যে শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় করে এরূপ নহে। সংপ্রতি তাহাদিগকে রায়তদের নিকট হইতে রায়তের দেয় কোন কোন গবর্ণমেণ্টের কর আদায় করিতে হইতেছে, এবং যদি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিবার জন্য অবধারিত দিবসের সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহারা গবর্ণমেণ্টের পাওনা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা সরাসরি নীলামের দায়ী হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি হইতে বিদূরিত হইবে। অথচ গবর্ণমেণ্টকে দিতে এক দিনের অন্যথা হইলে যাহার জন্য এত গুরুতর শাস্তি অবশ্য ভোগ করিতে হইবে রায়তদের নিকট হইতে তাহা নিশ্চয় রূপে পাইবার কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না।

এক্ষণে আইনের যে অবস্থা তাহার কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইতেছে; বর্ত্তমান আইনে দোষ আছে বলিয়া ভূস্বামী তাহার রায়তের নিকট হইতে আইনমত খাজানা আদায় করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহার নিজের কিছুমাত্র দোষ না থাকিলেও তাহার পিতৃপুরুষাগত সম্পত্তি বিক্রীত ও সে উহা হইতে বহিষ্কৃত হইতেপারে। অথচ আমি পূর্ব্বে দেখাইয়া দিয়াছি যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি আইনের সেই দোষ বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে।

যে আইনে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের অতি অল্প অংশমাত্র বাকী পড়ায় বড় বড় মহাল বিক্রীত হওয়ার বিধান করিতেছে সে আইনের আবশ্যকতা ও সুবিচার বিষয়ে আমার এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই, আমি কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে গবর্ণমেণ্ট যখন নিজের হস্তে সরাসরি বিক্রয়ের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন, তখন জমীদারকে রায়তের নিকট খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরি ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করায় জমীদারেরা গবর্ণমেণ্টের সুবিচারের অভাব হইয়াছে বলিয়া মনে করে।

নিজের মহাল অর্থাৎ খাসমহালের জন্য নিজের মত বিশেষ আইন রাখায়, গবর্ণমেণ্ট নিজেই খাজানা আদায় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের অকার্য্যকরতা স্বীকার করেন; আর যদি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এইরূপ নিয়মই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেইরূপ নিয়ম আমাদের পক্ষেও প্রয়োজন। আমার একান্ত ভরসা যে এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে বিশেষ মনোযোগের সহিত এবিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য, কারণ ইহাতে বেহারস্থ জমীদারবর্গের অধিকাংশেরই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

১৭শ অধ্যায়।—চুক্তির স্বাধীনতা।

জমীদার ও রায়তের মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা উঠাইয়া দিবার ও অধুনা বর্ত্তমান সমস্ত চুক্তি খণ্ডন করিয়া দিবার চেষ্টার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী, একথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। বর্ত্তমান চুক্তি যখন করা হয়, তখন গবর্ণমেণ্টের কথার ঠিক আছে বলিয়া চুক্তিকারীদের বিশ্বাস ছিল এবং গবর্ণমেণ্টও বিশেষরূপে এই সকল চুক্তি আইনসঙ্গত করিয়া এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি যে এই সকল চুক্তি হইতে যে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে বলা হয়, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ দেখান হয় নাই; অথবা জমীদারেরা যে এইরূপ চুক্তির অযথা ব্যবহারদ্বারা অসন্দিহান কৃষককুলের ক্ষতি করিয়াছেন তাহারও কোন প্রমাণ নাই। অতএব যতক্ষণ এরূপ অনিষ্ট যে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, এবিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ না দেওয়া হয়, ততক্ষণ পরস্পরের সম্মতি ক্রমে ও গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন অনুসারে বর্ত্তমান যে বন্দোবস্ত ন্যায্যরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, যেন তাহার এরূপ ভয়ানক নাড়াচাড়া করা না হয়।

জমীদার ও রায়তের মধ্যে যত চুক্তি হইয়াছে তাহার সমস্তেই রায়তের ক্ষতি হইতেছে এই সিদ্ধান্তটী ধরিয়া লইয়াই প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপ ভ্রমাত্মক, কারণ অনেক স্থলে চুক্তি দ্বারা স্পষ্টরূপেই রায়তের সুবিধা হয়। রায়ত জমীদারের কথামত কাজ করায় অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়। এরূপ চুক্তিতে সম্ভবমত কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু তথাপি এগুলিও বন্ধ করা হইবে।

উপসংহার কালে এই সিলেক্ট কমিটীর মীমাংসায় আমার যে বিশেষ আপত্তি আছে, তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি; কারণ আমার বিবেচনায় এরূপ গুরুতর বিষয়ে যাহাদ্বারা ন্যায্য সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায়, আমরা এরূপ উপযুক্ত উপকরণ পাই নাই।

যে সকল কারণের কথা বলা হইল, যাহার জন্য কেবল যে গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ভূম্যাধিকারীর স্বত্বের হানি করণরূপ উৎকট উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যক তাহা নহে, যাহার জন্য এমন এক অসম্পূর্ণ আইনের অবতারণা করা হইল যে গবর্ণমেণ্টের আইনের সভাসদ উহা উত্থাপিত করার সময় নিজেই স্বীকার করিলেন যে ইহাতে যে বর্ত্তমান কৃষক শ্রেণীর উপকারার্থ বিশেষ করিয়া এই আইন পাস করা হইবে তাহাদের লোপ হইবার এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন আইন দ্বারা রক্ষিত নহে এরূপ এক নূতন কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইবার ও আবার তৎকালীন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এক পাণ্ডুলিপি দ্বারা উৎপাদিত অনিষ্ট সমূহের প্রতিকারার্থ আর এক বার সমস্ত দেশটাকে আন্দোলন ও কষ্টে নিমজ্জিত করিতে হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কারণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের নিকট পরিষ্কার প্রমাণ দেওয়া উচিত ছিল।

আমি নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিতে চাহি যে যদি ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ নির্ণয় ও তৎবিষয়ের সুব্যবস্থা করণার্থ পাণ্ডুলিপি আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ঐ পাণ্ডুলিপি এরূপ ভাবে কল্পনা করিতে হইবে ও এরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে যে ভবিষ্যতে গোলযোগ উৎপন্ন না করিয়া চিরকালের মত এবিষয় মীমাংসা করিয়া দেয়।

আরও আমার মত এই যে অধিকাংশ বিষয়ে প্রমাণ গ্রহণ ব্যতিরেকে সিলেক্ট কমিটীতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে রীতিমত বিচার করা অসম্ভব হইয়াছিল। প্রমাণ না দেওয়ায় এবং স্থিতিরীতি বিষয়ক যথার্থ সংবাদ আমাদের নিকট না দেওয়ায়, ও ঐ সকল সংবাদের পরীক্ষা না হওয়ায়, আমাদের বাদানুবাদ সন্তোষজনক হয় নাই এবং যে মীমাংসায় উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহা উপযুক্ত প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে।

১২৮৪ সাল ১ আশ্বিন। দ্বারভঙ্গা।

সনন্দের অনুবাদ।

সুবা বেহারের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত আমিল, জায়গীরদার, ক্রোড়ী কার্য্যকারক ও সিকদারগণ বিদিত হউন। সমস্ত লোক যাঁহার আজ্ঞাকারী সেই বাদশাহের আজ্ঞাক্রমে উক্ত বেহার সুবার অন্তর্গত মুঙ্গের সরকারের খরকপুর পরগনা ও ত্রিহুত সরকারের দেহাত পরগনা আনুষঙ্গিক ইনাম মুসুম প্রভৃতি স্বত্বের সহিত রাজা মধু সিংহকে দৃঢ়তর করিয়া দেওয়া গেল। (রাজা মধু সিংহের জমীদারী উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি প্রাপ্ত হওয়ায়, উহা ঐরূপ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল) নিজামতের কারপরদাজ ও কার্য্যকারকগণ ঐ রাজাকে তাঁহার রাজভক্তি যতদিন থাকে চিরস্থায়ী জমীদার স্বীকার করে, তাঁহাকে জমীদারী স্বত্বে বজায় রাখে তাঁহার সমস্ত তলবে টাকা আদায় করিয়া দেওয়া এবং যদি তিনি রাজভক্ত ও রায়তের হিতৈষী হন তবে ইহাঁর পরামর্শ লইয়া কার্য্য করে, ইহা আবশ্যক। আরও এই মহামান্য সনন্দের অনুগামী হইয়া তাহারা ইহার আজ্ঞানুসারে ঠিক ঠিক কার্য্য করিবে এবং বৎসরান্তর নবীকৃত সনন্দ দাখিল করার জন্য আগ্রহ করিবে না।

অভিষেকের ৪১ বৎসরের ২৯ শাওয়াল।

ডি. ফিট্জপাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,
Bengali Translator.

B 273—28-1-84—2,140

Numb. 2338 [২৩৩৮].

[REGISTERED No. 30.]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 20, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২০ মে।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1997 A.

GENERAL.—*The 3rd April* 1884.—Mr. J. C. Veasey, Officiating Magistrate and Collector, Moorshedabad, is appointed to act, until further orders, in the second grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 23rd ultimo.

The 30th April 1884.—Mr. C. A. W. Fordyce, Officiating Sub-Deputy Collector, Khoorda, Pooree, is appointed to be a Special Deputy Collector under the Board of Revenue for acquiring land for the Kairbad-Roopnarainpore Railway.

Mr. Fordyce is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in the Burdwan district.

Moulvie Abdool Jubber, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th May, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Baboo Bunkoo Behari Buxee, Sub-Deputy Collector, Pakour, Southal Pergunnahs, is allowed leave for 21 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 22nd March 1884.

The 1st May 1884.—Mr. L. J. R. Brace, Curator of the Herbarium of the Royal Botanical Gardens, Calcutta, is appointed to have charge of the Royal Botanical Gardens, in addition to his own duties, during the absence, on leave, of Dr. G. King, or until further orders.

Mr. J. Gammie, Head Gardener of the Government Cinchona Cultivation, Darjeeling, is appointed to have charge of the Cinchona Plantation, in addition to his own duties, during the absence, on leave, of Dr. G. King, or until further orders.

Mr. B. Dé, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

Baboo Bonomali Paramanick, Temporary Sub-Deputy Collector, Satkhira, Khoolna, is allowed leave for 2 months and 11 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Baboo Rajoni Kanto Mookerjee is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Satkhira in the district of Khoolna, during the absence, on leave, of Baboo Bonomali Paramanick, or until further orders.

Baboo Dwarka Nath Mookerjee, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Mozufferpore, on leave, is posted to the sudder station of the district of Shahabad.

Baboo Rakhal Das Haldar, Manager of the Chota Nagpore Estate, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code.

The 5th May 1884.—The undermentioned officers reported their departure from India, on furlough, on the 20th April 1884:—

Mr. R. M. Waller. | Mr. H. A. D. Phillips.

Baboo Shital Nath Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is allowed leave for four days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 5th February last.

Baboo Shital Nath Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, on leave, is transferred to Jessore, and is posted to the sudder station of that district.

Mr. G M. Goodricke, Deputy Collector of Calcutta and Superintendent of Excise Revenue, is allowed leave, on private affairs, for six months, under section 130, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

[*Government Gazette, 20th May* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

১১১৭ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।—মুরশিদাবাদের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত জে, পি, বীণে সাহেব গত মাসের ২৩ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল।—পুরীর অন্তর্গত খুর্দার একটিং সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি, এ, ডবলিউ কর্ডাইস সাহেব ময়রাবাদ-রূপনারায়ণপুর রেলওয়ের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণার্থে রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাধীনে বিশেষ ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত কর্ডাইস সাহেব বর্দ্ধমান জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

পাটনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী আবদুল জব্বার ১০ মে অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারা মতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত পাকুড়ের সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বঙ্কবিহারী বক্সী ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চ্চের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে একুশ দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—ডাক্তর শ্রীযুত জি, কিং সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার রয়ল বটানিকাল উদ্যানের হর্বেরিয়মের কিউরেটর শ্রীযুত এল, জে, আর, ব্রেন সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত রয়ল বটানিকাল উদ্যানের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তর শ্রীযুত জি, কিং সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দার্জ্জিলিঙস্থ গবর্ণমেন্টের সিনকোনা চাষের প্রধান গার্ডনর শ্রীযুত জে, গ্যামাই সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত সিনকোনা আবাদের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

হুগলীর একটিং জাইণ্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বি, ডে সাহেব উক্ত জিলার ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বনমালী পরামানিক অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭ ধারামতে দুই মাস এগার দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু বনমালী পরামানিকের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় খুলনা জিলার অন্তর্গত সাতক্ষীরার সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটী প্রাপ্ত মজঃফরপুরের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় শাহাবাদ জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

ছোটনাগপুর ষ্টেটের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু রাখালদাস হালদার সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সালে ৫ মে।—নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮৪ সালের ২০ আপ্রিলে ভারতবর্ষ হইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।—

শ্রীযুত আর, এম, ওয়ালর সাহেব।	শ্রীযুত এচ, এ, ডি, ফিলিপস সাহেব।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শীতলনাথ বসু গত ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে চারি দিনের ছুটী পাইলেন।

ছুটীপ্রাপ্ত বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শীতলনাথ বসু যশোহর জিলায় প্রেরিত হওয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

কলিকাতার ডেপুটী কালেক্টর ও আবকারী রাজস্বের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জি, এম, ওড্রিক সাহেব এই মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩০ ধারামতে নিজ কার্য্যের নিমিত্ত ছয় মাসের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

Mr. R. C. Sterndale, Vice-Chairman of the Suburban Municipality, Calcutta, is appointed to act as a Deputy Collector in Calcutta, and as Superintendent of Excise Revenue, under section 32 of Act VII (B.C.) of 1878, in the following places, that is to say:—

(1) In the district of Calcutta;

(2) In so much of the district of the 24-Pergunnahs as is within the jurisdiction of the Commissioner of Police, Calcutta; and

(3) In so much of the district of Hooghly as is comprised within the limits of the Municipality of Howrah.

Mr. Sterndale is also appointed to act as a Collector of Stamp Revenue, Calcutta, under section 3 of Act I of 1879, and as a Collector under section 3 of the Bengal License Tax Act, II of 1880, in Calcutta.

Mr. Sterndale will act in the said appointments during the absence, on leave, of Mr. G. M. Goodricke, or until further orders.

The 7th May 1884.—Mr. J. Scobell Armstrong, Collector of Customs, Calcutta, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 21st instant.

Mr. F. R. S. Collier, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Serampore, Hooghly, is appointed to act as Collector of Customs, Calcutta, during the absence, on leave, of Mr. J. Scobell Armstrong, or until further orders.

Mr. F. A. Slack, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Contai, Midnapore, is appointed to have charge of the Serampore sub-division of the Hooghly district, during the absence, on deputation, of Mr F R. S. Collier, or until further orders.

Moulvie Abdul Kadir, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Narail, Jessore, on leave, is appointed to have charge of the Contai sub-division of the Midnapore district, during the absence, on deputation, of Mr. F. A. Slack, or until further orders.

The 12th May 1884 —Baboo Upendra Chandra Mookerjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is posted to the sudder station of the district of Burdwan.

This cancels the order of the 29th ultimo, posting Baboo Upendra Chandra Mookerjee to the sudder station of the district of Purneah.

POLICE.—*The 24th April* 1884.—Mr. C. Raban, Officiating District Superintendent of Police, Khoolna, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 3rd May next, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

The 28th April 1884.—Colonel H. E. Waller, District Superintendent of Police, Durbhunga, is promoted to the first grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Colonel C. T. Hitchins, deceased.

Mr. W. W. Daly, Commandant of Frontier Police, Assam, on leave, is promoted to the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Colonel H. E. Waller.

Mr. D. W. Ritchie, District Superintendent of Police, Furreedpore, is promoted to the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. W. W. Daly.

Mr. C. P. Crouch, Commandant of Frontier Police, Assam, is promoted to the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. D. W. Ritchie.

Mr. W. F. Smith, Officiating District Superintendent of Police, Chittagong, is appointed to be a District Superintendent of Police of the fifth grade, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. C. P. Crouch.

[*Government Gazette, 20th May* 1884.]

কলিকাতা শাণানগর মুনিসিপালিটীর প্রতিনিধি সভাপতি শ্রীযুত আর, সি, ষ্টর্ণডেল সাহেব কলিকাতার ডেপুটী কালেক্টরের ও নিম্নলিখিত সকল স্থানে ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৩২ ধারামতে আবকারী রাজস্বর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

(১) কলিকাতা জিলায়;

(২) ২৪ পরগণা জিলার যে অংশ কলিকাতার পোলীস কমিশনরের বিচারাধিপত্যের মধ্যে আছে সেই অংশে;

(৩) হুগলী জিলার যে অংশ হাবড়া মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে আছে সেই অংশে।

শ্রীযুত ষ্টর্ণডেল সাহেব ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩ ধারামতে কলিকাতার ইষ্টাম্প রাজস্বের কালেক্টরের এবং বঙ্গদেশের লাইসেন্স টাক্স বিষয়ক ১৮৮০ সালের ২ আইনের ৩ ধারামতে কলিকাতার কালেক্টরের কর্ম্ম করিতেও নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত জি, এম গুড্রিক সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুত ষ্টর্ণডেল সাহেব ঐ২ পদের কর্ম্ম করিবেন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।—কলিকাতার কষ্টমের কালেক্টর শ্রীযুত জে, স্কোবল আর্ম্মষ্ট্রং সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ২১ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত জে, স্কোবল আর্ম্মষ্ট্রং সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের একটিং জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এফ, আর, এস, কলিয়র সাহেব কলিকাতার কষ্টমের কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত এফ, আর, এস, কলিয়র সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেদনীপুরের অন্তর্গত কাঁতির একটিং জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এফ, এ, স্লাক সাহেব হুগলী জিলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত এফ, এ, স্লাক সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের ছুটীপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী আবদুল কাদের মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত কাঁতি মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমান জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পূরণিয়া জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৯ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৪ আপ্রিল।—খুলনার পোলীসের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত সি, বেবান সাহেব আগামি মে মাসের ৩ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।—কর্ণেল সি, টি, হিচিন্স সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে দ্বারভাঙ্গার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত এচ, ই, ওয়ালর সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

কর্ণেল শ্রীযুত এচ, ই, ওয়ালর সাহেবের পরিবর্ত্তে ছুটীপ্রাপ্ত আসামের সীমান্ত স্থানের পোলীসের কমাণ্ডাণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, ডবলিউ, ডালি সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ, ডবলিউ, ডালি সাহেবের পরিবর্ত্তে ফরীদপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডি, ডবলিউ, পীকক সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ, ডি, পীকক সাহেবের পরিবর্ত্তে আসামের সীমান্ত স্থানের পোলীসের কমাণ্ডাণ্ট শ্রীযুত সি, পি, ক্রেচ সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টদের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত সি, পি, ক্রেচ সাহেবের পরিবর্ত্তে চট্টগ্রামের পোলীসের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, এস, স্মিথ সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের পঞ্চম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

Mr. H. S. Schurr, Temporary Assistant Superintendent of Police, of the first grade, is confirmed in that grade, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. W. F. Smith.

Mr. J. T. Rivett-Carnac, Assistant Superintendent of Police, Assam, is promoted temporarily to the first grade of Assistant Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. H. S. Schurr.

Mr. J. C. Stack, Temporary Assistant Superintendent of Police of the second grade, is confirmed in that grade, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. H. S. Schurr.

Mr. H. C. Clogstoun, Assistant Superintendent of Police, Mymensingh, is promoted temporarily to the second grade of Assistant Superintendents of Police, ith effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. J. C. Stack.

REGISTRATION.—*The* 1*st May* 1884.—Moulvie Syed Abdur Raub, Special Sub-Registrar of Jessore, on probation, is confirmed in that appointment.

EDUCATION.—*The* 30*th April* 1884.—Baboo Akhoy Kumar Mookerjee, Head Master of the Rungpore Zillah School, is appointed a member of, and Secretary to, the District School Committee of Rungpore, *vice* Baboo Khetter Mohun Mittra, who has left the district.

The 5*th May* 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Howrah :—

Surgeon-Major J. G. Pilcher, Civil Surgeon, Howrah, *vice* Baboo Becharam Chatterjee, resigned.

Mr. S. F. Downing, Principal, Engineering College, Howrah, *vice* Mr. J. H. Reily.

The Revd. A. L. Mitchell, Chaplain, Howrah, *vice* Kumar Bejoy Kissen Roy, deceased.

Pundit Mohesh Chunder Nyayaratna, C.I.E., Principal, Sanskrit College, Calcutta, *vice* Baboo Obhoy Churn Ghose, deceased.

Baboo Bunkim Chunder Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Howrah, *vice* Baboo Raj Kissen Mookerjee, deceased.

OPIUM.—*The* 30*th April* 1884.—Mr. N. T. Ryves, Sub-Deputy Opium Agent, Hajeepore, Mozufferpore, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st April 1884.

Mr. W. T. Ryves, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Chupra, is appointed to act as Sub-Deputy Opium Agent, Hajeepore, Mozufferpore, during the absence, on leave, of Mr. N. T. Ryves, or until further orders.

The 1*st May* 1884.—Mr. W. L. L. Reed, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Tehta, is allowed leave for 2 months and 27 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 19th instant.

MEDICAL.—*The* 2*nd May* 1884.—Surgeon J. Moorhead, Civil Surgeon of Mymensingh, reported his departure from India, on furlough, on the afternoon of the 18th ultimo.

The 5*th May* 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the Bundipore Dispensary, in the district of Hooghly :—

Baboo Gris Chandra Chakrabutty.
„ Bani Madhub Ghattack.
„ Gris Chundra Roy.

Baboo Mohesh Chundra Ghatak.
„ Brojonoth Mittra.
„ Khetranoth Ghose.

[*Government Gazette*, 20*th May* 1884.]

শ্রীযুত ডবলিউ, এফ, স্মিথ সাহেবের পরিবর্ত্তে পোলীসের প্রথম শ্রেণীর কিয়ৎকালীন আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, এস, শর, সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি সেই পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এচ, এস, শর, সাহেবের পরিবর্ত্তে আসামের পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে, টি, রিবেট-কার্ণাক সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি কিয়ৎকালের নিমিত্তে পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এচ, এস, শর, সাহেবের পরিবর্ত্তে পোলীসের দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে, সি, ষ্টাক্ সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত জে, সি, ষ্টাক সাহেবের পরিবর্ত্তে ময়মনসিংহের পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ সি, ক্রুগস্টন সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি কিয়ৎকালের নিমিত্তে পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১ মে।—পরীক্ষার্থ যশোহরের বিশেষ সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ আবদুল রব সেই পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল।—শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রমোহন মিত্র রঙ্গপুর জিলাহইতে গমন করায় রঙ্গপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, রঙ্গপুর জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বর ও সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হাবড়া জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় কর্ম্মত্যাগ করাতে হাবড়ার সিবিল চিকিৎসক সর্জন মেজর শ্রীযুত জে, জি, পিলচর সাহেব।

" জে, এচ রাইলী সাহেবের পরিবর্ত্তে হাবড়ার ইঞ্জিনিয়রিং কালেজের প্রিন্সিপল শ্রীযুত এস, এফ, ডৌলিং সাহেব।

কুমার বিজয়কৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু হওয়াতে হাবড়ার ধর্ম্মোপদেশক পাদরী শ্রীযুত এ, এল, মিচেল সাহেব।

বাবু অভয়াচরণ ঘোষের মৃত্যু হওয়াতে কলিকাতার সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপল, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি, আই, ই,।

বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়াতে হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আফীম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল।—মজফরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের আফীমের সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত এন, টি, রাইবস সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ আপ্রিল অবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এন, টি, রাইবস সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ছাপরার আফীমের আসিষ্টান্ট সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুক্ত ডবলিউ, টি, রাইবস সাহেব মজফরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের আফীমের সব-ডেপুটী এজেণ্টের কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—তেহতার আফীমের আসিষ্টান্ট সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, এল, এল, রীড সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১৯ তারিখ অবধি দুই মাস সাতাইশ দিনের ছুটী পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২ মে।—ময়মনসিংহের সিবিল চিকিৎসক সর্জন শ্রীযুত জে, মুরহেড সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া গত মাসের ১৮ তারিখের অপরাহ্ণে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হুগলী জিলার অন্তর্গত বন্দীপুরের ঔষধালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।	শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র ঘটক।
" " বেণীমাধব ঘটক।	" " ব্রজনাথ মিত্র।
" " গিরীশচন্দ্র রায়।	" " ক্ষেত্রনাথ ঘোষ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

The 13th May 1884.—Dr. K. D. Ghose, Civil Medical Officer, Khoolna, is appointed to act as Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, during the absence, on leave, of Surgeon-Major K. P. Gupta, or until further orders.

SANITATION.—*The 28th April* 1884.—Assistant Surgeon Kally Prosunno Ghosal is appointed to act as Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Neem Chand Gupta, or until further orders, with effect from the date on which he joined his appointment.

Assistant Surgeon Kally Prosunno Ghosal, Officiating Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, is appointed to be Superintendent of Vaccination, Southal Pergunnahs Circle.

This cancels the order of the 15th February last, appointing Assistant Surgeon Anand Chunder Mookerjee to be Superintendent of Vaccination, Sonthal Pergunnahs.

Assistant Surgeon Mohendro Nath Das, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to act as Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Neem Chand Gupta, or until further orders.

ZOOLOGICAL GARDENS.—*The 2nd May* 1884.—Lieutenant-Colonel G. F. Graham is appointed to be a member of the Committee for the management of the Zoological Gardens, Alipore.

The 13th May 1884.—Mr. C. H. Moore is appointed to be a member of the Committee for the management of the Zoological Gardens, Alipore.

MUNICIPAL.—*The 4th May* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Rungpore Municipality of Dr. E. S. Brander, Civil Surgeon of the district, to be their Vice-Chairman.

The 5th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Mozufferpore Municipality of Baboo Iswary Churn Mukerjea to be their Vice-Chairman.

Baboo Okhoy Coomar Sen, Personal Assistant to the Commissioner of Dacca, is appointed to be a Commissioner of the Dacca Municipality, *vice* Moulvie Obaidullah, resigned.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Chattra Municipality, in the district of Hazareebagh, of Baboo Mohendra Lall Ghose, Munsif, to be their Vice-Chairman.

The 9th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the North Dum-Dum Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Preonath Banerjea to be their Vice-Chairman.

ROAD CESS.—*The 5th May* 1884.—Mr. J. C. Williamson is appointed to be a member and Vice-Chairman of the Pooree District Road Committee.

Mr. Patrick Duff, Sub-Manager of Narediger, is appointed to be a member of the Soopole Branch Road Committee, in the district of Bhaugulpore, *vice* Baboo Mohadeo Dutt, transferred.

The following gentlemen are appointed to be members of the Rajshahye District Road Committee:—

Baboo Jadoo Nundun Sen. | Mr E. A Lang.

Munshi Tazimuddin, Rural Sub-Registrar, is appointed to be a member of the Julpigoree District Road Committee.

Moulvie Ersad Ali Khan Chowdry is appointed to be Vice-Chairman of the Nattore Branch Road Committee.

The -th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Balasore District Road Committee:—

Baboo Heramba Narayan Roy Mohasay. | Baboo Sreekant Kur.
Baboo Damudar Chowdhury.

The following gentlemen are re-appointed to be members of the above Committee:—

Lala Jadunath Roy.	Baboo Radharaman Das.
Rajah Shyamanund De.	„ Bhugwan Chunder Das.

[*Government Gazette*, 20th May 1884.]

১৮৮৪ সাল ১১ মে।—সর্জন মেজর শ্রীযুত কে, পি, গুপ্তের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, খুলনার সিবিল চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুত কে, ডি ঘোষ, রাজধানীচক্রের টিকাদান কার্য্যের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।—আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত নিমচাঁদ গুপ্তের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কাল অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন ঘোষাল রাজধানী চক্রের টিকাদান কার্য্যের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম এতদ্দিনের তারিখ অবধি সেই কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজধানীচক্রের টিকাদান কার্য্যের একটিং ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত কালী-প্রসন্ন ঘোষাল সাঁওতাল পরগণা চক্রের টিকাদান কার্য্যের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে সাঁওতাল পরগণার টিকাদান কার্য্যের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত করণবিষয়ক গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৫ তারিখের আজ্ঞা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত নিমচাঁদ গুপ্তের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দাস রাজধানী চক্রের টিকাদান কার্য্যের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পশুপক্ষ্যাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যান বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১ মে।—লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত জি, এফ, গ্রাহম সাহেব আলিপুরস্থ পশুপক্ষ্যাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যানের কার্য্য নির্ব্বাহের কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১১ মে।—শ্রীযুত সি, এচ, মুর সাহেব আলিপুরস্থ পশুপক্ষ্যাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যানের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মুনিসিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৪ মে।—রঙ্গপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা ঐ জিলার সিবিল চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুত কে, এস, ব্রাউন সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—মজঃফরপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরীচরণ মুখোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুত মৌলবী আবদুল্লা কর্ম্ম ত্যাগ করাতে ঢাকার কমিশনর সাহেবের স্বকীয় আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার সেন, ঢাকা মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

হাজারীবাগ জিলার অন্তর্গত চাতরা মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা মুনসেফ শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্র-লাল ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত উত্তর দমদমা মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পথকর বিষয়।—১৮৮৪ সাল ৫ মে।—শ্রীযুত জে, সি, উইলিয়মসন সাহেব পুরী জিলার পথ কমিটীর মেম্বর ও প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু নবাদেব দত্ত স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের অধীন আফিমের এজেণ্ট শ্রীযুত পাট্রিক ডফ সাহেব ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত সুপলের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রাজশাহী জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু যদুনন্দন সেন। | শ্রীযুত ই, এ, ল্যাং সাহেব।

আম্য সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত মুনসী তমিজুদ্দীন জলপাইগুড়ি জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মৌলবী আমাদ আলি খাঁ চৌধুরী নাটোরের শাখা পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বালেশ্বর জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু হেরম্ব নারায়ণ রায় মহাশয়। | শ্রীযুত বাবু শ্রীকান্ত কর।
শ্রীযুত বাবু দামোদর চৌধুরী।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত কমিটীর মেম্বরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত লালা যদুনাথ রায়।	শ্রীযুত বাবু রাধারমণ দাস।
„ রাজা শ্যামানন্দ দে।	„ „ ভগবানচন্দ্র দাস।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

The following notification is re-published from the *Assam Gazette*:—

No. 127.—*The* 30*th April* 1884.—Mr. J. J. S. Driberg, Officiating Deputy Commissioner, fourth grade, and Mr. B. G. Geidt, Officiating Assistant Commissioner, second grade, held the substantive appointments of first and second grade Assistant Commissioners, respectively, from the 1st August to the 6th November 1883, and reverted to the second and third grades of Assistant Commissioners on the 7th November 1883.

Mr. B. G. Geidt officiated in the first grade of Assistant Commissioners from the 1st August to the 6th November 1883, and reverted to Officiating Assistant C mmissioner, second grade, on the 7th November 1883.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 29*th April* 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers vested in him by section 180 of Act IX (B.C.) of 1880, to confirm the following bye-laws, which have been framed by the District Road Committee of Mymensingh at a meeting, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the publication of this notification.

Bye-laws.

I. Any one making or causing any obstruction, by means of buildings, huts, fences or otherwise, on any roadway or side-drain, or by tethering cattle upon, or so that they can stray upon any roadway or side-drain, or by leaving carts or cattle standing without a driver, so as to cause inconvenience or danger to the public or to any person, or by stacking straw or jute, or by exposing goods for sale, or by depositing rubbish or the like, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which the offence is continued.

II. Any one making or causing any obstruction in or to any waterway or drain or channel running alongside of any roadway, or in the immediate vicinity of any bridge or culvert, constructed or being constructed on any road cess road, so as to injure, or tend to injure, such structure or roadway, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which the offence is continued.

III. Any one cutting or damaging trees planted by, or under charge of, the Road Committee, or damaging fences on any roadway or its slope, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

IV. Any one committing a nuisance on any roadway, or in its immediate vicinity or in any side excavations or under any bridge, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 2.

V. Any one excavating a hole, pit, tank, or well without the permission of the District Engineer, within 15 feet from the bottom of any road slope, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which such hole pit, &c shall not be filled up after due notice given.

VI. Any one driving any vehicle, cattle, or elephant along any road during its construction, or until such time as it is declared open by the District Engineer by a public notice given in such manner as the Committee may prescribe, and any one taking an elephant over any wooden bridge, shall be liable to a fine not exceeding Rs 10.

VII. During the course of repairing any district road or bridge it shall be lawful for the person in charge of such repairs to stop traffic from passing over such roadway as is undergoing repair, provided he leaves some portion of the roadway over which traffic can pass. Whoever wilfully disobeys any such order shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

VIII. Any one steeping jute in any roadside drain, the property of the Road Committee, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs 2 for every day on which the offence is continued.

IX. Whoever being in possession of, or having control over, any trees, bamboos or hedges overhanging or obstructing any road or side-drain or slopes, and being required to cu

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেটহইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১২৭ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল।—চতুর্থ শ্রেণীর একটিং ডেপুটী কমিশ্যনর শ্রীযুত জে, জে, এস, ড্রিবের্গ সাহেব ও দ্বিতীয় শ্রেণীর একটিং আসিস্টান্ট কমিশ্যনর শ্রীযুত বি, জি, গেইট সাহেব ১৮৮৩ সালের ১ আগস্ট অবধি ৬ নবেম্বর পর্য্যন্ত ক্রমশঃ আসিস্টান্ট কমিশ্যনরদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থায়িপদ ধারণ করিয়া ১৮৮৩ সালের ৭ নবেম্বরে আসিস্টান্ট কমিশ্যনরদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পদে প্রত্যাগমন করিলেন।

শ্রীযুত বি, জি, গেইট সাহেব ১৮৮৩ সালের ১ আগস্ট অবধি ৬ নবেম্বর পর্য্যন্ত আসিস্টান্ট কমিশ্যনরদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিয়া ১৮৮৩ সালের ৭ নবেম্বরে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটিং আসিস্টান্ট কমিশ্যনরের পদে প্রত্যাগমন করিলেন।

এস, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি, ময়মনসিংহ জিলার মস্তাগঞ্জ পথ কমিটীর প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।—

উপবিধি।

১। কোন ব্যক্তি কোন পথের বা তৎপার্শ্বস্থ নর্দ্দমার উপর কোঠা কি চালা ঘর করিয়া কি বেড়া দিয়া কি প্রকারান্তরে কিম্বা গবাদি কোন পথে কি পার্শ্বস্থ নর্দ্দমায় বাঁধিয়া দিয়া অথবা যথা হইতে তথায় যাইতে পারে এমত স্থানে বাঁধিয়া দিয়া কিম্বা যাহাতে সাধারণের বা কোন ব্যক্তির অসুবিধা বা বিপদ হইতে পারে এমত ভাবে গাড়ওয়ান বিনা গরুরগাড়ী বা গবাদি পথে দাঁড়করাইয়া রাখিয়া কিম্বা খড় কি পাট গাদা করিয়া কিম্বা দ্রব্য বিক্রয়ার্থ রাখিয়া কিম্বা জ্বালানি জমা করিয়া পথে বাধা করিলে বা জন্মাইলে তাহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ও যত দিন সেই অপরাধ হইতে থাকে তাহার দিনপ্রতি ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

২। কোন ব্যক্তি কোন পথের পার্শ্বে২ গামি কোন জল পথের কি নর্দ্দমার কি খালের বাধা কিম্বা পথকরের কোন পথে যে সেতু কি সাঁকো প্রস্তুত হইয়াছে কি হইতেছে সেই সাঁকোর কি পথের হানি করিয়া বা যাহাতে তাহার হানি হইতে পারে এমত ভাবে তাহার অতি নিকটবর্ত্তী স্থানের বাধা করিলে বা জন্মাইলে তাহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ও যত দিন সেই অপরাধ করিতে থাকে তাহার দিনপ্রতি ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৩। কোন ব্যক্তি পথ কমিটীর রোপিত বা তত্ত্বাধীন গাছ কাটিলে বা তাহার ক্ষতি করিলে কিম্বা কোন পথের ধারের বা ঢালু স্থানের বেড়ার ক্ষতি করিলে তাহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি কোন পথে বা তাহার অতি নিকট স্থানে কিম্বা তৎপার্শ্ববর্ত্তি কোন খাতে কিম্বা কোন সাঁকোর নীচে মলমূত্র ত্যাগ করিলে তাহার ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৬। কোন পথ প্রস্তুত করণ সময়ে কিম্বা কমিটীর নির্দ্দিষ্ট প্রণালীক্রমে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র কর্ত্তৃক পথ খোলা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দেওয়া না গেলে, কোন ব্যক্তি সেই পথ দিয়া কোন যান কি গবাদি কি হস্তী চালাইলে তাহার, এবং কোন ব্যক্তি কাষ্ঠময় সাঁকোর উপর দিয়া হস্তী লইয়া গেলে তাহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৭। জিলার কোন পথ বা সাঁকো মেরামৎ করিবার সময়ে, মেরামৎকরণ কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি পথের যতদূর মেরামত করা যাইতেছে তাহার উপর দিয়া বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাওয়া বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন, কিন্তু বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইবার জন্য ঐ পথের কিয়দংশ রাখিয়া দিবেন। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিলে তাহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৮। কোন ব্যক্তি পথের পার্শ্বস্থ পথকমিটীর কোন নর্দ্দমায় পাট ভিজাইয়া রাখিলে তাহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে, ও যত দিন সেই অপরাধ হইতে থাকে দিন প্রতি তাহার ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৯। কোন পথের বা তৎপার্শ্বস্থ নর্দ্দমার বা ঢালু স্থানের উপর ঝুলিয়া পড়া বা অবরোধকারি কোন গাছের কি বাঁশের কি বেড়ার দখীলকারের কিম্বা তাহার উপর যাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকে

down or trim such trees, &c., or otherwise remove the obstruction, shall comply with such requisition within seventy-two hours. In default, it shall be lawful for the Road Committee to have the obstruction removed at the cost of the owner up to a maximum of Rs. 10 leviable as a fine.

X. Every driver of a carriage or cart, or every person in charge of cattle or elephants, must keep to his left while passing another vehicle or cattle or elephant moving in the opposite direction along any district road. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

XI. Every carriage plying between dusk and dawn shall carry two conspicuous lights, and every cart, palki or other vehicle and every elephant shall carry one conspicuous light. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 7th May 1884.—It is hereby notified for general information that, under clause 2, section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor is pleased to declare the ferry working between Bahar on one side of the river Pudma and Nobipura on the other, which was hitherto known by the name of Rupgunj ferry, in the district of Dacca, to be a public ferry.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt of Bengal.

DECLARATION.

The 2nd May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Pooree Municipality for a public purpose, viz. for widening a road known as the Dolemandap road, in Dolemandapsahi, within the limits of the Pooree Municipality, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 gunta 5 biswas and 5 gundas of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the garden known as belonging to Gangadhar Mahapatra, bearing measurement No. 17; on the east by the Bhursung tree and the mud wall enclosing the garden known as belonging to the said Gangadhar Mohapatra, which bears measurement No. 18; on the south by the public road, and on the west by land bearing measurement No. 19, and known as belonging to Gopeenath Parihari, on which the house of Ram Swamee stands.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 5th May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Naraingunge Municipality for a public purpose, viz. for a Mahomedan burial ground in the village of Paekpara, pergunnah Nesorat Shai, in the town of Naraingunge, Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 bigahs 9 cottahs 6 dhoors of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the Paekpara road; on the south by the houses of Amir, Khodabux, Nazim and Kazim Bhua; on the west by a ditch east of Arot Sordar's house; and on the east by the low land west of Nadar's house.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 20th May* 1884.]

তাঁহার প্রতি ঐ গাছাদি কাটিয়া ফেলিবার কি খুড়িয়া দিবার কি প্রকারান্তরে ঐ অবরোধক দ্রব্য স্থানান্তর করিবার আদেশ হইলে তিনি বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে ঐ আদেশমতে কার্য্য করিবেন, না করিলে পথকমিটী অত্যধিক ১০৲ দশ টাকা পর্য্যন্ত স্বামীর খরচে ঐ অবরোধক দ্রব্য স্থানান্তর করিয়া অর্থদণ্ডের ন্যায় সেই টাকা আদায় করিতে পারিবেন।

১০। ঘোড়ার বা গরুরগাড়ীর প্রত্যেক গাড়ওয়ান কিম্বা গবাদি বা হস্তী যাহার জিম্মায় থাকে এমত প্রত্যেক ব্যক্তি জিলার পথ দিয়া যাইবার সময়ে অন্য যান বা গবাদি বা হস্তী সম্মুখে আসিতেছে দেখিলে আপন বাম দিক্ দিয়া যাইবে। এই বিধি লঙ্ঘনের ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড।

১১। সূর্য্যাস্ত অবধি সূর্য্যোদয়ের মধ্য কোন সময়ে যে প্রত্যেক ঘোড়ার গাড়ী গমনাগমন করে তাহাতে দুই উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়া যাইবে, এবং প্রত্যেক গরুরগাড়ী কি পালকী কি অন্য যান ও প্রত্যেক হস্তী একটী উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়া যাইবে। এই বিধি লঙ্ঘনের ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ঢাকা জিলার অন্তর্গত পদ্মা নদীর এক পারে বাহার ও অন্য পারে নবিপুরার মধ্যে রূপগঞ্জের খেয়াঘাট নামক যে খেয়াঘাটে অদ্যাপি খেয়া চলিতেছে সেই ঘাট ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণমতে সরকারী খেয়াঘাট বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পুরী মুনিসিপালিটীর সীমার অন্তর্গত দোলমণ্ডপশাহিতে দোলমণ্ডপ নামে খ্যাত পথ পরিসর করণার্থে পুরী মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ১ গুণ্ঠ ৫ বিশ্বান ৫ গণ্ডা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গঙ্গাধর মহাপাত্রের বাগান নামক মাপের ১৭নং বাগান, পূর্ব্ব সীমা ভুরবঙ্গ গাছ, এবং উক্ত গঙ্গাধর মহাপাত্রের বাগান নামক বাগানের কাঁচা প্রচীর, তাহার মাপের নম্বর ১৮, দক্ষিণ সীমা সরকারী পথ এবং পশ্চিম সীমা গোপীনাথ পাহাড়ির বলিয়া খ্যাত মাপের ১৯নং জমি, এই জমিতে রাম স্বামির বাড়ী আছে।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ নগরস্থ নসরৎশাহী পরগণার পাইকপাড়া গ্রামে মুসলমানদের কবর স্থানের জন্যে নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ৪।৪ কাঠা ৬ ধুর পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা পাইকপাড়ার পথ, দক্ষিণ সীমা আমির, খোদাবক্স, নাজিম ও কাজিম ভুইয়ের বাড়ী, পশ্চিম সীমা আরত সর্দ্দারের বাড়ীর পূর্ব্বদিকের গর্ত্ত এবং পূর্ব্ব সীমা দাদারের বাড়ীর পশ্চিমদিকের নিম্ন জমি।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

DECLARATION.

The 5th May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Municipality for the Suburbs of Calcutta for a public purpose, viz. for the improvement of the Chukrobaria road, in Bhowanipur, Dihee Punchanogram, in the district of the 24-Pergunnahs, it is hereby notified that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 5½ cottahs of the standard measurement is required. The land is bounded on the north by holding No. 236G.; on the west by holding No. 236, sub-division J., division VI, Punchanogram; and on the south and east by the Chukrobaria road (north).

2. This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt, of Bengal.

DECLARATION.

The 7th May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Naraingunge Municipality for a public purpose, viz. for a Mahomedan burial ground in the village of Khanpur pergunnah Khijirpur, in the district of Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 bigahs 9 cottahs 3 dhoors of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the cultivated land of Misri Tanti; on the south by the Dacca road; on the west by the ditch east of Lal Mohon Bannia's homestead; and on the east by the beel and the ditch west of Heramon Kamar's homestead.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to al whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated the 10th May 1884.

From—Bombay.	To—Calcutta.
From—General Secretary.	To—Bengal.

MY telegram, 7th. Government of India have sanctioned enforcement of B quarantine rules at Aden against ports named.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated the 10th May 1884.

From—Bombay.	To—Calcutta.
From—General Secretary.	To—Bengal.

RESIDENT, Aden, telegraphs:—A telegram to the following effect has been received from Alexandria. Telegram begins:—Warn Perim to impose quarantine against India and Saigon, otherwise vessels from Perim are put in quarantine. Telegram ends. I have telegraphed as follows:—Perim was warned on 3rd, the first opportunity that offered. Telegram ends. Please make known that quarantine restrictions imposed at Aden are also enforced at Perim.

Dated 3rd May 1884.

To—Darjeeling.	From—Simla.
To—Bengal.	From—Home.

FOLLOWING telegram received from Secretary of State. Message begins:—Arrivals at the ports in Spain quarantined. Message ends.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 7th May 1884.—In the notification, dated the 9th August 1883, published at page 724, Part I of the *Calcutta Gazette* dated the 29th idem, the boundary between the districts of Sylhet and Hill Tipperah was by an oversight described as terminating at the Chatterchoora or Kaylalyan Hill Station. To rectify this mistake, the Lieutenant-Governor

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের ভবানীপুরে চক্রবেড়িয়ার পথের উৎকর্ষ সাধনার্থে কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত কমিবেশ ন্যূনাধিক ।০॥ পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ২৩১G নং যোত, পশ্চিম উত্তর সীমা পঞ্চান্ন গ্রামের ৬ খণ্ডের J উপখণ্ডের ২৩৬নং যোত, এবং দক্ষিণ ও পূর্ব্ব সীমা চক্রবেড়িয়ার পথ (উত্তর)।

২। ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।— রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত খিজিরপুর পরগনার খাঁপুর গ্রামে মুসলমানদের কবর স্থানের জন্যে নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কমিবেশ ন্যূনাধিক ২।৪ কাঠা ৩ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মিস্ত্রি তাঁতির কর্ষিত জমি, দক্ষিণ সীমা ঢাকার পথ, পশ্চিম সীমা লালমোহন বেণিয়ার বাস্তুর পূর্ব্বদিকের গর্ত্ত, এবং পূর্ব্ব সীমা বিল ও হিরেমন কামারের বাস্তুর পশ্চিম দিকের গর্ত্ত।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশে, কলিকাতায়। | বোম্বাইর সাধারণ সেক্রেটরী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।

আমার ৭ তারিখের টেলিগ্রাম দেখ। যেহ বন্দরের নাম উল্লেখ করা গিয়াছে তদ্বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এদনে B চিহ্নিত কারান্টাইন বিধি প্রবল করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশে, কলিকাতায়। | বোম্বাইর সধারণ সেক্রেটরী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।

এদনের রেসিডেন্ট সাহেব তার যোগে এইরূপ খবর দিয়াছেন।—আলেকজণ্ড্রিয়া হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মের এক টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে।—"ভারতবর্ষ ও সেগনের বিরুদ্ধে কারান্টাইন ধার্য্য করিতে হইবে বলিয়া পেরিমকে সাবধান করিয়া দাও; নতুবা পেরিম হইতে যে সকল জাহাজ আইসে, তাহাদিগকে কারান্টাইনের নিয়মাধীন করা যাইবে"।—আমি নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম করিয়াছি।—"পেরিমকে ৩রা তারিখে প্রথম সুযোগে সাবধান করা গিয়াছে"—ইহা জ্ঞাত করিবেন যে, এদনে কারান্টাইনের যে সকল নিয়ম ধার্য্য করা গিয়াছে, পেরিমে তাহাই প্রবল করা যায়।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশে, দার্জিলিঙ্গে | সিমলা হইতে হোম ডিপার্টমেন্টের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ৩ মে।

শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের স্থানে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে। স্পেনের বন্দরে জাহাজ পঁহুছিলে কারান্টাইনের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে।

এ, পি, মাকডনেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।—১৮৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৯৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৩ সালের ৯ আগষ্টের বিজ্ঞাপনে শ্রীহট্ট ও পর্ব্বতীয় ত্রিপুরা জিলার মধ্যগত সীমা ভ্রমক্রমে ছত্রচূড়া বা করনালিয়ন পাহাড় ষ্টেশনে শেষ হয় বলিয়া লিখিত হইয়া

now declares that the following is the correct boundary between the districts of Sylhet and Hill Tipperah :—

The common boundary between Sylhet and Hill Tipperah commences westward at the Khueajuri nuddee, and from that river to Iktiarpur masonry pillar is as laid down on the Revenue Survey Maps of seasons 1860-61. Thence it extends eastward to a point on the Lungai river due west of the Chatterchoora or Kaylalyan Hill Station, as defined on the maps of seasons 1860-65, and marked on the ground by *pucca* pillars ordered by Government etter No. 1265, dated the 31st March 1865, from the Secretary to the Government of Bengal, to the Surveyor-General of India. Thence the Sylhet boundary beyond this river extends eastward to the Chatterchoora or Kaylalyan Hill Station, as defined on the Revenue Survey Maps of seasons 1860-65.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—In supersession of the notification of the 19th April 1884, pubished in the Gazette of the 23rd idem, Part I, page 542, the Lieutenant-Governor is pleased, under section 35, Regulation VII of 1822, to vest canal officers of the Sone Circle of the rank of Executive Engineers and Assistant Engineers in charge of divisions or subdivisions with the powers of a Collector for the purposes specified in section 22, Regulation XII of 1817, *i.e.*, of enabling them to require the attendance, &c., of putwaries and production of village papers in connection with canal assessments or canal rate collections.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 9th May 1884.—Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests, whose services were, in the notification dated the 17th September 1883, placed at the disposal of the Conservator of Forests for special duty, assumed charge of the Hazaribagh Forest Division from Mr. R. L. Heinig, Officiating Assistant Conservator of Forests, on the afternoon of the 29th December 1883.

The following postings of officers are sanctioned from the 1st April 1884, with effect from which date the forest charges hitherto known as the Palamow, Hazaribagh, and Singbhoom Forest Divisions are grouped together, and will form the Chota Nagpore Forest Division :—

Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests, to the charge of the Chota Nagpore Forest Division, retaining charge of the Hazaribagh Forest Sub-Division of that Division.

Mr. C. A. G. Lillingston, Assistant Conservator of Forests, to the Palamow Sub-Division.

Mr. R. L. Heinig, Officiating Assistant Conservator of Forests, to the Singbhoom Sub-Division.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests of the fourth grade, in Bengal, is appointed to act in the third grade of Deputy Conservators, during the absence, on furlough, of Mr. A. J. Mein, Deputy Conservator of Forests of the third grade, in Assam, with effect from the date on which this officer availed himself of the one year's furlough granted to him by the Chief Commissioner of Assam.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 2nd May 1884.—In continuation of the Notification dated the 28th March 1882, published in the *Calcutta Gazette* of the 29th idem (Part I, page 314), and in exercise of the powers vested in him by section 46 of Act XII of 1875, the Lieutenant-Governor is pleased to exempt all vessels entering the Port of Calcutta from the levy of port dues with effect from the 1st April 1884.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

[*Government Gazette*, 20*th May* 1884.]

ছিল। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব এই ভ্রম সংশোধনার্থে শ্রীহট্ট ও পর্ব্বতীয় ত্রিপুরা জিলার মধ্যগত বিম্নলিখিত শুদ্ধ সীমা এইরূপে প্রকাশ করিলেন।—

শ্রীহট্ট ও পর্ব্বতীয় ত্রিপুরার মধ্যগত সাধারণ সীমা খেজুরী নদীতে পশ্চিম মুখে আরম্ভ হইয়া ১৮৬০ ও ৬১ সালের রাজস্বের জরীপী কার্য্যের ঐ ২ সালের মানচিত্রে লিখিত ঐ নদী হইতে একিয়ারপুরের পাকা স্তম্ভ পর্য্যন্ত যায়। তথাহইতে ঐ সীমা ১৮৬০—৬৫ সালের মানচিত্রের নির্দ্দিষ্ট ও ভারতবর্ষের সরবের জেনরল সাহেবের নিকট বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৬৫ সালের ৩১ মার্চ্চের ১২৩৪ নং গবর্ণমেন্টের পত্রানুসারে আদিষ্ট পাকা স্তম্ভ দ্বারা জমিতে চিহ্নিত হইয়া ছত্রচূড়া বা কয়লা-লিয়ন পাহাড় ষ্টেশনের খাড়া পশ্চিম লঙ্গাই নদীর তটের বিশেষ স্থান পর্য্যন্ত পূর্ব্বমুখে যায়। তথা-হইতে এই নদীর ওদিকে শ্রীহট্টের সীমা ১৮৬০—৬৫ সালের রাজস্বের জরীপী মানচিত্রের নির্দ্দিষ্ট ছত্র-চূড়া বা কয়লালিয়ন পাহাড় ষ্টেশন পর্য্যন্ত পূর্ব্বমুখে যায়।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—খণ্ডের বা উপখণ্ডের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত একসেকিউটিব ও আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রেণীর সোণচক্রের খালেরকর্ত্তৃপক্ষেরা ১৮৬৭ সালের ১২ আইনের ২২ ধারার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-পক্ষে অর্থাৎপাটওয়ারীদের উপস্থিত প্রভৃতি হইবার ও খালের রেট ধার্য্য বা খালের রেট আদায়করণ সংক্রান্ত গ্রামের কাগজপত্র দাখিল করিবার আদেশ করিতে পারেন এই নিমিত্তে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮৪ সালের ২৯ আপ্রিলের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪২৩ পৃষ্ঠার প্রকাশিত ঐ মাসেরব ১৯ তারিখের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারামতে তাঁহাদিগকে কালেক্টরের ক্ষমতা দিলেন।

এ, পি, মাকডনেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—১৮৮৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখের বিজ্ঞাপন ক্রমে বিশেষ কার্য্যার্থে বন-রক্ষকের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত এফ, বি, মান্সন সাহেব, একটিং আসিষ্টান্ট বনরক্ষক শ্রীযুত আর, এল, হেনিগ সাহেবের স্থানে ১৮৮৩ সালের ২৯ ডিসেম্বরের অপরাহ্নে হাজারী-বাগ বনখণ্ডের কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

কার্য্যকারকদের নিম্নলিখিত অবস্থাপন ১৮৮৪ সালের ১ আপ্রিল অবধি অনুমোদিত হইল, উক্ত তারিখ অবধি পালামৌ হাজারিবাগ ও সিংহভূম নামে এতাবৎ খ্যাত বনখণ্ড একত্র করিয়া ছোট নাগ-পুর বনখণ্ড করা যাইবে।

ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত এফ, বি, মান্সন সাহেব ছোটনাগপুরের বন খণ্ডে অবস্থাপিত হইবেন উক্ত বন খণ্ডের অন্তর্গত হাজারীবাগ বন উপখণ্ডের কার্য্যভারও প্রাপ্ত থাকিবেন।

আসিষ্টান্ট বন রক্ষক শ্রীযুত সি, এ, জি, লিলিংষ্টন সাহেব পালামৌ উপ খণ্ডের কার্য্যের ভার পাইবেন।

একটিং আসিষ্টান্ট বন রক্ষক শ্রীযুত আর, এল, হেনিগ সাহেব সিংহভূম উপ খণ্ডের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইবেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—আসামের তৃতীয় শ্রেণীর ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত এ, জে, মেন সাহেবের নিয়মিত ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অর্থাৎ আসামের প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের দত্ত একবৎসরের নিয়মিত ছুটী এই কার্য্যকারক যে তারিখে গ্রহণ করেন তদবধি বঙ্গদেশে চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত এফ, বি, মান্সন সাহেব ডেপুটী বন রক্ষকদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—১৮৮২ সালের আপ্রিল মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮৩ পৃষ্ঠার প্রকাশিত ১৮৮২ সালের ২৮ মার্চ্চের বিজ্ঞাপনাতিরিক্ত এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭০ সালের ১২ আইনের ৪৬ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকরিয়া তিনি ১৮৮৪ সালের ১ আপ্রিল অবধি কলিকাতা বন্দরে প্রবেশকারি সকল জাহাজ বন্দরীয় মাসুল দেওন হইতে মুক্ত করিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1998 A.

The 29th April 1884.—Baboo Bungshi Dhur Rai, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Moorshedabad, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Chandi Das Ghose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

The 30th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Govindo Chunder Mookerjee of his appointment of Honorary Magistrate of the Serampore General Bench.

Baboo Kali Kumar Bose, Temporary Munsif of the first grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Shoshi Bhusun Banerjee, deceased.

Baboo Hari Prosad Das, Temporary Munsif of the second grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Kali Kumar Bose.

Baboo Mohendro Lal Gossami, Temporary Munsif of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Hari Prosad Das.

Baboo Okhoy Coomar Mitra, Temporary Munsif of the fourth grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Mohendro Lal Gossami

Baboo Uma Kant Chatterjee, Munsif of Moulvie Bazar, in the district of Sylhet, is promoted temporarily to the first grade of Munsifs, during the absence, on deputation, of Moulvie Hafiz Abdul Kurreem.

Baboo Sri Gopal Chatterjee, Munsif of Jhenidah, in the district of Jessore, is promoted temporarily to the second grade of Munsifs, *vice* Baboo Uma Kant Chatterjee.

Baboo Kali Pada Mookerjee, Second Munsif of Habigunge, in the district of Sylhet, is promoted temporarily to the third grade of Munsifs, *vice* Baboo Sri Gopal Chatterjee.

Baboo Khetter Nath Dutt, Officiating Munsif of Jehanabad, Hooghly, is appointed temporarily to be a Munsif of the fourth grade, *vice* Baboo Kali Pada Mookerjee.

The 1st May 1884.—Baboo Ram Anugrah Narayan Singh, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

The Lieutenant-Governor appoints Baboo Surja Kant Bhuttacharjee to be an Honorary Magistrate for the Kharakpore Bench, in the district of Monghyr, and vests him with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Dwarka Nath Mookerjee, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

The 2nd May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Bonowary Lal Banerjee of his appointment of Honorary Magistrate of the Jehanabad General Bench, in the Hooghly district.

Under the authority vested in him by the final clause of section 357 of the Code of Criminal Procedure, Act X of 1882, the Lieutenant-Governor empowers Baboo Prasanna Kumar Dutta, Temporary Deputy Magistrate, Chittagong, to take down evidence in criminal cases in the English language.

The Lieutenant-Governor appoints Baboo Kalidas Das Gupta to be an Honorary Magistrate for the Bench at Chendonbari, Boda, in the Julpigoree district, and vests him with the powers of a Magistrate of the third class.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 12th May* 1884.—Baboo Koylash Chandra Mozoomdar, Munsif of Bagirhat and Khoolna, in the district of Jessore, is allowed leave for 21 days, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted him on the 3rd April 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal,

[*Government Gazette*, 20*th May* 1884.]

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

১১৯৮ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ২৯ আপ্রিল।—মুরশিদাবাদের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বংশীধর রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ময়মনসিংহের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চণ্ডীদাস ঘোষ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল।—শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীরামপুর জেনরল বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

বাবু শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়াতে প্রথম শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কালীকুমার বসু সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কালীকুমার বসুর পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুনসেফ শ্রীযুত বাবু হরিপ্রসাদ দাস সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু হরিপ্রসাদ দাসের পরিবর্ত্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুনসেফ শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্র-লাল গোস্বামী সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রলাল গোস্বামীর পরিবর্ত্তে চতুর্থ শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুনসেফ শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার মিত্র সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত মৌলবী হাফিজ আবদুল করিমের অনুপস্থিতি কালে শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত মৌলবী বাজারের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে যশোহর জিলার অন্তর্গত ঝিনিদহের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায় কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত হবিগঞ্জের দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে হুগলীর অন্তর্গত জাহানাবাদের একটিং মুনসেফ শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রনাথ দত্ত কিয়ৎকালের নিমিত্তে চতুর্থ শ্রেণীর মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—শাহাবাদের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রামানুগ্রহনারায়ণ সিংহ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকান্ত ভট্টাচার্য্যকে মুঙ্গের জিলার অন্তর্গত খড়্গপুর বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিলেন।

শাহাবাদের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—শ্রীযুত বাবু বনওয়ারী লাল বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ জেনরল বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩৫৭ ধারার শেষ প্রকরণমতে দত্ত ক্ষমতাক্রমে তিনি চট্টগ্রামের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার দত্তকে ফৌজদারী মোকদ্দমায় ইংরেজী ভাষায় সাক্ষ্য লিখিয়া লইবার ক্ষমতা দিলেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব শ্রীযুত বাবু কালিদাস গুপ্তকে জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত বোদার চন্দনবাড়ী বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮৪ সাল ১২ মে।—যশোহর জিলার অন্তর্গত বাগেরহাট ও খুলনার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার ১৮৮৪ সালের ৩ আপ্রিলে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্য-কারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে ৭কুণ দিনের ছুটী পাইলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 13*th May* 1884.

No. 204.—*Transfer.*—Mr. T. H. Clowes, Assistant Engineer, second grade, is transferred in the interests of the public service from the Brahmini-Byturni to the Mahanuddy Division.

No. 205.—*Notifications.*—Mr. G. Deuchars, Assistant Engineer, second grade, Benares-Cuttack Railway Surveys, passed the colloquial examination in Hindustani on the 5th instant.

No. 206.—The undermentioned Engineers passed the colloquial examination in Hindustani on the 5th instant:—

Name.	Rank.
Mr. R. T. Faulkner	Assistant Engineer, second grade.
„ C. A. White	Ditto ditto.

No. 207.—*Promotion.*—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions in the Engineer Establishment of the Public Works Department:—

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. C. Taylor ...	Assistant Engineer, first grade, on furlough.	Executive Engineer, fourth grade.	1st May 1883* ...	Permanent.
„ G. A. G. Shawe ...	Executive Engineer, fourth grade (temporary).	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ M. J. Monckton ...	Assistant Engineer, first grade (on deputation).	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ C. J. K. Watson...	Executive Engineer, fourth grade (temporary).	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ A. Monies ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ A. Hayes ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ A. E. Behrmann...	Ditto ...	Ditto ...	28th November 1883.	Ditto.

* In supersession of the date published in Bengal Government Notification No. 111, dated 26th February 1884.

IRRIGATION.

The 13*th May* 1884.

No. 210.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of an embankment in connection with the reclamation of the Bullee Bheel, it is hereby declared that a piece of land about 1,844 feet long, and varying from 54 to 310 feet wide, measuring, more or less, 15 bigahs 3 cottahs and 11 chittacks, is required in the villages Koijoori and Gaborda on the west bank of the Jaliapara Khal, in the 24-Pergunnahs district, in pergunnahs Buran and Surferajpore respectively. It is bounded on the north by the said Jaliapara Khal; on the west by the village Koijoori, in estate No. 611, Dehi Boikari; on the south by the village Gaborda; and on the east by Boikari Baor.

It is also hereby declared that another strip of land, situated in village Kalilee, in pergunnah Hilki, on the east side of the Jaliapara Khal, in the district of Khoolna, is required for the same purpose. This strip of land is about 138 feet long, and varies in width from 32 to 74 feet, and measures, more or less, 11 cottahs and 8 chittacks in area. This land is bounded on the north, east, and south by the village Kalilee, and on the west by the Jaliapara Khal.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, *Major*, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[*Government Gazette*, 20*th May* 1884.]

পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

২০৪ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত টি, এচ, ক্রোস সাহেব রাজকার্য্যের স্বার্থের নিমিত্তে ব্রাহ্মণী-বৈতরিণী খণ্ড হইতে মহানদী খণ্ডে প্রেরিত হইলেন।

২০৫ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—বারাণসী-কটক রেলওয়ে সরবের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে, ডিউচার্স সাহেব এই মাসের ৫ তারিখে চলিত হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেন।

২০৬ নম্বর।—নিম্নলিখিত ইঞ্জিনিয়রেরা এই মাসের ৫ তারিখে চলিত হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেন।

নাম।	পদ।
শ্রীযুক্ত ই, ডি, ফলকনর সাহেব … …	দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র।
,, সি, এ, ওয়াইট সাহেব … …	ঐ ঐ

২০৭ নম্বর।—পদবৃদ্ধি।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের ইঞ্জিনিয়র সিরিশ্‌তায় নিম্নলিখিত পদবৃদ্ধি করিলেন।

নাম।	যে পদহইতে।	যে পদে।	তারিখ।	পদবৃদ্ধিরভাব।
শ্রীযুক্ত সি, টেলর সাহেব …	নিয়মিত ছুটীপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র	চতুর্থ শ্রেণীর একজেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র।	১৮৮৩ সাল ১ মে *	স্থায়ী।
,, জে, এ, জি শা সাহেব	কিয়ৎকালীন চতুর্থ শ্রেণীর একজেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র	ঐ	ঐ	ঐ
,, এস, জে, মঙ্কটন সাহেব	রাজকার্য্যান্তরে প্রেরিত প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র	ঐ	ঐ	ঐ
,, সি, জে কে, ওয়াট্সন সাহেব …	কিয়ৎকালীন চতুর্থ শ্রেণীর একজেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র	ঐ	ঐ	ঐ
,, এ, মরিস সাহেব …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
,, এ, হিম সাহেব …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
,, এ, ই, বেহরেন্স সাহেব	ঐ	ঐ	১৮৮৩ সাল ২৮ নবেম্বর।	ঐ

* বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ১৮৮৪ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারির ১১১ নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত তারিখ রহিত করিয়া।

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

২১০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ বল্লিবিলের সংস্কার করণ সংক্রান্ত বাঁধ প্রস্তুত করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সম্বাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ২৪পরগনা জিলার অন্তর্গত ক্রমান্বয়ে বুড়ন ও সহরাজপুর পরগনার জেলেপাড়া খালের পশ্চিম তটস্থ কইজুরি ও গবোন্দা গ্রামে প্রায় ১৮৪১ ফুট দীর্ঘ ও ৫৪ অবধি ৩১০ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১৫৩।৵ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা জেলেপাড়া খাল, পশ্চিম সীমা ৬১১ নং ইষ্টেট ডিহি বৈকারির কইজুরি গ্রাম, দক্ষিণ সীমা গবোন্দা গ্রাম এবং পূর্ব্ব সীমা বৈকরি বাওঁর।

এতদ্দ্বারা আরো প্রকাশ করা যাইতেছে যে, উক্ত কার্য্যের নিমিত্তে খুলনা জিলার অন্তর্গত জেলেপাড়া খালের পূর্ব্ব তটস্থ হিলকী পরগনার কালিলী গ্রামে আর এক ভূমি খণ্ডের প্রয়োজন। উক্ত ভূমি প্রায় ১৩৮ ফুট দীর্ঘ ও ৩২ অবধি ৭৪ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ।।১।। ছটাক পরিমিত। এই ভূমির উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা কালিলী গ্রাম এবং পশ্চিম সীমা জেলেপাড়া খাল।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর, এম, এস, সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২০ মে।

পঞ্চম খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন উক্ত মান্যবর সাহেব ১৮৮৪ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে অনুমোদন করায়, তাহা ১৮৮৪ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে মাহমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮৪ সালের ৪ আইন।

হাবড়া মুনিসিপালিটীতে ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটীতে যে পোলীস নিযুক্ত থাকে, তাহার খরচের একাংশ দিবার নিমিত্ত উক্ত দুই মুনিসিপালিটীর মুনিসিপল কমিশ্যনরদিগকে ক্ষমতা দিবার আইন।

হেতুবাদ।

হাবড়া মুনিসিপালিটীর ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে যে পোলীস নিযুক্ত থাকে, তাহার খরচের একাংশ মুনিসিপল ফণ্ড হইতে দিবার বিধান করা বাঞ্ছনীয়; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন "হাবড়া ও শাখানগরের মুনিসিপল পোলীস বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন" বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারিবে।

ব্যাপ্তি।

এই আইন হাবড়া মুনিসিপালিটীতে ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটীতে বর্ত্তিবে।

আরম্ভ।

আর ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপল আইন যে তারিখে প্রবল হইবে, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে।

মুনিসিপল ফণ্ড হইতে পোলীসের খরচ দিতে পারিবার কথা।

২ ধারা। হাবড়া মুনিসিপালিটীতে ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটীতে যে পোলীস নিযুক্ত থাকে, তাহার খরচ দিবার নিমিত্ত উক্ত দুই মুনিসিপালিটীর মুনিসিপল ফণ্ড এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে।

১৮৬১ সালের ৫ আইন মতে পোলীস নিযুক্ত হইবার কথা।

৩ ধারা। উক্ত দুই মুনিসিপালিটীতে নিযুক্ত বা কর্ম্মকারী সমুদয় পোলীস কর্ম্মচারী ১৮৬১ সালের ৫ আইনের বিধানমতে, কিম্বা তদ্রূপ যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে সেই আইনের বিধানমতে, নিযুক্ত হইবেন, এবং বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অধীন পোলীস সেরেস্তার একাংশ বলিয়া গণ্য হইবেন, ও উক্ত কোন আইনের বিধানের নিয়মাধীন থাকিবেন।

পোলীস সম্বন্ধীয় অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবার কথা।

৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে পাঠ নির্দ্দেশ করেন সেই পাঠে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক মুনিসিপালিটীর আয়ব্যয়ের অনুমানপত্র তাহা প্রস্তুত করিবার পর বৎসরের জন্য প্রস্তুত করা যাইবে, এবং ঐ অনুমানপত্র যে বৎসরের সম্বন্ধে হয় সেই বৎসরারম্ভ হইবার অন্যূন তিন মাস পূর্ব্বে তাহা মুনিসিপল কমিশ্যনরদের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে।

অনুমানপত্রে যাহা২ লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৫ ধারা। হাবড়ার অনুমানপত্র পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এবং কলিকাতার শাখানগরের অনুমানপত্র কলিকাতা নগরের পোলীসের কমিশনর সাহেব প্রস্তুত করিবেন; এবং উক্ত প্রত্যেক মুনিসিপালিটীতে যে পোলীস দল রাখিতে হইবে তাহার সংখ্যা, গঠন ও বেতন ঐ অনুমানপত্রে লিখিতে হইবে।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও খণ্ডের কমিশনর সাহেবের নিকট কমিশনরদের অনুমানপত্র বিবেচনা করিয়া দেখিয়া পাঠাইবার কথা।

৬ ধারা। মুনিসিপাল কমিশনরগণ সভাগত হইয়া ঐ অনুমানপত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে পর ঐ সভায় তাঁহারা যে কোন মন্তব্য বা আপত্তি লিপিবদ্ধ করেন তৎসহিত ঐ অনুমানপত্র খণ্ডের কমিশনর সাহেবের নিকট প্রেরণ নিমিত্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। কমিশনর সাহেব ঐ অনুমানপত্র স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবেন।

অনুমানপত্র বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থির করিতে হইবার কথা।

৭ ধারা। ঐরূপে যে অনুমানপত্র প্রেরিত হয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এবং তাহা বা তাহার কোন অংশ অনুমোদন বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। ঐ অনুমানপত্রে পোলীসের যে খরচের বিধান থাকে তাহার কত অংশ অনুমানপত্রের লিখিত মুনিসিপালিটীর দিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহাও স্থির করিবেন।

কিন্তু ঐরূপে যে খরচ দিতে হইবে তাহা মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত লোকসমূহের মোট মূল্যের শতকরা দুই টাকার অধিক হইবে না, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত অনুমানপত্রের মোট টাকার চতুর্থাংশের অধিক হইবে না।

খরচের মুনিসিপালিটীসংক্রান্ত অংশ যেরূপে লিখিতে ও দিতে হইবে তাহার কথা।

৮ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপে মুনিসিপালিটীর দিতে হইবে বলিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যত টাকা স্থির করিবা দেন, তাহা ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপল আইনের ৭১ ধারামতে প্রস্তুত খরচের মুনিসিপল অনুমানপত্রে লিখিতে হইবে, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে২ তারিখ নির্দ্দেশ করেন সেই২ তারিখে ত্রৈমাসিক কিস্তিক্রমে মুনিসিপল ফণ্ড হইতে কমিশনরদের দিতে হইবে।

শাখানগরে কলিকাতা পোলীসের কমিশনর সাহেবের ক্ষমতা রক্ষা করিবার কথা।

৯ ধারা। (কলিকাতার শাখানগরে পোলীসের সুবিধান করিবার) ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইনে কলিকাতার শাখানগরের পোলীসের উপর যেকোন ক্ষমতা বা শক্তি কলিকাতা নগরের পোলীস কমিশনর সাহেবের প্রতি অর্পিত হইয়াছে, এই আইনের কোন কথায় তিনি সেই ক্ষমতা বা শক্তিতে বঞ্চিত হইবেন না।

আর উক্ত ১৮৬১ সালের ৫ আইনমতে পোলীসের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের প্রতি যে কোন ক্ষমতা ও শক্তি অর্পিত হইয়া থাকে, তিনি উক্ত শাখানগরের অন্তর্গত পোলীসের উপর সেই ক্ষমতা ও শক্তি চালাইতে পারিবেন না।

সি, এচ, রাইলী.
ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 20, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২০ মে।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

নিলামের নোটিস।

এস্তেহারনামা কাছারি কালেক্টরী জেলা ২৪ পরগনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। জেলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির বাকী বাবত ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৯১ সাল ১৪ আষাঢ় শুক্রবার ঐ জেলার কালেক্টরিতে বিনা ওজর নিলাম ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কাঙ্গনবাড়িয়া ওগয়রহ লিখিত মালিক
দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী ওগয়রহ সদর জমা ... ২৮৩১৷ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৵১৲ ১ দন্তি৲৩৲১— আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী ওগয়রহ নামে ৮৵১৪৲৭ নম্বী ৷৷৶১৬৶১৮৮— আনার বাত সদর জমা ২৪৩১৲১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফাল্গুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬৵২ টাকা বাকী হওয়া নিলামে ধরা গেল।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিং মদরসা বনহুগলি ওগয়রহ লিখিত
মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ২১১২৬৮৵৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৮৵৬ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে ৵১০ আনার বাত সদর জমা ১১১৯৷৶ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফাল্গুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৯৯৷৵২৷৷ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

১৪৭ নং পরগনে কলিকাতা কিঃ বেওতা ওগয়রহ লিখিত মালিক
কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ৩৬৩৭ ||/৯ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ ইনের ১০ ধারামতে ||০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে ||০ আনার কাত সদর জমা ১৮১৬৸১০ || টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৫৬।৴৪ টাকার বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কিঃ পরগনে বালিয়া তরফ মজুবাটী ওগয়রহ লিখিত মালিক
আনন্দচন্দ্র ঘোষ ও গয়রহ সদর জমা মায় পুলিস থানাদারি ... ৮৭১৬৸৵১৩ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ।/৬||= আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহর নামে ||৵১৩| — আনার কাত সদর জমা মায় পুলিস থানাদরি ৫৮১।১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তি সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় বাদে ১২।৵১০ টাকা বাকী হওয়া নিলামে ধরা গেল।

8-5-84. C. C. STEVENS, *Collector.*

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিঃবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ আপ্রিল।

তফসীল।

তৌজির নম্বর।	থাক রেজেষ্টরের নম্বর।	থানা রেজেষ্টরের নম্বর।	নাম মহাল।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী কিং জানুয়ারি ১৮৮৪।	কৈফিয়ত।
১৯১৩	৭২	১৮৯	টামটা পুটীয়া জোয়ার পং বরদাখাত হিং ।৵১৩।—ক্রান্ত	গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেন্দ্রচন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাচন্দ্র সেন রজনীকান্ত সেন। শ্রীমতী উমাতারা জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব। শ্রীমতী উমাতারা গুপ্তা জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমোহন সেন সাং দারডা পং বরদাখাত থানে খোল্লা।	১৭০৮	৫৩৪	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ২৭৯৩ টাকা ধার্য্য হইয়াছে এই জমা খরিদারের ১২৯১ সন হইতে দিতে হইবে।
১৯৩৩	৭০	১৮৯	তিলচিঠা জোয়ার পং বরদাখাত হিং ||৵১৩।—ক্রান্ত।	দুর্গাচরণ দাস মজুমদার সাং নৈয়াইর পং শ্রীচাইল, রামকিঙ্কর রায় সাং চান্দরাই প্রকাশ্য আমিরাবাদ কাশীচন্দ্র দে সাং তথা শ্রীমতী শ্রীমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পং বিক্রমপুর, জগবন্ধু দাস সাং তথা বঙ্গচন্দ্র দাস সাং তথা দ্বারিকানাথ দাস সাং তথা।	৬৬৩৸৩	২০৬৴১০	

7-5-84. J. A. HOPKINS, *Collector.*

[*Government Gazette, 20th May* 1884]

জিলা হুগলি।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারি কালেক্টরি জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৯১ সালের ৬ আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিবসে হুগলির কালেক্টরি কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ মে।

তৌজির নম্বর	মহাল ও পরগণার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহাল।				
৯	দৌলতপুর পং পাণ্ডুয়া।	সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা-রাখা দিগর।	১১১১৲২		
		বাদ গঙ্গাধর কর মৌজা সিঙলা তৎ-সামিল পটী বাগান ডাঙ্গা ও মির-পাড়া রকম /১২॥ আনার সদর জমা বিঃ	৪২৬৸৶০		
		কুসুমকুমারী দাসী ১৫॥০ বিঘা জমির জমা এঃ	৫।০		
			৪৮৶০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা রাখা দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১০৮৩৸৶২	১২২॥৶১	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবে।
১০	ঐ রাধাকান্তবাটী পং পাণ্ডুয়া।	কছিমদ্দী মিস্ত্রী দিগর ...	৬২৪॥৶১১		
		বাদ হাজি আছালদ্দী মিস্ত্রী ৫০৸১ বিঘা জমির জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২৪৸৶০		
		বাকী কছিমদ্দী মিস্ত্রী দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৫৯৯৶১১	৪৬।/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবে।
২৯	ঐ বসন্তপুর পং ভুরশীট।	সেখ হাফেজদ্দীন আহাম্মদ দিগর সদর জমা।	১১০৮১৲		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী রকম ॥/০ আনাকে ষোল আনা করিয়া তাহার রকম ৶৪ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২৪৯৪।/৬	৪২৯॥/৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
৩৫	ঐ মণ্ডলঘাট পং মণ্ডলঘাট।	দুর্গাচরণ সাহা দিগর ...	২২৩৭৯৮৸৶ ৫৮।		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ৶১১৶৪ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৩১৮০৯/১	১২২৬৩৲২	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
৩৮	ঐ সাঁখখালি পং বালিয়া।	মনোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ...	১০১৪৮৲৮		
		এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনেজার ইষ্টেট গিরিজানাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম /১২ আনার সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১০১৪৸/০	৸০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।

মহালের নম্বর ।	মহাল ও পরগনার নাম ।	বাকীদার মালিকের নাম ।	সদর জমার তাইদ ।	বাকীর পরিমাণ ।	কৈফিয়ৎ ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহাল ।				
৫৫	চাপাহাটী পং পাণ্ডুয়া ।	যদুনাথ ধলা দিগর ...	৫৮১।৴১	৩১।৶০	
৫৬	ঐ ঐ	যদুনাথ ধলা দিগর ...	৬০৬।৶১	১১৩।।৶৭	
৫৯	ঐ মাথাপটি পং পাণ্ডুয়া	সৈয়দ আবল মজফর দিগর ...	৭২২৮৶১		
		বাব অম্বিকাচরণ নন্দী রকম ।১৪৬ আনার সদর জমা এঃ	২১৪৴০		
		উপেন্দ্রনারায়ণ নন্দী দিগর রকম ।১০৮ আনার জমা বিঃ	১১৪৴০		
			৪২৮৶০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।			
		বাকী সৈয়দ আবল মজফর দিগর ...	২৯৬৮৴১	৩৶৪	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক ।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।			
৬২	ঐ রামজঙ্গল পং মণ্ডলঘাট ।	কানাইলাল শীল দিগর ...	১৯৩৭৪৮২।		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালকের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ৶৫ আনার সদর জমা এঃ	২৭২৫।।৴০	৯৩৯৴০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক ।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।			
৬৭	ঐ গুড়বাড়ি পং চৌমুহা ।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ...	২৬৯৫৮৶		
		এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র ঘোষ গুড়বাড়ি ও হরিরামপুর ২ মৌজায় ষোলআনা সদর জমা	৬৯২৶৯	৪৭২৶৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক ।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।			
৬৯	ঐ সেরপুর পং বালিয়া ।	সেখ কাদেরবক্স দিগর ...	১০৩৯১।৶৯		
		এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাবালকের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ।।৴ আনা সদর জমা	৫৮৪৫৶৬।।	২০১৩।।৴৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক ।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।			
১১০	ঐ খালড় পং খালড় ।	রাণী লালনমণি দিগর ...	১০৩৯০।।৶		
		বাব ললিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্রবালা দাসী রকম ৮০ আনা সদর জমা	৭৭৯২		
		উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম ৴০ আনা সদর জমা	৬৫৯।৶		
		রাজা প্রথমনাথ রায় বাহাদুর রকম ৶০ আনা সদর জমা	১২৯৮৮৴		
			৯৭০২।০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।			
		বাকী রাণী লালনমণি রকম ৴০ আনা সদর জমা	৬৫৯।৶	১৭১।।৶	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক ।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই ।			

তৌজির নম্বর ।	মহাল ও পরগনার নাম ।	বাকীদার মালিকের নাম ।	সদর জমার তাইন ।	বাকীর পরিমাণ ।	কৈফিয়ৎ ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহল ।				
১১৭	রাজহাট পং খোশালপুর ।	জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর …	৭২৬৯৩		
		বাদ আনন্দময়ী দেবী একজিকিউটর ইষ্টেট বৃন্দাবনচন্দ্র রায় রকম ৴০ আনা সদর জমা	২২৬৮৶০		
		হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিসমত নশিবপুর ও বৈদ্যবাটী ও অভিরামবাটী তিন মৌজায় রকম ।৴১০ আনার মধ্যে ৶০ আনা সদর জমা ।	৮২৶০		
		প্রসাদদাস গোস্বামি রকম ৶৬॥= আনার জমা ।	১৫১।০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	৪৬০।৴০		
		বাকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর সদর জমা	২৬৫॥৶১	৩১৵০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক ।
	ঐ	ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই ।			
১৪৩	মল্লিকহাটী পং পোর ।	প্রসাদ দাস গোস্বামি দিগর …	২৯৬৮৲		
		বাদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামি দিগর রকম ।০ আনা সদর জমা ।	৭৪২৲		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।			
		বাকী প্রসাদদাস গোস্বামি দিগর রকম ৸০ আনা জমা ।	২২২৬৲	১৬৯। ৴৪	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক ।
	ঐ	ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই ।			
১৫৯	চাতরাবাদে পং বোর ।	রামানন্দ লাহিড়ি দিগর …	৭৪০॥৴৫		
		বাদ বামাসুন্দরী দেবী রকম ৶১১ আনার সদর জমা ।	১৪৯।৴০		
		নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম ৴১১৸ আনার সদর জমা ।	৬৬৲		
		দিননাথ চৌধুরী রকম ৴২।৵১০ আনার সদর জমা ।	৫১৮৶০		
		ঝব্বালাল মুখোপাধ্যায় রকম ৴১৮৭ আনার সদর জমা ।	৮৮॥৴০		
		কালীকানন্দ পাল দিগর রকম ১১৸২ গণ্ডা সদর জমা ।	৩১।৶০		
		লালজী চৌধুরী বাদ চাতরা বাসুদেবপুর, বেলুড় ৩ মৌজার রকম ৶১৮।৶০ আনার সদর জমা ।	১২৭৮৶০ ৫১৫৲		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।			
		বাকী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর জমা ।	২২৫॥৴৫	৭৬৴০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক ।
		ইহার পৃথক হিসাব হয়নাই ।			
	মোদামি বন্দবস্ত ।				
২০৩৪	সুলতানপুরচর পং পাটমহল ।	অমৃতলাল সেন দিগর …	৯২৯৶০ রোডফণ্ড ৯।৯		
		বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ।।০ আনা সদর জমা	৪৬৪॥৴৬ রোড ফণ্ড ৪।৶৪॥		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।			

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮৯ । ২০ মে ।]

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	মোদামিবন্দবস্ত	বাকী অমৃতলাল সেন দিগর রকম ৷৷০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৫৬৪৷৷৴৬ মোট ফঃ ৪৷৷৵৪৷৷	২৷৷০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
২১৫৮	অপূর্ব্বপুর চাকরানপং সিংহুর	মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী দিগর। বাদ কানাইলাল শীল রকম ৷৷৴.২ আনার জমা এঃ গোবিন্দলাল শীল রকম ৶৪ আনা জমা বিঃ। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৬৫৬৷৵৫ ৩৯৩৸৵০ ১৩১৷৴০ ৫২৫৶০		
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমরারি বন্দবস্তী মহল।	বাকী মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১৩১৶৫	৪২৷৶০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
৩১৩৩	ছুটীপুরের সামিল অমরপুর পং ছুটীপুর।	যদুনাথ ঘোষ দিগর ... এই মহালের মধ্যে পূর্ণেন্দ্র দেব রায় ।০ আনাকে ষোল আনা করিয়া তাহার রকম ।৴৬৷৷= আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭০৬৷৷৮ ১৮৸৵০	১১৸০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
৩৬৩৭	ঐ জোংকুল পং ছুটীপুর।	চন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় দিগর ...	৫১০৷৷৶৭	৯২৸৵৩	
৩৮৪৯	ঐ মামদপুরবাটকে পং ছুটীপুর।	যদুনাথ দে দিগর ... এই মহালের মধ্যে অবিনাশচন্দ্র পাল রকম ৶০ আনা জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৮২৩৸৶৷৷ ১৫৪৷৷০	৩৯৵৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
৩৯৯৩	মোদামিবন্দবস্ত হাওড়াচর পং পোর।	রাণী লালনমণি দিগর ... বাদ ব্রজনাথ শ্রীমানি রকম ।৴ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭২৬৷৮। ২২৭৴০		
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমরারি বন্দবস্ত মহাল।	বাকী রাণী লালনমণি দিগর রকম ৷৷৶০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৪৯৯৶৮।	৬২৷৷৶৹	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
৪০৮৬	গোবিন্দপুর পং জানা দি।	মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী।	১০৪০৭৷৭	৩৫২৬৸৯	
১৭৯০	মোদামিবন্দবস্ত শুড়িপাড়াচর পং মণ্ডলঘাট।	কালিদাস দেব মেজেস্টার ক্লানে গিরজানাথ রায় চৌধুরী দিগর। এই মহালের মধ্যে রকম ।৶৮ আনার মালিক দুর্গানারায়ণ সেন সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। রকম ৴১১ আনার মালিক অমৃতনাথ সেন সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭১৫৲ ৩০৬৲ ৭৬৷৷০	২৮ মার্চ্চ কিস্তীর বাকী ১০৪৷৶৩ ১১ জানুয়ারি কীস্তী বকী ৮৯৷৷ ৬ ১৯৩৸৶৯ ২৮ মার্চ্চ কিস্তী। ২৬৴৯ ১১ জানুয়ারির ১১৷৶৩ ৩৮৷৷৩	এই অংশ ১৮৮৪ ২৪ মার্চ্চ নিলাম হওয়ায় খরিদার কেবল বায়নার টাকা দিয়া অবশিষ্ট টাকা না দেওয়ায় ঐ বায়নার টাকা জব্দ করা গিয়াছে তজ্জন্য ঐ প্রথমখরিদারের দায়িত্বে ও ঝুকিতে এই অংশ পুনরায় নিলাম হইবেক।

G. TOYNBEE, *Offg.* *Collector.*

[*Government Gazette, 20th May* 1884.]

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনীয়া জেলাস্থ নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ কিস্তির সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ৩০ জুন মোতাবেক ১২৯১ সালের ১০ অষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরির কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

তৌজি নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের সদর জমা।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ্চ কিস্তির বাকী।
৬	পরগনে আগরপাড়া কিসমত অগরপাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১৬৬১।৶৯	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারা অনুসারে স্বতন্ত্র হিসাবের ১ হিস্যা সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৶৵ আনা।	১৩৫৬।৶২	৩।৩
২৮	পং ঝিলকি কিং কেড়াগাছি।	রাজমোহন রায় চৌধুরী	৫৮৩৲৪	সম্পূর্ণ মহাল …	৫৮৩৲৪	১৭৩৲১০৸
২৯	পং খলিসখালি কিং খালিসখালি	কৈলাসকামিনী দেব্যা দিগর।	৮৯৭৸১১	ঐ …	৮৯৭৸১১	১৩০৸১১
৩৪	পং ঝিলকি কিং গন্ধর্ব্বপুর।	মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	১২৬১।৪	৫ হিস্যা আনন্দমোহন ঘোষ রকম ৴১২ গণ্ডা।	১২৬৶০	৩৩।।৴১
৬৭	পং তালিবপুর কিং তালিবপুর।	গোবিন্দমোহন বসু দিগর।	৫৩৯৲৬	১ হিস্যা …	৪৭৪৶১	১১৩৲৪
৭২	পং দাতিয়া কিং দাতিয়া।	চন্দ্রকুমার রায় দিগর …	৪৭৩২২।৴৬।	সম্পূর্ণ মহাল …	৪৭৩২২।৴৬।	১৯০৸৶৯।
১০৮	পং বুড়ন কিং বাবুলিয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর …	৫১১৫৲১	৩ হিস্যা মুনশী আলাবদীন আহাম্মদ রকম ৴১২ গণ্ডা।	৫১১।।০	৩৶৫
১১১	পং বাজিতপুর কিং বাজিতপুর।	লোকনাথ ভঞ্জ চৌধুরী দিগর।	২১২১।।৴১১	২ হিস্যা লোকনাথ ভঞ্জ চৌধুরী রকম ।৮৸৫ দন্তি।	৫৮৯।৴৮	১।৴৩
১২৫	পং বুড়ন কিং বৈকারি।	থাকমণি চৌধুরাণী দিগর	৭১২।৶১১৸	সম্পূর্ণ মহাল …	৭১২।৶১১৸	৬১।৶৭৸
১২৭	পং ভালুকা কিং ভালুকা।	রাজকুমার ঘোষ দিগর…	১৪৯৪৩৸৶৮	১ হিস্যা মেহেরউন্নীসা চৌধুরী দিগর রকম ৲১৮৸৴১১।৴১৫	৮৫৩।৴৮	২৫৸৴৭।।
১৫২	পং বুড়ন কিং ভাহুড়িয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর …	২০৩২২।৩	২ হিস্যা বং ।।০ আনা…	১০১৬১৴৯	৶৫৸
১৩৯	পং মলই কিং মলই।	পার্ব্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২৯৭২৴১১।।	২ হিস্যা মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২৯৭৶৩	৮৭৬৸৶৪
১৫৯	পং সর্পরাজপুর কিং রামভাঙ্গা।	ভূবনমোহন মজুমদার দিগর।	৫৪৯৸৴৮	১ হিস্যা ভূবনমোহন মজুমদার ৹৲।০ আনা।	১৩৭।৶৫	৬১৴০।।
১৬৬	পং সুন্দরবন কিং ১৬৫ নং লাট আঙ্গুনি রমজাননগর।	জহিরদ্দি সরদার দিগর	১৮৮৪৲	সম্পূর্ণ মহাল …	১৮৮৪৲	১৪০০৲৬
১৯১	পং মলই কিং হাজরাকাঠি।	পার্ব্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	৮৯০৶১০	৪ হিস্যা রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর সাং সাতখিরা।	৮৯৲৪	৩২৶০।।

KHOOLNA COLLECTOR'S OFFICE,
The 6th May 1884.

F. H. BARROW,
Offg. Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

জেলা মুরশিদাবাদ।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮১৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জেলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাহাল সন ১২৯০ সালের লাংকিস্তী ফালগুনের বাকী রাজস্ব আদায় জন্য সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার জেলা মুরশিদাবাদের কালেকটরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ১৭ এপ্রিল।

শ্রেণীর নম্বর।	মাহালের প্রকার।	তৌজীর নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম তালুকদার।	সদর জমা।	কৈফিয়ৎ।
১	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	৪৪	তরফ কালুহা পং বার-বক পুর।	কৃষ্ণকিঙ্কর রায় কমলাকান্ত রায় গোপীকান্ত রায় প্রভাবতী দাস্যা মাতা অলি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় নাবালগ।	৩২৯৪॥৶৭	এই মহল মধ্যে প্রভাবতী দাস্যা ও কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ৷৷০ আনা বাদে কৃষ্ণকিঙ্কর রায় ও গোপীকান্ত রায়ের এজমালী অংশ॥০ আনার কাত সদর জমা ১৬৪৭।⁄৪ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ৭১১৬৸৴০ টাকা।
২	ঐ	৪৪	তরফ কালুহা পং বার বক পুর।	ঐ	৩২১৪॥৭	এই মহল মধ্যে প্রভাবতী দাস্যার পৃথক করিয়া লওয়া অংশ।০ আনা ও কৃষ্ণকিঙ্কর রায় গোপীকান্ত রায়ের এজমালী অংশ।৷০ আনা বাদে কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ।০ আনার কাত সদর জমা ৮২৩॥৶৭ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ৩৫৮।৵৩ টাকা।
৩	ঐ	৬৭	হুদাগোপালপুর পং পলাশী।	রায় সেতাবচাঁদ নাহার বাহাদুর ...	১১৪২।১০	রাজস্বর বাকী ৪৬০৸১১ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।
৪	ঐ	২২৯	কিশমত মৌজেপাকুড়হাঁশ পরগনে বার-বক সিংহ।	হিরালাল চৌধুরী রামদাস চৌধুরী অশ্বিনীকুমার মুস্তফী বটুকনাথ মুস্তফী হারাধন গোস্বামী।	৭৩৯৭১১	সরকারি বাকী রাজস্ব ৪৫⁄১০ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নীলাম হইবে।

শ্রেণীর নম্বর।	মহালের প্রকার।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম তালুকদার।	সদর জমা।	কৈফিয়ত।
৮	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	৫৩৯	কিসমত পরগনেসাহাজাহাপুর পং সাহাজাপুর।	বিপিনবিহারি নবিনবিহারি কৃষ্ণকিশোর মুকুন্দলাল রামচন্দ্র ভগবানচন্দ্র বনওয়ারিলাল দীনবন্ধু ললিতমোহন বৈদ্যনাথ গুরুদাস মছুমনদাস গণেশচন্দ্র গঙ্গানারায়ন কুলদাপ্রসাদ গোপেশ্বর সেন মর্ম্মসখী দাস্যা কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়।	৩৩৬৫৷৭	এই মাহাল মধ্যে মর্ম্মসখী দাস্যার ও কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে গোপেশ্বর সেন দিগরের এজমালী অংশ ৷৷/১২ গোণ্ডার কাত সদর জমা ২০৯৪/১০ টাকা নিলাম হইবেক রাজস্বর বাকী ৭২৬৷৷১১।
৯	ঐ	৪৫১	কিসমত পরগনেসমসখালী পরগনেসমসখালী।	বীরচন্দ্র নদীয়াবিনদ চৌধুরি শ্যামাসুন্দরী দাস্যা সৌদামিনী দাসী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী গদাধর চৌধুরী অনন্তময়ী দাসী ব্রহ্মময়ী চৌধুরাণী।	১১৭৮৶২	এই মহাল মধ্যে গদাধর বীরচন্দ্র চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে শ্যামাসুন্দরী দাস্যা দিগরের এজমালী অংশ ৮/১৷৷৶০ কাত সদর জমা ৫৫৬।/১১ টাকা নিলাম হইবেক রাজস্বর বাকী ৷৷৩ আনা।
১০	ঐ	৫০৮	ডিহি আতাই পং সেরপুর।	চন্দ্রমহিনী দাস্যা থাকমণী দাসী অলি মাতা বিশ্বেশ্বর ঘোষ প্রমথনাথ ঘোষ কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ গোপীসুন্দরী দাসী।	৩৪৫২৷৷/- ১১ পুলিস ২৬৷০৮ ৩৪৭৯৲৭	এই মাহাল মধ্যে থাকমণী দাসী দিগরের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ৷৷০ আনা বাদে চন্দ্রমহিনী দাস্যার এজমালী অংশ ৷৷০ আনার কাত্ সদর জমা ১৭২৬।/০ টাকা ও পুলিস ১৩৶৪ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ... ৫৭৪৶০ পুলিস ... ৩।১০ ৫৭৭৷৶১০
১১	ঐ	৫৩৩	কিং পং উজিরাবাদ পং উজিরাবাদ	ত্রৈলোক্যনাথ রায় কটীকচন্দ্র ও তারকনাথ ভট্টাচার্য্য নকরচন্দ্র ও হিপ্রদাস পাল চৌধুরী গোলাপমনী দেব্যা জগচ্চন্দ্র পাঠক লক্ষ্মীমনী দেব্যা গোকুলচন্দ্র তেওয়ারী দ্বারিকানাথ সেন গনেশলাল কৃষ্ণপ্রসাদ রায়।	১১৮৩।/৬	এই মাহাল মধ্যে দ্বারিকানাথ সেনের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১২৮৩ দত্তীরকাত সদর জমা ৪৭।৶১০ টাকা নিলাম হইবেক বাকী ২৮।৭ টাকা।

১২	ঐ	৫৭০	মৌজে এরশাদিপুর পং কুলাবাড়ীয়া।	তরঙ্গিনী ওরফে ল্যুটমণিদাসী পক্ষে ম্যানেজর কামিনী সুন্দরীদাসী কৈলাসনাথ সিংহ রায় পরেশনাথ সিংহ রায় স্বরূপলাল চৌধুরী চন্দ্রমোহন চৌধুরী মুক্তকেশী চৌধুরাণী রঘুনাথ মুস্তফী পাতালমণী চৌধুরাণী চারুচন্দ্র বসু উমেশচন্দ্র মিত্র হারাধনী চৌধুরাণী মাতা অলি দাশরথী ও সত্যচরণ রায় চৌধুরী নাবালগ পরেশনাথ চৌধুরী ললিতমোহন রায় চৌধুরী কামিনীকুমারী চৌধুরাণী মনমোহন চৌধুরী প্রেমলাল।	১০৬১॥৶২	এই মাহাল মধ্যে হারাধনী চৌধুরাণী অলিমাতা দাশরথী সত্যচরণ রায় চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ /১ গোণ্ডা বাদে চারুচন্দ্র বসু দিগরের এজমালী অংশ ৮৶১৯ গোণ্ডারকাত সদর জমা ৯৯১৮৵/৫ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ... ।১০ পাই।
১৩	দ্বিতীয় শ্রেণীর মাহাল	৫৮৮	চরগোঠা পং সমসখালী	বন্দবস্তদার দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় নাবালগের অলি মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী দেব্যা রামলাল রায় সীতানাথ রায় রামেশ্বর রায়।	৭৩৭।৴	রাজস্বর বাকী। ১৮১॥৶০ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।
১৪	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	২৭৪০	কিং তরফ হোসেনপুর পং আসদ নগর	লোকনাথ রায় দ্বারিকানাথ রায় ও দ্বারিকানাথ ঘোষ...	১১৫৮৶৯ রোড্‌ফণ্ড ৬৶৬	১২৯০ সালের লাং অগ্রহায়ণ তলবের রাজস্বর বাকী ১৫৯৲ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।
১৫	ঐ	২৭৭৯	তরফ কানাই পাড়া পং আসদ নগর	রামলাল ঘোষ ...	১৩৪৯।/৫	১২৯০ সালের লাং ফাল্গুনের রাজস্বর বাকী ৮১২৮৶৬ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।

BERHAMPORE, The 13th May 1884 }

J. C. VEASEY,
Offg. Collector.

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮১৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সাল ২১ মেও মোং ১২৯১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ বুধবার তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাচারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮০। ৭ এপ্রিল।

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
২৬ নং	পং নশিরুজীয়াল জমিদারি হিস্যা ।৯০ আনা মধ্য বেজাবেতা তালুক ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরিজামোহন চৌধুরী গয়রহ।	৭১২৭৲	৮২৯৸৶৯	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	ঐ ঐ ১৮৭৬। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনাকান্দা ৲১৮।৶ কাগ হিস্যা।	আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ।	১৸৶০	০	০
	ঐ ঐ ঐ কি চান্দীনাকান্দা হিস্যা ৲১০৴৪॥ তিল।	জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ ...	৸০	০	০
	তপে নগভাণ্ডয়াল।				
১১৬ নং	তাং নেওয়াজআলী হিস্যা ৷৷০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি হিস্যা।	দীননাথ চক্রবর্ত্তী মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী গয়রহ।	১২৭১৶০	৪২৸৴	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে কন্যামণ্ডল গয়রহ ৩৩ মৌজার ।০ আনা হিস্যা।	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ..	৩৪১৸৴৩	০	০
	ঐ ঐ ঐ ...	প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী ..	১৪১৸৴১	০	০
	ঐ ঐ ঐ ...	দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ..	৩১১৸৴১	০	০
	ঐ ঐ ঐ ...	কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৩৭১৸৴১	০	০
	তপে ঠাকরাদি।				
১২০ নং	পাএন্দাবেগ হিস্যা ৸৴৬॥ কাণ্ডী ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে এজমালি।	মহিমাচন্দ্র রায় চৌধুরী, দীননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	১০৩৩৸০	১২।৴৮	এজমালি অংশ নিলাম হইবেক।
	ঐ ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ।৴০ আনা নগর হাজরাদির ।৶১৬ গণ্ডা	জগতকিশোর আচার্য্য চৌধুরী নাবালগ।	২৯৫॥৶০	০	০
	ঐ ঐ চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ৴১৫ গণ্ডা ও নগর হাজরাদির ৴১৯ গণ্ডা ও বীর মজুমদার ৸৶০ আনা।	হরিকিশোর রায় চৌধুরী .	১১৬৸০	০	০
	তপে সাধো দরজিবাজুর মোতালক ১৫১ নং জমিদারি।	ছৈয়দ আবদুল্লা অপ্রাপ্তপক্ষে জামিনা আকবর খাতুন।	২১৭৩৸৶০	১২।৴০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
	তপে হাজরাদী।				
২১১৯ নং	তাং কৃষ্ণরাম দত্ত গয়রহ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	দীননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	৩৩৯৮৴৫	০	০
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিস্যা ৶১০ আনা।	বিশ্বেশ্বরী দাসী ...	২৫০৸৴০	৪১।০	খারিজ হিস্যা নিলাম।
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	রামকিশোর গঙ্গোপাধ্যায় গয়রহ।	১০১৪॥৶৭	০	০

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
৪০৭১ নং	তপে রণভাওয়াল। চর চারিপাড়া সুবর্ণপুর ওরফে কামারিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গয়রহ।	৭৪৭৮১০ পাই	১১॥৶০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
১০৮৫ নং	পং ময়মনসিংহ বীলচলন্দী …	রাজা হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী গয়রহ।	৫৮৩৭	২০॥/০	ঐ
৫১৭২ নং	পং হুশেনশাহী চর ভেলুয়ামারি …	দীননাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭২	২২৭	ঐ
৫২ ৭৯ নং	পরগনে পুখরিয়া চর গাবতলা	রাজেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণী পতির নাং দুর্গাপ্রসাদ খাঁ ও মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী গয়রহ।	৫১১৮৫০ মালিকানা ৬১৮	১৪১২।০ মালিকানা ১০৭	ঐ

G. E. MANISTY,
Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারায় জানাইতেছি যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুক ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ইং ১৬ জুন মো ৩রা বেক ১২৯১ বাঙ্গালা ও আষাঢ় রোজ সোমবার জেলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ৪র্থা মাহবেক বিক্রি হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহাল মওয়াবাদ।

নম্বর কালেক্টর	নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা। রাজস্ব।	সদর জমা। সেস।	বাকী। রাজস্ব	বাকী। সেস	বাকী। মোট	মন্তব্য।
৭৭৩	৮৩১ ২৫৫৭৮	থানে সাতকানিয়া। মৌজে মাধবনগর তালুক রগু দেব্যা।	নিং অখিল চন্দ্র রায় গং।	৮৯০৸৶৮	১৪৮॥৬	৩৩৪	৪৯॥০	৩৮৩॥০	সম্পূর্ণ তালুক নিলাম হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 3rd May 1884.

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collector.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

জিলা চট্টগ্রাম ;—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭০ সালের ৩ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নের লিখিত তালুকাদি ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকিপড়া রাজস্ব ও রোডসেস ও পবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ৯ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ২৮ জ্যৈষ্ঠ রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাক্সবাজার সব-ডিবিসনের এলাকাধীন।

তৌজির নম্বর।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা। রাজস্ব।	সদর জমা। সেস।	বাকী। রাজস্ব।	বাকী। সেস।	মোট।	মন্তব্য।
২৩। / ২৫।	মৌজে ইনানী থানে টেকনাফ তালুক নছরত আলি চৌং	খোদ	৮৯৭।।০	২০৸৬	৪৩৮।।৬	০	৪৩৮।।৬	সম্পূর্ণ তালুকা নিলাম হইবে।
৪৫ / ১১৬১	মৌং টেকনাফ থানে টেকনাফ তাং শ্রীমতী থাউ চৌং	খোদ ...	১২১৭৲	৭৯/০	৬১৩৲	২৬/৬	৬৩৯।/৬	ঐ
১৫২ / ১৩৮	মৌং রাজারকুল থানে রামু তালুক সেরমস্তু খাঁ ...	দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গং	১১০১।।৬	১২৮।/	৩০৩।/৬	৪৪/৬	৩৪৭।৶	ঐ
২০৪ / ৪১৯	মৌং মিঠাছরি থানে রামু ইজারা শ্রীমতী লতিফা খাতুন নাবালগের পক্ষে আহাদ আলি খাঁ।	নিং আহাদ আলি খাঁ।	১১৮৩।৵০	১১৩/৬	৪২০৲	৩৭।।৶৬	৪৫৭।।৶৬	ঐ
২৯৯ / ২৮৬	মৌং বারপাকিয়া থানে চকরিয়া তাং বিবি ইসহাক ...	নিং দেওয়ান আলি সদাগর।	১৮৭।।/৩	১৯৪৸/	৪১০৲	১৯৬।।	৬২৬।।০	ঐ
৩১৪ / ১৪৬০	মৌং পেকুয়া থানে চকরিয়া তালুক ফজল আলি ...	খোদ ...	২৫১২৲	১০৯।৵৬	২০৪২৲	৭৩৸৶	২১১৫৸৶০	ঐ

C. A. SAMUELLS, *Offg. Collector, Chittagong.*

কালেক্টরী জেলা রংপুর।

বাঁকীর ফর্দ্দ সন ১২৯০ সাল বাঙ্গালার লাগাএদ কিস্তী ফাল্গুন মোতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএদ কিস্তী ফেব্রুয়ারি তসবের ২৮ মার্চ্চ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এবং তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন জেলার কালেক্টরীর তৃষ্ণী দ্বারা আদায় হইয়া যাহা বাঁকী আছে তাহা ১৮৮৪। ২১ জুন মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় শনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশ্যরূপে নিলাম হইবেক, ইতি।

তৌজির নম্বর।	মহালের নাম ও পরগনা।	মালিক।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
৫৭	বড়াবাড়ী ও গয়রহ মৌজা চাকলে কাজির হাট।	শ্যামকুমার দাস, বামাসুন্দরী দাস্যা কুঞ্জমোহন চাকি তারামণি দাস্যা চন্দ্র গোবিন্দ দাস,	৫১৫৷৴০	।৶১০	বামাসুন্দরী দাসার ১১৮৸৶৯ পাই সদর জমার অংশ তাহার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
১৩৭	রামনগর মৌজা চাকলে কাজির হাট	সৌদামিনী দাস্যা	১৩৪১৸৴১	৪২০৷৶৪	
২২১	খোর্দ্দ মুরাদপুর ও গয়রহ মৌজা পং পএরাবন্দ	জনকীবল্লভ সেন, আছরা বেগম, রাহতমেছা চাহেরা খাতুন, ও ছমিরল আলম আব্দুল হোসেন চৌধুরী ওরফে ডোমা মিঞা ও দুলা মিঞা।	২৫৩২৸৶৫॥	৫২০॥৶৮	বাবু জানকীবল্লভ সেনের খরিদা ।৴০ আনা অংশ পৃথক হওয়া গেল। তাহার স্বতন্ত্র হিসাব খোলা গিয়াছে।
২২৩	খামার কুরসা ও গয়রহ পং পএরাবন্দ।	খাকে এনায়েতুল্লা চৌধুরী কছিমমেছা চৌধুরাণী মহম্মদ নেজামুদ্দিন খাঁ চৌধুরী।	২১০৫৮৶১১	১৮২৲৯	খাকে এনায়েতুল্লা চৌধুরীর হিস্যা ১ নম্বরে হিসাব পৃথক হওয়া সদর জমা ১০৮৲।৯ পাই ঐ অংশ ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
২৪৯	চক দুর্গাপুর ও গয়রহ মৌজা পং সরহাট্টা।	খএরণমছা বিবি চৌধুরাণী এনায়েতুল্লা মিঞা সাহিব বিবি চৌধুরাণী, আমানতুল্লা চৌধুরী খুশিরমেছা বিবি জন্নত বিবি চৌধুরাণী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার নেজামউদ্দিন, মহম্মদ নেজামউদ্দিন মহম্মদ চৌধুরী, আমিরমেছা বিবি স্বয়ং ও আলউদ্দিন পক্ষে আবদুল্লহক চৌধুরী নাবালগ।	১৮২৸৶৮	১৪৷৶৮	গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধীনের অংশ যাহার সদর জমা ৪৩১৴৬ পাই ও যাহার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ্ব্যতীত অপরাপর অংশ বাকী।
৬১৭	আলিগাঁও পং	চন্দ্রশেখর রায়, গোপালচন্দ্র রায়, রাজলক্ষ্মী চৌধুরাণী, ঈশানচন্দ্র চৌধুরী, ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার পক্ষে কৌস্তভ চন্দ্র কিশোর রায় নাবালগ, ক্ষমাময়ী চৌধুরাণী কুড়ান সরকার।	৫১৮১৸৴১	২০৸৶৪	কুড়ান সরকারের নিজ স্বত্ব ৶০ তিন আনা ঐ অংশ বাকী

RUNGPORE COLLECTORATE,
The 30th April 1884.

H. J. NEWBERY,
Offg. Collector.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।
জেলা দিনাজপুরের কালেক্টরী।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা দিনাজপুরের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারী এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমাদায়া হওয়া মহাল।

নম্বর তৌজির।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হইবেক।	মন্তব্য।
১১০ নং	মৌজে চারখণ্ড, গয়রহ পরগনে পিলাচবাড়ী।	কাত্যায়নী দেব্যা জয়কিশোর চৌধুরীপ্রভৃতি।	১৬৯১৮৬৮	৯৯৯৮১	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।
[illegible]৭ নং	মৌজে [illegible]লতপুর গয়রহ পরগনে রাজনগর।	তারকনাথ চৌধুরী, জয়েশ্বরী চৌধুরাণী উচি পক্ষে মোহনলাল চৌধুরীপ্রভৃতি।	৪৬৬০।৵১	৪৮৩।৮	এই মহালের মধ্যে লালমোহন চৌধুরীর ৵০ আনা অংশ যাহার ৫৮২।৵০ আনা সদর জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারানুসারে পৃথক আছে তাহা বাদে বাকী ৺৵০ আনা অংশ যাহার ৪০৭৭৺৵১ পাই সদর জমা হয় ঐ এজমালী অংশ বাকী পড়ায় তাহাই নীলাম হইবেক।
২৬০ নং	মৌজে গোবিন্দপুর গয়রহ পরগনে ঘোড়াঘাট।	দীননাথ মজুমদার ও গোলোকনাথ মজুমদার প্রভৃতি।	৬৭৯৯।৵	২৫১৫৭	মৌজে কেন্দুল ও গোবিন্দপুর বাদে এই মহালের গোলোকনাথ মজুমদারের /৪ = কান্তী অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ১০ ধারামত হিসাব পৃথক হইয়া ৫১৩৵৫ পাই সদর জমা ধার্য্য আছে ঐ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২৫১০১	ঐ মত দীননাথ মজুমদারের হিসাব পৃথক থাকা ৶/৪ = কান্তী অংশের ৫১৩ ৫ পাই জমা ধার্য্য আছে ঐ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২৫১৫৩	ঐ মত কালীসুন্দরী [illegible]বার /৪ = কান্তী অংশ পৃথক হিসাব হইয়া ৫১৩৵৫ পাই জমা ধার্য্য আছে ঐ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
৩৭৬ নং	মৌজে দাউদপুর গয়রহ পরগনে গীল হবাড়ী।	চন্দ্রকান্ত সরকার কৃষ্ণকান্ত সরকার প্রভৃতি।	১৫৮৵১।।	১৫৭৲	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।
৮৬১ নং	মৌজে নাজিরপুর গয়রহ পরগনে সন্তোষ	[illegible] গিরধারী চৌধুরাণী	৬৬৯।৵১	৪৬৪৲	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।

DINAGEPORE COLLECTORATE,
The 6th May 1884.

A. C. TUTE,
Offg Collector.

[*Government Gazette, 20th May* 1884.]

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtolah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট প্রেসে বিক্রয়ার্থ আছে।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের ও ইনার টেম্পলের ব্যারিষ্টর সাহেবে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ ও রেণ্ট-কমিশনের মেম্বর, সিবিল সার্ভিসের অন্তর্গত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেফটেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংগ্রহ।

একখানি পুস্তকের মূল্য ৫ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একখানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা প্যাক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৵০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

দ্রষ্টব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengal Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 20*th May* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে:—

মফঃসলে।

				টাকা	
সম্পূর্ণ গেজেট	...	...	বৎসর	১২৲	
ডাকমাশুল	...	...	"	৩৸০	
৩, ৪, ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে হাইকোর্টের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	...	"	৪৲	
ডাকমাশুল	...	...	"	১৲	
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য ...		...		।০	
ডাকমাশুল	...	...		৵০	
৩য় ৪র্থ ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য) ...		...		৴০	৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠাপ্রতি আর একং আনা।
ডাকমাশুল	...	...		৴০	

কলিকাতায়।

কলিকাতার গ্রাহকদিগকে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং জোইণ্ট সেক্রেটরী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. Bolton,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

Note—*Rates for Advertisements in the* Calcutta Gazette.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10

Casual advertisements.—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই ঃ—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
আধ পৃষ্ঠা " "	১০৲
কখনং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্ল্যানেড ওয়েস্ট টৌনহালের হাতায়স্থিত বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিংক কোম্প্যানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[*Government Gazette, 20th May* 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুত এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 362—17-5-84—800

Numb. 2339 [২৩৩৯].

[REGISTERED No. 30.]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY MAY 27, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—Establishments.

Simla, the 16th May 1884.

No. 112.—Mr. A. C. Mangles is permitted to resign Her Majesty's Bengal Civil Service, with effect from the 25th May 1884.

Judicial.

The 14th May 1884.

No. 670.—The Honourable W. F. McDonell, c.s., v.c., a Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, has obtained privilege leave for three months, with effect from the 15th June next, or from any subsequent date on which he may avail himself of the same.

The 15th May 1884.

No. 673.—Under the provisions of section 3 of Act XXVI of 1881 (The Negotiable Instruments Act, 1881), the Governor-General-in-Council has been pleased to appoint Moulvie Ali Kassim Khan, Rural Sub-Registrar of Lukhiserai in the district of Monghyr, to perform the functions of a Notary Public under that Act.

A. Mackenzie,
Secy. to the Govt. of India.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.

No. 116.—Mr. H. Bell, Superintending Engineer, Class II, Railway Branch, is appointed Engineer-in-Chief and Officiating Manager of the Tirhoot State Railway, with effect from the afternoon of the 2nd of April 1884.

W. S Trevor, *Col.* R.E.,
Secy. to the Govt. of India.

হোম ডিপার্টমেণ্ট।

সিবিলসার্ভিস বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৬ মে।

১১২ নম্বর।—শ্রীযুত এ, সি, মাঙ্গেলস সাহেব ১৮৮৪ সালের ২৫ মে অবধি শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্বিস ত্যাগ করিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

জুডিশ্যল।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।

৬৭০ নম্বর।—বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের জজ মান্যবর শ্রীযুত ডবলিউ, এস, মাকডণেল সাহেব, সি, এস, ও বি, সি, আগামি জুন মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।

৬৭৩ নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ক্রেয় বিক্রেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক ১৮৮১ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে মুঙ্গের জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মীসরাইর গ্রাম্য সব-রেজিস্টার শ্রীযুত মৌলবী আলি কাসিম খাঁকে উক্ত আইনমতে নোটেরি পবলিকের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে নিযুক্ত করিলেন।

এ, মাকেঞ্জি,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

পবলিক্ ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।

১১৬ নম্বর।—রেলওয়ে শাখায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এচ, বেল সাহেব ১৮৮৪ সালের ২ আপ্রিলের অপরাহ্ণ অবধি ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের প্রধান ইঞ্জিনিয়রের ও একটী কার্য্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডবলিউ, এস, ট্রেবর, কর্ণেল, আর, ই,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 27, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2003A.

GENERAL.—*The 30th April* 1884.—Mr. J. A. Hopkins, Officiating Magistrate and Collector, Tipperah, is allowed special leave for six months, under section 61, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th June next.

Mr. H. G Cooke, Officiating Magistrate and Collector, Noakholly, is appointed to act as Magistrate and Collector of Tipperah, during the absence, on deputation, of Mr. F. Jones, or until further orders.

The 5th May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. A. R. Macdonald of his commission as Lieutenant in the Northern Bengal State Railway Volunteer Rifle Corps.

The 6th May 1884.—Mr. L. R. Forbes, Officiating Deputy Commissioner of the Sonthal Pergunnahs, is vested with the powers of a Settlement Officer under Regulation III of 1872.

The 10th May 1884.—Baboo Hursahoy Sing, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on special duty, Patna and Gya, is allowed leave, for three weeks, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

The following officers reported their departure from India, on furlough, on the dates mentioned opposite their names .—

Mr. W. M. Clay ... 11th April 1884. | Mr. A. W. B. Power ... 25th April 1884.

Mr. P. H. O'Brien, Assistant Magistrate and Collector, Bogra, is transferred to the district of Nuddea, and is posted to the sudder station of that district

The 13th May 1884.—Mr. E. R. Middleton, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, reported his departure from India, on furlough, on the 25th April 1884.

Mr. F. H. Barrow, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector of the first grade, is confirmed in that grade, with effect from the 29th March last, *vice* Mr. J. Kelleher.

Mr. Barrow will continue to act as Magistrate and Collector of Khoolna until further orders.

Mr. C. A. Wilkins, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector of the second grade, on leave, is confirmed in that grade, with effect from the 29th March last, *vice* Mr. F. H. Barrow.

The order of the 18th March last, published in the *Calcutta Gazette* of the 19th idem, appointing Mr. C. A. S. Bedford to act as Deputy Commissioner of the Chittagong Hill Tracts, is cancelled.

Mr. J. A. Bourdillon, Inspector-General of Registration, has been granted by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of furlough for six months.

Baboo Srinath Chatterjee, Sub-Deputy Collector, Buxar, Shahabad, is transferred temporarily to the Bhubooah sub-division of that district.

The 17th May 1884.—Baboo Bhogoban Chunder Bose is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Mymensingh, during the absence, on leave, of Baboo Petumber Banerjee, or until further orders.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

২০০৩ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল।—ত্রিপুরার একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত জে, এ, হপকিন্স সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৬১ ধারামতে আগামি জুন মাসের ২০ তারিখ অবধি ছয় মাসের বিশেষ ছুটী পাইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত এফ, জোন্স সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, নওয়াখালীর একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ, জি, কুক সাহেব ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—শ্রীযুত এ, আর, মাকডোনালড সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের ষ্টেট রেলওয়ের বলণ্টিয়র রাইফলদলের লেপ্টেনেণ্ট স্বরূপ স্বীয় কমিশান ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।—সাঁওতাল পরগনার একটিং ডেপুটী কমিশ্যনর শ্রীযুত এল, আর, ফর্বিস সাহেব ১৮৭২ সালের ৩ আইনমতে বন্দোবস্তের কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।—পাটনা ও গয়ার বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু হরনন্দার সিংহ যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন সপ্তাহের ছুটী পাইলেন।

নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা নিয়মিত ছুটী লইয়া আপনং নামের পার্শ্বলিখিত তারিখে ভারতবর্ষ হইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।—

শ্রীযুত ডবলিউ, এম, ক্লে সাহেব, ১৮৮৪ সালের ১১ আপ্রিল।	শ্রীযুত এ, ডবলিউ, বি, পৌয়র সাহেব, ১৮৮৮ সালের ২৫ আপ্রিল।

বগুড়ার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত পি, এচ, ওব্রাইন সাহেব নদীয়া জিলায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ই, আর মিডলটন্ সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৫ আপ্রিলে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

শ্রীযুত জে, কেলেহর সাহেবের পরিবর্ত্তে প্রথম শ্রেণীর কিয়ৎকালীন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত এফ, এচ, বারো সাহেব গত মার্চ্চ মাসের ২৯ তারিখ অবধি সেই পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বারো সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় খুলনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

শ্রীযুত এফ, এচ, বারো সাহেবের পরিবর্ত্তে ছুটীপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি, এ, উইলকিন্স সাহেব গত মার্চ্চ মাসের ২৯ তারিখ অবধি সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের পর্ব্বতময় প্রদেশের ডেপুটি কমিশনরের কর্ম্মকরণার্থে শ্রীযুত সি, এ, এস বেডফর্ড সাহেবকে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মার্চ্চ মাসের ৮ তারিখের যে আজ্ঞা ঐ মাসের ২২ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা রহিত করা গেল।

ভারতবর্ষের পক্ষে মহিমবর শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব রেজেষ্টরী করণ কার্য্যের ইনস্পেক্টর জেনরল শ্রীযুত জে, এ, বুর্ডিলং সাহেবকে আর ছয় মাসের নিয়মিত ছুটী দিয়াছেন।

শাহাবাদের অন্তর্গত বক্সরের সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় কিয়ৎকালের নিমিত্তে ঐ জিলার অন্তর্গত ভুবুয়া মহকুমায় প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—শ্রীযুত বাবু পীতাম্বর বন্দোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুত বাবু ভগবান চন্দ্র বসু ময়মনসিংহের সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

POLICE.—*The 5th May* 1884.—Mr. H. N. Harris, District Superintendent of Police, Lohardugga, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 19th instant.

Mr. T. G. Charles, District Superintendent of Police, Jessore, is transferred to Lohardugga.

Mr. W. H. Cornish, District Superintendent of Police, Noakholly, is transferred to Jessore.

Mr. H. S. Schurr, Assistant Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as District Superintendent of Police, Noakholly, until further orders.

The 6th May 1884.—Mr. E. Muspratt, Officiating Assistant Superintendent of Police, Burdwan, is allowed leave for two days, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 9th January last.

The orders of the 19th March last, appointing Mr. W. D. Pratt, A. E. C. Bolst, and R. F. H. Pughe to act, until further orders, in the second, third and fourth grades of District Superintendents of Police, respectively, will have effect from the 2nd February 1884.

The 9th May 1884.—The services of Mr. V. W. Bertolsen, District Superintendent of Police, Mymensingh, are placed at the disposal of the Government of India, in the Home Department. This cancels the order of the 21st March last, placing the services of Mr. W. Campbell, District Superintendent of Police, Singbhoom, temporarily at the disposal of that department.

Mr. H. M. Reily, District Superintendent of Police, Moorshedabad, is transferred to Mymensingh.

Mr. T. C. Orr, Assistant Superintendent of Police, Serampore, is appointed to act as District Superintendent of Police, Moorshedabad, until further orders.

Mr. G. D. Graham, Assistant Superintendent of Police, on leave, is appointed to act as District Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, during the absence, on leave, of Mr. W. D. Pratt, or until further orders.

Baboo Gopal Hari Mullick, Assistant Superintendent of Police, Midnapore, is appoint. ed to act as District Superintendent of Police of that district, during the absence, on deputation, of Mr. O. S. Stack, or until further orders.

Mr. H. E. C. Paget, Assistant Superintendent of Police, Shahabad, is appointed to act as District Superintendent of Police, Khoolna, during the absence, on leave, of Mr. C. Raban, or until further orders.

Mr. E. Muspratt, Officiating Assistant Superintendent of Police, Burdwan, is transferred to Shahabad.

Mr. A. R. Auley, Officiating Assistant Superintendent of Police, Dinagepore, is transferred to Cuttack.

The 12th May 1884.—Mr. J. Cowie, Officiating Assistant Superintendent of Police, is posted to the Burdwan district, with effect from the date on which he joined that district.

The 19th May 1884.—Lieutenant-Colonel W. W. Hume, District Superintendent of Police, Julpigoree, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Colonel H. E. Waller, promoted.

Mr. R. H. G. Irvine, District Superintendent of Police, Dinagepore, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Lieutenant-Colonel W. W. Hume.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ মে।—লোহারডগার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, এম, হারিন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১৭ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইবেন।

যশোহরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত টি, জি, চার্লস সাহেব লোহারডগায় প্রেরিত হইলেন।

নওয়াখালীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, কর্ণিস সাহেব যশোহরে প্রেরিত হইলেন।

২৪ পরগনার পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, এম, শর সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় নওয়াখালীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।—বর্দ্ধমানের পোলীসের একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ই, মম্প্রাট সাহেব গত জানুয়ারি মাসের ৯ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে দুই দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ, ডি, প্রাট ও এ, ই, সি, বোলষ্ট এবং আর, এম, এচ, সিউ সাহেবকে যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ক্রমান্বয়ে পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করণার্থে নিযুক্ত করণবিষয়ক গত মার্চ্চ মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞা ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি অবধি ফলবৎ হইবে।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—ময়মনসিংহের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত বি, ডবলিউ, বর্টেলসের সাহেব হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

সিংহভূমের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, কাম্বেল সাহেবকে কিয়ৎকালের নিমিত্তে উক্ত ডিপার্টমেণ্টে সংস্থাপন করণ বিষয়ক গত মার্চ্চ মাসের ২১ তারিখের আজ্ঞা এতদ্দারা রহিত করা গেল।

মুরশিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, এম, রাইলী সাহেব ময়মনসিংহে প্রেরিত হইলেন।

শ্রীরামপুরের পোলিসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত টি, সি, অর, সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মুরশিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ, ডি, প্রাট সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ছুটী প্রাপ্ত পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত জি, ডি, গ্রাহম সাহেব ২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত ও, এম, ষ্টাক সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেদিনীপুরের পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত বাবু গোপালহরি মল্লিক উক্ত জিলার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত সি, রেবান সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শাহাবাদের পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, ই, সি, পাগেট সাহেব খুলনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের পোলীসের একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ই, মম্প্রাট সাহেব শাহাবাদে প্রেরিত হইলেন।

দিনাজপুরের পোলীসের একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এ, আর, আনলী সাহেব কটকে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—পোলীসের একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে, কোইসাহেব বর্দ্ধমান জিলায় কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সেই জিলায় অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—কর্ণেল শ্রীযুত এচ, ই, ওয়ালর সাহেবের পদবৃদ্ধি হওয়াতে জলপাইগুড়ির পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লেফ্টেনেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত ডবলিউ, ডবলিউ, হিউম সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, গত মার্চ্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

লেফ্টেনেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত ডবলিউ, ডবলিউ, হিউম সাহেবের পরিবর্ত্তে দিনাজপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত আর, এচ, জি, অর্মিন সাহেব গত মার্চ্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

Mr. J. B. Goad, District Superintendent of Police, Hazaribagh, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. R. H. G. Irvine.

Mr. W. R. Green, District Superintendent of Police, Hooghly, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. J. B. Goad.

Mr. W. B. Maxwell, District Superintendent of Police, Assam, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. C. Jennins, on leave.

Mr. C. A. Fisher, Commandant of Frontier Police, Assam, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. W. B. Maxwell.

Mr. H. W. J. Bamber, District Superintendent of Police, Rajshahye, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Lieutenant-Colonel W. L. N. Knyvett, on deputation.

Mr. J. Masters, District Superintendent of Police, Burdwan, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Mr. H. W. J. Bamber.

Mr. A. V. Knyvett, Personal Assistant to the Inspector-General of Police, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Mr. J. Masters.

Mr. F. A. Dawson, District Superintendent of Police, Bankoora, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Mr. A. V. Knyvett.

Mr. W. H. Cornish, District Superintendent of Police, Jessore, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 25th ultimo, *vice* Colonel W. Gordon, on leave.

Mr. B. Rattray, District Superintendent of Police, Pubna, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 25th ultimo, *vice* Mr. W. H. Cornish.

Mr. H. V. H. Roberts, District Superintendent of Police, Tipperah, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 25th ultimo, *vice* Mr. B. Rattray.

ECCLESIASTICAL.—*The 5th May* 1884.—The Reverend Prem Chand Nath, Native Minister, Weslyan Methodist Church, Calcutta, is authorized, under clause 5, section 5, Act XV of 1872, to grant certificates of marriage between Native Christians.

REGISTRATION.—*The 8th May* 1884.—Baboo Ashutosh Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, is appointed to be also Sub-Registrar of the sudder subdivision of that district, with effect from the 14th April 1884, *vice* Baboo Mahendro Nath Mookerjee.

The 12th May 1884.—Baboo Hari Charan Gangooly is appointed to be Rural Sub-Registrar of Baduria, in the district of the 24-Pergunnahs.

EDUCATION.—*The 13th May* 1884.—Mr. H. H. Locke, Principal, School of Arts, Calcutta, has been granted by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of furlough for three months.

The 14th May 1884.—The services of Dr. George Watt, Professor of the Presidency College, lately employed on special duty in connection with the late Calcutta International Exhibition, were placed temporarily at the disposal of the Government of India, Revenue and Agricultural Department, with effect from the 5th May 1884.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

শ্রীযুত আর, এচ, জি, আর্ব্বিন সাহেবের পরিবর্ত্তে হাজারিবাগের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে, বি, গোড সাহেব গত মার্চ্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত জে, বি, গোড সাহেবের পরিবর্ত্তে হুগলীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, আর, গ্রীন সাহেব গত মার্চ্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত সি. জেনিন্স সাহেব ছুটী লওয়াতে [illegible] পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, বি, মাক্সওয়েল সাহেব গত মার্চ্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ, বি, মাক্সওয়েল সাহেবের পরিবর্ত্তে [illegible] স্থানের পোলীসের কমাণ্ডাণ্ট শ্রীযুত সি, এ, ফিশর সাহেব গত মার্চ্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত ডবলিউ, এল, এন, নিবেট সাহেবের পরিবর্ত্তে রাজশাহীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ. ডবলিউ. জে, বাম্বর সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এচ. ডবলিউ, জে, বাম্বর সাহেবের পরিবর্ত্তে বর্দ্ধমানের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে, মাষ্টর্স সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত জে, মাষ্টর্স সাহেবের পরিবর্ত্তে পোলীসের ইনিস্পেক্টর-জেনরল সাহেবের স্বকীয় আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এ, বি, নিবেট সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এ, বি, নিবেট সাহেবের পরিবর্ত্তে বাঁকুড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এফ, এ, ডাসন সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কর্ণেল শ্রীযুত ডবলিউ, গর্ডন সাহেব ছুটী লওয়াতে যশোহরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, কর্ণিস সাহেব গত মাসের ২৫ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, কর্ণিস সাহেবের পরিবর্ত্তে পাবনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত বি, রাট্রে সাহেব গত মাসের ২৫ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বি, রাট্রে সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, বি, এচ, রবর্টস সাহেব গত মাসের ২৫ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ধর্ম্মকার্য্যসম্পর্কীয়।—১৮৮৪ সাল ৫ মে।—কলিকাতার ওয়েস্‌লিয়ন মেথডিষ্ট গির্জ্জার ধর্ম্মোপদেশক পাদরী শ্রীযুত প্রেমচাঁদ নাথ, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বি এদেশীয় ব্যক্তিদের বিবাহের সর্টিফিকেট দিতে ১৮৭২ সালের ১৫ আইনের ৫ ধারার ৫ প্রকরণমতে বিবাহের সর্টিফিকেট দিবার ক্ষমতা পাইলেন।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৮ মে।—শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে লোহারডগার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ গুপ্ত ১৮৮৪ সালের ১৪ আপ্রিল অবধি উক্ত জিলার সদর মহকুমার সব-রেজিষ্ট্রারের পদেও নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—শ্রীযুত বাবু হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বাদুড়িয়ার গ্রাম্য সব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—ভারতবর্ষের পক্ষে মহিমবর শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব কলিকাতার আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপল শ্রীযুত এচ, এচ, লক সাহেবকে আর তিন মাসের নিয়মিত ছুটী দিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—ভূতপূর্ব্ব কলিকাতার অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী সংক্রান্ত বিশেষ কার্য্যে সম্প্রতি নিযুক্ত প্রেসিডেন্সী কালেজের অধ্যাপক ডাক্তর শ্রীযুত জর্জ ওয়াট সাহেব ১৮৮৪ সালের ৫ মে অবধি কিয়ৎকালের জন্যে রাজস্ব ও কৃষিকার্য্যসম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২১ মে।]

The 17th May 1884.—Baboo Beni Madhub De, Head Master, Howrah, Zillah School, acted for one month in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th February 1884, *vice* Mr. H. Collie, on leave.

Baboo Chunder Mohun Mozoomdar, Head Master, Chittagong College, acted for one month in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th February 1884, *vice* Baboo Benimadhub De.

Baboo Bireswar Chatterjee, Additional Lecturer, Sanskrit College, acted for one month in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th February 1884, *vice* Baboo Chundra Mohun Mozoomdar.

Baboo Baikantha Nath Roy, Third Master, Dacca Collegiate School, acted for three months in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 11th December 1883, *vice* Baboo Brojendro Kumar Guha, on leave.

Baboo Srinath Dutta, Deputy Inspector of Schools, Manbhoom, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 10th April 1884, *vice* Baboo Kailas Chunder Sen, on leave.

Baboo Mathura Nath Chatterjee, Assistant Inspector of Schools, Bhaugulpore Division, acted for three months in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th December 1883, *vice* Baboo Radha Nath Roy, on leave.

Baboo Srikrishna Chatterjee, Head Master, Bhagulpore Zillah School, acted for three months in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th December 1883, *vice* Baboo Mathura Nath Chatterjee.

Baboo Madhusudan Rao, while officiating for the Joint-Inspector of Schools, Orissa, acted for three months in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th December 1883, *vice* Baboo Srikrishna Chatterjee.

Baboo Hara Mohan Bhuttacharjee, Deputy Inspector of Schools, Southal Pergunnahs, is appointed to act in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 1st March 1884, during the absence, on leave, of Baboo Bhuban Mohun Nyogi, or until further orders.

Baboo Umaprosad De, Deputy Inspector of Schools, Bogra is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 1st March 1884, *vice* Baboo Hara Mohan Bhuttacharjee.

Mr. A. S. Phillips, Head Master, Patna Collegiate School, is appointed to act in class I of the Bengal Subordinate Educational Service, during the absence, on leave, of Mr. A. J. C. Behrendt, or until further orders.

Baboo Abinash Chandra Chatterjee, Assistant Professor, Ravenshaw College, Cuttack, is appointed to act in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Mr. A. S. Phillips.

Baboo Rajkrishna Roy Chowdhuri, Deputy Inspector of Schools, Hooghly, is appointed to act in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Abinash Chandra Chatterjee.

Baboo Soshi Bhusan Dutt, Lecturer, College Classes, Bethune Girls' School, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Rajkrishna Roy Chowdhuri.

Baboo Siv Narain Trevedi, Deputy Inspector of Schools, Gya, acted for one month and a half in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 2nd November 1883, *vice* Munshi Abdool Rohim, on leave.

Mr. S. Ager, Principal, Ravenshaw College, Cuttack, is appointed to officiate, until further orders, in class IV of the Bengal Educational Service, with effect from the 1st April 1884.

Baboo Dina Nath Sen, Joint-Inspector of Schools, Dacca Circle, is appointed to act in class I of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Mr. S. Ager.

[*Government Gazette*, 27*th May* 1884.]

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—শ্রীযুত এচ, কাশী সাহেব ছুটি লওয়াতে হাবড়ার জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু বনীমাধব দে ১৮৮৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে এক মাস কর্ম্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু বেণীমাধব দের পরিবর্ত্তে চট্টগ্রাম কালেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন মজুমদার ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ অবধি বঙ্গদেশস্থ অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত তৃতীয় শ্রেণীমতে এক মাস কর্ম্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন মজুমদারের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত কালেজের অতিরিক্ত উপদেশক শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীমতে এক মাস কর্ম্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার গুহ ছুটী লওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ রায় ১৮৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীমতে তিন মাস কর্ম্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু কৈলাস চন্দ্র সেন ছুটী লওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে মানভূমের স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ দত্ত ১৮৮৪ সালের ১০ আপ্রিল অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রাধানাথ রায় ছুটী লওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে ভাগলপুর খণ্ডের স্কুল সমূহের আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে তিন মাস কর্ম্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে ভাগলপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু শ্রীকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীমতে তিন মাস কর্ম্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু মধুসূদন রাও উড়িষ্যার স্কুল সমূহের এক্টিং আসিষ্টেণ্ট-ইনিস্পেক্টরের কর্ম্ম করণকালীন ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীমতে তিন মাস কর্ম্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু ভুবন মোহন নিয়োগির ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সাঁওতাল পরগনার স্কুলসমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু হরমোহন ভট্টাচার্য্য ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ্চ অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু হরমোহন ভট্টাচার্য্যের পরিবর্ত্তে বগুড়ার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু উমাপ্রসাদ দে, ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ্চ অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এ, জে, সি বেরেণ্ট সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাটনার কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত এ, এস. ফিলিপস সাহেব বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এ, এস ফিলিপস সাহেবের পরিবর্ত্তে কটকের রেবানশা কালেজের সহকারি অধ্যাপক শ্রীযুত বাবু অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে হুগলীর স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর পরিবর্ত্তে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের কলেজ ক্লাসের উপদেশক শ্রীযুত বাবু শশীভূষণ দত্ত বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মুনশী আবদুল রহিম ছুটী লওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে গয়ার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ন ত্রিবেদী ১৮৮৩ সালের ২ নবেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীমতে দেড় মাস কর্ম্ম করিয়াছেন।

কটকের রেবানশা কালেজের প্রিন্সিপল শ্রীযুত এস, এগর, সাহেব ১৮৮৪ সালের ১ আপ্রিল অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বঙ্গদেশের শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এস, এগর সাহেবের পরিবর্ত্তে ঢাকা চক্রের স্কুল সমূহের জাইন্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু দীননাথ সেন বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

Baboo Mathura Nath Chatterjee, Assistant Inspector of Schools, Bhagulpore Division, is appointed to act in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Dina Nath Sen.

Baboo Chundra Mohun Mozoomdar, Head Master, Chittagong College, is appointed to act in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Mathura Nath Chatterjee.

Baboo Bireswar Chatterjee, Lecturer, Sanskrit College, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Chandra Mohun Mozoomdar.

Mr. G. Bellett, Inspector of Schools Rajshahye Circle, reported his departure from India, on furlough, on the 24th March 1884.

FORESTS.—*The 13th May* 1884.—Mr. G. W. Strettell. Deputy Conservator of Forests Sunderbuns Division, is granted furlough for three months on medical certificate, with effect from the 8th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. W. M. Green, Officiating Deputy Conservator of Forests, is transferred from the Chittagong to the Sunderbuns Forest Division.

Mr. R. H. M. Ellis, Deputy Conservator of Forests, on furlough, is posted to the charge of the Chittagong Forest Division.

The 17th May 1884.—Mr. R. L. Heinig, Officiating Assistant Conservator of Forests, Singbhoom Forest sub-division, is allowed three months' privilege leave, under section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 15th May 1884, or any subsequent date on which he may avail himself of it.

Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests, Chota Nagpore Forest Division, will hold charge of the Singbhoom Forest sub-division, in addition to his other duties, during the absence of Mr. Heinig, on leave, or until further orders.

MEDICAL.—*The 1st May* 1884.—Assistant Surgeon Grish Chunder Bhor, a Supernumerary at Beerbhoom, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Gopal Chunder Dey, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to act as Medical Officer at the Sandheads, during the absence, on leave, of Mr. F. J. Murphy, or until further orders.

The 7th May 1884.—Assistant Surgeon Purna Chunder Purkait, a Supernumerary at Arrah, is appointed temporarily to have medical charge of the sub-division and dispensary at Diamond Harbour, in the district of the 24-Pergunnahs.

Surgeon W. Beatson, Officiating Resident Surgeon, Medical College Hospital, Calcutta, acted as First Resident Surgeon, Presidency General Hospital, from the 27th February to the 3rd March last, inclusive.

The 9th May 1884.—Surgeon-Major D. O'Connell Raye, Professor of Surgical and Descriptive Anatomy, Medical College, Calcutta, is appointed to act as Professor of Surgery in that institution and as First Surgeon to the College Hospital, during the absence, on leave, of Surgeon-Major K. McLeod, or until further orders.

Surgeon-Major J. O'Brien, Civil Surgeon of Tipperah, is appointed to act as Professor of Surgical and Descriptive Anatomy in the Medical College, Calcutta, and as Second Surgeon to the College Hospital, during the absence, on deputation, of Surgeon-Major D. O'Connell Raye, or until further orders.

Baboo Ghaneshyam Gupta, Munsif of Mudehpore, in the district of Bhagulpore, is appointed to be a member of the Committee for the management of the charitable dispensary at that place.

The 10th May 1884.—Surgeon-Major J. Wilson, Officiating Civil Surgeon of Maldah, is appointed to act as Civil Surgeon of Lohardugga, during the absence, on leave, of Dr. F. R. Swaine, or until further orders.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেনের পরিবর্ত্তে ভাগলপুর খণ্ডের স্কুল সমূহের আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মথুরা নাথ চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মথুরা নাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে চট্টগ্রাম কালেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন মজুমদার বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন মজুমদারের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত কালেজের উপদেশক শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজশাহী চক্রের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত জি, বেলেট সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৪ মার্চে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

বনবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সুন্দর বনখণ্ডের ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুক্ত জি, ডবলিউ, ক্রেটেন সাহেব এই মাসের ৮ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি চিকিৎসকের সার্টিফিকেটক্রমে তিন মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

একটীং ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুক্ত ডবলিউ, এম, গ্রিন সাহেব চট্টগ্রাম হইতে সুন্দরবন খণ্ডে প্রেরিত হইলেন।

নিয়মিত ছুটীপ্রাপ্ত ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুক্ত আর, এচ, এম, এলিস সাহেব চট্টগ্রাম বন খণ্ডের কর্ম্মের ভারগ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে —সিংহভূম বনের উপখণ্ডের একটিং সহকারি বনরক্ষক শ্রীযুক্ত আর, এল, হেনিং সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৫ মে অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত হেনিং সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ছোট নাগপুর বন খণ্ডের ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুক্ত এফ, বি, মান্সন সাহেব আপন অন্যান্য কর্ম্মাতিরিক্ত সিংহভূম বনের উপখণ্ডের কার্য্য ভার গ্রহণ করিবেন।

চিকিৎসা বিষয়ক —১৮৮৪ সাল ১ মে।—বীরভূমের অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ভড় যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত এফ, জে, মর্ফি সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দে, গঙ্গাসাগরের চিকিৎসকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।—আপাততঃ অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র পরমাইত কিয়ৎ কালের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কলাগাছী মহকুমায় ও ঔষধালয়ের চিকিৎসা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতার মেডিকাল কালেজ হাঁস্পাতালের একটিং রেসিডেন্ট সর্জন, সর্জন শ্রীযুক্ত ডবলিউ বীটসন সাহেব গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখ অবধি মার্চ্চ মাসের ৩ তারিখ পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সী জেনরল হাঁস্পাতালের প্রথম রেসিডেণ্ট সর্জনের কর্ম্ম করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—সর্জন মেজর শ্রীযুক্ত কে, মাকলেওড সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার মেডিকাল কালেজের ব্যবচ্ছেদ ও শারীরতত্ত্ব বিদ্যার অধ্যাপক সর্জন মেজর শ্রীযুক্ত ডি, ও' কনেল রে সাহেব উক্ত কালেজে অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যার অধ্যাপকের ও কালেজ হাঁস্পাতালের প্রথম সর্জনের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে সর্জন মেজর শ্রীযুক্ত ডি, ও' কনেল রে সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ত্রিপুরার সিবিল চিকিৎসক সর্জন মেজর শ্রীযুক্ত জে, গুরাইম, সাহেব কলিকাতার মেডিকাল কালেজে ব্যবচ্ছেদ ও শারীরতত্ত্ব বিদ্যার অধ্যাপকের এবং কালেজ হাঁস্পাতালের দ্বিতীয় সর্জনের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত মধেপুরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু ঘনশ্যাম গুপ্ত সেই স্থানের দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।—ডাক্তর শ্রীযুক্ত এফ, আর, মেম সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মালদহের একটিং সিবিল চিকিৎসক সর্জন মেজর শ্রীযুক্ত জে, উইলসন সাহেব লোহারডগার সিবিল চিকিৎসকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

The 12th May 1884.—Surgeon D. W. D. Comins, Civil Surgeon of Jessore, reported his departure from India, on furlough, on the 25th April 1884.

VACCINATION.—*The 6th May* 1884.—Surgeon W. Owen, Officiating Superintendent of Vaccination, Ranchi Circle, is allowed leave for two months and eighteen days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

The 8th May 1884.—Moulvie Tajamul Hossein, Deputy Superintendent of Vaccination, Darjeeling Circle, is allowed leave for two months and 20 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

MUNICIPAL.—*The 18th April* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Monghyr Municipality of Mr. G. Thomas to be their Vice-Chairman.

The 20th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Santipore Municipality, in the district of Nuddea:—

Baboo Gopi Churn Nundi.
,, Shurat Chunder Roy.
Baboo Krishna Bihary Mookerjea.
Pandit Madongopal Gossami.

The following gentlemen are also re-appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Haridas Roy.
,, Sriram Chunder Ganguli.
Baboo Kasi Chunder Banerjea.
,, Modhu Shudan Pramanik.
Baboo Paramartha Ganguli.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Bankoora Municipality of Baboo Benode Behari Mandul to be their Vice-Chairman.

The 4th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Tumlook Municipality, in the district of Midnapore, of Baboo Rajendra Lal Gupta to be their Vice-Chairman.

The 9th May 1884.—Moulvie Sahajohurul Hossen is appointed to be a Commissioner of the Rampore Beauleah Municipality, in the district of Rajshahye.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Chittagong Municipality of Dr. E. Sanders, Civil Surgeon, to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Serajgunge Municipality, in the district of Pubna, of Baboo Poorno Chunder Mittra, Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

Baboo Mohesh Chunder Dutt, Head Assistant to the Serajgunge Jute Company, Limited, is re-appointed to be a Commissioner of the Serajgunge Municipality, in the district of Pubna.

The 11th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Joynagore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Ananda Chundra Ghose to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Bhupendra Narain Dutta.
Baboo Haridas Dutt.
Baboo Romanath Banerjea.

[*Government Gazette 27th May* 1884.]

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—যশোহরের সিবিল চিকিৎসক সর্জন শ্রীযুত ডি, ডবলিউ, ডি, কমিন্স সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৫ আপ্রিলে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

টিকাদান বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৯ মে।—বাখর্গঞ্জ চক্রের টিকাদান কার্য্যের একটিং সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সর্জন শ্রীযুত ডবলিউ, ওয়েন সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস আঠার দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—দার্জ্জিলিঙ্গ চক্রের টিকাদান কার্য্যের ডেপুটী সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত মৌলবী তজমল হুসেন যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস বিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।—মুঙ্গের মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত জি, তামস সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২০ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নদীয়া জিলার অন্তর্গত শান্তিপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু গোপীচরণ নন্দী।	শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায়।
,, বাবু শরচ্চন্দ্র রায়।	,, পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামী।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু হরিদাস রায়।	শ্রীযুত বাবু কাশীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, বাবু শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।	,, বাবু মধুসূদন প্রামাণিক।

শ্রীযুত বাবু পরমার্থ গঙ্গোপাধ্যায়।

বাঁকুড়া মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী মণ্ডলকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৪ মে।—মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত তমলুক মুনিসিপালটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল গুপ্তকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—শ্রীযুত মৌলবী সাহজাদুরুল হুসেন রাজশাহী জিলার অন্তর্গত রামপুর বোয়ালিয়া মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রাম মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা সিবিল চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুত ই, সাণ্ডার্স সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পাবনা জিলার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জ মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

সীমাবদ্ধ সেরাজগঞ্জ জুট কোম্পানির হেড আসিস্টাণ্ট শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র দত্ত পাবনা জিলার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জ মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১১ মে।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত জয়নগর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু ভূপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত।	শ্রীযুত বাবু হরিদাস দত্ত।

শ্রীযুত বাবু রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

The 12*th May* 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Mozufferpore Municipality :—

Baboo Gourisankur Biswas, Deputy Magistrate and Deputy Collector.

Hazee Syud Mahomed Taki Khan.

Mr. H. Bell, Manager, Tirhoot State Railway.

Baboo Parmanund, Deputy Inspector of Schools.

Hafiz Syud Sadut Ali.

The 13*th May* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the South Dum-Dum Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Nilmani Mittra to be their Vice-Chairman.

Baboo Nabin Chunder Banerjee is re-appointed to be a Commissioner of the North Dum-Dum Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

The 14*th May* 1884.—Mr. E. G. Macleod, Barrister-at-Law, is appointed to be a Commissioner of the Kotechandpore Municipality, in the district of Jessore.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Modhubani Municipality, in the district of Durbhunga, of Baboo Judunath Sarkar, Sub-Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Cutwa Municipality, in the district of Burdwan, of Baboo Brojendra Nath Sen to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Gya Municipality of Baboo Bhoop Sen Singh to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Darjeeling Municipality of Mr. E. A. Parsick, C.E., to be their Vice-Chairman.

The 15*th May* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Dacca Municipality of Dr. P. K. Roy, Professor, Dacca College, to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Midnapore Municipality of Baboo Bipin Behary Dutt to be their Vice-Chairman.

ROAD CESS.—*The* 11*th May* 1884.—Baboo Shama Koomud Mookerjea, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member and Vice-Chairman of the Rungpore District Road Committee, *vice* Mr. C. R. Marriott, transferred.

The Hon'ble Kumar Baikunthanath De is re-appointed to be Vice-Chairman of the Balasore District Road Committee.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

No. 9.—*The* 8*th May* 1884.—Mr. H. Luttman-Johnson, Deputy Commissioner, reported his return from furlough, at Bombay, in the afternoon of the 28th April 1884.

No. 10.—Mr. C. J. Lyall made over charge of the office of Judge and Commissioner, Assam Valley Districts, to Mr. H. Luttman-Johnson, and availed himself of subsidiary leave, preparatory to furlough, in the afternoon of the 5th May 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 21*th May* 1884.]

১৮৮৪ সাল ১২ মে নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মজঃফরপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস।

শ্রীযুত হাজি সৈয়দ মহম্মদ তকি খাঁ।

ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত এচ, বেল সাহেব।

স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুত পরমানন্দ বাবু।

শ্রীযুত হাফিজ সৈয়দ সাদৎ আলি।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ দমদমার মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু নীলমণি মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত উত্তর দমদমার মুনিসিপালটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—বারিষ্টার-আট-লা শ্রীযুত ই, জি, মাকলৌড সাহেব যশোহর জিলার অন্তর্গত কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

দ্বারভঙ্গা জিলার অন্তর্গত মধুবনী মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু যদুনাথ সরকারকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কাটওয়া মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ সেনকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

গয়া মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু ভূপসেন সিংহকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

দার্জ্জিলিঙ্গ মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত ই, এ পার্থিক সি, ই, সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—ঢাকা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা ঢাকা কালেজের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুত পি, কে রায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

মেদিনীপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু বিপিনবিহারী দত্তকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১১ মে।—শ্রীযুত সি, আর, মেরিয়ট সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে একটীং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্যামাকুমুদ মুখোপাধ্যায় রঙ্গপুর জিলার পথকমিটীর মেম্বর ও প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

মানাবর শ্রীযুত কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে, বালেশ্বর জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

৯ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ৮ মে।—ডেপুটী কমিশ্যনর শ্রীযুত এচ, লটম্যান জনসন সাহেব নিয়মিত ছুটী হইতে ১৮৮৪ সালের ২৮ আপ্রিলের অপরাহ্ণে বোম্বাইয়ে স্বীয় প্রত্যাগমনের রিপোর্ট করিলেন।

১০ নম্বর।—শ্রীযুত সি, জে, লায়ল সাহেব আসাম উপত্যকা জিলার জজের ও কমিশ্যনরের কর্ম্মের ভার শ্রীযুত এচ, লটম্যান জনসন সাহেবের প্রতি অর্পণ করিয়া নিয়মিত ছুটী গ্রহণার্থ প্রস্তুত হইবার জন্যে ১৮৮৪ সালের ৩ মের অপরাহ্ণে আনুষঙ্গিক ছুটী গ্রহণ করিলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

NOTIFICATION.

The 30th March 1884.—It is hereby notified that, in the exercise of the powers conferred on him by section 314 of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Commissioners of the Naraingunge Municipality at a meeting, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the Municipality.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

BYE-LAWS OF THE NARAINGUNGE MUNICIPALITY.

For regulating the conduct of business at Meetings of the Commissioners.

1. An Ordinary General Meeting of the Commissioners shall be held fortnightly.

2. All such meetings shall be convened by the Chairman or Vice-Chairman by notice to be served on each Commissioner, not later than three days preceding the day of the meeting.

3. In the event of the Chairman or Vice-Chairman determining to call an Extraordinary General Meeting, not less than two clear days' notice shall be given to the Commissioners of the day fixed for such Extraordinary General Meeting.

4. The Chairman, or in his absence Vice-Chairman, shall call a special meeting on a requisition signed by not less than three of the Commissioners.

5. Every notice convening a meeting shall be accompanied by a list of the business signed by the Chairman or Vice-Chairman to be brought forward at such meeting.

6. Any Commissioner wishing to bring forward any business shall give notice of such intention in writing to the Chairman a week before the meeting, when the Chairman or Vice-Chairman shall include such business in the list of the business to be laid before such meeting.

7. No business shall be considered or proposition received at any meeting, if it does not appear in the list of business, till after the business list is concluded.

8. At all Ordinary General Meetings the proceedings shall be commenced by the Secretary reading the minutes of the last Ordinary or Extraordinary General Meeting, with a view to ascertain if the resolutions passed at such meeting have been faithfully and accurately recorded in the words used by the mover of such resolution, or, if amendments thereto shall have been passed, in the words used by the mover of such duly passed amendments.

9. In the event of any Commissioner being of opinion that any such resolution has not been accurately recorded, it shall be competent to such Commissioner to state his opinion to that effect, and thereupon the Chairman shall decide, whether or no such resolution has been accurately recorded by reference to the original draft of such resolution written and signed by the mover, and if he finds the Minute to be inaccurate, he shall then and there make the necessary correction in the Minute Book, provided that no discussion as to the propriety or otherwise of such resolution shall be allowed.

10. The order in which the several subjects shall be discussed at a meeting shall be determined by the order in which they are mentioned in the Chairman's list.

11. On the Commissioners proceeding to the consideration of any subject, the Secretary shall first read to the Commissioners the letters and papers connected with such subject, and thereupon any Commissioner may make a proposition regarding such subject, and address the meeting prior to the question being put to the vote by the President, provided that such Commissioner shall confine his remarks to the subject under consideration.

12. Every proposition made shall be written out by the proposer, and signed by him.

13. Every proposition shall be seconded by one Commissioner who shall also sign or initial the draft proposition written by the proposer.

14. The Commissioner who first addresses the meeting shall be entitled to be heard first, and should more than one Commissioner address the meeting, the right of precedence shall be determined by the President.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩০ মার্চ্চ।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশ্যনরদের প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটীর উপবিধি।

কমিশ্যনরদের সভায় কার্য্য চালাইবার বিধান।

১। কমিশ্যনরদের নিয়মিত সাধারণ সভার পাক্ষিক অধিবেশন হইবে।

২। সভাধিবেশনের দিনের অন্যূন তিন দিন পূর্ব্বে সভাপতি বা প্রতিনিধি-সভাপতি প্রত্যেক জন কমিশ্যনরের নামে নোটিস দিয়া সভাহ্বান করিবেন।

৩। সভাপতি বা প্রতিনিধি-সভাপতি স্থলবিশেষে অতিরিক্ত সাধারণ সভাধিবেশন করাইতে চাহিলে, সেই অতিরিক্ত সাধারণ সভাধিবেশনের নিরূপিত দিনের সম্পূর্ণ দুই দিন পূর্ব্বে কমিশ্যনরদিগকে নোটিস দিতে হইবে।

৪। সভাপতি কিম্বা তাঁহার অনুপস্থিতি কালে প্রতিনিধি-সভাপতি অন্যূন তিন জন কমিশ্যনরের স্বাক্ষরযুক্ত প্রস্তাবপত্র অনুসারে বিশেষ সভার আহ্বান করিবেন।

৫। সভায় যেং কার্য্য উপস্থিত করা যাইবে সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির স্বাক্ষর যুক্ত তাহার নির্ঘন্টপত্র সভাহ্বানের প্রত্যেক নোটিসের সঙ্গে দেওয়া যাইবে।

৬। কোন কমিশ্যনর কোন কার্য্য উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিলে, সভাপতির নিকট এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উক্ত অভিপ্রায় থাকিবার লিখিত নোটিস দিবেন; তাহা হইলে সেই সভায় যেং কার্য্য উপস্থিত করা যাইবে সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি তাহার নির্ঘন্টপত্রের মধ্যে ঐ কার্য্য ধরিবেন।

৭। নির্ঘন্টপত্রের লিখিত কার্য্য সমাপ্ত না হইলে কার্য্যের নির্ঘন্টপত্রে যে কার্য্য বা প্রস্তাব ধরা যায় নাই কোন সভায় সেই কার্য্য বিবেচনা করা বা সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য করা যাইবে না।

৮। গত নিয়মিত বা অতিরিক্ত সাধারণ সভায় নির্দ্ধারণ স্থিরীকৃত হইয়া থাকিলে সেই নির্দ্ধারণপ্রস্তাবকারির ব্যবহৃত শব্দ কিম্বা তাহা সংশোধন করিয়া স্থির করা গেলে যিনি ঐ বিধিমতে গৃহীত সংশোধন করিবার প্রস্তাব করেন তাঁহার ব্যবহৃত শব্দ অবিকল ও শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা গেল কি না ইহা নিশ্চয় জানিবার নিমিত্ত উক্ত সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণ পাঠ করিয়া নিয়মিত সকল সাধারণ সভার কার্য্যারম্ভ হইবে।

৯। উক্ত নির্দ্ধারণ শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই কোন কমিশ্যনরের এমত বোধ হইলে তিনি আপনার সেই মত প্রকাশ করিতে পারিবেন, তাহা হইলে সভাপতি প্রস্তাবকারির লিখিত ও স্বাক্ষরিত সেই নির্দ্ধারণের আসল পাণ্ডুলিপি দেখিয়া তাহা শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে কি না ইহার মীমাংসা করিবেন। তাহা অশুদ্ধ দেখিলে তিনি তৎকালে সেই স্থানেই মিনিট বহীতে তাহার প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া দিবেন, কিন্তু সেই নির্দ্ধারণের ঔচিত্যানৌচিত্য বিষয়ে বাদানুবাদ করিবার অনুমতি হইবে না।

১০। সভায় যে পর্য্যায়ক্রমে নানা বিষয়ের বাদানুবাদ করিতে হইবে, সভাপতির নির্ঘন্টপত্রের লিখিত পর্য্যায়ক্রমে তাহা স্থির করা যাইবে।

১১। কমিশ্যনরেরা কোন বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে সেক্রেটরী সেই বিষয় সংক্রান্ত পত্রাদি ও কাগজ পত্র প্রথমে পাঠ করিবেন ও সভাপতি মত জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে কোন কমিশ্যনর সভাকে সম্বোধন করিয়া সেই বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু যে বিষয় বিবেচনাধীন থাকে উক্ত কমিশ্যনর তদ্বহির্ভূত কথা না কন।

১২। যে প্রত্যেক প্রস্তাব করা যায়, প্রস্তাবকর্ত্তা তাহা লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

১৩। প্রত্যেক প্রস্তাব বিষয়ে কোন এক জন কমিশ্যনর সম্মতি দিয়া প্রস্তাবকর্ত্তার লিখিত প্রস্তাবের পাণ্ডুলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন বা আপন নামের আদ্যঅক্ষর লিখিবেন।

১৪। যে কমিশ্যনর সভাকে প্রথমে সম্বোধন করিয়া কহেন তাঁহারই কথা অগ্রে শুনা যাইবে। একের অধিক কমিশ্যনরেরা সভাকে সম্বোধন করিয়া কহিলে কাহার কথা অগ্রে শুনা যাইবে সভাপতি ইহা নির্ণয় করিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

15. Any Commissioner shall be at liberty to call the attention of the President to a point of order, even when a Commissioner is addressing the meeting.

16. Any Commissioner may propose an amendment to a proposition, to the effect that certain words in the proposition originally made be omitted therefrom, that certain words be substituted, or that certain words be added thereto, provided that such amendment be proposed when the subject is being discussed and the original proposition is still before the meeting.

17. On the discussion being concluded, in the event of several amendments having been proposed, the President shall put the last amendment to the vote first; if negatived, he shall put the second amendment, and then the first, and if all the amendments are lost, the original proposition shall be put to the vote.

18. No Commissioner shall be allowed to vote by proxy when he is unable to attend a meeting, or under any circumstances.

19. On a proposition being made and seconded, the President shall put the same to the vote.

20. Votes shall be taken by show of hands.

21. All votes shall be put by the President, first in the affirmative and then in the negative form.

22. Any Commissioner may decline to vote on any subject without assigning his reason for abstaining from voting.

23. Any Commissioner may, with the President's permission, make a proposition that a subject under consideration be postponed, or that the consideration of it be adjourned either to a fixed date or *sine die*.

24. It shall be competent to any Commissioner to move a resolution to the effect that the subject under consideration be referred to a committee, provided that such Commissioner shall also at the same time propose the names of the members of such committee.

25. It shall be competent to the members of any such committee appointed to vote at any general meeting on the subject reported on by such committee.

26. Should any Commissioner object to any part of a report submitted by such committee, such Commissioner shall be competent to make a proposition that the report be adopted, except with regard to the particular part objected to by him, or that such report be again referred to the committee, or that the report be entirely set aside.

27. A subject once finally disposed of by a resolution duly passed at a meeting shall not be re-opened at any subsequent meeting, unless at least three-fourths of the Commissioners present at a meeting, of which due notice has been given, consent that such subject shall be re-opened and re-considered, provided that resolutions adjourning the consideration of a subject may be re-considered at any meeting after the usual notice.

28. The minutes of the proceedings of all meetings shall show the names of the President and of all members attending, the words of every proposition and every amendment, and, in cases where votes are taken, the number of votes *pro* and *con*.

For regulating the mode of collecting taxes.

29. Every collecting officer shall be provided with a certificate of his authority to collect, and every such certificate shall bear the seal of the Municipality and the signature of the Chairman or Vice-Chairman. Every collecting officer at the time of demanding payment shall be bound to show this certificate if required.

30. The collecting officer taking the money in payment of any demand shall give the receipt for it.

For regulating the conduct of persons employed by the Commissioners.

31. All persons employed by the Commissioners, whose services may no longer be required, shall be liable to discharge after receipt of previous notice, or pay in advance for the period of one month, and no such person shall withdraw from the duties of his office without having given previous notice for the period of one month, on pain of forfeiture of one month's salary.

[*Government Gazette*, *27th May* 1884.]

১৫। কোন কমিশ্যানর যৎকালীন সভাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন তৎকালেও অন্য কমিশ্যানর নিয়মব্যতিক্রমের প্রতি সভাপতির মনোনিবেশ করাইতে পারিবেন।

১৬। কোন কমিশ্যানর মূল প্রস্তাবের কোন কথা ছাড়িতে কিম্বা কোন কথার পরিবর্ত্তে কোন কথা দিতে হইবে কিম্বা কোন কথা সংযোগ করিতে হইবে বলিয়া কোন প্রস্তাব সংশোধনার্থে প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু কোন বিষয়ের বাদানুবাদ হইবার ও মূল প্রস্তাব সভার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবার সময়ে সেই সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইবে।

১৭। নানা সংশোধনের প্রস্তাব হইয়া বাদানুবাদ সমাপ্ত হইলে পর, সভাপতি প্রথমে শেষ সংশোধন বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাতে কাহারও মত পাওয়া না গেলে দ্বিতীয় ও তাহার পর প্রথম সংশোধন বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন। সমুদয় সংশোধন অকর্ম্মণ্য হইলে মূল প্রস্তাব বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন।

১৮। কোন কমিশ্যানর সভায় উপস্থিত হইতে না পারিলে অথবা কোন ঘটনাধীনে প্রতিনিধি দ্বারা মত জানাইবার অনুমতি পাইবেন না।

১৯। কোন প্রস্তাব করা গেলে ও তাহাতে অন্য কেহ সম্মতি দিলে সভাপতি তদ্বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন।

২০। হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক মত জানাইতে হইবে।

২১। সভাপতি সমুদয় মত প্রথমে স্বার্থভাবে ও পরে সঞ্চর্থ ভাবে জিজ্ঞাসা করিবেন।

২২। কোন কমিশ্যানর কোন বিষয়ে মত না দিবার যুক্তি না দিয়াও স্বীয় মত প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

২৩। কোন কমিশ্যানর সভাপতির অনুমতিক্রমে, এই প্রস্তাব করিতে পারিবেন যে বিবেচনাধীন বিষয় স্থগিত থাকে, অথবা নিরূপিত অন্য দিন পর্য্যন্ত বা কোন দিন স্থির না করিয়া তাহার বিবেচনা করণ বন্ধ হয়।

২৪। কোন কমিশ্যানর বিবেচনাধীন কোন বিষয় কমিটীর প্রতি অর্পণ করিবার নির্দ্ধারণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত কমিশ্যানর তৎকালে সেই কমিটীর মেম্বরদের নামেরও প্রস্তাব করিবেন।

২৫। ঐরূপে নিযুক্ত উক্ত কোন কমিটীর মেম্বরেরা সেই কমিটীর রিপোর্ট করা বিষয়ে কোন সাধারণ সভায় মত জানাইতে পারিবেন।

২৬। উক্তকমিটী যে রিপোর্ট করেন তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে কোন কমিশ্যানর আপত্তি করিলে তিনি বিশেষ যে অংশের সম্বন্ধে আপত্তি করিলেন তদ্ভিন্ন উক্ত রিপোর্ট গ্রাহ্য করিবার কিম্বা সেই রিপোর্ট পুনর্ব্বার সেই কমিটীর প্রতি অর্পণ করিবার কিম্বা সেই রিপোর্ট সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

২৭। যেব সভায় বিধিমতে গৃহীত নির্দ্ধারণক্রমে কোন বিষয় একবার চূড়ান্তরূপে স্থিরীকৃত হইলে পর কোন সভায় তদ্বিষয়ের আর বিবেচনা করা যাইবে না। কিন্তু উপযুক্তমতে নোটিস দিয়া সভা করিয়া সেই সভায় উপস্থিত চারিভাগের তিন ভাগ কমিশ্যানরেরা সেই বিষয় পুনরুত্থাপন ও পুনর্ব্বিবেচনা করিতে সম্মতি দিলে পুনরুত্থাপন ও পুনর্ব্বিবেচনা করা যাইবে। পরন্তু কোন বিষয়ের বিবেচনা করণ স্থগিত করিবার নির্দ্ধারণ নিয়মিত নোটিস দিবার পর কোন সভায় পুনর্ব্বিবেচনা করা যাইতে পারিবে।

২৮। সকল সভার কার্য্যবিবরণলিপিতে সভাপতির ও সভায় উপস্থিত মেম্বরদের নাম ও প্রত্যেক প্রস্তাবের ও প্রত্যেক সংশোধনের কথা ও যেং স্থলে মত গ্রহণ হয়, সপক্ষ ও বিপক্ষ মতের সংখ্যা লেখা থাকিবে।

টাক্স আদায় করিবার নিয়মের বিধান।

২৯। আদায় করিবার ক্ষমতাপন্ন প্রত্যেক কর্ম্মকারক টাক্স আদায় করিবার ক্ষমতাসূচক সর্টিফিকেট পাইবেন ও প্রত্যেক সর্টিফিকেটে মুনিসিপালিটীর মোহর ও সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির স্বাক্ষর থাকিবে। টাক্স আদায়কারি কার্য্যকারকের টাকা চাহিবার সময়ে কোন ব্যক্তি তাঁহার ঐ সর্টিফিকেট দেখাইবার আদেশ করিলে তাঁহাকে তাহা দেখাইতে হইবে।

৩০। আদায়কারি কর্ম্মচারী কোন দাওয়ার টাকা পাইলে তাহার রসীদ দিবেন।

কমিশ্যানরদের নিযুক্ত ব্যক্তিদের আচরণ বিষয়ক বিধি।

৩১। কমিশ্যানরেরা যাঁহাদিগকে কর্ম্ম দেন তাঁহাদের কর্ম্মের আর প্রয়োজন না থাকিলে এক মাস থাকিতে নোটিস দিয়া কিম্বা এক মাসের বেতন আগাম দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কোন কর্ম্মকারক এক মাস থাকিতে নোটিস না দিয়া আপন পদের কর্ম্ম ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না; গেলে তাঁহার এক মাসের বেতন কর্ত্তন হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

32. All persons now holding, or who may hereafter be appointed to any office under the Commissioners, shall, when required to do so, furnish good security to such amount as the Commissioners may from time to time fix, and any person failing to furnish such security within reasonable time, or within such time as the Commissioners may appoint, shall be held to have thereby forfeited his appointment, and may be removed from office.

33. The Commissioners shall have power to inflict, for neglect of duty, a fine not exceeding one month's pay upon any person employed by them.

For the regulation and management of privies.

34. Every owner or occupier of any house, land, or premises from which offensive matter is not removed by the said owner or occupier, shall give free access to the servants of the Municipality to such parts of his house, land, or premises where night-soil or filth is kept for the removal of such night-soil or filth within such hours as may have been fixed on by the Municipal Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

35. Every person shall construct his privy above ground, and shall provide his privy or premises with a suitable moveable receptacle of metal or earthenware.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

36. No owner or occupier of any house, land, or premises, in or on which any privy may be situated, shall allow night-soil, urine, or filth of any kind to flow or be discharged from such privy into any drain, water-course, river, tank, hollow or excavation (or any place containing waste and stagnant water).

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

37. No person shall throw, deposit, or discharge any night-soil, sewage, or the content of any drain, privy, or cesspool into any river, tank, khal, water-course, or receptacle for water, or dispose of the above-mentioned kinds of offensive matter in any other way than as the Municipal Commissioners may from time to time direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

38. No person shall carry night-soil through the streets otherwise than in a closely covered receptacle of such description and pattern as shall be required from time to time by the Municipal Commissioners, and between such hours as the Municipal Commissioners at meeting may from time to time direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

39. No night-man, sweeper, or other person carrying night-soil through the streets shall loiter or deposit any vessel containing night-soil on or by the side of any public road or street.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

40. No place shall be used for the collection of night-soil, or as a tolla mehter's depôt, without a license from the Municipal Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

41. In granting a license for a public latrine, the Commissioners may make such conditions as they think necessary for ensuring that it shall be kept in a clean and proper state, and for registering the persons employed in such latrine, &c., and may provide that if these conditions be violated the license may be withdrawn.

For regulating burning ghauts and burying-grounds.

42. No person shall bury or cause to be buried any corpse in any burial-ground, in a grave constructed of masonry in such manner that the top of the coffin, or the body when no coffin is used, shall be at a less depth than five feet from the surface of the ground.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

43. No person shall bury, or cause to be buried, in any burial-ground, any corpse in a grave not constructed of masonry which shall be less than six feet deep.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

44. No person shall build or dig, or cause to be built or dug, any grave in any burial-ground at a less distance than two feet from any other existing grave.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

৩২। যাঁহারা এক্ষণে কমিশ্যনরদের অধীন কোন পদে আছেন বা পশ্চাৎ নিযুক্ত হন, কমিশ্যনরেরা সময়েং যত টাকার জামিন নির্দ্ধার্য্য করেন, আদেশ হইলেই তাঁহাদের তত টাকার উত্তম জামিন দিতে হইবে। যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে অথবা কমিশ্যনরেরা যে সময় নির্দ্ধার্য্য করেন কোন ব্যক্তি সেই সময়ের মধ্যে জামিন না দিলে তাঁহার সেই পদে থাকিবার আর অধিকার নাই জানিতে হইবে, ও তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইতে পারিবে।

৩৩। কমিশ্যনরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্ম্মে শৈথিল্য করিলে, তাঁহারা তাহার এক মাসের বেতনের অনধিক দণ্ড করিতে পারিবেন।

পাইখানার বিধান ও কার্য্যাধ্যক্ষতার কথা।

৩৪। কোন ঘরের কি ভূমির কি বাড়ীর স্বামী কি দখীলকার তথা হইতে দুর্গন্ধজনক বিষয় স্থানান্তর করাইয়া না দিলে, উক্ত ঘরের কি ভূমির কি বাড়ীর যে অংশে বিষ্ঠা বা ময়লা থাকে মুনিসিপল কমিশ্যনরদের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই অংশের সেই বিষ্ঠা বা ময়লা সরাইয়া ফেলিবার জন্যে মুনিসিপালিটীর চাকরদিগকে তথায় অবাধে যাইতে দিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৫। প্রত্যেক জন মাটীর উপরি ভাগে আপনার পাইখানা করিবেন ও যাহা সরাইয়া লওয়া যাইতে পারে পাইখানার কি বাটীর মধ্যে কোন ধাতুর কি মাটীর এমত আধার রাখিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৬। কোন স্বামির কি দখীলকারের ঘরের কি বাড়ীর কি ভূমির মধ্যে পাইখানা থাকিলে তিনি কোন নর্দ্দমায়, জল প্রণালীতে, নদীতে, পুষ্করিণীতে, গর্ত্তে বা খাতে কিম্বা যাহাতে অকর্ম্মণ্য ময়লা জল দাঁড়ায় এমত কোন স্থানে সেই পাইখানার বিষ্ঠা, মূত্র, কি কোন প্রকার ময়লা দ্রব্য যাইতে কি পড়িতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৭। কোন ব্যক্তি বিষ্ঠার কি নর্দ্দমার ময়লা দ্রব্য কিম্বা কোন নর্দ্দমার কি পাইখানার কিম্বা কোন গলিজ কুণ্ডের দ্রব্য কোন নদীতে কি পুষ্করিণীতে কি খালে কি জল স্রোতে কি জলাধারে ফেলিবেন কি রাখিবেন কি পড়িতে দিবেন না, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দুর্গন্ধজনক দ্রব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে বলিয়া মুনিসিপল কমিশ্যনরেরা সময়েং আদেশ করেন তদ্ভিন্ন অন্যরূপে কার্য্য করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৮। মুনিসিপল কমিশ্যনরেরা সময়েং দৃঢ়মতে বন্ধ যে প্রকারের ও যে ঢপের আধারের অনুমতি করেন তদ্ভিন্ন অন্য আধারে এবং সভাগত কমিশ্যনরেরা সময়েং যেং ঘণ্টার আদেশ করেন তদ্ভিন্ন অন্য ঘণ্টায় কোন ব্যক্তি রাস্তা দিয়া বিষ্ঠা লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৯। কোন মেতর, ঝাড়ুদার বা অন্য ব্যক্তি পথ দিয়া বিষ্ঠা লইয়া যাইবার সময় সরকারী কোন রাস্তায় বা পথে বা তৎপার্শ্বে বিষ্ঠাসুদ্ধ বিষ্ঠাধার নামাইয়া রাখিবে না বা তাহা লইয়া বিলম্ব করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনে ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪০। মুনিসিপল কমিশ্যনরদের স্থানে লাইসেন্সপত্র না পাইলে কোন স্থান বিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া রাখিবার স্থানস্বরূপ কি টোলার মেতরের ডেপোস্বরূপ ব্যবহার করিতে হইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪১। কমিশ্যনরেরা সরকারী পাইখানার লাইসেন্সপত্র দিবার সময়ে সেই পাইখানা পরিষ্কার ও উপযুক্ত অবস্থায় রাখিবার ও ঐ পাইখানা প্রভৃতিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে রেজিষ্টরী করিবার জন্যে যেং নিয়ম করা আবশ্যক বুঝেন তাহা করিতে পারিবেন এবং এই নিয়মও করিতে পারিবেন যে, ঐং নিয়ম লঙ্ঘন হইলে লাইসেন্সপত্র ফিরিয়া লওয়া যাইবে।

শবদাহ ঘাটের ও কবরস্থানের বিধানের কথা।

৪২। কোন ব্যক্তি গোরস্থানের পাকা কবরে কোন শব পুঁতিলে বাক্সের উপরিভাগ কিম্বা বাক্স না থাকিলে শবের উপরিভাগ যাহাতে মাটির নীচে পাঁচ ফুটের কম না থাকে এমত করে পুঁতিবেন কি পোঁতাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৩। কোন ব্যক্তি গোরস্থানের কাঁচা কবরে কোন শব পুঁতিলে কি পোতাইলে কবর ছয় ফুটের কম গভীর হইতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৪। কোন ব্যক্তি গোরস্থানে কোন কবর গাঁথিলে কি খুঁড়িলে কি গাঁথাইলে কি খনন করাইলে অন্য কবর হইতে দুই ফুটের কম দূরে তাহা করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

45. No person shall build or dig, or cause to be built or dug, a grave in any burial-place in any other line than that marked out by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

46. No grave once used shall be opened for the burial of another body without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

47. Every person who shall bring or convey, or cause to be brought or conveyed, any corpse, or part thereof, to any burning ground, shall burn or cause the same to be burnt within two hours after its arrival at the said burning-ground.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

48. No person when burning, or causing to be burnt, any corpse, or part of a corpse, in any burning-ground, shall permit the same, or any part thereof, to remain without being completely reduced to ashes, or shall permit the clothes or other articles connected with the burning of such corpse to remain at or near such burning-ground, unless the same be completely reduced to ashes.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

49. No person shall remove or sell any clothes or other articles appertaining to a corpse, which may have been left at any burial-ground or burning ghaut.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

50. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway, unless it be decently covered and totally concealed from view.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

51. No person, while conveying any corpse, or part of a corpse, shall, except for the purpose of ordinary relief, deposit it on or near any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

52. Every corpse, or part of a corpse, that has been kept or used for the purpose of dissection, must be removed in a closed receptacle.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

General Bye-laws.

53. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance and discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5; the penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Re. 1 daily.

54. The Commissioners may give notice in writing to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct; and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Rs. 2 until such requisition be complied with.

55. No person shall construct, or place over, or by the side of any public drain, any bridge, platform, building, or structure of any kind except by and with the written permission of the Commissioners, and in such manner as they shall direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10; the penalty for continued infringement shall be a fine not exceeding Rs. 3 daily.

56. No person shall make a shop over any public drain, or in any way occupy any culvert, bridge, or platform which may have been placed over any public drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

৪৫। কমিশ্যনরেরা কবর স্থানে যে রেখার চিহ্ন দিয়া থাকেন কোন ব্যক্তি সেই রেখার টান না মানিয়া কবর গাঁথাইবেন কি খুঁড়িবেন না কি গাঁথাইবেন না কি খনন করাইবেন না।

এই বিধান লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৬। কবরে একটি শব দেওয়া গেলে পর কমিশ্যনরদের অনুমতি বিনা অন্য শব দিবার জন্যে কবর খুলিতে হইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৭। কোন ব্যক্তি শবদাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিলে কি বহন করিলে কি আনাইলে কি বহন করাইলে, সেই স্থানে আ৷৲বার পর দুই ঘন্টার মধ্যে তাহা দাহ করিবে কি করাইবে

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৮। কোন ব্যক্তি শবদাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ দাহ করিলে কি করাইলে, যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ না করা যায় ততক্ষণ তাহা কি তাহার কোন অংশ ত্যাগ করিতে দিবে না কি সেই শবদাহ করণ সম্পর্কে যে কাপড় কি অন্য দ্রব্য ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ না করা গেলে ঐ দাহ করিবার স্থানে কি তন্নিকটে পড়িয়া থাকিতে দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৯। শব সংক্রান্ত কোন বস্ত্র বা অন্য যে দ্রব্য কোন কবরস্থানে বা শবদাহের ঘাটে ত্যাগ করা যায় কোন ব্যক্তি তাহা স্থানান্তর বা বিক্রয় করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫০। কোন ব্যক্তি কোন শব কি শবের অংশ উপযুক্তমতে না ঢাকিয়া ও সাধারণের দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া কোন রাজ পথ দিয়া লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫১। কোন ব্যক্তি শব বা শবের কোন অংশ বহন করিবার সময়ে নিয়মিতরূপ বিশ্রাম ভিন্ন অন্য হেতুতে কোন রাজপথে বা তন্নিকটে নামাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫২। যে শব বা শবের যে অংশ ব্যবচ্ছেদ কার্য্যের নিমিত্ত রাখা গেল বা তৎকার্য্যে ব্যবহৃত হইল তাহা বদ্ধ আধারে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

সাধারণ উপবিধি।

৫৩। স্নান ঘরের কি গাঁথনীর ছাদের জল পড়িয়া যাহাতে রাজপথের কি নর্দ্দমার হানি হয় কিম্বা হানি হইবার সম্ভাবনা, কোন ব্যক্তি ঐ ঘরে কি গাঁথনীতে এমত নল কি জল যাইবার ও নির্গত হইবার অন্য বিষয় বসাইবেন না কিম্বা অন্যকে বসাইতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড, নোটিস পাইলে পর লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৪। কোন ঘরের ছাদের জল এইক্ষণে যে নর্দ্দমা যে২ নল দিয়া পড়িয়া কোন পথের বা নর্দ্দমার হানি করিতেছে, কমিশ্যনরেরা তৎস্বামিকে সাত দিনের মধ্যে তাঁহাদের আদেশমত ঐ নল তুলিয়া ফেলিবার বা পরিবর্ত্তন করিবার লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি ঐ নোটিসের লিখিত-মত কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করিলে তাহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড ও ঐ আদেশমত কার্য্য যত দিন না করা যায় তাহার দিন প্রতি তাহার ২৲ দুই টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

৫৫। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের লিখিত অনুমতি না পাইলে সরকারী কোন নর্দ্দমার উপর কি তৎপার্শ্বে সাঁকো কি রোয়াক কি ঘর কিম্বা কোন প্রকারের গাঁথনী নির্ম্মাণ করিবেন না। অনুমতি পাইলেও তাঁহারা যেরূপে আজ্ঞা করেন কেবল সেইরূপে গাঁথিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ৩৲ তিন টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৬। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন নর্দ্দমার উপর দোকান করিবে না কিম্বা সরকারী নর্দ্দমার উপর স্থাপিত কোন সাঁকো, পুল বা রোয়াক কোনরূপে দখল করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

57. If any house, wall, or other erection, or any part thereof, fall upon any public highway, or into any public drain, the owner of such house, wall, or erection shall remove it after notice within the time prescribed by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10; the penalty for continued infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5 daily.

58. No person shall prepare any channel, or convey water by any channel, across any public thoroughfare, except in such manner as shall have been approved of by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10; for continued infringement after notice, Rs. 2 daily.

59. No person shall steep in any tank, *khal*, or ditch within Municipal limits any jute, hemp, bamboos, or other vegetable matter.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20; penalty for continued infringement after notice, Rs. 2 daily.

60. The Commissioners may give notice in writing to the owner of any trees or shrubs overhanging any tank, and liable to foul the water thereof, to cut or trim the same in such a manner as that they should not overhang the tank.

Whoever fails to comply with such requisitions shall be liable to a fine which shall not exceed Rs. 10, and to a daily fine which shall not exceed Rs. 2 until such requisition be complied with.

61. No person shall, without the written permission of the Commissioners, set up any obstruction in any public *nullah* or water-course; and the Commissioners may order the removal of any such obstruction.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10; the penalty for continued infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 4 daily.

62. No person shall allow any pigs to be at large, or keep them otherwise than in closed styes.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

63. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners; provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

64. No person shall allow any diseased or worn-out animal to stray into any highway or into any place whence such animal can escape into any highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

65. No person shall picket any animals, or collect carts, or form any encampment upon any public ground without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

66. No person shall tether or picket any animals in any road, or by the side of any drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

67. No person shall enlarge or deepen any existing tank or other excavation without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

৫৭। কোন ঘর কি দেওয়াল কি অন্য গাঁথনী কি তাহার কোন ভাগ কোন রাজপথের কিম্বা সরকারী কোন নর্দ্দমায় পড়িয়া গেলে, মুনিসিপল কমিশানরেরা নোটিস দিয়া যে সময় নির্দ্ধার্য্য করেন ঐ ঘরের কি দেওয়ালের কি গাঁথনীর স্বামী সেই সময়ের মধ্যে তাহা স্থানান্তর করিয়া লইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲দশ টাকার অনধিক দণ্ড। ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ৫৲পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৮। কোন ব্যক্তি সাধারণের গমনাগমনীর কোন পথ কাটিয়া নালা করিতে কি ঐ নালা দিয়া জল চালাইতে চাহিলে কমিশানরেরা যেরূপে অনুমোদন করেন কেবল সেইরূপে তাহা করিতে পারিবেন, অন্য রূপে নয়।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲দশ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ২৲দুই টাকা দণ্ড।

৫৯। কোন ব্যক্তি মুনিসিপল সীমার অন্তর্গত কোন নদীতে কি খালে কি পুষ্করিণীতে কি গর্ত্তে পাট কি শণ কি বাঁশ কিম্বা উদ্ভিজ্জ অন্য দ্রব্য ভিজাইয়া রাখিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲বিশ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ২ দুই টাকার অনধিক দণ্ড।

৬০। কোন পুষ্করিণীর উপর কোন গাছ বা গুল্ম ঝুলিয়া পড়াতে তাহার জল নষ্ট হইতে পারে বলিয়া কমিশানরেরা ঐ গাছাদি যাহাতে পুষ্করিণীর উপর ঝুলিয়া না থাকে এমতে তাহা কাটিবার বা ছাটিবার নিমিত্ত ঐ গাছাদির স্বামিকে লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন।

যিনি ঐ আদেশমত কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করেন তাঁহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড ও ঐ আদেশ-মত কার্য্য যতদিন না করা যায় দিনপ্রতি তাঁহার ২৲দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৬১। কমিশানরদের লিখিত অনুমতি না পাইলে কোন ব্যক্তি কোন নালায় কি জল প্রণালীতে অবরোধক কোন বিষয় রাখিবেন না, রাখিলে কমিশানরেরা সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্তে সেই অবরোধক বিষয় স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিনপ্রতি ৪৲ চারি টাকার অনধিক দণ্ড।

৬২। কোন ব্যক্তি শূকর আলগা ছাড়িয়া দিবে না কিম্বা বদ্ধ খোঁয়াড় ভিন্ন অন্য স্থানে রাখিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৩। কমিশানরেরা যে স্থানের নির্দ্দেশ করিয়াছেন তদ্ভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের বাটীর বহির্ভূত কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মল ত্যাগ করিবেন না। কিন্তু কমিশানরদের তদ্রূপ স্থান স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৪। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথে বা যে স্থান হইতে সরকারী পথে আসিতে পারে এমত স্থানে কোন রুগ্ন বা জীর্ণজন্তু ছাড়িয়া দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৫। কোন ব্যক্তি কমিশানরদের অনুমতি না পাইলে সরকারী কোন ভূমিতে কোন জন্তু বাঁধিবেন না, কি গাড়ী সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন না কি তাম্বু ফেলিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৬। কোন ব্যক্তি কোন পথে কিম্বা কোন নর্দ্দমার পার্শ্বে গবাদি বাঁধিয়া দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৭। কোন ব্যক্তি কমিশানরদের অনুমতি বিনা এইক্ষণে যে পুষ্করিণী আছে তাহা কি অন্য খাত বৃদ্ধি বা গভীর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৬৪। ২৭ মে।]

68. No person shall cut sods or grass, or remove earth or grass from the margin of any public road, or from any public drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

69. No person shall remove from, or deposit earth, or any other substance in, or make any alteration whatever in, any public drain without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

70. The Commissioners may give notice in writing to the owner or occupier of any land within three days to trim or prune any hedges, and to cut and trim any trees overhanging any public drain, or any drain which is connected with any public drain. Any person who shall fail to comply with such requisition shall be liable to a fine not exceeding Rs. 20, and to a fine of Rs. 2 per day until the requisition be complied with.

71. Any person who shall, in contravention of any order passed under section 256 of the Act, make, renew, or thoroughly repair with grass, leaves, mats, or other inflammable materials the external roofs and walls of any hut or other building shall be liable to a fine not exceeding Rs. 20, and the Commissioners shall have power to order to be demolished any such hut or building, by giving notice in writing to such effect to the owner thereof; and any person who shall fail to comply with such notice within three days, shall be liable to a fine of Rs. 2 for each day during which he shall fail to comply with such requisition.

72. Any person required by the Act or by any Bye-law under it to take out a license shall produce and show his license when required to do so by any Commissioner or any person duly empowered by the Commissioners in writing to make such requisition.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

73. No person shall wash or cleanse, or cause to be washed or cleansed, in any public street, line or thoroughfare, or in, upon, or by the side of any tank, reservoir, aqueduct, well, cistern, conduit or other waterworks belonging to the Commissioners and provided by them for the domestic use of the inhabitants of the town, any vehicle, cart, dog, carriage, horse or any other animal.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

74. No person shall wash or cleanse, or cause to be washed or cleansed, in any public street, line or thoroughfare, or in, upon, or by the side of any tank, reservoir, aqueduct, well, cistern, conduit, standpipe or other waterworks belonging to the Commissioners, and provided by them for the domestic use of the inhabitants of the town any wool, cloth or wearing apparel, or any utensil for cooking or other purposes, or leather or skins of any animal or any foul or offensive thing.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

75. No person suffering from any contagious disease shall bathe in any bathing place belonging to the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

For regulating the disposal of offensive matter, rubbish, and dead bodies of animals.

76. The Commissioners may from time to time order to be closed and appoint places for the deposit of the carcasses of animals, and any person who shall deposit, or cause to be deposited, the carcass of any animal, in any place other than may have been appointed by the Commissioners, or in any place which they may have ordered to be closed, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 50.

[*Government Gazette*, 27*th May* 1884.]

৬৮। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের ধার হইতে কিম্বা সরকারী কোন নর্দ্দমা হইতে ঘাসের চাপড়া বা ঘাস কাটিবে না কিম্বা মাটী তুলিবে না কি ঘাস ছুলিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৯। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের অনুমতি বিনা কোন নর্দ্দমা হইতে মাটী লইবেন না কিম্বা মাটী বা অন্য দ্রব্য তাহাতে ফেলিবেন না, অথবা তাহার অন্য কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭০। সরকারী কোন নর্দ্দমার উপর কিম্বা সরকারী কোন নর্দ্দমার সঙ্গে সংযুক্ত কোন নর্দ্দমার উপর ঝুলিয়া পড়া কোন বেড়া ছাটিবার ও কোন গাছ কাটিবার ও ছাটিবার নিমিত্ত কমিশ্যনরেরা কোন ভূমির স্বামী কি দখীলকারকে লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই আদেশমত কার্য্য করিতে ক্রটি করিলে তাহার ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ও যত দিন সেই আদেশমত কার্য্য না করেন তাহার দিন প্রতি দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৭১। কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ২৫৬ ধারামতে প্রচারিত কোন আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কোন চালা ঘরের বা অন্য ঘরের চাল কি বেড়া খড়, পাতা, দরমা কিম্বা আশুজ্বলনশীল অন্য দ্রব্য দিয়া করে কি পুনরায় নূতন করিয়া করে কি সম্পূর্ণরূপে মেরামৎ করে, তাহার ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে; এবং কমিশ্যনরেরা উক্ত চালা বা অন্য ঘরের স্বামিকে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলাইবার লিখিত নোটিস দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি তিন দিনের মধ্যে ঐ নোটিসের লিখিত-মত কার্য্য করিতে ক্রটি করিলে যত দিন উক্ত আদেশমত কার্য্য না করেন তাহার দিনপ্রতি তাঁহার ২৲ টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

৭২। উক্ত আইন কি উক্ত আইনমতে প্রণীত কোন উপবিধিমতে কোন ব্যক্তির প্রতি লাইসেন্স লইবার আদেশ হইলে, তিনি কোন কমিশ্যনরের আদেশমতে কিম্বা কমিশ্যনরেরা লিখিয়া উপযুক্তমতে যাঁহাকে ক্ষমতা দেন তাঁহার আদেশমতে লাইসেন্সপত্র আনিয়া দেখাইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৩। সরকারী কোন রাস্তায়, গলিপথে কি সাধারণের গমনাগমনের পথে কিম্বা কমিশ্যনরেরা যে পুষ্করিণী কি জলাশয় কি মুহরী কি কূপ কি জলাধার কি জলনালা কি জলের অন্য কার্য্য নগরবাসিদের গৃহ কার্য্যের নিমিত্ত করিয়া দেন তাহাতে কি তাহার উপরে কি তাহার ধারে কোন যান, গরুর গাড়ী, কুকুর ঘোড়ার গাড়ী, ঘোড়া কি অন্য কোন জন্তুর গা ধুইবেন কি ধোয়াইবেন না, কিম্বা পরিষ্কার করিবেন বা করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৪। সরকারী কোন রাস্তায় কি গলিপথে কি সাধারণের গমনাগমনের পথে কিম্বা কমিশ্যনরেরা যে পুষ্করিণী কি জলাশয় কি মুহরী কি কূপ কি জলাধার কি জলনালা কি চাঁড়া কল কি জলের অন্য কার্য্য নগরবাসিদের গৃহকার্য্যের নিমিত্তে করিয়া দেন তাহাতে কি তাহার উপরে কি তাহার ধারে কোন ব্যক্তি পশম কি কাপড় কি পরিধেয় বস্ত্র কিম্বা রন্ধনের কি অন্য উচ্ছিষ্ট বাসন কি চর্ম্ম কি কোন জন্তুর ছাল কিম্বা অন্য অপরিষ্কার কি দুর্গন্ধজনক বিষয় ধুইবেন কি পরিষ্কার করিবেন না কিম্বা ধোয়াইবেন কি পরিষ্কার করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৫। সংক্রামক কোন রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের অধিকৃত কোন স্নানের স্থানে স্নান করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

দুর্গন্ধদ্রব্য ও জঞ্জাল ও মরা জন্তু স্থানান্তর করিবার বিধান।

৭৬। কমিশ্যনরেরা সময়েং মরা জন্তু ফেলিবার স্থান বন্দ ও নিরূপণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কমিশ্যনরেরা মরা জন্তু ফেলিবার নিমিত্ত যে স্থান নিরূপণ করেন তদ্ভিন্ন অন্য স্থানে কিম্বা যে স্থান বন্দ করেন সেই স্থানে কোন ব্যক্তি কোন মরাজন্তু ফেলিলে বা ফেলাইলে, তাহার ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

77. No person shall throw or place, or permit his servants to throw or place, on any road or street any broken glass, broken bottles, or crockery, but such rubbish may be placed directly on the conservancy carts.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

78. No owner or occupier of land shall allow the same to be made filthy by the systematic deposit thereon of any dirt, dung, bones, night-soil, or other offensive matter. Provided that no prosecution under this bye-law shall be instituted against an absentee owner or occupier, until notice giving 14 days to clean the land has been served on him.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

79. Every person within whose premises any animal may die shall, within two hours after its death, or if death occurs at night, within two hours after daylight, either remove at his own expense the carcass to such place as may be set apart by the Commissioners for the reception of such carcasses, or report its death to the Conservancy Overseer of the division within which such premises may be situated, and in such latter case shall pay the said overseer the expense of removing the carcass at such rate as the Commissioners may determine, and in cases where the said person is not the owner of the animal and the owner is known, the owner shall alone be responsible for the payment of such expense, and such expense shall be recoverable as a debt due to the Commissioners. No Overseer, when called upon, shall neglect to remove a carcass.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

80. No person shall deposit, or cause to be deposited, any carcass or part of a carcass in any other than such places as may from time to time be appointed by the Commissioners for the reception of such carcasses.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

For regulating traffic in the streets.

81. No person shall, without the permission of the Commissioners, take an elephant or camel along any public road within the limits of the Municipality, except by such route as shall be fixed for the purpose by the Municipal Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

82. No person shall leave any cart or carriage on any public road.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20; penalty for continued infringement after notice, Rs. 10 daily.

83. No person shall let off any fire-balloons, fire-works, or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

84. No person shall fly kites on any public road.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

85. No person shall deposit for any purpose any article or thing on any road without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

86. Every carriage plying between dusk and dawn shall carry two conspicuous lights, and every cart shall carry one conspicuous light.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

87. Any driver of a cart conveying bamboos, timber, rails or other such materials, projecting more than three feet from either end of the cart, such cart not being in charge of one person at least besides the driver, shall be liable on conviction to a fine which shall not exceed Rs. 10.

[*Government Gazette*, 27*th May* 1884.]

৭৭। কোন ব্যক্তি কোন রাস্তায় বা পথে কাঁচ, বোতল কি হাঁড়ি কুঁড়ি ভাঙ্গা ফেলিবেন কি রাখিবেন না কিম্বা আপন চাকরদিগকে ফেলিতে কি রাখিতে দিবেন না। তদ্রূপ আবর্জ্জনা একেবারে ময়লা ফেলা গাড়ীতে দিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৮। ভূমির কোন স্বামী কি দখীলকার আপন ভূমিতে কোন আবর্জ্জনা, গোবর, হাড়, বিষ্ঠা কি দুর্গন্ধজনক অন্য দ্রব্য সর্ব্বদা ফেলাইয়া তাহা ময়লা করিতে দিবেন না। কিন্তু অনুপস্থিত স্বামির কি দখীলকারের উপর চৌদ্দ দিনের মধ্যে ঐ ভূমি পরিষ্কার করিবার নোটিস দেওয়া না গেলে এই উপবিধিমতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৯। কোন ব্যক্তির বাড়ীর মধ্যে জন্তু মরিলে, কমিশ্যনরেরা মরা জন্তু ফেলিবার যে স্থান নিরূপণ করিয়া দেন, ঐ ব্যক্তি জন্তুর মরণের পর দুই ঘণ্টার মধ্যে, কিম্বা রাত্রিতে মরিলে প্রভাতের পর দুই ঘণ্টার মধ্যে আপনার খরচে সেই মরা জন্তু সেই স্থানে পাঠাইবেন, অথবা উক্ত বাড়ী যে পল্লীর মধ্যে আছে সেই পল্লী পরিষ্কার রাখিবার ওবরসিওয়রের নিকট ঐ জন্তুর মরণের রিপোর্ট করিবেন। শেষোক্ত স্থলে কমিশ্যনরেরা যে হার ধরেন ঐ ব্যক্তি ওবরসিয়রকে সেই হারে ঐ মরা জন্তু স্থানান্তর করিবার খরচ দিবেন। ঐ মরা জন্তু ঐ বাড়ীর স্বামিরই না হইলে ও যাহার জন্তু ছিল ইহা জানা থাকিলে, সেই ব্যক্তিই ঐ খরচের দায়ী হইবেন, ও কমিশ্যনরদের প্রাপ্য ঋণের ন্যায় তাঁহার স্থানে ঐ খরচা আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। কোন ওবরসিয়রকে মরা জন্তু ফেলাইবার কথা জানাইলে তিনি তাহা ফেলাইয়া দিতে শৈথিল্য করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮০। কমিশ্যনরেরা মরা জন্তু ফেলিবার নিমিত্ত সময়ে২ যে স্থান নিরূপণ করিয়া দেন তদ্ভিন্ন কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মরা জন্তু বা জন্তুর কোন অংশ ফেলিবেন বা ফেলাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ টাকার অনধিক দণ্ড।

রাস্তায় গাড়ী প্রভৃতি চালাওনের বিধান।

৮১। কমিশ্যনরেরা হস্তী কি উট লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে পথ নিরূপণ করেন তদ্ভিন্ন মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত কোন পথ দিয়া কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের অনুমতি বিনা হস্তী কি উট লইয়া যাইবেন না

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮২। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথে গরুর গাড়ী কি ঘোড়ার গাড়ী রাখিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড, নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৩। কোন ব্যক্তি মুনিসিপল কমিশ্যনরদের অনুমতি না পাইলে কিম্বা কমিশ্যনরেরা যেরূপ আদেশ করেন তদ্ভিন্ন অন্যরূপে রাস্তায় কি রাস্তার নিকটে অগ্নির বেলুন কি আতশবাজী কি আগ্নেয় অস্ত্র ছুড়িবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৪। কোন ব্যক্তি সরকারী পথে ঘুড়ি উড়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৫। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের অনুমতি বিনা কোন পথে কোন অভিপ্রায়ে কোন দ্রব্য বা জিনিস রাখিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৬। সূর্য্যাস্ত অবধি সূর্য্যোদয়ের মধ্যে কোন সময়ে যে প্রত্যেক ঘোড়গাড়ী গমনাগমন করে তাহার দুইটি পরিদৃশ্যমান আলো জ্বালিয়া যাইতে, ও প্রত্যেক গরুর গাড়ীর একটা পরিদৃশ্যমান আলো লইয়া যাইতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮৭। বাঁশ, বাহাদুরী কাঠ, রেল কিম্বা তদ্রূপ অন্য দ্রব্য বোঝাই গরুর গাড়ীর কোন গাড়োয়ান গাড়ীর অগ্র কি পশ্চাৎভাগে তিন ফুটের অধিক বাহির হইয়া থাকা ঐ দ্রব্য লইয়া গেলে গাড়োয়ান ভিন্ন অন্ততঃ আর একজন লোক সেই গাড়ীর সঙ্গে না থাকা প্রমাণ হইলে ঐ গাড়োয়ানের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

88. Any night-man within that part of the Municipality to which the provisions of section 13, Act VI (B.C.) of 1878 may have been extended by the Commissioners, who shall be found performing any of the duties of a night-man without a license duly obtained from the Commissioners, shall be liable to a fine which shall not exceed Rs. 5 for every day that he may exercise such duties while unlicensed.

Markets.

89. No owner, occupier, or farmer of any market for the sale of butchers' meat, poultry, fish or vegetables, or of any slaughter-house within the limits of the Municipality of Naraingunge, shall keep or allow the same to be kept in a filthy or unclean state.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20, and a daily fine of Rs. 5 till properly kept.

90. Every owner, occupier or farmer of any market or of any slaughter-house within the said limits, shall remove or cause to be removed, once in every twenty-four hours, any filth, putrefying or obnoxious matter that may have accumulated within such period.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20, and a daily fine of Rs. 5 until the work is done.

91. No resident, owner, occupier or farmer of any market within the said limits, or of any portion thereof, shall in any way obstruct, or allow to be obstructed, any of the lanes, walks, gangways or other thoroughfares within such market or bazar, by exposing for sale or accumulating, or allowing to be exposed for sale or accumulated, in any such lane, walk, gangway or thoroughfare, any package or packages or any other materials whatever.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 and a daily fine of Rs. 2.

92. Every owner, occupier or farmer of any market shall within fourteen days after he shall have received notice from the Commissioners so to do, provide such urinal or latrine as in the opinion of the Commissioners may be necessary for the cleanliness and health of the said market, and the site and construction of which shall be approved by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20 and a daily fine of Rs. 5.

93. No person resorting to a market and intending to satisfy a call of nature shall have recourse to any other place within the market for that purpose except the urinal or latrine provided under the preceding section.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

94. No owner, occupier or farmer of, or vendor in, any market or shop, shall sell or expose or permit to be exposed for sale, or admit into or permit to remain in any such market or shop, any noxious meat or fish or decomposed vegetable matter, but such owner, occupier or farmer shall, without any delay, cause such meat, fish or vegetable matter to be at once removed to a place to be notified to him by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

95. No owner, occupier or farmer of, or vendor in, any market or shop shall obstruct any person appointed by the Commissioners for that purpose from entering and inspecting any such premises at any time between sunrise and sunset.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, if no valid objections be raised within three weeks from this date, to approve of the following draft notification and rules.

DRAFT NOTIFICATION.

The Lieutenant-Governor is pleased to direct, under section 45 of the Indian Forest Act (VII of 1878), and in continuation of the notification of the 3rd November 1879, that the following shall be the areas, in the districts named, within which all unmarked wood and

৮৮। কমিশ্যনরেরা মুনিসিপালিটীর যে অংশে ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের ১৩ ধারার বিধান প্রচলিত করিয়াছেন, সেই অংশের মধ্যে কমিশ্যনরদের স্থানে উপযুক্তমতে লাইসেন্স না পাইয়া মেতরের কর্ম্ম করিতেছে এমন কোন মেতরকে দেখা গেলে, সে লাইসেন্স না লইয়া যত দিন সেই কর্ম্ম করিতে থাকে তাহার দিন প্রতি তাহার ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

বাজারের বিধি।

৮৯। নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে কশাইখানার মাংস কি মুরগী প্রভৃতি কি মাছ কি শাক সবজী বিক্রয় করিবার কোন বাজারের কি কশাইখানার স্বামী কি দখীলকার কি ইজারদার সেই স্থান গলিজ কি অপরিষ্কার অবস্থায় রাখিবেন না কি রাখিতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড এবং উপযুক্তমতে যত দিন না রাখা যায় তাহার দিনপ্রতি ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯০। উক্ত সীমার অন্তর্গত কোন বাজারে কি কশাইখানায় চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যে গলিজ কি পচা কি দুর্গন্ধজনক দ্রব্য জমে, ঐ বাজারের কি কশাইখানার স্বামী কি দখীলকার কি ইজারদার তাহা চব্বিশ ঘন্টা অন্তর একবার স্থানান্তর করিবেন কি করাইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ও যত দিন কার্য্য না করা যায় তাহার দিন প্রতি ৫৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯১। উক্ত সীমার অন্তর্গত কোন বাজারের বা তাহার কোন অংশের বাসেন্দা কি স্বামী কি দখীলকার কি ইজারদার উক্ত বাজারের মধ্যগত কোন গলিপথে কি হাঁটিয়া যাইবার পথে কি গমনীয় পথে কি সাধারণের গমনীয় অন্য পথে বস্তাদি কি অন্য কোন দ্রব্য বিক্রয়ার্থে রাখিয়া বা জমা করিয়া কিম্বা বিক্রয়ার্থে রাখিতে বা জমা করিতে দিয়া ঐ পথ বন্ধ করিবেন কি করিতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড, ও দিনপ্রতি ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড।

৯২। বাজার পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যভাবে রাখিবার নিমিত্ত মূত্রত্যাগ করিবার যে স্থান বা পাইখানা কমিশ্যনরদের বিবেচনায় আবশ্যক হয়, কমিশ্যনরেরা কোন বাজারের স্বামিকে কি দখীলকারকে কি ইজারদারকে তাহা প্রস্তুত করিয়া দিবার নোটিস দিলে পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে ঐ স্বামী প্রভৃতির তাহা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। তাহা যে স্থানে করা যাইবে ও তাহার যেরূপ গঠন হইবে এই বিষয়ে কমিশ্যনরদের অনুমোদনের অপেক্ষা থাকিবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ও দিন প্রতি ৫৲ পাঁচ টাকা দণ্ড।

৯৩। বাজারে গিয়া কোন ব্যক্তির মলমূত্র ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইলে তাহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে প্রস্তুত পাইখানা কি মূত্র ত্যাগ করিবার স্থান ভিন্ন বাজারের অন্য কোন স্থানে যাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯৪। মাংস কি মাছ দুর্গন্ধজনক হইলে কিম্বা শাক সবজী পচিয়া গেলে কোন বাজারের কি দোকানের স্বামী, কি দখীলকার কি ইজারদার কি বিক্রেতা তাহা বিক্রয় করিবেন না কি বিক্রয়ার্থে দেখাইবেন না, কি দেখাইতে দিবেন না, অথবা বাজারে কি দোকানে আনিতে কি থাকিতে দিবেন না; কিন্তু কমিশ্যনরেরা যে স্থানের নোটিস প্রচার করিবেন সেই স্থানে অগৌণেই ঐ মাংস কি মাছ কি শাক সবজী ফেলিয়া দিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯৫। কমিশ্যনরেরা কোন বাজারে কি দোকানে গিয়া পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইবার মধ্য কোন সময়ে বাজারের কি দোকানের স্বামী কি দখীলকার কি ইজারদার কি বিক্রেতা তাঁহার তথায় গিয়া দেখিবার বাধা দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, অদ্যকার তারিখ অবধি তিন সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ আপত্তি উপস্থিত করা না গেলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনের ও বিধির পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব ভারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারামতে এবং ১৮৭৯ সালের ৩ নবেম্বরের বিজ্ঞাপনাতিরিক্ত এই আজ্ঞা করিলেন যে, পশ্চিমদ্বারস্থ জিলার অন্তর্গত

timber shall be the property of Government unless, and until, any person establishes his right and title thereto under the provisions of the said Act, and the rules made under it.

The following rivers in the districts of the Chittagong Hill Tracts and Chittagong together with their tributaries, so far as they flow through British territory—

1. Fenny.
2. Dhroong.
3. Haldah.
4. Kalapania.
5. Sartah.
6. Ishamatti.
7. Karnafulli.
8. Sylock.
9. Sungoo.
10. Dol oo.
11. Hangar.
12. Tak, or Tonkawati.
13. Matamori, or Mamori.
14. Eadgong.
15. Bagkhali.
16. Rezoo.

provided that, under the last clause of the said section 45, all pieces of timber measuring less than six feet in length, and three feet in girth, shall be exempted from the provisions of the said section.

DRIFT TIMBER RULES OF THE CHITTAGONG DISTRICT AND OF THE CHITTAGONG HILL TRACTS.

1. *Drift timber may be salved by any person.*—All pieces of timber measuring over six feet in length and three feet in girth, and all bamboos when floating in rafts or tied together in bundles found adrift, beached, stranded, or sunk within the areas of the districts of Chittagong and the Chittagong Hill Tracts to which the provisions of section 45 of the Indian Forest Act, VII of 1878, have been extended by the Government notification dated 1884, may be salved by any person.

2. *Timber to be taken to drift depôt.*—The salver shall deliver such timber and bamboos to the forest officer in charge of any duly notified drift timber depôt, or of any of the forest revenue stations which have been, or may hereafter be, notified, under the River Rules of the 17th October 1881, which said revenue stations shall be drift depôts under these rules. The drift depôts will be as follows, with effect from the 1st June 1884 :—

Name of river.	No.	Name and locality of depôt.
Fenny ...	1	Fenny revenue station at the Amlighat.
Dhroong ...	2	Dhroong ditto.
	3	Fatakcherry ditto.
Haldah ...	4	Haldah ditto.
Kalapania ...	5	Kalapania ditto.
Sartah ...	6	Sartah ditto.
Ishamatti ...	7	Ishamatti ditto.
	8	Rajashat ditto.
	9	Sialbukka ditto.
Karnafulli ...	10	Karnafulli ditto at Chandraghona thana.
	11	Ishamatti Mukh drift depôt (at the junction of the Karnafulli and Ishamatti).
	12	Kainchighat drift depôt (on the Kadalpur road).
	13	Chittagong ditto (at Chittagong timber depôt).
Sylock ...	14	Sylock revenue station.
Sungoo ...	15	Sungoo ditto.
	16	Dohazari drift depôt (at crossing of the Arakan road).
	17	Doloo Mukh ditto (at junction of Sungoo and Doloo rivers).
Doloo ...	18	Doloo revenue station.
Hangar ...	19	Hangar ditto.
Tak, or Tonkawati ...	20	Tonkawati ditto.
Matamori or Mamori	21	Matamori ditto (at Manikpur village).
	22	Chakaria drift depôt (at Chakaria thana).
	23	Harbang ditto (at junction of the Matamori and Harbang).
Eadgong ...	24	Eadgong revenue station (at Bhomoriaghona village).
Bagkhali ...	25	Bagkhali ditto (at Ramoo thana).
Rezoo ...	26	Rezoo ditto.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

যেই স্থানের মধ্যে অচিহ্নিত কাষ্ঠের ও বাহাদুরী কাষ্ঠের উপর কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ও তদনুসারে প্রণীত বিধির বিধানক্রমে আপন স্বত্ব ও অধিকার স্থাপন না করিলে তাহা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হইবে, সেইং স্থান নিম্নলিখিতমত হইবে।

চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ ও চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত নদী ও তৎপোষক নদী ব্রিটিষ অধিকারের মধ্য দিয়া যত দূর পর্য্যন্ত যায় তত দূর।—

১। ফেণী।	৭। কর্ণফুলী।	১২। ডাক বা ডোঙ্কাবতী।
২। মুহুরী।	৮। সৈলোক।	১৩। মাতামুড়ি বা মামোরি
৩। হলদা।	৯। সঙ্গু।	১৪। ইদগোজ।
৪। কালাপানিয়া।	১০। দলু।	১৫। বাগখালি।
৫। সার্ত্তা।	১১। হজার।	১৬। রেজু।
৬। ইচ্ছামতী।		

কিন্তু ছয় ফুটের কম লম্বা ও তিন ফুটের কম বেড়ের সকল বাহাদুরী কাষ্ঠখণ্ড উক্ত আইনের ৪৫ ধারার শেষ প্রকরণমতে উক্ত ধারার বিধান হইতে মুক্ত হইবে।

চট্টগ্রাম জিলার ও চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের ভাসিয়া যাওয়া বাহাদুরী কাষ্ঠ বিষয়ক বিধি।

১। ভাসমান বাহাদুরী কাষ্ঠ কোন ব্যক্তির রাখিতে পারিবার কথা।—চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ জিলার যেই স্থানে ভারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারার বিধান ১৮৮০ সালের মাসের তারিখের গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনক্রমে প্রচলিত করা গিয়াছে সেইং স্থানে লম্বা ছয় ফুটের ও বেড় তিন ফুটের অধিক সকল বাহাদুরী কাষ্ঠ এবং মাড় কি একত্র করিয়া বাঁধা সকল বাঁশ ভাসিয়া গেলে, বা কূলে লাগিলে বা ঠেকিলে বা ডুবিয়া গেলে, কোন ব্যক্তি তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন।

২। বাহাদুরী কাষ্ঠ ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডায় লইয়া যাইবার কথা।—উপযুক্তমতে বিজ্ঞাপিত ভাসমান কাষ্ঠ রাখিবার কোন আড্ডার কিম্বা ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের নদী বিষয়ক বিধিমতে বনের যে কোন রাজস্ব ষ্টেশন প্রকাশ করা গিয়াছে কি পরে প্রকাশ করা যাইবে তাহার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত বনের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট রক্ষক ঐ বাহাদুরী কাষ্ঠ ও বাঁশ দিবেন। এই বিধিমতে উক্ত সকল রাজস্ব ষ্টেশন ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডা হইবে। ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার এইং আড্ডা হইবে,—

নদীর নাম।	নম্বর।	আড্ডার নাম ও তাহা যে স্থানে আছে।
ফেণী ...	১	আমলিঘাটে ফেণী রাজস্ব ষ্টেশন।—
মুহুরী ...	২	মুহুরী ঐ
	৩	ফটকছড়ি ঐ
হলদা ...	৪	হলদা ঐ
কালাপানিয়া ...	৫	কালাপানিয়া ঐ
সার্ত্তা ...	৬	সার্ত্তা ঐ
ইচ্ছামতী ...	৭	ইচ্ছামতী ঐ
	৮	রাজাঘাট ঐ
	৯	শিয়ালবক্কা ঐ
কর্ণফুলী ...	১০	চন্দ্রঘোনা থানায় কর্ণফুলী ঐ
	১১	(কর্ণফুলী ও ইচ্ছামতীর সংযোগ স্থানে) ইচ্ছামতী মুখে ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডা।
	১২	(সোদালপুর পথে) কালিঘাট ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডা।
	১৩	(চট্টগ্রামস্থ বাহাদুরী কাষ্ঠের আড্ডায়) চট্টগ্রামে ভাসমান কাষ্ঠ রাখিবার আড্ডা।
সৈলোক ...	১৪	সৈলোক রাজস্ব ষ্টেশন।
সঙ্গু ...	১৫	সঙ্গু ঐ
	১৬	(আরাকান পথ পার হইবার স্থানে) দোহাজারী ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডা।
	১৭	(সঙ্গু ও দোলু নদীর সংযোগ স্থানে) দলুমুখ ঐ
দোলু	১৮	দোলু রাজস্ব ষ্টেশন।
হজার ...	১৯	হজার ঐ
ডাক বা ডোঙ্কাবতী ...	২০	ডোঙ্কাবতী ঐ
মাতামুড়ি বা মামোরি ...	২১	(মানিকপুর গ্রামে) মাতামুড়ি রাজস্ব ষ্টেশন।
	২২	(চকরিয়া থানায়) চকরিয়া ভাসমান বাহাদুরী কাষ্ঠের আড্ডা।
	২৩	(মাতামুড়ি ও হরবাঙ্গের সংযোগ স্থানে) হরবঙ্গ ঐ
ইদগোজ ...	২৪	(ভোমেরিয়া খোলা গ্রামে) ইদগোজ রাজস্ব ষ্টেশন।
বাগখালী ...	২৫	(রামু থানায়) বাগখালী ঐ
রেজু ...	২৬	রেজু রাজস্ব ষ্টেশন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

3. *Salvage fees.*—Any such person who shall have salved timber or bamboos as above enumerated under these rules, and taken the same to any drift timber depôt, shall be entitled to receive as salvage fees 50 per cent. of the value of such timber or bamboos calculated according to the table of values fixed for the time being under rule V of the Chittagong River Rules, published in the notification of the 17th October 1881, or such altered or amended notification as may hereafter be similarly published.

4. *Payments required when drift timber is shown to be the property of a claimant.*—No such timber or bamboos shall be delivered to any claimant who (under section 47 of the Forest Act) has been recognized to be the owner until, under section 50 of the said Act, such claimant shall have refunded to the forest officer the sum paid as salvage money, together with such other expenses as may be determined by the district forest officer.

5. *Salved timber, which may become vested in Government, to be sold by auction.*—All drift timber or bamboos salved under these rules, which may become vested in Government under section 48 of the Indian Forest Act, shall be sold by auction after two months from the expiry of the period fixed for the disposal of claims under section 46 of the said Act.

6. *Property marks.*—All property marks registered under rule VII of the Chittagong River Rules of the 17th October 1881 shall be held to be property marks establishing claim to drift timber salved under these rules.

7. *Penalty clause.*—Any person who shall infringe any provision of these rules shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

ERRATUM.

The 13th May 1884.—In the notification, dated the 28th March 1884, published at page 506, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 9th ultimo, confirming the bye-law framed by the District Road Committee of Shahabad under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, *for* the words "trees or hedges obstructing, overhanging or overshadowing any road," *read* "trees or hedges obstructing or overhanging any road."

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

ERRATUM.

The 14th May 1884.—In the notification, dated the 24th ultimo, appointing certain gentlemen to be Commissioners of the Moheshpore Municipality, in the district of Jessore, published at page 585, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 7th instant, *for* "Baboo Gonesh Chunder Roy Chowdhry," *read* "Baboo Gangesh Chundra Roy Chowdhry."

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 9th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the power conferred on him by section 1, Act IV (B.C.) of 1873, to extend the provisions of the said Act, so far as they relate to the registration of births, to the municipality of Bansberiah, in the district of Hooghly, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 27*th May* 1884.]

৩। রক্ষার্থ ফীর কথা।—এই বিধিক্রমে যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে বাহাদুরী কাষ্ঠ ও বাঁশ রক্ষা করিয়া ভাসমান বাহাদুরী কাষ্ঠের আজ্ঞায় লইয়া গিয়াছেন তিনি ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত চট্টগ্রামের নদী বিষয়ক বিধির ৫ ধারামতে কিম্বা ইহার পর তদ্রূপে প্রকাশিত পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত বিজ্ঞাপনক্রমে যে সময়ে যে মূল্য অবধারিত হয় তাহার টেবিল অনুসারে বাহাদুরী কাষ্ঠের ও বাঁশের মূল্য ধরিয়া শতকরা ৫০৲ টাকার হিসাবে রক্ষার্থ ফী পাইবার স্বত্ববান হইবেন।

৪। ভাসমান বাহাদুরী কাষ্ঠ দাওয়াদারের সম্পত্তি দেখান গেলে টাকা দিবার আদেশের কথা।—বনবিষয়ক আইনের ৪৭ ধারামতে কোন দাওয়াদারকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করা গেলে সেই দাওয়াদার উক্ত আইনের ৫০ ধারামতে রক্ষার্থ যত টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহা সুদ্ধ ডিষ্ট্রিক্ট বনের কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দিষ্ট অন্যান্য খরচ যাবৎ না দেন তাবৎ তাঁহাকে উক্ত বাহাদুরী কাষ্ঠ বা বাঁশ দেওয়া যাইবে না।

৫। রক্ষা করা যে বাহাদুরী কাষ্ঠ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বর্ত্তে তাহা নীলামে বিক্রয় করিবার কথা।—এই বিধিমতে ভাসমান যে সকল বাহাদুরী কাষ্ঠ বা বাঁশ ভারতবর্ষীয় বনবিষয়ক আইনের ৪৮ ধারানুসারে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বর্ত্তে, উক্ত আইনের ৪৬ ধারামতে দাওয়ার সম্পত্তি করণার্থে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অতীত হইবার সময়াবধি দুই মাসের পর সেই সকল বাহাদুরী কাষ্ঠ বা বাঁশ নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

৬। সম্পত্তির চিহ্নের কথা।—১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের চট্টগ্রামের নদীবিষয়ক বিধির ৭ ধারামতে রেজিষ্টরী করা সম্পত্তির চিহ্ন এই বিধিমতে রক্ষা করা ভাসমান বাহাদুরী কাষ্ঠের উপর দাওয়া স্থাপনের সম্পত্তির চিহ্ন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৭। দণ্ড বিষয়ক প্রকরণ।—কোন ব্যক্তি এই বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটীং সেক্রেটরী।

অশুদ্ধশোধন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে —করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে শাহাবাদ জিলার পথ কমিটীর প্রণীত উপবিধি দৃঢ় করণার্থ ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চের যে বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১৫ আপ্রিলের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গিয়াছে তাহাতে "কোন পথ অবরোধকারি বা তাহার উপর ঝুলিয়া পড়া বা তদাচ্ছাদনকারি কোন বৃক্ষের বা বেড়ার" এই২ কথার পরিবর্ত্তে "কোন পথ অবরোধকারি বা তাহার উপর ঝুলিয়া পড়া বৃক্ষ বা বেড়ার" এই২ কথা পাঠ করিতে হইবে।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটীং সেক্রেটরী।

অশুদ্ধশোধন।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—যশোহর জিলার অন্তর্গত মহেশপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে কএক মহাশয়কে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৪ তারিখের যে বিজ্ঞাপন এই মাসের ১৩ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৫৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যায় তাহাতে "শ্রীযুত বাবু গণেশচন্দ্র রায় চৌধুরী" এই নামের পরিবর্ত্তে "শ্রীযুত বাবু গজেশচন্দ্র রায় চৌধুরী" পাঠ করিতে হইবে।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটীং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, হুগলী জিলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া তিনি জন্ম রেজিষ্টরী করণের সঙ্গে যে পর্য্যন্ত সম্পর্ক রাখে সেই পর্য্যন্ত উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটীং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

NOTIFICATION.

The 11th May 1884.—The following lists of Civil Hospital Assistants, serving in Bengal, who have passed the English qualification and professional examinations held on the 15th April 1884, are published for general information :—

Names of Candidates who have passed the English Qualification Examination.

NAMES.		Attached to—
Third Class,	Kally Prosunno Sen	... Jail and Police Hospitals, Maldah.
Ditto,	Jevan Krishna Dutta	... Central Jail Hospital, Midnapore.
Ditto,	Banka Behary Ghose	. Dispensary, Gurbetta.
Ditto,	Juggobundhoo Gupta	... Police Hospital, Burdwan.
Ditto,	Anundo Moy Sen	... Jail Hospital, Dinagepore, officiating.
Ditto,	Rojoni Canto Ganguly	. Ditto, Ranchi.
Ditto,	Kishub Chunder Mohapatro	.. Central Irrigation Hospital, Cuttack.
Ditto,	Chuckrodhur Dass	. Police Hospital, Cuttack.
Ditto,	Shib Chunder Sen Gupta	... Orissa Medical School, Cuttack.
Ditto,	Dino Nath Banerjee	.. Dispensary, Tickerpara.

Names of Candidates who have passed the English Qualification Examination for higher pay.

NAMES.		Attached to—
Civil Hospital Assistants.		
First class,	Raj Coomar Sen	... Jail Hospital Hooghly.
Second class,	Kumode Behary Samanto	... Central Jail Hospital, Bhagulpore.
Ditto,	Bhoobun Mohun Dutt	... Supernumerary, on leave.

Names of Candidates who have passed the Professional Examination.

NAMES	Attached to—	Date of declaration.	Class to which promoted.	Date of rank	Date of passing English qualification for the higher pay according to G. O. s No. 94 of 7th October 1868 and No. 995 of 1873.	REMARKS
Civil Hospital Assistants.						
Second class, Mutty Lall Goopto.	Dispensary, Mahegunge.	6th Nov 1868 .	1st .	15th April 1884	.	...
Third class, Rojoni Kanto Guho	Jail Hospital, Rangpore.	6th Sept 1876	2nd ..	Ditto ..	..	.
Third class, Kumode Behary Samanto	Central Jail Hospital, Bhagulpore.	22nd July 1875 .	2nd .	Ditto .	15th April 1884	Retested
Third class, Bhuban Mohun Dutt.	Supernumerary .	5th July 1873	2nd ..	Ditto ..	Ditto ...	Ditto.
Third class, Indro Narain Banerjee	Police Hospital, Calcutta.	30th Jan. 1873 ..	2nd ..	Ditto ..	.. ..	.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 27th May* 1884]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১১ মে।—১৮৮৪ সালের ১৫ আপ্রিল ইংরেজি ভাষায় ও চিকিৎসা ব্যবসায় সম্বন্ধীয় যে পরীক্ষা হয় তাহাতে, বঙ্গদেশে কর্ম্মকারি যে সিবিল হাঁস্পাতাল আসিষ্টান্টেরা উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের নামের নিম্নলিখিত নির্ঘণ্টপত্র সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

ইংরেজী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ পরীক্ষার্থিদের নাম।

নাম।	যে স্থানে নিযুক্ত।
তৃতীয় শ্রেণীর, শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সেন ...	মালদহের জেলে ও পোলীস হাঁস্পাতালে।
ঐ ,, জীবনকৃষ্ণ দত্ত ...	মেদিনীপুরের সদর জেল হাঁস্পাতালে।
ঐ ,, বঙ্কবিহারী ঘোষ ...	গড়বেতার ঔষধালয়ে।
ঐ ,, জগবন্ধু গুপ্ত ...	বর্দ্ধমানের পোলীস হাঁস্পাতালে।
ঐ ,, আনন্দময় সেন ...	দিনাজপুর জেল হাঁস্পাতালে। একটীং কর্ম্মকারী।
ঐ ,, রজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়	রাঞ্চি ঐ।
ঐ ,, কেশবচন্দ্র মহাপাত্র ...	কটকের সদর ইরিগেশন হাঁস্পাতালে।
ঐ ,, চক্রধর দাস ...	কটকের পোলীস হাঁস্পাতালে।
ঐ ,, শিবচন্দ্র সেন গুপ্ত ...	কটকের অন্তর্গত উড়িষ্যার মেডিকাল স্কুলে।
ঐ ,, দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	টিকেরপাড়া ঔষধালয়ে।

উচ্চতর বেতনের নিমিত্তে ইংরেজী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ পরীক্ষার্থিদের নাম।

নাম।	যে স্থানে নিযুক্ত।
সিবিল হাঁস্পাতাল আসিষ্টান্ট।	
প্রথম শ্রেণীর, শ্রীযুত গোকুলচন্দ্র সেন ...	হুগলীর জেল হাঁস্পাতালে।
দ্বিতীয় শ্রেণীর, শ্রীযুত কুমুদবিহারী সামন্ত ...	ভাগলপুরের সদর জেল হাঁস্পাতালে।
ঐ ঐ ,, ভুবনমোহন দত্ত ...	ছুটীপ্রাপ্ত, অতিরিক্ত।

চিকিৎসা ব্যবসায়ের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থিদের নাম।

নাম।	যেস্থানে নিযুক্ত।	প্রবেশের তারিখ।	যে শ্রেণী ভুক্ত হইলেন।	শ্রেণীর তারিখ।	শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের ১৮৬৮ সালের ৭ অক্টোবরের ৯৪৫ সংখ্যক ১৮৭১ সালের ৯৯৫ নং আজ্ঞানুসারে অধিকতর বেতনের নিমিত্ত ইংরাজি ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার তারিখ।	মন্তব্য।
সিবিল হাঁস্পাতাল আসিষ্টান্ট।						
দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রীযুত মতিলাল গুপ্ত	দারিগঞ্জ ঔষধালয়ে।	১৮৬৮ সাল ১ নবেম্বর	প্রথম ..	১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।	.....	...
তৃতীয় শ্রেণীর শ্রীযুত রজনীকান্ত গুহ	রঙ্গপুরের জেল হাঁস্পাতালে।	১৮৭৩ সাল ৬ সেপ্টেম্বর	দ্বিতীয় ..	ঐ	......	...
তৃতীয় শ্রেণীর শ্রীযুত কুমুদবিহারী সামন্ত	ভাগলপুরের সদর জেল হাঁস্পাতালে	১৮৭৫ সাল ২২ জুলাই	দ্বিতীয় ...	ঐ	১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল	পুনঃপরীক্ষিত
তৃতীয় শ্রেণীর শ্রীযুত ভুবনমোহন দত্ত	অতিরিক্ত ..	১৮৭৩ সাল ৫ জুলাই	দ্বিতীয় ...	ঐ	ঐ	ঐ
তৃতীয় শ্রেণীর শ্রীযুত শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতার পোলিস হাঁস্পাতালে	১৮৭১ সাল ১০ জানুয়ারি	দ্বিতীয় ...	ঐ	......	...

ই, এল, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটী সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৬ মে।]

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B. C.) of 1880, to extend the provisions of the said Act to the Cuttack Municipality, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of publication of this notice in the *Calcutta Gazette.*

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—Whereas a notification, dated the 28th February 1884, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Act VI (B. C.) of 1878 to the Shahagunge mohulla of the Hooghly and Chinsurah Municipality, was published at page 419, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 5th March 1884, and whereas no objection has been raised to the proposed extension of the Act to the said mohulla, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 2 of the said Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Hooghly and Chinsurah Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor declares that, from the 1st April 1884, the Commissioners of the said municipality will maintain an establishment for the cleansing of all public and private latrines within the limits of the Shahagunge mohulla of that municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 15th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B. C.) of 1880, the Lieutenant-Governor intends to extend the provisions of the Act to the Bali Municipality, in the district of Howrah, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification within the said municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 2004 A.

The 1st May 1884.—Baboo Gobind Chunder Bose is appointed to be a Munsif in the district of Beerbhoom, and to be ordinarily stationed at Sooree, *vice* Baboo Dwarka Nath Bhuttacharjee.

The 3rd May 1884.—Mr. L. P. Shirres, Assistant Magistrate and Collector, Backergunge, is vested with powers under section 110 of the Code of Criminal Procedure.

The 6th May 1884.—Baboo Poresh Nath Banerjee, First Subordinate Judge of Bhagulpore and Judge of the Courts of Small Causes of Monghyr and Bhagulpore, is allowed leave for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Amrita Lal Pal, Second Subordinate Judge of Sarun, is appointed to act as First Subordinate Judge of Bhagulpore and Judge of the Courts of Small Causes of Monghyr and Bhagulpore, during the absence, on leave, of Baboo Poresh Nath Banerjee, or until further orders.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোবীজে টিকাদানবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১ ধারা মতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান কটক মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটীং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—হুগলী ও চুঁচড়া মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত সাহগঞ্জ মহল্লায় ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৮ তারিখের এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ৫ মার্চের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ৪৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত মহল্লায় উক্ত আইন প্রচলিত করণের প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্যাদি করিয়া এবং হুগলী ও চুঁচড়া মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে তিনি এই আদেশ করিলেন যে উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা উক্ত মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত সাহগঞ্জ মহল্লার সীমার মধ্যে স্থিত সরকারী বা ব্যক্তিবিশেষের পাইখানা পরিষ্কার করণার্থে ১৮৮৪ সালের ১ আপ্রেল অবধি মিরিশুতা রাখিবেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটীং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, হাবড়া জিলার অন্তর্গত বালি মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোবীজে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১ ধারানুসারে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটীং সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

২০০৪ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্যের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু বীরভূম জিলার মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ শিউড়িতে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ৩ মে।—বাখরগঞ্জের আসিস্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এল, পি, শিরেস সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।—ভাগলপুরের প্রথম সবরর্ডিনেট জজ এবং মুঙ্গের ও ভাগলপুরের ছোট আদালতের জজ শ্রীযুত বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সারনের দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু অমৃতলাল পাল ভাগলপুরের প্রথম সবর্ডিনেট জজের এবং মুঙ্গের ও ভাগলপুরের ছোট আদালতের জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২১ মে।]

Baboo Ashutosh Gupta, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

The 9th May 1884.—The gentlemen named below are appointed to be Honorary Magistrates for the Egra Bench, in the district of Midnapore, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class:—

Baboo Srinath Chundra Das Mohapatra. | Baboo Bhagabat Chundra Maiti.
Baboo Brojendra Nandan Das Mohapatra.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Ram Chunder Bose of his appointment of Honorary Magistrate of the Bench at Chundunbaree Boda, in the district of Julpigoree.

The 12th May 1884.—Mr. J. R. Hand, Deputy Magistrate, Shahabad, is vested with powers under sections 110 and 133 of the Code of Criminal Procedure.

Munshi Harihar Charan Lall, Munsif of Lohardugga, who exercises the powers of a Deputy Collector under Act I (B.C) of 1879, is vested, under section 146 of that Act, with the power to receive plaints in suits under the said Act, when the cause of action arises within the local jurisdiction of his munsifi.

Baboo Aditya Charan Chakravarti, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Meherpore, during the absence, on leave, of Baboo Suresh Chundra Ghose, or until further orders.

The 17th May 1884.—Baboo Bhugwan Chunder Chuckerbutty, Subordinate Judge of Khoolna, is promoted to the first grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Mr. W. Wright, retired.

Baboo Kristo Chunder Chatterjee, First Subordinate Judge, 24-Pergunnahs, is promoted to the first grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Baboo Brojo Mohun Dutt, retired.

Baboo Matadin, First Subordinate Judge, Sarun, is promoted to the second grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Baboo Bhugwan Chunder Chuckerbutty.

Baboo Krishna Mohun Mookerjee, Officiating Subordinate Judge, Hooghly, is promoted to the second grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Baboo Kristo Chunder Chatterjee.

Baboo Madhub Chunder Chuckerbutty, Temporary Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Matadin.

Baboo Kanai Lal Mookerjee, Temporary Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Krishna Mohun Mookerjee.

Baboo Juggobundhoo Gangooly, Officiating Subordinate Judge, Dinagepore, is appointed temporarily to be a Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, *vice* Baboo Madhub Chunder Chuckerbutty.

Baboo Dwarka Nath Bhuttacharjee, Officiating Additional Subordinate Judge, Tipperah, is appointed temporarily to be a Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, *vice* Baboo Kanai Lal Mookerjee.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt of Bengal.

NOTIFICATION.

The 5th May 1884.—Under section 2 of Act II (B.C.) of 1867 (an Act to provide for the punishment of public gambling and the keeping of common gaming-houses), the Lieutenant-Governor authorizes the extension of the provisions of the said Act to the limits of the Rungpore Municipality, in the district of Rungpore, with effect from the 1st June 1884

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

লোহারডগার একটীং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ গুপ্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত এগ্রা বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথচন্দ্র দাস মহাপাত্র। | শ্রীযুত বাবু ভাগবচন্দ্র মাইতি।
শ্রীযুত বাবু ব্রজেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র।

শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র বসু জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত চন্দনবাড়ী বোদা বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—শাহাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত জে, আর, হাণ্ড সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ও ১৩৩ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ১ আইনমতে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারী লোহারডগার মুন্সেফ শ্রীযুত মুনশী হরিহরচরণ লাল স্বীয় মুন্সেফীর বিচারাধিপত্যের স্থানসীমার মধ্যে মোকদ্দমার হেতু উপস্থিত হইলে উক্ত আইনমত মোকদ্দমার আরজী গ্রহণ করিতে ঐ আইনের ১৪৬ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু সুরেশচন্দ্র ঘোষের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু অদ্বৈতচরণ চক্রবর্ত্তী, বি, এল, নদীয়া জিলায় মুন্সেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মেহেরপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—শ্রীযুত ডবলিউ, রাইট সাহেব কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে খুলনার সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু ভগবানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সবর্ডিনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন দত্ত কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে ২৪ পরগনার প্রথম সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সবর্ডিনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু ভগবানচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পরিবর্ত্তে সারণের প্রথম সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত মাতাদিন বাবু সবর্ডিনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে হুগলীর একটিং সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়, সবর্ডিনেট জজদের ও ছোট আদালতে জজদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মাতাদিন বাবুর পরিবর্ত্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ শ্রীযুত বাবু কাণাইলাল মুখোপাধ্যায় সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পরিবর্ত্তে দিনাজপুরের একটীং সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু জগদ্বন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়, কিয়ৎকালের নিমিত্তে তৃতীয় শ্রেণীর সবর্ডিনেট জজের ও ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কাণাইলাল মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরার একটিং আডিশানল সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য কিয়ৎকালের নিমিত্তে তৃতীয় শ্রেণীর সবর্ডিনেট জজের ও ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সামান্য দ্যূতক্রীড়ার ও সাধারণ দ্যূতগৃহ রাখিবার দণ্ড বিধায়ক ১৮৬৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ২ ধারামতে উক্ত আইনের বিধান ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত রঙ্গপুর মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে প্রচলিত করিবার আদেশ করিলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—It is hereby notified that, under section 10 of Act I (B.C.) of 1869 (an Act for the prevention of cruelty to animals), and under section 3 of Act III (B.C.) of 1869 (an Act to enable police officers to arrest without warrant persons guilty of cruelty to animals), and under section 14 of Act VIII (B.C.) of 1880 (an Act to provide against the spreading of certain contagious and infectious diseases among horses), the Lieutenant-Governor is pleased to extend the provisions of the said three Acts to the limits and boundaries of the Port Commissioners on the Howrah side of the river Hooghly.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 28th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. as a site of the Nayazipore outpost building in the village of Kanspattee, appertaining to mouzah Sabiar, pergunnah Bhojepore, district of Shahabad, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 bigah 14 cottahs 7½ dhoors bounded on the east by the field of Pitambar Bharti; on the west by the public road; on the north by the field of Pitambar Bharti; and on the south by the field of Ramghulam Bharti, is required within the aforesaid village of Kanspattee, appertaining to mouzah Sabiar, pergunnah Bhojepore.

This declaration is made under the provisions of section 6 of Act X of 1870.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 28th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpos, viz. for the Motihari Jail, in the village of Motihari, tollah Balawoh, Tuppoh Madhwol, pergunnah Majhawoh, zillah Chumparun, it is hereby declared that for the above purpose a pierce of land measuring, more or less, 3 acres and 7 poles, bounded on the north by Goorsohoy's land; on the west by the jail wall and road; on the south by the road leading to the jail and on the east by the main road, is required within the aforesaid village of Motihari

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT BENGAL.

The 20th May 1884.

No. 211.—*Leave.*—In continuation of notification No. 105 of the 25th February last Mr. J. Ramsay, Executive Engineer, first grade, Nagpore Railway Surveys, is granted by the Secretary of State a further extension of three months' leave on medical certificate, in continuation of the furlough granted him in notification No. 231 of the 18th June 1883.

IRRIGATION.

The 20th May 1884

No. 213.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that additional land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the enlargement of the extension of the Arion Distributary, it is hereby declared that for the above purpose two strips of land running parallel to, and situate on, both banks of the said extension, and each measuring about 3,600 feet in length by 12½ feet in width, and aggregating an area of 2 acres and 11 poles of land, more or less, are required in the village of Belhari, pergunnah Bhojepore, in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[*Government Gazette*, 27*th May* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব জন্তুর প্রতি নৃশংস ব্যবহার নিবারণার্থ ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ১০ ধারামতে, এবং জন্তুর প্রতি নির্দ্দয়াচারের অপরাধিদিগকে বিনা পরওয়ানায় ধৃত করণার্থে পুলীসের কর্ম্মকারকদিগকে ক্ষমতাদানার্থ ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ৩ ধারামতে এবং অশ্বদের মধ্যে কোন২ স্পর্শসঞ্চারী ও সংক্রামক রোগের সঞ্চার নিবারণের বিধান করণার্থ ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১৪ ধারামতে উক্ত তিন আইনের বিধান হুগলী নদীর হাবড়া পারের পোর্ট কমিশ্যনরদের সীমা সম্বন্ধে প্রচলিত করিলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার সবিয়া মৌজার সামিল কাঁসপটী গ্রামে ময়ার্জিপুর ফাঁড়ির কোটাঘরের জন্যে রাজকীয় অর্থ ব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত ভোজপুর পরগনার সবিয়ার মৌজার সামিল কাঁসপটী গ্রামে ন্যূনাধিক ১।।৪ কাঠা ৭।। ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পূর্ব্বসীমা পীতাম্বর ভারতীর ক্ষেত, পশ্চিমসীমা রাজপথ, উত্তরসীমা পীতাম্বর ভারতির ক্ষেত্র এবং দক্ষিণসীমা রামগোলাম ভারতীর ক্ষেত্র।

১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ চাম্পারন জিলার অন্তর্গত মাঝওয়া পরগনার মাধোল তপ্পের বলাও টোলার মতিহারী গ্রামে মতিহারীর জেলের জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত মতিহারী গ্রামে ন্যূনাধিক ৩ একর ৭ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গুরুসহায়ের জমি, পশ্চিম সীমা জেলের প্রাচীর ও পথ, দক্ষিণ সীমা জেলে যাইবার পথ, এবং পূর্ব্ব সীমা বড় রাস্তা।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।

২১১ নম্বর।—ছুটী।—গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৫ তারিখের ১০২ নং বিজ্ঞাপনের অতিরিক্ত এই বিজ্ঞাপন। নাগপুর রেলওয়ে সরবের প্রথম শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে, রামসে সাহেব ১৮৮৩ সালের ১৮ জুনের ২৩১ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে নিয়মিত ছুটী পান তদতিরিক্ত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব তাঁহাকে চিকিৎসকের সার্টিফিকেটক্রমে আর তিন মাসের ছুটী দিয়াছেন।

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।

২১৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের অর্থাৎ এরিয়ন জল বিতরণার্থ নালার বর্দ্ধিতাংশের বৃদ্ধি করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার বেলহরি গ্রামে দুই খণ্ড ভূমির প্রয়োজন, উক্ত ভূমি উক্ত বর্দ্ধিতাংশের উভয় ধারের সমান্তরালগামি ও উভয় ধারে স্থিত ও প্রত্যেক খণ্ড ৩৬০০ ফুট দীর্ঘ ও ১২।। ফুট প্রস্থ অর্থাৎ মোটে ন্যূনাধিক ২ একর ১১ পোল পরিমিত।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 20th May 1884.

No. 214.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government for a public purpose, viz. for constructing a road from Manshai to Bucktearpur, in the villages Munsee, Kootea, Saidpur, Bulhia, Konakoh, Badla, Dhanna, Basititol, Koopera, Malta, Salkooa, Mobarakpur, Goorga Ganspora, and Bucktearpur, in the district of Monghyr, it is hereby declared that for the above purpose land on the north of the Ganges, measuring, more or less, 342 local bigahs or 646½ standard bigahs, is required in the above-mentioned villages.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern, and is issued in supersession of that, dated the 17th December 1883, which was published at page 1295 of the *Calcutta Gazette* of the 19th idem.

G. F. E. S. NEILL, *Major*, M.S.C.,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

স্থানীয় বর্ত্মাদি বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।

২১৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।— রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মুঙ্গের জিলার অন্তর্গত মুনশী, কুটিয়া, সৈদপুর, বলহিয়া, কোনাকোহ, বাদলা, ধন্না, বসিজিতোল, কুপেরা, মালতা, সান্দকুয়া, মবারকপুর, গুরগা গাঁস্পোরা ও বক্তিয়ারপুর গ্রামে মানশাই অবধি বক্তিয়ারপুর পর্য্যন্ত পথ করিবার জন্যে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে গঙ্গানদীর উত্তরদিকে উক্ত সকল গ্রামে স্থানীয় মাপের ন্যূনাধিক ৩৪১৴ বিঘা অর্থাৎ কস্টিমতে ৬৪৬৷৷০ বিঘা ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল, এবং ১৮৮৩ সালের ২৫ ডিসেম্বরের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের ১২১৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ঐ মাসের ১৭ তারিখের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

জি, এস, ই, এস, নীল, মেজর, এম এস, সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটরী।
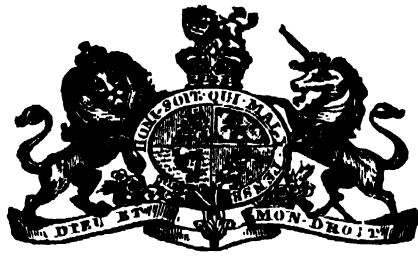
গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 27, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্তিহার প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের এই২ জিলাতে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্ব দুই সপ্তাহে

৮০ তোলার সেরের হিসাবে

নম্বর।	জিলা।	লবণ।			যব।			ভাল চাউল।			সামান্য চাউল।			কমু ও বাজরা।			চোনষ ও জোয়ার।		
		এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট
	বঙ্গদেশ। পশ্চিমদিকস্থ জিলা।																		
	•	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১	বর্দ্ধমান ...	ক ।৮	।৮	।৪	।।৭।।	৸২	।।০	।৩৶	।৩।	।৯	।৮	।৮	।।৪	...	...	...	...	...	...
২	বাঁকুড়া ...	খ ।৬।।	।৭	।৪	।৮	।৯	।৯	।৫।।	।৫।।	।৯।	।৭।।	।৭।।	।।৪৸	...	...	...	...	...	...
৩	বীরভূম ...	গ ।৭	।৬।।	।৫।।	...	...	...	।৪	।৩।/	।৬	।৫।।	।৬	।।০	...	...	...	...	...	...
৪	মেদিনীপুর	...	।২	।৭	...	।৬	।৬	...	।৪	।৮	...	।৮	।।৪	...	...	...	...	...	...
৫	হুগলী ..	ঘ ।৭।।	।৭	।৫	...	...	...	/৮	/৮	।০	।৪	।৪	।৮	...	...	..	...	...	...
	হাবড়া ...	।৪	।৪।।	।৪	...	...	...	।২	।২	।৪।	।৩।।	।৪।	।।০	...	...	...	...	...	...
	মধ্যস্থলের জিলা।																		
	কলিকাতা ...	।৬	।৬	।৪।।/	।৭	।৯	।৭৸	/৮	/৮	।০৸	।৩	।৩	।৭৸	।৫	।৪	।৮৸/	।৭	।৯	...
৬	২৪ পরগণা ..	ঘ১ ।৪।।	।৪।	।৩।/	।৭৸	।।০	।৭	/৮	/৮	/৮	।৬	।৭	।৩।/	...	...	...	...	...	...
৭	নদীয়া ...	ঙ ।৬৸	।৬৸	।৪।।	।।০	।।২৸৶	।।২-৸৶	।২।/০	।২।/	।৪।।	।৩।/৷	।৩।/৷	।৭।০	...	...	...	...	..	...
৮	খুলনা ...	চ ...	...	...	...	...	...	।৪	।৪	।৬	।৬	।৬	।।৫	...	...	...	...	...	...
৯	যশোহর ...	ছ ।৪	।৬	।।০	...	...	...	।৩	।৩	।৬	।৬	।৬	।।২।।	..	...	..	...	...	...
১০	মুরশিদাবাদ ...	জ ।৯	।৯।।	।৭	...	...	...	।১।।	।১।।	।৬	।৪	।৩।।	।৯	...	...	...	...	...	..
১১	দিনাজপুর ...	।৬	।।০	।২	।৩	।৩।/	।১।৶	।৩	।৫।।	।৮	।৬	।৭।	।।১	..	...	...	...	...	...
১২	রাজশাহী ...	ঝ ।৯	।৯	।৭।	৸২	৸২	৸৭।।	।১।।	।১।	।৬	।৩	।২।।	।৭।-।৮৸	...	...	...	...	...	...
১৩	রঙ্গপুর ...	ঞ ।৬	।৬	।১।৶	...	...	...	।০	।০	।৩।/	।৩।	।৩৶	।৬	...	...	...	..	...	...
১৪	বগুড়া ...	।৬।।	।২	।৩।।	...	...	...	/৯৸	/৯৸	।৩।।	।৫	।৫	।।৮	..	...	...	...	...	...
১৫	পাবনা ...	ট ।।৪	।।৪।৶	।৮।৶	...	...	...	/৮।	/৮।	/৮।	।৫	।৫	।৯৶	...	...	...	...	...	...
১৬	দার্জিলিঙ্গ	ঠ ...	...	/৮	।০	।১	/৮	/৫।।	/৪	/৫	।০	।০	।০	...	..	...	...	...	...
১৭	জলপাইগুড়ি ..	ড ।০	।০	।০।।৶	।।০	।।০	।।০	।১।।	।৩	।৬	।৪	।৬	।।০	...	...	.	...	...	...

ক। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—কালনায় ।৪ সের, কাঁটওয়ায় ।৩ সের এবং রাণীগঞ্জে ।২৸০ সের।

খ। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ।২ সের অবধি ।৬ সের পর্য্যন্ত।

গ। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ।১ সের অবধি ।৩।/ সের পর্য্যন্ত।

ঘ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—শ্রীরামপুরে ।৩ সের, জাহানাবাদে ।৩।। সের।

ঘ১। ঐ ঐ ।—বারাসত ও বশীরহাটে ।৩ সের, ও কলাগাছীতে ।১ সের।

ঙ। ঐ ঐ ।—মেহেরপুরে ।১।। সের, চুয়াডাঙ্গায় ।৩ সের, এবং রাণাঘাটে ।২৷৶ সের।

[*Government Gazette*, 27*th May* 1884.]

অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ খুজরা বিক্রয়ের বাজার দর।

টাকায় যত পাওয়া যায়।															৪০ সেরের মণের থোকে বিক্রয়ের দর।			
রাগী বা মাড়ওয়া ও চীনা।			জনেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ			লবণ।			জিলা।
এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	
																		বঙ্গদেশ। পশ্চিমদিকস্থ জিলা।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	...	...	...	...	...	।।২	।।২	।৯।।	৩/	৩/	৩/	।৩।	৩।	।২	২৸৶৮	২৸৶৯	৩/৩	বর্দ্ধমান।
...	...	...	।৭৸	।।৮	৸৮	।৮	।৮	।৮।।	৮/	৮/	৮/	।২৸	।২৸	।২	৩৶০	৩৶০	৩৶৬	বাঁকুড়া।
...	...	...	...	..	...	।৯।।	।৬	।১	৪/	৪/	৫/	।২	।২	।১৸	৩৶৬	৩৶৬	৩।/০	বীরভূম।
...	...	...	...	...	...	...	।১	।৭	...	৩৸৫	৩৸৫	...	।২৸	।৩	...	২৸০০	২৸৶০	মেদিনীপুর।
...	...	...	...	...	...	।৮	।৮	।৯	৩/	·/	৩/	।৩।।/	।৩।।/	।৩।।/	২৸৶০	২৸৶০	২৸৶০	হুগলী।
—	...	...	...	...	...	।৮	।।০	।৯	২/	২/	২/	।৩	।৩	।৩	৩৲	৩৲	৩৲	হাবড়া।
																		মধ্যস্থলের জিলা।
...	...	...	...	...	।।৪।।	।৮।।৶	।৮।।৶	।৮৸/	২।।০	২।।০	২।০	।৩	।৩	।৪	২৸০	২৸০	২৸০	কলিকাতা।
...	...	...	।।০	..	...	।৭।।	।৭।।	।৭৸	২।০	২।৹	২।০	।২৸/	।২৸/	।৩।/	৩৲	৩৲	২৸৶০	২৪-পরগণা।
...	...	...	.	..	...	।।১।/৲	।।৪।।	।।০	...	...	...	।১- ৶।৶৲	।১- ।।৶৲	।১।।৶৲	...	৩৲	৩৶	নদীয়া।
...	...	...	...	...	...	।৫	।১	।৫	৫/	...	৪।।০	।০।।	।০।।	।১	৩।০	৩।০	৩৶০	খুলনা।
...	...	...	...	...	..	।।৫।।	।।৫।।০	।।০	৩/	৩/	৩/	।০৸	।০৸	।০৸	৩৶০	৩৶০	৩।০	যশোহর।
...	...	...	..	...	...	।।৩।০	।।৪	।।৭	৩/	৩/	৩/	।০	।১।।	।২।।	৩।।০	৩/০	৩৶০	মুরশিদাবাদ।
...	...	...	...	...	...	।৫	।।০	।০।।৶	৩।।০	৩।।০	৪/	।১	।১	।০।।৶	৩।০	৩।০	৩।।০	দিনাজপুর।
...	...	...	...	...	...	।।৩	।।৫	।।১	৬/	৬/	৬/	।২	।২	।১।০	৩৶৬	৩৶৬	৩।।৩	রাজশাহী।
...	...	...	...	...	...	।৩।/	।৩।/	।৬	২৸০	২৸০	২৸০	।১৸৶	।১৸৶	।১৸৶	৩।/০	৩।/০	৩।/০	রঙ্গপুর।
...	...	...	...	..	...	।।২।।	।।২।।	।১।।	২।০	২।০	১।।০	।১।	।২	/৯৸০	৩।।০	৩।/৪	৩।৮	বগুড়া।
...	...	...	...	...	...	।।৪	।।৪	।৮	৫/	৫/	৫/	।২।৶	।২।০	।১।	৩৶	৩৶	৩।	পাবনা।
।২	।২	।০	।২	।১	।৮	।০	।০	/৯	৩/	৩/৮	৩/৮	/৮	/৮	/৮	৪।।০	৪।।০	৪।।০	দার্জ্জিলিঙ্গ।
...	...	...	...	...	...	।১	।১	।৪	৩/৮	৩/৮	৩/৮	।২।	।২।	।১	৩।০	৩।০	৩।০	জলপাইগুড়ি।

চ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—সাতক্ষীরায় ও বাগীরহাটে ।১ সের।
ছ। ঐ ঐ ।—ঝিনিদহে ।২ সের বনগাঁয়ে ।৩ সের মাগুরা ও নড়াইলে ।২ সের।
জ। ঐ ঐ ।—লালবাগে ।১ সের, জঙ্গিপুরে ।০।। সের ও কান্দিতে ।২ সের।
ঝ। ঐ ঐ ।—নাটোর ও নোগাঁ ।২ সের।
ঞ। ঐ ঐ ।—নিলফামারিতে ।২ সের, কুড়িগ্রামে ।৩ সের ও গাইবান্ধায় ।৪ সের।
ট। সেরাজগঞ্জে লবণের খুজরা দর টাকায় ।২৮ সের।
ঠ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২ কর্শিয়ঙ্গে ৵৮ সের এবং শিলীগুড়িতে ।১ সের।
ড। কালাকোটায়, লবণের খুজরা দর টাকায় ।০ সের।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

৮০ তোলার সেরের হিসাবে

নম্বর।	জিলা।	গম।			যব।			ভাল চাউল			সাধারণ চাউল।			বজু ও বাজরা।			চোলম ও জোয়ার।		
		এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ
	পূর্ব্বদিকস্থ জিলা।																		
		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮	ঢাকা ...	ঢ ।৭	।৭	।৪।	॥৬	॥৬	।৯।	।২॥	।২॥	।৫৸	।৫	।৪	।৯	...	...	॥১॥	..	...	॥১।
১৯	ফরীদপুর ...	ণ ॥০	॥১	॥৪	৸৫	৸৫	৸৭	।২	।৩	॥০	।৫	।৪	॥২	...	...	...	...	...	...
২০	বাখরগঞ্জ ...	ত ...	...	...	...	...	...	।৫	।৫	।৯	।৮	।৮	॥৩	...	...	...	...	...	...
২১	ময়মনসিংহ	থ ।৩॥০	।৩।	।৩।	...	...	...	।২	।০	।৬	।৪৸	।৪	॥০	...	...	...	...	...	...
২২	চট্টগ্রাম	ধ ।২	।২	।২	...	...	...	।২	।২	।৩	।৬	।৬	॥২	...	...	...	...	...	...
২৩	নওয়াখালী	ন ...	...	...	...	...	...	।৬	।৬	॥৩	।৮	।৮	॥৬	...	...	...	...	...	...
২৪	ত্রিপুরা	প ।৪॥০	।৪॥৶	।৩	...	...	...	।৩॥	।৩॥	।৮৸	।৬৸/	।৬৸/	॥০৸	...	.	...	...	...	...
২৫	চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ	...	...	...	...	...	...	।২।	।১।৶	।৩	।৩।/	।৩।/	।৭৸৶	...	...	...	...	...	...
	ত্রিপুরা পর্ব্বত	।২	।২	।০	...	...	...	।৪	।৪	॥০	।৮	।৮	॥৪	...	...	...	...	...	...
	বেহার।																		
২৬	পাটনা ..	॥০	॥২॥	।৭॥	॥৩	॥৪	৸২	।১	।১	।৪	।৩	।৪	।৯	...	...	...	...	...	...
২৭	গয়া ...	ফ ।৬॥	।৭	।৮॥	॥১	॥১॥	॥৫	।০	।০	।২	।২।	।২	।৬	...	...	...	...	...	...
২৮	সাহাবাদ ...	।৮॥	।৯	।৭-।৯	॥৩	॥২	॥৫-॥৬	/৮॥	/৯	।০-।১	।৪	।৩	।৭-।৯	॥৪	॥৪	...	॥০	॥০	৸০
২৯	দারভাঙ্গা ..	।৫৶	।৬	।৬	...	...	৸০	।৮৸৶	।০৶	।৪	।৩॥৶	।৩৶	।৬	...	...	...	...	...	...
৩০	মজফরপুর...	ব ।৭	।৬	।৮	॥০	॥০	৸০	।০	।০	।২	।৩	।২	।৭	...	...	...	...	...	...
৩১	সারণ ..	ভ ।৭॥	।৭	।৭	॥২	॥২	॥৮	/৮	/৮	।০	।২	।২	।৮	...	...	...	॥৫	॥৩	৸০
৩২	চম্পারণ ...	ম ।৬	।৬	।৮	॥২	॥৫	১/	।০	/৯	।৩	।২॥	।২॥	।৮॥	..	...	...	...	...	..
৩৩	মুঙ্গের ...	য ।৯।৶	।৮৸৶	॥২।/	॥২।	॥১	॥৭৸৶	।০৸	।১॥/	।৪॥৶	।২॥/	।২॥/	।৬৸	...	...	...	...	...	...
৩৪	ভাগলপুর ...	য১ ।৭॥৶	।৮॥৶	।৬।৶	।১।৶	।১।৶	॥৭॥	।১।৶	।২	।৫৸	।৩৸৶	।৩।	।৮৸৶	...	...	...	...	...	...

ঢ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইহ।—মাণিকগঞ্জে ।২ সের, নারায়ণগঞ্জে ।৩ সের ও মুনশীগঞ্জে ।০॥৶৩ সের।

ণ। ঐ ঐ ।—গোয়ালন্দ এবং মাদারীপুরে ।২ সের।

ত। ঐ ঐ ।—পটুয়াখালিতে ।০॥৶ সের, পিরোজপুরে ।০ সের ও ভোলায় ।০ সের।

থ। ঐ ঐ ।—কিশোরিগঞ্জে ।০॥৶ সের, আটীয়ায় ।২ সের, নেত্রকোণায় ।২।/ সের ও জামালপুরে ।১। সের,

ধ। কক্সবাজারে লবণের খুজরা দর টাকায় /৯ সের।

ন। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় /৯ সের অবধি ।০৸ সের পর্য্যন্ত।

প। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইহ।—ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় ।২। সের, ও চাঁদপুরে ।২॥০ সের।

টাকায় যত পাওয়া যায়। / ৪০ সেরের মণের থোকে বিক্রয়ের দর।

রাগী বা মাড়ুওয়া ও চীনা।			জনেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ।			লবণ।			জিলা।
এই সপ্তাহের ভিতর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের ভিতর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের ভিতর	এই সপ্তাহের ভিতর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের ভিতর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের ভিতর	এই সপ্তাহের ভিতর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের ভিতর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের ভিতর	এই সপ্তাহের ভিতর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের ভিতর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের ভিতর	এই সপ্তাহের ভিতর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের ভিতর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের ভিতর	এই সপ্তাহের ভিতর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের ভিতর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের ভিতর	
																		পূর্ব্বদিকস্থ জিলা।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	মণ	মণ	মণ	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	...	...	...	...	..	।৮	।৮	।৪।	২।০	২।০	২৲	।২।।	।২।।	২।	৩৶০	৩৶০	৩৶০	ঢাকা।
...	...	...	...	...	...	।৯	।৭	।৬	৩৴	৩৴	৩৴	।২	।২	।২	৩৶০	৩৶০	১৴০	ফরিদপুর
...	...	.	...	...	...	।৭	।৭	।৮	৩৴	৩৴	৩৴	।৩	।৩	।৩	২।৶০	২।।৶০	২।।৶০	বাখরগঞ্জ।
...	.	...	...	..	...	।১	।২।।	।১	...	...	...	।১	।১।।	।২	৩৴	৩৶০	...	ময়মনসিংহ।
...	...	...	...	...	...	।২	।২	।২	৩৴	..	৩।।	।০	।০	৴৯	৩৸০	৪৲	৪৲	চট্টগ্রাম।
...	...	...	...	..	...	।২	।২	।৩	...	..	...	।০	।০	।০	৩।৶০	৩।৶০	৩।৶০	নওয়াখালী।
...	...	...	...	...	...	।৬	।২।।	।৩।	...	...	...	।১	।২।	।১।	৩।।০	৩৶০	৩।০	ত্রিপুরা।
...	...	...	...	.	...	...	...	...	৮৴	৮৴	৮৴	৴৮	৴৮	৴৮	৪।।০	৪।।০	...	চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ।
...	...	...	...	.	...	।৪	।৪	।২	...	...	..	।১	।১	।১	৩।০	৩।০	৩।০	ত্রিপুরা পর্ব্বত্য।
																		বেহার।
..	...	...	।।৪	।।৫	৸২	।।১	।।৪।।	।।৯।।	২।০	২।০	৩।০	।১	।০।।	।০।।	৩৲	২৸৶০	৩৲	পাটনা।
...	...	...	..	...	...	।।০।	।।০।	।।৩	৪।।০	৪।।০	৪।।০	।১	।১	।২	৩।০	৩।০	৩।০	গয়া।
...	...	...	...	।।৫	.	।।৪	।।৪	।।৮-।।৯	৩৴	৩৴	৩।।০	।২	।২	।০।।	৩৴০	৩৴০	৩৴০	শাহাবাদ।
।০।।৴	...	৸৫	।৯৸৶	...	৸৫	।।০৸৶	।৯৸৶	।।৪	৪।৬	৪।।	৪৴	।১৴	।১৴	।১	৩।০	৩।০	৩।।৶	দ্বারভাঙ্গা।
...	..	...	।৮	।৮	৸৫	।।১	।৯	।।৫	৩।।০	৩।।০	৩।।০	।২	।২	।২	৩।০	৩।০	৩।০	মজফ্ফরপুর।
।২	।।৩	৸২	।।১।।	।।১।	৸৩	।।১।।	।।০	।।৭।।	৪৴	৪৴	৪৴	।১	।১	।১	৩।৶০	৩৴০	৩।৶০	সারণ।
..	...	..	...	।।১	১৴	।।০	।।০	।।৬	...	...	...	।১	।১।।	।১।।	৩।৶০	৩।৶	৩৶০	চাম্পারণ।
...	...	...	।।৪৶	।।২।৶	৸০।৶	।।৬	।।৭৸৶	।।৬৸৴	৩৴৬	৩৴২	৩৴৬	।২৴	।২।	।২।৶	৩৶৬	৩৶৬	৩৴৬	মুঙ্গের।
...	..	...	।৮৸৶	।।০৶	৸১৸৴	।।০৸৴	।।০৸৴	।।৫।	৩৸১।।	৪৴৪	৩৸১।।	।২।।৶	।২।।৶	।২।।৶	৩৲	৩৲	৩৲৬	ভাগলপুর।

ক। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইং।—অরঙ্গাবাদে ।১।৶ সের, ও নবদহে ।০ সের।

ব। ঐ ঐ।—সীতামাঢ়িতে ।০ সের এবং হাজিপুরে ।১।৶০ সের।

ভ। সেওয়ান মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ।১।। সের।

ম। মফঃস্বলে লবণের খুজরা দর টাকায় ।১ সের অবধি ।২।। সের পর্য্যন্ত।

য। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইং।—বেগুসরাইয়ে ।১।। সের ও জমুইয়ে ।২ সের।

য১। ঐ ঐ।—বাঁকায় ।২ সের, মধুবুনিতে ।০ সের ও সুপোলে ।১ সের।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

৮০ তোলার সেরের হিসাবে

নম্বর	জিলা।	গম।			যব।			ভাল চাউল			সাধারণ চাউল			বজু ও বাজরা।			ছোলা ও জোয়ার।.		
		এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ
	বেহার।																		
		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা
৩৫	পুরণিয়া ..	য২ ।৬	।৬	।৭	...	...	...	।৩	।৩	।৬	।৪	।৪	।৭	...	..	...	...	...	...
৩৬	মালদহ	॥১	॥০	।৮	...	...	...	।১॥	।১॥	।৫	।৪	।৪	।৭	...	...	...	...	...	...
৩৭	সাঁওতাল পর-গনা।	য৩ ।৫.।	।৬	।৬	...	...	...	।২॥	।৩	।৬	।৫	।৬	॥২	...	...	...	..	...	...
	উড়িষ্যা।																		
৩৮	কটক	।৪।৶	।৯।৶	।৭৴	...	...	...	।৩৶	।৩৶	।৪।৶	†।৮।৶	।৯।৶	।৩।৶	...	..	...	...	...	...
৩৯	পুরী* ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	..	..	..	...	...
৪০	বালেশ্বর ...	য৪ ।৬	।৮	।৪	।১	।১	...	।৬	।৬	।৬	॥১	॥১	৸২	...	...	..	...	...	...
	ছোট নাগপুর। **দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্টী।**																		
৪১	হাজারীবাগ ..	য৫ ।৪	।৪	।৬॥	।৬	।৫	...	৴৯	।০	।০	।৪	।৪	।৭	...	...	...	...	...	...
৪২	লোহার ডগা .	।৫	।৬	।৭	।৮	।/০	।।৪	।৪	।৪	।.০	।৮	।৮	॥৪	...	..	..	...	...	...
৪৩	সিংহভুম ...	।৮	।৮	॥৪	॥৪	॥৪	৸২	॥০	॥০	৸২	॥৪	॥৪	৸৬	...	..	...	...	...	.
৪৪	মানভুম .	য৬ ৩	।৪॥	।৪।	...	॥৪	৸০	।৪	।৬	।৮	॥২	॥০॥	॥৭	...	.	..	...	...	...

* রিটারণ পাওয়া যায় নাই।

† মফঃসলে সামান্য চাউলের খুজরা দর টাকায় ॥৩॥৶ সের অবধি ৸২৸৴ সের পর্য্যন্ত।

য২। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকার এইং।—কৃষ্ণগঞ্জে ৴৯ সের, ও অররিয়া মহকুমার অন্তর্গত রাণীগঞ্জে ।১ সের।

য৩। ঐ ঐ।—দেওঘরে ।৩ সের এবং গদ্দায় ।২ সের।

কলিকাতা

১৮৮৪ সাল, ১৯ মে।

[*Government Gazette*, 27*th May* 1884.]

টাকায় যত পাওয়া যায়।															৪০ সেরের মণের থোকে বিক্রয়ের দর।			
রাগী বা মাড়ওয়া ও চীনা।			জনেরা।			ছোলা।			কালাইকাঠ।			লবণ।			লবণ।			জিলা।
এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	
																		বেহার।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	...	...	...	...	...	॥০	।৮	॥০	৪৴	৪৴	৪৴	।০॥	।০॥	।০	৩॥৵০	৩॥৵০	৩॥৵০	পুরণিয়া।
...	...	...	...	...	...	।৵০	।৪	॥১॥	৪৴	৪৴	৪৴	।১	।১	।০	৩॥০	৩॥০	৩॥৵০	মালদহ।
...	...	...	।৯	।৯	৸০	।৮।	।৬	।১	৪৴	৪৴	৪৴	/৯॥	।০	।১	৩৸০	৩৸০	৩॥৵০	সাঁওতাল পরগণা।
																		উড়িষ্যা।
।৫৸	।০॥	॥১	...	...	...	।২।৴	॥৩।৵	॥১	২৴	২৴	২৴	।৪	।৪	।৪	২৸০	২৸০	২৸০	কটক।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	..	..		.	...	...	...	...	...	পুরী *
...	...	...	...	...	...	।৩	।৩	।৪	৩৴০	৩ ০	৩৴	/৮॥	।০॥	।০॥	৪॥০	৩॥০	৩॥০	বালেশ্বর।
																		ছোট নাগপুর। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্টী।
॥০	॥০	॥৪	।৮	।৬	॥১	।৬॥	।৬	।৮	৮৴	৮৴	৬৴	।১	।০	।১	৩॥৵৩	৩৸৬	৩।৵০	হাজারীবাগ।
॥৮	॥৮	৸০	।৮	৮	॥৫	।৪	।৬	।৫	৩	৩৴	৩৴	।০	।০॥	/৯॥	৩৸০	৩।৴০	৪৲	লোহারডগা।
...	...	...	...	...	...	।৫	।৫	॥৪	৪৴	৪	৪৴	৮	/৮	৮	৪৲	৪৲	৪৲	সিংহভূম
...	...	...	...	...	...	।৭	।৮	।৮	৩৴	৩	৩৴	।০॥	।০॥	।০॥	৩।০	৩।০	৩।০	মানভূম

*৪। ভদ্রক মহকুমার লবণের খুচরা দর টাকায় /৮ সের।
*৫। চাঁদ্রা ও খরক দিহা মহকুমার লবণের খুচরা দর টাকায় ।১ সের।
*৬। টাকায় লবণের খুচরা দর এই২।—রঘুনাথপুরে ।২ সের বরবাজার ও গোবিন্দপুরে ।১ সের।

সাধারণের অবগত্যার্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটীং সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্ব

৪০ সেরের

নম্বর	বন্দর।	গম			যব।			ভাল চাউল			সামান্য চাউল।			বজু ও বাজরা।		
		এই সপ্তাহের দর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের দর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দর	এই সপ্তাহের দর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের দর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দর	এই সপ্তাহের দর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের দর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দর	এই সপ্তাহের দর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের দর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দর	এই সপ্তাহের দর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের দর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দর
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	কলিকাতা ...	২৷৹	২৷৶০	২৸০	২৷০	২৲	২৷০	৪৷০	৪॥০	১৸০	৩৲	৩৲	২৷০	২॥৶	২৸০	২৶
২	শেরাজগঞ্জ ...	১৷০	২৶০	২৲	...	..	...	৪॥০	৪৷০	৪৲	২৷০	২৷৶	২৷৴	...	...	...
৩	ঢাকা ...	২৷০	২৷০	২৸৴	২॥০	২॥০	২৲	৩৶০	৩৶০	২॥০	২॥৶	২৸০	২৶	..	...	...
৪	নারায়ণগঞ্জ ...	...	...	...	...	...	...	২৷৶০	২॥৶	২৷০	২৷০	২৷০	২৲	...	...	...
৫	চট্টগ্রাম ...	৩৶০	৩৷০	৩৲	...	...	...	৩৲	৩৶০	২৸৶	২৷০	২॥০	১৸৶০	...	...	.
৬	পাটনা ..	১৸৶৬	১॥৶০	২৶০	১৷৶	১৷০	১৶০	৩৷৴	৩৷৴	২॥৶০	২৸৶০	২॥৶০	২৲	...	...	...
৭	বালেশ্বর ..	২৷০	২৲	২৸০	৩৶	৩৶০	..	২৶	২৷৶	২॥৶	১৸৴	১৸৴০	১৷০	...	...	...
৮	পুরী * ..	..	...	.	..	.	..	.	...	...	...	..	...	...	.	...
৯	কটক .	২॥৶	১৸৶	২৶০	.	.	...	৩৲	৩৲	২॥৶	২৲	১৸৶	১॥৴			...

* রিটর্ণ পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল ২০ মে।

দুই সপ্তাহ অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ থোকে বিক্রয়ের বাজার দর।

মণের দর।

চোলম ও জোয়ার।			রাগী বা মাড়ুওয়া ও চীনা।			অথেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ।			বন্দর।
এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	এই সপ্তাহের নিরিখ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের নিরিখ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের নিরিখ	
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
২।০	২৲	...	...	...	...	...	...	...	২৶০	২৶০	২৶০	।৴৬	।৴৬	।৶৩	২৸০	২৸০	২৸০	কলিকাতা।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২।০	২।৶০	২৶০	...	...	...	৩।৶	৩।৬	৩৲৩	সেরাজগঞ্জ।
...	..	...	...	...	...	...	...	...	২৶০	২৶০	২৸০	।৶০	।৶০	।৶৯	৩৶০	৩৶০	৩৶০	ঢাকা।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২।০	২।০	২॥০	।৶০	।৶০	।৶০	৩৲	৩৲	২৸৶০	নারায়ণগঞ্জ।
.	...	...	.	...	...	...	...	..	৩৲	৩৶০	৩৲	।০	...	...	৩৸০	৪৲	৪৲	চট্টগ্রাম।
...	...	...	...	...	...	১॥৴৬	১।৶৯	১৶০	১৸৴০	১॥০	১।৴০	।৴০	।৴০	।৴০	৩৲	২৸৶০	৩৲	পাটনা।
...	...	...	..	...	...	...	...	...	২৸০	২৸০	২৸০	।৴০	।০	।৴৪	৪।।০	৩॥০	৩॥০	বালেশ্বর।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	পুরী।
...	..	.	২।৴০	৩।৶০	১॥৶০	...	...	...	১॥৶	১॥৴	১॥৶০	॥০	॥০	॥০	২৸০	২৸০	২৸০	কটক।

সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এস, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৬৮৮। ২৭ মে।]

LAND ADVERTISEMENT. **ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।**

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারায় জানাইতেছি যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুক ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ইং ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ৩ আষাঢ় রোজ সোমবার জেলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহল নওয়াবাদ।

নম্বর সার্কেল।	নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				রাজস্ব।	সেস।	রাজস্ব	সেস	মোট	
৭৭৩	৬৩২ / ২৫৫৭৮	থানে ফটীকছড়ি। মৌজে কাঞ্চনগর তালুক রণু দেবা।।	নিং অখিল চন্দ্র রায় গং।	৮৯০৸৶৮	১৪৮।।৬	৩৩৪৲	৪৯।।০	৩৮৩।।০	সম্পূর্ণ তালুক নিলাম হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE, *The 3rd May* 1884.

C. A. SAMUELLS, *Offg. Collector.*

নিলামের নোটিস।

এস্তেহারনামা কাছারি কালেক্টরী জেলা ২৪ পরগনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। জেলা২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ কিস্তীর বাকী বাবত ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৯১ সাল ১৪ আষাঢ় শুক্রবার ঐ জেলার কালেক্টরিতে বিনা ওজর নিলাম ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কাঞ্চনবাড়িয়া ওগয়রহ লিখিত মালিক দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী ওগয়রহ সদর জমা ... ২৮৩১ ।/ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৶৫৲ ২ দন্তি ৲৪✕১ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী ওগয়রহর নামে ৸/১৪৲৭ দন্তী ।।J১৫৸J১৮৸ — আনার কাত সদর জমা ২৪৩১৲১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬।/২ টাকা বাকী হওয়ার নিলামে ধরা গেল।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিঃ মদরসা বনহুগলি ওগয়রহ লিখিত মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ২১১৯৬৸/৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৸৶৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে ‌/১২ আনার কাত সদর জমা ২১১৯।।J টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফাল্গুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৯৯।।/২।। টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল

[*Government Gazette*, 27*th May* 1884.]

১৪৭ নং পরগনে কলিকাতা কিঃ বেওতা ওগয়রহ লিখিত মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ৩৬৩৭।।/৯ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ।।০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে ।।০ আনার কাত সদর জমা ১৮১৬৸১০।। টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৫৬।৶৪ টাকার বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কিঃ পরগনে বালিয়া তরফ মজুবাটী ওগয়রহ লিখিত মালিক আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহ সদর জমা মায় পুলিস থানাদারি ... ৮৭১৮৶৩ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ।/৬।।= আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহর নামে ।।৶১১।— আনার কাত সদর জমা মায় পুলিস থানাদারি ৫৮১।১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তি সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় বাদে ১২।৶১০ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

8-5-84. C. C. STEVENS, *Collector.*

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিঃবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ আপ্রিল।

তফসীল।

তৌজির নম্বর।	খাস কালেক্টরের নম্বর।	ডি কালেক্টর নম্বর।	নাম মহাল।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী কিং জানুয়ারি ১৮৮৪।	কৈফিয়ত।
১৯৯৩	৭২	১৮৯	টামটা পুটীয়া জোয়ার পং বরদাখাত হিং ।।৶১৩।—ক্রান্ত	গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেন্দ্রচন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাচন্দ্র সেন রজনীকান্ত সেন। শ্রীমতী উমাতারা জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব। শ্রীমতী উমাতারা গুপ্তা জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমোহন সেন সাং দারভা পং বরদাখাত থানে খোল্লা।	১৭০৮	৫৩৪	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ২১৯৩ টাকা ধার্য্য হইয়াছে এই জমা খরিদারের ১২৯১ সন হইতে দিতে হইবে।
১৯৯১	৭০	১৮৯	তিলনিঠা জোয়ার পং বরদাখাত হিং ।।৶১৩।—ক্রান্ত।	দুর্গাচরণ দাস মজুমদার সাং নৈয়াইর পং শ্রীচাইল, রামকিঙ্কর রায় সাং চান্দরাই প্রকাশ্য আমিরাবাদ কাশীচন্দ্র দে সাং তথা শ্রীমতী শ্রীমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পং বিক্রমপুর, জগবন্ধু দাস সাং তথা বঙ্গচন্দ্র দাস সাং তথা দ্বারিকানাথ দাস সাং তথা।	৬৬৩৸১	২০৬/১০	

7-5-84. J. A. HOPKINS, *Collector.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

জিলা হুগলি।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারি কালেক্টরি জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবক বাঙ্গালা ১২৯১ সালের ৬ আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিবসে হুগলির কালেক্টরি কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ মে।

[illegible]	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহাল।				
৯	দৌলতপুর পং পাণ্ডুয়া।	সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লারাখা দিগর।	১১১২৲২		
		বাদ গঙ্গাধর কর মৌজা সিতলা তৎসামিল পটী বাগান ডাঙ্গা ও মিরপাড়া রকম /১২।। আনার সদর জমা বিঃ	৪২৸৵০		
		কুসুমকুমারী দাসী ১৫।।০ বিঘা জমির জমা এঃ	৫।০ ৪৮৶০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা রাখা দিগর সদর জমা।	১০৮৩৸৶২	১২২।।৶১	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবে।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
১০	ঐ রাধাকান্তবাটী পং পাণ্ডুয়া।	কছিমদ্দী মিস্ত্রী দিগর ...	৬২৪।।৶১১		
		বাদ হাজি আছালদ্দী মিস্ত্রী ৫০৸১ বিঘা জমির জমা	২৪৸৶০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী কছিমদ্দী মিস্ত্রী দিগর সদর জমা।	৫৯৯৶১১	৪৬।/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবে।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
২৯	ঐ বসন্তপুর পং ভুরশীট।	সেখ হাকেজদ্দীন আহাম্মদ দিগর সদর জমা।	১১০৮৫৲		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ।।/০ আনাকে ষোল আনা করিয়া তাহার রকম ৶৪ আনার সদর জমা এঃ	২৪৯৪।/৬	৪২৯।।/৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৩৫	ঐ মণ্ডলঘাট পং মণ্ডলঘাট।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	২২৩৭৯৮৶৫৮।		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী ৶১১৶৪ আনার সদর জমা এঃ	৩৫৮০৯/২	১২২৬৩৲২	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৩৮	ঐ সাঁথখালি পং বালিয়া।	মনোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ...	১০১৪৮৲৮		
		এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনেজার ইষ্টেট গিরিজানাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম /১২ আনার সদর জমা।	১০১৪৶০	৸০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			

নম্বরের নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহাল।				
৫৫	চাপাহাটী পং পাণ্ডুয়া।	যদুনাথ ধল্যা দিগর ...	৫৮১৵২	৩৫।৶০	
৫৬	ঐ ঐ	যদুনাথ ধল্যা দিগর ...	৬০৬।৶২	৭১১৩॥৶১	
৫৯	ঐ মাখালডিহি পং পাণ্ডুয়া	সৈয়দ আবল মজফর দিগর ...	৭২২৸৶১		
		বাদ অভয়াচরণ নন্দী রকম।১৪৵ আনার সদর জমা এঃ	২১৪/০		
		উপেন্দ্রনারায়ণ নন্দী দিগর রকম ।১৪৸ আনার জমা বিঃ	২১৪/০		
			৪২৮৵০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী সৈয়দ আবল মজফর দিগর ...	২৯৪৸/১	৩৶৪	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
৬২	ঐ রামডাঙ্গাল পং মণ্ডলঘাট।	কানাইলাল শীল দিগর ...	১৯৩৭৪৸২।		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালকের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ৶৫ আনার সদর জমা এঃ	২৭২৫॥/০	৯৩৯/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৬৭	ঐ গুড়বাড়ি পং চৌমুহা।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ...	২৬৯৫৸৶		
		এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র ঘোষ গুড়বাড়ি ও হরিরামপুর ২ মৌজায় ষোলআনা সদর জমা	৬৯২৶৯	৪৭৯৶৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৭৯	ঐ সেরপুর পং বালিয়া।	সেখ কাদেরবকস দিগর ...	১০৩৯১৶৯		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালকের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ॥/ আনা সদর জমা	৫৮৪৫৶৬।	২০১৩॥/৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
১১০	ঐ খালড় পং খালড়।	রাণী লালনমণি দিগর ...	১০৩৯০॥৶		
		বাদ ললিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্রবালা দাসী রকম ৸০ আনা সদর জমা	৭৭৯৩		
		উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম /০ আনা সদর জমা	৬৪৯।৶		
		রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর রকম ৶০ আনা সদর জমা	১২৯৮৸/		
			৯৭৪১।০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী রাণী লালনমণি রকম /০ আনা সদর জমা	৬৫৯।৶	১৭১॥৶	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			

মহালের নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইন।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহল।				
১১৭	রাজহাট পং খোশালপুর।	জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর ...	৭২৬৯৩		
		বাদ আনন্দময়ী দেবী একজিকিউটর ইষ্টেট বৃন্দাবনচন্দ্র রায় রকম ।/০ আনা সদর জমা	২২৬৮৶০		
		হরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কিসমত নশিবপুর ও বৈনাবাটী ও অভিরামবাটী তিন মৌজার রকম ।/১০ আনার মধ্যে ৶০ আনা সদর জমা।	৮২৶০		
		প্রসাদদাস গোস্বামি রকম ৶৬।।= আনার জমা।	১৫১।০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৪৬০।/০		
		বাকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর সদর জমা	২৬৫।।৶১	৩১৵০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
	ঐ	ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
১৫৩	মল্লিকহাটী পং বোর।	প্রসাদ দাস গোস্বামি দিগর ...	২৯৬৮৩		
		বাদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামি দিগর রকম ।০ আনা সদর জমা।	৭৪২৲		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী প্রসাদদাস গোস্বামি দিগর রকম ৸০ আনা জমা।	২২২৬৲	১৬৯। /৪	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
১৫৯	ঐ চাতরাবাদে পং বোর।	রামানন্দ লাহিড়ি দিগর ...	৭৪০।।/৫		
		বাদ বামাসুন্দরী দেবী রকম ৶১১ আনার সদর জমা।	১৫৯।/০		
		নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম /১১৮ আনার সদর জমা।	৬৬৲		
		দিনন থ চৌধুরী রকম /২।৵১০ আনার সদর জমা।	৫১৮৶০		
		ঝব্বালাল মুখোপাধ্যায় রকম /১৮।১ আনার সদর জমা।	৮৮।।/০		
		কালীকানন্দ পাল দিগর রকম ১১৫ গণ্ডা সদর জমা।	৩১।৶০		
		লালজী চৌধুরী, বাদে চাতরা বাসুদেবপুর, বেলুড় ৩ মৌজার রকম ৶১৪।৶০ আনার সদর জমা।	১১৭৮৶০ ৫১৫৲		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর জমা।	২২৫।।/৫	৭৸০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয়নাই।			
	মোদামি বন্দবস্ত।				
২০৩৪	সুলতানপুরচর পং পাটমহল।	অমৃতলাল সেন দিগর ...	৯২৯৶০ রোডফণ্ড ৯।৯		
		বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ।।০ আনা সদর জমা	৪৬৪।।/৬ রোড ফণ্ড ৪।৶৪।।		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইন।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	মোদামিবন্দবস্ত	বাকী অমৃতলাল সেন দিগর রকম ।।০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৯৬৪।।/৬ রোড ফণ্ড ৪।।৵৪।।	২।।০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
২১৩৮	অপূর্ব্বপুর চাকরানপং সিংহুর	মানিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী দিগর। বাদ কানাইলাল শীল রকম ।।/.২ আনার জমা এঃ গোবিন্দলাল শীল রকম ৶৪ আনা জমা বিঃ। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৬৫৬।৵৫ ১৯৩৸৴০ ১৩১।/০ ৫২৫৶০		
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমরারি বন্দবস্তী মহল।	বাকী মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১৩১৶২	৪৩।৵০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
৩১৩৩	চুটীপুরের সামিল অমরপুর পং চুটীপুর।	যদুনাথ ঘোষ দিগর … এই মহালের মধ্যে পুর্ণেন্দ্র দেব রায় ।০ আনাকে ষোল আনা করিয়া তাহার রকম ।৴৬।।= আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭০৬।।৮ ৭৮৯৵০	১৬৸০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
৩৬৩৭	ঐ জোকুল পং চুটীপুর।	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিগর …	৫১০।।৵৭	৯২৸৵৩	
৮৪৯	ঐ মামদপুরবাটকে পং চুটীপুর।	যদুনাথ দে দিগর … এই মহালের মধ্যে অবিনাশচন্দ্র পাল রকম ৶০ আনা জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৮২৪৸৶০।। ১৫৪।।০	৩৯৵৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
৩৯৯৩	মোদামিবন্দবস্ত হাওড়াচর পং বোর।	রাণী লালনমণি দিগর … বাদ ব্রজনাথ শীলানি রকম ।৴ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭২৬।৮। ২২৭/০		
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমরারি বন্দবস্তী মহাল।	বাকী রাণী লালনমণি দিগর রকম ।৶০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৪৯৯৶৮।	৬২।৵৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
৪০৮৬	গোবিন্দপুর পং জাহানাবাদ।	মানিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী।	১০৪৫৭।৭	৩৫২৬৸৯	
১৭৯১	মোদামিবন্দবস্ত গুপ্তিপাড়াচর পং মণ্ডলঘাট।	কালিদাস দেব মেনেজার কানে গিরিজানাথ রায় চৌধুরী দিগর। এই মহালের মধ্যে রকম ।৵৴ আনার মালিক দুর্গানারায়ণ সেন সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। রকম /১২ আনার মালিক অমৃতনাথ সেন সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭১৫৲ ৩০৬৲ ৭৬।।০	২৮ মার্চ্চ কিস্তীর বাকী ১০৫।৵৩ ১২ জানুয়ারি কীস্তীর ৮৯।।৵৬ ১৯৩৸৶৯ ২৮ মার্চ্চ কিস্তীর ২৬/৯ ১২ জানুয়ারির ২২।৵৩ ৮।।৩	এই অংশ ১৮৮৪। ২৮ মার্চ্চ নিলাম হওয়ায় খরিদার কেবল বায়নার টাকা দিয়া অবশিষ্ট টাকা না দেওয়ায় ঐ বায়নার টাকা জব্দ করা গিয়াছে ও অজনা ঐ প্রথমখরিদারের দায়িত্বে ও ঝুকিতে এই অংশ পুনরায় নিলাম হইবেক।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

G. Toynbee, *Offg. Collector.*

জেলা মুরশিদাবাদ।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৪৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জেলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাহাল সন ১২৯০ সালের লাংকিস্তী ফালগুনের বাকী রাজস্ব আদার জন্য সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার জেলা মুরশিদাবাদের কালেকটরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ১৭ আপ্রিল।

শ্রেণীর নম্বর।	মাহালের প্রকার।	তৌজীর নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম তালুকদার।	সদর জমা।	কৈফিয়ৎ।
১	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	৪৪	তরফ কালুহা পং বারবক পুর।	কৃষ্ণকিঙ্কর রায় কমলাকান্ত রায় গোপীকান্ত রায় প্রভাবতী দাস্যা মাতা অলি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় নাবালগ।	৩২৯৪॥৴৭	এই মহল মধ্যে প্রভাবতী দাস্যা ও কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ।৷৹ আনা বাদে কৃষ্ণকিঙ্কর রায় ও গোপীকান্ত রায়ের এজমালী অংশ।৷৹ আনার কাত সদর জমা ১৬৪৭।৴৪ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ৭১৬৸৴৹ টাকা।
২	ঐ	৪৪	তরফ কালুহা পং বারবক পুর।	ঐ ঐ	৩২৯৪।৴৭	এই মহাল মধ্যে প্রভাবতী দাস্যার পৃথক করিয়া লওয়া অংশ।৹ আনা ও কৃষ্ণকিঙ্কর রায় গোপীকান্ত রায়ের এজমালী অংশ।৷৹ আনা বাদে কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ।৹ আনার কাত সদর জমা ৮২৩।৴৭ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ৩৫৮৷৴৩ টাকা।
৩	ঐ	৬৭	হুদাগোপালপুর পং পলাশী।	রায় সেতাবচাঁদ নাহার বাহাদুর ...	১১৪২।৲৹	রাজস্বর বাকী ৪৬০৸১১ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।
৪	ঐ	২২৯	কিশমত গোঁজেপাকুড়হাঁশ পরগনে বারবক সিংহ।	হিরালাল চৌধুরী রামদাস চৌধুরী অশ্বিনীকুমার মুস্তফী বটুকনাথ মুস্তফী হারাধন গোস্বামী।	৭০৯৭৲১১	সরকারি বাকী রাজস্ব ৪৫৴১০ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নীলাম হইবে।

শ্রেণীর নম্বর।	মহালের প্রকার।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম তালুকদার।	সদর জমা।	কৈফিয়ত।
৮	প্রথম শ্রেণীর মহাল	৪৩৬	কিস্মত পরগনে শাহাজাহাপুর পঃ সাহাজাপুর।	বিপিনবিহারি নবিনবিহারি কৃষ্ণকিশোর মুকুন্দলাল রামচন্দ্র ভগবানচন্দ্র বনওয়ারিলাল দীনবন্ধু ললিতমোহন বৈদ্যনাথ গুরুদাস লছমনদাস গণেশচন্দ্র গঙ্গানারায়ণ কুলদাপ্রসাদ গোপেশ্বর সেন মর্ম্মসখী দাসী কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়।	৩৩৬৫।৭	এই মহাল মধ্যে মর্ম্মসখী দাসীর ও কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে গোপেশ্বর সেন দিগরের এজমালী অংশ ॥/১২ গোণ্ডার বাত সদর জমা ২০৯৫/১০ টাকা নিলাম হইবেক রাজস্বর বাকী ৭২৬।১১।
৯	ঐ	৪১১	কিস্মত পরগনে সমসখালী পরগনে সমসখালী।	বীরচন্দ্র নদীয়াবিনদ চৌধুরি শ্যামাসুন্দরী দাস্যা সোদামিনী দাসী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী গদাধর চৌধুরী অন্নপূর্ণা দাসী ব্রহ্মময়ী চৌধুরাণী।	১৬৭৮৮২	এই মহাল মধ্যে গদাধর বীরচন্দ্র চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে শ্যামাসুন্দরী দাস্যা দিগরের এজমালী অংশ ৮/১।৶০ বাত সদর জমা ৫৫৬॥/১১ টাকা নিলাম হইবেক রাজস্বর বাকী ।৩ আনা।
১০	ঐ	৫০৮	ডিহি আতাই পঃ সেরপুর।	চন্দ্রমহিনী দাস্যা থাকমণী দাসী অলি দাসী বিশ্বেশ্বর ঘোষ প্রমথনাথ ঘোষ কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ গোপীসুন্দরী দাস্যা।	৩১৫০॥/-১১ পুলিস ২৬।৶৮ ৩৪৭৯৷৭	এই মহাল মধ্যে থাকমণী দাসী দিগরের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ।০ আনা বাদে চন্দ্রমহিনী দাস্যার এজমালী অংশ ।।০ আনার বাত্ সদর জমা ১৭২৬৷০ টাকা ও পুলিস ১৩৶৪ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ... ৫৭৪৶০ পুলিস ... ৩।১০ ৫৭৭।৶১০
১১	ঐ	৫৩৩	কিং পঃ উজিরাবাদ পঃ উজিরাবাদ	ত্রৈলোক্যনাথ রায় কটীকচন্দ্র ও তারকনাথ ভট্টাচার্য্য নফরচন্দ্র ও বিপ্রদাস পাল চৌধুরী গোলাপমণি দেব্যা জগচ্চন্দ্র পাইক রুক্মিণী দেব্যা গোকুলচন্দ্র তেওয়ারী দ্বারিকানাথ সেন গণেশলাল কৃষ্ণপ্রসাদ রায়।	১১৮৩।৶৩	এই মহাল মধ্যে দ্বারিকানাথ সেনের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১১৮৩ দণ্ডীরবাত সদর জমা ৪৭।৶১০ টাকা নিলাম হইবেক বাকী ২৮।৭ টাকা।

১২	ঐ	৫৪০	মৌজে এনায়েৎপুর পং কুলবাড়ীয়া।	তরঙ্গিনী ওরফে লুটুমণিদাসী পক্ষ মানেজর কামিনী সুন্দরীদাসী কৈলাসনাথ সিংহরায় পরেশনাথ সিংহ রায় স্বরূপলাল চৌধুরী চন্দ্রমোহন চৌধুরী মুক্তকেশী চৌধুরাণী রঘুনাথ মুস্তফী পাতালমণী চৌধুরাণী চারুচন্দ্র বসু উমেশচন্দ্র মিত্র হারামনী চৌধুরাণী মাতা অলি দাশরথী ও সত্যচরণ রায় চৌধুরী নাবালগ পরেশনাথ চৌধুরী ক্ষিতিমোহন রায় চৌধুরী কামিনীকুমারী চৌধুরাণী মনমোহন চৌধুরী প্রেমলাল।	১০৬১॥৵২	এই মাহাল মধ্যে হারামনী চৌধুরাণী অলিমাতা দাশরথী সত্যচরণ রায় চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ৵১ গোণ্ডা বাদে চারুচন্দ্র বসু দিগরের এজমালী অংশ ৸৵৯ গোণ্ডারকাত সদর জমা ৯৯১৸৵৫ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ... ।১০ পাই।
১৩	দ্বিতীয় শ্রেণীর মাহাল	৫৮৮	চরগোপী পং সমসখালী	বন্দবস্তদার দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় নাবালগের অলি মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী দেব্যা রামলাল রায় সীতানাথ রায় রামময় রায়।	৭১৭৵	রাজস্বর বাকী ৮৬॥৵০ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।
১৪	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	২৭৫০	কিং তরফ হোসেনপুর পং আসদ নগর	কোলানাথ রায় দ্বারিকানাথ রায় ও হরিনাথ ঘোষ...	৬১৫৮৵৯ রোডফণ্ড ৬৵৬	১২৯০ সালের লাং অগ্রহায়ণ তলবের রাজস্বর বাকী ১২৯৲ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।
১৫	ঐ	২৭৭৯	তরফ কানাই পাড়া পং আসদ নগর	রামলাল ঘোষ ...	১০৪৯॥৵৫	১২৯০ সালের লাং ফালগুনের রাজস্বর বাকী ৮১১৬৵৬ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।

BERHAMPORE,
The 15th May 1884

J. C. VEASEY,
Offg. Collector.

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনীয়া জেলাস্থ নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ কিস্তির সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ২৩ জুন মোতাবেক ১২৯১ সালের ১০ আষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরির কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

তৌজি নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের সদর জমা।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ্চ কিস্তির বাকী।
৬	পরগনে আগর-পাড়া বিসমত আম-পাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১৬৬৯৷৶১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারা অনুসারে স্বতন্ত্র হিসাবের ১ হিস্যা সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৬/ আনা।	১৩৫৬৷৶২	৬।৩
২৮	পং তিলকি কিং কেড়াগাছি।	রাজমোহন রায় চৌধুরী	৫৮৩৻৪	সম্পূর্ণ মহাল ...	৫৮৩৻৪	১৭৩৻১০৸
২৯	পং খলিসখালি কিং খলিসখালি।	কৈলাসকামিনী দেব্যা দিগর।	৮৯৭৸১১	ঐ ...	৮৯৭৸১১	১৩০৸১১
৩৪	পং হিলকি কিং গঙ্করপুর।	নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	১২৬৻৪	৫ হিস্যা আনন্দমোহন ঘোষ রকম /১৫ গণ্ডা।	১২৮৶০	৩॥/১
৫৭	পং তালিবপুর কিং তালিবপুর।	গোবিন্দমোহন বসু দিগর।	৫৭৯৻৬	১ হিস্যা ...	৪৭৪৶১	১১৩৻৪
৭২	পং দাতিয়া কিং দাতিয়া।	চন্দ্রকুমার রায় দিগর ...	৪৭৩২২৷৴৬।	সম্পূর্ণ মহাল ...	৪৭৩২২৷৴৬।	১৯০৸৶৯।
১০৮	পং বুড়ন কিং বাবুলিয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ..	৫১১৩৻১	৩ হিস্যা মুনশী আলাবদীন আহম্মদ রকম /১২ গণ্ডা।	৫১১।৹০	৩৶৫
১১১	পং বাজিতপুর কিং বাজিতপুর।	লোকনাথ ভঞ্জ চৌধুরী দিগর।	২১২১॥/১১	২ হিস্যা লোকনাথ ভঞ্জ চৌধুরী রকম ৮৸ দস্তি।	৫৮৯।৴৮	১।/৩
১২৫	পং বুড়ন কিং বেকাটি।	থাকমণি চৌধুরাণী দিগর	৭১২।৶১১৸	সম্পূর্ণ মহাল ..	৭১২।৶১১৸	৬১।৶৸
১৩৭	পং তালুকা কিং তালুকা।	[illegible]কুমার রায় দিগর..	১৭৯৩৸৴৮	১ হিস্যা মেহেরউল্লা চৌধুরী দিগর রকম ৻১৮৸/১১/১৭	৮৫৩।৴৮	২৭৸.৭॥
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারানুযায়ী স্বতন্ত্র হিসাবের ২১ হিস্যা রকম ৶১৯তিল কৈলাসচন্দ্র সরকার দিগর	২০১৭	৭৴৮
১৩২	পং বুড়ন কিং ভাইড়িয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	২০২২২।৩	২ হিস্যা রং ।৹ আনা।	১০১১১/৯	৶৫৸
১৩৯	পং মলই কিং মলই।	পার্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২৯৭২।/১১।	২ হিস্যা মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২৯৭৻৩	৮৭১৬৸৶২
১৫৯	পং সর্বরাজপুর কিং রামমজ্জা।	ভুবনমোহন মজুমদার দিগর।	৫৪২৸/৮	১ হিস্যা ভুবনমোহন মজুমদার রং ।৹ আনা।	১৭৭।৶৫	৬১/০॥
১৬৬	পং সুন্দরবন কিং ১৬৫ নং লাট অমুনি রমজান নগর।	জহিরদ্দি সরদার দিগর	১৮৮৪৲	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৮৮৪৲	১৭০০৻৩
১৯১	পং মলই কিং হাজরাকাঠি।	পার্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	৮৯০৶১০	৪ হিস্যা রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর সাং সাতক্ষীরা।	৮৯৻?	৩৭৷০।

KHOOLNA COLLECTOR'S OFFICE,
The 6th May 1884.

F. H. BARROW,
Offg. Collector.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

জেলা দিনাজপুরের কালেক্টরী।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা দিনাজপুরের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারী এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমাধার্য্য হওয়া মহাল।

নম্বর তৌজির।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হইবেক।	মন্তব্য।
১৩০ নং	মৌজে চারখণ্ডা গয়রহ পরগনে শিলাবাড়ী।	কাত্যায়নী দেব্যা জয়কিশোর চৌধুরী প্রভৃতি।	১১৯১৮৬৮	৯৯৯৮১	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।
২৩৭ নং	মৌজে দৌলতপুর গয়রহ পরগনে ব্রহ্মপুর।	তারকনাথ চৌধুরী, জয়েশ্বরী চৌধুরাণী উর্ফি পক্ষে মোহনলাল চৌধুরী প্রভৃতি।	৪৬৬০॥১	৪৮৩৷৷৮	এই মহালের মধ্যে লালমোহন চৌধুরীর ৵০ আনা অংশ যাহার ৫৮২॥৵০ আনা সদর জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারানুসারে পৃথক আছে তাহা বাদে বক্রী ৸৵০ আনা অংশ যাহার ৪০৭৭৸৶১ পাই সদর জমা হয় ঐ একমালী অংশ বাকী পড়ায় তাহাই নীলাম হইবেক।
২৬৩ নং	মৌজে গোবিন্দপুর গয়রহ পরগনে ঘোড়াঘাট।	দীননাথ মজুমদার ও গোলোকনাথ মজুমদার প্রভৃতি।	৬৭৯১৷৵৩	২৫১৲৭	মৌজে কেন্দুল ও গোবিন্দপুর বাদে এই মহালের গোলোকনাথ মজুমদারের ⁄৪= ক্রান্তী অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ধারামত হিসাব পৃথক হইয়া ৫১৩৵৫ পাই সদর জমা ধার্য্য আছে ঐ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২৫১⁄১	ঐ মত দীননাথ মজুমদারের হিসাব পৃথক থাকায় ⁄৪= ক্রান্তী অংশের ৫১৩৵৫ পাই জমা ধার্য্য আছে ঐ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২৫১৲৩	ঐ মত কালীসুন্দরী দেব্যার ⁄৪= ক্রান্তী অংশ পৃথক হিসাব হইয়া ৫১৩৵৫ পাই জমা ধার্য্য আছে ঐ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
৩৭৬ নং	মৌজে দাউদপুর গয়রহ পরগনে শীলাহবাড়ী।	চন্দ্রকান্ত সরকার রুদ্রকান্ত সরকার প্রভৃতি।	৬৫৮৵১॥	১৫৭৲	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।
৮৬১ নং	মৌজে নাজিরপুর গয়রহ পরগনে সন্তোষ	ভাগিরথী চৌধুরাণী	৬৬৯৷৶১	৪৬৪৲	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।

DINAGEPORE COLLECTORATE,
The 6th May 1884.

A. C. TUTE,
Offg. Collector.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

[Government Gazette, 27th May 1884.]

জিলা বিরভূম।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার জেলা বিরভূম।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বিরভূমের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১। ১৪ আষাঢ় শুক্রবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২২ আপ্রিল।

তপসীল

মহালের শ্রেণী।	চৌহদ্দি নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগনা ও মহালের নাম।	মালিকগণের নাম।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	মন্তব্য।
প্রথম শ্রেণী।	...	১৯ নং	পঃ ইছা৺খু-রিয়া সামিল কুনেড়াসহিরা।	সৈএদান্নেছা বিবি সাং আনখুনা সৈএদ মজফর হোসেন ও পাঁচু বিবি ও সেখ মাদার-বক্স ও সেখ এনাএতউল্লা সাং ঐ হরিশচন্দ্র ঘোষ ও পঞ্চানন ঘোষ সাং পাঁচঘুপী ও মনসুর আহম্মদ নাবালগের অলি আবদুল মাবুদ ওরফে ভদু মিঞা সাং আনখুনা সেখ দরবেশ উল্লা সাং ঐ সেখ ফকির উল্লা ও আফজেছা বিবি সাং ঐ সাজেদররহমান সাং বেড়গ্রাম ও পুরুষোত্তমচন্দ্র সাং উনকুণ্ডা ও রঙ্গিনী দাস্যা অলি আজ্ঞ তরফে নাবালগ পুত্র মনোমোহন চন্দ্র সাং ঐ মবরন্নেছা বিবি সাং আনখুনা ও সাজদর রহমান সাং বেড়গ্রাম গৌরসুন্দর পাঁড়ে ও নিতাইসুন্দর পাঁড়ে ও ঈশ্বর চন্দ্র চন্দ্র সাং উনকুণ্ডা রঙ্গিনী দাস্যা অলি আজ্ঞ তরফে নাবালগ পুত্র বিপিনবেহারি চন্দ্র সাং ঐ।	৫৬৯৫৸৶ ইহার পৃথক হিসাব ২০ নং গৌরসুন্দর ও নিতাইসুন্দর পাঁড়ে ৩১৩১৴১ বাদে ... ২৫৬৪৷৶১১	৩৭/২	এজমালি অংশ সদর জমা ২৫৬৪৴১১ টাকা নিলাম হইবেক।
ঐ	...	৫১ নং	পঃ কুতবপুর সামিল কেশবপুর।	মানদাসুন্দরি দেব্যা সাং ডেকেরা ও বামমণি দেব্যা অলি মাদরে শশিভূষণ সরকার নাবালগ সাং ঐ ভগবতী দেব্যা ও তারিণীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাং ঐ বিশ্বেশ্বরী দেব্যা ও জগদীশ্বরী দেব্যা সাং ঐ ও ঈশানচন্দ্র রায় সাং সাওতা।	৭৫৬	৸৴৩	ষোল আনা মহাল নিলাম হইবেক।
ঐ	...	৫৩ নং	পঃ সাহাপুর	রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর সাং হেতমপুর ও মহেশচন্দ্র সোম ও দয়ালচন্দ্র সোম কালাচাঁদ সোম সাং চুচুড়া গণেশচন্দ্র সেন সাং কড়িধ্যা শশিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কালিপদ মুখোপাধ্যায়ের অলি নিস্তারিণী দেব্যা ও জোন্নর রহমান।	৩৪৯০৷৴ ইহার পৃথক হিঃ ৯৪ নং রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ৫৮১॥৶১০ ১৮৭ নং দয়ালচন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র সোম ৮৭৩॥/৯ ১৪৫৪/৭ বাদে ... ২০৩৬/৫	৫০৩।৪	এজমালি সদর জমা ২০৩৬/৫ টাকা নিলাম হইবে।

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাচারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ১ আইনের বিধানমতে ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নের লিখিত তালুকাদি ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকিপড়া রাজস্ব ও রোডছেছ ও পবলিক ওয়ার্ক ছেছ আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ৯ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ২৮ জ্যৈষ্ঠ রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাক্সবাজার সব-ডিবিজনের এলাকাধীন।

তৌজির নম্বর।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা। রাজস্ব।	সদর জমা। ছেছ।	বাকী। রাজস্ব।	বাকী। ছেছ।	মোট।	মন্তব্য।
২২১/২৫১	মৌজে ইনানী থানে টেকনাফ তালুক নছরত আলি চৌং	খোদ ...	৮৯৭৷৹	২০৸১	৪৩৮৷১	০	৪৩৮৷১	সম্পূর্ণ তালুকা নিলাম হইবে।
৪৪/১৩৬১	মৌং টেকনাফ থানে টেকনাফ তাং শ্রীমতী থাড চৌং	খোদ ...	১২১৭৲	৭৯/০	৬১৩৲	২৬৷/১	৬৩৯৷/১	ঐ
১৫৫/১৬৮	মৌং রাজারকুল থানে রামু তালুক সেরমস্ত খাঁ ...	দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গং।	১১০১৷১	১২৮৷/	৩০৩৷/১	৪৪/১	৩৪৭৷৶	ঐ
২০৪/৪৬৯	মৌং মিঠাছরি থানে রামু ইজারা শ্রীমতী লতিকা খাতুন নাবালগের পক্ষে কাছাদ আলি খাঁ।	নিং আহার আলি খাঁ।	১১৮৩৷৶৹	১১৩/১	৪২০৲	৩৭৷৵১	৪৫৭৷৵১	ঐ
২৯৯/২৮১	মৌং বারপাকিয়া থানে চকরিয়া তাং বিবি ইসহাক ...	নিং দেওয়ান আলি সদাগর।	১৮৭৷/৩	২৯৫৸/	৪১৩৲	১৯৬৷৷	৬২৬৷৹	ঐ
৩৩৪/১৪৯০	মৌং পেকুয়া থানে চকরিয়া তালুক ফজল আলি ...	খোদ ...	২৫১২৲	১০৯৷৵১	২০৪২৲৹	৭২৮৶/	২১১৪৸৶৹	ঐ

C. A. SAMUELLS, *Offg. Collector, Chittagong.*

কালেক্টরী জেলা রংপুর।

বাকীর কর্দ্দ সন ১২৯০ সাল বাঙ্গালার লাগাএদ কিস্তী ফাল্গুন মোতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএদ কিস্তী ফেব্রুয়ারি তলবের ২৮ মার্চ্চ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এবং তদপরে ভিন্ন ভিন্ন জেলার কালেক্টরীর হুণ্ডী দ্বারা আদায় হইয়া যাহা বাকী আছে তাহা ১৮৮৪। ২১ জুন মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় শনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশ্যরূপে নিলাম হইবেক, ইতি।

তৌজির নম্বর।	মহালের নাম ও পরগনা।	মালিক।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
৫৭	বড়াবাড়ী ওগয়রহ মৌজা চাকলে কাজির হাট।	শ্যামকুমার দাস, বামাসুন্দরী দাস্যা কুঞ্জমোহন চাকি তারামণি দাস্যা চন্দ্রগোবিন্দ দাস,	৫১৫॥৶৹	৷৶১০	বামাসুন্দরী দাস্যার ১১৮৸৶৯ পাই সদর জমার অংশ তাহার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
১৩৭	রামনগর মৌজা চাকলে কাজির হাট	সৌদামিনী দাস্যা	১৩৪১৸৶১	৪৯৮৷৶৪	
২২১	খোর্দ্দ মুরাদপুর ওগয়রহ মৌজা পং পএরাবন্দ	জানকীবল্লভ সেন, আছবা বেগম, বাহুতন্নেছা চাহেরা খাতুন, ও ছরিফুল আলম চানুপ চৌধুরী সরফ ডোমা মিঞা ও দুলা মিঞা।	২৫৩২৸৶৫॥	৫৩০॥৶৮	বাবু জানকীবল্লভ সেনের খারিদা ।৶৹ আনা অংশ বাদ দেওয়া গেল। তাহার স্বতন্ত্র হিসাব খোলা গিয়াছে।
২২৩	খামার কুরসা ও গয়রহ পং পএরাবন্দ।	খাজে এনাএতুল্লা চৌধুরী জছিমন্নেছা চৌধুরাণী মহম্মদ নেজামুদ্দিন খাঁ চৌধুরী।	২১০৫৸৶১১	১৮২ ৲৯	খাজে এনাএতুল্লা চৌধুরীর বিশেষ ১ নম্বরে হিসাব পৃথক যাহার সদর জমা ১০৯৩।৴৬ পাই ঐ অংশ ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
২৪৯	চক দুর্গাপুর ওগয়রহ মৌজা পং সরহাট্টা।	খএরন্নেছা বিবি চৌধুরাণী এনাতুল্লা মিঞা খাউয়নী বিবি চৌধুরাণী, জেনাতুল্লা চৌধুরী খুশিমন্নেছা বিবি জওন বিবি চৌধুরাণী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার নেহালউদ্দিন, মহম্মদ নেজামউদ্দিন মহম্মদ চৌধুরী, আমিরন্নেছা বিবি স্বয়ং ও আবদুল লতিফ পক্ষে আবদুললতিফ চৌধুরী নাবালগ।	১৮৯২৸৶৮	১৪॥৶৮	গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাধীনের অংশ যাহার সদর জমা ৪৩১।৴৬ পাই ও যাহার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ্বাদে অপরাপর অংশ বাকী।
৬৯৭	আলিগাঁও পং	চন্দ্রশেখর রায়, গোপালচন্দ্র রায়, রাজলক্ষ্মী চৌধুরাণী, ঈশানচন্দ্র চৌধুরী, ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার পক্ষে কোঙর চন্দ্রকিশোর রায় নাবালগ, ক্ষমাময়ী চৌধুরাণী কুড়ানু সরকার।	৫৯৮১৸৴১॥	২০৸৶৪	কুড়ান সরকারের নিজাংশ ৶৹ তিন আনা ঐ অংশ বাকী।

RUNGPORE COLLECTORATE, *The 30th April 1884.*

H. J. NEWBERY, *Offg. Collector.*

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

ঐ	...	৯৮ নং	পং নগপাস-ডাঙ্গা।	রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর সাং হেতমপুর ও কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় নাবালগের একজিকিউটর দোলগোবিন্দমণি দেবী সাং সিউরি ও মহেন্দ্রনারায়ণ রায় সাং বাজিতপুর ও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় সাং ঐ ও মধুসূদন চৌধুরী সাং গণপুর ও নাবালগ সর্ব্বেশ্বর চৌধুরীর অলি ভ্রাতা মধুসূদন চৌধুরী সাং ঐ নাবালগ কেদারচন্দ্র চৌধুরির অলি ভ্রাতা মধুসূদন চৌধুরী সাং ঐ নবদ্বীপচন্দ্র চৌধুরী ও গৌরচন্দ্র চৌধুরী ও উদয়চন্দ্র চৌধুরী জীরতি দাস্যা মোল্লানি সাং ঐ লালা বিশেশ্বর প্রসাদ ও গৌরি প্রসাদ সাং ভিনপাড়া ও রাইচরণ চৌধুরী ও মহতাপচন্দ্র চৌধুরী তেজচন্দ্র চৌধুরী ও ক্ষেমঙ্করচন্দ্র চৌধুরী ও দীনবন্ধু মণ্ডল নবিনচন্দ্র চৌধুরি সাং গণপুর।	২২১৫।৵ বাদ পৃথক হিসাব ১২১ নং রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ... ৮০।।৶ ২২৯ নং কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় নাবালগের একজিকিউটর দোলগোবিন্দমণি দেব্যা ২৯৮।৶০।। ৩৭২।৶১০।।	৩৫/৯	একমালি সদর জমা ১৮৩৯।৶০ ১০।। টাকা নিলাম হইবে।
ঐ	...	১০১নং	পং আকবরসাহি হেরুকা।	তেজচন্দ্র চৌধুরি সাং গণপুর রাইচরণ চৌধুরী সাং ঐ গৌরচাঁদ চৌধুরি সাং ঐ উদয়চাঁদ চৌধুরী সাং ঐ প্রমথনাথ ঘোষ ও ভোলানাথ ঘোষ সাং দামিনেশ্বর মহতাপচন্দ্র চৌধুরী সাং গণপুর ও পাঁচুমনি দাস্যা সাং সাংনেশ্বর ও মৃত প্রিয়নাথ ঘোষের একজিকিউটর ভোলানাথ ঘোষ ও প্রমথনাথ ঘোষ সাং ঐ।	১২৫৯৶	৯৩৮/৪	সোল আনা মহাল নিলাম হইবে।
ঐ	...	১০৩নং	পং খটঙ্গাখণ্ড্যা	রাজেন্দ্রচন্দ্র ধর ও নিমাইচন্দ্র ধর সাং কড়িধ্যা ও ডেরুরাজ মাড়ওয়ারি সাং সিউড়ি ও গঙ্গানারায়ণ সেন ও গণেশচন্দ্র সেন ও মর্ম্মসখি দাস্যা ও যশদাসুন্দরী দাসী ও দীনবন্ধু সেন সাং কড়িধ্যা ও দোলগোবিন্দ ধর সাং ঐ গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় সাং কুণ্ডলা ও মাধবচন্দ্র মিশ্রি সাং সেহড়া।	১৩৮৩/০	/১	ঐ
ঐ	...	১১৬নং	পং খটঙ্গারঙ্গিলা	কৈলাসচন্দ্র সরকার সাং গণপুর মহেশচন্দ্র সরকার ও কুলদাপ্রসাদ সরকার ও মাতঙ্গিনী দাস্যা ও কৃষ্ণলাল সরকার অখিলচন্দ্র সরকার সাং গণপুর ও রামলাল ঘোষাল ও শ্যামলাল ঘোষাল সাং ভেজেনা।	২২৭৪৲	১০৶৬	সোল আনা মহাল নিলাম হইবে।
ঐ	...	২১৭নং পং কজেপুর সামিল হেতিয়া।	হেতিয়া ...	গিরিশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাং চহটা ও ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ঐ মৃন্ময়ী দেবী সাং কুড়মসাহা চন্দ্রশিখর বন্দোপাধ্যায় সাং লাভপুর উমেশচন্দ্র রায় ওরফে বঙ্কবিহারী রায় সাং হেতিয়া মধুসূদন রায়চৌধুরী ও অম্বিকাচরণ রায়চৌধুরী সাং ঐ হরিশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাং চহটা বিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং ঐ গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ঐ হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং হেতিয়া কেদারেশ্বর রায়চৌধুরী সাং ঐ স্বর্ণময়ী দেবী সাং লাভপুর ও নিলরতনরায়চৌধুরী সাং হেতিয়া ও যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাং লাভপুর কেদারেশ্বর চৌধুরী ও গিরিবালা দেব্যা নাবালিকা অলি মাতা সুকুমারি দেব্যা।	৫৮০।°/	২৩৬৯	ঐ
ঐ	...	২৩৫নং	পংখটঙ্গাসামিল আমরাপালন।	ভগবানচন্দ্র সেন সাং কড়িধ্যা মধুসূদন মুখোপাধ্যায় সাং জীবধরপুর ও মানকুমারি দাসী সাং কড়িধ্যা সেখ জালাউদ্দিন মহম্মদ সাং কাসিআড়া।	৫৭৭৸৶ বাদ পৃথক হিসাব সেখ জেলালউদ্দিন মহম্মদ ... ৩১৭ বাদে ... ৫৪০৸৶	৶০	একমালি সদর জমা ৫৪৬৸৶ টাকা নিলাম হইবেক।

BEERBHOOM COLLECTORATE,
The 17th May 1884.

W. FIDDIAN,
Offg. Collector.

বিজ্ঞাপন।

জিলা পাবনা।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩ ধারার বিধানানুসারে জিলা পাবনার অন্তঃর্গত নিম্নলিখিত মহালাতের ১৮৮৩। ৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বেরন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধান আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোং ১২৯১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার দিবসে পাবনার কালেক্টরির কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে নিরূপশেষে বিক্রয় হইবে ইতি ১৮৮৪। ৮ই মে।—

তৌজি নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা	বাকী।	মন্তব্য।
৬	ডিহি ফতেপুর পং ইশক শাহী	মনমোহিনী দেব্যা ও কালীশঙ্কর সান্ন্যাল প্রভৃতি	২৭২০।৵০ পুঃ ৩৩৵০	৵৬	এই মহালের ১৮৫৯।১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে মনমহিনী দেব্যার ২৫৫৵০ পুঃ ৩৶০ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
৬	ঐ ...	ঐ ...	ঐ ...	২০০৷৷৶১ পুঃ ২৲	এই মহালের ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালিশঙ্কর সান্ন্যাল প্রভৃতির ৩৩১৷৷৵০ পুঃ ৩৸৶০ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২০১	ডিহি হাটশীরা পং কাটারমহাল	গোলোক বিহারী গুহ প্রভৃতি	১১৬৪৸০ পুঃ ১১৸০	৩১৷৷৶৬ ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১ও১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে গোলোকবিহারী গুহ প্রভৃতির ৩৪৬।৵০ পুঃ ৩৸৵০ আনা এজমালী সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৪২	কিঃ ধুবিল পঃ কাটারমহাল	রহিমদ্দীন মুন্সী প্রভৃতি	৫৭১৶০	২১৷৷০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
২৮৫	কিং জাবড় কোল পঃ শোনা বাজু	কালীনারায়ণ চৌধুরী নৃত্যকালী দেব্যা প্রভৃতি	৭৯৫৬৲ পুঃ ৮০৷৷৶০	৪৸৶০ ০	এই মহালের ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালীনারায়ণ চৌধুরীর, ২৮।৵ পুঃ ৷৷৶০ আনা জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৮৫	ঐ ...	ঐ ...	ঐ ...	১৫৸৶০ পুঃ ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১ও ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে নৃত্যকালী দেব্যা প্রভৃতির ১৫৪৪৸৵০ আনা পুঃ ১৫৷০ আনা এজমালী সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

C. W. BOLTON,
Offg. Collector.

[*Government Gazette*, 27*th May* 1884.]

জিলা চট্টগ্রাম।

বাকী খাজানার জ্ঞাপন পত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা চট্টগ্রামের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ জুলাই তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ১০ মে।

প্রথম শ্রেণীর কাএমি মাহাল

বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে নিলাম হইবে।

নম্বর তৌজি।	নম্বর মহাল।	নাম মহাল।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
২	২	তরফ অযোধ্যারাম ...	৭২৩৸৹	১৶৹	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।
১৭	৪১	তরফ আবুল ফজল	৬৪৩৶৭	১৩২৶৹	ঐ　ঐ
২৮	৫৪	তরফ আনন্দী রামকাং	৮৪৯।৶৩	১৫৸৶১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৫নং রাসচন্দ্র রায় প্রভৃতির অংশের মঃ ১২৭॥৶৫ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
১৫৯	৮০৫	তরফ দুল্লভরাম, ফতে-রাবাদ।	৮১৯৲	১৯৬।৹	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।
২২৭	১১৪৩	তরফ মৌজে হরিনা বাং তং মজত রাম হাজারি :	৬৯২৸৴৹	১৮৭৸৪	ঐ　ঐ
২৪০	১২৪২	তরফ ইমাম বক্স ...	৬৯৭।৴৪	১৫০॥৴৪	ঐ　ঐ
৩১৭	১৮৯৪	তরফ মাগন ঘনে-শ্যাম।	৫৬০।৴৹	২৲	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং মনছুর বিবির ১৩৫॥৹ আনা জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবেক।
৫৩৩	২৫৬২	তরফ রামভদ্রকাং ...	৯১৮৸৶৭	১৬৶৮	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১০নং পীতা-ম্বর কাং ৪৪৸৯ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
৫৩৫	২৫৬৫	তরফ রামকিশোর কাং।	৮১৯৴৭	১৩৲২	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৮নং অবশিষ্ট মালিকের ৮৩॥৴৮ জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
৫৭১	২৯৩৩	তরফ সাছিরাম কাং	৮২৬৸৶৩	১২॥৴১০	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে অবশিষ্ট মালিকানের ৭৪৫।৶১১ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
৬০৮	৩১২৫	তরফ শ্রীমন্তরাম কাং	১৭৩৭৸৹	১১৴৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং আব-দুল্যা খাঁর ৭৮৯৶৬ পাই সদর জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
৬৩৫	৩৮৮০	তরফ ওবেদল্যা সেখ মাহাং ওছি সেখ মাহাংআলী।	৬৭৮।৶৹	৴৹	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪।২৭ মে।]

জিলা বর্দ্ধমান।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১। ১৪ আষাঢ় দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২০ মে।

তফসীল।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল।

১৯ নং তৌজীভুক্ত মহাল শিবগ্রাম পরগণে আসা ডিঃ মঙ্গলকোট পূর্ব্বস্থলী আউষ গ্রাম, কাটোয়া, মন্তেশ্বর ও গাঙ্গুড় মালিক শ্রীশ্রী৺ অন্নপূর্ণার সেবাত ভগবতিচরণ বন্দোপাধ্যায় হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় তিনকড়ি দেবি ওওজে মহেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নাবালগ মনমোহন হরিমোহন মনিমোহন, মনজমোহন, সূর্য্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অলিঅছি মাতা হরসুন্দরী দেব্যা রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, সত্যজীবন ও সত্যমনন বন্দোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া পরমাত্মচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া ডিঃ শ্রীরামপুর।

সদর জমা ৭৩১১।৶৬।।০ টাকা　　　বাকী ১১১।৶০।। টাকা।

এই মহালে নিম্নলিখিত কয়েকটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

নবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১২১৮।।৶৭ টাকা পরমাত্মচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১২১৮।।৶৭ টাকা রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ১২১৮।।৶৭ টাকা সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় ১৮২৭৸৶৫ টাকা নাবালগ মোনমোহন হরিমোহন, মনিমোহন মনজ মোহন সূর্য্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অলিমাতা শ্রীমত্যা হরসুন্দরী দেব্যা ১২১৮।।৶৭ টাকা।

৬১ নং তৌজীভুক্ত মহাল পলশনা দিগর পরগনে খেজুরা ডিবিজান কাটোয়া মালিক গৌরকিশোরচন্দ্র ও নাবালগ মনিন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র অলিঅছি ভ্রাতা ও আত্মপক্ষে স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র, ত্রৈলোক্য নাথচন্দ্র সাঃ শ্রীবাটী ডিঃ কাটোয়া হরেকচাঁদ গোলেচা সাঃ আজিমগঞ্জ ডিঃ আওলপুর ভজহরিচন্দ্র ও বিদুর চরণ চন্দ্র, পরমসুখ চন্দ্র ও নাবালগ আশুতোষ চন্দ্র শ্রীহরিচরণচন্দ্র চন্দ্রের অলিঅছি মাতা শ্রীমত্যা ভবতারিণী দাস্যা সাঃ শ্রীবাটী ডিঃ কাটোয়া হরমোহন চন্দ্র সাঃ ঐ।

সদর জমা ৭৪০৭।৶১১ টাকা　　　বাকী ৪১৮।৶০ টাকা।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রের নামে ৯২৫৶৬ টাকা সদর জমায় একটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

৮৮ নং তৌজিভুক্ত মহাল মজকুরি পরগনে মজকুরি ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বর্দ্ধমান, ডিঃ মন্তেশ্বর ও ডিঃ গাঙ্গুর মালিক ভোমনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বনোয়ারিলাল বন্দোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নিলমণি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারী দেব্যা, উমাপ্রসাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, পরানচন্দ্র চৌধুরী, মাতঙ্গিনী দেব্যা শারদাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী নিলমণি চৌধুরী উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেব্যা দুর্গাদাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামদয়াল চৌধুরী, তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও বিপীনবিহারী চট্টোপাধ্যায় নৃত্যকালী দেব্যা মুক্তাকেশী দেব্যা দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, ভবতারিণী দেব্যা, প্রসন্নময়ী দেব্যা, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কালিবিষ্ণুসুখ্যারবয় ও শশীভূষণ, মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার চৌধুরী শ্রীনাথ চৌধুরী, রামনাথ চৌধুরী সাঃ চাগুনী ডিঃ কাটোয়া ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায় সাঃ দাঁইহাট ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাঃ সিদ্ধিপুর ডিঃ কাটোয়া দিননাথ চৌধুরী সাঃ চাগুনী ডিঃ কাটোয়া।

সদর জমা ১৭২১।০ টাকা　　　বাকী ।৶৭ আনা।

এই মহালে নবিনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নামে ৪৬৬৯ টাকা জমায় একটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

৫১৭৪ নং তৌজিভুক্ত মহাল শালকুনী পরগনে বর্দ্ধমান ডিঃ সাহেবগঞ্জ মালিক সেখ আলিমমুল্যা সাঃ সীকারপুর কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় সাঃ সালকুনী ডিঃ সাহেবগঞ্জ হৃষিকেশ বন্দোপাধ্যায় নাবালগের অলিমাতা কল্যাণী দেব্যা সাঃ ঐ শ্রীশ্রী৺ দুর্গা ঠাকুরাণীর সেবাইত ঈশ্বরচন্দ্র রায়, গোরাচাঁদ রায়, নিলমণি রায় সাঃ আরমাচাদাই ডিঃ সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজবল হক সাঃ ডিবিজান মঙ্গলকোট।

সদর জমা ১৬৯৩।।৫ টাকা।　　　বাকী ২১৫৸৶৫ টাকা।

এই মহালে নিম্নলিখিত কএকটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ঈশ্বরচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র রায় ৬০৩৸৶২।। টাকা ঈশ্বরচন্দ্র ও গোরাচাঁদ রায় ১১১৶৭।। টাকা।

T. E. COXHEAD,
Collector.

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

INSOLVENCY NOTICES.

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of WALTER GRAY AND ANOTHER (ROBERT & CHARRIOL), Insolvents.

NOTICE is hereby given that Wednesday, the 4th day of June next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and hat an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee, from the 1st day of September 1882 until the 30th day of April 1884, has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent, will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

The like Notice.—In the matter of KISSEN CHAND GOLEECHA, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st January 1882 to 30th April 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of GIORGIE ANTONIO CONTI, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 16th November 1883 to 30th April 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of THOMAS JAMES CANNING, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 20th January 1881 to 30th April 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE
Calcutta, 20th May 1884.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

(11—1)

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs.* 4, *ans.* 8; per eight ounce tin. *Rs.* 8, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 16, *ans.* 8.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs.* 5, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 10, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 20.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 *oz.* tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪॥০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮॥০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬॥০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫॥০ টাকা; ৮ আউন্স টীন ১০॥০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ॥০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা, ডাকমাসুল দিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

জ্বরনাশক দানাবান্ধা সিন্‌কোনা।

লাল সিন্‌কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত নূতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহা দানা বান্ধে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৵৹ বার আনা ডাক মাসুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. *Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.*

⁂ The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtolah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-ল ও শ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট-কমিশনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকটএকং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. Baker,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাসুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে।

		টাকা	
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲	
ডাকমাসুল	„	২৷৷০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	„	৪৲	
ডাকমাসুল	„	১৲	
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য		৷০	
ডাকমাসুল		৵০	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৵০	৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠাপ্রতি আর একং আনা।
ডাকমাসুল		৵০	

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাসুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটীং ছোট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal,

The 12th December 1882.

NOTE—*Rates for* *Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE

	Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10

Casual advertisements.—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদের কর্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কোণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডব্লিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই ঃ—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
আধ পৃষ্ঠা " "	১০৲
কখনং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পঁক্তি	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্ট্র্যাণ্ড ওয়েষ্ট টৌমহালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আফিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[*Government Gazette, 27th May* 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুত এডওয়ার্ড মরিস লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 400—24-5-84—806

Numb. 2340 [২৩৪০]. [REGISTERED No. 30.]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 3, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন

CONTENTS

নির্ঘণ্ট।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

INDIAN EMPIRE.

NOTIFICATION.

Simla, the 24th May 1884.

No. 15*I.E.*—Her Majesty the Queen and Empress of India has been pleased to appoint the undermentioned gentlemen, who by their services have merited the Royal favour, to be Companions of the Order of the Indian Empire:—

Alfred Woodley Croft, Esq., M. A., Director of Public Instruction, Bengal, late Member of the Education Commission.

Rai Kanhai Lal De, Bahadur, late Teacher of Chemistry and Medical Jurisprudence, Sealdah Campbell Medical School, Presidency Magistrate, and a Justice of the Peace of the Town of Calcutta.

Babu Durga Charn Laha, Presidency Magistrate, Calcutta, late Additional Member of the Council of His Excellency the Viceroy and Governor-General for making Laws and Regulations.

By order of the Grand Master,

C. GRANT,

Secretary to the Order of the Indian Empire.

FOREIGN DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—POLITICAL.

Simla, the 24th May 1884.

No. 1860*I.*—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Kunwar Girja Nath Rai, adopted son of Maharani Srimati Sham Mohini, of Dinajpur, the title of "Maharaja," as a personal distinction.

No. 1861*I.*—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Kunwar Udit Narain Singh Deo, Chief of Saraikala, the title of "Raja Bahadur" as a personal distinction.

No. 1863*I.*—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Babu Kedar Nath Kundu Chaudhari, of Mohiari, in the District of Howrah, the title of "Rai Bahadur," as a personal distinction.

C. GRANT,

Secy. to the Govt. of India.

ভারত সাম্রাজ্য।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ২৪ মে।

১৫/. E নম্বর।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা আপনাদের কার্য্যদ্বারা রাজানুগ্রহ পাইবার যোগ্য হওয়ায় ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী তাঁহাদিগকে ভারত সাম্রাজ্য সম্প্রদায়ের কম্পানিয়নের পদে নিযুক্ত করিলেন।—

বঙ্গদেশে সাধারণের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের ডৈরেক্টর ও শিক্ষাসংক্রান্ত কমিশ্যনের ভূতপূর্ব্ব মেম্বর শ্রীযুত আলফ্রেড উডলী ক্রফট সাহেব, এম, এ.।

শিয়ালদহস্থ কাম্বেল মেডিকাল স্কুলের কিমীয় ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা বিদ্যার ভূত পূর্ব্ব শিক্ষক এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ও কলিকাতা নগরের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস শ্রীযুত রায় কানাইলাল দে বাহাদুর।

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এবং আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার ভূত পূর্ব্ব অতিরিক্ত মেম্বর শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ লাহা।

শ্রীযুত গ্রাণ্ড মাষ্টর সাহেবের আদেশমতে,
সি, গ্রান্ট,
ভারত সাম্রাজ্য সম্প্রদায়ের সেক্রেটরী।

ফরিন্ ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।—পোলিটিকাল।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ২৪ মে।

১৮৬০/. নম্বর।—মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনরল সাহেব দিনাজপুরের মহারাণী শ্রীমতী শ্যামমোহিনীর দত্তক পুত্র শ্রীযুত কুমার গিরিজানাথ রায়ের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে "মহারাজা" উপাধি দান করিলেন।

১৮৬১/. নম্বর।—মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনরল সাহেব সরাইকেলার সর্দ্দার শ্রীযুত কুমার উদিত নারায়ণ সিংহ দেবের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি দান করিলেন।

১৮৬৩/. নম্বর।—মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনরল সাহেব হাবড়া জিলার অন্তর্গত মহিয়াড়ির শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ কুণ্ডুর স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দান করিলেন।

সি, গ্রান্ট,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 3, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2014A.

GENERAL.—*The 6th May* 1884.—Mr. C. H. Pillans is appointed to be a Captain in the Northern Bengal Volunteer Rifle Corps, *vice* Mr. F. T. Verner, resigned.

The 13th May 1884.—Baboo Prosunno Coomar Chuckerbutty is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Tumlook, in the district of Midnapore, during the absence, on leave, of Moulvi Sujat Ali Ahmed, or until further orders.

The 16th May 1884.—Mr. F. E Piffard, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Rajmehal, Sonthal Pergunnahs, is allowed leave for three months, under section 128—1, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Baboo Akhoy Kumar Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Tipperah, is allowed leave for eight months, under section 131, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

The 19th May 1884.—Baboo Shib Chunder Nag, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Backergunge, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

The orders of the 1st instant, published in the *Calcutta Gazette* of the 14th idem, granting privilege leave to Baboo Bonomali Poramanick, Temporary Sub-Deputy Collector, Satkhira, Khoolna, and appointing Baboo Rojoni Kanto Mookerjee to act as Sub-Deputy Collector of Satkhira, are cancelled.

The 20th May 1884.—Mr. J. F. Browne, C.S., reported his departure from India on furlough, on the 1st instant.

Baboo Shoshi Sikar Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Perozepore, Backergunge is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Baboo Sreenath Gupta, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is appointed to have charge of the Perozepore sub-division of the Backergunge district, during the absence, on leave, of Baboo Shoshi Sikar Dutt, or until further orders.

The 23rd May 1884.—Mr. G. C. Kilby, Deputy Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, reported his departure from India, on furlough, on the 9th instant.

The 26th May 1884.—Mr. W. Kemble, Officiating Opium Agent, Behar, is confirmed in that appointment, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. A. C. Mangles, resigned.

Mr. F. Wyer, Officiating Magistrate and Collector, Dacca, is appointed to be a Magistrate and Collector of the first grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. W. Kemble.

Mr. H. Mosley, Magistrate and Collector, Moorshedabad, on leave, is appointed to be a Magistrate and Collector of the second grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. F. Wyer.

Mr. A. P. MacDonnell, Joint-Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a Magistrate and Collector of the third grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. H. Mosley. Mr. MacDonnell will continue to act, until further orders, as Secretary to the Government of Bengal in the Revenue and General Departments.

Mr. C. A. Wilkins, Joint-Magistrate and Deputy Collector, second grade, on leave, is promoted to the first grade of Joint-Magistrates and Deputy Collectors, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. A. P. MacDonnell.

Mr. F. H. B. Skrine, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector of the second grade, is confirmed in that grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. C. A. Wilkins. Mr. Skrine will continue to act as Magistrate and Deputy Collector of Howrah until further orders.

[*Government Gazette, 3rd June* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

২০১৪ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ৬ মে।—শ্রীযুত এফ, টি, বর্ণর সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুত সি, এচ, পিলান্স সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের বলণ্টিয়র রাইফল দলের কাপ্তানের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—শ্রীযুত মৌলবী সুজাৎআলি আহম্মদের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত তমলুকের সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত রাজমহলের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এফ, ই, পিকার্ড সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮—১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার বসু অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২১ ধারামতে আট মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র নাগ উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বনমালী পরামানিককে অনুগ্রহের ছুটী দেওন এবং শ্রীযুত বাবু রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়কে সাতক্ষীরার সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক এই মাসের ১ তারিখের যে আজ্ঞা ২০ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—শ্রীযুত জে, এফ, ব্রোন্ সাহেব, সি, এস, নিয়মিত ছুটী লইয়া এই মাসের ১ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পিরোজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শশীশেখর দত্ত অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু শশীশেখর দত্তের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ঢাকার কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুর সবডিভিসনের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—রাজকীয় মোকদ্দমার ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও প্রয়োজক শ্রীযুত জি, সি, কিপ্লি সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া এই মাসের ৯ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।—শ্রীযুত এ, সি, মাক্ডনেল সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে বিহারের আফীমের একটিং এজেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, কেম্বল সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি সেই পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ, কেম্বল সাহেবের পরিবর্ত্তে ঢাকার একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এফ, ওয়াইয়র সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এফ, ওয়াইয়র সাহেবের পরিবর্ত্তে ছুটীপ্রাপ্ত মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ, মোসলী সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এচ, মোসলী সাহেবের পরিবর্ত্তে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এ, পি, মাক্ডনেল সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুত মাকডনেল সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় রেবিনিউ ও জেনরল ডিপার্টমেণ্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

শ্রীযুত এ, পি, মাকডনেল সাহেবের পরিবর্ত্তে ছুটীপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি, এ, উইলকিন্স সাহেব এই মাসের ২১ তারিখ অবধি জাইণ্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত সি, এ, উইলকিন্স সাহেবের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এফ, এচ, বি, স্ক্রাইন সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুত স্ক্রাইন সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট; ১৮৮৪। ৩ জুন।]

Mr. C. J. O'Donnell, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Chittagong, is appointed temporarily to be a Joint-Magistrate and Deputy Collector of the second grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. F. H. B. Skrine.

POLICE.—*The 15th May* 1884.—The services of Mr. W. B. Waller, Temporary Assistant Superintendent of Police, on leave, are placed at the disposal of the Government of India, in the Home Department.

The 16th May 1884.—The following promotions are made to the first and second grades of Inspectors of Police:—

To the First Grade,

Mr. E. Gilbert.

To the Second Grade.

Baboo Peary Mohun Bose, temporary in the second grade, is confirmed in that grade.

Munshi Khadadad Khan.

Baboo Kuldip Narain.

" Basunta Kumar Mitra.

" Gobind Chandra Chakrabati to be temporary in the second grade, *vice* Baboo Peary Mohun Bose.

The 20th May 1884.—Mr. R. W. Keown, Temporary Assistant Superintendent of Police, Mozufferpore, is allowed leave for two months, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 12th June next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

REGISTRATION.—*The 14th May* 1884.—Moulvi Shah Mohamad Yaqub, Officiating Rural Sub-Registrar of Kharakpore, in the district of Monghyr, is confirmed in that appointment, *vice* Shah Eradut Hossain, resigned.

The 16th May 1884.—In supersession of the order of the 26th April last, published in the *Calcutta Gazette* of the 7th instant, Baboo Rajendra Nath Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, is appointed to be *ex-officio* Sub-Registrar of that district, with effect from the 21st idem, during the absence, on leave, of Pundit Debi Prosad, or until further orders.

EDUCATION.—*The 19th May* 1884.—Baboo Isser Chunder Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is appointed to be Secretary to the District School Committee of that district, *vice* Mr. E. G. Colvin.

OPIUM.—*The 20th May* 1884.—Mr. F. J. R. Field, Assistant Sub-Deputy Opium Agent of Motihari, in the Behar Opium Agency, is allowed leave for six weeks, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 10th April 1884.

The following officers reported their departure from India, on furlough, on the 8th instant:—

Mr. A. Elliot. | Mr. W. T. Ryves.

In modification of the orders of the 1st instant, published in the *Calcutta Gazette* of the 14th idem, Mr. W. L. L. Reed, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Tehta, is allowed leave for two months and twenty-five days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May 1884.

MEDICAL.—*The 13th May* 1884.—Assistant Surgeon Umesh Chunder Sen, a Supernumerary at Buxar, is appointed to have medical charge of the outpost of Demagiri, in the district of the Chittagong Hill Tracts.

The 17th May 1884.—Assistant Surgeon Mohendro Nath Dass, a Supernumerary at the Presidency, is appointed temporarily to have medical charge of the sub-division of, and the charitable dispensary at, Madaripore, in the district of Furreedpore.

[*Government Gazette, 3rd June* 1884.]

শ্রীযুত এফ, এচ, বি, স্ক্রাইন সাহেবের পরিবর্ত্তে চট্টগ্রামের একটিং জাইণ্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি, জে, ও, ডোনেল সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি কিয়ৎকালের জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—ছুটীপ্রাপ্ত পোলীসের কিয়ৎকালীন আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, বি, ওয়ালর সাহেব হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—পোলীসের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ইন্সিপেক্টরদের নিম্নলিখিত পদবৃদ্ধি করা গেল।—

প্রথম শ্রেণীতে

শ্রীযুত ই, গিলবর্ট সাহেব।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে

কিয়ৎকালীন দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রীযুত বাবু পেয়ারীমোহন বসু সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মুনশী খোদাদাদ খাঁ।

,, বাবু কুলদীপ নারায়ণ।

,, ,, বসন্তকুমার মিত্র।

,, ,, পেয়ারীমোহন বসুর পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কিয়ৎকালের জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—মজফরপুরের পোলীসের কিয়ৎকালীন আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত আর, ডবলিউ, কেওন সাহেব আগামি জুন মাসের ১১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে টী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারার ২ প্রকরণমতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

রেজিস্টরী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—শ্রীযুত শাহ ইনায়ৎ হুসেন কর্ম্ম ত্যাগ করাতে মুঙ্গের জিলার অন্তর্গত খরকপুরের একটিং গ্রাম্য সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত মৌলবী শাহ মহম্মদ ইয়াকুব সেই পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—গত আপ্রিল মাসের ২৬ তারিখের যে আজ্ঞা এই মাসের ১৩ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। শ্রীযুত পণ্ডিত দেবীপ্রসাদের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় সারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায় স্বীয় পদোপলক্ষে ঐ মাসের ২১ তারিখ অবধি উক্ত জিলার সব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—শ্রীযুত ই, জি, কলবিন সাহেবের পরিবর্ত্তে ২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, উক্ত জিলার ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

আফীম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ মে।—বিহারের অফীমের এজেন্টীর অন্তর্গত মতিহারীর আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত এফ, জে, আর, ফিলড সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১০ আপ্রিল অবধি ছয় সপ্তাহের ছুটী পাইলেন।

নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা নিয়মিত ছুটী লইয়া এই মাসের ৮ তারিখে ভারতবর্ষহইতে স্বং গমনের রিপোর্ট করেন।

শ্রীযুত এ, এলিয়ট সাহেব। | শ্রীযুত ডবলিউ, টি, রাইবস সাহেব।

এই মাসের ১ তারিখের যে আজ্ঞা ২০ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। বেহারের আফীমের আসিষ্টাণ্ট সবডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, এল, এল, রীড সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি দুই মাস পঁচিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—বন্দরে অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত উমেশচন্দ্র সেন, চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ জিলার অন্তর্গত দেমাগ্রি কাঁড়ির চিকিৎসা কার্য্যের ভারগ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দাস কিয়ৎকালের জন্যে ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত মাদারীপুর মহকুমার ও দাতব্য ঔষধালয়ের চিকিৎসা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

This cancels the order of the 28th ultimo, appointing Assistant Surgeon Mohendro Nath Dass to act as Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle.

The 19th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the Eden Sanitarium at Darjeeling :—

Mr. R. Harrison. | Mr. G. R. Clark.

The 20th May 1884.—Assistant Surgeon Nundo Lal Ghose, Teacher of Medicine and Midwifery, Temple Medical School, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

VACCINATION.—*The 20th May* 1884.—Assistant Surgeon Narendra Nath Gupta, Deputy Superintendent of Vaccination, Darjeeling Circle, is allowed leave for four days, in extension of leave granted to him under the order of the 3rd September 1883.

MUNICIPAL.—*The 16th May* 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Satkhira Municipality, in the district of Khoolna, of Baboo Bidhu Bhusan Banerjea to be their Vice-Chairman.

Baboo Ram Lal Rai is appointed to be a Commissioner of the Noakholly Municipality.

The 17th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Ghattal Municipality, in the district of Midnapore :—

Baboo Nilmadhub Mullic. | Baboo Bhupendranath De.

Baboo Preomadhub De.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Kedarnath Mukerjea.
„ Peary Lal Ghose.
„ Sarada Prosad Ghose.
Baboo Motilal Mukerjea.
„ Chandrakanta Tewari.
„ Puresnath Bhuya.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Ramjibunpore Municipality, in the district of Midnapore :—

Baboo Jadoonath Mookerjea.
„ Nibaran Chandra Bhuttacharjee.
Baboo Rameswar Gangooly.
„ Ram Das Dutt.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality : —

Baboo Umacharan Mandul. | Baboo Pertap Chunder Banerjee.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Nattore Municipality, in the district of Rajshahye :—

Baboo Harichurn Chukerbutty. | Baboo Jagesh Chunder Bagchi.

Baboo Jogunnath Bajpai.

The 19th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Ranchee Municipality, in the district of Lohardugga, of Mr. W. H. Mackenzie Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The 22nd May 1884.—Moulvie Ikbal Ally is appointed to be a Commissioner of the Durbhunga Municipality.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality : —

Lieutenant-Colonel R. C. Money, Manager, Raj Durbhunga.
Hajee Mahomed Wahid Ally Khan.

The 23rd May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Jugdispore Municipality, in the district of Shahabad, of Mr. Lewis Mylne to be their Vice-Chairman.

The 24th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the North Barrackpore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Ramanath De to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Nanda Kumar Chatterjea. | Baboo Srinibash Das.

[*Government Gazette, 3rd June* 1884.]

আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দাসকে রাজধানীচক্রের টিকাদান কার্য্যের ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৮ তারিখের আজ্ঞা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দার্জ্জিলিঙ্গস্থ ইডেন সানিটোরয়মের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত আর, হারিসন সাহেব। | শ্রীযুত জি, আর, ক্লার্ক সাহেব।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—টেম্পল মেডিকাল স্কুলের ঔষধ ও ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষক আসিস্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত নন্দলাল ঘোষ যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

টিকাদান বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ মে।—দার্জ্জিলিং চক্রের টিকাদান কার্য্যের ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিস্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৮৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বরের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত চারি দিনের ছুটী পাইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—খুলনা জিলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুত বাবু রামলাল রায় মওয়াখালী মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ঘাটাল মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু নীলমাধব মল্লিক। | শ্রীযুত বাবু ভূপেন্দ্র নাথ দে।
শ্রীযুত বাবু প্রিয়মাধব দে।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়। | শ্রীযুত বাবু মতিলাল মুখোপাধ্যায়।
,, ,, পিয়ারিলাল ঘোষ। | ,, ,, চন্দ্রকান্ত তেওয়ারি।
,, ,, শারদাপ্রসাদ ঘোষ। | ,, ,, পুরেশনাথ ভুঞা।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত রামজীবনপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। | শ্রীযুত বাবু রামেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়।
,, ,, নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। | ,, ,, রামদাস দত্ত।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু উমাচরণ মণ্ডল। | শ্রীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নাটোর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু হরিচরণ চক্রবর্ত্তী। | শ্রীযুত বাবু যোগেশচন্দ্র বাগচী।
শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ বাজপেয়ী।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—লোহারডগা জিলার অন্তর্গত রাঞ্চি মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ. এচ. মাকেঞ্জি সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ মে।—শ্রীযুত মৌলবী একরম আলি দ্বারভঙ্গা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

রাজদ্বারভঙ্গার কার্য্যাধ্যক্ষ লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত আর, সি, মনি সাহেব।

শ্রীযুত হাজি মহম্মদ ওয়াহিদ আলি খাঁ।

১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত জগদীশপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত লুইস জিলনে সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মে।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত উত্তর বারাকপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু রমানাথ দেকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু নন্দকুমার চট্টোপাধ্যায়। | শ্রীযুত বাবু শ্রীনিবাস দাস।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

ROAD CESS.—*The* 16*th May* 1884.—Baboo Asutosh Gupta, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the District Road Committee of Lohardugga, *vice* Baboo Raj Gopal Roy.

The 17*th May* 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Seetamurhee Branch Road Committee, in the district of Mozufferpore :—

Mr. F. O. Vipan, Manager, Amua Indigo Factory.
,, W. M. Reid, Manager of Dain, Coupra Factory, *vice* Mr. J. Tripe.

The 19*th May* 1884.—Baboo Tara Prosad Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the District Road Committee of Burdwan, *vice* Mr. W. C. Muller, transferred.

The 21*st May* 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Branch Road Committee at Chooadanga, in the district of Nuddea :—

Mr. M. L. Macnaughten. | Baboo Debendra Nath Mullick.
Baboo Kedar Nath Acharjee.

The 23*rd May* 1884.—Mr. B. Dé, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is appointed to be Vice-Chairman of the Hooghly District Road Committee, *vice* Baboo Bemola Charun Bhattacharjee.

The 24*th May* 1884.—Mr. J. S Davidson, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the Khoorda Branch Road Committee, in the district of Pooree.

The following notifications are re-published from the *Assam Gazette* :—

No. 144.—*The* 13*th May* 1884.—The undermentioned officer has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India permission to return to duty, as advised in list dated the 10th April 1884 :—

Name.	Service.	Appointment.	Date on which permitted to return.
H. Luttman-Johnson ...	Covenanted ...	Deputy Commissioner, first grade, Assam.	Within period of leave

No. 146.—Furlough for 18 months, under section 19 of the Civil Leave Code, is granted to Mr. J. K. Wight, C.S., Deputy Commissioner, fourth grade, Cachar, with effect from the 20th July 1884, or subsequent date on which he may avail himself of it.

No. 147.—Mr. B. G. Geidt, C.S., Assistant Commissioner, is posted to the district of Sylhet, and is appointed to be in charge of the South Sylhet sub-division.

No. 13.—*The* 15*th May* 1884.—Mr. B. G. Geidt, Assistant Commissioner, on transfer to Sylhet, made over charge of the office of Personal Assistant to the Chief Commissioner of Assam to Mr. E. G. Colvin in the forenoon of the 15th May 1884.

No. 14.—Baboo Uma Kant Chatterjee, Munsif, who has been appointed to the Sylhet district, assumed charge of the office of First Munsif of Maulavi Bazar from Baboo Dina Nath Sircar, who assumed charge of the office of Second Munsif from Baboo Uma Charan Kar in the forenoon of the 6th May 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 12*th May* 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 33, Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B C.) of 1884, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—শ্রীযুত বাবু রাজগোপাল রায়ের পরিবর্ত্তে একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ গুপ্ত লোহারডাগা জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মজঃফরপুর জিলার অন্তর্গত সীতামঢ়ীর শাখাপথ-কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

আমুয়া নী কুঠীর কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত এফ, ও, শাইপান সাহেব।

শ্রীযুত জে, ট্রাইপ সাহেবের পরিবর্ত্তে দৈনী ছাপরা কুঠীর কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত ডবলিউ, এম, রীড সাহেব।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—শ্রীযুত ডবলিউ, সি, মলর, সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমান জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নদীয়া জিলার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গার শাখাপথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত এম, এল, মাকনাটেন সাহেব। | শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক।

শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ আগারা।

১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—শ্রীযুত বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্যের পরিবর্ত্তে হুগলীর একটিং জাইণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বি, ডে সাহেব হুগলী জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মে।—একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে, এস, ডেবিডসন সাহেব পুরী জিলার অন্তর্গত খুর্দার শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন ভারত গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১৪৪ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—ভারতবর্ষের ষ্টেট শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব নিম্নলিখিত কার্য্যকারককে ১৮৮৪ সালের ১০ আপ্রিলের লিপিপত্রের আদেশানুসারে কর্ম্মে প্রত্যাগমন করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

নাম।	সর্ব্বিস।	পদ।	কর্ম্মে প্রত্যাগমন করিবার অনুমতির তারিখ।
শ্রীযুত এচ, লটমানজনসন সাহেব...	চিহ্নিত ...	আসামের প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী কমিশ্যনর।	ছুটীর কালের মধ্যে।

১৪৬ নম্বর।—আসামের চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটী কমিশ্যনর শ্রীযুত জে, কে ওয়াইট সাহেব, সি, এস, ১৮৮৪ সালের ২০ জুলাই অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৪৯ ধারামতে আঠার মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

১৪৭ নম্বর।—আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর শ্রীযুত বি, জি, গেইট সাহেব, সি, এস, শ্রীহট্ট জিলায় অবস্থাপিত হইয়া দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৩ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনর শ্রীযুত বি, জি, গেইট সাহেব শ্রীহট্টে প্রেরিত হইয়া ১৮৮৪ সালের ১৩ মের পূর্ব্বাহ্নে শ্রীযুত ই, জি, কলভিন সাহেবের প্রতি আসামের প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের স্বকার আসিষ্টাণ্টের কার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন।

১৩ নম্বর।—শ্রীহট্ট জিলায় নিযুক্ত, মুনসেফ শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু দীননাথ সরকারের স্থানে মৌলবী বাজারের প্রথম মুনসেফের কর্ম্মের ভার ও শ্রীযুত বাবু দীননাথ সরকার, শ্রীযুত বাবু উমাচরণ করের স্থানে ১৮৮৪ সালের ৬ মের পূর্ব্বাহ্নে দ্বিতীয় মুনসেফের কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা এবং ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ১ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারানুসারে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে

[গবর্নমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

confirm the following bye-laws, which have been framed for the town of Gurbetta, in the district of Midnapore, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the said town of Gurbetta.

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871 FOR THE TOWN OF GURBETTA, IN THE DISTRICT OF MIDNAPORE.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out the provisions of Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Gurbetta.

1. The provisions of this Act shall be carried out by a Committee consisting of three official and three non-official members appointed for that purpose by Government.

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the local Government.

3. In the event of the death, removal, or resignation of any member of the Committee during his year of office an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. The Committee shall meet for the transaction of business in the office of the local Sub-Registrar or Honorary Magistrate, who is the Chairman of the Committee, on the 15th of each month, or, if that date fall on a Sunday or holiday, on the next succeeding open day provided that it shall be lawful for the Chairman to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be issued to the members by the Chairman three clear days before hand.

6. No question shall be decided at any meeting unless its substance has been included in the notice prescribed in Rule 5.

7. Every question shall be decided by a majority of votes. In the event of an equal division, the Chairman shall have a casting vote.

8. The proceedings of every meeting shall be recorded in a book to be kept by the Chairman for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October of each year a budget of the probable receipts and expenditure of the ensuing financial year, together with the opening and closing balances, shall be submitted to the Magistrate for the sanction of Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate an amount not exceeding Rs. 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year the Chairman shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. The report should be submitted through the District Magistrate and the Commissioner to Government.

PART IV.

13. If any person shall carry night-soil or other offensive matter through the town otherwise than in a closely covered receptacle, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

[*Government Gazette, 3rd June* 1884.]

তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেত্তানগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্তমতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে উক্ত আইনমতে নিযুক্ত উক্ত নগরের স্বাস্থ্যরক্ষকের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড় বেত্তানগরের নিমিত্ত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৭ ধারামত উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সফল করণকার্য্যে সাহায্যার্থ গড়বেত্তানগরে কমিটী নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত রাজকীয় পদধারি তিন জন কার্য্যকারকের ও যাঁহারা রাজকীয় কার্য্যকারক নহেন এমত তিন জনের কমিটী দ্বারা এই আইনের বিধান কার্য্যে পরিণত করা যাইবে।

২। আগামী রাজকীয় বৎসরে যেং ব্যক্তি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ প্রতি বৎসরের মার্চ্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ প্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক তৎস্থানে কমিটীর মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক না হইলে কমিটীর অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কার্য্য চালাইবার বিধি।

৪। স্থানীয় সব-রেজিষ্ট্রার বা অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট যিনি কমিটীর সভাপতি হন তাঁহার আফিসে মাসের ১৫ তারিখে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে। সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি বন্দের দিন হইলে তৎপশ্চাৎ যে দিনে আফিস খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন হইবে। কিন্তু সভাপতি মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় অন্ততঃ তাহার সম্পূর্ণ তিন দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বরকে ঐ অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট নোটিসে বিবেচ্য বিষয়ের ভাব নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতানুসারে প্রত্যেক বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। সমসংখ্যক ব্যক্তিদের মতভেদ হইলে সভাপতি দ্বিতীয় মত দিতে পারিবেন।

৮। সভাপতি একখানা বহি রাখিবেন, তন্মধ্যে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্য্যের বিবরণ লিখিতে হইবে।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি।

৯। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে বৎসরের প্রথম ও শেষ যাহা উদ্বর্ত্ত থাকে তাহা সুদ্ধ আগামি রাজস্ব সম্পর্কীয় বৎসরের সম্ভাবিত জমার ও খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেন্টের অনুমোদনার্থে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটী গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হয় ও বৎসরং তাহার সমালোচনপত্র কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা যায়।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা কি অন্য রোগের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও বিশেষ আমলাগণ নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে, অত্যাবশ্যক স্থলের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া শতকরা ২৫৲ টাকার অনধিক ধরিতে হইবে।

১২। নগর সৌষ্ঠব ও পরিষ্কার করণের কিং কার্য্য করা গিয়াছে তাহাও কত টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাহার বিস্তারিত হিসাব ও বৎসরের অবসানে কত টাকা উদ্বর্ত্ত রহিল তাহা লিখিয়া সভাপতি বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য্য কিরূপে চলিয়াছে প্রতিবৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। ঐ রিপোর্ট জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

১৩। কোন ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে বদ্ধ আধার ভিন্ন অন্য প্রকারে নগরের মধ্য দিয়া বিষ্ঠা বা দুর্গন্ধজনক অন্য দ্রব্য লইয়া গেলে তাহার ৫৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

14. The Committee shall open a register of the sweepers engaging for various parts of the town, specifying the name or names of the sweepers engaging for each part and responsible for its cleanliness, and shall supply each sweeper with a metal ticket bearing his number painted on it, and the section of the town to which he is attached, the spots fixed under section 24 of the Act, in which they are bound to deposit dirt, and any other detail that may seem necessary. Any sweeper neglecting to remove night soil from any part of the quarter for which he is responsible once in twenty-four hours shall be liable for each omission to a fine not exceeding Re 1.

15. If any person shall bury or allow to be buried, within the limits of the town of Gurbetta night-soil or other offensive matter, or leave it within the premises occupied by him beyond such time as may be fixed by the Magistrate, he shall be liable to fine which may extend to Rs. 20, provided that this penalty shall not extend to manure heaps until notices to remove them have been issued by the Health Officer. The Chairman of the Committee may issue notice ordering any person to remove any offensive matter that may be buried on the premises occupied by him within a specific term. Any person neglecting to comply with such notice shall be liable to a daily fine not exceeding Rs. 2 from the date of the expiry of notice.

16. If any person shall dispose, or cause to be disposed of, within the limits of the town of Gurbetta any corpse, or part of a corpse, otherwise than by burning or burying it at or in some burning or burial ground, specially set apart for that purpose, and fixed by the Chairman of the Committee with the assent of the Health Officer, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

17. Any perons allowing land or premises occupied by him within the limits of the town of Gurbetta to be used as a camping place for cattle or carts or any beasts of draught or burden shall be bound to permit such premises to be inspected by the Health Officer or Chairman of the Committee, or any officer they may depute, and shall be liable to any penalty provided for any infringement of the laws or bye laws committed on his premises.

18. Whoever shall offer for sale fish unfit for food, or shall offer for sale any fish in any part of the town except in places notified by the Magistrate, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

PART V.

Miscellaneous.

19. At each monthly meeting of the Committte one or more members shall be appointed to supervise the working of the Act during the calender month next following.

20. The remarks and orders of the working member or members for each month, and the remarks of inspecting officers, shall be entered in the minute book prescribed in Rule 7.

21. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

22. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye laws

23. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in Uriya, Hindustani, and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

24. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

25. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No.

Proprietor or (Manager) A. B.

Licensed to accommodate—Lodgers.

Signature.

[*Government Gazette, 3rd June,* 1884.]

১৪। কমিটী নগরের নানা অংশে নিযুক্ত মেতরদের এক রজিষ্টর খুলিবেন, প্রত্যেক অংশে যে মেতর নিযুক্ত হইবে তাহার বা তাহাদের নাম তাহাতে লেখা থাকিবে, তাহারা তাহা পরিষ্কার রাখিবার দায়ী হইবে ও কমিটী প্রত্যেক জন মেতরকে ধাতুময় টিকিট দিবেন, সেই টিকিটে তাহার নম্বর ও নগরের যেভাগে যে নিযুক্ত, ও আইনের ১৪ ধারামতে নির্দ্দিষ্ট যে স্থানে ময়লা ফেলিতে হয়ে সেই স্থানের কথা ও অন্য যে কথা লেখা আবশ্যক বোধ হয় তাহা খুদিয়া লেখা থাকিবে। কোন মেতর পল্লীর যে অংশের নিমিত্ত দায়ী সেই অংশের বিষ্ঠা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার ফেলাইতে শৈথিল্য করিলে যত বার করে তাহার প্রত্যেক বারের নিমিত্ত তাহার ১৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৫। কোন ব্যক্তি যদি গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে বিষ্ঠা কিম্বা দুর্গন্ধজনক অন্য দ্রব্য পোঁতে বা পুঁতিতে দেয় কিম্বা মাজিষ্ট্রেট যে সময় নিরূপণ করিয়া দেন তাহার অধিক কাল আপন বাটীর মধ্যে রাখে তাহা হইলে তাহার ২০৲ বিশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষক সারের গাদা স্থানান্তর করিবার নোটিস না দিলে এই দণ্ড তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না। কোন ব্যক্তি আপন বাড়ীর মধ্যে দুর্গন্ধজনক কোন দ্রব্য পুঁতিলে কমিটীর সভাপতি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা করিয়া নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই নোটিস অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে শৈথিল্য করিলে নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইবার তারিখ অবধি দিন প্রতি তাহার ২৲ দুই টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৬। কমিটীর সভাপতি স্বাস্থ্যরক্ষকের সম্মতিক্রমে শবদাহ করিবার কি কবর দিবার নিমিত্ত গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে স্বতন্ত্র যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন কোন ব্যক্তি সেই স্থানে কোন শব বা শবের কোন অংশ দাহ না করিয়া বা কবর না দিয়া অন্য স্থানে তাহা কার্য্য করিলে বা করাইলে তাহার ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৭। কোন ব্যক্তি গড়বেতা নগরের সীমার অন্তর্গত আপন দখলী ভূমি বা বাটী গবাদি, গরুরগাড়ী কিম্বা গাড়ির বা ভারবাহী কোন পশু রাখিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইতে দিলে সেই বাড়ীর ভিতর স্বাস্থ্যরক্ষককে বা কমিটীর সভাপতিকে কিম্বা তাঁহাদের প্রেরিত কোন কর্ম্মচারীকে দেখিতে যাইতে দিতে বাধ্য থাকিবেন, ও তাঁহার বাড়িতে আইন বা উপবিধি লঙ্ঘন করা গেলে তজ্জন্য যে দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে তাঁহার সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

১৮। কোন ব্যক্তি আহারের অনুপযুক্ত মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট বিজ্ঞাপন দিয়া যেং স্থান নির্ণয় করিয়াছেন তদ্ভিন্ন নগরের কোন অংশে কোন মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে তাহার ১০ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৯। কমিটীর প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে পঞ্জিকামত তৎপর মাসে আইনের কার্য্য কিরূপে চলে ইহা পর্য্যবেক্ষণার্থে এক বা অধিক জন মেম্বর নিযুক্ত হইবেন।

২০। কার্য্যকারি এক বা অধিক জন মেম্বরের প্রত্যেক মাসের মন্তব্য ও আজ্ঞা এবং পরিদর্শনকারী কর্ত্তৃপক্ষদের মন্তব্য ৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যবিবরণের বহীতে লিখিতে হইবে।

২১। যে ব্যক্তি বাসাবাড়ী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন তিনি এই আইনের এক কেতা ও ১৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট এক কেতা ছাপা নোটিস ক্রয় করিবেন। সেই নোটিস এই বিধির A চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

২২। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিষ্টরের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

২৩। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়া ও তাহার মধ্যে কতজন যাত্রী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এইং কথা তক্তার উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট লিখিত হইয়া সেইং ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই তক্তায় স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

২৪। স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব আজ্ঞা দিলে বাসাবাড়ীর প্রত্যেক জন রক্ষক কএক খানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। বাসাবাড়ীর মধ্যে যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে ঐরূপ একং খান টিকিট দিতে হইবে।

২৫। এই আইনের কার্য্যপক্ষে আপ্রিল মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্স পত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী　　　　নম্বর।

মালিক (বা কার্য্যাধ্যক্ষ)　　ক, খ।

এত জন যাত্রিদের স্থান দিবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and name of lodging-house.	Result of inspection.	Orders by Magistrate or Health Officer.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 13th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 314, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Sitamarhee Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Municipal Commissioners, under section 313 of the Act, for that municipality :—

BYE-LAWS.

1. An ordinary general meeting of the Commissioners shall be held on the 1st Saturday in every month.

2. The collecting officer taking the money in payment of any demand shall give a receipt for it.

3. The Commissioners shall have power to inflict, for neglect of duty, a fine not exceeding one month's pay upon any person employed by them.

4. No owner or occupier of any house, land or premises, in or on which any privy may be situated, shall allow night-soil, urine, filth, of any kind to flow or be discharged from such privy into any drains, water-course, river, tank, hollow or excavation (or any place containing waste and stagnant water).

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

5. No person shall throw, deposit or discharge any night-soil, sewage or the contents of any drain, privy or cesspool into any river, tank, khal, water-course or receptacle for water, or dispose of the above mentioned kinds of offensive matters in any other way than as the Commissioners may from time to time direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

6. No person shall burn, or cause to be burnt, any corpse on any ground which is not especially provided and defined for the purpose, and no person shall bury a corpse in a grave less than 4½ feet deep, so that there may be 3½ feet of earth over the corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

7. Every person who shall bring or convey, or cause to be brought or conveyed, any corpse or part thereof to any burning ground shall burn, or cause the same to be burnt, within three hours after its arrival at the said burning ground.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

8. The persons who bring a corpse to be burnt shall cause the same, together with all clothes and other coverings of the corpse, to be completely reduced to ashes. Provided that where such persons through poverty are unable to provide means for completely reducing such corpse and coverings to ashes, they shall permit (or shall cause, if the Commissioners do not undertake this duty) such corpse and coverings to be forthwith buried within ground specially provided (by the Municipal Commissioners) for the purpose.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[*Government Gazette*, *3rd June* 1884]

B চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৫ ধারামতে পরিদর্শনের রেজিষ্টরের পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারী কার্য্যকারকের নাম।	বাসাবাড়ীর নম্বর ও নাম।	পরিদর্শনের ফল।	ম্যাজিষ্ট্রেট বা স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের আজ্ঞা।

ই, এস, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া এবং সীতামঢ়ী মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশ্যনরদের অনুরোধক্রমে তিনি উক্ত আইনের ৩১১ ধারামতে উক্ত মুনিসিপল কমিশ্যনরদের প্রণীত উক্ত মুনিসিপালিটীর নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

উপবিধি।

১। প্রতি মাসের প্রথম শনিবারে কমিশ্যনরদের নিয়মিত সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

২। ট্যাক্স আদায়কারি কোন কর্ম্মচারী কোন দাওয়ার পরিশোধে টাকা লইলে তাহার রসীদ দিবেন।

৩। কমিশ্যনরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্ম্মে শৈথিল্য করিলে তাঁহারা তাহার এক মাসের বেতনের অনধিক দণ্ড করিতে পারিবেন।

৪। কোন স্বামির কি দখীলকারের ঘরের কি বাড়ীর মধ্যে পাইখানা থাকিলে তিনি কোন নর্দ্দমায়, জলপ্রণালীতে, নদীতে, পুষ্করিণীতে, গর্ত্তে বা খাতে কিম্বা যাহাতে অকম্মণ্য ময়লা জল দাঁড়ায় এমত কোন স্থানে সেই পাইখানার বিষ্ঠা মূত্র কি কোন প্রকার ময়লা দ্রব্য যাইতে কি পড়িতে পারিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫। কোন ব্যক্তি বিষ্ঠা কি নর্দ্দমার ময়লা দ্রব্য কিম্বা কোন নর্দ্দমার কি পাইখানার কিম্বা কোন গলিজকুণ্ডের দ্রব্য কোন নদীতে, পুষ্করিণীতে, খালে, কি জলস্রোতে কি জলাধারে ফেলিবেন কি রাখিবেন কি পড়িতে দিবেন না কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দুর্গন্ধজনক দ্রব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে বলিয়া মুনিসিপল কমিশ্যনরেরা সময়ের আদেশ করেন তদ্ভিন্ন অন্যরূপে কার্য্য করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬। শব দাহ করিবার নিমিত্ত যে স্থান বিশেষমতে রক্ষিত ও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই কোন ব্যক্তি এমত কোন স্থানে কোন শব দাহ করিবেন বা করাইবেন না, এবং কোন ব্যক্তি ৪॥ ফুটের কম গভীর কোন কবরে শব পুঁতিবেন না, কেন না শবের উপর ৩॥ ফুট মাটি চাপা দিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭। কোন ব্যক্তি শব দাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিলে কি বহন করিলে কি আনাইলে কি বহন করাইলে সেই স্থানে আনিবার পর তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহা দাহ করিবে কি করাইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮। দাহ করিবার জন্যে যাঁহারা শব আনয়ন করেন তাঁহারা শবের বস্ত্র ও অন্যান্য আচ্ছাদন সুদ্ধ সমুদয় দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ করাইবেন। কিন্তু দরিদ্রতা নিবন্ধন যাঁহারা শব ও আচ্ছাদন ভস্মসাৎ করিবার খরচ দিতে অপারক হন (কমিশ্যনরেরা সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ না করিলে) মুনিসিপল কমিশ্যনরেরা শব প্রোথিত করিবার জন্যে বিশেষমতে যে স্থান রাখিয়াছেন তাঁহারা সেই স্থানে অবিলম্বে তাহা পুঁতিতে দিবেন বা পোতাইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

9. No person shall remove from any burial ground or (except for the purpose of burial as aforesaid) from any burning ground any clothes or coverings brought to such burial or burning ground with a corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

10. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway unless it be decently covered and totally concealed from view.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

11. No persons while carrying any corpse, or a part of a corpse, shall, except for the purpose of temporarily resting themselves, deposit it on or near any public highway.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

12. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance or discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5; penalty for continued infringement after notice Re. 1, daily.

13. The Commissioners may give notice, in writing, to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct, and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Re. 1 until such requisition be complied with.

14. No persons shall allow any pigs to be at large in any public place, except when they are being removed from one place to another.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

15. No person shall enlarge or deepen any existing tank, drain, channel or other excavation without the permission of the Commissioners.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

16. No person shall cut sods or grass, or remove earth or grass, from the margin of any public road or from any public drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

17. No person shall let off any fire-balloons, fire-works or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

18. No cart laden with bamboos shall use the public road within the limits of the municipality, unless it is attended by another man besides the driver.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 13th May 1884.—In the exercise of the powers conferred on him by section 38 of Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor approves and confirms the following bye-laws, which have been framed for the town of Raneegunge, in the district of Burdwan, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the town of Raneegunge:—

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out Act IV (B.C.) of 1871 *in the town of Raneegunge.*

1. A Committee consisting of four official and four non-official members shall be appointed to assist the Sub-Divisional Officer and Health Officer in carrying out the provisions of the Act.

৯। কোন ব্যক্তি শবের সঙ্গে আনীত কোন বস্ত্র বা আচ্ছাদন দ্রব্য কবর স্থানে বা দাহ করিবার স্থানে পর্কোক্ত প্রোথিত করিবার অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে কোন কবর স্থান হইতে কিম্বা শবদাহ স্থান হইতে স্থানান্তর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

১০। কোন ব্যক্তি কোন শব কি শবের অঙ্গ উপযুক্তমতে না ঢাকিয়া ও সাধারণের দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া কোন রাজ পথ দিয়া লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

১১। লোকে শব বা শবের কোন অংশ বহন করিবার সময়ে কিয়ৎকাল বিশ্রামার্থ ভিন্ন অন্য হেতুতে কোন রাজ পথে বা তন্নিকটে তাহা নামাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

১২। কোন ঘরের কি গাঁথনীর ছাদের জল পড়িয়া যাহাতে কোন সরকারী পথের বা নর্দ্দমার হানি হয় কিম্বা হানি হইবার সম্ভাবনা কোন ব্যক্তি জল পড়িবার বা নির্গত হইবার এমত নল বা অন্য বিষয় বসাইবেন না কিম্বা অন্যকে বসাইতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১৲ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৩। কোন পথের বা নর্দ্দমার হানিজনকভাবে কোন ঘরের ছাদের জল পড়িবার এক বা অধিক নল এখন লাগান থাকিলে, কমিশ্যনরেরা ঐ ঘরের স্বামির উপর লিখিত নোটিস দিয়া তাঁহাদের আদেশমতে ৭ সাত দিনের মধ্যে ঐ নল তুলিয়া ফেলিবার বা পরিবর্তন করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; ও কোন ব্যক্তি ঐ নোটিস অনুযায়ি কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করিলে তাঁহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড, ও যত দিন সেই আদেশমত কর্ম্ম করা না যায় তাহার দিন প্রতি তাঁহার ১৲ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪। কোন ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার সময় ভিন্ন সরকারী কোন স্থানে শূকর ছাড়িয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৫। এখন যে পুষ্করিণী, নর্দ্দমা, জলপথ বা অন্য খাত আছে কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের অনুমতি বিনা তাহা বৃদ্ধি বা গভীর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৬। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের পার্শ্ব হইতে বা সরকারী কোন নর্দ্দমা হইতে ঘাসের চাপড়া কি ঘাস কাটিবেন না বা মাটী বা ঘাস উঠাইয়া লইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৭। মুনিসিপল কমিশ্যনরদের অনুমতি না পাইলে কিম্বা কমিশ্যনরেরা যেরূপে আদেশ করেন তদ্ভিন্ন অন্যরূপে কোন ব্যক্তি সরকারী কোন রাস্তার কি রাস্তার নিকট অগ্নির বেলুন কি আতসবাজি কি আগ্নেয় অস্ত্র ছুড়িবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৮। গাড়ওয়ান ভিন্ন আর এক জন লোক সঙ্গে না থাকিলে কোন গরুরগাড়ী বাঁশ বোঝাই করিয়া মুনিসিপালিটীর সীমার অন্তর্গত সরকারী পথ দিয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইনদ্বারা ও ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ১ আইনদ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ নগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্তমতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে এই আইনমতে নিযুক্ত স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি অনুমোদন ও দৃঢ় করিলেন।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৭ ধারামত উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সফল করণকার্য্যে সাহায্যার্থ রাণীগঞ্জ নগরের কমিটী নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। এই আইনের বিধান সফল করণকার্য্যে মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের সাহায্য করণার্থ রাজকীয় চারিজন কার্য্যকারককে ও যাঁহারা রাজকীয় কার্য্যকারক নহেন এমত চারিজনকে লইয়া কমিটী নিযুক্ত করা হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the Local Government.

3. In the event of the death, removal or resignation of any member of the Committee during his year of office, an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member, his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. A meeting of the Local Committee appointed by the Local Government to assist the Sub-Divisional Officer and the Health Officer to carry out the provisions of the Act shall be held for the transaction of business and inspection of accounts at the sub-divisional office on the 15th of every month not being a Sunday or holiday, in which case the meeting shall be held on the next open office day, provided that it shall be lawful for the Sub-Divisional Officer to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be given to each member at least four clear days before the day appointed for the meeting.

6. No question shall be finally decided on the first occasion it is brought before the Committee, unless the nature of the question has been fully described in the notice prescribed by the last bye-law.

7. The subject or subjects brought before the Committee shall be decided by a majority of votes. In the event of divisions, the Sub-Divisional Officer, or, in his absence, the Health Officer, shall have a casting vote.

8. The Health Officer shall be *ex-officio* Secretary to the Committee, and the Sub-Divisional Officer, President. The proceedings of every meeting shall be recorded by the Secretary in a book kept for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October in each year, a budget of probable receipts and of proposed expenditure during the ensuing year shall be submitted for the sanction of the Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate, an amount not exceeding 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year, the Sub-Divisional Officer shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. This report shall be forwarded through the Commissioner to Government.

PART IV.

Miscellaneous.

13. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 of the Act, which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

14. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

[*Government Gazette*, 3rd *June* 1884.]

২। রাজকীয় কোন বৎসরে যেং ব্যক্তি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ তৎপূর্ব্ব বৎসরের মার্চ্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ প্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক তৎস্থানে কমিটীর মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক না হইলে কমিটীর অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কার্য্য চালাইবার বিধি।

৪। আইনের বিধান সকল করণকার্য্যে মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের সাহায্য করণার্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে স্থানীয় কমিটী নিযুক্ত করেন তাঁহারা প্রতি মাসের ১৫ তারিখে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার ও হিসাব দেখিবার জন্যে মহকুমার কর্তৃপক্ষের কাছারীতে অধিবেশন করিবেন। সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি বন্দের দিন হইলে, তৎপশ্চাৎ যে দিনে কাছারী খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন করিবেন। কিন্তু মহকুমার কর্তৃপক্ষ মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় তাহার অন্ততঃ সম্পূর্ণ চারি দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বরকে ঐ অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ইহার পূর্ব্ব ধারায় যে নোটিস দিবার বিধান হইয়াছে তন্মধ্যে অধিবেশনকালীন বিবেচ্য বিষয়ের ভাব সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, কোন বিষয় প্রথমবার কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত করা গেলেই চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। কমিটীর সম্মুখে যে কোন বা যেং বিষয় উপস্থিত করা যায় কমিটীর অন্তর্গত অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতানুসারে সেই বা সেইং বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। মতভেদ হইলে মহকুমার কর্তৃপক্ষ কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব দ্বিতীয় মত দিতে পারিবেন।

৮। স্বীয় পদোপলক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব কমিটীর সেক্রেটরী ও মহকুমার কর্তৃপক্ষ সভাপতি হইবেন। সেক্রেটরী একখানা বহী রাখিয়া তন্মধ্যে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্য্যের বিবরণ লিখিবেন।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি।

৯। প্রতিবৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে আগামি বৎসরের সম্ভাবিত জমার ও প্রস্তাবিত খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনার্থে অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটী গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হওয়া ও বৎসরং তাহার সমালোচনপত্র কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা আবশ্যক।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা কি অন্য রোগের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও বিশেষ আমলাগণ নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে অত্যাবশ্যক স্থলের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া শত করা ১০ টাকার অনধিক ধরিতে হইবে।

১২। নগর সৌষ্ঠব ও পরিষ্কার করণের কিং কার্য্য করা গিয়াছে তাহা ও কত টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাহার বিস্তারিত হিসাব ও বৎসরের অবসানে কত টাকা উদ্বর্ত্ত রহিল তাহা লিখিয়া মহকুমার কর্তৃপক্ষ বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য্য কিরূপে চলিয়াছে প্রতি বৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। এই রিপোর্ট কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড !

বিবিধ বিধি।

১৩। যে ব্যক্তি বাসাবাড়ী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন, তিনি এই আইনের এককেতা ও ১৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট এককেতা ছাপা নোটিস আনাইয়া লইবেন। সেই নোটিস এই বিধির A চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

১৪। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিষ্টরের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

15. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in English and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

The penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 2 daily.

16. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

17. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No. .

Proprietor (or Manager) A. B.

Licensed to accommodate . Lodgers.

Signature.

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and area of lodging-houses.	Result of inspection.	Order by Magistrate or Health Officer.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 15th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 314 of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Commissioners of the Nassirabad Municipality at a meeting under section 313 of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of publication of this notification within the above municipality.

Additional bye-laws for the Nasirabad Municipality.

I. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners, provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

II. No person shall build, or cause to be built, any latrine or urinal, or shall deposit or cause to be deposited, filth, dirt or dung, within ten feet of any public road, or public, drain, or private drain leading to a public one.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

III. Any one tethering cattle or driving bullock carts on the "course" shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

IV. No person shall let loose, or cause or allow to be let loose, any horse, pony, cattle, pig, goat, sheep or donkey on the public roads, lanes or pathways within municipal limits, and no person shall tether or graze cattle, horse, pony, pig, goat, sheep or donkey or other animals, or cause them to be tethered, or cause or allow them to stray on any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

[*Government Gazette*, *3rd June* 1884.]

১৫। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়া ও তাহার মধ্যে কতজন যাত্রী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এই২ কথা তক্তায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট লিখিত হইয়া সেই২ ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই তক্তায় স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

নোটিস পাইবার পর লঙ্ঘন হইলে প্রতিদিন ২৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

১৬। স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব আজ্ঞা দিলে বাসাবাড়ী বা হোটেলের প্রত্যেক জন রক্ষক কএকখানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। বাসাবাড়ীর মধ্যে যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে এরূপ এক২ খান টিকিট দিতে হইবে।

১৭। এই আইনের কার্য্যপক্ষে আপ্রিল মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্সপত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী নম্বর

মালিক (বা কার্য্যাধ্যক্ষ) ক, খ।

এত জন যাত্রিদের স্থান দিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

B চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৫ ধারামত পরিদর্শনের রেজিষ্টরের পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারি কার্য্যকারকের নাম।	বাসাবাড়ীর নম্বর ও নাম।	পরিদর্শনের ফল।	মাজিষ্ট্রেট বা স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের আজ্ঞা।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের এক্টিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বসিরাবাদ মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি, উক্ত আইনের ৩১৩ ধারামতে উক্ত মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশ্যনরদের প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

বসিরাবাদ মুনিসিপালিটীর অতিরিক্ত উপবিধি।

১। কমিশ্যনরেরা যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন তদ্ভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের বাড়ীর বাহিরের কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করিবেন না, কিন্তু সেই স্থান কমিশ্যনরদের স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

২। কোন ব্যক্তি সরকারী রাস্তার কি সরকারী নর্দ্দমার কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের যে নর্দ্দমা সরকারী নর্দ্দমা পর্য্যন্ত যায় তাহার দশ ফুটের মধ্যে কোন পাইখানা বা মূত্র ত্যাগের স্থান গাঁথিবেন বা গাঁথাইবেন না, কিম্বা ময়লা কি গলিত দ্রব্য বা গোবর জমা করিবেন বা করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩। কোন ব্যক্তি "ঘোড় দৌড়ের পথে" গবাদি বাঁধিয়া দিলে বা গরুর গাড়ী চালাইলে তাহার ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি মুনিসিপল সীমার অন্তর্গত সরকারী পথে, গলি পথে বা হাঁটিয়া যাইবার পথে কোন ঘোড়া, টাট্টু, গবাদি, শূকর, ছাগল, ভেড়া, বা গাধা আল্‌গা ছাড়িয়া দিবেন কি দেওয়াইবেন না কি দিতে দিবেন না এবং কোন ব্যক্তি গবাদি, ঘোড়া, টাট্টু, শূকর, ছাগল, ভেড়া বা গাধা বা অন্য জন্তু সরকারী কোন বড় রাস্তায় বাঁধিয়া দিবেন বা চরিতে দিবেন না, বা বাঁধাইবেন না, কিম্বা আলগা যাইতে দিবেন বা দেওয়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

V. Every driver of a carriage, cart or vehicle must keep to his left while passing another carriage, cart or vehicle moving in the opposite direction alon g any public road. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 17th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 78, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Kotechandpore Municipality, in the district of Jessore, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the imposition by the Commissioners, under section 122 of the Act, of a tax on carriages, and on horses and other animals mentioned in the third schedule annexed to the Act, at rates not exceeding those specified in the said schedule. The Lieutenant-Governor also authorizes the levy by the Commissioners of the Kotechandpore Municipality, under section 134 of the said Act, of a fee on the registration, under section 133, of all carts kept or habitually used within the said municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 17th May 1884.—In the exercise of the power vested in him by section 2, Act VIII (B.C.) of 1880, the Bengal Contagious Diseases (Animals) Act, the Lieutenant-Governor appoints Dr. J. W. Carlisle, M.R.C.V.S. & H.F.V.M.A., to be a Veterinary Surgeon for the purposes of the said Act in the town of Calcutta, *vice* Dr. F. F. Woolcott, deceased.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 18th May 1884.—It is hereby notified, under section 8, Act V (B.C.) of 1876, that in accordance with the recommendation of the local authorities, the Lieutenant-Governor intends to declare the town of Khulna, comprising the villages of Khulna with Koylaghat and Hilatola, Baniakhamar, Tootpara, Gobor Chaka with Sikhpara, Noornagur, Shibbati with Charabati, and Chota Boyra with Batiapara, in the district of Khulna, to be a second class municipality, with effect from the 1st July 1884, unless good reasons are shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the town.

The boundaries of the proposed municipality will be as follows:—

On the North.—The river Bhoyrub.

On the East.—The rivers Bhoyrub and Rupsa.

On the South.—The Matiakhali khal, Labanchora khal, Naoodarar khal, and the north of the river Moia.

On the West.—The south-east of Bara Boyra, Gowalpara, and Mufgunni.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B.C.) of

৫। ঘোড়ার গাড়ীর, গরুর গাড়ীর বা যানের প্রত্যেক চালক সরকারী কোন পথ দিয়া সম্মুখে অন্য ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী বা যান আসিতেছে দেখিলে তাহার নিকট দিয়া যাইবার সময়ে আপন বামদিক দিয়া যাইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং যশোহর জিলার অন্তর্গত কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশ্যনরদের অনুরোধক্রমে তিনি, উক্ত কমিশ্যনরদের দ্বারা উক্ত আইন সংযুক্ত তৃতীয় তফসীলের লিখিত গাড়ীর, ঘোড়ার ও অন্যান্য জন্তুর উপর উক্ত আইনের ১২২ ধারামতে উক্ত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট হারের অনধিক হারে টাক্স ধার্য্য করিবার অনুমতি দিলেন। উক্ত মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে সকল গরুরগাড়ী রাখা যায় ও নিয়ত ব্যবহার হয় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের দ্বারা উক্ত আইনের ১৩৩ ধারামতে তাহা রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত উক্ত আইনের ১৩৪ ধারামতে ফী আদায় করিবারও আদেশ করিলেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—ডাক্তর এফ, এফ, উলকট সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশীয় (পশুদের) সংক্রামকরোগবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ২ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের কার্য্যপক্ষে ডাক্তর শ্রীযুত জে, ডবলিউ, কার্লাইল, এম, আর, সি, বি, এস, ও এচ, এফ, বি, এম, এ, সাহেবকে কলিকাতা নগরে পশুদের চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৮ মে।—১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৮ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে খুলনানগরে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব খুলনা জিলার অন্তর্গত কয়লাঘাট ও হিলাটোলা সুদ্ধ খুলনা, গ্রাম লইয়া খুলনা নগর ও বণিয়া খামার, ভুতপাড়া, ও শিখপাড়া সুদ্ধ গোবরচক, সুরনগর, ও চড়াবাটী সুদ্ধ শিববাটী এবং বরিয়াপাড়া সুদ্ধ ছোট বয়ড়া গ্রাম ১৮৮৪ সালের ১ জুলাই অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনিসিপালিটী করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

প্রস্তাবিত মুনিসিপালিটীর এইং সীমা হইবে।—

উত্তর সীমা।—ভৈরবনদ।

পূর্ব্ব সীমা।—ভৈরব নদ ও রূপসা নদী।

দক্ষিণ সীমা।—মাটিয়াখালি খাল, লবণচোয়া খাল, মাউদরার খাল এবং ময়ুরিয়া নদীর উত্তরদিক।

পশ্চিম সীমা।—বড় বয়রার দক্ষিণ পূর্ব্বদিক, গোয়ালপাড়া এবং মকগল্লি।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, দার্জ্জিলিঙ্গ মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ

1880, the Lieutenant-Governor intends to extend the provisions of the Act to the municipality of Darjeeling, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification within the above municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th May 1884.—The declaration, dated the 24th March 1884, published at page 497, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 2nd April, for acquiring a plot of land in the town of Bhubuah, in the district of Shahabad, required for the establishment of a municipal market, is hereby cancelled.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B.C.) of 1880, the Lieutenant-Governor intends to extend the provisions of the Act to the municipality of Durbhunga, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification within the above municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 25th May 1884.—It is hereby notified for general information that the gentlemen named below have been elected to be Commissioners of the Krishnaghur Municipality, in the district of Nuddea:—

For Division No. II. — Baboo Nakulessur Banerjee.

For Division No. III. — Baboo Hari Mohun Moitra.

The following gentlemen have been re-elected Commissioners for the divisions of the town mentioned opposite their names:—

Baboo Abhoy Nunda Roy ... ... For Division No. I.
Rai Jadu Nath Rai Bahadoor ... ... For Division No. V.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 27th May 1884.—The Lieutenant-Governor sanctions the transfer of the under-mentioned villages from the jurisdiction of Thana Baduria in the Bassirhat sub-division to that of Thana Habra in the Baraset sub-division of the district of the 24-Pergunnahs, with effect from the 1st May 1884:—

No.	Name of Village.	Thak-bust number	Name of Pergunnah.
1	Goberdanga	113	Saestanagor.
	Gopur	111	Kooshda.
	Gandharipur	112	Ditto
	Khaturia	85	Amirpur
5	Khoord Shahpur	88	Kooshda.
	Haidadpur	104	Ditto
	Raghunathpur	42	Ditto
8	Boozoorg Shahpur	105	Ditto

Note.—In the above list the names given are those of the villages as demarcated and surveyed by the Revenue Survey Department, and as shown on their maps and records.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 3*rd June* 1884.]

কারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোবীজ টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সালের ২৪ মে।—মুনিসিপাল বাজার স্থাপন করণার্থে শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ডুমরাঁ নগরে এক খণ্ড ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১৮৮৩ সালের ২৯ মার্চের যে বিজ্ঞাপন আপ্রিল মাসের ৮ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৬৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গিয়াছে তাহা এতদ্বারা রহিত করা গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সালের ২৪ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, তাজপুর মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোবীজ টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সালের ২১ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নদীয়া জিলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে মনোনীত হইলেন,—

২ নং খণ্ড। ৩ নং খণ্ড।

শ্রীযুত বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুত বাবু [illegible] মৈত্র।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা আপনং নামের পার্শ্বে লিখিত নগরের খণ্ডের কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার মনোনীত হইলেন,—

শ্রীযুত বাবু [illegible] রায় ... ১নং খণ্ড।
" রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর ... ৪নং খণ্ড।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সালের ২৭ মে।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত কয়েক গ্রাম ১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি বসীরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার এলাকা হইতে বাহির করিয়া [illegible] থানায় ভুক্ত হইবার অনুমতি করিলেন।

নম্বর।	গ্রামের নাম।	থাকবস্ত নম্বর।	পরগনার নাম।
১	গোবরডাঙ্গা	১১১	সাহেবজাদনগর।
	গুণপুর	১১১	দুগনা।
	গঙ্গাধরপুর	১১২	ঐ
	খাটুরিয়া	৬৫	আমিরপুর।
৫	খুদনাহাপুর	৮৮	কুশদা।
	ইছাপুর	১০৯	ঐ
	রঘুনাথপুর	৪২	ঐ
৮	সুজাসাহাপুর	১৩৪	ঐ

মন্তব্য।—জরিপের গবর্ণমেণ্ট কার্য্যকারকেরা চিহ্ন দিয়া ও জরীপ করিয়া আপনাদের মানচিত্রে যে যে গ্রামের যে যে নাম দিয়াছেন উপরোক্ত নির্ঘণ্টপত্রে সেই গ্রামের সেইং নাম দেওয়া গেল।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

DECLARATION.

The 24th May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Chupra Municipality for a public purpose, viz. for a road for municipal carts in ward "Shahbazchuck," in the municipality of Chupra, in the district of Sarun, it is hereby declared that for the above purpose a plot of land measuring about 16 dhoors, more or less, is required. It is bounded on the north by the house of one Kali Pershad; on the south by the house of one Shivram Lal; on the east by land in the possession of Sita Koeri, and on the west by the Khanooah Nullah.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated 26th May 1884.

From—Bombay.	To—Calcutta.
From—General Secretary.	To—Bengal.

RESIDENT, Aden, telegraphs :—A telegram to the following effect has been received from British Consul at Alexandria. Telegram begins :—Cholera epidemic at Graud Aljeh, north-west district of Sumatra. Quarantine imposed against it in Egypt. Telegram ends. Quarantine imposed here against Sumatra.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Second Publication.]

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, if no valid objections be raised within three weeks from this date, to approve of the following draft notification and rules.

DRAFT NOTIFICATION.

The Lieutenant-Governor is pleased to direct, under section 45 of the Indian Forest Act (VII of 1878), and in continuation of the notification of the 3rd November 1879, that the following shall be the areas, in the districts named within which all unmarked wood and timber shall be the property of Government unless, and until, any person establishes his right and title thereto under the provisions of the said Act, and the rules made under it.

The following rivers in the districts of the Chittagong Hill Tracts and Chittagong together with their tributaries, so far as they flow through British territory—

1.	Fenny.	9.	Sungoo.
2.	Dhroong.	10.	Doloo.
3.	Haldah.	11.	Hangar.
4.	Kalapania.	12.	Tak, or Tonkawati.
5.	Sartah.	13.	Matamori, or Mamori.
6.	Ishamatti.	14.	Eadgong.
7.	Karnafulli.	15.	Bagkhali.
8.	Sylock.	16.	Rezoo.

provided that, under the last clause of the said section 45, all pieces of timber measuring less than six feet in length, and three feet in girth, shall be exempted from the provisions of the said section.

[*Government Gazette*, 3*rd June* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মে।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত ছাপরা মুনিসিপালিটীর শাহবাজ চক পল্লীতে মুনিসিপল গরুর গাড়ীর পথের জন্যে ছাপরা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ন্যূনাধিক ১৬ ধুর প রমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা কালীপ্রসাদের বাড়ী, দক্ষিণ সীমা শিবরাম লালের বাড়ী, পূর্ব্ব সীমা সীতা কোয়েরির দখলী জমি, এবং পশ্চিম সীমা খানুয়া নালা।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায়।

বোম্বাইর
সাধারণ সেক্রেটরী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।

এদনের রেসিডেণ্ট সাহেব এই বলিয়া তারযোগে খবর দিয়াছেন।—নিম্নলিখিত মর্ম্মের এক টেলিগ্রাম আলেকজাণ্ড্রিয়াস্থ ব্রিটিষ কন্সল সাহেবের স্থানে পাওয়া গিয়াছে "সুমাত্রার উত্তর পশ্চিম বিভাগে বড় আলজী নামক স্থানে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। মিসরে তদ্বিরুদ্ধে কারান্টাইন ধার্য্য করা গিয়াছে"—এখানে সুমাত্রার বিরুদ্ধে কারান্টাইন ধার্য্য করা গিয়াছে।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত।]
বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, অদ্যকার তারিখ অবধি তিন সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ আপত্তি উপস্থিত করা না গেলে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনের ও বিধির পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ভারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারামতে এবং ১৮৭৯ সালের ৩ নবেম্বরের বিজ্ঞাপনাতিরিক্ত এই আজ্ঞা করিলেন যে, পশ্চাল্লিখিত জিলার অন্তর্গত যেং স্থানের মধ্যে অচিহ্নিত কাষ্ঠের ও বাহাদুরী কাষ্ঠের উপর কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ও তদনুসারে প্রণীত বিধির বিধানক্রমে আপন স্বত্ব ও অধিকার স্থাপন না করিলে তাহা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হইবে, সেইং স্থান নিম্নলিখিতমত হইবে।

চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ ও চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত নদী ও তৎপোষক নদী ব্রিটিষ অধিকারের মধ্য দিয়া যত দূর পর্য্যন্ত যায় তত দূর।—

১। ফেণী।	৯। সঙ্গু।
২। মহুরী।	১০। দলু।
৩। হলদা।	১১। হঙ্গার।
৪। কালাপানিয়া।	১২। ডাকু বা তোঙ্কাবতী।
৫। সার্ত্তা।	১৩। মাতামুড়ি বা মামোরি।
৬। ইচ্ছামতী।	১৪। ইদগোঙ্গ।
৭। কর্ণফুলী।	১৫। বাঘখালী।
৮। সৈলোক।	১৬। রেজু।

কিন্তু ছয় ফুটের কম লম্বা ও তিন ফুটের কম বেড়ের সকল বাহাদুরী কাষ্ঠখণ্ড উক্ত আইনের ৪৫ ধারার শেষ প্রকরণমতে উক্ত ধারার বিধানহইতে মুক্ত হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

Drift Timber Rules of the Chittagong District and of the Chittagong Hill Tracts

1. *Drift timber may be salved by any person.*—All pieces of timber measuring over six feet in length and three feet in girth, and all bamboos when floating in rafts or tied together in bundles found adrift, beached, stranded, or sunk within the areas of the districts of Chittagong and the Chittagong Hill Tracts to which the provisions of section 45 of the Indian Forest Act, VII of 1878, have been extended by the Government notification dated 1884, may be salved by any person.

2. *Timber to be taken to drift depot.*—The salver shall deliver such timber and bamboos to the forest officer in charge of any duly notified drift timber depôt, or of any of the forest revenue stations which have been, or may hereafter be, notified, under the River Rules of the 17th October 1881, which said revenue stations shall be drift depôts under these rules. The drift depots will be as follows, with effect from the 1st June 1884:—

Name of river.	No.	Name and locality of depot.
Fenny ...	1	Fenny revenue station at the Amlighat
[illegible]	2	Dhoong ditto
	3	Futtycherry ditto.
Haldah	4	Haldah ditto.
Kalipani ...	5	Kalapania ditto
Sartah ...	6	Sartah ditto.
Ichamati ...	7	Ichamati ditto
	8	Rajasthal ditto
	9	Siallatkha ditto
Karnafuli ...	10	Karnafuli ditto at Chandraghona thana
	11	Ichamatti Mukh drift depôt (at the junction of the Karnafuli and Ichamatti).
	12	Kamalughat drift depot (on the Kadalpur road).
	13	Chittagong ditto (at Chittagong timber depot)
Sylock	14	Sylock revenue station.
Sangoo ...	15	Sungoo ditto.
	16	Dolhazari drift depôt (at crossing of the Arakan road)
	17	Doloo Mukh ditto (at junction of Sangoo and Doloo rivers).
Doloo ...	18	Doloo revenue station
Hangar	19	Hangar ditto.
Tak, or Tonkawati ...	20	Tonkawati ditto.
Matamori or Mamori	21	Matamori ditto (at Manikpur village)
	22	Chakaria drift depot (at Chakaria thana).
	23	Harbang ditto (at junction of the Matamori and Harbang).
Eadgong ...	24	Eadgong revenue station (at Bhomoriaghona village).
Bagkhali ...	25	Bagkhali ditto (at Ramoo thana).
Rezoo ...	26	Rezoo ditto.

[*Government Gazette*, *3rd June* 1884.]

চট্টগ্রাম জিলার ও চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের ভাসিয়া যাওয়া বাহাদুরী কাষ্ঠ বিষয়ক বিধি।

১। ভাসমান বাহাদুরী কাষ্ঠ কোন ব্যক্তির রক্ষা করিতে পারিবার কথা।—চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ জিলার যেহ স্থানে ভারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারার বিধান ১৮৮৪ সালের মাসের তারিখের গবর্ণমেন্টের বিজ্ঞাপনক্রমে প্রচলিত করা গিয়াছে, সেইহ স্থানে লম্বা ছয় ফুটের ও বেড় তিন ফুটের অধিক সকল বাহাদুরী কাষ্ঠ এবং দাড় কি একত্র করিয়া বাঁধা সকল বাঁশ ভাসিয়া গেলে, বা কূলে লাগিলে বা চড়ায় বাধিলে বা ডুবিয়া গেলে, কোন ব্যক্তি তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন।

২। বাহাদুরী কাষ্ঠ ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডায় লইয়া যাইবার কথা।—উপযুক্তমতে বিজ্ঞাপিত ভাসমান বাহাদুরী কাষ্ঠ রাখিবার কোন আড্ডায় কিম্বা ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের নদী বিষয়ক বিধিমতে বনের যে কোন রাজস্ব ষ্টেশন প্রকাশ করা গিয়াছে কি পরে প্রকাশ করা যাইবে তাহার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত বনের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট রক্ষক ঐ বাহাদুরী কাষ্ঠ ও বাঁশ দিবেন। এই বিধিমতে উক্ত সকল রাজস্ব ষ্টেশন ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডা হইবে। ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার এইহ আড্ডা হইবে,—

নদীর নাম।	নম্বর।	আড্ডার নাম ও তাহা যে স্থানে আছে।
ফেণী ...	১	আমলিঘাটে ফেণী রাজস্ব ষ্টেশন।
গুঙ্গ ...	২	গুঙ্গ ঐ
	৩	ফটকছেরি ঐ
হলদা ...	৪	হলদা ঐ
কালাপানিয়া ...	৫	কালাপানিয়া ঐ
সার্ত্তা ...	৬	সার্ত্তা ঐ
ইচ্ছামতী ...	৭	ইচ্ছামতী রাজস্ব ষ্টেশন।
	৮	রাজাঘাট ঐ
	৯	শিয়ালবক্কা ঐ
কর্ণফুলী ...	১০	চন্দ্রঘোনা থানায় কর্ণফুলী ঐ
	১১	(কর্ণফুলী ও ইচ্ছামতীর সংযোগ স্থানে) ইচ্ছামতী মুখে ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডা।
	১২	(কোদালপুর পথে) টেকিঘাট ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডা।
	১৩	(চট্টগ্রামস্থ বাহাদুরী কাষ্ঠের আড্ডায়) চট্টগ্রামে ভাসমান কাষ্ঠাদি রাখিবার আড্ডা।
সৈলোক ...	১৪	সৈলোক রাজস্ব ষ্টেশন।
সঙ্গু ...	১৫	সঙ্গু ঐ
	১৬	(আরাকান পথ পার হইবার স্থানে) দোহাজারী ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডা।
	১৭	(সঙ্গু ও দলু নদীর সংযোগ স্থানে) দলুমুখ ঐ
দলু ...	১৮	দলু রাজস্ব ষ্টেশন।
হজার ...	১৯	হজার ঐ
ছাকু বা ভোক্রাবতী ...	২০	ভোক্রাবতী ঐ
মাতামুড়ি বা মামেরি ...	২১	(মানিকপুর গ্রামে) মাতামুড়ি রাজস্ব ষ্টেশন।
	২২	(চকরিয়া থানায়) চকরিয়া ভাসমান কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবার আড্ডা।
	২৩	(মাতামুড়ি ও হরবঙ্গের সংযোগ স্থানে) হরবঙ্গ ঐ
ইদগোঙ্গ ...	২৪	(ভোবোরিয়াঘোনা গ্রামে) ইদগোঙ্গ রাজস্ব ষ্টেশন।
বাঘখালী ...	২৫	(রামু থানায়) বাঘখালী ঐ
রেজু ...	২৬	রেজু রাজস্ব ষ্টেশন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

3. *Salvage fees.*—Any such person who shall have salved timber or bamboos as above enumerated under these rules, and taken the same to any drift timber depôt, shall be entitled to receive as salvage fees 50 per cent. of the value of such timber or bamboos calculated according to the table of values fixed for the time being under rule V of the Chittagong River Rules, published in the notification of the 17th October 1881, or such altered or amended notification as may hereafter be similarly published.

4. *Payments required when drift timber is shown to be the property of a claimant.*—No such timber or bamboos shall be delivered to any claimant who (under section 47 of the Forest Act) has been recognized to be the owner until, under section 50 of the said Act, such claimant shall have refunded to the forest officer the sum paid as salvage money, together with such other expenses as may be determined by the district forest officer.

5. *Salved timber, which may become vested in Government, to be sold by auction.*—All drift timber or bamboos salved under these rules, which may become vested in Government under section 48 of the Indian Forest Act, shall be sold by auction after two months from the expiry of the period fixed for the disposal of claims under section 46 of the said Act.

6. *Property marks.*—All property marks registered under rule VII of the Chittagong River Rules of the 17th October 1881 shall be held to be property marks establishing claim to drift timber salved under these rules.

7. *Penalty clause.*—Any person who shall infringe any provision of these rules shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

N. 2015A.

The 13th May 1884.—Baboo Gopal Chandra Banerjee, Munsif of Hajeepore, Tirhoot, is appointed to be a Munsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Bongong.

Baboo Gopal Chandra Banerjee is also appointed to be Rent Suit Munsif of Bongong, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 25.

Baboo Sreenath Pal, Munsif of Bongong, Jessore, is appointed to be a Munsif in the district of the 24-Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Diamond Harbour.

Baboo Sreenath Pal is also appointed to be Rent Suit Munsif of Diamond Harbour, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50.

Baboo Girendro Mohun Chuckerbutty, Munsif of Diamond Harbour, in the 24-Pergunnahs, is appointed to be a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Kooshtea.

Baboo Upendro Nath Ghose, Munsif of Kooshtea, Nuddea, is appointed to be a Munsif in the district of Rajshahye, and to be ordinarily stationed at Maldah.

Baboo Karuna Dass Basu, Munsif of Maldah, Rajshahye, is appointed to be a Munsif in the district of the 24-Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Sealdah, during the absence, on deputation, of Mr. R. K. Sen, or until further orders.

[*Government Gazette, 3rd June*, 1884.]

৩। রক্ষার্থ ফীর কথা।—এই বিধিক্রমে যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে বাহাদুরী কাষ্ঠ ও বাঁশ রক্ষা করিয়া ভাসমান বাহাদুরী কাষ্ঠের অধিকার লইয়া গিয়াছেন, তিনি ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের বিজ্ঞাপনে কিম্বা ইহার পর তদ্রূপে প্রকাশিত পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত চট্টগ্রামের নদী বিষয়ক বিধির ৫ ধারামতে যে সময়ে যে মূল্য অবধারিত হয় তাহার টেবিল অনুসারে বাহাদুরী কাষ্ঠের ও বাঁশের মূল্য ধরিয়া শতকরা ৫০৲ টাকার হিসাবে রক্ষার্থ ফী পাইবার স্বত্ববান হইবেন।

৪। ভাসমান বাহাদুরী কাষ্ঠ দাওয়াদারের সম্পত্তি যেখানে গেলে টাকা দিবার আদেশের কথা।—বনবিষয়ক আইনের ৪৭ ধারামতে কোন দাওয়াদারকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করা গেলে, সেই দাওয়াদার রক্ষার্থ যত টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহা সুদ্ধ ডিষ্ট্রিক্ট বনের কর্তৃপক্ষের নির্দ্দিষ্ট অন্যান্য খরচ উক্ত আইনের ৫০ ধারামতে যাবৎ না দেন তাবৎ তাঁহাকে উক্ত বাহাদুরী কাষ্ঠ বা বাঁশ দেওয়া যাইবে না।

৫। রক্ষা করা যে বাহাদুরী কাষ্ঠ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বর্ত্তে তাহা নীলামে বিক্রয় করিবার কথা।—এই বিধিমতে ভাসমান যে সকল বাহাদুরী কাষ্ঠ বা বাঁশ ভারতবর্ষীয় বনবিষয়ক আইনের ৪৮ ধারানুসারে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বর্ত্তে, উক্ত আইনের ৪৬ ধারামতে দাওয়ার সম্পত্তি করণার্থে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অতীত হইবার সময়াবধি দুই মাসের পর সেই সকল বাহাদুরী কাষ্ঠ বা বাঁশ নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

৬। সম্পত্তির চিহ্নের কথা।—১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের চট্টগ্রামের নদীবিষয়ক বিধির ৭ ধারামতে রেজিষ্টরী করা সম্পত্তির চিহ্ন এই বিধিমতে রক্ষা করা ভাসমান বাহাদুরী কাষ্ঠের উপর দাওয়া স্থাপনার্থ সম্পত্তির চিহ্ন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৭। দণ্ড বিষয়ক প্রকরণ।—কোন ব্যক্তি এই বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার ছয় মাসের অনধিক কাল কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

২০১১A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—ত্রিহুতের অন্তর্গত হাজিপুরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহর জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বনগাঁয়ে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বনগাঁয়ে খাজানার মোকদ্দমা বিচার করণার্থে মুনসেফের পদেও নিযুক্ত হইলেন, এবং ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকার পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত বনগাঁয়ের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ পাল ২৪পরগনা জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ কলাগাছীতে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ পাল কলাগাছীতে খাজানার মোকদ্দমা বিচারার্থে মুনসেফের পদেও নিযুক্ত হইলেন ও ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

২৪পরগনার অন্তর্গত কলাগাছীর মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গিরীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী নদীয়া জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ কুষ্টিয়ায় অবস্থাপিত হইবেন।

নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ রাজশাহী জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মালদহে অবস্থাপিত হইবেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত আর, কে, সেনের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় রাজশাহীর অন্তর্গত মালদহের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু করুণাদাস বসু ২৪ পরগনা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ শিয়ালদহে অবস্থাপিত হইবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

Baboo Saroda Prosad Ghose is appointed to act as a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Hajeepore, *vice* Baboo Gopal Chandra Banerjee, transferred.

In supersession of the order of the 28th April 1884, Baboo Purna Chandra Mitter is appointed to act as a Munsif in the district of Manbhoom, and to be ordinarily stationed at Barabazar.

Baboo Bani Madhub Roy, B.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the 24-Pergunnahs district, and to be ordinarily stationed at Barripore, during the absence, on leave, of Baboo Moti Lal Haldar, or until further orders.

The 16th May 1884.—Baboo Uma Nath Ghosal, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Jhenidah, during the absence, on leave, of Baboo Srigopal Chatterjee, or until further orders.

The 20th May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Bhobani Churn Mookerjee of his appointment of Honorary Magistrate for the Sudder Bench at Purneah.

ERRATUM.—*The 23rd May* 1884.—In the order of the 18th April 1884, published in the *Calcutta Gazette* of the 30th idem, vesting Mr. K. G. Gupta, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, with the powers under sections 110, 113 and 260 of the Code of Criminal Procedure, *for* section 113, *read* section 133.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 22nd May 1884.

No. 216.—*Notification.*—Mr. A. J. Hughes is, on return from privilege leave, appointed to be Executive Engineer of the Nuddea Rivers Division.

The 26th May 1884.

No. 217.—*Promotions.*—The Lieutenant-Governor is pleased to make the following promotions and reversions in the Engineer Establishment of the Public Works Department, in addition to those published in Bengal Government Notification No. 111, dated 25th February 1884 :—

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. A. S. Thomson...	Assistant Engineer, first grade, *sub. pro tem.*	Assistant Engineer, second grade.	24th Sept. 1883	Reversion.
„ A. S. Thomson...	Assistant Engineer, second grade.	Assistant Engineer, first grade.	1st Oct. 1883	*Sub. pro tem.*
„ A. H. Mason ...	Ditto ...	Ditto ...	21st Oct. 1883	Permanent.
„ F. Lepper ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto ...	*Sub. pro tem.*

No. 218.—*Leave.*—Captain M. Laugharne, R.E., Executive Engineer, third grade, *sub. pro tem* Benares-Cuttack Railway Surveys, is granted one month's privilege leave, with effect from the afternoon of the 12th instant.

The 27th May 1884.

No. 219.—*Leave.*—Mr. H. F. B. Frost, Assistant Engineer, second grade, Arrah Division, is granted privilege leave for 15 days, under section 73, chapter V of the Civil Leave Code.

[*Government Gazette*, 3rd *June* 1884.]

শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ ঘোষ ত্রিহুত জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ হাজিপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সালের ২৮ আপ্রিলের আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র মানভূম জিলায় মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বড়বাজারে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু মতিলাল হালদারের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু বেণীমাধব রায়, বি, এ, ও বি, এল, ২৪ পরগনা জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বারুইপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—শ্রীযুত বাবু শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু উমানাথ ঘোষাল, বি, এল, যশোহর জিলায় মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ ঝিনিদহে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়, পূর্ণিয়ার সদর বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

অশুদ্ধশোধন।—১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—কটকের একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর শ্রীযুত কে, জি, গুপ্তকে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১১০ ১১৩ ও ২৬০ ধারামত ক্ষমতা দেওন বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ১৮ আপ্রিলের যে আজ্ঞা মে মাসের ৬ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা গিয়াছে তাহাতে ১১৩ ধারার পরিবর্ত্তে ১৩৩ ধারা পাঠ করিতে হইবে।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮৪ সাল ২২ মে।

২১৬ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুত এ, জে, হিউজ সাহেব অনুগ্রহের ছুটী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নদীয়ার নদী খণ্ডের একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।

২১৭ নম্বর।—পদবৃদ্ধি।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারির ১১১ নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত কথার অতিরিক্ত পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের ইঞ্জিনিয়র শিরিশ্তায় নিম্নলিখিত পদবৃদ্ধি ও পদে প্রত্যাগমন অনুমোদন করিলেন।

নাম।	যে পদ হইতে।	যে পদে।	তারিখ।	পদ বৃদ্ধির ভাব।
শ্রীযুত এ, এস, তামসন সাহেব...	কিয়ৎকালীন স্থায়ী প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের।	দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের	১৮৮৩ সাল ২৪ সেপ্টেম্বর	পদে প্রত্যাগমন।
„ এ, এস, তামসন সাহেব...	দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের।	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের	১৮৮৩ সাল ১ অক্টোবর	কিয়ৎকালীন স্থায়ী।
„ এ, এচ, মাসন সাহেব ...	ঐ ..	ঐ ...	১৮৮৩ সাল ২১ অক্টোবর	স্থায়ী।
„ এফ, লেম্পব সাহেব ...	ঐ ...	ঐ ...	ঐ ...	কিয়ৎকালীন স্থায়ী।

২১৮ নম্বর।—ছুটী।—বারাণসী-কটক রেলওয়ে সরবের কিয়ৎকালীন স্থায়ী তৃতীয় শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র কাপ্তান শ্রীযুত এম, লণ্ডার্ণ সাহেব, আর, ই, এই মাসের ১২ তারিখের অপরাহ্ণ অবধি এক মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

২১৯ নম্বর।—ছুটী।—আরা খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এচ, এফ, বি, ক্রুস্ট সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারামতে পনের দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 27th May 1884.

No. 220.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the site of a road cess inspection bungalow in the village of Ghogha, pergunnah Colgong, zillah Bhagulpore, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 bigahs 6 cottahs 10 dhoors of standard measurement, bounded on the north by Ramsahai Sing's jote, east by the road to Ghogha on East Indian Railway Station, south by the East Indian Railway Station, and on the west by Sukh Lal Singh and Lalu Mondal's mangoe tope, is required within the aforesaid village of Ghogha.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, *Major*, M.S.C.,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

স্থানীয় বত্মাদি বিষয়ক।

১,৮৪ সাল ২৭ মে।

৭২০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত কাহালগাঁ পরগনার ঘোঘাগ্রামে পথকরের ইনস্পেকৃশন বাঙ্গালা ঘর করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত ঘোঘা গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ৩।১ কাঠা ১০ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রামসহায় সিংহের যোত, পূর্ব্ব সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ঘোঘা ষ্টেশন পর্য্যন্ত পথ, দক্ষিণ সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ষ্টেশন, এবং পশ্চিম সীমা সুখলাল সিংহ ও লালু মণ্ডলের আম্র বাগান।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর, এস, এস, সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন।

পঞ্চম খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮৪ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে উক্ত মান্যবর সাহেব অনুমোদন করায়, তাহা ১৮৮৪ সালের ২ মে তারিখে মন্ত্রিবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮৪ সালের ৫ আইন।

"১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইনসংগ্রহ" নামক আইন আরো সংশোধন করণার্থ আইন।

হেতুবাদ। ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন সংশোধন করা বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

আইনের অর্থকরণের ও আরম্ভের কথা। ১ ধারা। এই আইন ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের সহিত পঠিত ও তাহার অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে; এবং ইহা যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সহিত কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে, সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে।

৩৩৪ ধারায় যোগ করিবার কথা। ২ ধারা। ৩৩৪ ধারার নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে।

"কিন্তু বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত আজ্ঞাদ্বারা প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে, ঐ সকল টাকা ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের চলিত মুদ্রায় ঋণ লইতে হইবে।"

সপ্তম তফসীলের সংশোধনের কথা। ৩ ধারা। সপ্তম তফসীলের ৫ পংক্তিতে "টাকা" শব্দ উঠাইয়া দিতে হইবে।

সি, এচ, রাইলী,

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., *Bengali Translator.*

ACT No. V OF 1884.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 3, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারায় জানাইতেছি যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকা ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ইং ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ৩ আষাঢ় রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহল নওয়াবাদ।

নম্বর সার্কেল	নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				রাজস্ব।	সেস।	রাজস্ব	সেস	মোট	
৭৭৩	৬৩১ / ২০৫৭৮	থানে ফটীকছড়ি। মৌজে কাঞ্চননগর তালুক রণু দেব্যা।	নিং অখিল চন্দ্র রায় গং।	৮৯০৸৶৮	১৪৮৷৷৬	৩৩৪৲	৪৯৷৷০	৩৮৩৷৷০	সম্পূর্ণ তালুকা নীলাম হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE, The 3rd May 1884. — C. A. SAMUELLS, Offg. Collector.

নীলামের নোটিস।

এস্তেহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা ২৪ পরগনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। জিলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ কিস্তীর বাকী বাবত ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৯১ সাল ১৪ আষাঢ় শুক্রবার ঐ জিলার কালেক্টরীতে বিনা ওজর নীলাম ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কাঙ্গনবাড়িয়া ওগয়রহ লিখিত মালিক দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী ওগয়রহ সদর জমা ... ২৮৩৩ ।/০ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৶৫৲ ২ দন্তী৲৪×১= আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী ওগয়রহর নামে ৵/১৪৲৭ দন্তী ৷৷৶১৫৸৶১৮৸— আনার কাত সদর জমা ২৪৩১৲১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফাল্গুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬।/২ টাকা বাকী হওয়ায় নীলামে ধরা গেল।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিঃ মদরসা বনহুগলি ওগয়রহ লিখিত মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ২১১৯৬৸/৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৸৶৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে /১২ আনার কাত সদর জমা ২১১৯৷৷৶ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফাল্গুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৯৯৷৷/২৷৷ টাকা বাকী হওয়ায় নীলামে ধরা গেল—

[*Government Gazette, 3rd June* 1884.]

১৪৭ নং পরগণে কলিকাতা কিঃ বেওতা ওগয়রহ লিখিত মালিক
　　কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা　…　৩৬৩৭।।/৯ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ।।০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে ।।০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬/১০ ।। টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৫৬।/৪ টাকার বাকী হওয়ায় নীলামে ধরা গেল ।

৬২৪ নং কিঃ পরগণে বালিয়া তরফ মজুবাটী ওগয়রহ লিখিত মালিক
　　আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহ সদর জমা মায় পুলিস থানাদারি　…,　৮৭১৬/৩ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ।/৬।।= আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহের নামে ।।/১১।— আনার কাত সদর জমা মায় পুলিস থানাদারি ৫৮১। ১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্য্যন্ত আদায় বাদে ১২।/১০ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল ।

8-5-84.　　C. C. STEVENS, *Collector.*

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে । ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ আপ্রিল ।

তফসীল ।

তৌজির নম্বর ।	প[illegible]	[illegible]	নাম মহাল ।	মালিকের নাম ।	সদর জমা ।	বাকী কিং জানুয়ারি ১৮৮৪ ।	কৈফিয়ত ।
৯১৩	[illegible]	১৮৯	টামটা পুটীয়া জোয়ার পং বরদাখাত হিং ।।/১১।—ক্রান্তি	গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেন্দ্রচন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাচন্দ্র সেন রজনীকান্ত সেন । শ্রীমতী উমাতারা জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব । শ্রীমতী উমাতারা গুপ্তা জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমোহন সেন সাং দারড়া পং বরদাখাত থানে খোল্লা ।	১৭০৮	৫৩৪	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ২২৯৩ টাকা ধার্য্য হইয়াছে এই জমা খরিদারের ১২৯১ সন হইতে দিতে হইবে ।
১৯৩৩	৭০	১৮৯	তিলচিঠা জোয়ার পং বরদাখাত হিং ।।/১১।— ক্রান্তি ।	দুর্গাচরণ দাস মজুমদার সাং নৈরাইর পং শ্রীচাইল, রামকিঙ্কর রায় সাং চান্দরাই প্রকাশ্য আমিরাবাদ কাশিচন্দ্র দে সাং তথা শ্রীমতী শ্রীমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পং বিক্রমপুর, জগবন্ধু দাস সাং তথা বজচন্দ্র দাস সাং তথা দ্বারিকানাথ দাস সাং তথা ।	৬৬৩৮৩	২০৬/১০	

7-5-84.　　J. A. HOPKINS, *Collector.*

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

জিলা হুগলি ।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারি কালেক্টরী জিলা হুগলি ।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪ । ২৮ মার্চ্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮৪ । ১৯ জুন মোতাবক বাঙ্গালা ১২৯১ সালের ৬ আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিবসে হুগলির কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ মে ।

লাটের নম্বর ।	মহাল ও পরগণার নাম ।	বাকীদার মালিকের নাম ।	সদর জমার তাইদ ।	বাকীর পরিমাণ ।	কৈফিয়ৎ ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহাল ।				
৯	দৌলতপুর পং পাণ্ডুয়া ।	সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লারাখা দিগর।	১১৩২৸৶২		
		বাদ গঙ্গাধর কর মৌজা সিতলা তৎসামিল পটী বাগান ভাঙ্গা ও মিরপাড়া রকম ৶১২।। আনার সদর জমা বিঃ	৪২৸৶০		
		কুসুমকুমারী দাসী ১৫।।০ বিঘা জমির জমা এঃ	৫।০		
			৪৮৶০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।			
		বাকী সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা রাখা দিগর সদর জমা ।	১০৮৩৸৶২	১২২।।৶১	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবে ।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই ।			
১০	ঐ রাধাকান্তবাটী পং পাণ্ডুয়া ।	কছিমদ্দী মিস্ত্রী দিগর ...	৬২৪।।৶১১		
		বাদ হাজি আছালদ্দী মিস্ত্রী ৫০৸১ বিঘা জমির জমা	২৪৸৶০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।			
		বাকী কছিমদ্দী মিস্ত্রী দিগর সদর জমা ।	৫৯৯৸/১১	৪৬।/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবে ।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই ।			
২৯	ঐ বসন্তপুর পং ভুরশীট ।	সেখ হাফেজদ্দীন আহাম্মদ দিগর সদর জমা ।	১১০৮১৲		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী রকম ।।/০ আনাকে ষোল আনা করিয়া তাহার রকম ৶৪ আনার সদর জমা এঃ	২৪৯৪।/৬	৪২৯।।/৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।			
৩৫	ঐ মণ্ডলঘাট পং মণ্ডলঘাট ।	দুর্গাচরণ সাহা দিগর ...	২২৩৭৯৮৸/৮।		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ৶১১৶৪ আনার সদর জমা এঃ	৩১৮০৯/২	১২২৬৩৲২	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক ।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।			
৩৮	ঐ সাঁথখালি পং বালিয়া ।	মনোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ...	১০১৪৮৲৮		
		এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনেজার ইষ্টেট গিরিজানাথ রায়চৌধুরী দিগর রকম ৴১২ আনার সদর জমা ।	১০১৪৸/০	৸০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক ।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।			

[*Government Gazette*, *3rd June* 1884.]

মহালের নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইন।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দ-বস্তী মহাল।				
৫৫	চাপাহাটী পং পাণ্ডুয়া।	যদুনাথ ধল্যা দিগর ...	৫৮১৶২	৩৫।৶০	
৫৬	ঐ ঐ	যদুনাথ ধল্যা দিগর ...	৬০৬।৶২	১১৩॥৶৩	
৫৯	ঐ মাখালডিহি পং পাণ্ডুয়া	সৈয়দ আবল মজফর দিগর ...	৭২২৸৶১		
		বাদ অভয়াচরণ নন্দী রকম ।১৪৶ আনার সদর জমা এঃ	২১৪/০		
		উপেন্দ্রনারায়ণ নন্দী দিগর রকম ।১৪৸ আনার জমা বিঃ	২১৪/০		
			৪২৮৶০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী সৈয়দ আবল মজফর দিগর ... ইহার পৃ .ক হিসাব হয় নাই।	২৯৪৸/১	৩৶৪	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
৬২	ঐ রামজালাল পং মণ্ডলঘাট।	কানাইলাল শীল দিগর ...	১৯৩৭৪৸২।		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ৶৫ আনার সদর জমা এঃ	২৭২৫॥/০	৯৩৯/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৬৭	ঐ গুড়বাড়ী পং চৌমুহা।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ...	২৬৯৫৸৶		
		এই মাহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র ঘোষ গুড়বাড়ী ও হরিরামপুর ২ মৌজায় ষোলআনা সদর জমা	৬৯২৶৯	৪৭৯৶৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৭৯	ঐ সেরপুর পং বালিয়া।	সেখ কাদেরবকস দিগর ...	১০৩৯১।৶৯		
		এইমহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী রকম ॥/ আনা সদর জমা	৫৮৪৫৶৬॥	২০১৩॥/৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
১১০	ঐ খালড় পং খালড়।	রাণী লালমমণি দিগর ...	১০৩৯০॥৶		
		বাদ ললিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্র-বালা দাসী রকম ৸০ আনা সদর জমা	৭৭৯৩		
		উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম /০ আনা সদর জমা	৬৪৯।৶		
		রাজা প্রথমনাথ রায় বাহাদুর রকম ৶০ আনা সদর জমা	১২৯৮৶০		
			৯৭৪১।০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী রাণী লালমমণি রকম /০ আনা সদর জমা	৬৫৯।৶	১৭১॥৶	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহল।				
১১৭	রাজহাট পং খোশালপুর।	জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর ...	৭২৬৩		
		বাদ আনন্দময়ী দেবী একজিকিউটর ইষ্টেট বৃন্দাবনচন্দ্র রায় রকম ।/০ আনা সদর জমা	২২৬৮৵০		
		হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিসমত নশিবপুর ও বৈদ্যবাটী ও অভিরামবাটী তিন মৌজার রকম ।/১০ আনার মধ্যে ৶/০ আনা সদর জমা।	৮২৶০		
		প্রসাদদাস গোস্বামী রকম ৶৬॥= আনার জমা।	১৫১।০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৪৬০।/০		
		বাকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর সদর জমা	২৮৫॥৶১	৩১৵০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
১৫৩	ঐ মল্লিকহাটী পং বোর।	প্রসাদ দাস গোস্বামী দিগর ...	২৯৬৮৲২		
		বাদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী দিগর রকম ।০ আনা সদর জমা।	৭৪২৲		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী প্রসাদদাস গোস্বামি দিগর রকম ৸০ আনা জমা।	২২২৬৲১	১৬৯॥/৪	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
১৫৯	ঐ চাতরাবাদে পং বোর।	রামানন্দ লাহিড়ি দিগর ..	৭৪০॥/৫		
		বাদ বামাসুন্দরী দেবী রকম ৶১০ আনার সদর জমা।	১৪৯।/০		
		নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম /১১৮ আনার সদর জমা।	৬৬৲		
		দিননাথ চৌধুরী রকম /২।৵১০ আনার সদর জমা।	৫১৮৵০		
		ঝব্বালাল মুখোপাধ্যায় রকম /১৮।১ আনার সদর জমা।	৮৮॥/০		
		কালিকানন্দ পাল দিগর রকম ১৩৸ গণ্ডা সদর জমা।	৩১।৵০		
		লালজী চৌধুরী, বাদে চাতরা বাসুদেবপুর, বেলুড় ৩ মৌজার রকম ৶১৪।৵০ আনার সদর জমা।	১২৭৮৵০ ৫১৫৲		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর জমা।	২২৫॥/৫	৭৸/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয়নাই।			
	মোদামি বন্দবস্ত।				
২০৩৪	সুলতানপুর চর পং পাটমহল।	অমৃতলাল সেন দিগর ...	৯২৯৶১ রোডফণ্ড॥৯		
		বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ॥০ আনা সদর জমা	৪৬৪॥/৬ রোড ফণ্ড ৪।৵৪॥		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			

মহালের নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	মোদামিবন্দবস্ত	বাকী অমৃতলাল সেন দিগর রকম ॥০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭৬৪৸৶৬ রোড ফণ্ড ৪৸৴৪৸	২৸০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
২১৫৮	অপূর্ব্বপুর চাকরানপং সিংহুর	মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরত্তকুমারী দাসী দিগর। বাদ কানাইলাল শীল রকম ॥৶১২ আনার জমা এঃ গোবিন্দলাল শীল রকম ৵৪ আনা জমা বিঃ। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৬৫৬।৵৫ ৩৯৩৸৵০ ১৩১।৴০ ৫২৫৶০		
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহল।	বাকী মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরত্তকুমারী দাসী ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১৩১৶৫	৪২।৵০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
৩৬৩৩	ছুটীপুরের সামিল অমরপুর পং ছুটীপুর।	যদুনাথ ঘোষ দিগর … এই মহালের মধ্যে পূর্ণেন্দ্র দেব রায় ।০ আনাকে ষোল আনা করিয়া তাহার রকম ।৴৬॥ = আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭০৬।৷৮ ৫৮৸৵০	১১৸০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
৩৬৩৭	ঐ জোলকুল পং ছুটীপুর।	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিগর …	৫১০॥৵৭	৯২৸৵৩	
৩৮৪৯	ঐ মামদপুরবাটবে পং ছুটীপুর।	যদুনাথ দে দিগর … এই মহালের মধ্যে অবিনাশচন্দ্র পাল রকম ৶১ আনা জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৮২৩৸৶৪॥ ১৫৪॥০	৩৯৵৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
৩৯৯৩	মোদামিবন্দবস্ত হাওড়াচর পং বোর।	রাণী লালনমণি দিগর … বাদ ব্রজনাথ শ্রীমানি রকম ।৴ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭১৬।৮। ২২৭।০		
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহাল।	বাকী রাণী লালনমণি দিগর রকম ।৶০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৪৯৯৶৮।	৬২॥৵৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
৪০৮৬	গোবিন্দপুর পং জাহানাবাদ।	মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরত্তকুমারী দাসী।	১০৪০৭।৭	৩৫৯৬৸৯	
১৭৯১	মোদামিবন্দবস্ত গুপ্তিপাড়াচর পং মণ্ডলঘাট।	কালিদাস দেব মেনেজার জানবে গিরিজানাথ রায়চৌধুরী দিগর। এই মহালের মধ্যে রকম ।৵৴ আনার মালিক দুর্গানারায়ণ সেন সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। রকম ৴১২ আনার মালিক অমৃতনাথ সেন সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭৬৫৲ ৩০৬৲ ৭৬॥০	২৮ মার্চ্চ কিস্তীর বাকী ১০৪।৵৩ ১২ জানুয়ারি কীস্তীর ৮৯॥৴৬ ১৯৩৸৶৯ ২৮ মার্চ্চ কিস্তীর ২৬৴৯ ১২ জানুয়ারির ২১।৵৩ ৪৮॥৩	এই অংশ ১৮৮৪। ২৪ মার্চ্চ নীলাম হওয়ায় খরিদার কেবল বায়নার টাকা দিয়া অবশিষ্ট টাকা না দেওয়ায় ঐ বায়নার টাকা জব্দ করা গিয়াছে তজ্জন্য ঐ প্রথম খরিদারের দায়িত্বে ও ঝুকিতে এই অংশ পুনরায় নীলাম হইবেক।

G. TOYNBEE, *Offg. Collector.*

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জিলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাহাল সন ১২৯০ সালের লাং কিস্তী কালগুনের বাকী রাজস্ব আদায় জন্য সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার জিলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ১৭ আপ্রিল।

শ্রেণীর নম্বর।	মাহালের প্রকার।	তৌজীর নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম তালুকদার।	সদর জমা।	কৈফিয়ৎ।
১	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	৪৪	তরফ কালুহা পং বারবক পুর।	কৃষ্ণকিঙ্কর রায় কমলাকান্ত রায় গোপীকান্ত রায় প্রভাবতী দাস্যা মাতা অলি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় নাবালগ।	৩২৯৪॥৵৭	এই মাহালের মধ্যে প্রভাবতী দাস্যা ও কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ।৷০ আনা বাদে কৃষ্ণকিঙ্কর রায় ও গোপীকান্ত রায়ের এজমালী অংশ ৷৷০ আনার কাত সদর জমা ১৬৪৭।/৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৭১৬৸/০ টাকা।
২	ঐ	৪৪	তরফ কালুহা পং বারবকপুর।	ঐ ঐ	৩২৯০॥৵৭	এই মহালের মধ্যে প্রভাবতী দাস্যার পৃথক করিয়া লওয়া অংশ।০ আনা ও কৃষ্ণকিঙ্কর রায় গোপীকান্ত রায়ের এজমালী অংশ ৷৷০ আনা বাদে কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ।৵ আনার কাত সদর জমা ৮২৩।৷৵৭ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৩৫৮।৶৩ টাকা।
৩	ঐ	৬৭	হুদাগোপালপুর পং পলাশী।	রায় সেতাবচাঁদ নাহার বাহাদুর ...	১১৪২।১০	রাজস্বর বাকী ৪৬০৮১১ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নীলাম হইবেক।
৪	ঐ	২২৭	কিসমত মৌজেপাকুড়হাঁশ পরগনে বারবক সিংহ।	হিরালাল চৌধুরী বামনদাস চৌধুরী অশ্বিনীকুমার মুস্তফী বটুকনাথ মুস্তফী হারাধন গোস্বামী।	৭৩৯৭১১	সরকারী বাকী রাজস্ব ৪৫৴১০ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নীলাম হইবে।

শ্রেণীর নম্বর।	মহালের প্রকার।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম তালুকদার।	সদর জমা।	কৈফিয়ত।
৮	প্রথম শ্রেণীর মহাল	৪৩৬	কিসমত পরগনেসাহাজাহাপুর পং সাহাজাপুর।	বিপিনবিহারী নবিনবিহারী কৃষ্ণকিশোর মুকুন্দলাল রামচন্দ্র ভগবানচন্দ্র বনওয়ারিলাল দীনবন্ধু ললিতমোহন বৈদ্যনাথ গুরুদাস লছমনদাস গণেশচন্দ্র গঙ্গানারায়ন কুলদাপ্রসাদ গোপেশ্বর সেন মর্ম্মসখী দাস্যা কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়।	৩৩১৫॥৭	এই মহাল মধ্যে মর্ম্মসখী দাস্যার ও কামদা কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে গোপেশ্বর সেন দিগরের এজমালী অংশ ॥/১২ গোণ্ডার কাত সদর জমা ২০৯৪/১০ টাকা নীলাম হইবেক রাজস্বর বাকী ৭২৬।১১
৯	ঐ	৪৫১	কিসমত পরগনেসমসখালী পরগনেসমসখালী।	বীরচন্দ্র নদীয়াবিনদ চৌধুরি শ্যামাসুন্দরী দাস্যা সোদামিনী দাসী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী গদাধর চৌধুরী অনন্তময়ী দাসী ব্রহ্মময়ী চৌধুরাণী।	৬৬৭৮৶২	এই মহাল মধ্যে গধাধর বীরচন্দ্র চৌধুরীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে শ্যামাসুন্দরী দাস্যা দিগরের এজমালী অংশ ৸/১।৶০ কাত সদর জমা ৫৫৬॥/১১ টাকা নীলাম হইবেক রাজস্বর বাকী ।।৩ আনা।
১০	ঐ	৫০৮	ডিহি আতাই পং সেরপুর।	চন্দ্রমহিনী দাস্যা থাকমণী দাস্যা অলি মাতা বিশ্বেশ্বর ঘোষ প্রমথনাথ ঘোষ কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ গোপীসুন্দরী দাস্যা।	৩৪৫২॥/- ১১ পুলিস ২৬।০৮ ৩৪৭৯৲৭	এই মহাল মধ্যে থাকমণি দাসী দিগরের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ॥০ আনা বাদে চন্দ্রমহিনী দাস্যার এজমালী অংশ ॥০ আনার কাত্ সদর জমা ১৭২৬৷৵০ টাকা ও পুলিস ১৩৶৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ... ৫৭৪৶০ পুলিস ... ৩।১০ ৫৭৭।৶১০
১১	ঐ	৫৩৩	কিং পং উজিরাবাদ পং উজিরাবাদ	ত্রৈলোক্যনাথ রায় কটীকচন্দ্র ও তারকনাথ ভট্টাচার্য্য নফরচন্দ্র ও বিপ্রদাস পালচৌধুরী গোলাপমণি দেব্যা জগচ্চন্দ্র পাঠক লক্ষ্মীমণি দেব্যা গোকুলচন্দ্র তেওয়ারী দ্বারিকানাথ সেন গণেশলাল কৃষ্ণপ্রসাদ রায়।	১১৮৩।/৬	এই মহাল মধ্যে দ্বারিকানাথ সেনের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১২৮৩ দন্তীরকাত সদর জমা ৪৭।৶১০ টাকা নীলাম হইবেক বাকী ২৮।৭ টাকা।

১২	ঐ	৫৪০	মৌজে এনাদিপুর পং ফুলবাড়ীয়া।	তরঙ্গিনী ওরফে লুটুমনিদাসী পক্ষে ম্যানেজর কামিনী সুন্দরীদাসী কৈলাসনাথ সিংহ রায় পরেশনাথ সিংহ রায় স্বরূপলাল চৌধুরী চন্দ্রমোহন চৌধুরী মুক্তকেশী চৌধুরাণী রঘুনাথ মুস্তফী পাতালমনি চৌধুরাণী চারুচন্দ্র বসু উমেশচন্দ্র মিত্র হারাধনী চৌধুরাণী মাতা অলি দাশরথী ও সত্যচরণ রায়চৌধুরী নাবালগ পরেশনাথ চৌধুরী ললিতমোহন রায়চৌধুরী কামিনীকুমারী চৌধুরাণী মনমোহন চৌধুরী প্রেমলাল।	১০৬১।।৶২	এই মহাল মধ্যে হারাধনী চৌধুরাণী অলিমাতা দাশরথী সত্যচরণ রায়চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ৵১ গোণ্ডা বাদে চারুচন্দ্র বসু দিগরের এজমালী অংশ ৶৶১৯ গোণ্ডারকাত্ত সদর জমা ৯৯১৸৶৫ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ... ।১০ পাই।
১৩	দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল	৫৫৮	চরগোঠা পং সমসখালী	বন্দবস্তদার দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় নাবালগের অলি মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী দেব্যা রামলাল রায় সিতানাথ রায় রামেশ্বর রায়।	৭১৭।৵	রাজস্বর বাকী ১৮৬।।৶০ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।
১৪	প্রথম শ্রেণীর মহাল	২৭৪০	কিং তরফ হোসেনপুর পং আসদ নগর	লোকনাথ রায় দ্বারিকানাথ রায় ও দ্বারিকানাথ ঘোষ...	৬১৫৸৶৯ রোডকণ্ড ৬৶৬	১২৯০ সালের লাং অগ্রহায়ণ তলবের রাজস্বর বাকী ১৫৯৲ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।
১৫	ঐ	২৭৭৯	তরফ কাণাই পাড়া পং আসদ নগর	রামলাল ঘোষ ...	১৩৪৯।৵৫	১২৯০ সালের লাং ফাল্গুনের রাজস্বর বাকী ৮১২৸৶৬ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।

BERHAMPORE,
The 13th May 1884.

J. C. VEASEY,
Offg. Collector.

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনা জিলার নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ২৩ জুন মোতাবেক ১২৯১ সালের ১০ আষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরীর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮৪।

তৌজি নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের সদর জমা।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ কিস্তির বাকী।
৬	পরগনে আগর-পাড়া কিসমত আগরপাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১৬৬১।৶৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারা অনুসারে স্বতন্ত্র হিসাবের ১ হিস্যা সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৵ আনা।	১৩৫৬।৶২	৩১৭
২৮	পং চিলকি কিং কেড়াগাছি।	রাজমোহন রায়চৌধুরী	৫৮৩৲৪	সম্পূর্ণ মহাল ...	৫৮৩৲৪	১৭৩৲১০৸
২৯	পং খলিসখালি কিং খলিসখালি	কৈলাস সরকারিনী দেব্যা দিগর।	৮৯৭৸১১	ঐ ...	৮৯৭৸১১	১৩০৸১১
৩৪	পং চিলকি কিং গঙ্গাপুর।	মহেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরি দিগর।	১২৬৲৪	৫ হিস্যা আনন্দমোহন ঘোষ রকম ⁄১২ গণ্ডা।	১২৬৶০	৩৩।।⁄১
৬৭	পং তালিমপুর কিং তালিমপুর।	গবিন্দমোহন বসু দিগর।	৫৩২৲৬	১ হিস্যা ..	৪৭৪৶১	১১৩৲৪
৭২	পং দাতিয়া কিং দাতিয়া।	চন্দ্রকুমার রায় দিগর ...	৪৭৩২২৸৶১	সম্পূর্ণ মহাল ...	৪৭০২২।⁄৩১	১১৩০৸৶২।
১০৮	পং বুড়ন কিং বুড়িয়া।	দুর্গাচরণ সাহা দিগর ..	৫১১৩৲১	৩ হিস্যা মুনসী আসা-বদ্দীন আহাম্মদ রকম ⁄১২ গণ্ডা	৫১১।।০	৩৶৫
১১১	পং বাজিতপুর কিং বাজিতপুর।	লোকনাথ ভঞ্জ চৌধুরী দিগর।	২১২১১।।⁄১২	২ হিস্যা লোকনাথ ভঞ্জ চৌধুরী রকম ।৮৸ দন্তি।	৫৮২১।⁄৮	১।⁄৩
১২৪	পং বুড়ন কিং [illegible]	থাকমণি চৌধুরাণী দিগর	৭১২১।৶১৬৸	সম্পূর্ণ মহাল ...	৭১২১।৶১১৸	৩৩।৶৭৸
১২৭	পং তালুকা কিং তালুকা।	[illegible]কুমার রায় দিগর...	১১৯৪০৩৸৶৮	১ হিস্যা মেহেরউল্লা চৌধুরী দিগর রকম (১৮৸⁄১১।⁄১৫	৮৫৩।⁄৮	২৫৸৭।।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারানুযায়ী স্বতন্ত্র হিসাবের ২১ হিস্যা রকম ।৶১৯তিল কৈলাসচন্দ্র সরকার দিগর	২০১৭	৭⁄৮
১৩২	পং বুড়ন কিং ডাহুড়িয়া।	দুর্গাচরণ সাহা দিগর ...	২০৩২২।৩	২ হিস্যা রং ।।০ আনা...	১০১৩৬⁄১	৶৫৸
১৩৯	পং মলই কিং মলই।	পার্ব্বতীনাথ রায়চৌধুরী দিগর।	২২৯৭২।⁄১১।।	২ হিস্যা মহেন্দ্রনাথ রায়-চৌধুরী দিগর।	২২৯৭।৶৩	৮৭৬৸৶৪
১৫৯	পং সর্পরাজপুর কিং রামভাজা।	ভুবনমোহন মজুমদার দিগর।	৫৪৯৬৸⁄৮	১ হিস্যা ভুবনমোহন মজুমদার রং ।০ আনা।	১৩৭।৶৫	৩১⁄০।।
১৬৬	পং সুন্দরবন কিং ১৬৫ নং লাট আসুনি দুমজান নগর।	জহিরদ্দি সরদার দিগর	১৮৮৪৲	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৮৮৪৲	১৪০০৲৩
১৯১	পং মলই কিং হা-জরাকাটি।	পার্ব্বতীনাথ রায়চৌধুরী দিগর।	৮৯০৶১০	৪ হিস্যা রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর সাং সাতখিরা।	৮৯৲৪	৩২৶০।।

KHOOLNA COLLECTOR'S OFFICE,
The 6th May 1884.

F. H. BARROW,
Offg. Collector,

[*Government Gazette*, 3rd *June* 1884.]

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নের লিখিত তালুকাদি ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকীপড়া রাজস্ব ও রোডছেছ ও পবলিকওয়ার্ক ছেছ আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ৯ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ২৮ জ্যৈষ্ঠ রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাক্সবাজার সব-ডিবিজনের এলাকাধীন।

তৌজির নম্বর।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা। রাজস্ব।	সদর জমা। ছেছ।	বাকী। রাজস্ব।	বাকী। ছেছ।	মোট।	মন্তব্য।
২০১ / ২৫।	মৌজে ইনানী থানে টেকনাক তালুক নছরত আলি চৌং	খোদ ...	৮৯৭৷৷০	২০৸৶	৪৩৮৷।৶	০	৪৩৮৷৷৶	সম্পূর্ণ তালুকা নীলাম হইবে।
৪৪ / ১৩৬১	মৌং টেকনাক থানে টেকনাক তাং শ্রীমতী থাউ চৌং	খোদ ...	১২১৭৲	৭৯৴০	৬।৩৲	২৬।৴৶	৬৩৯।৴৶	ঐ
১৫৫ / ১৩৮	মৌং রাজারকুল থানে রামু তালুক সেরমস্ত খাঁ ...	দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গং।	১১০১৷৷৶	১৫৮৷৴	৩০৩।৴৶	৪৪৴৶	৩৪৭।৶	ঐ
২০৪ / ৪৬৯	মৌং মিঠাছরি থানে রামু ইজারা শ্রীমতী লতিফা খাতুন নাবালগের পক্ষে আছাদ আলি খাঁ।	নিং আছাদ আলি খাঁ।	১১৮৩।৶০	১১১৴৶	৪২০৲	৩৭৷৷৶৶	৪৫৭৷৷৶৶	ঐ
২৯৯ / ২৮৬	মৌং বারপাকিয়া থানে চকরিয়া তাং বিবি ইসপ্রাক ...	নিং দেওয়ান আলি সদাগর।	৬৮৭৷৷৴৩	২৯৪৸৴	৪৩০৲	১৯৬৷৷	৬২৬৷৷০	ঐ
৩৩৪ / ১৪৬০	মৌং পেকুয়া থানে চকরিয়া তালুক ফজল আলি ...	খোদ ...	২৫১২৲	১০৯।৶৶	২০৪২৲	৭২৸৶	২১১৪৸৶০	ঐ

C. A. SAMUELLS, *Offg. Collector, Chittagong.*

কালেক্টরী জিলা রংপুর।

বাকীর ফর্দ্দ সন ১২৯০ সাল বাঙ্গালার লাগাএদ কিস্তী ফালগুন মোতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএদ কিস্তী ফেব্রুয়ারি তলবের ২৮ মার্চ্চ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এবং তদপরে ভিন্ন ভিন্ন জিলার কালেক্টরীর হুণ্ডী দ্বারা আদায় হইয়া যাহা বাকী আছে তাহা ১৮৮৪। ২১ জুন মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় শনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশ্যরূপে নীলাম হইবেক, ইতি।

তৌজির নম্বর।	মহালের নাম ও পরগনা।	মালিক।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
৫৭	বড়াবাড়ী ওগয়রহ মৌজা চাকলে কাজির হাট।	শ্যামকুমার দাস, বামাসুন্দরী দাস্যা কুঞ্জমোহন চাকি তারামণি দাস্যা চন্দ্র গোবিন্দ দাস,	৫১৫।৶০	৶১০	বামাসুন্দরী দাসার ১১৮৩৶৯ পাই সদর জমার অংশ তাহার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
১৩৭	রামনগর মৌজা চাকলে কাজির হাট	সৌদামিনী দাস্যা	১৩৪১৸৶১	৪২৮।৶৪	
২২১	খোর্দ্দ মুরাদপুর ওগয়রহ মৌজা পং পএরাবন্দ	জানকিবল্লভ সেন, আছরা বেগম, রাহতন্নেছা ছাবেরণ খাতুন, ও ছব্রিয়ল আলম আবুল হোসেন চৌধুরী ওরফে ডোমা মিঞা ও দুলা মিঞা।	২৫৩২৸৶৫॥	৫৩০॥৶৮	বাবু জানকিবল্লভ সেনের খরিদা ।৶০ আনা অংশ বাদ দেওয়া গেল। তাহার স্বতন্ত্র হিসাব খোলা গিয়াছে।
২২৩	খামার কুরসা ও গয়রহ পং পএরাবন্দ।	শাহে এনায়েতুল্লা চৌধুরী জহিমন্নেছা চৌধুরাণী মহম্মদ নেজামুদ্দিন খাঁ চৌধুরী।	২১০৫৮৶১১	১৮২ ৻৯	শাহে এনাএতুল্লা চৌধুরীর বিশেষ ১ নম্বরে হিসাব পৃথক যাহার সদর জমা ১০৯৬।৶৬ পাই ঐ অংশ ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
২৪৯	চক দুর্গাপুর ওগয়রহ মৌজা পং সরহাট্টা।	খএরন্নেছা বিবি চৌধুরাণী এনাতুল্লা মিঞা যাউযামী বিবি চৌধুরাণী, এনাতুল্লা চৌধুরী খুসিয়ন্নেছা বিবি জতন বিবি চৌধুরাণী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার নেহালউদ্দিন, মহম্মদ নেজামউদ্দিন মহাম্মদ চৌধুরী, আমিরন্নেছা বিবি স্বয়ং ও অলিঅছি পক্ষে আবদুললতিফ চৌধুরী নাবালগ।	১৮৯২৸৶৮	১৪০৶০	গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাধীনের অংশ যাহার সদর জমা ৪৩১।৴৬ পাই ও যাহার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ্বাদে অপরাপর অংশ বাকী।
৬৯৭	আলিগাঁও পং	চন্দ্রশিখর রায়, গোপালচন্দ্র রায়, রাজলক্ষ্মী চৌধুরাণী, ঈশানচন্দ্র চৌধুরী, ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার পক্ষে কোত্তরচন্দ্র কিশোর রায় নাবালগ, ক্ষমাময়ী চৌধুরাণী কুড়ানু সরকার।	৫৯৮১৸৴১॥	২০৯৶৪	কুড়ান সরকারের নিজাংশ ৶০ তিন আনা ঐ অংশ বাকী

RUNGPORE COLLECTORATE,
The 30th April 1884.

H. J. NEWBERY,
Offg. Collector.

[*Government Gazette*, 3rd *June* 1884.]

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

জিলা দিনাজপুরের কালেক্টরী।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা দিনাজপুরের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারী এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমাধার্য্য হওয়া মহাল।

নম্বর তৌজির।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হইবেক।	মন্তব্য।
১৩০ নং	মৌজে চারখণ্ড সম্বরহ পরগনে সিলাহবাড়ী।	কাত্যায়নী দেব্যা জয়কিশোর চৌধুরীপ্রভৃতি।	১৬৯১৸৶	৯৯৯৸১	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।
২৩৭ নং	মৌজে দৌলতপুর সম্বরহ পরগনে নুরনগর।	তারকনাথ চৌধুরী, জয়েশ্বরী চৌধুরাণী, অছি পক্ষে মোহনলাল চৌধুরীপ্রভৃতি।	৪৬৬০॥১	৪৮৩॥৶	এই মহালের মধ্যে লালমোহন চৌধুরীর ৶০ আনা অংশ যাহার ৫৮২॥৵০ আনা সদর জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারানুসারে পৃথক আছে তাহা বাদে বক্রী ৸৶০ আনা অংশ যাহার ৪০৭৭৸৶১ পাই সদর জমা হয় ঐ এজমালী অংশ বাকী পড়ায় তাহাই নীলাম হইবেক।
২৬৩ নং	মৌজে গোবিন্দপুর সম্বরহ পরগনে ঘোড়াঘাট	দীননাথ মজুমদার ও গোলোকনাথ মজুমদার প্রভৃতি।	৬৭৯৮॥৶৩	২৫১৭	মৌজে কেন্দুল ও গোবিন্দপুর বাদে এই মহালের গোলোকনাথ মজুমদারের /৪ = ক্রান্তী অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ধারামত হিসাব পৃথক হইয়া ৫১৩৶৫ পাই সদর জমা ধার্য্য আছে ঐ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২৫১/১	ঐ মত দীননাথ মজুমদারের হিসাব পৃথক থাকায় /৪ = ক্রান্তী অংশের ৫১৩৶৫ পাই জমা ধার্য্য আছে ঐ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২৫১৩	ঐ মত কালীসুন্দরী দেব্যার /৪ = ক্রান্তী অংশ পৃথক হিসাব হইয়া ৫১৩৶৫ পাই জমা ধার্য্য আছে ঐ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
৬৭৬ নং	মৌজে দাউদপুর সম্বরহ পরগনে সীলাহবাড়ী।	চন্দ্রকান্ত সরকার রুদ্রকান্ত সরকার প্রভৃতি।	৬১৮৶১॥	১৫৭৲	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।
৮৬১ নং	মৌজে মাজরপুর সম্বরহ পরগনে সন্তোষ	ভাগিরথী চৌধুরাণী	৬৬৯।৶১	৪৬৪৲	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।

DINAGEPORE COLLECTORATE,
The 6th May 1884.

A. C. TUTE,
Offg. Collector.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

জিলা বিরভূম।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার জিলা বিরভূম।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বিরভূমের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১। ১৪ আষাঢ় শুক্রবার দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২২ আপ্রিল

তফসীল

মহালের শ্রেণী।	রেবিনিউ নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগনা ও মাহালের নাম।	মালিকগণের নাম।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	মন্তব্য।
প্রথম শ্রেণী	...	১৯ নং	পং ইছাপখুরিয়া সামিল কুনেড়াসহিরা।	সৈএদন্নেছা বিবি সাং আনখুনা সৈএদ মজফর হোসেন ও পাঁচু বিবি ও সেখ মাদারবক্স ও সেখ এনাএতউল্লা সাং ঐ হরিশচন্দ্র ঘোষ ও পঞ্চানন ঘোষ সাং পাঁচখুনী ও মনসুর আহম্মদ নাবালগের অলি আবদুল মাবুদ ওরফে ভতু মিঞা সাং আনখুনা সেখ দরবেশ উল্লা সাং ঐ সেখ ফকির উল্লা ও আকন্নেছা বিবি সাং ঐ সাজেদররহমান সাং বেড়গ্রাম ও পুরুষোত্তমচন্দ্র সাং উনকুণ্ডা ও রঙ্গিনী দাস্যা অলি আজ্ঞ তরফে নাবালগ পুত্র মনমোহন চন্দ্র সাং ঐ মবরন্নেছা বিবি সাং আনখুনা ও সাজ্জদর রহমান সাং বেড়গ্রাম গৌরসুন্দর পাঁড়ে ও নিতাইসুন্দর পাঁড়ে ও ঈশ্বর চন্দ্র চন্দ্র সাং উনকুণ্ডা রঙ্গিনী দাস্যা অলি আজ্ঞ তরফে নাবালগ পুত্র বিপিনবেহারী চন্দ্র সাং ঐ।	৫৬৯৫৸৶ ইহার পৃথক হিসাব ২০ নং গৌরসুন্দর ও নিতাইসুন্দর পাঁড়ে ৩:৩১।৴১ বাদে ... ২৫৬৪।৵১১	৩৭৴২	এজমালি অংশ সদর জমা ২৫৬৪।৵১১ টাকা নীলাম হইবেক।
ঐ	...	৫১ নং	পং কুতবপুর সামিল কেশবপুর।	মানদাসুন্দরী দেব্যা সাং ডেঙ্গেরা ও ব্যাসমণি দেব্যা অলি জানবে শশিভূষণ সরকার নাবালগ সাং ঐ ভগবতী দেব্যা ও তারিণীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাং ঐ বিশ্বেশ্বরী দেব্যা ও জগত্তেশ্বরী দেব্যা সাং ঐ ও ঈশানচন্দ্র রায় সাং সাওতা।	৭৫৬৲	৮৶৩	সোল আনা মহাল নীলাম হইবেক।
ঐ	...	৫৩ নং	পং সাহাপুর।	রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর সাং হেতমপুর ও মহেশচন্দ্র সোম ও দয়ালচন্দ্র সোম কালাচাঁদ সোম সাং চুচড়া গণেশচন্দ্র সেন সাং কড়িদ্যা সতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কালিপদ মুখোপাধ্যায়ের অলি নিস্তম্বিনী দেব্যা ও জোম্মর রহমান।	৩৪৯০।৶ বাদ পৃথক হিঃ ৯৪ নং রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ৫৮১।।৶১০ ১৮৭ নং দয়ালচন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র সোম ৮৭২।।/৯ ——— ১৪৫৪।৴৭ সেওয়ায় ... ২০৩৬৴৫	৫০৩।।৪	এজমালি সদর জমা ২০৩৬৴৫ টাকা নীলাম হইবে।

ঐ	...	৯৮ নং	পং কাপাসডাঙ্গা।	রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর সাং হেতমপুর ও কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় নাবালগের একজিকিউটর দোলগোবিন্দমণি দেবী সাং সিহুড়ি ও মহেন্দ্রনারায়ণ রায় সাং বাক্তিপুর ও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় সাং ঐ ও মধুসূদন চৌধুরী সাং গণপুর ও নাবালগ সর্ব্বেশ্বর চৌধুরীর অলি ভ্রাতা মধুসূদন চৌধুরী সাং ঐ নাবালগ কেদারচন্দ্র চৌধুরির অলি ভ্রাতা মধুসূদন চৌধুরী সাং ঐ নবদ্বীপচন্দ্র চৌধুরী ও গৌরচন্দ্র চৌধুরী ও উদয়চন্দ্র চৌধুরী শ্রীরতি দাস্যা মোল্লানী সাং ঐ লালা বিশ্বেশ্বর প্রসাদ ও গৌরিপ্রসাদ সাং তিনপাড়া ও রাইচরণ চৌধুরী ও মহতাপচন্দ্র চৌধুরী তেজচন্দ্র চৌধুরী ও ক্ষেলতচন্দ্র চৌধুরী ও দীনবন্ধু মণ্ডল নবিনচন্দ্র চৌধুরি সাং গণপুর।	২২১৫৸৵ বাদ পৃথক হিসাব ১২১ নং রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ... ৮০৸৶ ২২৯ নং কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় নাবালগের একজিকিউটর দোলগোবিন্দমণি দেব্যা ২৯৮।৶১॥ ৩৭৯।৶১০॥	৩৫/৯	এজমালি সদর জমা ১৮৩৪।৶-১০॥ টাকা নীলাম হইবে।
ঐ	...	১০১নং	পং আকবরসাহি হেক্কা	তেজচন্দ্র চৌধুরি সাং গণপুর রাইচরণ চৌধুরী সাং ঐ গৌরচাঁদ চৌধুরি সাং ঐ উদয়চাঁদ চৌধুরী সাং ঐ প্রমথনাথ ঘোষ ও ভোলানাথ ঘোষ সাং দামিনেশ্বর মহতাপচন্দ্র চৌধুরী সাং গণপুর ও পাঁচুমণি দাস্যা সাং সাধনেশ্বর ও মৃত প্রিয়নাথ ঘোষের একজিকিউটর ভোলানাথ ঘোষ ও প্রমথনাথ ঘোষ সাং ঐ।	৩১৫৯৶	৯৩৸/৪	সোল আনা মহাল নীলাম হইবে।
ঐ	...	১০৩নং	পং খটঙ্গাগন্যা	রাজেন্দ্রচন্দ্র ধর ও নিমাইচন্দ্র ধর সাং কড়িধ্যা ও ডেররাজ মাড়ওয়ারি সাং সিউড়ি ও গঙ্গানারায়ণ সেন ও গণেশচন্দ্র সেন ও মর্ম্মসখি দাস্যা ও যশদাসুন্দরী দাসী ও দীনবন্ধু সেন সাং কড়িধ্যা ও দোলগোবিন্দ ধর সাং ঐ গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় সাং কুণ্ডলা ও মাধবচন্দ্র মিশ্রি সাং সেহড়া।	১৩৮৩/০	/০	ঐ
ঐ	...	১১৬নং	পংখটঙ্গারহিলা	কৈলাসচন্দ্র সরকার সাং গণপুর মহেশচন্দ্র সরকার ও কুলদাপ্রসাদ সরকার ও মাতঙ্গিনী দাস্যা ও কৃষ্ণলাল সরকার অখিলচন্দ্র সরকার সাং গণপুর ও রামলাল ঘোষাল ও শ্যামলাল ঘোষাল সাং ভেজেনা।	২২৭৪৲	১০৶৬	সোল আনা মহাল নীলাম হইবে।
ঐ	...	২১৭নং পং ক হেতপুর সামিল হেতিয়া	হেতিয়া ...	গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং চহটা ও ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ঐ মণ্ময়ী দেবী সাং কুড়মসাহা চন্দ্রশিখর বন্দ্যোপাধ্যায় সাং লাভপুর উমেশচন্দ্র রায় ওরফে বঙ্কবিহারী রায় সাং হেতিয়া মধুসূদন রায়চৌধুরী ও অম্বিকাচরণ রায়চৌধুরী সাং ঐ হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং চহটা বিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং ঐ গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ঐ হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং হেতিয়া কেদারেশ্বর রায়চৌধুরী সাং ঐ স্বর্ণময়ী দেবী সাং লাভপুর ও নিলরত্তম রায়চৌধুরী সাং হেতিয়া ও যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাং লাভপুর কেদারেশ্বর চৌধুরী ও গিরিবালা দেব্যা নাবালিকা অলি মাতা সুকুমারি দেব্যা।	৫৮০।/	২৩৸৯	ঐ
ঐ	...	২৩০নং	পংখটঙ্গাসামিল আমরাপালন।	ভগবানচন্দ্র সেন সাং কড়িধ্যা মধুসূদন মুখোপাধ্যায় সাং জীবধরপুর ও মানকুমারি দাসী সাং কড়িধ্যা সেখ জালাউদ্দিন মহম্মদ সাং কানিজাড়া।	৫৭৭৸৶ বাদ পৃথক হিসাব সেখ জেলালউদ্দিন মহম্মদ ... ৩১৲ বাদে ... ৫৪.৸৶	৶০	এজমালি সদর জমা ৫৪১৸৶ টাকা নীলাম হইবেক।

BEERBHOOM COLLECTORATE }
The 17th May 1884.

W. FIDDIAN,
Offg. Collector.

বিজ্ঞাপন।

জিলা পাবনা।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে জিলা পাবনার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালাতের ১৮৮৩। ৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধান আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোং ১২৯১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার দিবসে পাবনার কালেক্টরীর কাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে নিরপেক্ষে বিক্রয় হইবে ইতি ১৮৮৪। ৮ই মে:—

তৌজি নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা	বাকী।	মন্তব্য।
৬	ডিহি ফতেপুর পং ইশফশাহী	মনমোহিনী দেব্যা ও কালিশঙ্কর সান্ন্যাল প্রভৃতি	২৭২০।/০ পুঃ ৩৩/০	/৬	এই মহালের ১৮৫৯।১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে মনোমহিনী দেব্যার ২৫৫/০ পুঃ ৩৵০ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
৬	ঐ ...	ঐ ...	ঐ ...	২০০৷৶০ পুঃ ২৭	এই মহালের ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালিশঙ্কর সান্ন্যাল প্রভৃতির ৩৩১৷৶০ পুঃ ৩৸৶০ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২০১	ডিহি হাটশীরা পং কাটারমহাল	গোলোক বিহারী গুহ প্রভৃতি	১১৬৪৸০ পুঃ ১১৸০	৩১৷৶৬	এই মহালের ১৮৫৯।১১ও১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে গোলোকবিহারী গুহ প্রভৃতির ৩৪৬।/০ পুঃ ৩৸/০ আনা এজমালী সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৪২	কিঃ ধুবিল পঃ কাটারমহাল	রহিমদ্দীন মুন্সী প্রভৃতি	৫৭১৶০	২১৷০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।
২৮৫	কিং জাবড় কোল পঃ সোনা বাজু	কালিনারায়ণ চৌধুরী নৃত্যকালী দেব্যা প্রভৃতি	৭৯৫৬৲ পুঃ ৮০৷৷৶০	৪৸৶০	এই মহালের ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালিনারায়ণ চৌধুরীর, ২৮।/ পুঃ ৷৶০ আনা জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৮৫	ঐ ...	ঐ ...	ঐ ...	১৫৸৵০ পুঃ ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১ও ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে নৃত্যকালী দেব্যা প্রভৃতির ১৫৪৪৸/০ আনা পুঃ ১৫৷০ আনা এজমালী সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল ঐ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

C. W. BOLTON,
Offg. Collector.

[*Government Gazette, 3rd June* 1884.]

জিলা চট্টগ্রাম।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা চট্টগ্রামের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ জুলাই তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ১০ মে।

প্রথম শ্রেণীর কাএমি মাহাল

বাকী রাজস্ব আদায়ের নীমিত্তে নিলাম হইবে।

নম্বর তৌজি।	নম্বর মহাল।	নাম মহাল।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
২	২	তরফ অযোধ্যারাম ...	৭২৩৮/০	১৸/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
১৭	৪১	তরফ আবুল ফজল	৬৪৩৶৭	১৩২৸০	ঐ ঐ
২৮	৫৪	তরফ আনন্দী রাম কাং	৮৪৯।৶৯	১৫৸৶১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৫নং রামচন্দ্র রায় প্রভৃতির অংশের মং ১২৭॥৶৫ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
১৫৯	৮০৫	তরফ দুল্লভরাম, ফতেয়াবাদ।	৮১৯৲	১৯৬।০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
২২৭	১১৪৩	তরফ মৌজে হরিন্না বাং তং মজত রাম হাজারি।	৬৯২৸/০	১৮৭৸৪	ঐ ঐ
২৪০	১২৪২	তরফ ইমাম বক্স ...	৬৯৭।/৪	১৫০॥/৪	ঐ ঐ
৩১৭	১৮৯৪	তরফ মাগন ঘনেশ্যাম।	৫৬০।/০	২৲	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং মনছুর বিবির ১৩৫॥০ আনা জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবেক।
৫৩৩	২৫১২	তরফ রামভদ্র কাং ...	৯১৮৸৶৭	১৬৶৮	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১০নং পীতাম্বর কাং ৪৫৸৯ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৩৫	২৫৬৫	তরফ রামকিশোর কাং।	৮১৯/৭	১৩৲২	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৮নং অবশিষ্ট মালিকের ৮৩।।/৮ জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৭৩	২৯৩৩	তরফ সাছিরাম কাং	৮২৬৸৶৩	১২৷/১০	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে অবশিষ্ট মালিকানের ৭৪৫।৶১১ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬০৮	৩১২৫	তরফ শ্রীমন্তরাম কাং	১৭৩৭৸০	১১/৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং আবদুল্লা খাঁর ৭৮৯৶৬ পাই সদর জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬৩৫	৩৮৮০	তরফ ওবেদল্লা সেখ মাহাং ওছি সেখ মাহাংআলী।	৬৭৮।৶০	৴০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।

C. A. Samuells,
Offg. Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

জিলা রাজশাহি।—বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা রাজশাহির মধ্যবর্ত্তি নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের লাগাএদ কিস্তী ফেব্রুয়ারি তারিখের প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১৪ আষাঢ় শুক্রবার তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে।

তফসীল

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হয়।	কৈফিয়ৎ।
১৮৫	ডিহি দারুসা মৌজে বেড়াবাড়ি পং মাহাম্মদপুর।	চন্দ্রমণি রাই অলি অছি পক্ষে গোলাবলাল সিংহ রায় নাবালগ, মেঃ এ গেনওয়াইন সাহেব, গিরিশচন্দ্র দত্ত, প্রতিমাসুন্দরী দাস্যা, শ্যামাসুন্দরী বাই।	খাজানা ৪১৭৩৮/ পুলিস ৩০।৶০ ৪৪০৪৶০	৭১৬।৶০ ৩৸৶০	মায় পুলিস ৪৪০৪৶০ আনা সদর জমার তাহত লেখা যায় তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ গিরিশচন্দ্র দত্ত খাজানা ৫৮১।০ আনা পুলিস ৪/০ আনা একুনে ৫৮৫।/০ আনা বিশেষ নং ২ প্রতিমাসুন্দরী দাস্যা খাজানা ৫৮১।০ আনা পুলিস ৪/০ আনা একুনে ৫৮৫।/ আনা বিশেষ নং ৩ মেঃ এ গেনওয়াইন সাহেব খাজানা ১২০৪।০ আনা পুলিস ৮।৶ আনা একুনে ১২১৩।৶ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ খাজানা ২০০৭/ আনা পুলিস ১৩৸৶ আনা একুনে ২০২০৸৶০ আনা সদর জমার বস্তু নীলাম হইবেক।
২০৭	কিং পং তাহেরপুর	কুমার শশিশেখরেশ্বর রায়, তারকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে কুমার বিশ্বেশ্বর ও কাশিশ্বর রায়।	৩১৪১১৶০	১০১৫॥৶	মোট সদর জমা ৩১৪১১৶০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ কুমার শশিশেখরেশ্বর রায় ১৫৭০৫ ॥/ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ সদর জমা ১৫৭০৫॥/ আনা বস্তু নীলাম হইবেক।
২২৮	ডিহি বাসুদেবপাড় পং ভেগাছি।	কুমার শশিশেখরেশ্বর রায়, কুমার তারকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে কুমার বিশ্বেশ্বর ও কাশিশ্বর রায়।	খাজানা ১৮১০৭ পুলিস ১৮৶০	১।০ ০	মোট সদর জমা মায় পুলিস ১৮২৮৶ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ কুমার শশিশেখরেশ্বর রায় খাজানা ৯০৫৭ টাকা পুলিস ৯/০ আনা একুনে ৯১৪/০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ খাজানা ৯০৫৭ টাকা পুলিস ৯/০ আনা সদর জমার বস্তু নীলাম হইবেক।

২৫৫	রমজানপাড়া পং তেগাছি।	রাধাকান্ত তরফদার, মধুসূদন ভৌমিক, রাধাসুন্দরী ভুবনমোহিণী, তারাসুন্দরী দাসী, গিরিশচন্দ্র তালুকদার, রামকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, লক্ষ্মণচন্দ্র তরফদার, রামলাল তরফদার, দিনবন্ধু সান্যাল, রোহিণীকান্ত তরফদার, রতিকান্ত তরফদার কার্য্যাধ্যক্ষপক্ষে বিপীনবিহারী তরফদার, নাবালগ শ্যামচাঁদ সাহা।	৮৫৪৸৴	৭১॥০	মোট সদর জমা ৮৫৪৸৴০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ মধুসূদন ভৌমিক সদর জমা ১১০।৴০ আনা বিশেষ নং ২ রাধাকান্ত তরফদার ৮০৶ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট একমালী অংশ ৬১৪।৵০ আনা সদর জমায় বন্ধ নীলাম হইবেক।
২৫৭	ডিহি ছাতনি পং গোবিন্দপুর।	গোবিন্দপ্রসাদ ওরফে গয়াপ্রসাদ সুকল, দুর্গাসুন্দরী দেব্যা বঙ্কেশ্বরী দেব্যা, ভবসুন্দরী দাস্যা অলি অধ্যক্ষপক্ষে অক্ষয়চন্দ্র ও সতিশচন্দ্র সিংহ নাবালগান, মহারাণী শিবেশ্বরী দেব্যা, ৺ মদনমোহন ঠাকুরের সেবাইত হরিমনি দেব্যা, মুক্তকেশী দেব্যা, শ্যামচাঁদ সর্ব্বানন্দ সাহা, সৌদামিনী দেব্যা, ৺ রাধা মোহনবিহারী ঠাকুরের সেবাইত গিরিধর দোবে স্বয়ং ও অধ্যক্ষ পক্ষে তোতারাম দোবে, মির মোসাহেবআলি স্বয়ং ও অলিপক্ষে এমদাদআলি ওরফে রমজান, জীবন্নেছা ওরফে ছোরমন্নেছা বিবি, তফজ্জলআলি, তমিজউদ্দীন, তরিফুল্ল্যা বিশ্বাস, গরিবহোসেন চৌধুরী শাজনন্নেছা চৌধুরাণী, ফবিন্নেছা খাতুন স্বয়ং ও অলিপক্ষে খোন্দকার ফএজুদ্দীন মাহাম্মদ ও আলফন্নেছা, খাতুন ও মজিদন্নেছা খাতুন, উমদন্নেছা খাতুন নাবালগ অবিনাশচন্দ্র সিকদারের মাতা ও অলি দেবকুমারি দাস্যা, হরমণি দাস্যা, দক্ষিণাকুমারি দাস্যা সোমেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, শ্রীনাথ, শ্যামাচরণ সিকদার।	খাজানা ৫৭৬০৴ পুলিস ৪৮৲	১০২৸৴০ ৭৲	মোট সদর জমা মায় পুলিস ৫৮০৮৴০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ মহারাণী শিবেশ্বরী দেব্যা সদর জমা খাজানা ৭৩৭॥৴০ আনা পুলিস ৬৶০ আনা একুনে ৭৪৩।৶০ আনা বিশেষ নং ২ মির মোসাহেবআলি স্বয়ং অলিঅধ্যক্ষপক্ষে মির এমদাদআলি ওরফে রমজান নাবালগ, জীবন্নেছা ওরফে ছোরমন্নেছা নাবালীকা, তফজুলআলি তমিজউদ্দীন তরিফুল্ল্যা বিশ্বাস গরিবহোসেন চৌধুরী ছাজদন্নেছা চৌধুরাণী রতনমণি দাস্যা হরমণি দাস্যা দক্ষিণাকুমারি দাস্যা সোমেশ্বর সিকদার বিশ্বেশ্বর সিকদার দেবকুমারি দাস্যা অলিঅধ্যক্ষ পক্ষে অবিনাশ সিকদার, শ্যামাচরণ সিকদার শ্রীনাথ সিকদার খাজানা ৬১৩৵০ আনা পুলিস ৫৶ আনা একুনে ৬৫৯৶ আনা বিশেষ নং ৩ গোবিন্দপ্রসাদ ওরফে গয়াপ্রসাদ সুকল খাজানা ১১৯৮৲ টাকা পুলিস ১৩।৴০ আনা একুনে ১৬১১।৴ আনা বিশেষ নং ৪ সারদাপ্রসাদ সুকল খাজানা ১০৬৫।০ আনা পুলিস ৮৸৵ আনা একুনে ১০৭৪৵০ আনা বিশেষ নং ৫ বঙ্কেশ্বরী দেব্যা খাজানা ৫৩২॥৶ আনা পুলিস ৪।৶ আনা একুনে ৫৩৭৴ আনা বিশেষ নং ৬ শ্যামচাঁদ সর্ব্বানন্দ সাহা খাজানা ১৬২।৴আনা পুলিস ১৵ আনা একুনে ১৬৪৵০ আনা বিশেষ ৭ নং ৺ মদনমোহন ঠাকুরের সেবাইত হরিমণি দেব্যা খাজানা ১৪৸৴০ আনা পুলিস ৵০ আনা একুনে ১৪॥০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক করিয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট একমালী অংশ খাজানা ৯৯৬৴০ আনা পুলিস ৮৲ টাকা সদর জমায় বন্ধ নীলাম হইবেক।
			৫৮০৮৴০		

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হয়।	কৈফিয়ৎ।
২৬৭	ডিং পং দীঘা ...	কাশিচন্দ্র তালুকদার, তারকৃষ্ণ চৌধুরী, কৈলাসেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণী, নাবালগ সৈয়দ আবদুল ছেলামের মেনেজর বীরেশ্বর সেন, নাবালগ রাখালচাঁদ দুগড়ের অলি করমচাঁদ বাবু,	খাজানা ৪৪৭২।৵ পুলিস ১২৲ ৪৪৮৪।৵০	১১০॥৵০ ।৵০	মোট সদর জমা মায় পুলিস ৪৪৮৪।৵০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ৪ করমচাঁদ দুগড় অলি অধ্যক্ষপক্ষে রাখালচাঁদ দুগড় খাজানা ৫২১।৵০ আনা পুলিস ১।৵০ আনা একুনে ৫২২৸৴০ আনা ১৮১৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাহাই নীলাম হইবেক।
২৬৯	ডিহি বেলঘরিয়া পং দীঘা।	কুমার শশিশেখরেশ্বর রায়, কুমার তারকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ বসু মেনেজরপক্ষে কুমার বিশ্বেশ্বর ও কুমার কাশিশ্বর রায় নাবালগ, কৈলাসচন্দ্র ভৌমিক, উৎসবচন্দ্র, জানকিকান্ত মৈত্র, রত্নাকর মৈত্র, সখিসুন্দরী দেব্যা, ঠাকুর দাস মৈত্র, ভিক্ষাকর ওরফে রামচরণ মৈত্র, চন্দ্রমণি দেব্যা শ্যামাচরণ, বসন্তকুমার, দুর্গাকান্ত, রাধাকান্ত মৈত্র, রামবিহারি, বিপীনবিহারী, পরেশনারায়ণ চৌধুরী, রামলতা দেব্যা, রাধাসুন্দরী, ভুবনময়ী, তারাসুন্দরী দাসী, গিরিশচন্দ্র তালুকদার, কুমার যোতিন্দ্রনারায়ণ রায়, রামজয়, রামলাল, রোহিনীকান্ত তরফদার, রতিকান্ত তরফদার, অলি পক্ষে বিপীনবিহারী তরফদার, দক্ষিণাসুন্দরী দেব্যা মাদরে ও অলিপক্ষে প্যারিচরণ মজুমদার নাবালগ, আনদা, অবনিকুমার চৌধুরী অলি সুখদাপ্রসাদ ও দুর্গাকান্ত সেন, মহচরি দেবী, ভগবতী চৌধুরাণী, মনমোহিনী গুপ্তা।	১০৮২৸৶০	৩৫।৶০	মোট সদর জমা ১০৮২৸৶০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ দক্ষিণাসুন্দরী দেব্যা সদর জমা ২২০॥৴০ আনা বিশেষ নং ২ কুমার শশিশেখরেশ্বর রায় ১৩৫।৶ ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে বিশেষ নং ৩ মনমোহিনী গুপ্তা চৌধুরাণী মাদরে সতিশচন্দ্র চৌধুরী নাবালগ সদর জমা ৪২৴০ আনা হিসাব পৃথক করা অংশ ও এজমালী অংশ সদর জমা ৬৮৫৸০ আনা বজ্র নীলাম হইবেক।
২৭৪	মৌজে সিংজমারা ওগয়রহ পং বোনগাও খালিসা।	ভগবতি চরণ বাবু, নাবালগ রাখাল চরণ মণ্ডলের মাতা ও অলি শ্যামাসুন্দরী দাস্যা, চন্দ্রকামিনী চৌধুরাণী, আনন্দমোহন মৈত্র।	খাজানা ১০৩৩॥৴০ পুলিস ১১।৶০ ১০৪৪৸০	২০২৶০ ৩॥৴০	মোট সদর জমা মায় পুলিস ১০৪৪৸০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ শ্যামাসুন্দরী দাস্যা অলি অছি পক্ষে রাখালচরণ মণ্ডল খাজানা ২৫৮।৵০ আনা পুলিস ২৸৴০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাহা ও এজমালী অংশ খাজানা ৭৭৫৶০ আনা পুলিস ৮।৵০ আনা সমস্তই নীলাম হইবেক।

২৯৬	কিং পং বোনগাঁও জায়গীর।	সৈয়দা বিবি; নাবালগ রাখালচরণ মণ্ডলের মাতা ও অলি শ্যামাসুন্দরী দাস্যা, দিনবন্ধু সান্নাল, আনন্দ মোহন মৈত্র কৈলাসেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণী, নাবালগ আবদুল ছেলা-মের মেনেজর বীরেশ্বর সেন, করমচাঁদ দুগড় অলি অধ্যক্ষ-পক্ষে রাখালচাঁদ দুগড় নাবালগ	খাজানা ১১৩৫৪৶০ পুলিস ১১৫৶০ ——— ১১৪৬৮।০	১১০২॥৵০ ৭।৶৫	মোট সদর জমা মায় পুলিস ১১৪৬৮।০ আনা তম্মধ্যে বিশেষ নং ১ কৈলাসেশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণী খাজানা ১২৬১॥৵০ আনা পুলিস ১২॥৶ আনা একুনে ১২৭৪।০ বিশেষ নং ২ কৈলাসেশ্বরী চৌধুরাণী খাজানা ১২৬১।৵০ আনা পুলিস ১২॥৶০ আনা একুনে ১২৭৪।০ আনা বিশেষ নং ৩ বীরেশ্বর সেন মেনেজরপক্ষে সৈয়দ আবদুল ছেলাম খাজানা ৪৩৮৫৸৶০ পুলিস ৪৪৶০ আনা একুনে ৪৪৩০৲ টাকা বিশেষ নং ৫ আনন্দমোহন মৈত্র ও দিনবন্ধু সান্নাল খাজানা ১৫১২৸৶০ পুলিস ১৫।০ আনা একুনে ১৫২৮৶০ আনা ১৮৩৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদ-বাদে বিশেষ নং ৪ করমচাঁদ দুগড় অলি অধ্যক্ষপক্ষে রাখালচাঁদ দুগড় খাজানা ১৩২৩॥৶০ আনা পুলিস ১৩৵০ আনা একুনে ১৩৩৭৲ টাকা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাহাও এজমালী অংশ খাজানা ১৬০৮॥০ আনা পুলিস ১৬৵০ আনা একুনে ১৬২৪॥৴ আনা সদর জমায় বস্তু নীলাম হইবেক।
৩৬৩	তরফ মহিষ কুণ্ডী পং চান্দনাই।	হেফাজতুল্ল্যা চৌধুরী, হেবাছতুল্ল্যা চৌধুরী, কেরামতুল্ল্যা চৌধুরী, বিবি উল্লত ফতেমা, সৈয়দ মহম্মদ হোসেন, সৈয়দ আতাহর হোসেন বিবি, আবেদজন্নেছা বিবি, আহমদ-ন্নেছা বিবি, অছিফতন্নেছার অছি সৈয়দ সাহা আবদুল্লা।	৭২৯২৸৶০	৪২॥০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।
৩৭৮	কিং পং হুজুরাপুর	মেঃ এগেন ওয়াইস, সাহেব, শ্যামাসুন্দরী বাই, চন্দ্রমণি বাই, অছিশক্ষেগোলাবলাল হিংহ রায়।	১৬২৯৸৶০	৪৭১।০	মোট সদর জমা ১৬২৯৸৶০ আনা তম্মধ্যে বিশেষ নং ১ মে, এগেন, ওয়াইস, সাহেব সদর জমা ৬১১৸৶০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে এজ-মালী অংশ নীলাম হইবেক।

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হয়।	কৈফিয়ৎ।
৪২২	সিজড়দহ তপে চাপীনা।	নবিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মেনেজরপক্ষে ৺ রামচন্দ্র দেব ঠাকুর সেবাইত রাণী শুভদ্রাকুমারি, ৺ মদনমোহন ঠাকুর ও বাঁকাবিহারীলাল ঠাকুরের সেবাইত মহন্ত কৃষ্ণানন্দ রাম গোস্বামী।	খাজানা ১১৩২।০ পুলিস ৫।৴০ ১১৩৭॥৴০	৩৫৬ ০	মোট সদর জমা গয় পুলিস ১৬৩৭। ৴০ আনা তন্মধ্যে f দেহ নং ১ নবিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মেনেজরপক্ষে ৺ রামচন্দ্র দেব ঠাকুর সেবাইত রাণী শুভদ্রা কুমারি খাজানা ৮১৩৮০ আনা পুলিস ২॥৶০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে এজমালী অংশ খাজানা ৮১১৮০ আনা পুলিস ২॥৵০ আনা একুনে ৮১৮৵০ আনা সদর জমার বস্তু নীলাম হইবেক।
৪৭১	তরফ দক্ষিণ জোয়ার	নাবলগ অবিনাশচন্দ্র সিকদারের মাতা ও অলি দেব কুমারি দাসী, হরিমণি, দক্ষিণাকুমারি দাসী, সোমেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, শ্রীনাথ, শ্যামাচরণ সিকদার, গরিবুল্লা ওরফে গরিব হোসেন চৌধুরী, সাজানন্নেছা চৌধুরাণী, আতাহারন্নেছা খাতুন, মহেশচন্দ্র ভৌমীক, ঈশানচন্দ্র, রামনর সিংহ ঘোষ, মাহাম্মদ নেজামল আলম, তমিজউদ্দীন মিঞা, মিরমোসাহের আলি স্বয়ং অলিপক্ষে এমদাদআলি জীবনন্নেছা, কবিরন্নেছা স্বয়ং মাতা ও অলিপক্ষে সৈয়দ সৈয়দদ্দীন, উলফন্নেছা, মজিদন্নেছা, ওমেদন্নেছা	২৭৮৭৭	৫২৯।৶৬	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।

E. H. RUDDOCK,
Collector.

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকদ্বয়ের ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকীপড়া রাজস্ব ও রোড্‌সেস পাবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯১ বাং ২৭ আষাঢ় রোজ বৃহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	মোট।	
৬ ১৮২৩	থানে সাতকানিয়া মৌজে নাকোরা মহল নয়াবাদ। হাল তালুক রাজকুমার রায় পিং বিশ্বম্ভর রায় ও শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী ওাং নব কুমার রায় সাং পারকোরা।	খোদহায় ...	১০১১৵০	৪৪॥৬	১২৯০ বাং	১২৭৲	০	১২৭৲	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।
২০ ৪২০	থানে ঐ মৌজে চাম্বল মহল নয়াবাদ। তালুক শ্রীমতী তাজমেছা চৌধুরীয়া।	ফরখোন্দবক্ত পিং জাফরজা নিমুনী ও অহিদল আলম পিং মৌলবী আবদুল অদুদ সাং কালিপুর।	১১৯৩।১০	১৭৬৶৩	ঐ	২২৪৲	২২৶৯	২৪৬৶৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collector

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকের ১৮৮৩ ইং ২৬ ডিসেম্বর সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড্‌সেস পাবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯১ বাং ২৭ আষাঢ় রোজ বৃহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ইং ১৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুকা।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	মোট।	
১১০ ১৮৩০	থানে সাতকানিয়া মৌজে গণ্ডামারা মহল নয়াবাদ। হাল তালুক কৃষ্ণ দাস কুণ্ডু পিং গোপালদাস কুণ্ডু সাং খিলগাঁও।	খোদ।	৬১৪॥৵০	২৬৶৩	১২৯০ বাং	১৮৫৲	৮।৯	১৯৩৷৯	সম্পূর্ণ তালুকা বিক্রী হইবে।

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collector.

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

জিলা বৰ্দ্ধমান।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১। ১৪ আষাঢ় দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২০ মে।

তফসীল।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল।

১৯ নং তৌজীভুক্ত মহাল গিধগ্রাম পরগনে আসা ডিঃ মঙ্গলকোট পূর্ব্বস্থলী আউষগ্রাম, কাটোয়া, মন্তেশ্বর ও গাঙ্গুড় মালিক শ্রীশ্রী৺ অন্নপূর্ণার সেবাত ভগবতিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনকড়ি দেবী জওজে মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগ মনমোহন হরিমোহন মণিমোহন, মনজমোহন, সূর্য্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিঅছি মাতা হরসুন্দরী দেব্যা রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজীবন ও সত্যমদন বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া পরমাত্মচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া ডিঃ শ্রীরামপুর।

সদর জমা ৭১১১৷৷/৬৷৷০ টাকা বাকী ১১১৷৵৹৷৷ টাকা।

এই মহালে নিম্নলিখিত কয়েকটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১১১৮৷৷/৭ টাকা পরমাত্মচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮৷৷/৭ টাকা রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১১৮৷৷/৭ টাকা সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৭৵১ টাকা নাবালগ মনমোহন হরিমোহন, মণিমোহন মনজমোহন সূর্য্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিমাতা শ্রীমত্যা হরসুন্দরী দেব্যা ১১১৮৷৷/৭ টাকা।

৬১ নং তৌজীভুক্ত মহাল পলশনা নিগর পরগনে দেঞা ডিবিজান কাটোয়া মালিক গৌরকিশোরচন্দ্র ও নাবালগ মণীন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র অলিঅছি ভ্রাতা ও আত্মপক্ষে স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ চন্দ্র সাঃ শ্রীবাটী ডিঃ কাটোয়া হরেকচাঁদ গোস্বেচা সাঃ আজিমগঞ্জ ডিঃ আশলপুর ভজহরিচন্দ্র ও বিদুরচরণ চন্দ্র, পরমসুখ চন্দ্র ও নাবালগ আশুতোষ চন্দ্র শ্রীহরিহরচন্দ্র চন্দ্রের অলিঅছি মাতা শ্রীমত্যা ভবতারিণী দাস্যা সাঃ শ্রীবাটী ডিঃ কাটোয়া হরমোহন চন্দ্র সাঃ ঐ।

সদর জমা ৭৪০৭৷৷৴১১ টাকা বাকী ৪১৮৷/০ টাকা।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রর নামে ৯২৭/৬ টাকা সদর জমায় একটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

৬৮ নং তৌজিভুক্ত মহাল মজকুরি পরগনে মজকুরি ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বৰ্দ্ধমান, ডিঃ মন্তেশ্বর ও ডিঃ গাঙ্গুর মালিক ভোলনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বনোয়ারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নিলমণি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারী দেব্যা, উমাপ্রসাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, পঞ্চাননচন্দ্র চৌধুরী, মাতঙ্গিনী দেব্যা শারদাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী নিলমণি চৌধুরী উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেব্যা দুর্গাদাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামদয়াল চৌধুরী, তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও বিপীনবিহারী চট্টোপাধ্যায় নৃত্যকালী দেব্যা মুক্তকেশী দেব্যা দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, ভবতারিণী দেব্যা, প্রসন্নময়ী দেব্যা, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কালিবিষ্ণু সুখময় ও শশিভূষণ, মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার চৌধুরী শ্রীনাথ চৌধুরী, রামানাথ চৌধুরী সাঃ চাগুনী ডিঃ কাটোয়া ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায় সাঃ দাঁইহাট ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাঃ সিঙ্গিপুর ডিঃ কাটোয়া দিননাথ চৌধুরী সাঃ চাগুনী ডিঃ কাটোয়া।

সদর জমা ১১২১৷০৷ টাকা বাকী ৷৵১ আনা।

এই মহালে নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নামে ৪৬৬৯ টাকা জমায় একটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

৫১১৪ নং তৌজিভুক্ত মহাল সালকুনী পরগনে বৰ্দ্ধমান ডিঃ সাহেবগঞ্জ মালিক সেখ আলিমনুল্যা সাঃ সীকারপুর কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ সালকুনী ডিঃ সাহেবগঞ্জ হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগের অলিমাতা কল্যাণী দেব্যা সাঃ ঐ শ্রীশ্রী৺ দুর্গা ঠাকুরাণীর সেবাইত ঈশ্বরচন্দ্র রায়, গোরাচাঁদ রায়, নিলমণি রায় সাঃ আরমাচাদাই ডিঃ সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজবল হক সাঃ ডিবিজান মঙ্গলকোট।

সদর জমা ১৬৯১৷৷১ টাকা। বাকী ১১৫৬৵১ টাকা।

এই মহালে নিম্নলিখিত কএটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ঈশ্বরচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র রায় ৩১৩৫/২৷৷ টাকা ঈশ্বরচন্দ্র ও গোরাচাঁদ রায় ১৩১৵৭৷৷ টাকা।

T. E. COXHEAD,
Collector.

[*Government Gazette, 3rd June* 1884.]

NOTICE.

NOTICE is hereby given, to all whom it may concern, that from and after 1st Baisakh 1291 B. S., we have, by petition through our pleader Baboo Sasi Bhusan Mukurjea to the Judge and Magistrate and Collector of Moorshedabad, discharged all our previous General Agents and Am-Mukhtars, and that thenceforward we shall not be responsible for the acts of other persons. Henceforward our only General Agent is our brother-in-law (Deor) Baboo Sita Kanta Mookurjea, under General Power No. 22 of 1884, of Dinagepur Sudder Sub-Registry Office.

শ্রীমতি গিরিজামনি দেব্যা।
শ্রীমতি ব্রজসুন্দরি দেব্যা।
(12—3)

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs.* 4, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 8, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 16, *ans.* 8.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs.* 5, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 10, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 20.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 *oz.* tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স টীন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ।৵০ বার আনা, ডাকমাসুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবান্ধা সিন্‌কোনা

লাল সিন্‌কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেণ্টের কারখানায় প্রস্তুত নূতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহা দানা বান্ধে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ।৵০ বার আনা ডাক মাসুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. *Price Rs.* 24; *packing and postage Re.* 1-12.

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtolah Street, Calcutta.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট-কমিশনের মেম্বর, ইনর টেম্পালের শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকটএকং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 3rd *June* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে:—

মফঃসলে।

				টাকা	
সম্পূর্ণ গেজেট	...	...	বৎসর	১৫৲	
ডাকমাশুল	...	...	"	২৷৹	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	...	"	৪৲	
ডাকমাশুল	...	...	"	১৲	
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	...	...		।৹	
ডাকমাশুল	...	...		৴৹	
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...	...		৴৹	৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠাপ্রতি আর এক২ আনা।
ডাকমাশুল	...	...		৴৹	

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এম. বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটীং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. Bolton,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

Note—*Rates for Advertisements in the* Calcutta Gazette.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10

Casual advertisements.—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই ;—

				টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	...	...	...	২০৲
আধ পৃষ্ঠা " "	...	...	...	১০৲
কখনং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি		...	...	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্পানাসেড ওয়েস্ট চৌরঙ্গীর হাতায়স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[*Government Gazette*, 3*rd June* 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুত এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 414—30-5-84—800

Numb. 2342 [২৩৪২].

[REGISTERED No. 30.]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 17, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৭ জুন।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2030A.

General.—*The 27th May* 1884.—Baboo Poorno Chunder Bysack, Temporary Sub-Deputy Collector, Narail, Jessore, is allowed leave for two and half months, viz., one month under section 128, rule 1, chapter X of the Civil Leave Code, and one and half months under section 134 of the Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 7th February last.

Baboo Ashootosh Mookerjee is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Narail, in Jessore, during the absence, on leave, of Babu Poorno Chunder Bysack, or until further orders.

The 28th May 1884.—Baboo Ganendra Nath Pal, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Noakhally, is allowed leave for three months, under rule 2, section 138, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

The 30th May 1884.—Mr. T. L. L. Jenkins, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Buxar, Shahabad, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that Sub-Division.

Moulvie Sujat Ali Ahmed, Sub-Deputy Collector, Tumlook, Midnapore, is promoted temporarily to the third grade of Sub-Deputy Collectors.

Moulvie Abdool Huq, temporary Sub-Deputy Collector, Bogra, is promoted temporarily to the third grade of Sub-Deputy Collectors.

Baboo Hurry Podo Ghose, temporary Sub-Deputy Collector, Chittagong Hill Tracts, is promoted temporarily to the third grade of Sub-Deputy Collectors.

The 31st May 1884.—The following Sub-Divisional Officers are authorized to exercise the powers of a Collector under section 3 of the Land Improvement Act (XXVI) of 1871 in the Southal Pergunnahs:—

Mr. W. M. Smith.	Mr. E. B. Harris.	Mr. J. A. Craven.
„ S. S. Jones.	„ F. Grant.	„ E. McL. Smith.

The 2nd June 1884.—Mr. J. C. Lloyd, Sub-Deputy Collector, Bogra, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

Baboo Nowrungi Lall, Sub-Deputy Collector, Durbhanga, is appointed to act as a special Deputy Collector for employment under the Public Works Department, Railway Branch, of this Government, in acquiring lands for the Chupra division of the Patna-Baraitch Railway, during the absence, on leave, of Babu Radha Shyam Sing, or until further orders.

Baboo Nowrungi Lall is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in the district of Sarun.

Mr. G. E. Manisty, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, is allowed furlough for six months under section 50, chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 10th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 4th June 1884.—Baboo Poorna Chunder Chatterjee, temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, is allowed leave for one month, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Moulvie Abdool Ghuffoor, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is transferred to Midnapore, and is posted to the sudder station of that district, during the absence, on leave, of Baboo Poorna Chunder Chatterjee, or until further orders.

The 5th June 1884.—Mr. F. F. Handley, Officiating Inspector-General of Registration, is appointed to act as District and Sessions Judge of Rajshahye during the absence, on deputation, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders.

[*Government Gazette*, *17th June* 1884.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

২০৩০ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসাক গত ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত আড়াই মাসের ছুটী পাইলেন, অর্থাৎ সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাসের ও উক্ত বিধির ১৩৮ ধারামতে দেড় মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসাকের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মে।—নওয়াখালীর একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাল অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—শাহাবাদের অন্তর্গত বক্সারের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত টি, এল, এল, জেন্‌কিন্স সাহেব উক্ত মহকুমায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকের সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী সুজাত আলি আহম্মদ কিয়ৎকালের নিমিত্তে সব-ডেপুটী কালেক্টরদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

বগুড়ার কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী আবদুল হক্ কিয়ৎকালের নিমিত্তে সব-ডেপুটী কালেক্টরদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু হরিপদ ঘোষ কিয়ৎ কালের নিমিত্তে সব-ডেপুটী কালেক্টরদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মে।—নিম্নলিখিত মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষেরা ভূমির উৎকর্ষ সাধনার্থ ১৮৭১ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারামতে সাঁওতাল পরগনায় কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ, ডবলিউ, স্মিথ সাহেব।
,, এস, এস, জোন্স সাহেব।
,, ই, বি, হারিস সাহেব।

শ্রীযুত এফ, গ্রাণ্ট সাহেব।
,, জে, এ, ক্রাবেন সাহেব।
,, ই, মকলস্মিথ সাহেব।

১৮৮৪ সাল ১ জুন।—বগুড়ার সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে, সি, লয়ড সাহেব উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু রাধাশ্যাম সিংহের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দ্বারভাঙ্গার সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নবরঙ্গীলাল পাটনা-গয়েচ রেলওয়ের ছাপরা খণ্ডের জন্যে ভূমিগ্রহণ করিবার নিমিত্ত এই গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের রেলওয়ে শাখার অধীনে নিযুক্ত হওনার্থে বিশেষ ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু নবরঙ্গী লাল সারণ জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ময়মনসিংহের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জি, ই, মানিফি সাহেব এই মাসের ১০ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৫০ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন।—মেদিনীপুরের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী আবদুল গফুর মেদিনীপুরে প্রেরিত হওয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত জে, বি, ওয়ার্গন সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রেজিষ্টরী করণ কার্য্যের একটিং ইনস্পেক্টর জেনরল শ্রীযুত এফ, এফ হাণ্ডলী সাহেব রাজশাহীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১১ জুন।]

In modification of the order of the 16th April last, Baboo Gunga Narain Roy, M.A., temporary Sub-Deputy Collector, Nuddea, is appointed to act until further orders as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of that district with effect from the 16th April 1884.

The 7th June 1884.—Mr. G. E. Manisty, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, acted as Magistrate and Collector of that district from the 11th April to the 12th May 1884.

The 9th June 1884.—Mr. G. J. B. T. Dalton, Officiating Deputy Commissioner, Julpigoree, is appointed to act until further orders in the first grade of Deputy Commissioners, with effect from the 1st April 1884, *vice* Colonel B. W. D. Morton, on leave.

Baboo Medni Prosad Sing, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is transferred to Purnea and is posted to the sudder station of that district.

Baboo Ram Anugrah Narayan Singh, temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is appointed to have charge of the Sasseram sub-division of that district during the absence, on deputation, of Mr. C. P. Caspersz, or until further orders.

Registration.—*The 5th June* 1884.—Mr. A. W. Paul, Joint Magistrate and Deputy Collector, Nuddea, is appointed to act as Inspector-General of Registration during the absence, on leave, of Mr. J. A. Bourdillon, or until further orders.

Education.—*The 28th May* 1884.—In supersession of all previous orders, the following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Bhagulpore:—

Member	
The Commissioner of the Bhagulpore Division ...	*Ex-officio.*
" Magistrate of Bhagulpore.	
" Joint-Magistrate of ditto	
" District Judge of ditto	
" Inspector of Schools, Behar Circle	
" Assistant-Inspector of Schools, Bhagulpore Division	
" First Subordinate Judge, Bhagulpore ...	
" Second ditto ...	
" Senior Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bhagulpore	
" Deputy-Inspector of Schools, Bhagulpore ...	
" Head Master, Bhagulpore zillah school ...	

Baboo Brojo Mohun Thakur, Zemindar.
" Hari Mohun Thakur, ditto.
Moulvie Syed Mahomed Ali, Sub-Registrar.
Mr. B. D. Bose, Barrister-at-Law.

Name	
Baboo Surja Narain Singh, B L.,	Pleader.
" Shib Chandra Banerji, B.L.,	ditto.
" Shoshee Bhusan Mukherji, B.L.,	ditto.
" Tarini Prosad,	ditto.
" Nibaran Chander Mukherji, M.A., B.L.,	ditto.
" Akhileswar Prasad, B.L.,	ditto.
" Chandra Sekhur Sircar, M.A., B.L.,	ditto.
" Charu Chandra Mittra, B.L.,	ditto.
" Kirti Chunder Chatterji, B.L.,	ditto.
Moulvie Ali Ahmed, B.L.,	ditto.
" Abdul Gaffer,	ditto.

" Shujaet Ali Khan, Zemindar.
Baboo Bramha Nath Sen, manager, Bunelee Raj.
" Saroda Prosad Chatterji, Personal Assistant to the Commissioner.

Baboo Saroda Prosad Chatterji is also appointed to be Secretary to the above Committee.

[*Government Gazette*, 17*th June* 1884.]

গত ১৬ আপ্রিলের আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। নদীয়ার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ রায়, এম. এ. যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৮৪ সালের ১৬ আপ্রিল অবধি ঐ জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ জুন।—ময়মনসিংহের একটিং জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর শ্রীযুত জি. ই, মানিক্তি সাহেব ১৮৮৪ সালের ১১ আপ্রিল অবধি ১২ মে পর্য্যন্ত উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—কর্ণেল শ্রীযুত বি, ডবলিউ, ডি, মর্টন সাহেব ছুটী লওয়াতে জলপাইগুড়ির একটিং ডেপুটী কমিশানর শ্রীযুত জি. জে, বি, টি, ডালটন সাহেব ১৮৮৪ সালের ১ আপ্রিল অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ডেপুটী কমিশানরদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পাটনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু মেদিনীপ্রসাদ সিংহ পুরনিয়ার প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত সি. পি, ক্যাসপার্জ সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শাহাবাদের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রামানুগ্রহ নারায়ণ সিংহ উক্ত জেলার অন্তর্গত সাসীরাম মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্টরীকরণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—শ্রীযুত জে, এ, বুর্ডিলং সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, নদীয়ার জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এ, ডবলিউ পাল সাহেব রেজিষ্টরীকরণ কার্য্যের ইনিস্পেক্টর জেনরলের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৮ মে।—পূর্ব্বের সকল আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল, নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ভাগলপুর জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

ভাগলপুর খণ্ডের কমিশানর সাহেব … …
ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব … …
ঐ জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব … …
ঐ ডিষ্ট্রিক্ট জজ সাহেব … …
বিহার চক্রের স্কুল সমূহের ইনিস্পেক্টর সাহেব … …
ভাগলপুর খণ্ডের স্কুল সমূহের আসিষ্টান্ট ইনিস্পেক্টর …
ভাগলপুরের প্রথম সবর্ডিনেট জজ … …
ঐ দ্বিতীয় ঐ … …
ঐ পদজ্যেষ্ঠ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর …
ঐ স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনিস্পেক্টর … …
ভাগলপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক … …
} স্ব স্ব পদোপলক্ষে

জমীদার শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন ঠাকুর।
,, ,, বাবু হরিমোহন ঠাকুর।
সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ আলি।
বারিষ্টার-আট-লা শ্রীযুত বি, ডি, বসু।
উকীল শ্রীযুত বাবু সূর্য্যনারায়ণ সিংহ, বি, এল।
,, ,, বাবু শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল।
,, ,, বাবু শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, বি, এল।
,, ,, তারিণীপ্রসাদ বাবু।
,, ,, বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ, ও বি, এল।
,, ,, বাবু অখিলেশ্বর প্রসাদ, বি, এল।
,, ,, বাবু চন্দ্রশেখর সরকার, এম, এ, ও বি, এল।
,, ,, বাবু চারুচন্দ্র মিত্র, বি, এল।
,, ,, বাবু কীর্ত্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এল।
,, ,, মৌলবী আলি আহম্মদ, বি, এল।
,, ,, মৌলবী আব্দুল গফর।
জমীদার শ্রীযুত শুজায়েৎ আলি খাঁ।
বনেলি রাজের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু ব্রহ্মনাথ সেন।
কমিশানর সাহেবের স্বকীয় আসিষ্টান্ট শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় উক্ত কমিটীর সেক্রেটরীর পদেও নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪ ১৭ জুন।]

OPIUM.—*The 2nd June* 1884.—Mr. R. Fraser, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, attached to the Benares Opium Agency, is allowed leave for three months under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 4th March 1884.

MEDICAL.—*The 27th May* 1884.—Assistant Surgeon Gobind Chunder Chatterjee is appointed to have medical charge of the Civil Station of Maldah, with effect from the afternoon of the 25th March last, during the absence on deputation of Dr. J. Wilson or until further orders.

MUNICIPAL.—*The 31st May* 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Raneegunge Municipality in the district of Burdwan :—

Baboo Shamadhub Mookerjea, | Baboo Troylokho Nath Mookerjea,
Mr. J. J. Doyle.

The 2nd June 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Kooshtea Municipality in the district of Nuddea of Baboo Harish Chunder Roy to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the South Suburban Municipality in the district of the 24-Pergunnahs :—

Baboo Nabin Krishna Ghosal, | Baboo Brindaban Chandra Ghose,
Baboo Shama Bilas Roy Chowdhry.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above Municipality :—

Baboo Umbica Churn Roy, | Baboo Punchanun Banerjea,
Baboo Bhuban Mohan Ghose.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the South Suburban Municipality of Rai Jadub Chunder Ghose Bahadoor to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Dinagepore Municipality :—

1. Rai Radha Gobind Roy Sahib Bahadoor, | 4. Baboo Ram Nath Bhuttacharjee,
2. Moulvie Mahomed Ali Khan, | 5. „ Gopee Benode Das,
3. Baboo Mooraree Lal Bural, | 6. „ Ram Ruttun Patuk,
7. Baboo Hurro Chunder Chuckerbutty.

ROAD CESS.—*The 5th June* 1884.—Rai Kashiprasad is appointed to be a member of the Patna District Road Committee *vice* Kumar Sookhraj Bahadur, deceased.

The following gentlemen are appointed to be members of the Pooree District Road Committee :—

Baboo Nityanunda Das, | Baboo Bhikaree Misra,
Assistant Superintendent of Police, *ex-officio*.

The following notification is republished from the *Assam Gazette* :—

No. 195.—*The 30th May* 1884.—Privilege leave of absence for two months and twenty-nine days, under section 74, Chapter V of the Civil Leave Code, is granted to Mr. W. C. Macpherson, C.S., Assistant Secretary to the Chief Commissioner of Assam from the 23rd June 1884.

F. B PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

FORESTS.—*The 30th May* 1884.—Mr. C. A. G. Lillingston, Assistant Conservator of Forests of the second grade, is appointed to officiate in the fourth grade of Deputy Conservators of Forests with effect from the 7th April.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 17th June* 1884.]

আফীম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২ জুন।—বাণারস আফীমের এজেন্টীতে নিযুক্ত আফীমের আসিষ্টান্ট সব-ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুক্ত আর, ফ্রেসর সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ৪ মার্চ্চ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—রাজকার্য্যোপলক্ষে ডাক্তর শ্রীযুক্ত জে, উইলসন সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত মার্চ্চ মাসের ২৫ তারিখের অপরাহ্ন অবধি মালদহের সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩১ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ মুনিসিপালিটির কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুক্ত বাবু শশাধর মুখোপাধ্যায়। | শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত জে, জে, ডয়লী সাহেব।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ শাখানগর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ ঘোষাল। | শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র ঘোষ।
শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাবিলাস রায় চৌধুরী।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ রায়। | শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন ঘোষ।

দক্ষিণ শাখানগর মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুক্ত রায় যাদবচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করায় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দিনাজপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।—

১। শ্রীযুক্ত রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর।
২। শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ আলি খাঁ।
৩। শ্রীযুক্ত বাবু মুরারিলাল বড়াল।
৪। শ্রীযুক্ত বাবু রামনাথ ভট্টাচার্য্য।
৫। শ্রীযুক্ত বাবু গোপীবিনোদ দাস।
৬। শ্রীযুক্ত বাবু রামরতন পাঠক।
৭। শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—কুমার সুখরাজ বাহাদুরের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসাদ পাটনা জিলার পথকমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পুরী জিলার পথকমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যানন্দ দাস। | শ্রীযুক্ত বাবু ভিকারী মিশ্র।
পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট স্বীয় পদোপলক্ষে।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১৯৫ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—আসামের প্রধান কমিশনর সাহেবের আসিষ্টান্ট সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত ডবলিউ, সি, মাকফার্সন সাহেব, সি, এস, সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৭ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন অবধি দুই মাস ঊনত্রিংশ দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

বনবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট বনরক্ষক শ্রীযুক্ত সি, এ, জি, লিভিংষ্টন সাহেব ৭ আপ্রিল অবধি ডেপুটী বনরক্ষকদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

NOTIFICATION.

The 9th June 1884.—In supersession of the notification of the 11th March 1884, published at page 441, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 12th March 1884, the following notification is published for general information :—

Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of docks for sea-going and inland vessels with warehouses for goods and a railway to connect such docks and warehouses with an extension of the South-Eastern Railway, it is hereby declared that for the above purposes a piece of land, measuring more or less 2,500 bighas, and bounded as follows, is required :—

On the North by the Garden Reach road from Whatgunge road to Moteejheel. The eastern boundary of the land commencing from Garden Reach road, runs along Whatgunge road to Puddopookur road, where it turns south on the Puddopookur road as far as the south end of Puddoopokur tank. It then turns west on the road to the south of Puddopookur tank, from the south-west corner of which tank it joins Bissessur Mookerjee's lane by a line running due south. The boundary line then follows Bissessur Mookerjee's lane to its junction with Nullooaparra lane, along which it runs as far as the Circular Garden Reach road. From the end of Nulloaparra lane it follows the Circular Garden Reach road or a distance of more or less 150 feet, and then again turns south skirting the western boundary of Bhookylas till it meets the Hurrobass road. The boundary line then runs east on the Hurrobass road as far as Bhookylas road, which it follows to the junction of that road with the Budge Budge road. From this point the boundary is a straight line to a point on the west side of Diamond Harbour road 700 feet to the north of its junction with the Doorgapore road. The line then runs straight from this point to the junction of the Moyerpore road with the Moyerpore lane, and then follows the south side of Moyerpore lane to Tolly's Nullah. The boundary line then follows the west bank of Tolly's Nullah for a length of 1,000 feet when it turns west in a straight line to the junction of the Tollygunge and Shapore roads. The boundary then follows the Shapore road. Goragatchee road, Taratollah road, and Sonai third lane, to the junction of the latter with the Garden Reach Circular road. At the Circular Garden Reach road the boundary line again turns to the east and follows this road as far as Meethapookur road, where it turns north along the Meethapookur road to the north-west corner of Meethapookur tank. From this point to Garden Reach road the boundary is the west bank of Moteejheel tank.

This declaration is made under the provisions of Part II, section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land may be inspected in the office of the Deputy Collector for Railways at the Board of Revenue.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 2nd June 1884.—It is hereby notified for general information that, under the provisions of section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor declares the ferry over the Panar river, on the road from Belgatchi to Chandpore, in the district of Purneah, to be a public ferry.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

ERRATUM.

The 6th June 1884.—In the Government notification dated the 3rd April 1884 published at page 504, part I of the *Calcutta Gazette* of the 9th idem, appointing Baboo Otool Chunder Chuckerbutty to be a member of, and Assistant Secretary to, the Bundipore Dispensary Committee, for "Baboo Otool Chunder Chuckerbutty" read "Baboo Otool Chunder Chatterjea."

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 17th June* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—১৮৮৪ সালের ১৮ মার্চের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সমুদ্রগামি ও দেশমধ্যগামি জাহাজের গুদামঘর সুদ্ধ ডক এবং সৌথ ইষ্টর্ণ রেলওয়ে বৃদ্ধি করিয়া ঐ ডকের ও গুদাম ঘরের সঙ্গে সংযোগার্থ রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ন্যূনাধিক ২,৫০০/ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন, উক্ত ভূমির সীমা এইং—

উত্তর সীমা ওয়াটগঞ্জ পথ অবধি মতিঝিল পর্য্যন্ত মুচিখোলা পথ, পূর্ব্ব সীমা মুচিখোলা পথ হইতে আরম্ভ হইয়া ওয়াটগঞ্জ পথের সঙ্গেং পদ্মপুকুর পথ পর্য্যন্ত গিয়া পদ্মপুকুর পুষ্করিণীর দক্ষিণ দিকের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত পদ্মপুকুর পথে দক্ষিণমুখে যায়। পরে ইহা পদ্মপুকুর পুষ্করিণীর দক্ষিণদিকে ঐ পথে পশ্চিম মুখে ফিরিয়া ঐ পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণহইতে খাড়া দক্ষিণগামি এক রেখাক্রমে বিশেশ্বর মুখুর্য্যার লেনে মিলে। সীমায় রেখাপরে মাজুরাপাড়া লেনের সহিত বিশেশ্বর মুখুয্যার লেনের সংযোগ স্থান পর্য্যন্ত বিশ্বেশ্বর মুখুয্যার লেনের সঙ্গেং যায় ও মাজুরাপাড়া লেনের সঙ্গেং সরকুলার গার্ডন রীচ পথ পর্য্যন্ত যায়। মাজুরাপাড়া লেনের শেষ ভাগহইতে ন্যূনাধিক ১৫০ ফুট পর্য্যন্ত সরকুলার গার্ডন রীচ পথের সঙ্গেং যায় ও পরে আবার দক্ষিণমুখে ফিরিয়া ভুকৈলাসের পশ্চিম সীমার ধারেং হরণাস পথে না মিলন পর্য্যন্ত যায়। সীমার রেখা পরে ভুকৈলাসপথ পর্য্যন্ত হরদাস পথে পূর্ব্বমুখে যায়। বজবজের পথের সহিত ভুকৈলাস পথের সংযোগ স্থান পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গেং চলে। এই স্থান হইতে কলাগাছি পথের পশ্চিমদিকের বিশেষস্থান পর্য্যন্ত সীমা সরল রেখা হয় ঐ বিশেষ স্থান দুর্গাপুর পথের সঙ্গে কলাগাছী পথেরসংযোগ স্থানের উত্তর দিকে ১০০ ফুট দূরবর্ত্তী। পরে ঐ রেখা এই স্থান হইতে ময়েরপুর লেনের সঙ্গে ময়েরপুর পথের সংযোগ স্থান পর্য্যন্ত সরলভাবে যায়, ও পরে ময়েরপুর লেনের দক্ষিণদিকের সঙ্গেং টালীর নালা পর্য্যন্ত যায়। সীমার রেখা পরে টালীর নালার পশ্চিমতটের সঙ্গেং ১০০০ ফুট দূরে গিয়া টালীগঞ্জ ও সাপুর পথের সংযোগ স্থান পর্য্যন্ত সরল রেখায় পশ্চিম মুখে ফিরে। সীমা পরে সাপুরপথের গোরাগাছি পথের, তারা টোলাপথের ও সোনাই তৃতীয় লেনের সঙ্গেং গার্ডন রীচ সরকুলার পথের সহিত সোনাই তৃতীয় লেনের সংযোগ স্থান পর্য্যন্ত যায়। সরকুলার গার্ডন রীচ পথে সীমার রেখা আবার পূর্ব্ব মুখে ফিরিয়া এই পথের সঙ্গেং মিঠাপুকুর পথ পর্য্যন্ত যায়, এই স্থানে উত্তর মুখে ফিরিয়া মিঠাপুকুর পথের সঙ্গেং মিঠাপুকুর পুষ্করিণীর উত্তর-পশ্চিম কোণ পর্য্যন্ত যায়। এই স্থান হইতে গার্ডনরীচ পথ পর্য্যন্ত সীমা মতিঝিল পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড় হয়।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ২ অধ্যায়ের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

উক্ত ভূমির নক্সা রেবিনিউ বোর্ডে রেলওয়ের ডেপুটী কালেক্টরের আফিসে দেখা যাইতে পারিবে।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব পূর্ণিয়া জিলার অন্তর্গত বেলগাছী হইতে চাঁদপুর পর্য্যন্ত পথে পানার নদীর খেয়া ঘাট ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ও ধারার বিধানমতে সরকারী খেয়া ঘাট বলিয়া প্রকাশ করিলেন

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

অশুদ্ধশোধন

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।—বহ্নীপুর ঔষধালয় কমিটীর মেম্বর ও আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদে শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে নিযুক্ত করণ বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আপ্রিলের গবর্ণমেণ্টের যে বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১৫ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৭৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যায় তাহাতে "শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী" এই নামের পরিবর্ত্তে "শ্রীযুক্ত বাবু অতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" পাঠ করিতে হইবে।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

NOTIFICATION.

The 6th June 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, under clause 2, section 34, Act V (B.C.) of 1876, to vest in the Commissioners of the Pooree Municipality the charitable dispensary situated within that municipality, the said dispensary not being private property or the property of any religious institution or society.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 4th June 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz., for a well for flushing the net-work of pipe sewers north of Goopee Kristo Pal's Lane, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, No. 18, Goopee Kristo Pal's Lane, measuring more or less one chittack and five square feet only, situated in the Town of Calcutta in the district of the 24-Pergunnahs, is required. The land is bounded as follows :—On the north and west by public filled up drains, and on the south and east by premises No. 18, Goopee Kristo Pal's Lane.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land to be acquired is filed in the office of the Corporation of the Town of Calcutta.

E. N. BAKER,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th June 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, *viz.*, for improving Old Court House Lane, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, No. 2, Lyon's Range, measuring more or less 4 chittacks and 22½ square feet only, is required in the town of Calcutta, district 24-Pergunnahs. The land is bounded on the north and west by No. 2, Lyon's Range, on the south by Lyon's Range, and on the east by Old Court House Lane.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan and specification of the land to be acquired is deposited in the office of the Municipal Commissioners for the town of Calcutta.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Third Publication.]

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 38, Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B C.) of 1884, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to confirm the following bye-laws, which have been framed for the town of Gurbetta, in the district of Midnapore, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the said town of Gurbetta.

[*Government Gazette,* 17*th June* 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে পুরী মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে দাতব্য ঔষধালয় আছে, তাহা ব্যক্তি বিশেষের বা ধর্ম্মালয়ের বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি না হওয়াতে বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৪ ধারার ২ প্রকরণমতে উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের প্রতি অর্পণ করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ গোপীকৃষ্ণ পালের লেনের উত্তরদিকে মল-নির্গত হইবার নলশ্রেণী পরিষ্কার করণার্থে কূপ করিবার জন্যে কলিকাতা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কলিকাতা নগরে ন্যূনাধিক ./০ ছটাক ৫ বর্গফুট মাত্র পরিমিত (গোপীকৃষ্ণ পালের লেনে ১৮ নং;) একখণ্ড ভূমিপ্রয়োজন। উক্ত সীমা এই২—উত্তর ও পশ্চিম সীমা সরকারী ভরাট করা নর্দ্দমা, এবং দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভূমির সীমা গোপীকৃষ্ণ পালের লেনের ১৮ নং বাড়ী।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

প্রয়োজনীয় ভূমির নকশা কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ই, এন, বেকার

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন

১৮৮৪ সাল ৭ জুন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ওলড কোর্ট হৌস লেনের উৎকর্ষ সাধনার্থে কলিকাতা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। মাত্র পূর্ব্বোক্তকার্য্যের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কলিকাতা নগরে ন্যূনাধিক ।০ ছটাক ২২।। বর্গফুট পরিমিত লিয়ন্স রেঞ্জে ২ নং একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পশ্চিম সীমা ২ নং লিয়ন্স রেঞ্জ, দক্ষিণসীমা লিয়ন্স রেঞ্জ, এবং পূর্ব্ব সীমা ওলড কোর্ট হৌস লেন।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

প্রয়োজনীয় ভূমির নকশা ও বিশেষ বিবরণ কলিকাতা নগরের মুনিসিপল কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ই, এন, বেকার

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা এবং ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ১ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতানগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্ত-মতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে উক্ত আইনমতে নিযুক্ত উক্ত নগরের স্বাস্থ্যরক্ষকের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871 FOR THE TOWN OF GURBETTA, IN THE DISTRICT OF MIDNAPORE.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out the provisions of Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Gurbetta.

1. The provisions of this Act shall be carried out by a Committee consisting of three official and three non-official members appointed for that purpose by Government.

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the local Government.

3. In the event of the death, removal, or resignation of any member of the Committee during his year of office an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. The Committee shall meet for the transaction of business in the office of the local Sub-Registrar or Honorary Magistrate, who is the Chairman of the Committee, on the 15th of each month, or, if that date fall on a Sunday or holiday, on the next succeeding open day provided that it shall be lawful for the Chairman to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be issued to the members by the Chairman three clear days before hand.

6. No question shall be decided at any meeting unless its substance has been included in the notice prescribed in Rule 5.

7. Every question shall be decided by a majority of votes. In the event of an equal division, the Chairman shall have a casting vote.

8. The proceedings of every meeting shall be recorded in a book to be kept by the Chairman for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October of each year a budget of the probable receipts and expenditure of the ensuing financial year, together with the opening and closing balances, shall be submitted to the Magistrate for the sanction of Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate an amount not exceeding Rs. 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year the Chairman shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. The report should be submitted through the District Magistrate and the Commissioner to Government.

PART IV.

13. If any person shall carry night-soil or other offensive matter through the town otherwise than in a closely covered receptacle, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

[*Government Gazette*, 17*th June* 1884.

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতানগরের নিমিত্ত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৭ ধারামত উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সকল করণকার্য্যে সাহায্যার্থ গড়বেতানগরে কমিটী নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত রাজকীয় পদধারি তিন জন কার্য্যকারকের ও যাঁহারা রাজকীয় কার্য্যকারক নহেন ঐরূপে নিযুক্ত এমত তিন জনের কমিটী দ্বারা এই আইনের বিধান কার্য্যে পরিণত করা যাইবে।

২। আগামী রাজকীয় বৎসরে যেং ব্যক্তি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ প্রতি বৎসরের মার্চ্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ প্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক তৎস্থানে কমিটীর মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক না হইলে কমিটীর অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কার্য্য চালাইবার বিধি।

৪। স্থানীয় সব-রেজিষ্ট্রার বা অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট যিনি কমিটীর সভাপতি হন তাঁহার আফিসে মাসের ১৫ তারিখে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে। সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি বন্দের দিন হইলে তৎপশ্চাৎ যে দিনে আফিস খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন হইবে। কিন্তু সভাপতি মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় অন্ততঃ তাহার সম্পূর্ণ তিন দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বরকে ঐ অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট নোটিসে বিবেচ্য বিষয়ের ভাব নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতানুসারে প্রত্যেক বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। সমসংখ্যক ব্যক্তিদের মতভেদ হইলে সভাপতি দ্বিতীয় মত দিতে পারিবেন।

৮। সভাপতি একখানা বহী রাখিবেন, তন্মধ্যে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্য্যের বিবরণ লিখিতে হইবে।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি।

৯। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে বৎসরের প্রথম ও শেষ যাহা উদ্বর্ত্ত থাকে তাহা সুদ্ধ আগামি রাজস্বসম্পর্কীয় বৎসরের সম্ভাবিত জমার ও খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনার্থে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটী গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হয় ও বৎসরং তাহার সমালোচনপত্র কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা যায়।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা কি অন্য রোগের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও বিশেষ আমলাগণ নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতে পারে ইত্যাদি কারণ বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে, অত্যাবশ্যক স্থলের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া শতকরা ২৪৭ টাকার অনধিক ধরিতে হইবে।

১২। নগর সৌষ্ঠব ও পরিষ্কার করণের কিং কার্য্য করা গিয়াছে তাহাও কত টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাহার বিস্তারিত হিসাব ও বৎসরের অবসানে কত টাকা উদ্বর্ত্ত রহিল তাহা লিখিয়া সভাপতি বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য্য কিরূপে চলিয়াছে প্রতিবৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। ঐ রিপোর্ট জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

১৩। কোন ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে বদ্ধ আধার ভিন্ন অন্য প্রকারে নগরের মধ্য দিয়া বিষ্ঠা বা দুর্গন্ধজনক অন্য দ্রব্য লইয়া গেলে তাহার ৫৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

14. The Committee shall open a register of the sweepers engaging for various parts of the town, specifying the name or names of the sweepers engaging for each part and responsible for its cleanliness, and shall supply each sweeper with a metal ticket bearing his number painted on it, and the section of the town to which he is attached, the spots fixed under section 24 of the Act, in which they are bound to deposit dirt, and any other detail that may seem necessary. Any sweeper neglecting to remove night soil from any part of the quarter for which he is responsible once in twenty-four hours shall be liable for each omission to a fine not exceeding Re 1.

15. If any person shall bury or allow to be buried, within the limits of the town of Gurbetta night-soil or other offensive matter, or leave it within the premises occupied by him beyond such time as may be fixed by the Magistrate, he shall be liable to fine which may extend to Rs. 20, provided that this penalty shall not extend to manure heaps until notices to remove them have been issued by the Health Officer. The Chairman of the Committee may issue notice ordering any person to remove any offensive matter that may be buried on the premises occupied by him within a specific term. Any person neglecting to comply with such notice shall be liable to a daily fine not exceeding Rs. 2 from the date of the expiry of notice.

16. If any person shall dispose, or cause to be disposed of, within the limits of the town of Gurbetta any corpse, or part of a corpse, otherwise than by burning or burying it at or in some burning or burial ground, specially set apart for that purpose, and fixed by the Chairman of the Committee with the assent of the Health Officer, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

17. Any perons allowing land or premises occupied by him within the limits of the town of Gurbetta to be used as a camping place for cattle or carts or any beasts of draught or burden shall be bound to permit such premises to be inspected by the Health Officer or Chairman of the Committee, or any officer they may depute, and shall be liable to any penalty provided for any infringement of the laws or bye-laws committed on his premises.

18. Whoever shall offer for sale fish unfit for food, or shall offer for sale any fish in any part of the town except in places notified by the Magistrate, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

Part V.

Miscellaneous.

19. At each monthly meeting of the Committte one or more members shall be appointed to supervise the working of the Act during the calender month next following.

20. The remarks and orders of the working member or members for each month, and the remarks of inspecting officers, shall be entered in the minute book prescribed in Rule 7.

21. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

22. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws

23. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in Uriya, Hindustani, and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

24. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

25. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No.

Proprietor or (Manager) A. B.

Licensed to accommodate—Lodgers. ***Signature.***

[*Government Gazette*, 17*th June* 1884.]

১৪। কমিটী নগরের নানা অংশে নিযুক্ত মেতরদের এক রেজিষ্টর খুলিবেন, প্রত্যেক অংশে যে বা যে২ মেতর নিযুক্ত হইবে তাহার বা তাহাদের নাম তাহাতে লেখা থাকিবে, তাহারা তাহা পরিষ্কার রাখিবার দায়ী হইবে ও কমিটী প্রত্যেক জন মেতরকে ধাতুময় টিকিট দিবেন, সেই টিকিটে তাহার নম্বর ও নগরের যে ভাগে সে নিযুক্ত, তাহাও আইনের ২৪ ধারামতে নির্দ্দিষ্ট যে স্থানে ময়লা ফেলিতে হইবে সেই স্থানের কথা ও অন্য যে কথা লেখা আবশ্যক বোধ হয় তাহা রংদিয়া লেখা থাকিবে। কোন মেতর পল্লীর যে অংশের নিমিত্ত দায়ী সেই অংশের বিষ্ঠা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার ফেলাইতে শৈথিল্য করিলে যত বার করে তাহার প্রত্যেক বারের নিমিত্ত তাহার ১৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৫। কোন ব্যক্তি যদি গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে বিষ্ঠা কিম্বা দুর্গন্ধজনক অন্য দ্রব্য পোঁতে বা পুঁতিতে দেয় কিম্বা মাজিষ্ট্রেট যে সময় নিরূপণ করিয়া দেন তাহার অধিক কাল আপন বাটীর মধ্যে রাখে, তাহা হইলে তাহার ২০৲ বিশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষক সারের গাদা স্থানান্তর করিবার নোটিস না দিলে এই দণ্ড তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না। কোন ব্যক্তি আপন বাড়ীর মধ্যে দুর্গন্ধজনক কোন দ্রব্য পুঁতিলে কমিটীর সভাপতি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা করিয়া নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই নোটিস অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে শৈথিল্য করিলে নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইবার তারিখ অবধি দিন প্রতি তাহার ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৬। কমিটীর সভাপতি স্বাস্থ্যরক্ষকের সম্মতিক্রমে শবদাহ করিবার কি কবর দিবার নিমিত্ত গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে স্বতন্ত্র যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন কোন ব্যক্তি সেই স্থানে কোন শব বা শবের কোন অংশ দাহ না করিয়া বা কবর না দিয়া অন্য স্থানে তাহা লইয়া কার্য্য করিলে বা করাইলে তাহার ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৭। কোন ব্যক্তি গড়বেতা নগরের সীমার অন্তর্গত আপন দখলী ভূমি বা বাটী গবাদি, গরুরগাড়ী কিম্বা গাড়ির বা ভারবাহী কোন পশু রাখিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইতে দিলে সেই ভূমি বা বাটী স্বাস্থ্যরক্ষককে বা কমিটীর সভাপতিকে কিম্বা তাঁহাদের প্রেরিত কোন কর্ম্মচারীকে দেখিতে দিতে বাধ্য থাকিবেন, ও তাঁহার বাড়ীতে আইন বা উপবিধি লঙ্ঘন করা গেলে তজ্জন্য যে দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে তাঁহার সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

১৮। কোন ব্যক্তি আহারের অনুপযুক্ত মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট বিজ্ঞাপন দিয়া যে২ স্থান নির্ণয় করিয়াছেন তদ্ভিন্ন নগরের কোন অংশে কোন মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে তাহার ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৯। কমিটীর প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে পঞ্জিকামত তৎপর মাসে আইনের কার্য্য কিরূপে চলে ইহা পর্য্যবেক্ষণার্থে এক বা অধিক জন মেম্বর নিযুক্ত হইবেন।

২০। কার্য্যকারি এক বা অধিক জন মেম্বরের প্রত্যেক মাসের মন্তব্য ও আজ্ঞা এবং পরিদর্শনকারী কর্ত্তৃপক্ষদের মন্তব্য ৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যবিবরণের বহীতে লিখিতে হইবে।

২১। যে ব্যক্তি বাসাবাড়ী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন তিনি এই আইনের এক কেতা ও ১৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট এক কেতা ছাপা নোটিস ক্রয় করিবেন। সেই নোটিস এই বিধির A চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

২২। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিষ্টরের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

২৩। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়া ও তাহার মধ্যে কতজন যাত্রী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এই২ কথা তক্তায় উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট লিখিত হইয়া সেই২ ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই তক্তায় স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

২৪। স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব আজ্ঞা দিলে বাসাবাড়ীর বা হোটেলের প্রত্যেক জন রক্ষক এক২ খানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। তথায় যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে ঐরূপ এক২ খান টিকিট দিতে হইবে।

২৫। এই আইনের কার্য্যপক্ষে আপ্রিল মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্সপত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী নম্বর।

মালিক (বা কার্য্যাধ্যক্ষ) ক, খ।

এত জন যাত্রিদের স্থান দিবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and name of lodging-house.	Result of inspection.	Orders by Magistrate or Health Officer.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Third Publication.]

NOTIFICATION.

The 13th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 311, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Sitamarhee Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Municipal Commissioners, under section 313 of the Act, for that municipality :—

BYE-LAWS

1. An ordinary general meeting of the Commissioners shall be held on the 1st Saturday in every month.

2. The collecting officer taking the money in payment of any demand shall give a receipt for it.

3. The Commissioners shall have power to inflict, for neglect of duty, a fine not exceeding one month's pay upon any person employed by them.

4. No owner or occupier of any house, land or premises, in or on which any privy may be situated, shall allow night-soil, urine, filth, of any kind to flow or be discharged from such privy into any drains, water-course, river, tank, hollow or excavation (or any place containing waste and stagnant water).

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

5. No person shall throw, deposit or discharge any night-soil, sewage or the contents of any drain, privy or cesspool into any river, tank, khal, water-course or receptacle for water, or dispose of the above mentioned kinds of offensive matters in any other way than as the Commissioners may from time to time direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

6. No person shall burn, or cause to be burnt, any corpse on any ground which is not especially provided and defined for the purpose, and no person shall bury a corpse in a grave less than 4½ feet deep, so that there may be 3½ feet of earth over the corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

7. Every person who shall bring or convey, or cause to be brought or conveyed, any corpse or part thereof to any burning ground shall burn, or cause the same to be burnt within three hours after its arrival at the said burning ground.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

8. The persons who bring a corpse to be burnt shall cause the same, together with all clothes and other coverings of the corpse, to be completely reduced to ashes. Provided that where such persons through poverty are unable to provide means for completely reducing such corpse and coverings to ashes, they shall permit (or shall cause, if the Commissioners do not undertake this duty) such corpse and coverings to be forthwith buried within ground specially provided (by the Municipal Commissioners) for the purpose.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[*Government Gazette,* 17*th June* 1884.]

B চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৫ ধারামতে পরিদর্শনের রেজিস্টরের পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারী কার্য্যকারকের নাম।	বাসাবাড়ীর নম্বর ও নাম।	পরিদর্শনের ফল।	ম্যাজিষ্ট্রেট বা স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের আজ্ঞা।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১৭ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতা-ক্রমে কার্য্য করিয়া এবং সীতামঢ়ী মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশ্যনরদের অনুরোধক্রমে তিনি উক্ত আইনের ৩১১ ধারামতে উক্ত মুনিসিপল কমিশ্যনরদের প্রণীত উক্ত মুনিসিপালিটীর নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।—

উপবিধি।

১। প্রতি মাসের প্রথম শনিবারে কমিশ্যনরদের নিয়মিত সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

২। টেক্স আদায়কারি কোন কর্ম্মচারী কোন দাওয়ার পরিশোধে টাকা লইলে তাহার রসীদ দিবেন।

৩। কমিশ্যনরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্ম্মে শৈথিল্য করিলে তাঁহারা তাহার এক মাসের বেতনের অনধিক দণ্ড করিতে পারিবেন।

৪। কোন স্বামির কি দখীলকারের ঘরের কি বাড়ীর মধ্যে পাইখানা থাকিলে তিনি কোন নর্দ্দমায়, জলপ্রণালীতে, নদীতে, পুষ্করিণীতে, গর্ত্তে বা খাতে কিম্বা যাহাতে অকস্মাৎ ময়লা জল দাঁড়ায় এমত কোন স্থানে সেই পাইখানার বিষ্ঠা মূত্র কি কোন প্রকার ময়লা দ্রব্য যাইতে কি পড়িতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫। কোন ব্যক্তি বিষ্ঠা কি নর্দ্দমার ময়লা দ্রব্য কিম্বা কোন নর্দ্দমার কি পাইখানার কিম্বা কোন গলিজকুণ্ডের দ্রব্য কোন নদীতে, পুষ্করিণীতে, খালে, কি জলস্রোতে কি জলাধারে ফেলিবেন কি রাখিবেন কি পড়িতে দিবেন না, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দুর্গন্ধজনক দ্রব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে বলিয়া মুনিসিপল কমিশ্যনরেরা সময়ে২ আদেশ করেন তদ্ভিন্ন অন্যরূপে কার্য্য করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬। শব দাহ করিবার নিমিত্ত যে স্থান বিশেষমতে রক্ষিত ও নির্দ্দীত হয় নাই কোন ব্যক্তি এমত কোন স্থানে কোন শব দাহ করিবেন বা করাইবেন না, এবং কোন ব্যক্তি ৪॥ ফুটের কম গভীর কোন কবরে শব পুঁতিবেন না, কেন না শবের উপর ৩॥ ফুট মাটি চাপা দিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭। কোন ব্যক্তি শব দাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিলে কি বহন করিলে কি আনাইলে কি বহন করাইলে সেই স্থানে আনিবার পর তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহা দাহ করিবে কি করাইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮। দাহ করিবার জন্যে যাঁহারা শব আনয়ন করেন তাঁহারা শবের বস্ত্র ও অন্যান্য আচ্ছাদন সুদ্ধ সমুদয় দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ করাইবেন। কিন্তু দরিদ্রতা নিবন্ধন যাঁহারা শব ও আচ্ছাদন ভস্মসাৎ করিবার খরচ দিতে অপারক হন মুনিসিপল কমিশ্যনরেরা শবাদি প্রোথিত করিবার জন্যে বিশেষমতে যে স্থান রাখিয়াছেন তাঁহারা সেই স্থানে অবিলম্বে তাহা পুঁতিতে দিবেন বা (কমিশ্যনরেরা সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ না করিলে) পোড়াইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

9. No person shall remove from any burial ground or (except for the purpose of burial as aforesaid) from any burning ground any clothes or coverings brought to such burial or burning ground with a corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

10. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway unless it be decently covered and totally concealed from view.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

11. No persons while carrying any corpse, or a part of a corpse, shall, except for the purpose of temporarily resting themselves, deposit it on or near any public highway.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

12. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance or discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5; penalty for continued infringement after notice Re. 1, daily.

13. The Commissioners may give notice, in writing, to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct, and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Re. 1 until such requisition be complied with.

14. No persons shall allow any pigs to be at large in any public place, except when they are being removed from one place to another.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

15. No person shall enlarge or deepen any existing tank, drain, channel or other excavation without the permission of the Commissioners.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

16. No person shall cut sods or grass, or remove earth or grass, from the margin of any public road or from any public drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

17. No person shall let off any fire-balloons, fire-works or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

18. No cart laden with bamboos shall use the public road within the limits of the municipality, unless it is attended by another man besides the driver.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Third Publication.]

NOTIFICATION.

The 13th May 1884.—In the exercise of the powers conferred on him by section 38 of Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor approves and confirms the following bye-laws, which have been framed for the town of Raneegunge, in the district of Burdwan, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the town of Raneegunge:—

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Raneegunge.

1. A Committee consisting of four official and four non-official members shall be appointed to assist the Sub-Divisional Officer and Health Officer in carrying out the provisions of the Act.

[*Government Gazette*, 17*th June*, 1884.]

৯। কোন ব্যক্তি শবের সঙ্গে আনীত কোন বস্ত্র বা আচ্ছাদন দ্রব্য কবর স্থান বা দাহ করিবার স্থানে পূর্ব্বোক্ত রূপ প্রোথিত করিবার অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে কোন কবর স্থান হইতে কিম্বা শবদাহ স্থান হইতে স্থানান্তর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

১০। কোন ব্যক্তি কোন শব কি শবের অঙ্গ উপযুক্তমতে না ঢাকিয়া ও সাধারণের দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া কোন রাজ পথ দিয়া লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

১১। লোকে শব বা শবের কোন অংশ বহন করিবার সময়ে কিয়ৎকাল বিশ্রামার্থ ভিন্ন অন্য হেতুতে কোন রাজ পথে বা তন্নিকটে তাহা নামাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

১২। কোন ঘরের কি গোশালার ছাদের জল পড়িয়া যাহাতে কোন সরকারী পথের বা নর্দ্দমার হানি হয় কিম্বা হানি হইবার সম্ভাবনা কোন ব্যক্তি জল যাইবার বা নির্গত হইবার এমত নল বা অন্য বিষয় বসাইবেন না কিম্বা অন্যকে বসাইতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১৲ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৩। কোন পথের বা নর্দ্দমার হানিজনকভাবে কোন ঘরের ছাদের জল পড়িবার এক বা অধিক নল এখন লাগান থাকিলে, কমিশনরেরা ঐ ঘরের স্বামির উপর লিখিত নোটিস দিয়া তাঁহাদের আদেশমতে ৭ সাত দিনের মধ্যে ঐ নল তুলিয়া ফেলিবার বা পরিবর্ত্তন করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; ও কোন ব্যক্তি ঐ নোটিস অনুযায়ি কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করিলে তাঁহার ১০৲ দশ টাকার অনধিক দণ্ড, ও যত দিন সেই আদেশমত কর্ম্ম করা না যায় তাহার দিন প্রতি তাঁহার ১৲ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪। কোন ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার সময় ভিন্ন সরকারী কোন স্থানে শূকর ছাড়িয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৫। এখন যে পুষ্করিণী, নর্দ্দমা, জলপথ বা অন্য খাত আছে কোন ব্যক্তি কমিশনরদের অনুমতি বিনা তাহা বৃদ্ধি বা গভীর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৬। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের পার্শ্ব হইতে বা সরকারী কোন নর্দ্দমা হইতে ঘাসের চাপড়া কি ঘাস কাটিবেন না বা মাটী বা ঘাস উঠাইয়া লইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৭। মুনিসিপল কমিশনরদের অনুমতি না পাইলে কিম্বা কমিশনরেরা যেরূপে আদেশ করেন তদ্ভিন্ন অন্যরূপে কোন ব্যক্তি সরকারী কোন রাস্তায় কি রাস্তার নিকট অগ্নির বেলুন কি আতসবাজি কি আগ্নেয় অস্ত্র ছুড়িবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

১৮। গাড়োয়ান ভিন্ন আর এক জন লোক সঙ্গে না থাকিলে কোন গরুর গাড়ী বাঁশ বোঝাই করিয়া মুনিসিপালিটীর সীমার অন্তর্গত সরকারী পথ দিয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৲ টাকার অনধিক দণ্ড।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইনদ্বারা ও ৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ১ আইনদ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ নগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্তমতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে এই আইনমতে নিযুক্ত স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের সম্মতি ক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি অনুমোদন ও দৃঢ় করিলেন।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৭ ধারামত উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সফল করণকার্য্যে সাহায্যার্থ রাণীগঞ্জ নগরে কমিটী নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। এই আইনের বিধান সকল করণকার্য্যে মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের সাহায্য করণার্থ রাজকীয় চারিজন কার্য্যকারককে ও যাঁহারা রাজকীয় কার্য্যকারক নহেন এমত চারিজনকে লইয়া কমিটী নিযুক্ত করা হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the Local Government.

3. In the event of the death, removal or resignation of any member of the Committee during his year of office, an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member, his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. A meeting of the Local Committee appointed by the Local Government to assist the Sub-Divisional Officer and the Health Officer to carry out the provisions of the Act shall be held for the transaction of business and inspection of accounts at the sub-divisional office on the 15th of every month not being a Sunday or holiday, in which case the meeting shall be held on the next open office day, provided that it shall be lawful for the Sub-Divisional Officer to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be given to each member at least four clear days before the day appointed for the meeting.

6. No question shall be finally decided on the first occasion it is brought before the Committee, unless the nature of the question has been fully described in the notice prescribed by the last bye-law.

7. The subject or subjects brought before the Committee shall be decided by a majority of votes. In the event of divisions, the Sub-Divisional Officer, or, in his absence, the Health Officer, shall have a casting vote.

8. The Health Officer shall be *ex-officio* Secretary to the Committee, and the Sub-Divisional Officer, President. The proceedings of every meeting shall be recorded by the Secretary in a book kept for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October in each year, a budget of probable receipts and of proposed expenditure during the ensuing year shall be submitted for the sanction of the Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate, an amount not exceeding 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12 At the close of every year, the Sub-Divisional Officer shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. This report shall be forwarded through the Commissioner to Government.

PART IV.

Miscellaneous.

13. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 of the Act, which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

14. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

[*Government Gazette*, 17*th June* 1884.]

২। রাজকীয় কোন বৎসরে যেই ব্যক্তি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ তৎপূর্ব্ব বৎসরের মার্চ্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ প্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক তৎস্থানে কমিটীর মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক না হইলে কমিটীর অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কার্য্য চালাইবার বিধি।

৪। আইনের বিধান সকল করণকার্য্যে মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের সাহায্য করণার্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে স্থানীয় কমিটী নিযুক্ত করেন তাঁহারা প্রতি মাসের ১৫ তারিখে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার ও হিসাব দেখিবার জন্যে মহকুমার কর্তৃপক্ষের কাছারীতে অধিবেশন করিবেন। সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি বন্দের দিন হইলে, তৎপশ্চাৎ যে দিনে কাছারী খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন করিবেন। কিন্তু মহকুমার কর্তৃপক্ষ মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় তাহার অন্ততঃ সম্পূর্ণ চারি দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বরকে ঐ অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ইহার পূর্ব্ব ধারায় যে নোটিস দিবার বিধান হইয়াছে তন্মধ্যে অধিবেশনকালীন বিবেচ্য বিষয়ের ভাব সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, কোন বিষয় প্রথমবার কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত করা গেলেই চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। কমিটীর সম্মুখে যে কোন বা যেই২ বিষয় উপস্থিত করা যায় কমিটীর অন্তর্গত অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতানুসারে সেই বা সেই২ বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। মতভেদ হইলে মহকুমার কর্তৃপক্ষ কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব দ্বিতীয় মত দিতে পারিবেন।

৮। স্বীয় পদোপলক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব কমিটীর সেক্রেটরী ও মহকুমার কর্তৃপক্ষ সভাপতি হইবেন। সেক্রেটরী একখানা বহী রাখিয়া তন্মধ্যে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্য্যের বিবরণ লিখিবেন।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি।

৯। প্রতিবৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে আগামি বৎসরের সম্ভাবিত জমার ও প্রস্তাবিত খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনার্থে অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটী গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হওয়া ও বৎসরই তাহার সমালোচনপত্র কমিশনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা আবশ্যক।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা কি অন্য রোগের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও বিশেষ আমলাগণ নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে অত্যাবশ্যক স্থলের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া শত করা ২৫ টাকার অনধিক ধরিতে হইবে।

১২। নগর সৌষ্ঠব ও পরিষ্কার করণের কি২ কার্য্য করা গিয়াছে তাহা ও কত টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাহার বিস্তারিত হিসাব ও বৎসরের অবশেষে কত টাকা উদ্বর্ত্ত রহিল তাহা লিখিয়া মহকুমার কর্তৃপক্ষ বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য্য কিরূপে চলিয়াছে প্রতি বৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। এই রিপোর্ট কমিশনর সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৩। যে ব্যক্তি বাসাবাড়ী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন, তিনি এই আইনের এককেতা ও আইনের ১৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট এককেতা ছাপা নোটিস আনাইয়া লইবেন। সেই নোটিস এই উপবিধির A চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

১৪। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিস্টরের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

15. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in English and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

The penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 2 daily.

16. Every lodging house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

17. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No. .

Proprictor (or Manager) A. B.

Licensed to accommodate ——— Lodgers.

Signature.

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and name of lodging-houses.	Result of inspection.	Order by Magistrate or Health Office

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Third Publication.]

NOTIFICATION.

The 15th May [illegible].—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 314 of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Commissioners of the Nasirabad Municipality at a meeting under section 313 of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of publication of this notification within the above municipality.

Additional bye-laws for the Nasirabad Municipality.

I. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners, provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

II. No person shall build, or cause to be built, any latrine or urinal, or shall deposit or cause to be deposited, filth, dirt or dung, within ten feet of any public road, or public drain, or private drain leading to a public one.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

III. Any one tethering cattle or driving bullock carts on the "course" shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

IV. No person shall let loose, or cause or allow to be let loose, any horse, pony, cattle pig, goat, sheep or donkey on the public roads, lanes or pathways within municipal limits and no person shall tether or graze cattle, horse, pony, pig, goat, sheep or donkey or other animals, or cause them to be tethered, or cause or allow them to stray on any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

[*Government Gazette*, 17*th June* 1884.]

১৫। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়া ও তাহার মধ্যে কতজন যাত্রী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এই২ কথা তক্তায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট লিখিত হইয়া সেই২ ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই তক্তায় স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

নোটিস পাইবার পর লংঘন হইলে প্রতিদিন ২৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

১৬। স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব আজ্ঞা দিলে বাসাবাড়ী বা হোটেলের প্রত্যেক জন রক্ষক কয়েকখানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। ঐ বাড়ীর মধ্যে যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে এরূপ এক২ খান টিকিট দিতে হইবে।

১৭। এই আইনের কার্য্যপক্ষে আপ্রিল মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্সপত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী নম্বর

মালিক (বা কার্য্যাধ্যক্ষ) ক, খ।

এত জন যাত্রিদের স্থান দিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

B চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৫ ধারামত পরিদর্শনের রেজিষ্টরের পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারি কার্য্যকারকের নাম।	বাসাবাড়ীর নম্বর ও নাম।	পরিদর্শনের ফল।	মাজিষ্ট্রেট বা স্বাস্থ্য রক্ষক সাহেবের আজ্ঞা।

ই, এন, কার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নসিরাবাদ মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে আজ্ঞা করিয়া তিনি উক্ত আইনের ৩১৩ ধারামতে উক্ত মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

নসিরাবাদ মুনিসিপালিটীর অতিরিক্ত উপবিধি।

১। কমিশনরেরা যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন তদ্ভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের বাড়ীর বাহিরের কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করিবেন না, কিন্তু সেই স্থান কমিশনরদের স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

২। কোন ব্যক্তি সরকারী রাস্তার কি সরকারী নর্দ্দমার কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের যে নর্দ্দমা সরকারী নর্দ্দমা পর্য্যন্ত যায় তাহার দশ ফুটের মধ্যে কোন পাইখানা বা মূত্রত্যাগের স্থান গাঁথিবেন বা গাঁথাইবেন না, কিম্বা ময়লা কি গলিত দ্রব্য বা গোবর জমা করিবেন বা করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩। কোন ব্যক্তি "ঘোড় দৌড়ের পথে" গবাদি বাঁধিয়া দিলে বা গরুর গাড়ী চালাইলে তাহার ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি মুনিসিপল সীমার অন্তর্গত সরকারী পথে, গলি পথে বা হাঁটিয়া যাইবার পথে কোন ঘোড়া, টাটু, গবাদি, শূকর, ছাগল, ভেড়া, বা গাধা আল্‌গা ছাড়িয়া দিবেন কি দেওয়াইবেন না কি দিতে দিবেন না এবং কোন ব্যক্তি গবাদি, ঘোড়া, টাটু, শূকর, ছাগল, ভেড়া বা গাধা বা অন্য জন্তু সরকারী কোন বড় রাস্তায় বাঁধিয়া দিবেন বা চরিতে দিবেন না, বা বাঁধাইবেন না, কিম্বা আলগা যাইতে দিবেন বা দেওয়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

V. Every driver of a carriage, cart or vehicle must keep to his left while passing another carriage, cart or vehicle moving in the opposite direction along any public road. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 2031A.

The 25th May 1884.—Baboo Dwarka Nath Mitter, Second Subordinate Judge of Bhagulpore, is allowed leave for one month under Rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 28th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 30th May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mohunt Bhugwan Dass of his appointment as an Honorary Magistrate of the Madhubani Bench in the district of Durbhungah.

Baboo Sarbanand Das, Munsif of Bongong, is appointed to be a Munsif of the Munsifees in Bongong and Jhenida, in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Bongong.

The 2nd June 1884.—Mr. A. Earle, Assistant Magistrate and Collector, Tajpore, Durbhunga, is vested with the power to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

Mr. C. R. Marriott, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector of Dacca, is vested with powers under sections 133, 136, 260, and 524 of the Code of Criminal Procedure.

Baboo Juggut Chunder Shome, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

Baboo Krishna Chunder Roy is appointed to be an Honorary Magistrate for the Naibati Bench, in the 24-Pergunnahs, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo J[illegible]a Bundhu Gangooli, Subordinate Judge of Dinagepore, is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the amount of Rs. 100.

The 5th June 1884.—Baboo Gunga Narain Roy, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Nuddea, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 3rd June 1884.—Baboo Harihar Charan Lal, temporary Munsif of the first grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Madhub Chunder Chuckerbutty confirmed in the third grade of Subordinate Judges.

Baboo Uma Kant Chatterjee, temporary Munsif of the first grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Kanai Lal Mookerjee confirmed in the third grade of Subordinate Judges.

Baboo Haris Chandra Sen, temporary Munsif of the second grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Harihar Charan Lal.

Baboo Srigopal Chatterjee, temporary Munsif of the second grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Uma Kant Chatterjee.

Baboo Raj Narayan Chakravarti, temporary Munsif of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Haris Chandra Sen.

Baboo Kalipodo Mookerjee, temporary Munsif of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Srigopal Chatterjee.

[*Government Gazette, 17th June* 1884.]

৫। ঘোড়ার গাড়ীর, গরুর গাড়ীর বা যানের প্রত্যেক চালক সরকারী কোন পথ দিয়া সম্মুখে অন্য ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী বা যান আসিতেছে দেখিলে তাহার নিকট দিয়া যাইবার সময়ে আপন বামদিক দিয়া যাইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২৲ দুই টাকার অনধিক দণ্ড।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেন্ট।

২০৩১A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ২৫ মে।—ভাগলপুরের দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ মিত্র এই মাসের ২৮ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—শ্রীযুত মোহন্ত ভগবান দাস দ্বারভাঙ্গা জিলার অন্তর্গত মধুবনি বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

বনগাঁয়ের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু সর্ব্বানন্দ দাস যশোহর জিলার অন্তর্গত বনগাঁ ও ঝিনিদা মুনসেফীর মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বনগাঁয়ে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত তাজপুরের আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এ, অরল সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৬০ ধারার লিখিত অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

ঢাকার একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি, আর, মেরিয়ট সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১৩১. ১৮৬ ২৮০ ও ৫২৪ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগচ্চন্দ্র সোম দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় ২৪ পরগনার অন্তর্গত নৈহাটী বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

দিনাজপুরের সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ছোট আদালতের বিচার্য্য ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—নদীয়ার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩ জুন।—শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সবর্ডিনেট জজদের তৃতীয় শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হওয়াতে প্রথম শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু হরিহরচরণ লাল সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় সবর্ডিনেট জজদের তৃতীয় শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হওয়াতে প্রথম শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু হরিহরচরণ লালের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র সেন, সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়, সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র সেনের পরিবর্ত্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুনসেফ শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

Moulvie Hamiduddin, temporary Munsif of the fourth grade, is confirmed in that grade *vice* Baboo Raj Narayan Chakravarti.

Baboo Khetter Nath Dutt, temporary Munsif of the fourth grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Kali Podo Mookerjee.

Baboo Chakrodhar Prosad, Munsif of Raghunathpore, in Manbhoom, is promoted temporarily to the first grade of Munsifs, *vice* Baboo Harihar Charan Lal.

Baboo Prasanna Kumar Sen, Munsif of Ramporehat, in Beerbhoom, is promoted temporarily to the first grade of Munsifs, *vice* Baboo Umakant Chatterjee.

Baboo Kalidhan Chatterjee, Munsif of Habigunge, in Sylhet, is promoted temporarily to the second grade of Munsifs, *vice* Baboo Haris Chandra Sen.

Baboo Bhuban Mohan Ghosh, Munsif of Satkhira, in Khoolna, is promoted temporarily to the second grade of Munsifs, *vice* Baboo Srigopal Chatterjee.

Baboo Kali Krishna Chowdry, Munsif of Poree, is promoted temporarily to the third grade of Munsifs, *vice* Baboo Raj Narayan Chakravarti.

Baboo Aghore Chandra Hazra, Munsif of Bogra, is promoted temporarily to the third grade of Munsifs, *vice* Baboo Kali Podo Mookerjee.

Baboo Gopal Chandra Basu, officiating Munsif of Munshigunge, Dacca, is promoted temporarily to the 4th grade of Munsifs, *vice* Moulvie Hamiduddin.

Baboo Gopal Krishna Ghosh, officiating Munsif of Kurigram, Rungpore, is promoted temporarily to the fourth grade of Munsifs, *vice* Baboo Khettra Nath Dutt.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 4th June* 1884.—Baboo Ramyad Lall, First Munsif of Chuprah, in the district of Sarun, is allowed leave for two months, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 2nd June 1884.—It is hereby notified that the Lieutenant-Governor sanctions, the extension of the provisions of section 34 of Act V of 1861 to the town of Chogdah in the District of Nuddea. The said provisions shall have effect within the limits of the town of Chogdah as laid down in the notification of Government dated the 31st May 1861, published at page 1548 of the *Calcutta Gazette* of the 8th June 1861, extending Act XX of 1856 to that town.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 4th June 1884.—It is hereby notified that the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the provisions of section 34 of Act V of 1861 to Bagirhat, in the District of Khoolnah. The said provisions shall have effect within the following limits:—

Bagirhat locality—bounded on the north and west by the road passing by north of the old bazar and joining to the Karapara road, on the south by the Bediapara Khal, and on the east by the river Bhairab.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Government of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 4th June 1884.

No. 225.—***Leave.***—Mr. W. E. Newham, Assistant Engineer, first grade, Benares-Cuttack Railway Surveys, is granted 3 months' privilege leave from the date he may be allowed to avail himself of the same.

[*Government Gazette, 17th June* 1884.]

শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পরিবর্ত্তে চতুর্থ শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ শ্রীযুত মৌলবী হামিদুদ্দীন সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে চতুর্থ শ্রেণীর কিয়ৎকালীন মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রনাথ দত্ত সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু হরিহরচরণ লালের পরিবর্ত্তে মানভূমের অন্তর্গত রঘুনাথপুরের মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু চক্রধর প্রসাদ কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুন্সেফদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে বীরভূমের অন্তর্গত রামপুরহাটের মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার সেন কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র সেনের পরিবর্ত্তে শ্রীহট্টের অন্তর্গত হবিগঞ্জের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কালীধন চট্টোপাধ্যায়, কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন ঘোষ কিয়ৎকালের নিমিত্ত মুনসেফদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পরিবর্ত্তে পুরীর মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কালীকৃষ্ণ চৌধুরী কিয়ৎ-কালের নিমিত্ত মুনসেফদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে বগুড়ার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু অঘোরচন্দ্র হাজরা কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মৌলবী হামিদুদ্দীনের পরিবর্ত্তে ঢাকার অন্তর্গত মুনশীগঞ্জের একটিং মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র বসু কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রনাথ দত্তের পরিবর্ত্তে রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুড়িগ্রামের একটিং মুনসেফ শ্রীযুত বাবু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ কিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮৪ সাল ৪ জুন।—সারণ জিলার অন্তর্গত ছাপরার প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু রামযাদ লাল যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি নিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব নদীয়া জিলার অন্তর্গত চাগদানগরে ১৮৬১ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অনুমতি দিলেন। চাগদানগরে ১৮৫৬ সালের ২০ আইন প্রচলিত করণার্থ ১৮৬১ সালের ১১ জুনের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের ৩২১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৬১ সালের ৬১ মে তারিখের গবর্নমেন্টের বিজ্ঞা-পনের লিখিত উক্ত নগরের সীমার মধ্যে উক্ত বিধান ফলবৎ হইবে।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব খুলনা জিলার অন্তর্গত বাগিরহাটে ১৮৬১ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অনুমতি দিলেন। উক্ত বিধান নিম্নলিখিত সীমার মধ্যে ফলবৎ হইবে,—

বাগিরহাট।—উত্তর ও পশ্চিম সীমা পুরাতন বাজারের উত্তরদিক দিয়া যে পথগিয়া করপাড়া পথে মিলে সেই পথ দক্ষিণ সীমা বেদিয়া পাড়া খাল, এবং পূর্ব্ব সীমা ভৈরব নদ।

এফ, বি, পীকক।
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন।

২২৫ নম্বর।—ছুটী।—বারাণসী-কটক রেলওয়ে সর্বের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ডবলিউ, ই, নিউহাম সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণের অনুমতি পান তদবধি তিন মাসের অনু-গ্রহের ছুটী পাইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

The 6th June 1884.

No. 226.—The services of Mr. H. H. Green, Assistant Engineer, second grade, Calcutta Workshop, are temporarily placed at the disposal of the Railway Branch.

The 9th June 1884.

No. 227.—*Notification.*—Mr. B. K. Finnimore, Assistant Engineer, second grade, Darjeeling Division, passed the colloquial examination in Hindustani on the 8th April 1884.

No. 228.—*Leave.*—Mr. W. H. Marten, Deputy Examiner, first grade, is granted 15 days' extraordinary leave without allowances under section 134 of the Civil Leave Code 6th edition) from the 5th to 19th May 1884, both days inclusive.

IRRIGATION.

The 9th June 1884.

No. 229.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for construction of a retired line of embankment at Mouzas Rampur Rubra and Koue, Pergunnah Goah, District Sarun, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring more or less 9 acres 1 rood 36 poles, bounded on the north by cultivated rubbee land of Surbjoog Singh, Nundoo Singh, and Ramprosad Singh, south by cultivated rubbee land of Surbjoog Singh, Nundoo Singh, and Ramprosad Singh, east by Sarun Embankment, and west by Sarun Embankment, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 230.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for Nenooaon Sub-Distributaries, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 5 miles in length and varying from 40 feet to 155 feet in width and containing an area of 71 acres 2 roods and 37 poles more or less, and passing through mouzahs Bankat, Mathila, Moogaon, Kopawa, Kassia, Akoni, Ataon, and Nenooaon in pergunnah Bhojepore, is required in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 231.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the Basonne Distributary, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 7 miles in length and varying from 80 feet to 160 feet in width, and containing an area of 112 acres 2 roods and [illegible]1 poles of land more or less, and passing through mouzahs Tittahaud, Panaon, Puboulee, Khawaitcha, Bararha, Purmanundpore, Kunjharua, Mathila, Lahasa, and Chaath in pergunnah Bhojepore, is required in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

RAILWAY.

The 9th June [illegible].

No. 232.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for extension of brick-field of the East Indian Railway Company, in mouzahs Bamoongachy and Lellooah, pergunnah Boroe, zillah Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 2 acres 3 roods 10 poles or 8 beeghas 10 cottahs 2 chittacks of standard measurement, bounded on the north by garden belonging to Ram Canoo[illegible] Acharjee, on the west by paddy lands held by Byconto Nauth Chuckerbutty, Modhoosoodun Ghose, Joynarain Pramanick, Herash Mollah, Sherif Mollah and garden of Shaik Komoroodeen Moonshee, on the south by garden belonging to Joma Khan, and on the east by East Indian Railway brick-field, is required within the aforesaid villages of Bamoongachy and Lellooah.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[*Government Gazette*, 17*th June* 1884.]

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।

২২৬ নম্বর।—কলিকাতার ওয়ার্কশপের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এচ, এচ, গ্রীন সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে রেলওয়ে শাখার আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২২৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—দার্জ্জিলিঙ্গ খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বি, কে ক্লিনিমোর সাহেব ১৮৮৪ সালের ৮ আপ্রিলে চলিত হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন।

২২৮ নম্বর।—ছুটী।—প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী হিসাব পরীক্ষক শ্রীযুত ডবলিউ, এস, মার্টেন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ষষ্ঠ সংস্করণের ১৩৪ ধারামতে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ৫ তারিখ অবধি ১৯ তারিখ পর্য্যন্ত বিনা বেতনে অতিরিক্ত ভাবের পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২২৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত গোয়া পরগনার রামপুর রত্রা ও কোল মৌজায় বাঁধ পিছাইয়া করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ন্যূনাধিক ৯ একর ১ রুড ৩৬ পোল পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা সর্ব্বযুগ সিংহ, নন্দ সিংহ ও রামপ্রসাদ সিংহের কর্ষিত রবি জমি, দক্ষিণ সীমা সর্ব্বযুগ সিংহ, নন্দ সিংহ ও রামপ্রসাদ সিংহের কর্ষিত রবি জমি, পূর্ব্ব সীমা সারণ বাঁধ, এবং পশ্চিম সীমা সারণ বাঁধ।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সেনুয়ান জল বিতরণার্থ উপনালার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ৫ মাইল দীর্ঘ ও ৪০ অবধি ১৫৫ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৭১ একর ২ রুড ৩৭ পোল পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমি শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার বনকাট সাথিলা মুগাওন, কোপওয়া, কাসিয়া, আকোনি, আতাওন ও সেনুয়াওন মৌজার মধ্য দিয়া যায়।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বাসৌলী জল বিতরণার্থ নালার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে প্রায় ৭ মাইল দীর্ঘ ও ৮০ অবধি ১৬০ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১১২ একর ২ রুড ৩০ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমি শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার তিত্রাবন্দ, পাসাওন, ডুবৌলী, খারৈচা, বরাহঁ, পরমানন্দপুর, করমারুয়া, মাথিলা, নহনা ও চুখাহঁ মৌজার মধ্য দিয়া যায়।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

রেলওয়ে বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২৩২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোর পরগনার বামুনগাছী ও নেলুয়া মৌজায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ইটখোলা বৃদ্ধি করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত বামুনগাছী ও নেলুয়া গ্রামে ন্যূনাধিক ২ একর ৩ রুড ১০ পোল পরিমিত অর্থাৎ কল্পিতমতে ৮।।৹/ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রামচন্দ্র আচার্য্যের বাগান, পশ্চিম সীমা বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তীর, মধুসূদন ঘোষের, জয়নারায়ণ প্রামাণিকের, হেরাম মোল্লার, শেরিফ মোল্লার ধান্যের জমি ও সেখ কমরুদ্দীন মুনশীর বাগান, দক্ষিণ সীমা জোমা খাঁর বাগান, এবং পূর্ব্ব সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ইটখোলা।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 9th June 1884.

No. 233.—*Draft Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the construction of a retired line of road, north of Tatoolia bazar, pergunnah Choonakhali, kishmut Dakhinshahar, moujah Joypore or Tatoolia, zillah Murshedabad, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 8 beegahs 4 cottahs 8 gundahs (1590′ × 75′) standard measurements, bounded on the north and west by Patit or uncultivated mal lands, zemindars' mango garden and Nodar Chand Sarkar's mal land, on the east by the main road to Mureha and the village road to Dakhinshahar, and on the south by the main road to Berhampore village, road to Baloochur, zemindar's mango tope and Patit lands, is required in village Tatoolia, pergunnah Choonakhali, zillah Murshedabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 234.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the construction of Mohanpore and Khurruckpore Road from the Sudderghat to Mohanpore in the villages of Charapal and Shafiabad, pergunnah Khurruckpore, zillah Midnapore, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring more or less 21 beeghas 11 cottahs 4 chittacks of standard measurement, 2350 feet long, and 100 feet wide, is required within the aforesaid villages of Charapal and Shafiabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 235.—*Notification.*—The Lieutenant-Governor of Bengal directs, under section 63 of Act II B.C. of 1882, that an estimate shall be framed of the probable cost to be incurred in respect of the repairs, maintenance and works connected therewith of the Gunduck tuccavee embankment in the district of Mozufferpore for 20 years commencing from the 1st of April 1883. The embankment referred to is 52 miles 400 feet in length.

The 10*th June* 1884.

No. 236.—*Promotions.*—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions in the Engineer Establishment:—

Name.	From.	To.	Date.	Nature of promotion.
Mr A. S. Thomson ..	Assistant Engineer, 1st grade, *sub. pro-tem.*	Assistant Engineer, 1st grade.	25th April 1884	Permanent
Babu Prosono Coomar Mullick (?) Muneary.	Assistant Engineer, 2nd grade	Assistant Engineer, 1st grade.	Ditto ...	*Sub pro-tem.*
Mr. J. H. Toogood ...	Executive Engineer, 3rd grade (*sub. pro-tem.*)	Executive Engineer, 3rd grade.	4th May 1884 ..	Permanent.
„ A. C. C. Rogers ...	Executive Engineer, 4th grade.	Executive Engineer, 3rd grade	Ditto ...	*Sub. pro-tem.*
„ B. W. Cantopher ...	Executive Engineer, 4th grade (temporary rank).	Executive Engineer, 4th grade.	Ditto ..	Permanent.
„ J. P. Cleghorn .	Assistant Engineer, 1st grade.	Executive Engineer, 4th grade.	Ditto ...	Temporary.
„ J. P. Coy ...	Assistant Engineer, 2nd grade.	Assistant Engineer, 1st grade.	Ditto ...	*Sub. pro-tem.*

G. F. E. S. NEILL, *Major*, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[*Government Gazette*, 17*th June* 1884.]

স্থানীয়বর্ত্মাদি বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২৩৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত চুণাখালী পরগনার কিসমৎ দক্ষিণশহরের জয়পুর বা তেতুলিয়া মৌজায় তেতুলিয়া বাজারের উত্তরদিকে পথ পিছাইয়া করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত চুণাখালী পরগনার তেতুলিয়া গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ৮/৪ কাঠা ৮ গণ্ডা (১১৭০′×৭৫′) পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পশ্চিম সীমা পতিত মালের জমী, জমীদারের আম্রবাগান, ও নদেরচাঁদ সরকারের মালের জমী, পূর্ব্ব সীমা মরেহায় যাইবার প্রধান পথ, ও দক্ষিণ শহরে যাইবার গ্রামপথ, দক্ষিণ সীমা বহরমপুর গ্রামে যাইবার বড় পথ, বালুচরে যাইবার পথ, জমীদারের আম্র বাগান ও পতিত জমি।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত খরকপুর পরগনার চরপাল ও শফিয়াবাদ গ্রামে সদরঘাট অবধি মোহনপুর পর্য্যন্ত মোহনপুর ও খরকপুর পথ প্রস্তুত করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত চরপাল ও শফিয়াবাদ গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ২১৷৷১ ছটাক পরিমিত অর্থাৎ ২৩৫০ ফুট দীর্ঘ ও ১০০ ফুট প্রস্থ এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩৫ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—মজফরপুর জিলার অন্তর্গত গণ্ডক তাকাবী বাঁধ মেরামৎ ও রক্ষা ও তৎসংক্রান্ত কার্য্য সম্পর্কে ১৮৮৩ সালের ১ আপ্রিল অবধি আরম্ভ করিয়া ২০ বিশ বৎসরে কত টাকা ব্যয় সম্ভাবনা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৬১ ধারামতে তাহার এক অনুমানপত্র প্রস্তুত করিবার আদেশ করিলেন। উক্ত বাঁধ ৫২ মাইল ৪০০ ফুট দীর্ঘ।

১৮৮৪ সাল ১০ জুন।

২৩৬ নম্বর।—পদবৃদ্ধি—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ইঞ্জিনিয়র সিরিস্তায় নিম্নলিখিত পদ বৃদ্ধি করিলেন।—

নাম।	যে পদ হইতে।	যে পদে।	তারিখ।	পদবৃদ্ধির ভাব।
শ্রীযুত এ, এস, তামসন সাহেব ...	কিয়ৎকালীন স্থায়ী প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়রের	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের	১৮৮৭ সাল ২৫ আপ্রিল।	স্থায়ী।
„ বাবু প্রসন্নকুমার দনিয়ারি...	তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিয়রের	ঐ	কিয়ৎকালীন স্থায়ী।
„ জে, এচ, টুগুড সাহেব ...	কিয়ৎকালীন স্থায়ি তৃতীয় শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের	তৃতীয় শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের	১৮৮৪ সাল ৪ মে।	স্থায়ী।
„ এ, সি, সি, রজাস সাহেব ...	চতুর্থ শ্রেণীর একসেকেটিব ইঞ্জিনিয়রের	তৃতীয় শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের	ঐ	কিয়ৎকালীন স্থায়ী।
„ বি, ডবলিউ, কানকর সাহেব।	কিয়ৎকালীন চতুর্থ শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের	চতুর্থ শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের	ঐ	স্থায়ী।
„ জে, পি, ক্রেহর্ণ সাহেব ...	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের	চতুর্থ শ্রেণী একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের	ঐ	কিয়ৎকালীন।
„ জে, পি, কর সাহেব ...	দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের	চতুর্থ শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের	ঐ	কিয়ৎকালীন স্থায়ী।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর, এম, এস, সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 17, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৭ জুন।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের এইং জিলাতে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব্ব দুই সপ্তাহ

৮০ তোলার সেরের হিসাবে

নম্বর।	জিলা।	গম।			যব।			ভাল চাউল।			সাধারণ চাউল।			বজু ও বাজরা।			চোনক ও জোয়ার।		
		এই সপ্তাহের হিসাব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসাব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসাব	এই সপ্তাহের হিসাব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসাব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসাব	এই সপ্তাহের হিসাব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসাব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসাব	এই সপ্তাহের হিসাব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসাব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসাব	এই সপ্তাহের হিসাব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসাব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসাব	এই সপ্তাহের হিসাব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসাব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসাব
	বঙ্গদেশ। পশ্চিমদিকস্থ জিলা।																		
		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১	বর্দ্ধমান ...	ক ।৫৮	।৮	।৪॥	॥৬	॥৭॥	৸০	।৩॥	।৩৶	।৯॥	।৭।	।৮	॥৫	...	...	...	...	...	...
২	বাঁকুড়া ...	খ ।৬॥	।৬॥	।৪	।৯	।৮	।৯	।৫॥	।৫॥	।৯	।৮	।৭॥	॥৪॥	...	...	...	...	...	...
৩	বীরভূম ...	গ ।৬॥	।৭	।৫	...	..	...	।২৮	।৪	।৮	।৫	।৫॥	॥২॥	...	...	...	...	...	..
৪	মেদিনীপুর	ঘ ।২	।২	।৫	॥০	॥০	।৪	।৪	।৫	॥০	।৮	।৮	॥৪	...	...	...	...	...	..
৫	হুগলী ..	ঙ ।৮	।৭॥	।৩॥	...	...	...	৵৮	৵৮	।০	।৪	।৪	।৮॥	...	...	..	...	...	..
	হাবড়া ..	।৪॥	।৪	।৩	...	...	...	।১॥	।২	।৪	।৪।	।৩॥	॥০	...	...	...	..	...	...
	মধ্যস্থলের জিলা।																		
	কলিকাতা ..	।৬	।৬	।৫।	।৬	।৭	।৮৶	৵৮	৵৮	।০।৵	।৩	।৩	।৬	।৫	।৫	।৯।৶	।৭	।৭	...
৬	২৪ পরগণা	চ ।৪।	।৪॥	।৩।৵	।৮।	।৭৮	।৬	৵৮	৵৮	৵৯	।৪	।৬	।৬	...	...	...		...	...
৭	নদীয়া ..	ছ ।৬৮	।৬৮	।৪॥	।১০	।১০	।।২-৮৶	।২।৵০	।২।৵	।৫।	।৩।.৫	।৩। ৫	।৭।০	...	...	...	...	.	..
৮	খুলনা ...	জ ..	...	..	..	..	...	।২	।৪	।৭	।৪	।৬	।৫	...	...	...	...	..	.
৯	যশোহর ...	ঝ ।৬	।৪	।৯	..	...	...	।৩	।৩	।৬	।৬	।৬	॥২৮	..	.	..	...	...	.
১০	মুরশিদাবাদ .	ঞ ।৯	।৯	।৭	.	..	...	।২	।১॥	।৬	।৪	।৪	।৯	...	...	...	...	.	..
১১	দিনাজপুর ...	ট ।৩।	।৬	।২৮	।৩	।৩	।১	।৫	।৩	।৮	।৬৵	।৬	॥০	.	...		...	...	...
১২	রাজশাহী ...	ঠ ॥০।৵	।৯	।৭	৸২	৸২	৸৫	।২	।১॥	।১॥ ।৬	।৩৶	।৩	।৬॥-৮	...	...	..	...	...	...
১৩	রঙ্গপুর ...	ড ।৬	।৬	।১।৶	...	..	...	।০	।০	।৩।৵	।০৮৶	।৩।	।৬	...	...	..	..	...	...
১৪	বগুড়া ...	।২৮	।৬॥	।৫	...	...	..	৵৯৮	৵৯৮	।৩॥	।৫	।৭	॥৭		...	...	...	..	...
১৫	পাবনা ..	ঢ ॥৪	॥৪	।৮৮	...	...	.	৵৮।	৵৮।	৵৮	।৫	।২	।৯॥	...	...	...	...	...	...
১৬	দার্জিলিঙ্গ	ণ ৵৮	...	৵৮	।০	।০	৵৮	৵৫	৫।	৵৬	।১	।০	৵৯	...	.	...	.	...	...
১৭	জলপাইগুড়ি ..	ত ।১	।০	।০	॥০	॥০	॥০	।১	।১॥	।৬	।৩	।৪	॥০	...	...	.	...	...	...

ক। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইং।—কালনায় ।৪ সের, কাটওয়ায় ।২। সের এবং রাণীগঞ্জে ।৩। সের।

খ। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ।১ সের অবধি ।৬ সের পর্য্যন্ত।

গ। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ।০॥ সের অবধি ।৩। সের পর্য্যন্ত।

ঘ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইং।—ঘাটালে ।৪।৶ সের এবং কাঁথিতে ।০॥ সের।

ঙ। ঐ ঐ ।—শ্রীরামপুরে ।৩ সের, জাহানাবাদে ।৩। সের, তারকেশ্বরে ।৩। সের বৈদ্যবাটীতে ।৩৵ সের, চণ্ডীতলায় ।২॥ সের এবং, বাবুগঞ্জ ঝিকরাপোতা ও বেলুড়ে ।৩।৵ সের।

চ। ঐ ঐ ।—বারাসত ও বশীরহাটে ।৩ সের, কলাগাছীতে ।১ সের এবং বারাকপুরে ।২৮ সের।

ছ। ঐ ঐ ।—কুষ্টিয়ায় ।৩ সের, মেহরপুরে ।.॥ সের ও রাণাঘাটে ।২৮ সের।

[...ernment Gazette, 17th June 1884.]

অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ খুচরা বিক্রয়ের বাজার দর।

টাকায় যত পাওয়া যায়।															৪০ সেরের মণের থোকে বিক্রয়ের দর।			
রাগী বা মাড়ওয়া ও চীনা।			জনেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ।			লবণ।			জিলা।
এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	এই সপ্তাহের রিপোর্ট	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিপোর্ট	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিপোর্ট	
																		বঙ্গদেশ। পশ্চিমদিকস্থ জিলা।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	...	...	...	...	...	।৮৶	॥২	॥০	৩/	৩/	৩/	।৩	।৩।	।২।	২৸৶৪	২৸৶৮	৩/	বৰ্দ্ধমান।
...	...	...	॥৭	॥৭৸	৸৮	।৮।	।৮	।৮॥	৮/	৮/	৮/	।২৸	।২৸	।২	৩৶০	৩৶০	৩৶৬	বাঁকুড়া।
..	...	...	...	.	..	।৯॥	।৯॥	।১	৪/	৪'	৫/	।২	'২	।১।	৩৶৬	৩৶৬	৩।/৩	বীরভূম।
...	...	...	...	...	...	।৬	।৬	।৪	৩৸৫	৩৸৫	৩৸৫	।২৸	।২৸	.।৩	২৸৶	২৸০০	২৸৶০	মেদিনীপুর।
...	...	...	...	...	...	।৯	'৮	।৭	৩/	২/	.৩/	।৩॥/	।৩॥/	।৩॥/	২৸৶০	২৸৶০	২৸৶০	হুগলী।
—	..	...	...	...	..	।৮॥	।৮	।৯	২/	২/	২/	।৩	।৩	।৩	৩৲	৩৲	৩৲	হাবড়া।
																		মধ্যস্থলের জিলা।
...	...	...	...	...	...	।৮॥০	।৮॥৶	।৮৸/	২॥০	২॥০	২।০	।৩	।৩	।৪	২৸০	২৸০	২৸০	কলিকাতা।
...	...	...	॥০	॥০	॥০	।০৸	।৭॥	।৭॥	২॥০	২।০	২।০	।২৸/	।২৸/	।৩'.	৩৲	৩৲	২৸৶০	২৪-পরগণা।
...	...	...	..		.	॥১।/৳	॥১-/৳	॥০	...	...	...	।১-॥৶৳	।১-৶৳	।১॥৶৳	...	৩৲	৩৶	নদীয়া।
.	...	.	...	...	...	।৫	।৫	।৬	৪॥	৫/	৪॥০	।০॥	।০॥	।১	৩।০	৩।০	৩৶০	খুলনা।
...	...	...	...	..	..	॥৪	॥৫॥০	॥০	৩/	৩/	৩/	।০৸	।০৸	।০৸	৩৶০	৩৶০	৩।০	যশোহর।
...	...	...	...	...	...	॥৩।০	॥৩॥	॥৭	৩/	৩/	৩/	।০॥/	।০	।২॥	৩।৶০	৩॥০	৩।০	মুরশিদাবাদ।
...	...	...	...	...	...	।৬	।৫	।৫	৩॥০	৩॥০	৪/	।২	।১	।১	৩।০	৩।০	৩৶০	দিনাজপুর।
...	...	...	...	...	..	॥৩॥	॥৩	॥১	৬/	৬/	৬/	।২।৶	।২	।১।০	৩৶৬	৩৶৬	৩॥৩	রাজসাহী।
...	...	...	...	...	...	।৩/'	।৩।/	।৬	২৸০	২৸০	২৸০	।১৸৶	।১৸৶	।১৸৶	৩।/০	৩।/০	৩।/০	রঙ্গপুর।
...	...	...	...	...	...	॥২॥	॥২'	।৫	২।০	২।০	২/	।২	।১।	/৯৸	৩।/৪	৩॥০	৩।৮	বগুড়া।
...	...	...	...	...	..	॥৪	॥৪	।৮	৫/	৫/	৫/	।২।৶	।২।৶	।১।	৩৶	৩৶	৩।/	পাবনা।
।১	।২	/৯	।৩	।২	।৬	।০	।০	/৮	৩/৬	৩/	৩/৮	/৮	/৮	/৮	৪॥০	৪॥০	৪॥০	দার্জিলিঙ্গ।
...	...	...	...	...	...	।৬	।৬	।৪	৩/৮	৩/৮	৩/৮	।২।	।২।	।১	৩।০	৩।০	৩।০	জলপাইগুড়ি।

অ। মহকুমায় লবণের খুচরা দর টাকায় এই২।—সাতক্ষীরায় ও বাগীরহাটে ।১ সের।

ব। ঐ ঐ।—ঝিনিদহে ও মাগুরা ।২ সের, ও নড়াইলে ।৪ সের, এবং বনগাঁয়ে ।৩ সের।

ঞ। ঐ ঐ।—লালবাগে ।১ সের, জঙ্গিপুরে ।০॥ সের ও কান্দিতে ।২ সের।

ট। নীতপুরে লবণের খুচরা দর টাকায় ।০ সের ও রায়গঞ্জে ।১॥ সের।

ঠ। মহকুমায় লবণের খুচরা দর টাকায় এই২।—নাটোর ও নোগাঁয়ে ।২ সের।

ড। ঐ ঐ।—নিলফামারিতে ও শাহবাজারে ।২ সের, কুড়িগ্রামে ।৩ সের।

ঢ। শেরাজগঞ্জে লবণের খুচরা দর টাকায় ।৩ সের।

ণ। কর্শিয়ঙ্গে লবণের খুচরা দর টাকায় /৮ সের এবং শিলীগুড়িতে ।০ সের।

ত। অলীপুর মহকুমার অন্তর্গত ফালাকোটার লবণের খুচরা দর টাকায় ।০ সের।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

৮০ তোলার সেরের হিসাবে

নম্বর।	জিলা।	গম। এই সপ্তাহের রিটর্ণ	গম। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গম। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	যব। এই সপ্তাহের রিটর্ণ	যব। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	যব। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ভাল চাউল। এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ভাল চাউল। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	ভাল চাউল। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	সাধাধা চাউল। এই সপ্তাহের রিটর্ণ	সাধাধা চাউল। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	সাধাধা চাউল। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	মড়ু ও বাজরা। এই সপ্তাহের রিটর্ণ	মড়ু ও বাজরা। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	মড়ু ও বাজরা। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	চোলন ও জোয়ার। এই সপ্তাহের রিটর্ণ	চোলন ও জোয়ার। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	চোলন ও জোয়ার। গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ
	পূর্ব্বদিকস্থ জিলা।																		
		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮	ঢাকা ...	থ |৭	|৭	|৪|	||৬	||৬	|৯	|২||	|২||	|৬	|৫	|৫	|৯|	...	...	...	..	...	...
১৯	ফরীদপুর ...	দ ||০	||০	||৪	৸৫	৸৫	৸৭	|২	|২	|৮	|৫	|৫	||০	...	...	...	...	...	...
২০	বাকরগঞ্জ ..	ধ ...	...	...	...	...	...	|৫	|৫	|৯	|৮	|৮	||০	...	...	...	...	...	...
২১	ময়মনসিংহ	ম |৪	|৩||	|২||	...	...	...	|২	|২	|৫	|৬	|৪৸	|৮	...	...	...	...	..	...
২২	চট্টগ্রাম	প |৩	|২	|২	...	...	...	|৩	|২	|৩	|৬	|৬	||২	...	...	...	...	...	...
২৩	নওয়াখালী	ফ ...	...	...	..	...	...	|৬	|৬	||৩	|৮	|৮	||৬	...	..	.	...	...	...
২৪	ত্রিপুরা	ব |৬	|৪||০	|২৸	...	...	...	|৩|০	|৩||	|৭|	|৭|	|৬৵	|৯৸	...	.	...	...	...	...
২৫	চট্টগ্রামেরপার্ব্বতীয় প্রদেশ	...	...	...	...	...	...	|১|৶	|২|	|০	|২|০	|৩|৴	|১||	...	...	...	...	...	...
	ত্রিপুরা পর্ব্বত	|২	|২	|০	...	...	...	'৪	|৪	|৮	|৯	|৮	||২	...	.	...	...	...	...
	বেহার।																		
২৬	পাটনা ..	||১	||০	|৭||	||৪	||৩	৸২	|২	|১	|৪	|৩	|৩	|৯	...	...	...	...	...	...
২৭	গয়া ...	ভ |৫||	|৬||	||২	||১	||১	||১	|০||	|০	|২||	|২	|২|	|৬||	...	...	...	...	...	...
২৮	সাহাবাদ ...	ম ৸	|৮||	|৭-|৮	|২	||৩	||৯	৴৯	৴৮||	|০	|৪	|৪	|৬-|৭	||৪	||৪	...	...	||০	৸০
২৯	দারভঙ্গা ...	য |৫||	|৫৶	|৮	||১৶	...	৸৫	৴৯|৴	৴৮৸০	|৩	|৩||৶	|৩||৶	|৯	...	...	...	...	...	...
৩০	মজফরপুর...	য১ '|৭	|৭	||০	||০	||০	৸০	৴৯	|০	|২	|৩	|৩	|৭	...	...	...	...	...	...
৩১	সারণ ..	য২ |৮||	|৭||	|৭	||২	||২	||৯	৴৮	৴৮	|০	|২	|২	|৮	...	...	...	||৫	||৫	৸২
৩২	চাম্পারণ ...	য৩ |৫||	|৬	|৮	||১	||২	১৴	|০	|০	|৩	|১	|২||	|৮	...	...	...	...	...	..
৩৩	মুঙ্গের ...	য৪ |৭৸৴	|৯||৶	|৯৶	||১	||২|	||৮|৴	|১||৴	|০৸	|৫৸	|২||৴	|২||৴	|৬৸	...	...	...	...	...	...
৩৪	ভাগলপুর ...	য৫ |৭||৶	|৭||৶	|৬|৶	||১|৶	||১|৶	৸০|৴	|১|৶	|১|৶	|৬|৶	|৩৸৶	|৩৸৶	|৭||৶	...	...	...	...	...	...

থ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইং।—মাণিকগঞ্জে ।২ সের, মুনশীগঞ্জে ।০।।৵৩ সের ও নারায়ণগঞ্জে ।৩ সের।

দ। ঐ ঐ ।—গোয়ালন্দ এবং মাদারীপুরে ও ভাঙ্গায় ।২ সের এবং গোপালগঞ্জে ।২৸সের।

ধ। ঐ ঐ ।—পটুয়াখালিতে ।০।।৶ সের, পিরোজপুরে ।১ সের ও ভোলায় ।১ সের।

ম। ঐ ঐ ।—কিশোরীগঞ্জে ।০।।৶ সের, আটীয়ায় ।২ সের, ও জামালপুরে ।৸ সের, নেত্রকোণায় ।২।৴ সের।

প। কুমারিয়ায় লবণের খুজরা দর টাকায় ৴৯ সের নাথাজারিতে ৴৮ সের ও কক্সবাজারে ৴৯ সের।

ফ। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ৴৯ সের অবধি ।১ সের পর্য্যন্ত।

ব। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইং।—ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় ।২। সের, ও চাঁদপুরে ।২।।০ সের।

[*Government Gazette*, 17*th June* 1881.]

টাকায় যত পাওয়া যায়।															৪০ সেরের মণের থোকে বিক্রয়ের দর।			
রাগী বা মাড়ওয়া ও চীনা।			জনেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাঠ।			লবণ।			লবণ।			
এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	জিলা।
																		পূর্ব্বদিকস্থ জিলা।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	মণ	মণ	মণ	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	...	...	..	...	...	।৮	।৮	।৪।।	২।০	২।০	২।০	।২।।	।২।।	।২।।০	৩৶০	৩৶০	৩৶০	ঢাকা।
...	...	...	...	...	...	।৭	।৯	।৬	৩৴	৩৴	৩৴	।২	।২	।২	৩৶০	৩৶০	৩।৴০	ফরিদপুর।
...	...	.	...	...	...	।৭	।৭	।৮	৩৴	৩৴	৩৴	।৩	।৩	।৩	২।৶০	২।।৶০	২।।৶০	বাখরগঞ্জ।
...	..	...	...	...	...	।৬	।৬	।২।।	...	...	...	।২৸০	।৩	।২	৩৲	৩৴০	৩।৴০	ময়মনসিংহ।
...	...	...	...	...	...	।৪	।২	।২	৩৴	৩৴	..	।০	।০	৴৯	৩৸৶০	৩৸০	৪৲	চট্টগ্রাম।
...	...	...	...	..	...	।২	।২	।৩	...	...	...	।০	।০	।০	৩।৶০	৩।৶০	৩।৶০	নওয়াখালী।
..	...	...	...	...	...	।৫	।৬	।২৸	...	...	...	।২	।২	।২	৩।০	৩।।০	৩।০	ত্রিপুরা।
...	...	...	...	..	...	...	...	...	৮৴	৮৴	৮৴	৴৮	৴৮	৴৬৴	৪।।০	৪।।০	৫।০	চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশ।
...	...	...	...	...	...	।৪	।৪	।২	...	...	...	।১	।১	।১	৩।০	৩।০	৩।০	ত্রিপুরাপর্ব্বত।
																		বেহার।
..	...	...	।।৪	।।৪	৸২	।।১	।।১	।।৯।।	২।।০	২।০	৩।০	।০।।	।১	।০।।	৩৶০	৩৲	৩৲	পাটনা।
...	...	...	..	...	...	।।০	।।০।	।।৩।।	৪।।০	৪।।০	৪।।০	।১	।১	।২	৩।০	৩।০	৩।৴০	গয়া।
...	...	...	...	...	..	।।৪	।।৪	।।৸-।।৮	৩।০	৩৴	৩৴০	।২	।২	।২।।	৩৴০	৩৴০	৩৴০	শাহাবাদ।
।।০।৴	।৭।।৴	১৴	।।০।৴	।৯৸৶	১৴	।।১৶	।।০৸৶	।।৫	৮।৬	৪।৬	৪৴	।৩।।	।২৴	।০	৩৴১	৩।৴০	৩।।৶	দ্বারভাঙ্গা।
...	..	...	।৮	।৮	৸৫	।।১	।।১	।।৫	৩।।০	৩।।০	৩।।০	।২	।২	।২	৩।০	৩।০	৩।০	মজঃফরপুর।
।।২	।।২	৸২	।।২	।।১।।	৸২	।।২	।।১।।	।।৮	৪৴	৪৴	৪৴	।১।।	।১	।১	৩।৶০	৩।৶০	৩।৶০	সারণ।
..	...	..	...	...	...	।৯	।।০	।।৬	...	...	...	।১।।	।১	।১।।	৩।৶০	৩।৶০	৩।৶০	চাম্পারণ।
...	...	...	।।১	।।৪৶	৸৩।।৴	।।৩৴	।।৬	।।৭।	৩৴৬	৩৴৬	৩৴৬	।২৴	।২৴	।২	৩৶৬	৩৶৬	৩৶৬	মুঙ্গের।
...	...	...	।৮৸৶	।৮৸৶	৸০৴	।।১।৶	।।০৸৴	।।৫।	৩৸১।।	৩৸১।।	৪।।৯-।৶	।২।।৶	।২।।৶	।২।।৶	৩৲	৩৲	৩৲৬	ভাগলপুর।

ক। নবদহ মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ।০ সের।

খ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—বক্সারে ।১।। সের এবং ভবুয়ায় ।০।। সের।

গ। ঐ ঐ।—তাজপুরে ।১।।০ সের, ও মধুবনিতে ।১ সের।

গ১। ঐ ঐ।—সীতামাঢ়িতে ।০ সের এবং হাজিপুরে ।০।। সের।

গ২। ঐ ঐ।—সেওয়ানে ।১ সের ও গোপালগঞ্জে ।২ সের।

গ৩। মফঃস্বলে লবণের খুজরা দর টাকায় ।০ সের অবধি ।২ সের পর্য্যন্ত।

গ৪। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—বেগুসরাইয়ে ।১ সের ও জমুইয়ে ।২ সের।

গ৫। ঐ ঐ।—বাঁকায় ।২ সের, মধাপুরায় ।০ সের ও সুপোলে ।১ সের।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব্ব

নম্বর	বন্দর।	৪০ সেরের														
		গম।			যব।			ভাল চাউল।			সামান্য চাউল।			বহু ও বাজরা।		
		এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	কলিকাতা …	২।৶০	২।৶০	২৸/০	২।৶০	২।০	২৶০	৪॥০	৪॥০	৩৸৶০	৩৲	৩৲	২॥০	২॥৶	২॥৶০	২॥৶০
২	শেরাজগঞ্জ …	২।০	২।০	২৲	…	…	…	৩৸৶০	৪॥০	৪৲	২॥০	২।০	২।০	…	…	…
৩	ঢাকা …	২।০	২।০	২৸/	২॥০	২॥০	১৸৶০	৩৶০	৩৶০	২।৵০	২॥৶	২॥৶০	২৶০	..	…	…
৪	নারায়ণগঞ্জ …	…	…	…	…	…	…	২॥৶০	২॥৶	২।৶০	২॥০	২।০	২৵	…	…	…
৫	চট্টগ্রাম …	৩৲	৩৶০	৩৲	…	…	…	৩৲	৩৲	২৸৶	২।০	২।০	১৸৶০	…	…	…
৬	পাটনা …	২৸০	১৸৶৩	২৶০	২॥/৩	১॥৶০	১৵০	৩৲	৩/	২॥৵০	২৸৶০	২৸৶০	২৲	…	…	…
৭	বালেশ্বর …	২৶	২।০	২৸০	৩৶	৩৶০	…	৩৲	২।৶	২॥৶	১৸/	১৸/০	১।০	…	…	…
৮	পুরী …	…	…	…	…	…	…	…	…	…	১॥৩	১॥৩	১।০	…	…	…
৯	কটক ..	২।/	২॥৶	৩।০	…	…	…	৩৲	৩৲	২।/	২৲	২৲	১॥/	…	…	…

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

দুই সপ্তাহ অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ থোকে বিক্রয়ের বাজার দর।

মণের দর।

চোলম ও জোয়ার।			রাগী বা মাড়ওয়া ও গীমা।			জযেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ।			বন্দর।
এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
২।০	২।০	...	...	..	...	...	...	...	২৶০	২৶০	২৶০	।/৬	।/৬	।৶৩	২দ০	২দ০	২দ০	কলিকাতা।
...	...	...	...	...	...	...	...	...	২।০	২।০	২।০	...	..	।৶	৩৲৬	৩৲৬	৩৲	শেরাজগঞ্জ।
...	..	...	...	...	...	...	...	...	২৶০	২৶০	২দ০	।৶০	।৶০	।৶	৩৶০	৩৶০	৩৶০	ঢাকা।
...	..	...	...	...	...	...	..	...	২॥০	২।০	২॥৶০	।৶০	।৶০	।৶০	৩৲	৩৲	২দ৶০	নারায়ণগঞ্জ।
	...	...	.	...	...	...	...	.	২দ০	৩৲	৩৲	।০	।০	...	৩৸৶০	৩দ০	৪৲	চট্টগ্রাম।
..	...	...	...	...	...	১॥/৬	১॥/৬	১৶০	১দ০	১দ/	১।/০	।/০	।/০	।/০	৩৶	৩৲	৩৲	পাটনা।
...	...	...	.	...	...	...	...	..	২॥৶০	২দ০	২দ০	।/০	।/০	।/৩	৩দ০	৪॥০	৫৲	বালেশ্বর।
...	...	...	...	.	...	.	.	...	.	..	.	...	.	..	২।৶	২।৶	২॥৶	পুরী।
...			২।/০	২।/০	৩৲	...	..	...	১॥৶০	১॥৶	১॥৶০	॥০	॥০	॥০	২দ০	২দ০	২দ০	কটক।

সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

জিলা হুগলি —জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারি কালেক্টরী জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবক বাঙ্গালা ১২৯১ সালের ৬ আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিবসে হুগলির কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ মে।

তৌজি নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহাল।				
৯	দৌলতপুর পং পাণ্ডুয়া।	সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা-রাখা দিগর।	১১১২৬২		
		বাদ গঙ্গাধর কর মৌজা সিতলা তৎসামিল পটী বাগান ডাঙ্গা ও মির-পাড়া রকম /১২৷৷ আনার সদর জমা বিঃ	৪২৸৶০		
		কুসুমকুমারী দাসী ১৫৷৷০ বিঘা জমির জমা এঃ	৫।০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৪৮৶০		
		বাকী সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা রাখা দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১০৮৩৸৶২	১২২৷৷৶১	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
১০	ঐ রাধাকান্তবাটী পং পাণ্ডুয়া।	কছিমদ্দী মিস্ত্রী দিগর ...	৬২৪৷৷৶১১		
		বাদ হাজি আছালদ্দী মিস্ত্রী ৫০৸১ বিঘা জমির জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২৪৸৶০		
		বাকী কছিমদ্দী মিস্ত্রী দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৫৯৯৸/১১	৪৬।/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নিলাম হইবেক।
২৯	ঐ বসন্তপুর পং ভুরশীট।	সেখ হাফেজদ্দীন আহাম্মদ দিগর সদর জমা।	১১০৮৫৲		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী রকম ৷৷/০ আনাকে ষোল আনা করিয়া তাহার রকম ৶৪ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২৪৯৪।/৬	৪২৯৷৷/৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
৩৫	ঐ মণ্ডলঘাট পং মণ্ডলঘাট।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	২২৩৭৯৮৸/ (৮।		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ৶১১৶৪ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৩১৮০৯/১	১২২৬৩৲২	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
৩৮	ঐ সাঁথপালি পং বালিয়া।	৺মোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ...	১০১৪৮৲৮		
		এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনেজার ইষ্টেট গিরিজানাথ রায়চৌধুরী দিগর রকম /১২ আনার সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১০১৪৸/০	৸০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।

[*Government Gazette*, 17th June 1884.]

নম্বরের নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহাল :				
৫৫	চাপাহাটী পং পাণ্ডুয়া।	যদুনাথ ধল্যা দিগর ...	৫৮১৵২	৩৫।৵০	
৫৬	ঐ ঐ	যদুনাথ ধল্যা দিগর ...	৬০৬।৶২	১১৩।৶১	
৫৯	ঐ মাখালডিহি পং পাণ্ডুয়া	সৈয়দ আবল মজফর দিগর ...	৭২২৸৶১		
		বাদ অভয়াচরণ নন্দী রকম ।১৪৬ আনার সদর জমা এঃ	২১৪/০		
		উপেন্দ্রনারায়ণ নন্দী দিগর রকম ।১৪৮ আনার জমা বিঃ	২১৪/০		
			৪২৮৶০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী সৈয়দ আবল মজফর দিগর ...	২৯৪৸/১	৩৶৪	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
৬২	ঐ রামজাঙ্গাল পং মণ্ডলঘাট।	কানাইলাল শীল দিগর ...	১৯৩৭৪৸২।		
		এই মহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ৶৫ আনার সদর জমা এঃ	২৭২৫।।/০	৯৩৯/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৬৭	ঐ গুড়বাড়ী পং চৌমুহা।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ...	২৬৯৫৬৶		
		এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র ঘোষ গুড়বাড়ী ও হরিরামপুর ২ মৌজার ষোলআনা সদর জমা	৬৯২৶৯	৪৭৯৶৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
৭৯	ঐ সেরপুর পং বালিয়া।	সেখ কাদেরবকস দিগর ...	১০৩৯১।৶৯		
		এইমহালের মধ্যে মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ।।/ আনা সদর জমা	৫৮৪৫৶৬।।	২০১৩।।/৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
১১০	ঐ থালড় পং থালড়।	রাণী লালনমণি দিগর ...	১০৩৯০।।৶		
		বাদ ললিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্রবালা দাসী রকম ৸০ আনা সদর জমা	৭৭৯৩		
		উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম /০ আনা সদর জমা	৬৪৯।৶		
		রাজা প্রথমনাথ রায় বাহাদুর রকম ৶০ আনা সদর জমা	১২৯৮৸/০		
			৯৭৪১।০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী রাণী লালনমণি রকম /০ আনা সদর জমা	৬৪৯।৶	১৭১।।৵	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			

তৌজি নম্বর	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইন।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহল।				
১১৭	রাজহাট পং খোশালপুর।	জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর ...	৭২৬৻৩		
		বাদ আনন্দময়ী দেবী একজিকিউটর ইষ্টেট বৃন্দাবনচন্দ্র রায় রকম ।/০ আনা সদর জমা	২২৬৸৶০		
		শরচ্চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কিসমত নশিবপুর ও বৈদ্যবাটী ও অভিরামবাটী তিন মৌজার রকম ।/১০ আনার মধ্যে ৶০ আনা সদর জমা।	৮২৶০		
		প্রসাদদাস গোস্বামী রকম ৶৬॥= আনার জমা।	১৫১।০		
			৪৬০।/০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর সদর জমা	২৬৫॥৶১	৩১৵০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
	ঐ				
১৫৩	মল্লিকহাটী পং বোর।	প্রসাদ দাস গোস্বামী দিগর ...	২৯৬৮৻২		
		বাদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী দিগর রকম ।০ আনা সদর জমা।	৭৫২৲		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী প্রসাদদাস গোস্বামি দিগর রকম ৸০ আনা জমা।	২২২৬৻১	১৬৯।/৪	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
	ঐ				
১৫৯	চাতরাবাদে পং বোর।	রামানন্দ লাহিড়ি দিগর ...	৭৪৩॥/৫		
		বাদ বামাসুন্দরী দেবী রকম ৶১১ আনার সদর জমা।	১৬৯।/০		
		নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম /১১৮ আনার সদর জমা।	৬৬৲		
		দিননাথ চৌধুরী রকম /২।৶১০ আনার সদর জমা।	৫১৸৶০		
		ঝব্বালাল মুখোপাধ্যায় রকম /১৮।৭ আনার সদর জমা।	৮৮॥/০		
		কালিকানন্দ পাল দিগর রকম ১১৸২ গণ্ডা সদর জমা।	৩১।৶১		
		লালজী চৌধুরী, বাদে চাতরা বাসুদেবপুর, বেলুড় ও মৌজার রকম ৶-৪।৶০ আনার সদর জমা।	১২৭৸৶০		
			৫১৫৲		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর জমা।	২২৫॥/৫	৭৸/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
	মোদামি বন্দবস্ত।				
২০৩৪	সুলতানপুরের পং পাটমহল।	অমৃতলাল সেন দিগর ...	৯২৯৶১		
			রোডফণ্ড৯।৯		
		বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ।।০ আনা সদর জমা	৪৬৪॥/৬		
			রোড ফণ্ড		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৪।৶৪॥		

[*Government Gazette*, 17*th June* 1884.]

তৌজীর নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	মোদামিবন্দবস্ত	বাকী অমৃতলাল সেন দিগর রকম ॥০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৪৬৪॥/৬ রোড ফণ্ড ৪॥৵৪॥	২॥০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
২১৩৮	অপূর্ব্বপুর চাকরানপং সিংহুর	মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী দিগর। বাদ কানাইলাল শীল রকম ॥/ ২ আনার জমা এঃ গোবিন্দলাল শীল রকম ৶৪ আনা জমা বিঃ। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৬৫৬।৵৫ ৩৯৩৸৵০ ১৩১।/০ ৫২৫৶০		
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহল।	বাকী মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১৩১৶২	৪৩।৶০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
৩৬৩৩	চুটীপুরের সামিল অমরপুর পং চুটীপুর।	যদুনাথ ঘোষ দিগ … এই মহালের মধ্যে পূর্ণেন্দ্র দেব রায় ।০ আনাকে ষোল আনা করিয়া তাহার রকম ।/৬॥= আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭০৬॥৮ ৫৮৸৵০	১৬৸৩	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
৩৬৩৭	ঐ জোলকুল পং চুটীপুর।	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিগর …	৫১০॥৵৭	৯২৸৵৩	
৩৮৪৯	ঐ মামদপুরবাটকে পং চুটীপুর।	যদুনাথ দে দিগর … এই মহালের মধ্যে অবিনাশচন্দ্র পাল রকম ৶৩ আনা জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৮২৩৸৶২॥ ১৫৪॥০	৩৯৵৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
৩৯৯৩	মোদামিবন্দবস্ত হাওড়াচর পং বোর।	রাণী লালনমণি দিগর … বাদ ব্রজনাথ শ্রীমানি রকম ।/ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭২৬।৮। ২২৭/০		
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহাল।	বাকী রাণী লালনমণি দিগর রকম ॥৶০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৪৯৯৶৮।	৬২॥৵৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নীলাম হইবেক।
৪০৮২	গোবিন্দপুর পং জাহানাবাদ।	মাণিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী।	১০৪০৭।৭	৩৫২৬৸৯	
১৭৯২	মোদামিবন্দবস্ত গুপ্তিপাড়াচর পং মণ্ডলঘাট।	কালিদাস দেব মেনেজার জানবে গিরিজানাথ রায়চৌধুরী দিগর। এই মহালের মধ্যে রকম ।৵৮ আনার মালিক দুর্গানারায়ণ সেন সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। রকম /১২ আনার মালিক অমৃতনাথ সেন সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭৬৫৲ ৩০৬৲ ৭৬॥০	২৮ মার্চ্চ কিস্তীর বাকী ১০২।৵৩ ১২ জানুয়ারি কীস্তীর ৮৯॥ ৬ ১৯৩৸৶৯ ২৮ মার্চ্চ কিস্তীর ২৬/৯ ১২ জানুয়ারির ২১।৵৩ ৪৮।।৩	এই অংশ ১৮৮৪। ২৪ মার্চ্চ নীলাম হওয়ায় খরিদার কেবল বায়নার টাকা দিয়া অবশিষ্ট টাকা না দেওয়ায় ঐ বায়নার টাকা জব্দ করা গিয়াছে তজ্জন্য ঐ প্রথম খরিদারের দায়িত্বে ও ঝুকিতে এই অংশ পুনরায় নীলাম হইবেক।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]　G. TOYNBEE, *Offg. Collector.*

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জিলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাহাল সন ১২৯০ সালের সংকিস্তী কালগুনের বাকী রাজস্ব আদায় জন্য সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার জিলা মুরশিদাবাদের কালেকটরী কাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ১৭ আপ্রিল।

শ্রেণীর নম্বর।	মাহালের প্রকার।	তৌজীর নম্বর।	নাম ও মহাল পরগনা।	নাম তালুকদার।	সদর জমা।	কৈফিয়ৎ।
১	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	৪৪	তরফ কালুহা পং বারবক পুর।	কৃষ্ণকিঙ্কর রায় কমলাকান্ত রায় গোপীকান্ত রায় প্রভাবতী দাস্যা মাতা অলি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় নাবালগ।	৩২৯৪॥৵৭	এই মাহাল মধ্যে প্রভাবতী দাস্যা ও কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ।।০ আনা বাদে কৃষ্ণকিঙ্কর রায় ও গোপীকান্ত রায়ের এজমালী অংশ ।।০ আনার কাত সদর জমা ১৬৪৭।/৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৭১১৬৶০ টাকা।
২	ঐ	৪৪	তরফ কালুহা পং বারবকপুর।	ঐ ঐ	৩২৯৪॥৵৭	এই মহাল মধ্যে প্রভাবতী দাস্যার পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ।০ আনা ও কৃষ্ণকিঙ্কর রায় গোপীকান্ত রায়ের এজমালী অংশ ।।০ আনা বাদে কমলাকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ।০ আনার কাত সদর জমা ৮২৩।৵৭ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৩৫৮।৵৩ টাকা।
৩	ঐ	৬৭	ভুদাগোপালপুর পং পলাশী।	রায় সেতাবচাঁদ লাহার বাহাদুর ...	১১৪২।১০	রাজস্বর বাকী ৫৬০৮১১ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নীলাম হইবেক।
৪	ঐ	২২৯	কিসমত মৌজেপাকুড়হাঁশ পরগনে বারবক সিংহ।	হিরালাল চৌধুরী বামনদাস চৌধুরী অশ্বিনীকুমার মুস্তফী বটুকনাথ মুস্তফী হারাধন গোস্বামী।	৭৩৯৭১১	সরকারী বাকী রাজস্ব ৫৫৵১০ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নীলাম হইবে।

৫	ঐ	২৩১	ডরুক পাড়নিয়াড় পরগনে রাজপুর।	রাধাজীবন মুস্তফী তারামণি দাস্যা লক্ষ্মী দাস ও দর্শ্ম দাস মুস্তফী অধিরাণী দাসী ক্ষেত্রনাথ চন্দ্রগতি মুস্তফী ভুবনমোহিনী দাস্যা।	৬৬১৮৵১	সরকারি বাকী রাজস্ব ৩৬৷৶৯ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নীলাম হইবেক।
৬	ঐ	২৭৩	কিসমত পরগনে বারবক সিংহ পং বারবক সিংহ।	রাধাবিনদ জগতমোহন মনমোহন বেণীমাধব হিরালাল বামনদাস মাধবচন্দ্র মতিলাল চৌধুরী হারাধন গোস্বামী ছোট যাদুমণি দেব্যা রামনৃসিংহ মুস্তফী বনমালী কালাচাঁদ প্যারিমোহন রামগোপাল চৌধুরী চম্পকলতা দেবী কৃষ্ণকিশোর গোবিন্দলাল বিষ্ণুলাল শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী হরিদাস তুলসীরাম চৌধুরী নাবালগের অভিমাতা অখিলেশ্বরী দেব্যা রাজেন্দ্রচন্দ্র সুন্দরলাল ছিদামলাল চৌধুরী জনার্দ্দন হরেরাম চৌধুরী নাবালগের অভিমাতা চন্দ্রমুখী দেব্যা ও কালীপ্রিয়া দেব্যা মনমোহিনী দেব্যা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজলাল চৌধুরী গোপী সুন্দরী দেবী গোপীমোহন চৌধুরী এলোকেশী বামাসুন্দরী দেব্যা কালিদাস চৌধুরী রাধাবল্লভ দাস যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিলাল চট্টরাজ রাজিয়া বিবি জিয়াওর রহমান বান্দী বিবি আজিজন্নেচা বিবি গোলাপসুন্দরী দেব্যা রাজেন্দ্রলাল চৌধুরী।	২১০৫।৵১	এই মাহাল মধ্যে মৌলবি জিয়াওর রহমান রাজিয়া বিবি বান্দী বিবি হিরালাল বামনদাস চৌধুরী ও রাধাবিনদ চৌধুরী ও রামনৃসিংহ মুস্তফী ও মাধবচন্দ্র চৌধুরীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ৶৭।৷৶২৷৷ দীপ ৪ তিলের কাত সদরজমা ৪৪৭৮২ টাকা বাদে রামগোপাল চৌধুরী দিগরের এজমালী অংশ ৮১২ গোণ্ডা ৪৷৷ দীপ ১৬ তিলের কাত সদরজমা ১৬১৮৶১১ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী রাজস্ব ৬৯৮৶৯ টাকা।
৭	ঐ	৪০৭	মৌজে রামবাটী পং ফতেসিংহ।	সাতকড়ী ঘোষ মজুমদার মির ইজ্জত ন্যাযাজ গোষ্ঠবিহারী খুদিরাম হিরালাল প্রামাণিক মহারাজা জগদীন্দ্র বনওয়ারি গোবিন্দ বাহাদুর সেবাইত কিশোরী জিউ দেব ঠাকুর মির মহামুদ নেয়াজ রাইরঙ্গিণী দাসী জাহেদা বিবি দীনবন্ধু দাস কৃষ্ণধন দাস ধর্ম্মতারণ দাস রায় কৈলাসকামিনী দেব্যা চন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মণীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ নাবালগের অভি মাতা লক্ষ্মেশ্বরী দাসী রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং ম্যানাজার পক্ষে কালাচাঁদ হৃষিকেশ রামলাল রাধাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সেবাইত ৺ গোপাল দেব ঠাকুর।	৬১৭৶৬	এই মাহাল মধ্যে সাতকড়ী ঘোষ মজুমদার দিগরের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে হিরালাল প্রামাণিক দিগরের এজমালী অংশ ।৶১৶৮ তিলের কাত সদর জমা ১৭৩৮৶১১ টাকা নীলাম হইবেক বাকী রাজস্ব ১৯৫ পাই।

শ্রেণীর নম্বর।	মহালের প্রকার।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম তালুকদার।	সদর জমা।	কৈফিয়ৎ।
৮	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	৪৩৬	কিসমত পরগনে সাহা-জাহাপুর পং সাহা-জাহাপুর।	বিপিনবিহারী নবিনবিহারী কৃষ্ণকিশোর মুকুন্দলাল রামচন্দ্র ভগবানচন্দ্র বনওয়ারিলাল দীনবন্ধু ললিতমোহন বৈদ্যনাথ গুরুদাস নছমনদাস গণেশচন্দ্র গঙ্গানারায়ণ কুলদাপ্রসাদ গোপেশ্বর সেন মর্ম্মসখী দাস্যা কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়।	৩৩১৫॥৭	এই মহাল মধ্যে মর্ম্মসখী দাস্যার ও কামদা কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে গোপেশ্বর সেন দিগরের এজমালী অংশ ॥৴১২ গোণ্ডার কাত সদর জমা ২০৭৪৴১০ টাকা নীলাম হইবেক। রাজস্বর বাকী ৭২৬॥১১
৯	ঐ	৪৪১	কিসমত পরগনে সমসথালী পরগনে সমসথালী।	বীরচন্দ্র নদীয়াবিনদ চৌধুরী শ্যামাসুন্দরী দাস্যা সোদামিনী দাসী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী গদাধর চৌধুরী অনন্তময়ী দাসী ব্রহ্মময়ী চৌধুরাণী।	৬৬৭৬৶২	এই মহাল মধ্যে গদাধর বীরচন্দ্র চৌধুরীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে শ্যামাসুন্দরী দাস্যা দিগরের এজমালী অংশ ৸৴১৷৶০ কাত সদর জমা ৫৫৬॥৴১১ টাকা নীলাম হইবেক। রাজস্বর বাকী ।।৩ আনা।
১০	ঐ	৫০৮	ডিহি আতাই পং সেরপুর।	চন্দ্রমোহিনী দাস্যা থাকমনি দাস্যা অলি মাতা বিশ্বেশ্বর ঘোষ প্রমথনাথ ঘোষ কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ গোপীসুন্দরী দাস্যা।	৩৪৫২॥৴- ১১ পুলিস ২৬৷৶৮ ৩৪৭৯৲৭	এই মহাল মধ্যে থাকমনি দাসী দিগরের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ।।০ আনা বাদে চন্দ্রমোহিনী দাস্যার এজমালী অংশ ।।০ আনার কাৎ সদর জমা ১৭২৬৷৴০ টাকা ও পুলিস ১৩৶৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ... ৫৭৪৶০ পুলিস ... ৩৷১০ ৫৭৭৷৶১০
১১	ঐ	৫৩৩	কিং পং উজিরাবাদ পং উজিরাবাদ	ত্রৈলোক্যনাথ রায় কটীকচন্দ্র ও তারকনাথ ভট্টাচার্য্য নরুরচন্দ্র ও বিপ্রদাস পালচৌধুরী গোলাপমনি দেব্যা জগচন্দ্র পাঠক লক্ষ্মীমনি দেব্যা গোকুলচন্দ্র তেওয়ারী দ্বারিকানাথ সেন গণেশলাল কৃষ্ণপ্রসাদ রায়।	১১৮৩৷৶৬	এই মহাল মধ্যে দ্বারিকানাথ সেনের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১২৸৩ দন্তীরকাত সদর জমা ৪৭৷৶১০ টাকা নীলাম হইবেক বাকী ২৮৷৭ টাকা

১২	ঐ	৫৪০	মৌজে এমাদিপুর পং তুলাভাড়ীয়া।	তরঙ্গিনী ওরফে লুটমনি দাসী পক্ষে ম্যানেজর কামিনী সুন্দরী দাসী ... [illegible] রায় পরেশনাথ ... রায় স্বরূপলাল চৌধুরী চন্দ্রমোহন চৌধুরী মুক্তকেশী চৌধুরাণী ... মুক্তকেশী শান্তালমণি চৌধুরাণী চারুচন্দ্র বসু উমেশচন্দ্র মিত্র হারাধনী চৌধুরাণী মাতা অলি দাশরথী ও সত্যচরণ রায়চৌধুরী না-বালগ পরেশনাথ চৌধুরী ললিতমোহন রায়চৌধুরী কামিনীকুমারী চৌধুরাণী মনমোহন চৌধুরী প্রেমলাল।	১০৬৬৸৶২	এই মহাল মধ্যে হারাধনী চৌধুরাণী অলিমাতা দাশরথী সত্যচরণ রায়চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ /১ গোণ্ডা বাদে চারুচন্দ্র বসুদিগের একশালী অংশ ৸৶১৯ গোণ্ডা রকাত সদর জমা ৯৯৷৵৫ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ... ।১০ পাই।
১৩	দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল	৫৫৮	চরগোটা পং সমসখালী	বন্দবস্তদার দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় নাবালগের অলিমাতা ত্রিপুরাসুন্দরী দেব্যা রামলাল রায় সীতানাথ রায় রামেশ্বর রায়।	৭৩৭৷৴	রাজস্বর বাকী ১৮৬৸৶০ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।
১৪	প্রথম শ্রেণীর মহাল	২৭৪০	কিং তরফ হোসেনপুর পং আনন্দ নগর	লোকনাথ রায় দ্বারিকানাথ রায় ও হরিনাথ ঘোষ...	৬১৫৮৵৯ রোডফণ্ড ৬৵১	১২৯০ সালের লাং অগ্রহায়ণ তলবের রাজস্বর বাকী ১৫৯৲ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।
১৫	ঐ	২৭৭৯	তরফ কানাই পাড়া পং আনন্দ নগর	রামলাল ঘোষ ...	১৩৪৯।/৫	১২৯০ সালের লাং ফাল্গুনের রাজস্বর বাকী ৮১৷৶৬ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।

BERHAMPORE,
The 18th May 1884 }

J. C. VEASEY,
Offg. Collector.

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনীয়া জিলাস্থ নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ কিস্তির সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ২৩ জুন মোতাবেক ১২৯১ সালের ১০ অষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরীর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

তৌজি নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের সদর জমা।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ্চ কিস্তির বাকী।
৬	পরগনে আগরপাড়া কিসমত আগরপাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১৬৬৯।৵১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারা অনুসারে স্বতন্ত্র হিসাবের ১ হিস্যা সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৶৴ আনা।	১৩৫৬।৵২	৩।৹
২৮	পং হিলকি কিং কেড়াগ ছি।	রাজমোহন রায়চৌধুরী	৫৮৩৻৪	সম্পূর্ণ মহাল ...	৫৮৩৻৪	১৭৩৻১০৸
২৯	পং খলিসখালি কিং খলিসখালি	কৈলাসকামিনী দেব্যা দিগর।	৮৯৭৸১১	ঐ ...	৮৯৭৸১১	১৩০৸১১
৩৪	পং হিলকি কিং গন্ধর্ব্বপুর।	মহেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী দিগর।	১২৬১।৪	৫ হিস্যা আনন্দমোহন ঘোষ রকম ৴১২ গণ্ডা।	১২৬৵৹	৩৩॥৴১
৬৭	পং তালিবপুর কিং তালিবপুর।	গোবিন্দমোহন বসু দিগর।	৫৩৯৻৬	১ হিস্যা ...	৪৭৪৶১	১১৩৻৪
৭২	পং দাতিয়া কিং দাতিয়া।	চন্দ্রকুমার রায় দিগর ...	৪৭৩২২।৴৬।	সম্পূর্ণ মহাল ...	৪৭৩২২।৴৬।	১৯০৸৶১।
১০৮	পং বুড়ন কিং বাবুলিয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	৫১১৫৻১	৩ হিস্যা মুনসী আগ্তাবদ্দীন আহাম্মদ রকম ৴১২ গণ্ডা।	৫১১॥৹	৩৶৫
১১১	পং বাজিতপুর কিং বাজিতপুর।	লোকনাথ ভঞ্জ চৌধুরী দিগর।	২১২১॥৴১১	২ হিস্যা লোকনাথ ভঞ্জ চৌধুরী রকম।৮৸৫ দন্তি।	৫৮৯।৴৮	১।৴৩
১২৫	পং বুড়ন কিং বৈকারি।	থাকমণি চৌধুরাণী দিগর	৭১২।৵১১৸	সম্পূর্ণ মহাল ...	৭১২।৵১১৸	৬১।৵৭৸
১২৭	পং তালুকা কিং তালুকা।	রাজকুমার ঘোষ দিগর...	১৪৯৪৩৸৶৮	১ হিস্যা মেহেরউল্লা চৌধুরী দিগর রকম ৻১৮৸৴১১।৴১৫	৮৫৩।৴৮	২৫৸৴৭॥
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারানুযায়ী স্বতন্ত্র হিসাবের ২১ হিস্যারকম ।৵১৯তিল কৈলাসচন্দ্র সরকার দিগর।	২০।৭	৭৴৮
১৬২	পং বুড়ন কিং ভাহুড়িয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	২০৩২২।৬	২ হিস্যা রং ।৹ আনা...	১০১৬১৴৯	৶৫৸
১৭৯	পং মলই কি মলই।	পার্ব্বতীনাথ রায়চৌধুরী দিগর	২২৯৭২।৴১১।	২ হিস্যা মহেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী দিগর।	২২৯৭৶৬	৮৭৬৸৵৪
১৫৯	পং সর্পবাজপুর কিং রামভাঙ্গা।	ভুবনমোহন মজুমদার দিগর।	৫৪৯৸৴৮	১ হিস্যা ভুবনমোহন মজুমদার রং ।৹ আনা।	১৩৭।৶৫	৩১৴০॥
১২৬	পং সুন্দরবন কিং ১৬৫ নং লাট আস্তুনি রুমজান নগর।	জহিবদ্দি সরদার দিগর	১৮৮৪৲	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৮৮৪৲	১৪০০৻৬
১৯১	পং মলই কিং হাজরাকাঠি।	পার্ব্বতীনাথ রায়চৌধুরী দিগর।	৮৯০৶১০	৪ হিস্যা রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর সাং সাতখিরা।	৮৯৻৪	৩২৵০॥

KHOOLNA COLLECTOR'S OFFICE,
The 6th May 1884.

F. H. BARROW,
Offg. Collector.

[*Government Gazette,* 17*th June* 1884.]

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮। ৭ আইনমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের লাগায়েদ ২৮ মার্চ্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪। ২১ জুলাই মোং ১২৯১। ৭ শ্রাবণ সোমবার তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে।

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
১২ নং	পং আটীয়া জমিদারি হিস্যা ৴০ আনা ১৮৫৯। ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	ভগবানচন্দ্র রায় চৌধুরী গয়রহ।	২৪৭৴৪	•	•
ঐ	ঐ ১৮৫৯। ১১ আইনের ১০ ধারামতে উক্ত ৴০ আনা মধ্যে হিস্যা ৲৭ গণ্ডা।	হরিচরণ মজুমদার ...	২৪৫৸৶১	•	•
ঐ	ঐ ঐ হিস্যা ৷৹ কড়া ...	নবাবআলি চৌধুরী গয়রহ	৬১৷৶৮	•	•
ঐ	ঐ ঐ উক্ত ৴০ আনা জমিদারি ষোল আনা রকমে হিস্যা ৶৭॥ গণ্ডা।	গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী গয়রহ।	১৪৮৷৩	১২৫৲৬	খারিজ হিস্যা নিলাম হইবেক।
২৬ নং	পং বড়বাজু জমিদারি হিস্যা ৷৶০ আনী ষোল আনা রকমে ১৮৫৯। ১১ আইনমতে স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া হিস্যা বাদে এজমালি হিস্যা ৷৶৫৷৪ দীপ।	সৈয়দ হাসনজান গয়রহ ...	৪৪৬১৴০	৭০৫৲	এজমালি হিস্যা নিলাম হইবেক।
ঐ	ঐ হিস্যা ১৮৷১ দীপ ...	মেঃ কেম্বল সাহেব ...	৫১৩৴০	•	•
ঐ	ঐ হিস্যা ৷৶৹ গণ্ডা ...	খাজে এমারেত উল্লা চৌধুরী	৩১৪১৷০	১৪৩৶	খারিজ হিস্যা নিলাম হইবেক।
ঐ	ঐ হিস্যা ৴৮॥২ দীপ ...	করিমন্নেছা চৌধুরাণী	৮৭১৸০	•	•

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

নং তৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
৫২৯৮	পং পুখরিয়া চর আরজহাটী ও মেটা গয়রহ।	হেমচন্দ্র চৌধুরী গয়রহ ...	৯০৫৷৴০ উরেফন ৯৴০	১০৷৶২ উরেফন ৩৶০	মোট মহাল নিলাম হইবেক।

The 30th May 1884.

E. G. GLAZIER,
Collector.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

জেলা নদীয়া।

বাকী খাজানার জন্য অপরপক্ষের পাঠ কাছারি কালেক্টরী জেলা নদীয়া।

ইহার দ্বারায় সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে, সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারা অনুসারে জেলা নদীয়ার কৌজীর অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকলের ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখের প্রাপ্য মালগুজারি এবং অন্য দাদনী যাহা চলিত আইন ও আইন অনুসারে বাকীদারগণের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ১০ই জুলাই মোতাবেক ১২৯১ সালের ২৬শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার এবং জেলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক।

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	লিখিত মালিকগণের নাম।	মোট সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
১৭ নং	অলকা। পং বাগোয়ান।	কৃষ্ণনাথ রায়, কুমুদিনী দাসী, অলি অছি জাং গুরুদাস বিশ্বাস, ও মথুরানাথ, জগন্নাথ খাঁ ও চন্দ্রকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত ও রতিকান্ত ও গঙ্গাকান্ত ও দ্বারকাকান্ত ও সূর্য্যকান্ত ভট্টাচার্য্য ও লক্ষ্মীমণি দেব্যা অলিমাতা তিনকড়ী দেব্যা ও ত্রৈলোক্য সুন্দরী দেব্যা উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও ভারপ্রাপ্ত জাং বিজয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর অছি জাং নাবালগ শেট গুপীচাঁদ বাহাদুর ও রামেশ্বর রায় ও মথুরানাথ শ্রীনাথ পাল চৌধুরী ও শিবচন্দ্র পাল চৌধুরী স্বয়ং ও অছি ও সুন্দরী দাসী স্বয়ং ও অছি জাং শ্রীশচন্দ্র ও নকৃষ্ণ ও ললিতমোহন পাল নাবালগ ও হিরালাল ও উমেশচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র পাল ও বেনওয়ারিলাল পাল নাবালগের অছি উমেশচন্দ্র পাল ও রামবক্স তেওয়ারি।	৮৬৭০।/৩ পুঃ ৯৬।৭	১১০৫৩	সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রাঃ।৯।৫ কাগ যাহা ৩৮০৩।/৬॥ পাই সদর ৪২।৩ পাই পোলীস জমায় চন্দ্রকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, রতিকান্ত, গঙ্গাকান্ত, ও দ্বারকাকান্ত ভট্টাচার্য্য লক্ষ্মী দেব্যা অলিমাতা তিনকড়ী দেব্যা ও ত্রৈলোক্য সুন্দরী দেব্যা, উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও ভারপ্রাপ্ত জাং বিজয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দচন্দ্র ও মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর অছি জাং নাবালগ শেট গোপীচাঁদ বাহাদুর, মথুরানাথ শিবচন্দ্র পাল চৌধুরী শ্রীনাথ পাল চৌধুরী স্বয়ং ও অছি ও সুন্দরী দাসী স্বয়ং ও অছি জাং শ্রীশচন্দ্র, নকৃষ্ণ, ললিতমোহন পাল নাবালগ, হিরালাল, উমেশচন্দ্র, মহেশচন্দ্র পাল ও বেনওয়ারিলাল পাল নাবালগের অছি উমেশচন্দ্র পাল, ও রামবক্স তেওয়ারির নামে ১৭।০ নং এজমালী অংশ লিখা যায় ঐ অংশ বাকী পড়ায় উহাই নিলাম হইবেক।
১১৭ নং	ডিহি চণ্ডী পং পাজনৌর।	সুরেশচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, শতীশচন্দ্র মল্লিক নাবালগের অলিমাতা রাজলক্ষ্মী দাসী, চন্দ্রনাথ মল্লিক, অনাথনাথ দেব কচিমনেছা বিবি ও শরচ্চন্দ্র দে চৌধুরী স্বয়ং ও অছি জাং চারুচন্দ্র ও নির্ম্মলচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র দে চৌধুরী নাবালগের অছি ঈশানচন্দ্র ঘোষাল, ও অন্নদাদেব মুখোপাধ্যায় হরিজীবন প্রামাণিক ও সুরেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্র পাল চৌধুরী ও মধুমতি দাসী ও যোগেশচন্দ্র পাল চৌধুরী অছি জাং শতীশচন্দ্র তরফে পাচু পাল চৌধুরী ও সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ও শিরোমোহিনী দাসী অছি জাং জ্ঞানেন্দ্রনাথ, হরেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ বিপ্রেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী।	১০২৪৬৮ পুঃ ১১৯৮/৪	১৫৮৮/১১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট রাঃ।০ আনা যাহা ১৪৪৭৮/৬ পাইসদর ও ১৯৮ পাই পুলিস জমায় সুরেশচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, শতীশচন্দ্র মল্লিক নাবালগের অলিমাতা রাজলক্ষ্মী দাসী ও চন্দ্রনাথ মল্লিক, অনাথনাথ দেব ও কচিমনেছা বিবির নামে ১১৭।০ নং এজমালী অংশ লিখা যায় ঐ অংশ বাকী পড়ায় উহাই নিলাম হইবেক।

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	লিখিত মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
৪৭৬ নং	শম্ভুনগর পং রা-জপুর।	বৃন্দামণি দাসী অলি মাদরে নাবালক জনার্দ্দন বিশ্বাস, ধরণীধর বিশ্বাস গায়ত্রী দেবী, শশিমুখী দেব্যা, বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও সর্ব্বমঙ্গলা দেব্যা শারদাসুন্দরী দেব্যা অলি মাদরে শ্যামদাস রায় নাবালক প্রিয়নাথ কুণ্ডু, শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৃষ্টিধর জোয়ার্দ্দার।	১২০১৮/৯।১১	১১৮/৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া বাদে অবশিষ্ট ২।৶০ আনা যাহা ৫৮।/৪ পাই টাকা সদর জমায় গায়ত্রী দেবী ও সারদাসুন্দরী দেব্যা অলি মাদরে শ্যামদাস রায় নাবালক, প্রিয়নাথ কুণ্ডু, সৃষ্টিধর জোয়ার্দ্দারের নামে ৫৭৬।০নং লিখা যায় ঐ অংশে বাকী পড়ায় উহাই নিলাম হইবেক।
৪৭৭ নং	শ্যামপুর পং রা-জপুর।	গোপালচরণ মুখোপাধ্যায়, শশিসুন্দরী দেব্যা অঘোরনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ও কুমুদিনী দেব্যা অলি মাদরে গৌরহরি মুখোপাধ্যায় নাবালক ও দীননাথ মুখোপাধ্যায়, রামবকস চেলাঙ্গিয়া, নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী, কৈলাসেশ্বরী দাসী চৌধুরাণী অলি অছি ভাং বিপ্রদাস পাল চৌধুরী, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় স্বয়ং অছি ভাং মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাবালক হিরালাল চৌধুরী, কুসুমকুমারী দেব্যা, থাকমণি দেব্যা দীননাথ মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, নলিমোহন মুখোপাধ্যায় নিস্তারিণী দেব্যা অলি মাতা ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় নাবালক অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় স্বয়ং প্রসন্নময়ী দেব্যা অলি মাদরে জীবনকৃষ্ণ ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র, ক্ষেত্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৈলাসচন্দ্র ক্ষেত্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অছি ভাং কালীপদ ও তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালক।	৩৬৫২৮২	২৮/১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট ২৷৶৮৷ গণ্ডা যাহা ৫৫৩৷৷০ টাকা সদর জমায় শশিসুন্দরী দেব্যা অঘোরনাথ শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুমুদিনী দেব্যা অলি মাদরে গৌরহরি মুখোপাধ্যায় নাবালক নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী কৈলাসেশ্বরী দাসী অলি অছি ভাং বিপ্রদাস পাল চৌধুরী মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও অছি ভাং মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হিরালাল চৌধুরীর নামে ৪৭৭।০নং লিখা যায় ঐ অংশে বাকী পড়ায় উহাই নিলাম হইবেক।
৩১৫৮ নং	খামার শীমলা পং কৃষ্ণনগর।	অন্নদাপ্রসাদ সেন মোমেজারজাং মন্মথনাথ, গিরিজানাথ, সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ও মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, পার্ব্বতীনাথ ও নরেন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ও ভবতারিণী দেবী, রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও কর্ম্মাধ্যক্ষ ভাং উমেশ্বর, যোগেশ্বর, অমৃতেশ্বর ও রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়, গোকুলমণি দাসী।	২৬৫।৶৮ পুঃ ২৶০	৩১৫৮।০নং ১।৶১১ ৩১৫৮।২নং ৯১।১০ পুঃ ।।৶	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্ট ২৷ ৶৪ গণ্ডা যাহা ১৯৩৶৭ পাই সদর ও ১৶১১ পাই পুলিস জমায় রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও কর্ম্মাধ্যক্ষ ভাং উমেশ্বর, যোগেশ্বর, অমৃতেশ্বর, রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও গোকুলমণি দাসীর নামে ৩১৫৮।০নং ও পৃথক হওয়া অংশ ২৷ ⁄১২ গণ্ডা যাহা ৯১।।/৩ পাই সদর ও ।।৶০ পুলিস জমায় দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর নামে ৩১৫৮।২নং লিখা যায় ঐ ঐ অংশে বাকী পড়ায় উহাই নিলাম হইবেক।

W. V. G. TAYLER,
Collector.

কালেক্টরী জিলা রংপুর।

বাকীর কর্দ্দ সন ১২৯০ সাল বাঙ্গালার লাগাএদ কিস্তী ফাল্গুন মোতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএদ কিস্তী ফেব্রুয়ারি তলবের ২৮ মার্চ্চ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এবং তদপরে ভিন্ন ভিন্ন জিলার কালেক্টরীর তৌজী দ্বারা আদায় হইয়া যাহা বাকী আছে তাহা ১৮৮৫। ২১ জুন মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় শনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশ্যরূপে নীলাম হইবেক, ইতি।

তৌজির নম্বর।	মহালের নাম ও পরগণা।	মালিক।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
৫৭	বড়াবাড়ী ওগয়রহ মৌজা চাকলে কাজির হাট।	শ্যামকুমার দাস, বামাসুন্দরী দাস্যা কুঞ্জমোহন চাকি তারামণি দাস্যা চন্দ্রগোবিন্দ দাস,	৫১৫।৵০	।৶১০	বামাসুন্দরী দাস্যার ১১৮৸৶৯ পাই সদর জমার অংশ তাহার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
১৩৭	রামনগর মৌজা চাকলে কাজির হাট।	সৌদামিনী দাস্যা	১৩৪১৸৶৯	৪২৮।৶৪	
২২১	খোর্দ্দ মুরাদপুর ওগয়রহ মৌজা পং পএরাবন্দ	জানকীবল্লভ সেন, আছরা বেগম, রাহতমেছা ছাবেরা খাতুন, ও ছরিয়ল আলম আবুল হোসেন চৌধুরী ওয়াকে ডোমা মিঞা ও দুলা মিঞা।	২৫৩২৸৶৫॥	৫৩০॥৶৮	বাবু জানকীবল্লভ সেনের খরিদা ।৶০ আনা অংশ বাদ দেওয়া গেল। তাহার স্বতন্ত্র হিসাব খোলা গিয়াছে।
২২৩	খামার কুরলা ও গয়রহ পং পএরাবন্দ।	খাজে এনাএতুল্লা চৌধুরী জহিমনেছা চৌধুরাণী মহম্মদ নেজামুদ্দিন খাঁ চৌধুরী।	২১০৫৸৶১১	১৮২৷৯	খাজে এনাএতুল্লা চৌধুরীর বিশেষ ১ নম্বরে হিসাব পৃথক যাহার সদর জমা ১০৯৯।/৬ পাই ঐ অংশ ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
২৪৯	চক দুর্গাপুর ওগয়রহ মৌজা পং সরহাট্টা।	খএরমেছা বিবি চৌধুরাণী এনাতুল্লা মিঞা খাউরানী বিবি চৌধুরাণী, এনাতুল্লা চৌধুরী খুসিয়মেছা বিবি জওন বিবি চৌধুরাণী, গবর্ণমেন্টের পক্ষে ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার নেহালউদ্দিন, মহম্মদ নেজামউদ্দিন মহাম্মদ চৌধুরী, আমরমেছা বিবি স্বয়ং ও অলিঅছি পক্ষে আবদুলল হক চৌধুরী নাবালগ।	১৮২২৸৶৮	১৪॥৶৮	গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাধীনের অংশ যাহার সদর জমা ৪৩১।/৩ পাই ও যাহার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ্বাদে অপরাপর অংশ বাকী।
৬৯৭	আলিগাঁও পং ..	চন্দ্রশিখর রায়, গোপালচন্দ্র রায়, রাজলক্ষ্মী চৌধুরাণী, ঈশানচন্দ্র চৌধুরী, ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ত্রৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার পক্ষে কোঙর চন্দ্রকিশোর রায় নাবালগ, ক্ষমাময়ী চৌধুরাণী কুড়ানু সরকার।	৫৯৮১৸/১।	২০৬৸৶৪	কুড়ান সরকারের নিজাংশ ৶০ তিন আনা ঐ অংশ বাকী

RUNGPORE COLLECTORATE,
The 30th April 1884.

H. J. NEWBERY,
Offg. Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

জিলা বীরভূম।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার জিলা বীরভূম।

১৮১৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১ । ১৪ আষাঢ় শুক্রবার দিবসে প্রকাশ নীলামে নিরংশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২২ আপ্রিল।

তপসীল।

মহালের শ্রেণী	তৌজির নম্বর	... নম্বর	পরগনা ও মহালের নাম।	মালিকগণের নাম।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	মন্তব্য।
প্রথম শ্রেণী	...	১৯ নং	পঃ ইন্দ্রাণখু-রিয়া সামিল কুন্দেড়োসাহরা।	সৈএদন্নেছা বিবি সাং আনখুনা সৈএদ মজফর হোসেন ও পাঁচু বিবি ও সেখ মানার-বক্স ও সেখ এনাএতউল্লা সাং ঐ হরিশচন্দ্র ঘোষ ও পঞ্চানন ঘোষ সাং পাঁচঘুদী ও মনসুর ও হযরত নাবালগের অলি আবদুল মাজেদ তরফে ভক্ত বিএগাঁ সাং আনু-খুনা সেখ দরবেশ উল্লা সাং ঐ সেখ ফকির উল্লা ও আফরন্নেছা বিবি সাং ঐ মজেনররহমান সাং বেড়গ্রাম ও পুরুষোত্তমচন্দ্র সাং উনকুণ্ডা ও রঙ্গিণী দাসা অলি আজ তরফে নাবালগ পুত্র মনমোহনচন্দ্র সাং ঐ মবরুন্নেছা বিবি সাং আনখুনা ও মাজনর রহমান সাং বেড়গ্রাম গৌরসুন্দর পাঁড়ে ও নিতাইসুন্দর পাঁড়ে ও ঈশ্বর-চন্দ্র চন্দ্র সাং উনকুণ্ডা রাঙ্গিণী দাসা অলি আজ তরফে নাবালগ পুত্র বিপিনবেহারী চন্দ্র সাং ঐ।	৩৬৯১৮/ ইহার পৃথক হিসাব ২০ নং গৌরসুন্দর ও নিতাইসুন্দর পাঁড়ে ৩১৩১।৶১ বাদে ... ২৫৬৫৷৵১১	৩৭/২	এজমালি অংশ সদর জমা ২৫৬৫৷৵১১টাকা নীলামে হইবেক।
ঐ	...	৫১ নং	পঃ কুন্দরপুর সামিল কেশবপুর।	মানদাসুন্দরী দেব্যা সাং তেজেরা ও ব্যামমণি দেব্যা অলি জানাব শশিভূষণ সরকার নাবালগ সাং ঐ ভগবতী দেব্যা ও তারিণীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাং ঐ বিশ্বেশ্বরী দেব্যা ও জগদেশ্বরী দেব্যা সাং ঐ ও ঈশানচন্দ্র রায় সাং সাওড়া।	৭৫৬	৮৭/৩	ষোল আনা মহাল নীলাম হইবেক।
ঐ	...	৭৩ নং	পঃ সাহাপুর	রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর সাং হেতমপুর ও মহেশচন্দ্র সোম ও দয়ালচন্দ্র সোম কালাচাঁদ সোম সাং চুড়া গণেশচন্দ্র সেন সাং কড়িদ্যা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের অলি নিস্তারিণী দেব্যা ও জোন্নার রহমান।	৩৪৯০।৶ বাদ পৃথক হিঃ ৯৩ নং রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ৫৮১।৶৫০ ১৮৭ নং দয়ালচন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র সোম ৮৭২॥৴৯ ১৪৫৪॥/৭ সেওয়ায় ... ২০৩৬/৫	৫০৩।৪	এজমালি সদর জমা ২০৩৬/৫ টাকা নীলাম হইবে।

		নং	পরগণা	মালিকগণের নাম ও বাসস্থান	জমা		রাজস্ব	মন্তব্য
ঐ	...	৯৮ নং	পং কাপাসডাঙ্গা	রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তি বাহাদুর সাং হেতমপুর ও কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় নাবালগের একজিকিউটর দোলগোবিন্দমণি দেবী সাং সিহুড়ি ও মহেন্দ্রনারায়ণ রায় সাং বাজিতপুর ও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় সাং ঐ ও মধুসূদন চৌধুরী সাং গণপুর ও নাবালগ সর্ব্বেশ্বর চৌধুরীর অলি ভ্রাতা মধুসূদন চৌধুরী সাং ঐ নাবালগ কেদারচন্দ্র চৌধুরীর অলি ভ্রাতা মধুসূদন চৌধুরী সাং ঐ নবদ্বীপচন্দ্র চৌধুরী ও গৌরচন্দ্র চৌধুরী ও উদয়চন্দ্র চৌধুরী শ্রীমতী দামসা মোল্লানী সাং ঐ কালী বিশ্বেশ্বর প্রসাদ ও গৌরীপ্রসাদ সাং তিনপাড়া ও রাইচরণ চৌধুরী ও মঙ্গলচন্দ্র চৌধুরী তেজচন্দ্র চৌধুরী ও খেলতচন্দ্র চৌধুরী ও দীনবন্ধু মণ্ডল নবীনচন্দ্র চৌধুরী সাং গণপুর।	বাদ পৃথক হিসাব ১২১ নং রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ... ৮০॥৶ ২২৯ নং কামদাকিঙ্করের মুখোপাধ্যায় নাবালগের একজিকিউটর দোলগোবিন্দমণি দেবী ২৯৮।৶১॥	২২১৫।৯৶ ৩৭৯।৶১০॥	৩৫৫/১	এজমালি সদর জমা ১৮৩৬।৶১০॥ টাকা নীলাম হইবে।
ঐ	...	১০১নং	পং আকবরসাহি হেজ্জকা	তেজচন্দ্র চৌধুরী সাং গণপুর রাইচরণ চৌধুরী সাং ঐ গৌরচাঁদ চৌধুরী সাং ঐ উদয়চাঁদ চৌধুরী সাং ঐ প্রমথনাথ ঘোষ ও ভোলানাথ ঘোষ সাং দামিনেশ্বর মহাতাপচন্দ্র চৌধুরী সাং গণপুর ও পাঁচুমণি দাসী সাং সাধনেশ্বর ও মৃত প্রিয়নাথ ঘোষের একজিকিউটর ভোলানাথ ঘোষ ও প্রমথনাথ ঘোষ সাং ঐ।	১১৫৯৶		৯১৮/৪	ষোল আনা মহাল নীলাম হইবে।
ঐ	...	১০৩নং	পং খটঙ্গাথন্যা	রাজেন্দ্রচন্দ্র ধর ও নিমাইচন্দ্র ধর সাং কড়িধ্যা ও ডেররাজ মাড়ওয়ারি সাং সিউড়ি ও গঙ্গানারায়ণ সেন ও গণেশচন্দ্র সেন ও মম্মসাথি দাসী ও যশোদাসুন্দরী দাসী ও দীনবন্ধু সেন সাং কড়িধ্যা ও দোলগোবিন্দ ধর সাং ঐ গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় সাং কুণ্ডলা ও মাধবচন্দ্র মিস্ত্রি সাং কেন্দ্রা।	১৩৮৩/০		১/০	ঐ
ঐ	...	১১৬নং	পং খটঙ্গাজিহিলা	বৈকুণ্ঠচন্দ্র সরকার সাং গণপুর মহেশচন্দ্র সরকার ও কুলদাপ্রসাদ সরকার ও মাতঙ্গিনী দাসী ও কুঞ্জলাল সরকার অখিলচন্দ্র সরকার সাং গণপুর ও রামলাল ঘোষাল ও শ্যামলাল ঘোষাল সাং ভেঙ্গেনা।	২২৭৪৲		১০৮৬	ষোল আনা মহাল নীলাম হইবে।
ঐ	...	২১৭নং পং কেন্দুর সামিল হেতিয়া	হেতিয়া ...	গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং চহটা ও ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ঐ মগ্নময়ী দেবী সাং কুড়মনাহা চন্দ্রশিখর বন্দ্যোপাধ্যায় সাং লাভপুর উমেশচন্দ্র রায় ওরফে বঙ্কবিহারী রায় সাং হেতিয়া মধুসূদন রায়চৌধুরী ও অম্বিকাচরণ রায়চৌধুরী সাং ঐ হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং চহটা বিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং ঐ গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ঐ হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং হেতিয়া কেদারেশ্বর রায়চৌধুরী সাং ঐ স্বর্ণময়ী দেবী সাং লাভপুর ও নীলরতন রায়চৌধুরী সাং হেতিয়া ও যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাং লাভপুর কেদারেশ্বর চৌধুরী ও গিরিবালা দেব্যা নাবালিকা অলি মাতা সুকুমারী দেব্যা।	৮৩০॥/		২৩৮৯	ঐ
ঐ	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]চন্দ্র সেন সাং কড়িধ্যা মধুসূদন মুখোপাধ্যায় সাং জীবধরপুর ও মানকুমারী [illegible] জালালউদ্দিন মহম্মদ সাং কাশীআড়া।	বাদ পৃথক হিসাব সেখ জেলালউদ্দিন মহম্মদ ... ৩১৭ বাদে ... ৫৪৬৮৶	৫৭৭৮৶	৶০	এজমালি সদর জমা ৫৪৬৮৶ টাকা নীলাম হইবেক।

W. FIDDIAN,
Offg. Collector.

জিলা রাজশাহি।—বাকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা রাজশাহির মধ্যবর্ত্তি নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের লাগাএদ কিস্তী ফেব্রুয়ারি তারিখের প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্তের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১৪ আষাঢ় শুক্রবার তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে।

তফসীল

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হয়।	কৈফিয়ৎ।
১৮৫	তিহি দাকনা মৌজে বেড়াবাড়ি পং মাহাম্মদপুর।	চন্দ্রমণি বাই অলি অছি পক্ষে গোলাবলাল সিংহ রায় নাবালগ, মেঃ এগেনওয়াইন সাহেব, গিরিশচন্দ্র দত্ত, প্রতিমাসুন্দরী দাস্যা, শ্যামাসুন্দরী বাই।	খাজানা ৪৩৭৩৸৴ পুলিস ৩০।৶০ ৪৪০৪৶০	৭৩৬৮৴০ ৩৸৶০	মায় পুলিস ৪৪০৪৶০ আনা সদর জমার তাহুত লেখা যায় তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ গিরিশচন্দ্র দত্ত খাজানা ৫৮১০ আনা পুলিস ৪/০ আনা একুনে ৫৮৫।/০ আনা বিশেষ নং ২ প্রতিমাসুন্দরী দাস্যা খাজানা ৫৮১০ আনা পুলিস ৪/০ আনা একুনে ৫৮৫।/ আনা বিশেষ নং ৩ মেঃ এ গেনওয়াইন সাহেব খাজানা ১২০৪।০ আনা পুলিস ৮।৶ আনা একুনে ১২১২।।৶ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ খাজানা ২০০৭/ আনা পুলিস ১৩৸৶ আনা একুনে ২০২০৸৶০ আনা সদর জমায় বজ্র নীলাম হইবেক।
২০৭	কিং পং তাহেরপুর	কুমার শশিশেখরেশ্বর রায়, তারকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে কুমার বিশ্বেশ্বর ও কাশীশ্বর রায়।	৩১৪১১৶০	১০১৫।।৶	মোট সদর জমা ৩১৪১১৶০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ কুমার শশিশেখরেশ্বর রায় ১৫৭০৫ ।।/ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ সদর জমা ১৫৭০৫।।/ আনা বজ্র নীলাম হইবেক।
২২৮	তিহি বাসুদেবপাড়া পং তেগাছি।	কুমার শশিশেখরেশ্বর রায়, কুমার তারকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে কুমার বিশ্বেশ্বর ও কাশীশ্বর রায়।	খাজানা ১৮১০৲ পুলিস ১৮৶০	১।৫ •	মোট সদর জমা মায় পুলিস ১৮২৮৶ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ কুমার শশিশেখরেশ্বর রায় খাজানা ৯০৫৲ টাকা পুলিস ৯/০ আনা একুনে ৯১৪/০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ খাজানা ৯০৫৲ টাকা পুলিস ৯/০ আনা সদর জমায় বজ্র নীলাম হইবেক।

২৪৫	রমজানপাড়া পং ভেগাছি।	রাধাকান্ত তরফদার, মধুসূদন ভৌমিক, রাধাসুন্দরী ভুবনমোহিনী, তারাসুন্দরী দাসী, গিরিশচন্দ্র তালুকদার, রামকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, লক্ষ্মণচন্দ্র তরফদার, রামলাল তরফদার, দীনবন্ধু সান্ন্যাল, রোহিণীকান্ত তরফদার, রতিকান্ত তরফদার কার্য্যাধ্যক্ষপক্ষে বিপীনবিহারি তরফদার, নাবালগ শ্যামচাঁদ সাহা।	৮৫৪৸৶	৭১৷৷০	মোট সদর জমা ৮৫৪৸/০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ মধুসূদন ভৌমিক সদর জমা ১৬০৷/০ আনা বিশেষ নং ২ রাধাকান্ত তরফদার ৮০৶ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ ৬১৪।৶০ আনা সদর জমায় বস্তু নীলাম হইবেক।
২৫৭	ডিহি ছাতনি পং গোবিন্দপুর।	গোবিন্দপ্রসাদ ওরফে গয়াপ্রসাদ সুকল, দুর্গাসুন্দরী দেব্যা বক্তেশ্বরী দেব্যা, ভবসুন্দরী দাস্যা অলি অধ্যক্ষপক্ষে অক্ষয়চন্দ্র ও সতীশচন্দ্র সিংহ নাবালগান, মহারাণী শিবেশ্বরী দেব্যা, ৺ মদনমোহন ঠাকুরের সেবাইত হরিমণি দেব্যা, মুক্তকেশী দেব্যা, শ্যামচাঁদ সর্ব্বানন্দ সাহা, সৌদামিনী দেব্যা, ৺ রাধা অটলবিহারী ঠাকুরের সেবাইত গিরিধর দোবে স্বয়ং ও অধ্যক্ষ পক্ষে তোতারাম দোবে, মিরমোসাহেবআলি স্বয়ং ও অলিপক্ষে এমদাদআলি ওরফে রমজান, জীবন্নেছা ওরফে ছোরমন্নেছা বিবি, তফজ্জলআলি, তমজউদ্দীন, তরিফুল্লা বিশ্বাস, গরিবহোসন চৌধুরী শাজদন্নেছা চৌধুরাণী, হবিবন্নেছা খাতুন স্বয়ং ও অলিপক্ষে খোন্দকার ছএদুদ্দীন মাহাম্মদ ও আলফন্নেছা, খাতুন ও মজিদন্নেছা খাতুন, উমেদন্নেছা খাতুন নাবালগ অবিনাশচন্দ্র সিকদারের মাতা ও অলি দেবকুমারী দাস্যা, হরমণি দাস্যা, দক্ষিণাকুমারী দাস্যা সোমেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, শ্রীনাথ, শ্যামাচরণ সিকদার।	খাজানা ৫৭৬০/ পুলিস ৪৮৭ — ৫৮০৮/০	১০২৮/০ ৭৲	মোট সদর জমা মায় পুলিস ৫৮০৮/০ আনা তন্মধ্যে বিশেষ নং ১ মহারাণী শিবেশ্বরী দেব্যা সদর জমা খাজানা ৭৩৭৷৷/০ আনা পুলিস ৬৶০ আনা একুনে ৭৪৩৷৶০ আনা বিশেষ নং ২ মির মোসাহেব আলি স্বয়ং অলিঅধ্যক্ষপক্ষে মির এমদাদআলি ওরফে রমজান নাবালগ, জীবন্নেছা ওরফে ছোরমন্নেছা নাবালীকা, তফজ্জলআলি তমিজউদ্দীন তরিফুল্লা বিশ্বাস গরিবহোসেন চৌধুরী ছাজদন্নেছা চৌধুরাণী রতনমণি দাস্যা হরমণি দাস্যা দক্ষিণাকুমারী দাস্যা সোমেশ্বর সিকদার বিশ্বেশ্বর সিকদার দেবকুমারী দাস্যা অলিঅধ্যক্ষ পক্ষে অবিনাশ সিকদার, শ্যামাচরণ সিকদার শ্রীনাথ সিকদার খাজনা ৬৫৩৮/০ আনা পুলিস ৫৶ আনা একুনে ৬৫৯৶ আনা বিশেষ নং ৩ গোবিন্দপ্রসাদ ওরফে গয়াপ্রসাদ সুকল খাজানা ১৫৯৮৲ টাকা পুলিস ১৩/০ আনা একুনে ১৬১১৷/ আনা বিশেষ নং ৪ সারদাপ্রসাদ সুকল খাজানা ১০৬৫৷০ আনা পুলিস ৮৸৶ আনা একুনে ১০৭৪৶০ আনা বিশেষ নং ৫ বক্তেশ্বরী দেব্যা খাজানা ৫৩২৷৷৶ আনা পুলিস ৪৷৶ আনা একুনে ৫৩৭/০ আনা বিশেষ নং ৬ শ্যামচাঁদ সর্ব্বানন্দ সাহা খাজানা ১৬২৷/ আনা পুলিস ১৸/ আনা একুনে ১৬৪৶০ আনা বিশেষ ৭ নং ৺ মদনমোহন ঠাকুরের সেবাইত হরিমণি দেব্যা খাজানা ১৪৷৶০ আনা পুলিস ৶০ আনা একুনে ১৪৷৷০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক করিয়াছে তদবাদে অবশিষ্ট এজমালী অংশ খাজানা ৯৯৬/০ আনা পুলিস ৮৲ টাকা সদর জমায় বস্তু নীলাম হইবেক।

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হয়।	কৈফিয়ৎ।
৪২২	সিজুড়দহ তপ্পে চাপানিয়া।	নবিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মেনেজরপক্ষে ৺ রামচন্দ্র দেব ঠাকুর সেবাইত রাণী শুভদ্রাকুমারী ৺ মদনমোহন ঠাকুর ও রাধা কিশোরীলাল ঠাকুরের সেবাইত মহন্ত কৃষ্ণানন্দ রাম গোস্বামী।	খাজানা ১৮৩২।০ পুলিস ৫।৴০ ১৮৩৭৷৴০	৩(৬ ০	মোট সদর জমা মায় পুলিস ১৮৩৭৷৴০ আনা তন্মধ্যে সিরিয়াল নং ১ নবিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মেনেজরপক্ষে ৺ রামচন্দ্র দেব ঠাকুর সেবাইত রাণী শুভদ্রা কুমারী খাজানা ৮১৬৵০ আনা পুলিস ২৷৵০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত হিসাবে পৃথক হইয়াছে তদবাদে এজমালী অংশ খাজানা ৮১৮৵০ আনা পুলিস ২৷৵০ আনা একুনে ৮১৮৸০ আনা সদর জমার বস্তু নীলাম হইবেক।
৭৭৬	তরফ দক্ষিণ জোয়ার	নাবালগ অবিনাশচন্দ্র সিকদারের মাতা ও অলি দেব কুমারী দাসী, হরিমণি, দক্ষিণাকুমারী দাসী, গোপেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, শ্রীনাথ, শ্যামাচরণ সিকদার, গরিবুল্লা ওরফে গরিব হোসেন চৌধুরী, মালাবন্নেছা চৌধুরাণী, আতাহার-ন্নেছা খাতুন, মহেশচন্দ্র ভৌমীক, ঈশানচন্দ্র, রামনরসিংহ ঘোষ, মাহাম্মদ নেজামল আলম, তমিজউদ্দীন মিঞা, মির-মোসাহেব আলি স্বয়ং অলিপক্ষে এমদাদআলি জীব-ন্নেছা, কবিরন্নেছা স্বয়ং মাতা ও অলিপক্ষে সৈয়দ সৈয়দ-দ্দীন, উলফন্নেছা, মাজনন্নেছা, ওমেদন্নেছা	২৭৮৭৭	৫২৯।৫৬	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।

E. H. Ruddock,
Collector.

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকদ্বয়ের ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকীপড়া রাজস্ব ও রোড্‌সেস পবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯১ বাং ২৭ আষাঢ় রোজ বৃহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	মোট।	
৬ / ১৮২৩	থানে সাতকানিয়া মৌজে নাকোদা মহল নয়াবাদ। হাল তালুক রাজকুমার রায় পিং বিশ্বম্ভর রায় ও শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী আং নবকুমার রায় সাং পারকোরা।	খোদখাস্ত ..	১০১৭৩০	৪৪॥৬	১২৯০ বাং	১১৭৲	•	১১৭৲	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে
২০ / ৪২০	থানে ঐ মৌজে চাম্বল মহল নয়াবাদ। তালুক শ্রীমত তাজমেছা চৌধুরাণী।	ফতেখাঁ মসজ্জু পিং জাফর মিয়া ও আদিল আলম পিং মৌলবী আবদুল অদুদ সাং কালীপুর।	১১২৩।১০	১৭৬৶৮	"	২২৪৲	২২৶৯	২৪৬৶৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collector.

ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকের ১৮৮৩ ইং ২৬ ডিসেম্বর সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড্‌সেস পবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯১ বাং ২৭ আষাঢ় রোজ বৃহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ইং ১৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	মোট।	
১১০ / ১৮৩০	থানে সাতকানিয়া মৌজে গণ্ডামারা মহল নওয়াবাদ। হাল তালুক কৃষ্ণদাস কুণ্ডু পিং গোপালচন্দ্র কুণ্ডু সাং খিলগাঁও।	খোদ ...	৬১৪॥৶০	২৬৶৬	১২৯০ বাং	১৮৫৲	৮।৯	১৯৩।৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

১৭৪	শ্রীপদগড় ...	শ্রীপদগড়	কালিদাস দে ম্যানেজার জাং মন্মথনাথ ও গিরিজানাথ সতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী নাবালক ও মহেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ, অমরেন্দ্রনাথ পার্ব্বতীনাথ, রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ও ভবতারিণী দেবী ও ঈশ্বরচন্দ্র বসু।	২৮১১।/৮	৪ হিস্যা—মহেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।	২৮১।৵২	১০৩৬৫
৪৮১৯	বাঁশবাড়িয়া	মুলঘর	গোলোকনাথ রায় চৌধুরী, জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কালিদাস দে ম্যানেজার জাং মন্মথনাথ, গিরিজানাথ, সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, পার্ব্বতীনাথ রায় চৌধুরী মহেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ভবতারিণী দেবী ও নরেন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।	৩৫৪২৮৶২	১ হিস্যা—গোলোকনাথ রায় চৌধুরী ও জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪ হিস্যা—মহেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী সমেত পুলিস।	৭০১।৶০।। ৩৫৪।।১০	১৭১।৵৬।। ৮৯।।১৮
৪৮২১	লাসাইচিল ডিহি।	মুলঘর	ব্রজলাল পাল চৌধুরী, রামধন বিশ্বাস, দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় নির হাবব ছোবান, আনন্দচন্দ্র প্রামাণিক কুসুমিনী দেবী।	৫২৩৫৮৪	২ হিস্যা—ব্রজলাল পাল চৌধুরী সমেত পুলিস।	৫৭২।।৵৬	১৪৩৶১
৪৮২২	রঘুনাথপুর তরফ।	ঐ	গোলোকনাথ রায় চৌধুরী ও জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কালিদাস দেব ম্যানেজার জাং মন্মথনাথ, গিরিজানাথ, সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, পার্ব্বতীনাথ রায় চৌধুরী, মহেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনাথ, ও ভবতারিণী দেবী ও নরেন্দ্রনাথ, অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।	১১৮৯৮৶	১ হিস্যা—গোলোকনাথ রায় চৌধুরী, জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪ হিস্যা—মহেন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী সমেত পুলিস।	২৩৭৮৶৯।। ১১৮৮৶১১	৫৭।১৮৮ ২৮০৶১১
৫০৭৩	ভবানীপুর ...	কাঁথুরিয়া পং [illegible]	অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিগর ...	৬২২১।৶৭	১ হিস্যা—ব্রজনাথ পাল চৌধুরী দিগর।	৩১১০।।৶৩।।	৪৮১
৫০৮৮	জয়পুর তাং জানি।	জয়পুর	অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিগর ...	৭৫৯০।৶৭	২ হিস্যা—দেবনাথ রায় চৌধুরী সমেত পুলিস।	৭৪২৮৯	২২।।৵৫
৫২৯১	নন্দলালপুর ...	উখড়া	রামেশ্বর নাথ দিগর	৫১৯৯৭	১ হিস্যা—দেবীপ্রসাদ রাধানাথ চৌধুরী। ২ হিস্যা—হরিলাল সাহা ...	২১০৩৶০ ১২৫।।৵৭	৩/৩ ।।৶১১

The 29th May 1884.

E. J. Barton,
[illegible]

জিলা চট্টগ্রাম।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা চট্টগ্রামের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ জুলাই তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ১০ মে।

প্রথম শ্রেণীর কাএমি মাহাল

বাকী রাজস্ব আদায়ের নীমিত্তে নিলাম হইবে।

নম্বর তৌজি।	নম্বর মহাল।	নাম মহাল।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
২	২	তরফ অযোধ্যারাম ..	৭২৩৸/০	১৶০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
১৭	৪১	তরফ আবুল ফজল	৬৪৩৶৭	১৩২৶০	ঐ ঐ
২৮	৫৪	তরফ আনন্দীরাম দাং	৮৪৯৷৶৯	১৫৸৶১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৭নং রাসচন্দ্র রায় প্রভৃতির অংশের মং ১১৭৷৶৫ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
১৫৯	৮০৫	তরফ ভুল্লভরাম, ফতেয় খাঁ।	৮১৯৭	১৯৬।০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
২২৭	১১৫৩	তরফ মৌজে হরিণা বাং তং মজত রাম হাজারি।	৬৯২৸/০	১৮৲৸৪	ঐ ঐ
২৫০	১২৫১	তরফ ইমাম	৬৯৭।/৪	১৫০।।/৪	ঐ ঐ
৩৭	১৮৯৪	তরফ মানিক ঘোষাল।	৫৬০।/০	২৲	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং মমতুব বিবির ১৩৫৷৷০ আনা জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবেক।
৫১৩	[illegible]	তরফ রামভদ্র দাং ..	৯১৮৸৶৭	১৬৸৮	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১০নং পীতাম্বর দাং ৪৪৸৯ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৩১	২৫৬১	তরফ রামকিশোর দাং।	৮১৯/৭	১৬৲	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৮নং অবশিষ্ট মালিকের ৮৩।/৮ জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৭১	২৯৩১	তরফ [illegible]ছিরাম দাং	৮১১৸৶৩	১২।।/১০	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে অবশিষ্ট মালিকানের ৭৪৫।৶১১ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬০৬	৩১২৫	তরফ শ্রীমন্তরাম দাং	১৭৩৭৸০	১১/৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং আবদুল্লা খাঁর ৭৬৯৸/৬ পাই সদর জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬১১	৮৮০	তরফ [illegible] শেখ মাহা ও চ শেখ [illegible]।	৬৭৮।৶০	/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।

C. A. SAMUELLS,

Offg. Collector.

[*Government Gazette, 11th June* 1884]

জিলা বাকরগঞ্জ।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জেলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আপিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২২ জুলাই মোঃ ১২৯১ সনের ৮ শ্রাবণ মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৬ মে।

তফসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ৎ।
প্রথম শ্রেণী	১৪১৬	বাঞ্ছারাম বসু তাং ছিং।৴০ আনী	কামিনীমোহন চক্রবর্ত্তী রায় চৌধুরী হিঃ ৵১৫	১৫৫০।/৩ মিনাহ অপর হিসাব পৃথক অংশের জমা— ১২৮০৮/১০ ২২৬।৶৫	।৶৬।	এই হিসাব পৃথক হওয়া ৵১৫ আনা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	১৪৮৭	জীবনকৃষ্ণ সেন ও হরেকৃষ্ণ সেন ও কমলকৃষ্ণ সেন ও গোবিন্দদেব রায় ও প্রাণমাণিক্যচন্দ্র রায় ও দর্পনারায়ণ ও মৃত্যুঞ্জয় মুনসী তালুক।	হং দ৪—১ তিল উমাচরণ ভট্টাচার্য্য গয়রহ	২২৯৩।।/৫। মিনাহ হিসাব পৃথক অংশের জমা— ৫৪১৮।২ ১৭৫১।৶৩।।	১৩২।৫।।	এই একমালিদহ=১। তিল অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	১৭২৮	চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী তালুক।	হি ৸৶০ আনী বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী গয়রহ	১০৬৬।।৶৴ মিনাহ হিসাব পৃথক অংশের জমা ১৩৩।/৪ ৯৩৩।/৪	১৫।।/২	এই এজমালী ৸৶০ আনী অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৩২৫৮	রফুদ্দি কালীকাপুর পাগলা ছিং।০ আনী	হিঃ ১৩দ— এজমালী জগদীশ্বরী দেব্যা চৌধুরাণী গয়রহ।	৬৩০২৵০ মিনাহ হিসাব পৃথক অংশের জমা ৭৪৭৫৶।। ৮৮৪।৶৩।।	১।৶১	এই এজমালী ১৩দ— ক্রান্ত অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৩৪৩২	রুদ্রনারায়ণ দাস তালুক।	চণ্ডীচরণ রায় চৌধুরী গয়রহ।	৬০৩৶২।।	১০।।৶০।।	ষোল আনা মহাল নিলাম হইবেক।
দ্বিতীয় শ্রেণী	৪৫৫৬	পাখী ওরফে রমজানপুর চর	চণ্ডীচরণ চক্রবর্ত্তী গয়রহ ...	৪২১৪৲	২৮০০৲	এই মহাল মালিক সঙ্গে মালিকানা মিনাহ পরিয়া মালিকি স্বত্বে ম্যাদি বন্দোবস্ত হওয়াতে মহাল মজকুরে বন্দোবস্ত গৃহীতাগণের যে স্বত্ব ও সত্ত্ব আছে তাহা নিলাম হইবেক ইতি।
প্রথম শ্রেণী	৪৬২৩	কল্যাণ কলস জোয়ার ময়নামদ্দি	হিঃ ।।০ আনী করুণাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য গয়রহ।	৬২৬।৶১০ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৩০৮৶১১ ৩০৮৶১১	২১১।।৶১০	এই ।।০ আট আনা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩৭ জুন।]

মহালের শ্রেণী	তৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ৎ।
দ্বিতীয় শ্রেণী	৫০০৭ নং মধ্যে ১ নং	চক চলুয়া মধ্যে ১ নং হাওলা	ছমেরদ্দি ...	৮১২৲	৬৪৬৲	এই মেয়াদি হাওলা নিলাম হইবেক।
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ৩ নং	চক চলুয়া মধ্যে ৩ নং হাওলা	কেতাব্দি হাওলাদার গয়রহ...	১১৪২৲	৮৫০৲	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ৪ নং	চক চলুয়া মধ্যে ৪ নং হাওলা	তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় গয়রহ।	৮৫১৲	৬৪২৲	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ৮ নং	চক চলুয়া মধ্যে ৮ নং হাওলা	আমেল হাওলাদার গয়রহ ...	৮৬১৲	৬৪৫৲	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ১২ নং	চক চলুয়া মধ্যে ১২ নং হাওলা	রহিমদ্দী হাওলাদার গয়রহ...	৮৯২৲	৬৭৪৲	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ১৫ নং	চক চলুয়া মধ্যে ১৫ নং হাওলা	জামাল হাওলাদার গয়রহ ...	১৩৪১৲	৯৫৭।৶৬	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ১৯ নং	চক চলুয়া মধ্যে ১৯ নং হাওলা	সেতাব্দী হাওলাদার গয়রহ...	৬৩৯৲	২০০৲	ঐ

R. C. DUTT,
Offg. Collector.

জিলা বৰ্দ্ধমান।

জমিদারি বিক্রয়ের ইশ্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১। ১৪ আষাঢ় দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২০ মে।

তফসীল।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমা দায্য হওয়া মহাল।

১৯ নং তৌজীভুক্ত মহাল গিধগ্রাম পরগনে আর্গা ডিঃ মঙ্গলকোট পূৰ্ব্বস্থলী আউষগ্রাম, কাটোয়া মন্তেশ্বর ও গাঙ্গুড় মালিক শ্রীশ্রী৺ অন্নপূর্ণার সেবাত ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরন বন্দ্যোপাধ্যায় তিনকড়া দেবী ওওজে মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগ মনমোহন হরিমোহন মনিমোহন, মনকমোহন, সূর্য্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিঅছি মাতা হরসুন্দরী দেব্যা রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজীবন ও সত্যমনন বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া পরমাত্মচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া ডিঃ শ্রীরামপুর।

সদর জমা ৭৩১১॥৵৬॥০ টাকা বাকী ১১১।৶০॥ টাকা।

এই মহালে নিম্নলিখিত কয়েকটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮॥৵৭ টাকা পরমাত্মচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮॥৵৭ টাকা রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮॥৵৭ টাকা সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৭৵০৫ টাকা নাবালগ মনমোহন হরিমোহন, মনিমোহন মনক্ষমোহন সূর্য্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিমাতা শ্রীমতী হরসুন্দরী দেব্যা ১২১৮॥৵৭ টাকা।

৬১ নং তৌজীভুক্ত মহাল পলশনা দিগর পরগনে সেঙ্গা ডিবিজান কাটোয়া মালিক গৌরকিশোর চন্দ্র ও নাবালগ মণীন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র অলিঅছি ভ্রাতা ও আপনপক্ষে স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ চন্দ্র সাঃ শ্রীবাটী ডিঃ কাটোয়া হরেকচাঁদ গোলেচা সাঃ আজিমগঞ্জ ডিঃ আশনপুর ভজহরিচন্দ্র ও বিদুর

চরণ চন্দ্র, পরমসুখ চন্দ্র ও নাবালগ আশুতোষ চন্দ্র শ্রীহরিহরচন্দ্র চন্দ্রের অলিঅছি মাতা শ্রীমতী ভবতারিণী দাস্যা সাং শ্রীবাটী ডিঃ কাটোয়া হরমোহন চন্দ্র সাং ঐ।

সদর জমা ৭৪০০৷৴১১ টাকা বাকী ৪১৮।৴০ টাকা।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রের নামে ৯২৫৴৬ টাকা সদর জমায় একটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

৮৮ নং তৌজিভুক্ত মহাল মজকুরি পরগনে মজকুরি ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বর্দ্ধমান, ডিঃ মন্দেশ্বর ও ডিঃ গাঙ্গুর মালিক ডোমনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বনোয়ারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারী দেব্যা, উমাপ্রসাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, পরানচন্দ্র চৌধুরী, মাতঙ্গিনী দেব্যা শারদাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী নীলমণি চৌধুরী উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেব্যা দুর্গাদাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামদয়াল চৌধুরী, তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় নৃত্যকালী দেব্যা মুক্তকেশী দেব্যা দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, ভবতারিণী দেব্যা, প্রসন্নময়ী দেব্যা, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কালীবিষ্ণু সুখময় ও শশিভূষণ, মহেন্দ্র ও গোপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার চৌধুরী শ্রীনাথ চৌধুরী, রামানাথ চৌধুরী সাং চাগুনী ডিঃ কাটোয়া ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায় সাং দাঁইহাট ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাং সিদ্ধিপুর ডিঃ কাটোয়া দীননাথ চৌধুরী সাং চাগুনী ডিঃ কাটোয়া।

সদর জমা ১৭২১৷০। টাকা বাকী ।৶৭ আনা।

এই মহালে নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নামে ৪৬৮৯ টাকা জমায় একটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

৫১৭৪ নং তৌজিভুক্ত মহাল সালকুনী পরগনে বর্দ্ধমান ডিঃ সাহেবগঞ্জ মালিক সেখ আলিমমুল্যা সাং সীতারপুর কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং সালকুনী ডিঃ সাহেবগঞ্জ হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগের অলিমাতা কল্যাণী দেব্যা সাং ঐ শ্রীশ্রী৺ দুর্গা ঠাকুরাণীর সেবাইত ঈশ্বরচন্দ্র রায়, গোরাচাঁদ রায়, নীলমণি রায় সাং আয়নাচাদাই ডিঃ সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজবল হক সাং ডিবিজান নক্সলকোট।

সদর জমা ১৬৯৩৷৫ টাকা। বাকী ২১৩৮৶১ টাকা।

এই মহালে নিম্নলিখিত কএটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে, ঈশ্বরচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র রায় ৩০৩৮৶৴৩॥ টাকা ঈশ্বরচন্দ্র ও গোরাচাঁদ রায় ১৩৩৶৭॥ টাকা।

T. E. Coxhead, *Collector.*

নীলামের নোটিস।

এস্তেহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা ২৪ পরগনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে, জিলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তীর বাকী বাবত ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৯১ সাল ১৩ আষাঢ় শুক্রবার ঐ জিলার কালেক্টরীতে বিনা ওজর নীলাম ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিঃ কাঞ্চনবাড়িয়া ওগয়রহ লিখিত মালিক দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী ওগয়রহ সদর জমা ... ২৮৩১ ।৴০ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৶৫৲২ দন্তী ৲৪৲৲১ — আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী ওগয়রহর নামে ৮৴১৪৲৭ দন্তী ॥৶১৫৮৶১৮৮ — আনার কাত সদর জমা ২৪৩১৲১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফাল্গুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬৴২ টাকা বাকী হওয়ায় নীলামে ধরা গেল।

১৯৪ নং পরগনে কলিকাতা কিঃ মদরসা বনহুগলি ওগয়রহ লিখিত মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ২১১৯৬৮৷৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৮৶৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে ৴১২ আনার কাত সদর জমা ২১১৯॥৶ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফাল্গুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৯৯॥৴২॥ টাকা বাকী হওয়ায় নীলামে ধরা গেল।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

১৪৭ নং পরগনে কলিকাতা কিঃ খেওড়া ওগয়রহ লিখিত মালিক
কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ৩৬৩৭ ॥/৯ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ॥০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে ॥০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬৸১০ ॥ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৫৬।৶৪ টাকার বাকী হওয়ায় নীলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কিঃ পরগনে বালিয়া তরফ যদুবাটী ওগয়রহ লিখিত মালিক
আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহ সদর জমা মায় পুলিস থানাদারি ... ৮৭১৫৸৶৩ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে |/৬॥= আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালীতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহর নামে ॥৶১৩। — আনার কাত সদর জমা মায় পুলিস থানাদারি ৫৮২। ১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত আদায় বাদে ১২।৶১০ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

8-5-84. C. C. STEVENS, *Collector.*

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিঃবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ আপ্রিল।

তফসীল।

তৌজির নম্বর।	[illegible]	[illegible]	নাম মহাল।	মালিকের নাম।	সদর জমা	বাকী কিং জানুয়ারি ১৮৮৪।	কৈফিয়ত।
১৯১১	৭২	১৮৯	টামটা পুটীয়া জোয়ার পং বরদাখাত কিং ॥৶১৩। — ক্রান্তি	গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেন্দ্রচন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাচন্দ্র সেন রজনীকান্ত সেন। শ্রীমতী উমাতারা জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব। শ্রীমতী উমাতারা গুপ্তা জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমোহন সেন সাং দারভা পং বরদাখাত থানে খোল্লা।	১৭০৮	৫৩৪	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ১২৯৩ টাকা ধার্য্য হইয়াছে এই জমা খরিদারের ১২৯১ সন হইতে দিতে হইবে।
১৯১১	৭০	১৮৯	তিলচিটা জোয়ার পং বরদাখাত কিং ॥৶১৩। — ক্রান্তি।	দুর্গাচরণ দাস মজুমদার সাং নৈয়াইর পং শ্রীচাইল, রামকিঙ্কর রায় সাং চান্দভাই প্রকাশ্য আমিরাবাদ কাশীচন্দ্র দে সাং তথা শ্রীমতী শ্রীমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পং বিক্রমপুর, জগবন্ধু দাস সাং তথা বঙ্গচন্দ্র দাস সাং তথা দ্বারিকানাথ দাস সাং তথা।	৬৬৩৸৩	২০৬৴১০	

7-5-84. J. A. HOPKINS, *Collector.*

[*Government Gazette,* 17*th June* 1884.]

জেলা বগুড়ার কালেক্টরী।—বাকী খাজনার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা বগুড়ার মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ্চ তারিখ প্রাপ্য বাকী মালগুজারী এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ১৫ জুলাই তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ১৮৮৪। ৯ জুন।

তপসীল মহাল।

তৌজির নম্বর ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
নং ১০১১৩ তরফ বেতার পাং শেনবর্ষ।	সৈয়দানী তজুরন্নেছা বিবি চৌধুরাণী গয়রহ।	৬২৩৭৶১১	৮৷৵১১	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের মধ্যে সৈয়দানী তজুরন্নেছা বিবি চৌধুরাণী প্রভৃতির নামে ৫৮৫৫৸৯৶ পাই সদর জমার যে ১৬ নম্বর হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে নিম্নলিখিত অবশিষ্টাংশ নিলাম হইবে।
ঐ	রাধারমন, চন্দ্রকিশোর, কালীকিশোর মুনসী, আবিরন্নেছা বিবি, লাল সিংহ স্বয়ং ও অলিউদ্দি কে চুনিলাল, পান্নালাল, ও অক্ষয় সিংহ নাবালক, ও হীরালাল সিংহ	৬৮১৷৶৩৷৷	৮৷৵১১	
নং ১৮৷৭১ তঃ কাহালু পাং শেনবর্ষ।	কাদেহান্নেছা বিবি প্রভৃতি ..	৭৪৩৫৪	৬৷৶৭৸	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের মধ্যে কাদেহান্নেছা বিবি প্রভৃতির নামে ২৫৮৷৴ আনা সদর জমার যে ৬নম্বর হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে নিম্নলিখিত অবশিষ্টাংশ নিলাম হইবে।
ঐ	আনন্দকিশোর তরফদার গৌরসুন্দরী দাসী প্রভৃতি।	৪৮৫৷৷৶৪	৬৷৵৭৸	

J. J. Livesay, *Collector.*

NOTICE.

Notice is hereby given, to all whom it may concern, that from and after 1st Baisakh 1291 B. S., we have, by petition through our pleader Baboo Sasi Bhusan Mukurjea to the Judge and Magistrate and Collector of Moorshedabad, discharged all our previous General Agents and Am-Mukhtars, and that thenceforward we shall not be responsible for the acts of other persons. Henceforward our only General Agent is our brother-in-law (Deor) Baboo Sita Kanta Mookurjea, under General Power No. 22 of 1884, of Dinagepur Sudder Sub-Registry Office.

শ্রীমতী গিরিজামণি দেব্যা।
শ্রীমতী ব্রজসুন্দরী দেব্যা।
(12—3)

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs.* 4, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 8, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 16, *ans.* 8.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs.* 5, *ans.* 8; per eight ounce tin, *Rs.* 10, *ans.* 8; per pound tin, *Rs.* 20.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 *oz.* tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪॥০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮॥০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬॥০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫॥০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০॥০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা, ডাকমাসুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবান্ধা সিন্‌কোনা।

লাল সিন্‌কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেণ্টের কারখানায় প্রস্তুত নূতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহা দানা বান্ধে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২৲ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৸০ বার আনা ডাক মাসুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. *Price Rs. 24; packing and postage Re.* 1-12.

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-boo[illegible] those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a [illegible] scholar-like knowledg[illegible] Vedic [illegible] the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editio[illegible] [illegible]rs, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible [illegible] that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot constru[illegible] of the ancient Rishis of his country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtolah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-ল ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট-কমিশনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিল্‌ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

এক২ খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট এক২ খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৵০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

দ্রষ্টব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

[*Government Gazette, 17th June* 1884.]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mofussil.		Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	...	10	0	0	per annum.
Postage ...	...	2	8	0	,,
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	...	4	0	0	,,
Postage ...	...	1	0	0	,,
For a single copy—					
Entire Gazette	...	0	4	0	
Postage ...	...	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI ...	...	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage ..	...	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে:—

মফঃসলে।

			টাকা।	
সম্পূর্ণ গেজেট ...	...	বৎসরে	১০৲	
ডাকমাশুল ...	...	,,	২॥০	
৩য় ৪র্থ ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে) ...	...	,,	৪৲	
ডাকমাশুল ...	...	,,	১৲	
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য ...	...		।০	
ডাকমাশুল ...	...		/০	
৩য় ৪র্থ ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য) ...	...		/০	৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠাপ্রতি আর একং আনা।
ডাকমাশুল ...	...		/০	

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 11th December 1882.

NOTE—*Rates for advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE

	Rs.
Full page, per issue	20
Half	10

Casual advertisements.—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না; ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদের কর্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর / এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১১ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই:—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	২০৲
আধ পৃষ্ঠা	১০৲
কখনং ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্পাঙ্গালেও ওয়েষ্ট চৌমহানের অন্তঃস্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[*Government Gazette*, 17*th June*, 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুত এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 470—13 6-84 800